রজনীকান্ত গুপ্ত

A 625607

সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস

Generated on 2019-02-07 14:08 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
1817
LIBRARIES

Generated on 2019-02-07 14:08 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Provided by
The Library of Congress
Special Foreign Cu..rency Program

MAY 4 1984

Generated on 2019-02-07 14:08 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2019-02-07 14:06 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস

পঞ্চম ভাগ

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:08 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Generated on 2019-02-07 14:06 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Sipahi yuddhera...

রজনীকান্ত গুপ্ত

সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস

৫

Rajanikanta Gupta

নবপত্র প্রকাশন

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2019-02-07 14:06 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Storage
DS
478
.G981
1981
v.5.

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭

নবপত্র প্রকাশ ঃ ২২শে আগস্ট, ১৯৮৩
৫ই ভাদ্র, ১৩৯০

প্রকাশক ঃ প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক ঃ নিউ এজ প্রিন্টার্স
৫৯ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ ঃ প্রবীর সেন

দাম ঃ পঁয়ত্রিশ টাকা

SEPOY JUDDHER ITIHAS
Vol. V
By
RAJINI KANTA GUPTA

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:06 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

বিজ্ঞাপন

সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসের পঞ্চম অর্থাৎ শেষভাগ প্রকাশিত হইল। চারি ভাগে এই ইতিহাস সমাপ্ত করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা হয় নাই। পঞ্চম ভাগ উহার পূর্ববর্তী অন্যান্য ভাগ অপেক্ষা বড় হইল। যে সকল ঘটনা স্তরে স্তরে স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে, তৎসমুদয়ের যথারীতি বিশ্লেষণ ও বর্ণনা না করিলে, ইতিহাস, পাঠকের আমোদলাভের সহায় হয় না। ১৮৫৭ অব্দের সিপাহী যুদ্ধ ঘটনাবৈচিত্র্যে পৃথিবীর প্রধান প্রধান ইতিহাস-বর্ণিত-ঘটনার সহিত তুলনীয়। এইরূপ ঘটনাবৈচিত্র্যের বর্ণনা গ্রন্থের আয়তন বৃদ্ধির কারণ।

পৃথিবীর এই প্রধান ঘটনার অভিঘাতে ইংরেজ এক সময়ে একান্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেও, উহা অপরের সমক্ষে প্রচ্ছন্নভাবে রাখেন নাই। ইংরেজ লেখকগণ সিপাহী যুদ্ধের বিস্তৃত, সংক্ষিপ্ত ও খণ্ডিত ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন। অদ্যাপি তাঁহাদের এতদ্বিষয়ক উদ্যম তিরোহিত হয় নাই। প্রতিবর্ষে তাঁহারা এই মহাঘটনার সংসৃষ্ট দুই-একখানি গ্রন্থ জগতের সমক্ষে প্রকাশ করিতেছেন। যাঁহারা গম্ভীরভাবে মানবের মনোগত এইরূপ আকস্মিক পরিবর্তনের কারণ পর্যালোচনা করিয়াছেন, এবং ঐ পরিবর্তন-জনিত ভয়াবহ ঘটনাবলীর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছেন, তাঁহারা উহার বিস্তৃত ইতিহাস-রচনায় নিরস্ত থাকেন নাই। যাঁহারা বিপ্লবের ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা উহার অসামান্য প্রচণ্ডভাব, উহার অভাবনীয় শক্তি, উহার অচিন্তপূর্ব অতিবিস্তৃতি দর্শনে অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া, আপনাদের দুর্গতি, অধিকারচ্যুতি, প্রাধান্য পুনঃপ্রাপ্তির বিবরণ অপরকে জানাইতে বিমুখ হন নাই। তাঁহাদের কুলমহিলাগণ? যাঁহারা পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা প্রিয়, সর্বাপেক্ষা স্নেহাস্পদ ধনের সহিত সুখে ও শান্তিতে থাকিবার আশা করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সেই সকল প্রাণাধিক ধন হইতে জন্মের মতো বিচ্ছিন্ন হইয়া, আপনাদের শোচনীয় অবস্থার কথায় অপরের হৃদয়ে করুণরসের সঞ্চার করিতে ঔদাস্য প্রকাশ পায় নাই। আর এই সময়ে যাঁহাদের উপর সুবিস্তৃত জনপদের শাসন ও পরিচালনভার সমর্পিত ছিল, তাঁহারা এই ঘটনা-প্রসঙ্গে বিবিধ বিজ্ঞাপনী লিপিবদ্ধ করিয়া, আপনাদের কল্পনাশক্তির পরিচয় দিতেও ত্রুটি করেন নাই। এইরূপে সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসের বিস্তৃতি ঘটিয়াছে। সিপাহী যুদ্ধ অপেক্ষা ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত আর কোনো ঘটনা বোধহয়, ইংরেজ লেখকদিগের অধিকতর মনোযোগের বিষয়ীভূত হয় নাই।

এই প্রচণ্ড বিপ্লব-বহ্নির নির্বাপণে ইংরেজের অসামান্য শক্তির নিদর্শন পরিব্যক্ত হইয়াছে। সুখের বিষয়, ইংরেজ ঐতিহাসিক এবং ইংরেজ রাজপুরুষদিগের অনেকে এই শক্তিতে আত্মহারা হন নাই। তাঁহারা এবিষয়ে যেরূপ সংযতভাবে আত্মশক্তির প্রমাণ দেখাইয়াছেন, সেইরূপ উদারভাবে অনিবার্য ঘটনাস্রোতে পরিচালিত বিজিত জাতির প্রতি সমবেদনার পরিচয় দিয়াছেন। প্রধানতঃ ভারতবাসীর সাহায্যে এই ঘোরতর বিপত্তি হইতে ইংরেজের নিস্কৃতিলাভ ঘটিয়াছে বলিয়া, সমবেদনাপর ইংরেজ লেখকগণ সাহায্যকারী ভারতবাসিদিগের গুণগৌরবের ঘোষণাতেও বিমুখ হন নাই।

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2019-02-07 14:06 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

যে বিষয়ের বর্ণনায় ইংরেজ এরূপ মনোযোগী হইয়াছেন, আমাদের স্বদেশীয় ভাষায় তাহার একখানিও ইতিহাস নাই। আমি বহুকাল হইল, এই ইতিহাস প্রণয়নে ব্রতী হইয়াছিলাম। বহুকাল পরে, এখন আমার ব্রতের উদ্‌যাপন হইল।

মহামতি কে সাহেব প্রভৃতির ইতিহাস উপস্থিত গ্রন্থের অবলম্বন-স্বরূপ। ইংরেজ লেখকগণ যেমন আপনাদের জাতীয়ভাবে আকৃষ্ট হইয়া, সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস লিখিয়াছেন, উপস্থিত ইতিহাসে ইংরেজের সংগৃহীত উপাদানের প্রয়োগকালে, আমিও সেইরূপ আমাদের জাতীয়ভাবের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছি। আমি জানি যে, এবিষয়ে আমার প্রয়াস সর্বাংশে সফল হয় নাই। বিপত্তিময়, পিচ্ছিল পথে আমাকে অনেক স্থলে স্খলিতপদ হইতে হইয়াছে। যাহা হউক, স্বদেশীয়দিগের সংগৃহীত বিবরণে আমি অনেক-পরিমাণে উপকৃত হইয়াছি। কুমার সিংহ, লক্ষ্মী বাঈ প্রভৃতির বিষয় প্রধানতঃ ঐ বিবরণের অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। আরায় অবস্থিতিকালে আমি অনুসন্ধান করিয়া, কুমার সিংহ সম্বন্ধে কোনো কোনো বিষয় জানিয়াছিলাম। তৎপরে একজন শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু এ সম্বন্ধে যাবতীয় বিবরণ দিয়া, আমায় উপকৃত করিয়াছেন। ফৈজাবাদের মৌলবীর বিবরণ সম্বন্ধে আমি এইরূপে অপর বন্ধুজনের নিকটে কৃতজ্ঞ আছি। অন্য একজন মহারাষ্ট্রীয় ভাষাভিজ্ঞ বন্ধু আমায় মারাঠী ভাষায় লিখিত লক্ষ্মী বাঈর জীবনীর সারাংশ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

বাঙ্গলা ভাষায় 'বাই' শব্দ হ্রস্ব ইবর্ণান্ত। কিন্তু মারাঠী ভাষায় উহা দীর্ঘ'ঈবর্ণান্তরূপে লিখিত হয়। এই ইতিহাসের পূর্ববর্তী খণ্ডে উপস্থিত বিষয়ে হ্রস্ব ই বর্ণের প্রয়োগ করা হইয়াছে। এবার আমার পূর্বোক্ত প্রীতিভাজন বন্ধুর অনুরোধে মহারাষ্ট্রীয় লিপিপ্রণালীর অনুসরণ করিয়াছি। কিন্তু এইরূপ বর্ণবিন্যাস প্রণালী অস্মৎপ্রদেশের ভাষায় চলিবে কি না, সন্দেহের বিষয়।

সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসের একটি বর্ণানুক্রমিক সূচী প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা আছে। উহা প্রস্তুত হইলে স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে।

এই ইতিহাসের তৃতীয় ভাগে (পৃষ্ঠা ১৪৯-৫০) কানপুরের ঘটনায় একটি ফিরিঙ্গী শিশুর প্রাণরক্ষার জন্য একটি দরিদ্র হিন্দু রমণীর আত্মত্যাগের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। উপস্থিত গ্রন্থের (পৃষ্ঠা ১৬০-৬১) ফৈজাবাদের ঘটনায় পলাতক ইউরোপীয় কুলকামিনী-দিগের প্রতি এতদ্দেশীয় রমণীদিগের অপরিসীম সদয় ব্যবহারের কথার উল্লেখ করা গিয়াছে। এই দুইটি বিষয় ডাক্তার নাইটন্ সাহেবের লিখিত 'হিন্দু ললনা' প্রবন্ধ (Journal of the National Indian Association, August, 1878) হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। যথাস্থলে ইহা স্বীকার করা হয় নাই।

সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস পরিসমাপ্ত হইল। এতদিন পরে সাহিত্য-ক্ষেত্রে, সহৃদয় পাঠকের সমক্ষে আমি একটি গুরুতর বন্ধ হইতে বিমুক্ত হইলাম।

কলিকাতা,
১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭ সাল

রজনীকান্ত গুপ্ত

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:06 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

সূচী

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ—লেপ্টেনাণ্ট গবর্নর কলবিন্ সাহেব—আগ্রা—আলীগড়—ইটোয়া—ভারতবাসীর বিশ্বস্ততা ও কর্মদক্ষতা—মইনপুরী—আগ্রার খ্রীস্টধর্মাবলম্বী-দিগের আতঙ্ক—কলবিন্ সাহেবের ঘোষণাপত্র—এ বিষয়ে গবর্নর জেনেরলের অভিমত—মথুরা—আগ্রার সিপাহিদিগের নিরস্ত্রীকরণ ১-৩০

দ্বিতীয় অধ্যায়

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অবস্থা—মীরাট ও রোহিলখণ্ড বিভাগ—মুজঃফরনগর ও সাহারাণপুর—মোরাদাবাদ—বেরিলী—শাহজাহানপুর—বদায়ূন ৩১-৭৬

তৃতীয় অধ্যায়

গোবালিয়র—ইন্দোর—রাজপুতনা

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্নরের দুশ্চিন্তা—মহারাজ জয়াজী রাও শিন্দে—তাঁহার সৈন্য—তাঁহার রাজধানীর ঘটনা—তাঁহার সৈনিক-দলের উত্তেজনা ও বিরুদ্ধাচরণ—ইংরেজদিগের পলায়ন—মহারাজ তুকাজী রাও হোলকর—ইন্দোরের ঘটনা—রাজপুতনা ৭৭-১১১

চতুর্থ অধ্যায়

আগ্রা

আগ্রা—মীরাটের সিপাহী—কলবিন্ সাহেবের অসুস্থতা—শাসনকার্যের বন্দোবস্ত—কোটার সিপাহী—আগ্রার নিকট যুদ্ধ—ইংরেজ-সেন্যের প্রত্যাবর্তন—সৈনিক-নিবাসের ধ্বংস—আগ্রার দুর্গবাসীদিগের অবস্থা—কলবিন্ সাহেবের দেহত্যাগ ১১২-১৩১

পঞ্চম অধ্যায়

লক্ষ্ণৌ—অযোধ্যা

অযোধ্যার অবস্থা—লোকের দুশ্চিন্তা—ভূস্বামি-সম্প্রদায়—নবাব-বংশীয়দিগের দুর্দশা—সৈনিক-দল—জনসাধারণের অবস্থা—লক্ষ্ণৌ রক্ষার বন্দোবস্ত—সৈনিক-নিবাসে সিপাহিদিগের বিরুদ্ধাচরণ ১৩২-১৪৯

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:06 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ষষ্ঠ অধ্যায়

অযোধ্যা

বিপ্লবের প্রকৃতি—সীতাপুর—মুলাওন—মোহমদী—শাহজাহানপুরের পলাতকদিগের নিধন—ফৈজাবাদ—সুলতানপুর—বহুরইচ বিভাগ—সিক্রোয়া—মোল্লাপুর—দরীয়াবাদ—পলাতকদিগের দুর্দশা—লক্ষ্ণৌ—স্যার হেনরি লরেন্সের স্বাস্থ্যহানি—লক্ষ্ণৌ রক্ষার বন্দোবস্ত—চিনহাটে ইংরেজ সৈন্যের পরাজয়—মচ্ছিভবনের কিয়দংশের বিধ্বংস—লক্ষ্ণৌর অবরোধ—স্যার হেনরি লরেন্সের দেহত্যাগ—সেনাপতি হাবেলক ও আউট্রামের উপস্থিতি ১৫০-১৮৮

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

দিল্লী

দিল্লীতে ইংরেজ পক্ষের সৈন্যের সমাগম—নগর আক্রমণের বন্দোবস্ত—সেনাপতির ঘোষণাপত্র—নগর আক্রমণ—সিপাহিদিগের পরাক্রম—ইংরেজ-সৈন্যের উচ্ছৃংখলভাব—রাজপ্রাসাদ অধিকার—মোগল ভূপতির স্থানান্তরে প্রস্থান—তাঁহার অবরোধ—শাহজাদাদিগের নিধন—কাপ্তেন হডসনের কার্যের সমালোচনা—দিল্লীর অধিবাসিদিগের ফাঁশি—নিকলসনের দেহত্যাগ ১৮৯-২০৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইংরেজ সেনাপতির লক্ষ্ণৌতে যাত্রা

সেনাপতি হাবেলকের কানপুরে উপস্থিতি—তাঁহার লক্ষ্ণৌতে যাত্রার আয়োজন—তাঁহার মঙ্গলোয়ারে উপস্থিতি—উনাও এবং বসিরথগঞ্জের যুদ্ধ—হাবেলকের কানপুরে প্রত্যাবর্তনের উদ্‌যোগ—সেনানায়ক নীলের বিরক্তি—হাবেলকের পুনর্বার লক্ষ্ণৌর দিকে যাত্রা—বসিরথগঞ্জের দ্বিতীয় যুদ্ধ—হাবেলকের আবার কানপুর প্রত্যাবর্তনের উদ্‌যোগ—তাঁহার মঙ্গলোয়ারে প্রত্যাবর্তন—লক্ষ্ণৌর পথে পুনর্বার যাত্রা—বসিরথগঞ্জের তৃতীয় যুদ্ধ—হাবেলকের কানপুরে প্রত্যাবর্তন—বিঠুরের যুদ্ধ—আউট্রামের কানপুরে উপস্থিতি—তাঁহার বিজ্ঞাপন-পত্র—হাবেলক, আউট্রাম, এবং নীলের লক্ষ্ণৌতে যাত্রা—তাঁহাদের আলমবাগে উপস্থিতি—চারবাগের সেতুপথে যুদ্ধ—ছত্রমঞ্জিল ও ফরিদবক্স—খাসবাজার—নীলের নিধন—হাবেলক ও আউট্রামের রেসিডেন্সিতে উপস্থিতি ২১০-২১৭

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:06 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

তৃতীয় অধ্যায়

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা

সেনাপতি গ্রিথেডের দিল্লী হইতে যাত্রা—গাজীউদ্দীন নগর—বুলন্দশহর—মালঘর—খুর্জা—মৌনীসন্ন্যাসী—আলীগড়—আকবরাবাদ — আগ্রা — মইনপুরী — সেনাপতি আউট্রামের-পত্র—কালীনদীর তীরে যুদ্ধ—প্রধান সেনাপতি সার কোলিন কাম্পবেলের যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা—কাজোয়ার যুদ্ধ—প্রধান সেনাপতির অযোধ্যায় প্রবেশ—জঙ্গ বাহাদুর—প্রধান সেনাপতির লক্ষ্ণৌতে প্রবেশ—তাঁহার সহিত সেনাপতি হাবেলক ও আউট্রামের সম্মিলন—সেনাপতি হাবেলকের দেহত্যাগ—আউট্রামের আলমবাগে অবস্থিতি—প্রধান সেনাপতির কানপুরে যাত্রা ২১৮—২৩৭

চতুর্থ অধ্যায়

তাত্যা টোপে

তাত্যা টোপে—তাঁহার যুদ্ধকৌশল—পাণ্ডুনদীর তীরে তাঁহার সহিত ওয়াইণ্ডহামের যুদ্ধ—তাঁহার জয়লাভ—তাঁহার কানপুরে অবস্থিতি ও ব্যূহরচনা—স্যার কোলিন কাম্প্বেলের কানপুরে উপস্থিতি—তাঁহার সহিত যুদ্ধে তাত্যা টোপের পরাজয় ২৩৮-২৪৭

পঞ্চম অধ্যায়

ফতেগড় অধিকার—প্রধান সেনাপতির লক্ষ্ণৌ যাত্রার উদ্যোগ

ফতেগড় অধিকার—স্যার কোলিন কাম্পবেলের বেরেলীতে যাত্রার ইচ্ছা—গবর্ণর জেনেরলের ভিন্ন মত—স্যার কোলিনের লক্ষ্ণৌতে যাত্রার উদযোগ—তাঁহার সৈনিক-দলের উনাউতে অবস্থিতি—ইংরেজ-সৈন্যের শিবিরে চরের উপস্থিতি—তাহার অবরোধ—তাহার বিচিত্র আত্মবিবরণ—তাহার ফাঁশি ২৪৮-২৬৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

লক্ষ্ণৌ অধিকার—রোহিলখণ্ড ও অন্যান্য স্থানে বিপ্লবের শান্তি

লক্ষ্ণৌ অধিকার—ফৈজাবাদের মৌলবী—তাঁহার সহিত যুদ্ধ—তাঁহার মৃত্যু—রুইয়া—রোহিলখণ্ড—সাগর ও নর্মদা প্রদেশ—বোম্বাই প্রেসিডেন্সি—দক্ষিণাপথ ২৬৫-২৮০

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

ঝাঁশি—লক্ষ্মী বাঈ

ঝাঁশির সংস্থান—লক্ষ্মী বাঈ—তাঁহার বাল্যবিবরণ—তাঁহার বিবাহ—তাঁহার স্বামীর দেহত্যাগ—ঝাঁশিতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধিকার স্থাপন—ঝাঁশির বিপ্লব—এসময়ে

লক্ষ্মী বাঈর কার্য—ইংরেজ সেনাপতির ঝাঁশিতে যাত্রা—তাঁহার সহিত লক্ষ্মী বাঈর যুদ্ধের উদ্‌যোগ—ঝাঁশির দুর্গ আক্রমণ—লক্ষ্মী বাঈর বীরত্ব ও পরাক্রম—তাঁহার ঝাঁশি পরিত্যাগ—ঝাঁশির দুর্গে ইংরেজ-সেনাপতির অধিকারস্থাপন—রাও সাহেব ও তাত্যা টোপের সহিত লক্ষ্মী বাঈর সম্মিলন—কুঁচের যুদ্ধ ইংরেজ-সৈন্যের কাল্পী অধিকার—রাও সাহেব প্রভৃতির গোবালিয়রে গমন—মহারাজ শিন্দের পলায়ন—গোবালিয়রে রাও সাহেবের অধিকার স্থাপন—ইংরেজ সেনাপতির গোবালিয়রে যাত্রা—গোবালিয়রের যুদ্ধ—লক্ষ্মী বাঈর যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ—তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন—তাঁহার দেহত্যাগ—গোবালিয়রে মহারাজ শিন্দের পুনর্বার অধিকার স্থাপন—দামোদর রাও ২৮১-৩১০

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঝাঁশির পার্শ্ববর্তী স্থান

নাওগাঁর সিপাহিদিগের উত্তেজনা—তত্রত্য ইউরোপীয়দিগের পলায়ন—তাঁহাদের সহিত বিশ্বস্ত সিপাহিদিগের গমন—পথে তাঁহাদের দুর্দশা—তাঁহাদের প্রতি ছত্রপুরের রানী এবং চিরকারির রাজার সদ্ব্যবহার—বাঁদার ঘটনা—নাগোদের বিশ্বস্ত সিপাহী—পলাতকদিগের নাগোাদ উপস্থিতি ৩১১-৩১৩

তৃতীয় অধ্যায়

তাত্যা টোপে

তাত্যা টোপের পশ্চাদ্ধাবন—তাঁহার নানাস্থানে গমন—তাঁহার অবরোধ—তাঁহার ফাঁশি ৩১৪-৩২২

চতুর্থ অধ্যায়

সিপাহী যুদ্ধের শেষভাগের ঘটনা—সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধের অবসান—উপসংহার

পরিশিষ্ট ৩২৩-৩৩২

দ্রষ্টব্য : এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৩২-১৪৯ বর্ণিত বিষয় পরবর্তী ষষ্ঠ অধ্যায়ে পৃষ্ঠা ১৫০-১৮৮ বর্ণিত হয়েছে। এটা মূল গ্রন্থকার রজনীকান্ত গুপ্তের নির্দেশ মতো হয়েছে।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:06 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494 / Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

প্রথম অধ্যায়

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ—লেপ্টেনাণ্ট গবর্নর কলবিন্ সাহেব—আগ্রা—আলীগড় —ইটেয়া—ভারতবাসীর বিশ্বস্ততা ও কর্মদক্ষতা—মইনপুরী—আগ্রার খ্রীস্টধর্মাবলম্বীদিগের আতঙ্ক—কলবিন্ সাহেবের ঘোষণাপত্র—এ বিষয়ে গবর্নর জেনেরলের অভিমত—মথুরা—আগ্রার সিপাহীদিগের নিরস্ত্রীকরণ

গঙ্গা ও যমুনার উৎপত্তিস্থান হইতে দক্ষিণে কর্মনাশা পর্যন্ত বিস্তৃত ভু-খণ্ড উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ নামে কথিত হয়। সরকারি কাগজপত্রে উহা এই নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। ভৌগোলিক বিষয়ের সহিত এই নামের কোনো সংস্রব নাই। যেহেতু ভারতের সর্বোত্তরবর্তী ও সর্বপশ্চিমবর্তী ইংরাজাধিকৃত ভুভাগ, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ নামে কথিত বিস্তৃত জনপদের অন্তর্ভুক্ত নয়। পঞ্জাবে আধিপত্য স্থাপনের পূর্বে ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট যে প্রদেশকে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ বলিয়া নির্দেশ করেন, তাহাই এখন ঐ নামে অভিহিত হইতেছে। যাহা হউক, এই প্রদেশ যেরূপ বিস্তৃত, সেইরূপ ঘনসন্নিবিষ্ট লোকালয়ে পরিপূর্ণ। বর্ণনীয় বিপ্লবের সময়ে ইহাতে প্রায় ত্রিশ লক্ষ লোকের বসতি ছিল*। উত্তর ভারতের যে সকল নগর ইতিহাসে সবিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তৎসমুদয়ের অধিকাংশ এই প্রদেশের অন্তর্বর্তী। এক সময়ে মহিমান্বিত মোগল এই প্রদেশে সমৃদ্ধি ও প্রতাপের একশেষ দেখাইয়াছিলেন। পরবর্তী সময়ে ইংরেজ এই প্রদেশে আপনাদের রণকৌশল এবং রাজনীতির পরিচয় দিয়া আত্মপ্রাধান্য স্থাপনে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। যুদ্ধেই হউক বা রাজনীতির কৌশলেই হউক, ব্রিটিশ কোম্পানি একটির-পর-একটি জনপদ অধিকার করিয়াছিলেন; ক্রমে সমগ্র উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে তাঁহাদের আধিপত্য অব্যাহত হইয়াছিল। সময়ের পরিবর্তনে এবং ঘটনাপরম্পরার আবির্ভাবে ও তিরোভাবে এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধিবাসিগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে নাই। অধিকাংশ স্থানের অধিবাসিগণ আচারে, ভাষায়, মুখশ্রীতে, পরিচ্ছদে পরস্পর একতাসম্পন্ন ছিল; সকলেই এক ভাষায় আপনাদের মনোগত ভাব ব্যক্ত করিত, সকলেই একরূপ রীতিনীতির অনুবর্তী হইয়া চলিত এবং সকলেই এক উৎসবে আমোদিত বা একবিধ সামাজিক শাসনে পরিচালিত হইত। ইহারা যেরূপ সাহসী ও তেজস্বী, সেইরূপ রণকৌশল-সম্পন্ন ছিল। ইহাদের উন্নত

* *Raike's*, *Notes on the Revolt in the North-Western Provinces of India*, *p. 4.* কে সাহেব অধিবাসীর সংখ্যা তেত্রিশ লক্ষ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।—*Kaye, Sepoy War, Vol. III, p. 194*;

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:06 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

দেহ; বিশাল স্কন্ধ, বিস্তৃত বক্ষঃস্থল, দীর্ঘ বাহু ও দীপ্তিময় মুখমণ্ডল দেখিলে ইহাদিগকে সামরিক কার্যে অভ্যস্ত বলিয়া বোধ হইত। পরস্পর সমবেদনাসূত্রে আবদ্ধ থাকাতে ইহাদের এক শ্রেণীর সহিত আর এক শ্রেণীর সম্ভাব ছিল। এই প্রদেশের ন্যায় ভারতবর্ষের আর কোনো অংশে যুদ্ধকুশল সৈনিক ও শান্ত প্রকৃতি কৃষকগণ পরস্পর একতাসম্পন্ন ছিল না ; সুতরাং আর কোনো অংশে সৈনিকদিগের উত্তেজনাপ্রযুক্ত কৃষকগণের প্রশান্তভাবের অন্তর্ধানের অধিকতর সম্ভাবনাও ছিল না। অধিকন্তু এই প্রদেশের ন্যায় ভারতবর্ষের আর কোনো অংশে লোকবসতি অধিকতর ঘনসন্নিবিষ্ট ছিল না। এইরূপ সমবেদনাপর. এইরূপ ঘনসন্নিবিষ্ট এবং এক ভাষায়, এক পরিচ্ছদে, এক গঠনভঙ্গীতে, এক আচারে পরস্পর একতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অধিবাসিগণ ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকারে এ পর্যন্ত কোনোরূপ উত্তেজনার পরিচয় দেয় নাই। তাহারা শান্তভাবে আপনাদের কার্যে ব্যাপৃত ছিল এবং আপনাদের জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদ দেখিয়া, নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতেছিল। তাহারা কোম্পানির অধিকারে সর্বতোভাবে সন্তুষ্ট হয় নাই। পুলিশের কার্য-প্রণালীতে তাহারা বিরক্ত ছিল। দেওয়ানি বিভাগের কার্যেও তাহাদের অসন্তোষ জন্মিয়াছিল*। কিন্তু অসন্তুষ্টি ও বিরক্তিতেও তাহারা প্রশান্তভাব বিসর্জন দেয় নাই। তাহাদের মধ্যে বাণিজ্যের উন্নতি হইতেছিল, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছিল, সর্বত্র শৃঙ্খলা ও শান্তি অব্যাহত ছিল।

এই সুবিস্তৃত ও জনবহুল প্রদেশের শাসনের জন্য একজন লেপ্টেনাণ্ট গবর্নর ছিলেন। যে সকল এতদ্দেশীয় সৈন্য এই প্রদেশে ছিল, তাহারা সরকারী কাগজপত্রে সাধারণতঃ বাঙ্গালার সিপাহী বলিয়া নির্দিষ্ট হইত। সৈনিক-বিভাগের মধ্যে—মীরাট; কানপুর এধং সাগর বিভাগ এই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মীরাট বিভাগে—মীরাট, দিল্লী, রোহিলখণ্ড এবং আগ্রায় সৈনিক-নিবাস ছিল। কানপুর বিভাগে—এলাহাবাদ, বারাণসী এবং নবাধিকৃত অযোধ্যায় সৈনিকগণ অবস্থিতি করিত। জব্বলপুর এবং ঝাঁসী—সাগর বিভাগের সৈন্যসংক্রান্ত স্টেশন ছিল। এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক স্থানে দেওয়ানি বিভাগের স্টেশন ছিল। কমিশনর, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, কলেক্টর প্রভৃতি রাজপুরুষগণ বিভিন্ন স্থানের কার্য-সম্পাদনে নিয়োজিত ছিলেন। দিল্লী, মীরাট, রোহিলখণ্ড, আগ্রা, এলাহাবাদ, জব্বলপুর, ঝাঁসীতে এক-একজন কমিশনর অবস্থিতি করিতেছিলেন। আগ্রা সদর স্টেশন ছিল। সমগ্র উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্নর এই স্থানে থাকিয়া শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিতেছিলেন।

এই সময়ে কলবিন্ সাহেব উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্নর ছিলেন। রাজ্যশাসন বিষয়ে ইহার দূরদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা ছিল। ইনি যখন গবর্নর জেনেরল লর্ড অকল্যাণ্ডের খাস মুন্সী ছিলেন, তখন আফগানিস্তানের যুদ্ধে ইংরেজদিগের

---

* *Raike's, Notes on the Revolt in the North-Western Provinces of India, p. 7.*

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:06 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

দুর্গতির একশেষ হয়। কলবিন্ সাহেব এই দুর্গতিজনক যুদ্ধে গবর্ণর জেনেরলের পক্ষ সমর্থন করাতে সাধারণের বিরাগভাজন হন। এজন্য ইহাঁর প্রতিপত্তি কিয়ৎকাল ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় লুক্কায়িতভাবে থাকে। যাহা হউক, অনতিবিলম্বে ইনি রাজ্যশাসন বিভাগে স্বকীয় কর্মক্ষমতা ও অভিজ্ঞতার জন্য আবার প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৮৫৩ অব্দে টমাসন সাহেবের স্থলে এই প্রতিপত্তিশালী রাজপুরুষ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। কলবিন্ সাহেব উপস্থিত সময়ে বিপদের গুরুত্ব বুঝিতে অসমর্থ ছিলেন না। কিন্তু আপনাদের ক্ষমতার উপর তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এই বিশ্বাসপ্রযুক্ত তিনি কোনো বিষয়ে তাদৃশ বিপদের আশঙ্কা করিতেন না। লর্ড ক্যানিঙের ন্যায় তিনিও বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতের প্রান্তভাগে যে মেঘখণ্ডের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা ক্রমে বর্ধিত হইয়া প্রচণ্ড ঝড়ের উৎপত্তি করিবে। কিন্তু ইহাতে যে সহসা তাঁহাদের ক্ষমতা অন্তর্হিত হইবে, তাঁহাদের গৌরবস্তম্ভ ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে এবং যে-যে স্থানে তাঁহাদের প্রাধান্য দীর্ঘকাল অপ্রতিহত ছিল, সেই-সেই স্থানেই তাঁহাদের দুর্দশার একশেষ ঘটিবে, ইহা তিনি ভাবেন নাই। সুতরাং মে মাসে যখন মীরাটের সংবাদ সহসা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল, তখন তিনি উহার ভাবী ফল কিরূপ বিপদজনক হইবে তাহা বুঝিতে পারিলেন না। মীরাটের উত্তেজিত সিপাহিরা দিল্লীতে উপস্থিত হইলে যে, তাহারা দিল্লীর প্রাসাদ অধিকার করিয়া বৃদ্ধ মোগলের নামে একাধিপত্য করিতে থাকিবে এবং সর্বত্র ইংরেজের ক্ষমতা বিলুপ্ত হইল বলিয়া, জনসাধারণকে অধিকতর বিচলিত, শৃঙ্খলাশূন্য ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার উপর হতশ্রদ্ধ করিয়া তুলিবে, তিনি ইহার অনুধাবন করিলেন না। কিন্তু তাঁহার এই ধারণা দীর্ঘকাল একভাবে থাকিল না। যখন দিল্লীর সংবাদ তাঁহার নিকটে পেঁছিল, যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, সিপাহিরা বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে সমগ্র হিন্দুস্থানের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, দিল্লীতে ইংরেজের ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়াছে, দিল্লীস্থিত ইংরেজেরা স্থানান্তরে পলায়ন করিয়াছেন, কেহ কেহ উত্তেজিত সিপাহিদিগের অস্ত্রাঘাতে দেহত্যাগ করিয়াছেন, তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের সাম্রাজ্য বিপদাক্রান্ত হইয়াছে। তাঁহারা একশত বৎসরকাল অপ্রতিহতভাবে যে ক্ষমতার পরিচালনা করিতেছিলেন, তাহা সহসা অতর্কিত কারণে অন্তর্হিতপ্রায় হইয়াছে। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর জন কলবিন্ এই ঘোরতর বিপদের বিষয় বুঝিতে পারিলেন বটে, কিন্তু ইহাতে তিনি ধৈর্যচ্যুত হইলেন না। এখন রক্ষণীয় স্থান নিরাপদ করিবার জন্য তাঁহার যথোচিত যত্ন ও উদ্যম পরিস্ফুট হইতে লাগিল। গঙ্গার উভয় তীরে যে সকল প্রধান নগর ছিল এবং যে সকল স্থান গঙ্গার তটদেশ হইতে দূরে অবস্থিত ছিল, তৎসমুদয়ে ইউরোপীয় সৈন্য ছিল না। ইংরেজ রাজপুরুষগণ এই স্থানে থাকিয়া শান্তি রক্ষা করিতেছিলেন। এখন এইরূপ অশান্তির সময়ে ইহাঁদের কি দশা ঘটিবে, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল যে, যে সকল সিপাহী এই সকল স্থান নিরাপদ করিবার জন্য নিয়োজিত রহিয়াছে, তাহারাই এখন ইংরেজ রাজপুরুষদিগকে বিপন্ন করিবে। বারাণসী ও এলাহাবাদে ইউরোপীয় সৈনিকবল ছিল

Digitized by Google   Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:06 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

না। সিপাহিগণ তত্রত্য রাজপুরুষদিগের বিপত্তি নিবারণের প্রধান অবলম্বন স্বরূপ ছিল। কিন্তু বিপত্তিকালে এই অবলম্বন কিরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছিল, তাহা ইতঃপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। বারাণসী ও এলাহাবাদ ব্যতীত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অনেক জনবহুল ও সমৃদ্ধিপূর্ণ নগরে দেওয়ানি ও সৈনিক বিভাগের কর্মচারিগণ অবস্থিতি করিতেছিলেন, শৃঙ্খলা ও শান্তিরক্ষার ভার ইহাঁদের হস্তে সমর্পিত ছিল। উপস্থিত বিপদের সময়ে ইহাঁরা কিরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, ইহাঁদের রক্ষণীয় স্থানে শৃঙ্খলা ও শান্তি কিরূপ ছিল, তাহা ক্রমে বর্ণিত হইতেছে।

মে মাসে মীরাট ও দিল্লীর সংবাদে আগ্রার ইউরোপীয়গণ যেরূপ শঙ্কিত হন, আগ্রার অধিবাসী জনসাধারণও সেইরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠে। মোগলের প্রাধান্যকালে আগ্রা সাতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল। উহা সমৃদ্ধিতে দিল্লীর অব্যবহিত নিম্নে স্থান পাইলেও সৌন্দর্যগৌরবে এক সময়ে দিল্লী অপেক্ষাও প্রধান ছিল। উহার অতুলনীয় তাজমহল জগতে আজ পর্যন্ত আপনার প্রতিপত্তি রক্ষা করিতেছে। সুনীল যমুনা পূর্বের ন্যায় উহার পাদদেশে প্রবাহিত হইতেছে। যখন যমুনা হইতে তাজের অনুপম সৌন্দর্য দৃষ্টিগোচর হয়, তখন দর্শক ভাবস্রোতে অতীতের দিকে নীয়মান হইয়া, সেই সমৃদ্ধিময় দৃশ্য মানসপটে চিত্রিত করিতে থাকেন। চিরস্মরণীয় আকবর যেখানে থাকিয়া আপনার তেজোমহিমায় ও গুণগৌরবে লোকের মধ্যে দেবভাবে পূজিত হইয়াছিলেন এবং চিরপ্রসিদ্ধ মতিমসজিদ নির্মাণ করাইয়া যে স্থানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, শাহজাহান যে স্থানে আপনার প্রণয়িণীর অন্তিম বাসনার অনুরূপ কর্ম করিবার জন্য বহু মুদ্রা ব্যয় করিয়া, শিল্পচাতুরীর একশেষ দেখাইয়াছিলেন, সে স্থান পূর্বতন সময়ের ন্যায় বর্তমান কালেও আপনার প্রতিপত্তি রক্ষা করিতেছিল। তাজের দিকে ইংরেজের সৈনিক-নিবাস অবস্থিত। এই স্থানে ইউরোপীয় সৈন্য ও সিপাহিদিগের আবাসগৃহ রহিয়া ছিল; সৈনিক-নিবাসের নিকটে অফিসরদিগের বাঙ্গালা এবং প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মাবলম্বিদিগের উপাসনা-মন্দির ছিল। শহরের বহির্ভাগে লেপ্টেনাণ্ট গবর্নরের আবাসগৃহ, গবর্নমেন্টের অফিস, কারাগার, কলেজ, রোমান ক্যাথলিকদিগের উপসনা-মন্দির এবং প্রধান প্রধান সিবিল কর্মচারীর বাসগৃহ সমূহ ছিল। গবর্নমেন্টের অফিস একপ্রান্তে, সিপাহিদিগের আবাসগৃহ অপর প্রান্তে ছিল। দুর্গ এবং শহরের মধ্যে যমুনার উপর সেতু নির্মিত ছিল। এই সেতু অতিক্রম করিলেই কানপুর এবং আলীগড়ের পথে উপনীত হওয়া যাইত।

এই সময়ে আগ্রার সৈনিক-দলে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় উভয় শ্রেণীর সৈনিকই ছিল। ইউরোপীয় সৈনিকদিগের মধ্যে ৩-সংখ্যক পদাতিক ও একদল গোলন্দাজ এবং সিপাহী সৈন্যের মধ্যে ৪৪ ও ৬৭-সংখ্যক দল অবস্থিতি করিতেছিল। ব্রিগেডিয়ার পোলহোয়েল সমগ্র সৈনিক-দলের অধিনায়ক ছিলেন।

মীরাট এবং দিল্লীর সংবাদ ১২ই ও ১৩ই মে আগ্রায় উপস্থিত হয়। সংবাদ-প্রাপ্তির পূর্বদিন ইউরোপীয়গণ আত্মরক্ষার জন্য সাবধান হন। একদল ইউরোপীয় সৈন্য দুর্গে থাকিতে আদিষ্ট হয়। ইংরেজরাও আপনাদের পিস্তলগুলি কার্যোপযোগী

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:06 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

করিয়া রাখেন। আগ্রায় দুইদল সিপাহী ছিল। পক্ষান্তরে একদল ইউরোপীয় পদাতিক এবং গোলন্দাজ সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল। কেবল আগ্রার সিপাহিরা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইলে, ইউরোপীয় সৈনিকগণ তাহাদের ক্ষমতারোধে বোধহয় অসমর্থ হইত না। কিন্তু যদি জনসাধারণ উত্তেজিত হইয়া উঠিত, অধিকন্তু আগ্রার পার্শ্ববর্তী নগরে যে সকল সিপাহী অবস্থিতি করিতেছিল, তাহারা যদি দলে-দলে আগ্রায় উপস্থিত হইত, তাহা হইলে তত্রত্য ইংরেজদিগের বিপদ অনিবার্য হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা ছিল।

যখন মীরাটের সিপাহিগণ উত্তেজিতভাবে দিল্লীতে গমন করিয়াছে, দিল্লী যখন তাহাদের হস্তগত হইয়াছে, তখন ইংরেজের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের রাজধানী যে, মীরাট বা অপরাপর স্থানের উত্তেজিত সিপাহিদিগের লক্ষ্যের বিষয়ীভূত হইবে না, তাহা কোনো ইংরেজ সে সময়ে ভাবেন নাই। যাহার উপর জনবহুল সমগ্র উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের শাসন ও পালনের ভার ছিল; তিনিও সিপাহিদিগের আক্রমণের আশঙ্কায় বিচলিত হইয়াছিলেন। এ সময়ে আগ্রা রক্ষা করা তাঁহার প্রধান কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। এই গুরুতর কর্তব্য সম্পাদনের উপায় নির্ধারণের জন্য তিনি ১৩ই মে আগ্রাবাসী প্রধান প্রধান ইংরেজকে আহ্বান করিলেন*। দেওয়ানি ও সৈনিক বিভাগের প্রধান কর্মচারী, খ্রীস্টধর্ম প্রচারক এবং অন্যান্য ইউরোপীয় এই উদ্দেশ্যে মন্ত্রণাগৃহে সমবেত হইলেন। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর উপস্থিত বিপদের সময়ে সমুদয় খ্রীস্টানকে দুর্গে লইয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করা সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন না। তাঁহারা সাতিশয় বিরোধী হওয়াতে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের অভিমতানুসারে কার্য হইল না। মন্ত্রণাগৃহে যাঁহারা সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সাতিশয় উত্তেজনার সহিত আপন আপন অভিমত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা আহূত হন নাই; তাঁহারাও ঐ স্থানে আসিয়া ঐরূপ উত্তেজনার পরিচয় দিতে লাগিলেন। একজন বলিলেন যে, এ সময়ে সকলেরই দুর্গে যাওয়া কর্তব্য। অন্যজন কারাগার সম্বন্ধে কি কর্তব্য, জিজ্ঞাসা করিলেন। অপর জন খাদ্য-সামগ্রীর ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। আর একজন সৈনিক-নিবাসস্থিত সিপাহিদিগের বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ দিতে কহিলেন। এইরূপে প্রত্যেকেই আপন ভাবে আপনার কথা কহিতে লাগিলেন। প্রত্যেকেই আপন মত প্রকাশের সময়ে আগ্রহ ও উত্তেজনার একশেষ দেখাইতে লাগিলেন। এইরূপে সমাগত লোকের অস্থিরতায় নানা গোলযোগ ঘটিতে লাগিল। বহু গোলযোগের পর সিদ্ধান্ত হইল যে, সমগ্র সৈনিক-দল কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইবে। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সৈনিকদিগকে সময়োচিত উপদেশ দিবেন। ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গিদিগকে লইয়া সৈনিক-দল সংগঠন করিতে হইবে। শাস্ত্রিগণ নগরের নানা স্থানে যাইয়া, অধিবাসিদিগের উদ্বেগ দূর করিবে, এবং তাহাদিগকে প্রশান্তভাবে থাকিতে কহিবে।

---

* *Raike's, Notes on the Revold in the North-Western Provinces of India; p. 9.*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:07 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

মন্ত্রণাসভা ভঙ্গ হইল। এদিকে কাওয়াজের আয়োজন হইতে লাগিল। পরদিন প্রাতঃকালে সমুদয় সৈন্য কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইল। দেওয়ানি বিভাগের সমুদয় কর্মচারী ঐ স্থলে উপস্থিত হইলেন। লেপ্টেনাণ্ট গবর্নর কলবিন সাহেব শকট আরোহণে আগমন করিলেন। তাঁহার উপস্থিতিতে সম্মানসূচক তোপধ্বনি হইতে লাগিল। ইউরোপীয় মহিলাগণ যখন আপনাদের আবাসগৃহে থাকিয়া তোপের শব্দ শুনিতে পাইলেন, তখন তাঁহারা সিপাহী ও ইংরেজদিগের মধ্যে যুদ্ধ হইতেছে আশঙ্কা করিয়া, একান্ত ভীত হইয়া উঠিলেন। লেপ্টেনাণ্ট-গবর্নর শকটে দণ্ডায়মান হইয়া, সর্বপ্রথম ইউরোপীয় সৈনিকদিগকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন যে, তাহারা যেন তাহাদের সহযোগী সিপাহিদিগের প্রতি অবিশ্বাস না করে। কিন্তু যে সকল দুর্বৃত্ত দিল্লীতে পাদরির কন্যাকে নিহত করিয়াছে, যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের সম্মুখীন হইলে, তাহারা যেন ঐ বিষয় ভুলিয়া না যায়। লেপ্টেনাণ্ট-গবর্নর যখন এইরূপে বলিতে-ছিলেন, তখন ইউরোপীয় পদাতিকগণ উত্তেজনার সহিত দৃঢ়মুষ্টিতে আপনাদের বন্দুক ধরিতেছিল। তাহাদের তদানীন্তন ভাব দর্শনে বোধ হইয়াছিল যে, লেপ্টেনাণ্ট-গবর্নর যাহাদিগকে তাহাদের বিশ্বাসের পাত্র বলিয়া নির্দেশ করিতেছিলেন, তাহারা সেই বিশ্বাসভাজনদিগকেই গুলি করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। অতঃপর কলবিন সাহেব সিপাহিদিগকে সম্বোধনপূর্বক হিন্দুস্থানী ভাষায় কহিলেন যে, তাহাদের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস রহিয়াছে। যদি কাহারও কোনো বিষয়ে অভিযোগ থাকে, তাহা হইলে তাহারা সে বিষয় প্রকাশ করিতে পারে। অথবা যদি কেহ কোম্পানির প্রদত্ত যুদ্ধভূষণ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহারা অগ্রসর হইয়া, আপনাদের ইচ্ছানুসারে কার্য করিতে পারে। লেপ্টেনাণ্ট-গবর্নরের কথা শেষ হইল। কোনো সিপাহী অভিযোগ প্রকাশ বা সামরিক বেশ পরিত্যাগের অভিপ্রায়ে অগ্রসর হইল না। তাহারা প্রতিমুহূর্তে ধর্মনাশের আশঙ্কা করিতেছিল। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের প্রতি বিদ্বেষবহ্নিতে হৃদয় দগ্ধীভূত হইতেছিল। তাহারা সে সময়ে আশঙ্কায় অধীর ও বিদ্বেষভাবে উত্তেজিত হইল না বটে, কিন্তু উপস্থিত ইউরোপীয়গণ তাহাদের অপ্রসন্নভাবব্যঞ্জক মুখভঙ্গী দর্শনে পূর্বের ন্যায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া রহিলেন।

লেপ্টেনাণ্ট-গবর্নর অতঃপর দিল্লী ও আগ্রার পথ নিরাপদ রাখিতে উদ্যত হইলেন। এই উদ্দেশ্যে একজন ইংরেজ কর্মচারী নিয়োজিত হইলেন। কর্মচারীর প্রতি এই আদেশ দেওয়া হইল যে, তিনি পথের পার্শ্ববর্তী স্থানের অধিবাসিদিগের উত্তেজনা দূর করিবেন; সিপাহিগণ দিল্লী হইতে আগ্রার অভিমুখে ধাবিত হইলে, আগ্রার সৈনিক-দল তাহাদের গতিরোধের জন্য বিনা বাধার অগ্রসর হইতে পারে, তদ্বিষয়ে যথোপযুক্ত উপায় নির্ধারণ করিবেন; এবং পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে যখন যাহা ঘটিবে, তাহা কর্তৃপক্ষের গোচর করিতে যত্নশীল হইবেন। এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া, কলবিন সাহেব বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিলেন।

এই সময়ে ভারতের মিত্ররাজগণের সাহায্য গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক হইয়া

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:07 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

উঠিয়াছিল। ইহাঁদের রাজ্যে সমরকুশল লোকের অধিবাস ছিল। ইহাঁদের অধীনে অনেক সাহসী সৈনিক যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রাদিতে সজ্জিত থাকিত। ইহাঁদের আদেশে অনেকে অনেক দুঃসাধ্য কার্যসাধনে উদ্যত হইত। এইরূপ সঙ্গতিপন্ন, এইরূপ সহায়সম্পন্ন, এইরূপ ক্ষমতাপন্ন অধিপতিদিগের সাহায্য ব্যতিরেকে ইংরেজ উপস্থিত যুদ্ধে কৃতকার্য হইতে পারিতেন না। এই সকল অধিপতি রাজ্যরক্ষার জন্য যে সকল সৈন্য রাখিতেন, তৎসমুদয়ের উপর প্রধানতঃ এতদ্দেশীয় অধিনায়কগণ কর্তৃত্ব করিতেন। এতদ্ব্যতীত ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট কোনো কোনো ভূপতিকে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করিয়া, তাঁহাদের রাজ্যে আপনাদের এক-একদল সৈন্য রাখিতেন। অধিপতিদিগকে এই সকল সৈনিক-দলের ব্যয়ভার বহন করিতে হইত। এই সকল সৈন্য ইউরোপীয় সেনানায়কদিগের অধীনে থাকিয়া, ইউরোপীয় সামরিক প্রণালী অনুসারে শিক্ষা লাভ করিত। মহারাজ শিন্দের রাজধানীতে এইরূপ সুশিক্ষিত সৈনিক-দল ছিল। কোটা রাজ্যেও এই শ্রেণীর একদল সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল। এতদ্ব্যতীত ভরতপুর রাজ্যে তেজস্বী ও দৃঢ়কায় জাঠগণ সৈনিকশ্রেণীতে নিয়োজিত ছিল। ভরতপুর আগ্রার নিকটবর্তী ছিল। গোবালিয়রের উপরেও আগ্রার বিষয় অনেকাংশে নির্ভর করিতেছিল। এই দুই রাজ্যের সৈনিক-বল আগ্রার ইংরেজদিগের শক্তিবৃদ্ধি অথবা শক্তিনাশ করিতে পারিত। সুতরাং কলবিন আত্মশক্তি বৃদ্ধির জন্য ভরতপুরের ভূপতি ও গোয়ালিয়রের রাজার নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। এই প্রার্থনা উভয় ভূপতির নিকটেই গ্রাহ্য হইল। উভয় ভূপতি কালবিলম্ব না করিয়া লেপ্টেনাণ্ট-গবর্নরের সাহায্যের জন্য সৈনিক-দল পাঠাইলেন। ভরতপুরের একদল সৈন্য ১৫ই মে কাপ্তেন নিক্‌সন নামক একজন ইউরোপীয় সেনানায়কের অধীনে মথুরায় উপনীত হইল। পরদিন গোবালিয়র হইতে অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সৈন্য আগ্রায় পদার্পণ করিল। মহারাজ শিন্দে আপনার শরীররক্ষক সৈনিকদিগকেও লেপ্টেনাণ্ট-গবর্নরের অধীনে রাখিতে বিমুখ হইলেন না। এই সময়ে অপরের সাহায্যগ্রহণ গবর্ণমেণ্টের শক্তি-হীনতার পরিচায়ক হইতে পারে। লোকে ইংরেজের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের রাজধানীতে ভিন্ন ভিন্ন ভূপতির সৈনিকদিগের সমাগম দেখিয়া, গবর্নমেণ্টকে ক্ষমতাশূন্য বলিয়া মনে করিতে পারে। কিন্তু লেপ্টেনাণ্ট-গবর্নর লোকের এইরূপ ধারণার পর্যালোচনা করেন নাই। লোকে গবর্নমেণ্টকে শক্তিশালী বা শক্তিহীন ভাবুক, তিনি তদ্বিষয়ে কোনোরূপ বিচার-বিতর্ক না করিয়া, মিত্ররাজগণের সাহায্যগ্রহণে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, যদি ভারতের ভূপতিগণ এ সময়ে তাঁহাদের বিপক্ষ হন, তাহা হইলে কোনোরূপ পার্থিব ক্ষমতা তাঁহাদিগকে সর্বধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। সুতরাং এ সময়ে মরাঠা, জাঠ ও রাজপুতদিগের উপর বিশ্বাসস্থাপন এবং তাহাদের ক্ষমতার উপর নির্ভর করাই তাঁহার অবলম্বনীয় নীতি ছিল। উপস্থিত বিপত্তিকালে তিনি এই নীতি শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

দিনের-পর-দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল; আগ্রায় আপাততঃ কোনোরূপ গোলযোগের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল না। সপ্তাহ কাল এইরূপ বিনা গোলযোগে

Digitized by Google　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:07 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

অতীত হইল। রাজ্যশাসনের জন্য যে-যে কার্য আবশ্যক, তৎসমুহের সম্পাদনে কোনোরূপ শৃঙ্খলাহানি ঘটিল না। সাধারণেও নিত্যকর্তব্য সম্পাদনের সময়ে আপনাদের প্রশান্তভাবে বিসর্জন দিল না। বিচারক যথাসময়ে বিচারগৃহে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। রাজস্বসংগ্রাহক রাজস্বকার্য যথাসময়ে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। মাজিস্ট্রেট নিয়মিতরূপে নিরুদ্বেগে আপনার কর্মে অভিনিবিষ্ট হইতে লাগিলেন। গবর্নমেণ্ট ও মিশনারি স্কুলে পূর্বের ন্যায় ছাত্র-সমাগম হইতে লাগিল। অধ্যাপকগণ পূর্বের ন্যায় অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। কোমলমতি শিক্ষার্থিগণও পূর্বের ন্যায় পাঠ্যাভাসে মনোনিবেশ করিতে লাগিল। দেওয়ানিবিভাগের কোনো কোনো কর্মচারী এ সময়ে স্থানান্তর-প্রবাসী আত্মীয়দিগের বিপদের আশঙ্কা করিয়া বিপক্ষ সিপাহিদিগের প্রতি জাতক্রোধ হইতেছিলেন; কেহ কেহ বিপদ অবশ্যম্ভাবী মনে করিয়া একান্ত ভীত হইয়া উঠিতেছিলেন। কিন্তু এরূপ ভয় ও দুর্ভাবনার নিদর্শন সৈনিক-বিভাগে পরিদৃষ্ট হয় নাই। সৈনিক-বিভাগের তরুণবয়স্ক অফিসরগণ পূর্বের ন্যায় আপনাদের কার্য করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নির্দিষ্ট সময়ে প্রশান্তভাবে অশ্বারোহণে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, যথানিয়মে বিলিয়ার্ড খেলিতে লাগিলেন, নদী সন্তরণে আমোদিত হইতে লাগিলেন; রাত্রিকালে সিপাহিদিগের আবাসগৃহের সম্মুখে সুষুপ্তিসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। উত্তেজিত সিপাহিগণ যে, এ সময়ে তাঁহাদের ক্ষমতা বিনষ্ট, তাঁহাদের আধিপত্য বিলুপ্ত; তাঁহাদের সমুদয় কার্য বিশৃঙ্খল করিতে উদ্যত হইয়াছে, ইহা তাঁহাদের মনেও স্থান পাইতেছিল না। ইউরোপীয়গণ এইরূপ প্রশান্তভাবে থাকিলেও, কর্তৃপক্ষ আকস্মিক বিপ্লবের নিবারণ জন্য যথোপযুক্ত উপায়ের অবলম্বনে উদাসীন থাকেন নাই। ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গিগণ শখের সৈনিক-দলে প্রবেশ করে। যাহাদের স্ত্রী-পুত্র নাই, কোনোরূপ পার্থিববন্ধনে যাঁহারা আবদ্ধ নন; তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তে অশ্বারোহণ পূর্বক নগরের বহির্ভাগ পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা পরিবারবদ্ধ হইয়া বাস করেন, তাঁহারা কেবল নগরের পরিদর্শনকার্যে নিয়োজিত হইলেন। নগরের ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানের শান্তপ্রকৃতি অধিবাসিদিগকে অভয়দান করা এবং উদ্ধতস্বভাব লোকদিগকে ভয় প্রদর্শন করা, ইহাদের প্রধান কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইল।

২১শে মে পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের রাজধানীতে ইউরোপীয়দিগের মধ্যে এইরূপ প্রশান্তভাব ছিল। কিন্তু ঐ দিন সহসা নগরে গোলযোগ ঘটিল। আলীগড় হইতে সংবাদ আসিল যে, তত্রত্য সিপাহিগণ ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে।

আলীগড় আগ্রার পঞ্চাশ মাইল দূরে যমুনার অপর তটে অবস্থিত। যেখানে আদালত, বাজার, সৈনিক-নিবাস প্রভৃতি রহিয়াছে, তাহা কোয়েল নামে প্রসিদ্ধ। যে স্থানে দুর্গ অবস্থিত, তাহাই আলীগড় নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কোয়েল আলীগড়ের কিছুদূর দক্ষিণে অবস্থিত। উপস্থিত সময়ে কোয়েল শহরের সৈনিক-

Generated on 2019-02-07 14:07 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

নিবাসে ৯-সংখ্যক পদাতিক দলের কতকগুলি সিপাহী, অবস্থিতি করিতেছিল। এই দলের ভিন্ন ভিন্ন অংশ মইনপুরী, ইটোয়া বুলন্দশহর প্রভৃতি স্থানে ছিল। মে মাসের মধ্যভাগে আলীগড়ে গোলযোগের নিদর্শন লক্ষিত হয়। পার্শ্ববর্তী স্থান হইতে নানারূপ আতঙ্কজনক সংবাদ উপস্থিত হইতে থাকে। একজন ইংরেজ সেনানায়ক কতিপয় সিপাহীকে সঙ্গে লইয়া, ঐ সংবাদের সত্যতা নিরূপণ এবং প্রকৃত প্রস্তাবে উত্তেজনা লক্ষিত হইলে, উহার নিবারণের জন্য গমন করেন। দেওয়ানি-বিভাগের একজন তরুণবয়স্ক কর্মচারী ও কতিপয় সওয়ার ইহাদের সঙ্গে যায়। ইহাদের নিকটে উপস্থিত সংবাদ অতিরঞ্জিত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ইহারা যখন শহরের কসাইখানার নিকটে গমন করে, তখন অনেক উত্তেজিত লোক ইহাদের দৃষ্টিপথে নিপতিত হয়। কিন্তু লোকের এই উত্তেজনা হইতে তখন কোনোরূপ অনিষ্টের উৎপত্তি হয় নাই। সুতরাং সৈনিক-দল কোনো বিষয়ে সন্দেহ না করিয়া যথাস্থানে প্রস্থান করে।

কিন্তু গোলযোগের শান্তি হইল না। নগরে বাজারে, সৈনিক-নিবাসে লোকালয়ে গভীর উত্তেজনামূলক অশান্তির আবির্ভাব না ঘটিলেও স্থানান্তর হইতে একটি স্ফুলিঙ্গ উত্থিত হইল। এই স্ফুলিঙ্গ হইতে শেষে ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইয়া জ্বালাময়ী শিখায় সমগ্র স্থান পরিব্যাপ্ত করিল। সৈনিক-নিবাস বা কসাইখানা হইতে ঐ স্ফুলিঙ্গের আবির্ভাব হয় নাই। নিকটবর্তী একটি পল্লী হইতে উহার উদ্ভব হয়। এই পল্লীতে একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। আবাসপল্লী ও পার্শ্ববর্তী স্থানে ইহাঁর সম্মান, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল। কথিত আছে, কারারক্ষকদিগের একজনের সহিত ব্রাহ্মণের সম্পর্ক ছিল, উক্ত সম্পর্কের অনুরোধে এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণের কার্যসাধনে সর্বদা প্রস্তুত থাকে। এই সময় আলীগড়ের ধনাগারে প্রায় সাত লক্ষ টাকা ছিল। এই টাকার বিষয় লোকের অবিদিত ছিল না। উহা উক্ত পল্লীবাসী ব্রাহ্মণেরও গোচর হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ মনে করিলেন যে, সিপাহী ও পল্লীবাসিগণ যদি গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়, তাহা হইলে সিপাহিদিগের ন্যায় পল্লীবাসিদিগেরও কালেক্টরির টাকা লাভ হইবে। এই সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য তিনি দুইজন সিপাহীর নিকটে প্রস্তাব করিলেন যে, যদি তাহারা আপন দলের সিপাহিদিগকে গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে প্রবর্তিত করে, তাহা হইলে তাঁহার কথায় ২,০০০ হাজার পল্লীবাসী সিপাহিদিগের সহযোগী হইবে। ব্রাহ্মণকে গোপনে সিপাহিদিগের সহিত পরামর্শ করিতে দেখিয়া, একজন এতদ্দেশীয় অফিসর সন্দিহান হন। ঘটনা জানিয়া, তিনি সবিশেষ কৌশলের সহিত ব্রাহ্মণকে কন যে উপস্থিত বিষয়ের পরামর্শ কোনো গোপনীয় স্থানে করা উচিত। ব্রাহ্মণ যদি তাঁহার সহিত ঐ স্থানে উপস্থিত হন, তাহা হইলে প্রস্তাবিত বিষয়ে পরামর্শ স্থির হইতে পারে। ব্রাহ্মণ সম্মত হইলেন। গোপনীয় স্থানে সিপাহিগণ অবস্থিতি করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া তাহাদের নিকটে স্বকীয় প্রস্তাবের উল্লেখ করিলেন। অমনি অফিসরের সঙ্কেত-মাত্র সিপাহিগণ, তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিল*। সিপাহিগণ সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণের কথা

* *Chamber's Indian Revolt, p. 112.*

Generated on 2019-02-07 14:07 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

শুনিয়াই ইংরেজ অধিনায়ককে ব্রাহ্মণকে অবরুদ্ধ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। সিপাহিগণ এইরূপে অধিনায়কের আদেশ পালন করিল। সেই দিনই সৈনিক-বিচারালয়ে এতদ্দেশীয় অফিসরদিগের নিকটে ব্রাহ্মণের বিচার হইল। বিচারকগণ ফাঁসির আদেশ দিলেন। সেই দিনই গোধূলিসময়ে সমবেত সিপাহিদিগের সমক্ষে ব্রাহ্মণ ফাঁসিকাষ্ঠে বিলম্বিত হইলেন। এ পর্যন্ত সিপাহিগণ প্রশান্তভাবে ছিল। যাহারা ষড়যন্ত্রের কথা অধিনায়ককে জানাইয়াছিল, অধিনায়কের আদেশানুসারে যাহারা ষড়যন্ত্রকারীকে অবরুদ্ধ করিয়াছিল তাহারা যে সহসা উত্তেজনায় অধীর হইবে এবং অধীরতা সহকারে ইংরেজের আধিপত্য বিলুপ্ত করিতে দলবদ্ধ হইয়া উঠিবে, তাহা কর্তৃপক্ষ কখনো ভাবেন নাই। কিন্তু তাঁহারা যাহা ভাবিয়াছিলেন, কার্যতঃ তাহা ঘটিল না। ব্রাহ্মণের অপমৃত্যু দেখিয়া, হিন্দু সিপাহিগণ স্তম্ভিত হইল, সহসা তাহাদের একজন অগ্রসর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, 'দেখ, আমাদের ধর্মের জন্য একজন কেমন অম্লানভাবে দেহত্যাগ করিলেন।' বারুদস্তূপে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়িলে যেরূপ কাণ্ড সংঘটিত হয়, সিপাহীর এই কথায় সেইরূপ ভয়াবহ গোলযোগ ঘটিল। উহাতে সিপাহিদিগের সমস্ত শৃংখলা, সমস্ত আনুগত্য, সমস্ত বিশ্বস্তভাব যেন অনন্ত বায়ুরাশির মধ্যে বিলীন হইল। সিপাহিদিগের আকস্মিক উত্তেজনায় ইউরোপীয়গণ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। আর তাঁহারা আপনাদের স্থানে স্থিরভাবে থাকিতে পারিলেন না। ইংরেজ সেনানায়কগণ পলায়নে বাধ্য হইলেন। দেওয়ানি-বিভাগের কর্মচারিগণ এবং খ্রীস্টধর্মাবলম্বী অন্যান্য অধিবাসিগণ আত্মরক্ষার জন্য স্থানান্তরে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সৈনিক-বিভাগ ও দেওয়ান-বিভাগের কর্মচারিগণ এবং স্বাধীন ইউরোপীয় বা ফিরিঙ্গিগণ সকলেই আলীগড় হইতে তাড়িত হইলেন। ইহাঁদের কেহ কেহ আগ্রার অভিমুখে গমন করিলেন। কেহ কেহ মীরাটের দিকে ধাবিত হইলেন। যাঁহারা আগ্রার পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিরাপদে নির্দিষ্ট স্থানে উপনীত হন। যাঁহারা মীরাটের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে পথে বিপত্তিকর ঘটনাজালে পরিবেষ্টিত হইতে হয়। কিন্তু আলীগড় হইতে যাত্রাকালে কেহই আক্রান্ত বা আহত হন নাই। সিপাহিগণ তাঁহাদিগকে সদয়ভাবে বিদায় দিয়াছিল। এতদ্দেশীয় অফিসরগণ রোদন করিতে করিতে তাঁহাদের অনুগমন করিয়াছিলেন।

ইউরোপীয়গণ আলীগড় হইতে এইরূপে তাড়িত হইলে, সিপাহিগণ ও পল্লী-বাসিগণ আপনাদের নির্দিষ্টকার্য সম্পাদনে উদ্যত হইল। এখন তাহাদের এই উদ্যম কোনো অংশে ব্যাহত হইল না। তাহারা বিনা বাধায় কলেক্টরির সাত লক্ষ টাকা আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইল। কারাগারের কয়েদিদিগকে ছাড়িয়া দিল। ইউরোপীয়দিগের আবাসগৃহ ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। যাহা কিছু ইউরোপীয়দিগের অধিকৃত, যাহা-কিছু ইউরোপীয়দিগের ব্যবহৃত, সংক্ষেপে যাহা-কিছু ইউরোপীয়দিগের সহিত সংসৃষ্ট, তৎসমুদয়ই বিলুণ্ঠিত বা বিনষ্ট হইল। আলীগড়ে ইংরেজের প্রাধান্য ইংরেজের ক্ষমতা বা ইংরেজের আধিপত্যের কোনো নিদর্শন রহিল না। সিপাহিগণ

Generated on 2019-02-07 14:07 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

টাকা লইয়া দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করিল। পল্লীবাসিগণ ও নগরের জনসাধারণ অর্থ এবং বিলুণ্ঠিত দ্রব্যাদি লইয়া, আপনাদের বাসস্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিল। উপস্থিত সময়ে ইহাদের মধ্যে শান্তিস্থাপন বা আধিপত্য বিস্তারের জন্য কোনো ব্রিটিশ রাজপুরুষের আবির্ভাব হইল না। যখন এই স্থানে ইংরেজের ক্ষমতা পুনর্বার কিয়দংশে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন উহার অবস্থা দর্শনে ইংরেজগণ বিস্মিত ও চমকিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে একজন ইংরেজ এই স্থানে পদার্পণ করিয়া লিখিয়াছিলেন, 'আমাদের সমক্ষে আলীগড় বিস্ময়কর দৃশ্যের বিস্তার করিল। বাঙ্গালা, কারাগার প্রভৃতি সমস্তই বিলুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইয়াছিল।…আমাদের উপস্থিতিতে স্থানীয় লোকে অনুসন্ধানের আশঙ্কায় বিলুণ্ঠিত দ্রব্যাদি এদিকে-ওদিকে ফেলিয়া দিয়াছিল। কয়েক মাইল পর্যন্ত পথের উভয় পার্শ্বে, জঙ্গলে, কূপে তৈজসপত্রাদি এবং শামপেন্ হইতে হলওয়েলের বটিকা পর্যন্ত ও বহুমূল্য কিংখাপ হইতে পুরাতন পরিচ্ছদ পর্যন্ত সমস্ত দ্রব্য বিক্ষিপ্তভাবে রহিয়াছিল*।'

২০শে মে আলীগড়ে এইরূপ আকস্মিক গোলযোগ ঘটে। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ৯-সংখ্যক সিপাহিদলের কতক অংশ বুলন্দ শহর, ইটোয়া এবং মইনপুরীতে ছিল। আলীগড়ের ঘটনার সংবাদ অবিলম্বে ঐ সকল স্থানে পেঁছিল। ঐ সকল স্থানের সিপাহিগণও আপনাদের সহযোগীদের উত্তেজনায় একান্ত অধীর হইয়া উঠিল। বুলন্দশহরে তাদৃশ গোলযোগ ঘটে নাই। সিপাহিগণ ধনাগার লুণ্ঠনপূর্বক প্রস্থান করে; কিন্তু ইটোয়া এবং মইনপুরীতে অন্যরূপ ঘটনার আবির্ভাব হয়।

ইটোয়া মীরাটের পথের পার্শ্বে আগ্রায় প্রায় তিয়াত্তর মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। এই স্থানের অধিবাসিগণ শান্তভাবে ও সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন করিতেছিল। উপস্থিত সময়ে ঐ স্থানে নানারূপ উন্নতির নিদর্শন পরিলক্ষিত হইতেছিল। মে মাসের প্রারম্ভে এই বিভাগের সর্বত্র সুশৃঙ্খলভাবে সমুদয় কার্য নির্বাহ হইতেছিল। চুরি ডাকাতি প্রভৃতি উপদ্রব অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছিল। বিনা গোলযোগে রাজস্ব সংগৃহীত হইতেছিল। বহুসংখ্যক পাঠাগার ও বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। বিভিন্ন স্থানে গমনাগমনের অভিনব পথ খোলা হইয়াছিল। খালের জলে বহুবিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র সমূহের উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধি পাইতেছিল। অধিবাসিগণ সাধারণতঃ প্রফুল্ল ও সন্তুষ্ট ছিল। এইরূপ সন্তোষ, এইরূপ প্রফুল্লতার মধ্যে সহসা মহাবিপ্লবের আবির্ভাব হইল। উহার সংঘাতে সমুদয় শৃঙ্খলা, সমুদয় সুনিয়ম বিনষ্ট হইয়া গেল।

যখন আগ্রা হইতে মীরাট এবং দিল্লীর সংবাদ ইটোয়াতে উপস্থিত হয়, তখন মাজিস্ট্রেট হিউম সাহেব, বিপ্লবকারী সিপাহিদিগের অবরোধে কৃতসঙ্কল্প হন। যেহেতু এই সকল সিপাহী আপনাদের আবাস-বাটীতে গিয়াই হউক, অথবা চারিদিকে বেড়াইয়াই হউক পার্শ্ববর্তী স্থানের অধিবাসিদিগকে সমুত্তেজিত করিতে পারিত। এই উদ্দেশ্যে শান্ত্রিগণ সাধারণের গন্তব্য পথের পর্যবেক্ষণের জন্য প্রেরিত হয়।

* *Kaye, Sepoy War, Vol. III, p 217, note.*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:08 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

১৬ই মে রাত্রিকালে ইহারা মীরাটের ৩-সংখ্যক অশ্বারোহী-দলের সাতজন সওয়ারকে অবরোধ করে। অবরুদ্ধ সওয়ারদিগের পিস্তল ও তরবারি ছিল। ইহারা যখন ইটোয়ার সৈনিক-নিবাসে উপস্থিত হয়, তখন অবরোধকারিদিগকে বাধা দিয়া একজন ইংরেজ-সেনানায়ককে গুলি করে, এবং আর একজনের নিধনসাধনে উদ্যত হয়। ৯-সংখ্যক দলের একজন সিপাহী এবং নগরের কোতোয়াল আক্রমণকারী সওয়ারকে নিহত করে। ইহার মধ্যে শান্ত্রিগণ আক্রমণকারী অপর সওয়ারদিগের সম্মুখীন হয়। একজন সওয়ার গুলিতে প্রাণ বিসর্জন করে, দুইজন তরবারির আঘাতে গতাসু হয়। দুইজন পলায়ন করে। ইহাদের একজন পুলিস কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়। ইহারা সকলে ফতেহপুর বিভাগের অধিবাসী পাঠান।

ইহার কয়েক দিন পরে উক্ত ৩-সংখ্যক অশ্বারোহী-দলের কয়েকজন পলাতক সওয়ার ইটোয়ার সদর স্টেশনের প্রায় দশ মাইল দূরবর্তী যশোবন্তনগর নামক স্থানে উপস্থিত হয়। ইহারাও অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত ছিল। ইহারা যে গোরুর গাড়িতে যাইতেছিল, শান্ত্রিগণ তাহা অবরুদ্ধ করিয়া, ইহাদিগকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে কহে। সওয়ারগণ অস্ত্রাদির উন্মোচনের ভান করিয়া সহসা অবরোধকারিদিগকে বন্দুকের গুলিতে নিহত করে। অতঃপর তাহারা একটি হিন্দু দেবালয়ে যাইয়া আত্মরক্ষায় প্রস্তুত হয়। দেবালয়টি যদিও ক্ষুদ্র, তথাপি সুদৃঢ় ছিল। উহার সম্মুখে একটি প্রাচীরবেষ্টিত বৃক্ষবাটিকা রহিয়াছিল।

সওয়ারদিগের উক্ত দেবালয়ে গমনের সংবাদ পাইয়া, মাজিস্ট্রেট সাহেব আপনার বগি প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। আদেশানুসারে অবিলম্বে বগি প্রস্তুত হইল। মাজিস্ট্রেট সাহেব অস্ত্রাদিতে সজ্জিত হইয়া, আপনার সহকারীর সহিত শকটে আরোহণপূর্বক যশোবন্তনগরে বেলা নটার সময় যাত্রা করিলেন। তিনি নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সওয়ারগণ যে স্থলে অবস্থিতি করিতেছে, তাহা সহসা হস্তগত করা সুসাধ্য নয়। নিম্নশ্রেণীর মুসলমান অধিবাসিগণ দলবদ্ধ হইয়া চারিদিকে ছিল। কথিত আছে, ইহারা মাজিস্ট্রেট সাহেবের কোনোরূপ সাহায্য করে নাই। যে সকল সিপাহী ইটোয়া হইতে আসিতে আদিষ্ট হইয়াছিল, তাহারা পথ ভুলিয়া যাওয়াতে উপস্থিত হইতে পারে নাই। মাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে পুলিশের অস্ত্রধারী লোক ছিল। ইহারাও তাদৃশ কার্যপটুতা প্রদর্শন করে নাই একজন প্রহরী দেবালয়ের দ্বারদেশে উপনীত হয়, কিন্তু হতভাগ্য আপনার বিশ্বস্ততা প্রতিপন্ন করিতে গিয়া, সওয়ারদিগের অস্ত্রাঘাতে দেহত্যাগ করে। মাজিস্ট্রেট সাহেবের সহকারী আহত হন। সুতরাং মাজিস্ট্রেট সাহেব অন্য উপায় না দেখিয়া, আহত বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া ইটোয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। এদিকে সওয়ারগণ রাত্রিকালে প্রচণ্ড ঝটিকার মধ্যে দেবালয় পরিত্যাগপূর্বক স্থানান্তরে পলায়ন করে।

এই ঘটনার পর দিন আলীগড়ের সিপাহিগণ ইংরেজদিগের পক্ষ পরিত্যাগ করে। এই সংবাদ তৃতীয় দিনে ইটোয়াতে পেঁছে। মাজিস্ট্রেট সাহেব ইটোয়ায় সিপাহিদিগের অধ্যক্ষের সহিত পরামর্শ করেন। আলীগড়ের সৈনিক-দলের যে সকল সিপাহী

Generated on 2019-02-07 14:08 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

ইটোয়াতে ছিল, তাহারা সহযোগিদিগের বিপক্ষতাচরণের সংবাদ জানিতে না পারে এজন্য তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করা সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু সংবাদ দীর্ঘকাল গোপনে রাখার সম্ভাবনা ছিল না। মাজিস্ট্রেট সাহেব কর্তৃপক্ষের নিকট সাহায্যকারী সৈন্যের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই সাহায্যকারী সৈনিকের সমাগম সময়-সাপেক্ষ ছিল। এই সকল কারণে ইটোয়ার সিপাহিদিগকে বরপুরা নামক স্থানের পুলিশ স্টেশনে যাইবার আদেশ দেওয়া হয়। সিপাহিগণ প্রথমতঃ প্রফুল্লচিত্তে নির্দিষ্ট স্থানে যাত্রা করিল। কিন্তু দুই মাইল পথ অতিক্রম করিতে-না-করিতেই তাহাদের অনেকের ভাবান্তর ঘটিল। তাহারা অধিনায়কের আদেশ না মানিয়া, ইটোয়ায় ফিরিয়া গেল। কতিপয় সিপাহী এবং তাহাদের এতদ্দেশীয় অফিসরগণ প্রশান্তভাবে রহিলেন। ইহারা ইউরোপীয় কর্মচারিদিগকে তাহাদের বালক-বালিকা ও মহিলাদিগের সহিত নিরাপদে বরপুরায় লইয়া গেল। এদিকে উত্তেজিত সিপাহিগণ ইটোয়াতে প্রত্যাবর্তন করিল। উচ্ছৃঙ্খল জনসাধারণ তাহাদের সহযোগী হইল। ইহারা বিপ্লবের নির্দিষ্ট কার্য অসম্পূর্ণ রাখিল না। ধনাগার বিলুণ্ঠিত হইল, কয়েদিগণ মুক্তিলাভ করিল, গবর্নমেণ্টের অফিস এবং ইউরোপীয়দিগের আবাসগৃহ (মাজিস্ট্রেটের আবাসবাটী ব্যতীত)-ভস্মিভূত হইয়া গেল। মাজিস্ট্রেট সাহেব ছদ্মবেশে পলায়ন করিলেন*। তিন-চারিদিনের জন্য ইটোয়াতে ইংরেজ-শাসনের সমুদয় চিহ্ন অন্তর্হিত হইল।

ইটোয়ার বিপ্লব প্রসঙ্গে মহামতি হিউম সাহেব বিশদভাবে ভারতবাসিদিগের মহৎ গুণের বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনা পাঠ করিলে, একদিকে যেমন ভারতবাসিদিগের প্রগাঢ় বিশ্বস্ততা ও অপরিসীম প্রভুভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, অপর দিকে সেইরূপ রাজ্যশাসনোচিত দক্ষতা, বীরোচিত নির্ভীকতা ও আত্মত্যাগের নিদর্শন লক্ষিত হয়। হিউম সাহেব আপনার পলায়নের কথা এইভাবে লিখিয়াছেন,—'আমি রাত্রিতে পলায়ন করি, চারিদিক চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। আমার পরিচ্ছদ ও পাগড়ির উপর একখানি চাদর ছিল। পেণ্টালুন খুলিয়া ফেলা হইয়াছিল। পায়ে দেশী জুতা ছিল। গয়াদীন নামক একজন চাপরাশী এবং একজন নগরবাসী আমার সঙ্গে যাইতেছিল। সিপাহিরা যদি আমাকে কলেক্টর বলিয়া জানিতে পারিত, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে আমার প্রাণ যাইত। আমার সঙ্গীদ্বয়ও নিহত হইত। কিন্তু যাইবার সময়ে বিশ্বস্ত চাপরাশী ও নগরবাসী সিপাহিদিগের সহিত নানা কথা বলিতে বলিতে যাইতেছিল। এইরূপ কথাবার্তায় সিপাহিরা আমাকে চিনিবার অবসর পায় নাই।—৯-সংখ্যক পদাতিক-

* মার্টিন সাহেব নির্দেশ করিয়াছেন যে মাজিস্ট্রেট মহিলার বেশে পলায়ন করেন। কিন্তু হিউম সাহেব স্বয়ং অন্যরূপ নির্দেশ করিয়াছেন।—*Martin, Indian Empire, Vol. II. p. 162.* মাজিস্ট্রেট হিউম সাহেবের ক্রমে পদোন্নতি হয়। ইনি ন্যাশনাল কংগ্রেস বা জাতীয় মহাসমিতির প্রধান পরিপোষক। ইনি যেরূপ সদাশয়, সেইরূপ ভারতহিতৈষী। ভারতবাসিদিগের মঙ্গলসাধনে সর্বদা ইহাঁর একাগ্রতা ও অধ্যবসায় পরিস্ফুট হইয়া থাকে।

Generated on 2019-02-07 14:08 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

দলের অধিকাংশ সিপাহী দিল্লীতে গিয়াছিল। ইহারা বেশী টাকা সঙ্গে লইয়া যাইতে পারে নাই। যেহেতু আমি আমার বন্ধু কুমার লক্ষ্মণ সিংহ এবং কুমার জয়সিংহের (ইহাঁরা প্রতাপনের নামক স্থানের চৌহানবংশীয় রাজপুত। লক্ষ্মণ সিংহ শেষে রাজা হন) সাহায্যে অধিকাংশ টাকা পূর্বেই আগ্রায় পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু ৯-সংখ্যক সিপাহিদলের সকলেই উত্তেজিত হইয়া উঠে নাই। এই দলের কয়েক জন এতদ্দেশীয় অফিসর এবং কুড়িজন সিপাহী একজন আহিরী-জাতীয় সুবাদারের অধীনে থাকে। ইহাদের বিশ্বস্ততা বিচলিত হয় নাই। ইহারা আমার পলায়নের সময়ে অন্য যে সকল ইউরোপীয় পলাইতেছিলেন, তাঁহাদিগের সকলকেই রক্ষা করে।'

যখন গোবালিয়রের সৈনিক-দল উপস্থিত হয়, তখন যে সকল ভারতবাসী কলেক্টর হিউম সাহেবের পক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন, তাঁহারা সকলেই বলিয়াছিলেন যে, এই সিপাহীরা নিঃসন্দেহ গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধাচারী হইয়া উঠিবে। এই সঙ্কটকালে ত্রিশটি কুলমহিলা ও বালকবালিকা হিউম সাহেবের নিকটে ছিল। হিউম সাহেব ইহাঁদিগকে আগ্রায় পাঠাইতে উদ্যত হন। উত্তেজিত লোকে চারিদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। পল্লীর-পর-পল্লী বিলুণ্ঠিত, গৃহের-পর-গৃহ ভস্মীভূত হইতেছিল। সশস্ত্র সিপাহিগণ ফিরিঙ্গীর প্রাণবিনাশের জন্য একাগ্রতার পরিচয় দিতেছিল। এই সময়ে রাজা লক্ষ্মণ সিংহ, তাঁহার ভ্রাতা অনুপসিংহ এবং জয়সিংহ, অসহায় ইউরোপীয় মহিলা ও বালক-বালিকাদিগকে সঙ্গে লইয়া আগ্রায় উপনীত হন। ইহা জুন মাসে ঘটে। জুলাই মাসে হিউম সাহেব আপনার বিভাগে ফিরিয়া আসিতে পারেন নাই। এই সময়ে ইটোয়া-বিভাগের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অনেকেই হিউম সাহেবকে অনুরোধ করে। হিউম সাহেব সমগ্র বিভাগ পাঁচটি বড় তহশীলে বিভক্ত করেন। প্রতি তহশীলে এক-একজন শাসনকর্তা নিয়োজিত হন। ইহাঁরা সকলেই ভারতবর্ষীয়। ইহাঁদের নাম কুমার জয়সিংহ, রাজা যশোবন্তসিংহ (ইনি ব্রাহ্মণ), কায়স্থজাতীয় চৌধুরী গঙ্গাপ্রসাদ, লালা লায়েকসিংহ এবং মথুরানিবাসী বৈশ্যজাতীয় একজন প্রাচীন তহশীলদার। এইরূপে সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও কায়স্থের উপর ইটোয়া বিভাগের শাসনভার সমর্পিত হয়। ইহাঁরা যথারীতি আপনাদের কর্তব্যসাধন করিয়াছিলেন। ঘোরতর বিপ্লবের সময়ে ইহাঁদের সুশাসন শৃঙ্খলা অব্যাহত ছিল। পাঁচ মাস কাল, ইহাঁরা আপনাদের অধীন জনপদ শাসন করেন। প্রতি সপ্তাহে ইহাঁরা আপনাদের কার্য-বিবরণ হিউম সাহেবের গোচর করিতেন। ইহাঁদের শাসন কার্যের বিরুদ্ধে কেহই কোনো কথা বলে নাই। কেহ ইহাঁদিগকে ক্ষমতার অপব্যবহার বা ন্যায়পরতার অবমাননা করিতে দেখে নাই। ইহাঁরা অপর স্থানে কি ঘটিতেছে, তাহারও সন্ধান লইতেন। ইহাঁদের নিকট হইতে স্থানান্তরের ইউরোপীয়গণ কানপুরের সেনাপতি নীলের সংবাদ অবগত হন। ইহাঁদের যত্নে ইংরেজ সৈনিকদিগের জন্য সাতশত উষ্ট্র সংগৃহীত হয়। এই সকল বাহন পাওয়াতে তাহারা সহজে লক্ষ্ণৌ নগরের অভিমুখে অগ্রসর হয়। এইরূপ বিপত্তিকালে, এইরূপ উত্তেজিত লোকের মধ্যে কোনো ইংরেজ রাজপুরুষ ইহাঁদের অপেক্ষা অধিকতর সুশাসন ক্ষমতা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিতে

Generated on 2019-02-07 14:08 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

পারেন কি না, সন্দেহ। হিউম সাহেব স্পষ্ট নির্দেশ করিয়াছেন যে, কোনো ইংরেজ ইহাঁদের ন্যায় দক্ষতার সহিত জনপদ শাসন করিতে পারেন নাই। অধিকন্তু ওরিয়া তহশীলের বর্ষীয়ান্ বৈশ্যের ন্যায় কেহ নির্ভীকতা ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে সমর্থ হন নাই।

এই বর্ষীয়ান্ বৈশ্যের অপূর্ব বিশ্বস্ততার কথা এস্থলে সংক্ষেপে বর্ণনীয়। ঝাঁসীর উত্তেজিত সিপাহিগণ যখন ইহাঁর তহশীলের অভিমুখে অগ্রসর হয়, তখন ইনি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও টাকা স্থানান্তরে প্রেরণ করেন। ইহাঁর দুই-একটি বিশ্বস্ত লোক ব্যতীত কেহই এ বিষয় অবগত ছিল না। কিন্তু ঘটনাক্রমে কয়েকটি দুরাচার লোক এ বিষয় অবগত হইয়া, উত্তেজিত সিপাহিদিগকে কহে যে, বৃদ্ধ তহশীলদার সমস্ত টাকাকড়ি স্থানান্তরে লুক্কায়িত রাখিয়াছেন। যদি দুরাচারেরা সিপাহিদিগকে না বলিত, তাহা হইলে সিপাহীরা কিছুই করিত না। যেহেতু তাহারা ভাবিয়াছিল যে, অন্যান্য তহশীলের ন্যায় এই তহশীলও বিলুণ্ঠিত হইয়াছে। এখন সিপাহীরা সন্ধান পাইয়া বৃদ্ধ তহশীলদারকে ধরিল এবং তাঁহাকে টাকা বাহির করিয়া দিতে বলিল। কিন্তু রাজভক্ত বর্ষীয়ান্ পুরুষ কিছুতেই গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করিলেন না। উত্তেজিত সিপাহিগণ তাঁহাকে ফাঁসি দিবে বলিয়া ভয় দেখাইল। কিন্তু ইহাতেও তিনি বিচলিত হইলেন না। অবশেষে তাহারা একটি পিতলের কামানের সহিত তাঁহাকে বাঁধিল। বৃদ্ধ তহশীলদার এই কামানের সহিত আবদ্ধ রহিলেন। তথাপি তিনি রক্ষণীয় অর্থ ও কাগজপত্র কোথায় আছে, বলিলেন না। সিপাহীরা বৃদ্ধকে কামানের সহিত টানিয়া ইটোয়ায় আনিল। বৃদ্ধ এই অবস্থায় অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইটোয়াবাসিগণ তাঁহার বার্দ্ধক্য, তাঁহার সৌম্যাকৃতি, তাঁহার দুর্দশা দেখিয়া, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে বলিল। লোকে বর্ষীয়ান্ রাজকর্মচারীকে সিপাহিদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া মথুরায় তাঁহার নিজ বাড়িতে লইয়া গেল। এইরূপে কঠোর পীড়নে তথায় তিনি দেহত্যাগ করিলেন। ইংরেজ যে বৈশ্য মহাজনদিগকে কাপুরুষ বলিয়া অবজ্ঞার-ভাবে দেখেন, এই বর্ষীয়ান্ বৈশ্য তাহাদেরই মধ্যে একজন। বিশ্বস্ততা ও রাজভক্তির সম্মান রক্ষা করিতে গিয়া, কিরূপ নির্ভীকচিত্তে দেহত্যাগ করিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন। পৃথিবীর কোনো দৃঢ়ব্রত পুরুষ ইহা অপেক্ষা অধিকতর রাজভক্তি ও বিশ্বস্তভাবের পরিচয় দিয়াছেন কি না, ইতিহাস তাহা আজ পর্যন্ত দেখাইতে পারে নাই।

পূর্বে রাজা লক্ষ্মণসিংহের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে উত্তেজিত সিপাহিগণ আগ্রা-আক্রমণের উদ্যোগ করে। ইহারা কিরূপ বলসম্পন্ন ছিল এবং অস্ত্রাদি কি পরিমাণে সঙ্গে আনিয়াছিল, ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাহা জানিবার জন্য সাতিশয় উৎসুক হন। তাঁহারা এই উদ্দেশ্যে চর প্রেরণ করেন। কিন্তু চরগণ প্রয়োজনীয় সংবাদলাভে কৃতকার্য হয় নাই। তাহাদের কেহ কেহ ধৃত ও ফাঁসিকাষ্ঠে বিলম্বিত হয়, কেহ কেহ অকৃতার্থ হইয়া ফিরিয়া আসে। অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না দেখিয়া, কর্তৃপক্ষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইলেন। এই সময়ে রাজা লক্ষ্মণসিংহ সংবাদ আনিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই কার্য যেরূপ বিপত্তিজনক, সেইরূপ অসংসাহসিক ছিল।

Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:08 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

রাজা লক্ষ্মণসিংহ আগ্রার অধিবাসী। আগ্রার লোকে তাঁহাকে চিনিত। আগ্রার প্রায় ২,০০০ হাজার দুর্বৃত্ত লোক উত্তেজিত সিপাহিদিগের শিবিরে অবস্থিতি করিতেছিল। যদি কেহ চিনিতে পারে, তাহা হইলে তাঁহার মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু লক্ষ্মণসিংহ কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইলেন না। তিনি সন্ন্যাসীর বেশে সিপাহিদিগের শিবিরে উপস্থিত হইলেন ; দুই-তিনদিন সেখানে থাকিয়া; সমুদয় অবস্থা পর্যবেক্ষণ-পূর্বক আগ্রার কর্তৃপক্ষের নিকটে ফিরিয়া আসিলেন। কর্তৃপক্ষ এই অসংসাহসিক ক্ষত্রিয়ের নিকটে সমুদয় বিবরণ অবগত হইলেন।

এই স্থলে অসামান্য বীরত্ব ও সাহসের আর দুইটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। উপস্থিত ইতিহাসে অনেক স্থলে দেওয়ানি-বিভাগের ইংরেজ কর্মচারীর সাহসের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। মাজিস্ট্রেট, কলেক্টর প্রভৃতি কর্মচারিগণ আরার উদ্ধারে কিরূপ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই। কিন্তু এইরূপ দৃষ্টান্ত কেবল ইংরেজের মধ্যে আবদ্ধ থাকে নাই। দেওয়ানি-বিভাগের ভারতবর্ষীয় কর্মচারীও এ বিষয়ে ইংরেজের পার্শ্বে স্থান পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এমন কি ইংরেজ অপেক্ষা অধিকতর সাহসের পরিচয় দিয়া স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। উজীর আলী নামক এক জন সম্ভ্রান্ত মুসলমান দেরার দেওয়ানি আদালতের উকীল ছিলেন। শেষে ইনি ওকালতি পরিত্যাগ পূর্বক গবর্নমেন্টের কর্ম গ্রহণ করেন। মাজিস্ট্রেট হিউম সাহেব ইহাঁকে ক্রমে রাজস্ববিভাগের সহযোগী সেরেস্তাদার করিয়া দেন। যখন ইটোয়াতে বিপ্লব ঘটে, তখন দুরাচার গুজরগণ জেলার সকল স্থানে দৌরাত্ম্য করিতেছিল। উজীর আলী এই দস্যুদমনে নিয়োজিত হন। তিনি যে বিভাগের ভার পাইয়াছিলেন, সেই বিভাগে দস্যুদিগের উপদ্রব নিরাকৃত হইয়াছিল। একটি দুর্গ দস্যুদিগের অধিকৃত ছিল। উজীর আলী উহা অধিকার করিতে গেলে, দস্যুগণ বাধা দেয়। আক্রমণকালে তাঁহার কতিপয় লোক নিহত হয়। কিন্তু উজীর আলী ইহাতে নিরস্ত হন নাই। দস্যুদিগের অস্ত্রাদি উজীর আলীর লোকের অস্ত্রশস্ত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল। ইহাতেও উজীর আলী হতোদ্যম হইয়া পড়েন নাই। তিনি সর্বপ্রথম মই দ্বারা দুর্গে আরোহণ করেন। তাঁহার উদ্যমে, সাহসে, সর্বোপরি অপরিসীম বীরত্বে গুজরগণ পরাজিত ও দুর্গ অধিকৃত হয়।

হিউম সাহেব যখন আলীগড়ের মাজিস্ট্রেটের কর্ম করিতেন, তখন রামপুরনিবাসী এক জন পাঠান তত্রত্য কারাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন। পালোয়ান বলিয়া ইনি সবিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। হিউম সাহেব সর্বদা কারাগারে যাইতেন, কয়েদিদিগের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করিতেন এবং সমস্ত বিষয়ের সুশৃঙ্খলা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতেন। এইরূপে কারাধ্যক্ষ পাঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুতা জন্মে। মইনপুরী ও দিল্লীর পথে সর্বদা ডাক চুরি যাওয়াতে হিউম সাহেব ঐ চৌর্যের অনুসন্ধানে নিয়োজিত হন। তিনি এই সময়ে কারাধ্যক্ষ পাঠানকে চৌর্যের অনুসন্ধানার্থে প্রেরিত গুপ্তচরদিগের অধিনায়ক করেন। পাঠানের চেষ্টায় অপহারকগণ ধৃত ও দণ্ডিত হয়। এই কার্যের পুরস্কার স্বরূপ উক্ত কর্মচারী মজঃফরনগর জেলার একটি

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:08 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

বিজনৌরের তহশীলদার হন। যখন সিপাহীবিপ্লব ঘটে, তখন হিউম সাহেব তাঁহার নিকটে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে তিনি যেন এ সময়ে গবর্নমেন্টের প্রতি বিশ্বস্তভাবে থাকেন। তাঁহার যত্নে যে, তদীয় পদোন্নতি হইয়াছে, ইহা যেন মনে থাকে। এই সময়ে গমনাগমনপথ অবরুদ্ধ হইয়াছিল। পত্রাদি যথাস্থানে যথাসময়ে উপস্থিত হইত না। যাহা হউক, ঘটনাক্রমে পাঠান কর্মচারীর একখানি পত্র হিউম সাহেবের হস্তগত হয়। তাহাতে লেখা ছিল, 'আমি কখনও নিমকহারাম হইব না। আমার চেষ্টায়, যতদূর হইতে পারে, তাহা করিব। ইহার পর ভগবানের উপর নির্ভর।' সাহসী তহশীলদার এই সময়ে আপনার তহশীল সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। তদীয় আত্মীয়-স্বজন ও অনুচরগণ এই কার্যে তাঁহার প্রধান সহায় ছিল। উত্তেজিত সিপাহিগণ দুই-তিনবার তহশীল আক্রমণ করে, সাহসী পাঠান তহশীলদার তাহাদের আক্রমণ নিরস্ত করেন। ইহার পর বহুসংখ্যক সিপাহী সমাগত হইয়া, এই স্থান অবরোধ করে। অবরোধকারিদিগের মধ্যে ৩-সংখ্যক অশ্বারোহী-দলের মুসলমান সৈনিকগণ ছিল। পাঠান তহশীলদার ইহাদের অপরিচিত ছিলেন না। ইহারা তাঁহার মল্লযুদ্ধ-কৌশলের বিষয় অবগত ছিল। এজন্য মুসলমান সৈনিকগণ তাঁহার জীবনরক্ষা করিতে আগ্রহযুক্ত হয়। তাহারা তহশীলদারের নিকটে যাইয়া কহে, কোম্পানির রাজত্বের অবসান হইয়াছে, এখন দিল্লীর সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করা তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ঃ। তিনি পূর্বে যেমন কোম্পানির নামে আপনার তহশীল রক্ষা করিতেছিলেন, এখন দিল্লীর সম্রাটের নামে সেইরূপ করুন। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহাদের চেষ্টায় দিল্লীর একটি প্রধান রাজকার্য পাইতে পারেন, অথবা তিনি যদি নির্বিবাদে তাহাদের হস্তে আপন তহশীলের ভার সমর্পণ করেন, তাহা হইলে তাহারা আত্মীয়স্বজন ও সম্পত্তির সহিত তাঁহাকে নিরাপদে রামপুরে লইয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাহসী পাঠান তহশীলদার কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। সিপাহিদিগের বাক্‌চাতুরী, সিপাহিদিগের প্রতিশ্রুতি, সিপাহিদিগের ক্রোধ সকলই তাঁহার নিকটে ব্যর্থ হইল। তিনি ইংরেজের অধীনতা পরিত্যাগে সম্মত হইলেন না, দিল্লীর মোগল ভূপতির অধীনে উচ্চপদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না, বা স্বকীয় সম্পত্তি লইয়া নিরাপদে স্বদেশে যাইতেও উদ্যত হইলেন না; তিনি কর্তব্যপালনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। কিছুতেই সেই প্রতিজ্ঞা স্খলিত হইল না। সাহসী পাঠান যখন সিপাহীদিগের প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইলেন না, তখন সিপাহিগণ তাঁহার রক্ষণীয় স্থান আক্রমণ করিল। ক্রমে বহুসংখ্যক সিপাহী আক্রমণকারিদিগের দলে মিশিল। দৃঢ়ব্রত তহশীলদার আক্রান্ত স্থান রক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু আক্রমণকারীর সংখ্যাধিক্যে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। কামানের গোলায় তাঁহার প্রবেশদ্বার উড়িয়া গেল। সাহসী পাঠান অসিহস্তে সেই দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার পশ্চাতে তদীয় আত্মীয় ও অনুচরগণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইল। বহুসংখ্যক আক্রমণকারী তাঁহার জীবনহরণে অগ্রসর হইয়াছে। তাহাতে সাহসী তহশীলদারের ভ্রূক্ষেপ নাই। তহশীলদার অসির আস্ফালন করিতে করিতে সেই বিপক্ষদলের গতিরোধে

উদ্যত হইলেন। কিন্তু তাঁহার প্রয়াস সফল হইল না। তথাপি তিনি পশ্চাদ্দিকে ফিরিলেন না। সেই মুক্তদ্বারপথে সেইরূপ বীরত্ব ও তেজস্বিতা সহকারে অসিহস্তে করিয়া বীরশ্রেষ্ঠ তহশীলদার আপনার আত্মীয়দিগের সহিত দেহত্যাগ করিলেন। চাপরাশী প্রভৃতি অনুচরগণ তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইল। কেবল কয়েক জন মাত্র এই ভয়ঙ্কর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইল। সাহসী তহশীলদার এইরূপ আপনার অলোকসামান্য কর্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দিলেন। তিনি আপনার রক্ষণীয় স্থান সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইলেও, আক্রমণ-কারিদিগকে কয়েকবার তাড়িত করিয়াছিলেন। শেষে আক্রমণকারিদিগের সংখ্যাধিক্যে তাঁহার শক্তি পর্যুদস্ত হইল। তথাপি তিনি সম্মুখসংগ্রামে বিমুখ হইলেন না। কিছুতেই তাঁহার অসামান্য প্রভুভক্তি ও অপূর্ব বিশ্বস্ততা কলঙ্কিত হইল না। তিনি কর্মস্থলে আপনার কর্তব্যপালনের জন্য প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় প্রশান্তভাবে আত্মত্যাগ করিলেন। তাঁহায় দৃষ্টান্তে তদীয় অনুচরগণ এরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিল যে, তাহারা সেই স্থানে তাঁহার ন্যায় প্রশান্তভাবে আত্মোৎসর্গ করিল। বোধ-হয়, কোন সাহসী কার্যকুশল ইংরেজ ইহা অপেক্ষা মহত্তর কর্ম সম্পাদন করিতে পারেন নাই। এবং এই প্রভুভক্ত ও দৃঢ়ব্রত তহশীলদারের ন্যায় আত্মোৎসর্গ করিয়া কর্তব্য-পরায়ণতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারেন নাই।

এই অত্যুজ্জ্বল সুতীর্তির পার্শ্বে একটি অপ্রকীর্তির ছায়া আছে। যখন পূর্বোক্ত তহশীলের বিধ্বংস এবং তহশীল রক্ষাকারিদিগের নিধনের সংবাদ মজঃফর নগরে উপস্থিত হয়, তখন কলেক্টর সাহেব ভয়ে এরূপ অভিভূত হন যে, তিনি অবিলম্বে গাড়িতে চড়িয়া মীরাটের অভিমুখে পলায়ন করেন। তাঁহার ভৃত্যেরা এই সংবাদ সেরেস্তাদার ও তহশীলদারকে জানায়। সেরেস্তাদার ভাবিলেন যে, কলেক্টর সাহেবের পলায়নের কথা শুনিলেই নগরের দুর্বৃত্ত লোকের প্রশ্রয় বৃদ্ধি পাইবে। গৃহাদি বিলুণ্ঠিত বা ভস্মীভূত হইবে। সমুদয় স্থানে অরাজকতার নিদর্শন দেখা যাইবে। সুতরাং তাঁহারা তাড়াতাড়ি অশ্বারোহণে কলেক্টর সাহেবের পশ্চাদ্ধাবিত হন এবং তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া নগরে লইয়া আসেন। কলেক্টর যাহাতে আবার পলাইতে না পারেন, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া, এই রাজভক্ত সাহসী কর্মচারিদ্বয় নগরের শান্তিরক্ষার জন্য কলেক্টর সাহেবের নামে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন এবং অবিলম্বে সমুদয় ঘটনা বিবৃত করিয়া একজন উপযুক্ত কর্মচারীর জন্য সাহারাণপুরের কলেক্টরের নিকটে দূত পাঠাইয়া দেন। এই কর্মচারীর উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা যথোচিত দৃঢ়তা ও দক্ষতার সহিত নগরের শান্তিরক্ষা করেন। অন্য ইংরেজ কর্মচারী আসিয়া জেলার ভার লইলে, পূর্বোক্ত ভীরু কলেক্টর সাহেবকে মীরাটে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কলেক্টর সাহেব নিরাপদে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া স্বদেশে যাত্রা করেন। এক সময়ে ভারতবাসিগণ ইংরেজের জন্য অকাতরভাবে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, আর ইংরেজ তাঁহাদেরই সমক্ষে আপনাদের প্রাধান্য ও ক্ষমতার বিষয় বিস্মৃত হইয়া, কাপুরুষতার একশেষ দেখাইয়াছিলেন।

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:08 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

এই সকল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সদাশয় হিউম সাহেব স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়াছেন যে, মানবোচিত গুণে ভারতবাসী ও বৃটনদিগের মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য নাই। কর্মক্ষেত্রে উভয় জাতিই সমান দক্ষতা ও সমান যোগ্যতার পরিচয় দিয়া থাকে। উভয় জাতিই গুণবাহুল্যে গৌরবের অধিকারী এবং সুশিক্ষার অভাবে পাপ প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া থাকে। যদি অপক্ষপাতে বিচার করা যায়, তাহা হইলে উভয় জাতিতেই গুণ ও দোষের অস্তিত্ব দেখা গিয়া থাকে। যদি সুশিক্ষিত ও সদ্‌গুণসম্পন্ন ভারতবাসীর সহিত অশিক্ষিত, সামান্য ইংরেজের তুলনা করা যায়, তাহা হইলে, মহৎ ব্যক্তিগণের মধ্যে শেষোক্তটিকে প্রায় বানর বলিয়া বোধ হইবে। আর যদি কর্মক্ষেত্রে দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রমে দূরদর্শী এবং প্রগাঢ় দায়িত্বজ্ঞানে প্রশান্তচিত্ত ভারত-প্রবাসী ইংরেজের সহিত অদূরদর্শী ভারতবর্ষীয়দিগের তুলনা করা যায়, তাহা হইলে প্রথমোক্তটি সাধারণ মর্তগণের পার্শ্বে দেবতার ন্যায় উদ্ভাসিত হইবেন। কিন্তু যদি প্রত্যেক জাতির অত্যুৎকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পরস্পর তুলনা করা যায়, তাহা হইলে উভয়েই অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।...ভারত-প্রবাসী ইংরেজেরা সর্বদা ভারতবর্ষীয়দিগের দোষ-ভাগই দেখিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে সজাতির গুণভাগই তাঁহাদের চক্ষুতে পড়িয়া থাকে। এই জন্য তাঁহাদের এইরূপ ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা হইয়াছে যে, ভারতবাসী নিরতিশয় নিন্দনীয় চরিত্রের এবং ইংরেজ সাতিশয় উৎকৃষ্ট প্রকৃতির আদর্শ*।

এইরূপ ভ্রান্তিময় ধারণা-প্রযুক্ত ইংরেজ উপস্থিত বিপ্লবকালে সমগ্র ভারতবাসীকে নরশ্বাপদ ভাবিয়াছিলেন। এই নরশ্বাপদদিগের শোণিতপাতে তাঁহাদের আগ্রহ পরিস্ফুট হইয়াছিল। তাঁহারা যদি মহামতি হিউম সাহেবের ন্যায় ভারতবাসিদিগের অন্তস্তলদর্শী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের স্পষ্ট উদ্বোধ হইত যে, ভারতের বিপত্তিময় কর্মক্ষেত্রে তাঁহাদের পার্শ্বে নরদেবগণ রহিয়াছেন। এই নরদেবদিগের গুণে তাঁহাদের জীবন রক্ষিত, প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত এবং সৌভাগ্য পুনরুদিত হইয়াছে।

২৪শে মে রাত্রিকালে গোবালিয়র হইতে সাহায্যকারী সৈন্য বরপুরায় উপস্থিত হইল। তত্রত্য ইউরোপীয়গণ এই সৈনিকদলের সমাগমে নিরাপদ হইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে এই সৈনিকগণ ইটোয়ায় যাইয়া, ঐ স্থান পুনরধিকার করিল। কিন্তু এই জনপদে বিনা রক্তপাতে ইংরেজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। দেওয়ানি আদালতের বিচারে যে সকল প্রাচীন জমিদার স্বত্বভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারা এই সময়ে আপনাদের পূর্বতন অধিকার রক্ষায় অগ্রসর হন। একটি পল্লীতে এইরূপ একজন জমিদার গবর্নমেণ্টের নির্দিষ্ট অধিকারীকে সম্পত্তিচ্যুত করেন। ইঁনি সাহস সহকারে গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে উদ্যত হন। কিন্তু ইহাঁর ক্ষুদ্র দুর্গ অধিকৃত ও ভস্মীভূত হয় এবং ইহাঁর দল বিধ্বস্ত হইয়া যায়। এইরূপ নরহত্যার পর ইটোয়া-বিভাগে ইংরেজের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

---

* *A. O. Hume, A good word for the Indian, quoted in the Stateman, June 28, 1891*

Generated on 2019-02-07 14:08 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, আলীগড়ের সিপাহী-দলের এক অংশ মইনপুরীতে অবস্থিতি করিতেছিল। মইনপুরী আগ্রার একাত্তর মাইল পূর্বে অবস্থিত। ২২শে মে সন্ধ্যাকালে আলীগড়ের সংবাদ মইনপুরীতে উপস্থিত হয়। সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র মাজিস্ট্রেট সাহেব অবিলম্বে কমিশনর সাহেবের সহিত উপস্থিত বিষয়ের পরামর্শ করেন। কুলমহিলা ও বালক-বালিকাদিগের আগ্রায় পাঠাইবার সিদ্ধান্ত হয়। এদিকে সিপাহিদিগকে ভাওগাঁ নামক স্থানে লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত হইতে থাকে। ইউরোপীয় মহিলা ও বালক-বালিকাগণ সহকারী মাজিস্ট্রেট সাহেবের তত্ত্বাবধানে আগ্রায় যাত্রা করেন। সহকারী মাজিস্ট্রেট কিয়দ্দূর গিয়া, একজন বিশ্বস্ত মুসলমানের উপর ইহাঁদের রক্ষার ভার সমর্পণ করেন। মুসলমান রক্ষক ইহাদিগকে নিরাপদে আগ্রায় লইয়া যায়। এদিকে সহকারী মাজিস্ট্রেট মইনপুরীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

লেপ্টেনাণ্ট ক্রফোর্ড এবং ডি. কাণ্টজ মইনপুরীতে সিপাহিদিগের অধিনায়ক ছিলেন। ইহাঁরা সিপাহিদিগকে পূর্ব-নির্দিষ্ট স্থানে যাত্রা করিতে সবিশেষ অনুরোধ করাতে সিপাহিগণ ঐ স্থানের অভিমুখে অগ্রসর হয়, কিন্তু তাহারা আপনাদের কাওয়াজের ক্ষেত্রের সীমায় উপস্থিত হইয়াই যাইতে অসম্মতি প্রকাশ করে এবং সবিশেষ উত্তেজনার সহিত অধিনায়কদিগকে পলাইতে বলে। সিপাহিদিগের এইরূপ আকস্মিক উত্তেজনায় গোলযোগ ঘটে। এই সময়ে ডি. কাণ্টজ অশ্ব হইতে অবতরণ করেন। লেপ্টেনাণ্ট ক্রফোর্ড তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া ভাবিলেন যে, তিনি নিহত হইয়াছেন। ক্রফোর্ড আর কালবিলম্ব করিলেন না। তিনি তাড়াতাড়ি মাজিস্ট্রেটকে সংবাদ দিবার জন্য যাত্রা করিলেন। ক্রফোর্ড উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, মাজিস্ট্রেট কমিশনর প্রভৃতি একত্র রহিয়াছেন। ইংরেজ সেনানায়ক তাঁহাদিগকে সিপাহিদিগের উত্তেজনার বিষয় জানাইলেন এবং আপনার সহযোগীর পরিণাম সম্বন্ধে যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহা বিবৃত করিয়া স্বয়ং অশ্বারোহণে তাড়াতাড়ি আগ্রায় যাইতে চাহিলেন। কমিশনর সাহেবও মইনপুরীতে থাকিতে চাহিলেন না। তিনি এইরূপ বিপদের সময় এস্থানে থাকা অসঙ্গত মনে করিয়া, একজন পাদরীর সহিত শকটারোহণে আগ্রায় যাত্রা করিলেন। কিন্তু মাজিস্ট্রেট সাহেব তাঁহার অনুগমন করিলেন না। তিনি উপস্থিত সঙ্কটকালে আপনার গুরুতর কর্তব্য সম্পাদনের জন্য মইনপুরীতে রহিলেন। তাঁহার এইরূপ সাহস উপস্থিত সময়ে অকার্যকর হইল না। তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার সহকারী ছিলেন। এখন কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের সাহায্যার্থে মইনপুরীতে থাকলেন। আরও তিনজন ইউরোপীয় এই ভ্রাতৃদ্বয়ের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। এতদ্ব্যতীত এই বিপদসঙ্কুল কর্মক্ষেত্রে আর একজন সাহসী পুরুষের আবির্ভাব হইল। ইনি স্বদেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য ইংরেজের সহকারী হইলেন।

মইনপুরীরাজের আত্মীয় রাও ভবানী সিংহ কতিপয় অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈনিক লইয়া উপস্থিত হওয়াতে মাজিস্ট্রেট সাহেবের বলবৃদ্ধি হইল। এদিকে অন্যতর সেনানায়কের কি দশা ঘটিল, মাজিস্ট্রেট তাঁহার কোনো সংবাদ না পাইয়া চিন্তিত হইলেন। উক্ত সেনানায়ক নিরতিশয় সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন। তিনি

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:08 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

অধিষ্ঠিত অশ্ব হইতে নামিলে উত্তেজিত সিপাহিগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করে। ইহার পর যখন তাহারা নগরাভিমুখে ধাবিত হয়, তখন সেনানায়ক কিছুতেই তাহাদিগকে শান্তভাবে রাখিতে পারেন নাই। সিপাহিগণ উচ্ছৃঙ্খলভাবে নগরে উপস্থিত হয়; অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে, এবং কাহারও নিষেধ না মানিয়া চারিদিকে গুলিবৃষ্টি করিতে থাকে। সেনানায়ক তাহাদিগকে বারণ করেন, তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া; যথোচিত সাহসের পরিচয় দেন, শেষে তাহাদের যথোচিত অনুনয় করিতে থাকেন। কিন্তু কিছুতেই তাহাদের চৈতন্য হয় নাই। তিনি তাহাদিগকে কহেন যে, তাহারা তাঁহার প্রাণনাশ করিতে পারে। কিন্তু তাঁহাদিগকে কখনো পরাজিত করিতে পারিবে না। কিন্তু সিপাহিগণ সেনানায়কের প্রাণনাশ করিল না। তাহারা আপনাদের অধিনায়কের অনুনয়ে কর্ণপাত না করিয়া, সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয়সূচক নিষেধবাক্যে বশীভূত না হইয়া, কারাগারের নিকটে উপস্থিত হইল। সেনানায়ক তাহাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি তিন ঘণ্টা কাল, সিপাহিদিগের মধ্যে থাকিয়া, তাহাদিগকে শান্তভাবে রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তিন ঘণ্টা কাল এইরূপ বিপদে দৃকপাত না করিয়া, আপনার অবিচলিত সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দিতেছিলেন। মাজিস্ট্রেট সাহেব তাঁহার বিপদের সংবাদ পাইয়া, স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি উপস্থিত হইলে, সিপাহিগণ তাঁহার প্রাণনাশ করিতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া উক্ত সেনা-নায়ক তাঁহাকে আসিতে দেন নাই। তিনি তিন ঘণ্টা কাল, সিপাহিদিগের মধ্যে থাকিয়া কেবল আপনার জীবনই সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। উত্তেজিত সিপাহিগণ তাঁহাকে লইয়া, কোম্পানির অর্থ লুণ্ঠনের মানসে ধনাগারে উপস্থিত হইল। ধনাগারের রক্ষকগণ তাহাদিগকে গুলি করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু সেনানায়ক তাহাদিগকে এ বিষয়ে নিষেধ করিলেন। সেনানায়কের এইরূপ ধীরতা, উপস্থিত সময়ে সবিশেষ কার্যকর হইল। ধনরক্ষকগণ সিপাহিদিগকে দেখিয়া অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিলে, হয় তো ঐ সিপাহিদিগের অস্ত্রাঘাতে সেনানায়কের প্রাণবিয়োগ হইত। সেনানায়কের আদেশে ধনাগারের রক্ষকগণ যখন সিপাহিদিগের প্রতি অস্ত্রসঞ্চালনে নিরস্ত থাকিল, তখন সিপাহিরা অস্ত্রচালনায় উদ্যত হইল না। কিন্তু তাহারা এইরূপ উদ্যম প্রকাশ না করিলেও, গবর্নমেণ্টের অর্থরাশি আত্মসাৎ করিবার জন্য সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। এই সঙ্কটকালে উক্ত সেনানায়ক পূর্বের ন্যায় অটলতা ও নির্ভীকতা দেখাইতে লাগিলেন, পূর্বের ন্যায় সিপাহিদিগকে এইরূপ অন্যায় কার্যে ক্ষান্ত থাকিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন এবং পূর্বের ন্যায় ধীরতা ও কার্যতৎপরতার সহিত গবর্নমেণ্টের অর্থরক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার পুনঃ পুনঃ নিষেধবাক্যে সিপাহিরা শান্ত হইল না দেখিয়া, তিনি প্রায় হতোৎসাহ হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে রাও ভবানী সিংহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। তিনি সিপাহিদিগকে শান্তভাবে রাখিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল। সিপাহিগণ তাঁহার সৌম্য আকৃতি, প্রশান্ত প্রকৃতি ও বাকচাতুরীতে মুগ্ধ হইল। তাহারা কহিল যে, রাও ভবানী সিংহ তাহাদের সঙ্গে থাকিলে, তাহারা ফিরিয়া যাইতে সম্মত

Digitized by Google	Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2019-02-07 14:08 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

আছে। রাও ভবানী সিংহ সিপাহিদিগের কথায় সম্মত হইলেন। সিপাহিগণ তাঁহার সঙ্গে স্থানান্তরে চলিয়া গেল। সুতরাং ধনাগারের কোনোরূপ ক্ষতি হইল না। সিপাহিগণ মইনপুরী হইতে প্রস্থান করিল। ধনাগার পূর্ববৎ অবস্থায় রহিল। তরুণ-বয়স্ক সেনানায়ক পূর্ববৎ অক্ষতশরীরে থাকিলেন। রাও ভবানী সিংহের সাহসে ও কর্মদক্ষতায় মইনপুরীতে শান্তি স্থাপিত হইল। পূর্বোক্ত তরুণবয়স্ক সেনানায়ক আপনার জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও সিপাহিদিগের উত্তেজনার নিবারণে চেষ্টা করিয়া-ছিলেন। এজন্য গবর্নর জেনেরল তাঁহার নিকটে পত্র লিখিয়া তদীয় সাহস ও অধ্যবসায়ের যথোচিত প্রশংসা করিলেন।

পূর্বোক্ত ঘটনাবলীর সংবাদ আগ্রায় পেঁাছিলে, তত্রত্য খ্রীস্টধর্মাবলম্বিগণ সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। যে সকল গৃহ তাঁহাদের নিকটে আত্মরক্ষার উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইল, তাঁহারা ব্যাকুলভাবে সেই সকল গৃহের অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে একজন ইংরেজ তদীয় ভ্রাতার নিকটে যে পত্র লিখেন, তাহাতে আগ্রাবাসী খ্রীস্টধর্মাবলম্বিদিগের ব্যাকুলতার এইভাবে বর্ণনা ছিল,—'সন্ত্রাসের মাত্রা এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, এরূপ কখনো আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ঘরের আসবাব, বিছানা, তৈজসপত্র, মুরগীপূর্ণ বাজরা বোঝাই গাড়ি, একা, বগিতে চড়িয়া মহিলাগণ ও বালক-বালিকারা নগরের সমুদয় ভাগ হইতে দুর্গের অভিমুখে যাইতেছিল। ইউরোপীয়গণ আলীগড় হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। সেনাপতি আউট্রামের সহধর্মিণী কতক পথ অশ্বারোহণে এবং কতক পথ পদব্রজে অতিবাহন করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন।··· দুই-একজন সিবিলিয়ান নিরতিশয় লজ্জাজনক কার্য করিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে এক-জন মলিনবদনে আপনার কার্যালয়ে উপস্থিত হইয়া সমুদয় কেরানীকে বলিয়াছেন যে, যে উপায় তাহাদের নিকটে সমীচীন বোধহয়, তাহারা সেই উপায়েই যেন আপনাদের জীবনরক্ষা করে*।'

অন্য একজন ইংরেজও এইরূপ সন্ত্রাসের বর্ণনা করিতে বিমুখ হন নাই। ইনি এইরূপে আগ্রার তদানীন্তন অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন,—'প্রত্যেক ইংরেজই তরবারি বা পিস্তল হস্তে করিয়াছিলেন ; পথ গাড়িতে সমাবৃত হইয়াছিল। লোকে কান্দাহার-বাগে তাড়াতাড়ি যাইতেছিল। শহরের ইতর শ্রেণীর লোকে, বিদ্রোহীরা আলীগড় হইতে নদী পার হইয়া আসিতেছে, এই কথা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে বলিতে প্রাণরক্ষার জন্য দৌড়িতেছিল। বদমায়েসেরা গোঁফে তা দিতে দিতে আপনার গর্হিতকার্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল। মিশনারীদিগের কলেজের বহির্ভাগে সর্বব্যাপী সন্ত্রাসজনিত গোলযোগ হইতেছিল। অন্তর্ভাগে মিশনারিগণ প্রশান্তভাবে বসিয়া এতদ্দেশীয় শত শত ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেছিলেন···যে সকল এতদ্দেশীয় কর্মচারী অধিকতর বেতনভোগী, গবর্নমেণ্টের অধিকতর বিশ্বাসের পাত্র, তাঁহারা এ সময়ে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদের শত্রুদলে মিশিয়াছিল, কিন্তু গবর্নমেণ্ট স্কুলের অধিকন্তু

---

* *Kaye, Sepoy War, Vol. III, pp. 227-28,*

Generated on 2019-02-07 14:08 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

মিশনারী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ আপনাদের শ্রেণীতে ধীরভাবে বসিয়া উপদেশ শুনিতেছিল। যখন অপরে উপস্থিত বিপ্লবে নানারূপে সন্দিগ্ধ হইতেছিল এবং পলায়ন করিতেছিল, তখন ইহারা তাহাদের শিক্ষকদিগের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল এবং প্রকাশ্যভাবে খ্রীস্টানদিগের পক্ষসমর্থন করিতেছিল*।'

এইরূপ সন্ত্রাস, এইরূপ গোলযোগ, এইরূপ আশঙ্কার সময়ে উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশের রাজধানী সুরক্ষিত করা, নিরতিশয় আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল লেপ্টেনাণ্ট গবর্নর এই আবশ্যক বিষয়ে অমনোযোগী হন নাই। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, নগরবাসিদিগের আশঙ্কানিবারণ এবং নগরের চারিদিক পর্যবেক্ষণের জন্য যথোপযুক্ত লোক নিয়োজিত হইয়াছিল। এখন অন্যান্য বিষয়েরও বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। আগ্রার দুর্গরক্ষার জন্য ইউরোপিয়গণ নিয়োজিত হইয়াছিল। ছয় মাস কাল চলিতে পারে, এরূপ খাদ্য-দ্রব্যাদি উহাতে সংগ্রহ করিয়া রাখিবার বন্দোবস্ত হইতেছিল। কর্তৃপক্ষের আশঙ্কা হইয়াছিল যে যদি সিপাহীরা যুদ্ধের উদ্যোগ করে, তাহা হইলে, শহরের ও পার্শ্ববর্তী স্থানের ইতর লোকে তাহাদের সহযোগী হইতে পারে। অপরাপর স্থানের উত্তেজিত লোকে যাহা করিয়াছে, এ স্থানেও সেই সকল কার্য—ধনাগারবিলুণ্ঠন, কয়েদিদিগের বিমুক্তিসাধন, ইউরোপীয়দিগের সম্পত্তিহরণ প্রভৃতি—অনুষ্ঠিত হইতে পারে। ইউরোপীয়দিগের বাসগৃহ প্রভৃতি পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে ছিল। এই বিচ্ছিন্ন গৃহগুলি সহজে রক্ষা করা যাইতে পারিত না। এদিকে মিশনারীদিগের স্কুলে ও খ্রীস্টান-দিগের আশ্রমে, বিবাহিত সিবিলিয়ানদিগের বাসগৃহে কুলমহিলাগণ ও বালক-বালিকারা অবস্থিতি করিতেছিল। ইহাদিগের রক্ষার উপায় করা, কর্তৃপক্ষের প্রধান চিন্তনীয় বিষয় ছিল। লেপ্টেনাণ্ট গবর্নর বহিরাক্রমণের নিবারণ জন্য যথোচিত বন্দোবস্ত করিতে উদ্যত হইলেন। একজন কর্মদক্ষ কর্মচারীর উপর এ বিষয়ের ভার সমর্পিত হইল।

নিয়োজিত কর্মচারী অবিলম্বে নির্দিষ্ট কার্যসম্পাদনের এইরূপ প্রণালী নির্ধারণ করিলেন। নগরের অন্তর্ভাগে, আত্মরক্ষার স্থান নিরূপণ এবং বহির্ভাগে ঘাটী স্থাপন করিতে হইবে, এতদ্বারা স্থানান্তর হইতে আগত সিপাহিদিগের আক্রমণের সংবাদ পূর্বে জানা যাইবে। সংবাদপ্রাপ্তি মাত্র যুদ্ধকার্যে অনভ্যস্ত লোকে আত্মরক্ষার স্থলে সহজে উপস্থিত হইতে পারিবে। লেপ্টেনাণ্ট গবর্নরের বাসগৃহ, ডাকঘর, আগ্রা ব্যাঙ্ক, মেডিকেল কলেজ, কান্দাহারীবাগ (এই ইষ্টক-নির্মিত বৃহৎ বাটী, ভরতপুরের রাজার সম্পত্তি। উপস্থিত সময়ে এই বাটীতে একজন ইংরেজ সিবিল কর্মচারী বাস করিতেন) প্রভৃতি বৃহৎ গৃহগুলি আশ্রয়স্থান রূপে নির্দিষ্ট হইবে। একদিকে তাজ অপর দিকে গবর্নমেন্টের কাছারি, এই সকল গৃহ রহিয়াছে। এজন্য উক্ত গৃহ রক্ষা করার সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। রাজকর্মচারী এইরূপে আত্মরক্ষার উপায় নির্ধারণ

* *Raike's, Notes on the Revolt in the North-Western Provinces of India, pp. 14-15.*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:08 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

রাজা লক্ষ্মণসিংহ আগ্রার অধিবাসী। আগ্রার লোকে তাঁহাকে চিনিত। আগ্রার প্রায় ২,০০০ হাজার দুর্বৃত্ত লোক উত্তেজিত সিপাহিদিগের শিবিরে অবস্থিতি করিতেছিল। যদি কেহ চিনিতে পারে, তাহা হইলে তাঁহার মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু লক্ষ্মণসিংহ কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইলেন না। তিনি সন্ন্যাসীর বেশে সিপাহিদিগের শিবিরে উপস্থিত হইলেন; দুই-তিনদিন সেখানে থাকিয়া, সমুদয় অবস্থা পর্যবেক্ষণ-পূর্বক আগ্রার কর্তৃপক্ষের নিকটে ফিরিয়া আসিলেন। কর্তৃপক্ষ এই অসংসাহসিক ক্ষত্রিয়ের নিকটে সমুদয় বিবরণ অবগত হইলেন।

এই স্থলে অসামান্য বীরত্ব ও সাহসের আর দুইটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। উপস্থিত ইতিহাসে অনেক স্থলে দেওয়ানি-বিভাগের ইংরেজ কর্মচারীর সাহসের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। মাজিস্ট্রেট, কলেক্টর প্রভৃতি কর্মচারিগণ আগ্রার উদ্ধারে কিরূপ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই। কিন্তু এইরূপ দৃষ্টান্ত কেবল ইংরেজের মধ্যে আবদ্ধ থাকে নাই। দেওয়ানি-বিভাগের ভারতবর্ষীয় কর্মচারীও এ বিষয়ে ইংরেজের পার্শ্বে স্থান পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এমন কি ইংরেজ অপেক্ষা অধিকতর সাহসের পরিচয় দিয়া স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। উজীর আলী নামক এক জন সম্ভ্রান্ত মুসলমান দেরার দেওয়ানি আদালতের উকীল ছিলেন। শেষে ইনি ওকালতি পরিত্যাগ পূর্বক গবর্নমেন্টের কর্ম গ্রহণ করেন। মাজিস্ট্রেট হিউম সাহেব ইহাঁকে ক্রমে রাজস্ববিভাগের সহযোগী সেরেস্তাদার করিয়া দেন। যখন ইটোয়াতে বিপ্লব ঘটে, তখন দুরাচার গুজরগণ জেলার সকল স্থানে দৌরাত্ম্য করিতেছিল। উজীর আলী এই দস্যুদমনে নিয়োজিত হন। তিনি যে বিভাগের ভার পাইয়াছিলেন, সেই বিভাগে দস্যুদিগের উপদ্রব নিরাকৃত হইয়াছিল। একটি দুর্গ দস্যুদিগের অধিকৃত ছিল। উজীর আলী উহা অধিকার করিতে গেলে, দস্যুগণ বাধা দেয়। আক্রমণকালে তাঁহার কতিপয় লোক নিহত হয়। কিন্তু উজীর আলী ইহাতে নিরস্ত হন নাই। দস্যুদিগের অস্ত্রাদি উজীর আলীর লোকের অস্ত্রশস্ত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল। ইহাতেও উজীর আলী হতোদ্যম হইয়া পড়েন নাই। তিনি সর্বপ্রথম মই দ্বারা দুর্গে আরোহণ করেন। তাঁহার উদ্যমে, সাহসে, সর্বোপরি অপরিসীম বীরত্বে গুজরগণ পরাজিত ও দুর্গ অধিকৃত হয়।

হিউম সাহেব যখন আলীগড়ের মাজিস্ট্রেটের কর্ম করিতেন, তখন রামপুরনিবাসী এক জন পাঠান তত্রত্য কারাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন। পালোয়ান বলিয়া ইনি সবিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। হিউম সাহেব সর্বদা কারাগারে যাইতেন, কয়েদিদিগের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করিতেন এবং সমস্ত বিষয়ের সুশৃংখলা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতেন। এইরূপে কারাধ্যক্ষ পাঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুতা জন্মে। মইনপুরী ও দিল্লীর পথে সর্বদা ডাক চুরি যাওয়াতে হিউম সাহেব ঐ চৌর্যের অনুসন্ধানে নিয়োজিত হন। তিনি এই সময়ে কারাধ্যক্ষ পাঠানকে চৌর্যের অনুসন্ধানার্থে প্রেরিত গুপ্তচরদিগের অধিনায়ক করেন। পাঠানের চেষ্টায় অপহারকগণ ধৃত ও দণ্ডিত হয়। এই কার্যের পুরস্কার স্বরূপ উক্ত কর্মচারী মজঃফরনগর জেলার একটি

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:08 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

বিভাগের তহশীলদার হন। যখন সিপাহীবিপ্লব ঘটে, তখন হিউম সাহেব তাঁহার নিকটে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে তিনি যেন এ সময়ে গবর্ণমেন্টের প্রতি বিশ্বস্তভাবে থাকেন। তাঁহার যত্নে যে, তদীয় পদোন্নতি হইয়াছে, ইহা যেন মনে থাকে। এই সময়ে গন্তব্যপথ অবরুদ্ধ হইয়াছিল। পত্রাদি যথাস্থানে যথাসময়ে উপস্থিত হইত না। যাহা হউক, ঘটনাক্রমে পাঠান কর্মচারীর একখানি পত্র হিউম সাহেবের হস্তগত হয়। তাহাতে লেখা ছিল, 'আমি কখনও নিমকহারাম হইব না। আমার চেষ্টায়, যতদূর হইতে পারে, তাহা করিব। ইহার পর ভগবানের উপর নির্ভর।' সাহসী তহশীলদার এই সময়ে আপনার তহশীল সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। তদীয় আত্মীয়-স্বজন ও অনুচরগণ এই কার্যে তাঁহার প্রধান সহায় ছিল। উত্তেজিত সিপাহিগণ দুই-তিনবার তহশীল আক্রমণ করে, সাহসী পাঠান তহশীলদার তাহাদের আক্রমণ নিরস্ত করেন। ইহার পর বহুসংখ্যক সিপাহী সমাগত হইয়া, এই স্থান অবরোধ করে। অবরোধকারিদিগের মধ্যে ৩-সংখ্যক অশ্বারোহী-দলের মুসলমান সৈনিকগণ ছিল। পাঠান তহশীলদার ইহাদের অপরিচিত ছিলেন না। ইহারা তাঁহার মল্লযুদ্ধ-কৌশলের বিষয় অবগত ছিল। এজন্য মুসলমান সৈনিকগণ তাঁহার জীবনরক্ষা করিতে আগ্রহযুক্ত হয়। তাহারা তহশীলদারের নিকটে যাইয়া কহে, কোম্পানির রাজত্বের অবসান হইয়াছে, এখন দিল্লীর সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করা তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ঃ। তিনি পূর্বে যেমন কোম্পানির নামে আপনার তহশীল রক্ষা করিতেছিলেন, এখন দিল্লীর সম্রাটের নামে সেইরূপ করুন। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহাদের চেষ্টায় দিল্লীর একটি প্রধান রাজকার্য পাইতে পারেন, অথবা তিনি যদি নির্বিবাদে তাহাদের হস্তে আপন তহশীলের ভার সমর্পণ করেন, তাহা হইলে তাহারা আত্মীয়স্বজন ও সম্পত্তির সহিত তাঁহাকে নিরাপদে রামপুরে লইয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাহসী পাঠান তহশীলদার কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। সিপাহিদিগের বাকচাতুরী, সিপাহিদিগের প্রতিশ্রুতি, সিপাহিদিগের ক্রোধ সবস্তই তাঁহার নিকটে ব্যর্থ হইল। তিনি ইংরেজের অধীনতা পরিত্যাগে সম্মত হইলেন না, দিল্লীর মোগল ভূপতির অধীনে উচ্চপদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না, বা স্বকীয় সম্পত্তি লইয়া নিরাপদে স্বদেশে যাইতেও উদ্যত হইলেন না; তিনি কর্তব্যপালনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। কিছুতেই সেই প্রতিজ্ঞা স্খলিত হইল না। সাহসী পাঠান যখন সিপাহীদিগের প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইলেন না, তখন সিপাহিগণ তাঁহার রক্ষণীয় স্থান আক্রমণ করিল। ক্রমে বহুসংখ্যক সিপাহী আক্রমণকারিদিগের দলে মিশিল। দৃঢ়ব্রত তহশীলদার আক্রান্ত স্থান রক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু আক্রমণকারীর সংখ্যাধিক্যে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। কামানের গোলায় তাঁহার প্রবেশদ্বার উড়িয়া গেল। সাহসী পাঠান অসিহস্তে সেই দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার পশ্চাতে তদীয় আত্মীয় ও অনুচরগণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইল। বহুসংখ্যক আক্রমণকারী তাঁহার জীবনহরণে অগ্রসর হইয়াছে। তাহাতে সাহসী তহশীলদারের ভ্রূক্ষেপ নাই। তহশীলদার অসির আস্ফালন করিতে করিতে সেই বিপক্ষদলের গতিরোধে

উদ্যত হইলেন। কিন্তু তাঁহার প্রয়াস সফল হইল না। তথাপি তিনি পশ্চাদ্দিকে ফিরিলেন না। সেই মুক্তদ্বারপথে সেইরূপ বীরত্ব ও তেজস্বিতা সহকারে অসিহস্তে করিয়া বীরশ্রেষ্ঠ তহশীলদার আপনার আত্মীয়দিগের সহিত দেহত্যাগ করিলেন। চাপরাশী প্রভৃতি অনুচরগণ তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইল। কেবল কয়েক জন মাত্র এই ভয়ঙ্কর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইল। সাহসী তহশীলদার এইরূপ আপনার অলোকসামান্য কর্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দিলেন। তিনি আপনার রক্ষণীয় স্থান সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইলেও, আক্রমণ-কারিদিগকে কয়েকবার তাড়িত করিয়াছিলেন। শেষে আক্রমণকারিদিগের সংখ্যাধিক্যে তাঁহার শক্তি পর্যুদস্ত হইল। তথাপি তিনি সম্মুখসংগ্রামে বিমুখ হইলেন না। কিছুতেই তাঁহার অসামান্য প্রভুভক্তি ও অপূর্ব বিশ্বস্ততা কলঙ্কিত হইল না। তিনি কর্মস্থলে আপনার কর্তব্যপালনের জন্য প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় প্রশান্তভাবে আত্মত্যাগ করিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে তদীয় অনুচরগণ এরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিল যে, তাহারা সেই স্থানে তাঁহার ন্যায় প্রশান্তভাবে আত্মোৎসর্গ করিল। বোধ-হয়, কোন সাহসী কার্যকুশল ইংরেজ ইহা অপেক্ষা মহত্তর কর্ম সম্পাদন করিতে পারেন নাই। এবং এই প্রভুভক্ত ও দৃঢ়ব্রত তহশীলদারের ন্যায় আত্মোৎসর্গ করিয়া কর্তব্য-পরায়ণতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারেন নাই।

এই অত্যুজ্জ্বল সুকীর্তির পার্শ্বে একটি অপ্রকীর্তির ছায়া আছে। যখন পূর্বোক্ত তহশীলের বিধ্বংস এবং তহশীল রক্ষাকারিদিগের নিধনের সংবাদ মজঃফর নগরে উপস্থিত হয়, তখন কলেক্টর সাহেব ভয়ে এরূপ অভিভূত হন যে, তিনি অবিলম্বে গাড়িতে চড়িয়া মীরাটের অভিমুখে পলায়ন করেন। তাঁহার ভৃত্যেরা এই সংবাদ সেরেস্তাদার ও তহশীলদারকে জানায়। সেরেস্তাদার ভাবিলেন যে, কলেক্টর সাহেবের পলায়নের কথা শুনিলেই নগরের দুর্বৃত্ত লোকের প্রশ্রয় বৃদ্ধি পাইবে। গৃহাদি বিলুণ্ঠিত বা ভস্মীভূত হইবে। সমুদয় স্থানে অরাজকতার নিদর্শন দেখা যাইবে। সুতরাং তাঁহারা তাড়াতাড়ি অশ্বারোহণে কলেক্টর সাহেবের পশ্চাদ্ধাবিত হন এবং তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া নগরে লইয়া আসেন। কলেক্টর যাহাতে আবার পলাইতে না পারেন, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া, এই রাজভক্ত সাহসী কর্মচারিদ্বয় নগরের শান্তিরক্ষার জন্য কলেক্টর সাহেবের নামে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন এবং অবিলম্বে সমুদয় ঘটনা বিবৃত করিয়া একজন উপযুক্ত কর্মচারীর জন্য সাহারাণপুরের কলেক্টরের নিকটে দূত পাঠাইয়া দেন। এই কর্মচারীর উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা যথোচিত দৃঢ়তা ও দক্ষতার সহিত নগরের শান্তিরক্ষা করেন। অন্য ইংরেজ কর্মচারী আসিয়া জেলার ভার লইলে, পূর্বোক্ত ভীরু কলেক্টর সাহেবকে মীরাটে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কলেক্টর সাহেব নিরাপদে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া স্বদেশে যাত্রা করেন। এক সময়ে ভারতবাসিগণ ইংরেজের জন্য অকাতরভাবে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, আর ইংরেজ তাঁহাদেরই সমক্ষে আপনাদের প্রাধান্য ও ক্ষমতার বিষয় বিস্মৃত হইয়া, কাপুরুষতার একশেষ দেখাইয়াছিলেন।

Generated on 2019-02-07 14:08 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

এই সকল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সদাশয় হিউম সাহেব স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়াছেন যে, মানবোচিত গুণে ভারতবাসী ও বৃটনদিগের মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য নাই। কর্মক্ষেত্রে উভয় জাতিই সমান দক্ষতা ও সমান যোগ্যতার পরিচয় দিয়া থাকে। উভয় জাতিই গুণবাহুল্যে গৌরবের অধিকারী এবং সুশিক্ষার অভাবে পাপ প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া থাকে। যদি অপক্ষপাতে বিচার করা যায়, তাহা হইলে উভয় জাতিতেই গুণ ও দোষের অস্তিত্ব দেখা গিয়া থাকে। যদি সুশিক্ষিত ও সদ্‌গুণসম্পন্ন ভারতবাসীর সহিত অশিক্ষিত, সামান্য ইংরেজের তুলনা করা যায়, তাহা হইলে, মহৎ ব্যক্তিগণের মধ্যে শেষোক্তটিকে প্রায় বানর বলিয়া বোধ হইবে। আর যদি কর্মক্ষেত্রে দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রমে দূরদর্শী এবং প্রগাঢ় দায়িত্বজ্ঞানে প্রশান্তচিত্ত ভারত-প্রবাসী ইংরেজের সহিত অদূরদর্শী ভারতবর্ষীয়দিগের তুলনা করা যায়, তাহা হইলে প্রথমোক্তটি সাধারণ মর্তগণের পার্শ্বে দেবতার ন্যায় উদ্ভাসিত হইবেন। কিন্তু যদি প্রত্যেক জাতির অত্যুৎকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পরস্পর তুলনা করা যায়, তাহা হইলে উভয়েই অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।…ভারত-প্রবাসী ইংরেজেরা সর্বদা ভারতবর্ষীয়দিগের দোষ-ভাগই দেখিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে সজাতির গুণভাগই তাঁহাদের চক্ষুতে পড়িয়া থাকে। এই জন্য তাঁহাদের এইরূপ ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা হইয়াছে যে, ভারতবাসী নিরতিশয় নিন্দনীয় চরিত্রের এবং ইংরেজ সাতিশয় উৎকৃষ্ট প্রকৃতির আদর্শ*।

এইরূপ ভ্রান্তিময় ধারণা-প্রযুক্ত ইংরেজ উপস্থিত বিপ্লবকালে সমগ্র ভারতবাসীকে নরশ্বাপদ ভাবিয়াছিলেন। এই নরশ্বাপদদিগের শোণিতপাতে তাঁহাদের আগ্রহ পরিস্ফুট হইয়াছিল। তাঁহারা যদি মহামতি হিউম সাহেবের ন্যায় ভারতবাসিদিগের অন্তস্তলদর্শী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের স্পষ্ট উদ্বোধ হইত যে, ভারতের বিপত্তিময় কর্মক্ষেত্রে তাঁহাদের পার্শ্বে নরদেবগণ রহিয়াছেন। এই নরদেবদিগের গুণে তাঁহাদের জীবন রক্ষিত, প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত এবং সৌভাগ্য পুনরুদিত হইয়াছে।

২৪শে মে রাত্রিকালে গোবালিয়র হইতে সাহায্যকারী সৈন্য বরপুরায় উপস্থিত হইল। তত্রত্য ইউরোপীয়গণ এই সৈনিকদলের সমাগমে নিরাপদ হইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে এই সৈনিকগণ ইটোয়ায় যাইয়া, ঐ স্থান পুনরধিকার করিল। কিন্তু এই জনপদে বিনা রক্তপাতে ইংরেজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। দেওয়ানি আদালতের বিচারে যে সকল প্রাচীন জমিদার স্বত্বভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারা এই সময়ে আপনাদের পূর্বতন অধিকার রক্ষায় অগ্রসর হন। একটি পল্লীতে এইরূপ একজন জমিদার গবর্নমেন্টের নির্দিষ্ট অধিকারীকে সম্পত্তিচ্যুত করেন। ইনি সাহস সহকারে গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধাচরণে উদ্যত হন। কিন্তু ইহাঁর ক্ষুদ্র দুর্গ অধিকৃত ও ভস্মীভূত হয় এবং ইহাঁর দল বিধ্বস্ত হইয়া যায়। এইরূপ নরহত্যার পর ইটোয়া-বিভাগে ইংরেজের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

---

* *A. O. Hume, A good word for the Indian, quoted in the Stateman, June 28, 1891*

Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2019-02-07 14:08 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, আলীগড়ের সিপাহী-দলের এক অংশ মইনপুরীতে অবস্থিতি করিতেছিল। মইনপুরী আগ্রার একাত্তর মাইল পূর্বে অবস্থিত। ২২শে মে সন্ধ্যাকালে আলীগড়ের সংবাদ মইনপুরীতে উপস্থিত হয়। সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র মাজিস্ট্রেট সাহেব অবিলম্বে কমিশনর সাহেবের সহিত উপস্থিত বিষয়ের পরামর্শ করেন। কুলমহিলা ও বালক-বালিকাদিগের আগ্রায় পাঠাইবার সিদ্ধান্ত হয়। এদিকে সিপাহিদিগকে ভাওগাঁ নামক স্থানে লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত হইতে থাকে। ইউরোপীয় মহিলা ও বালক-বালিকাগণ সহকারী মাজিস্ট্রেট সাহেবের তত্ত্বাবধানে আগ্রায় যাত্রা করেন। সহকারী মাজিস্ট্রেট কিয়দ্দূর গিয়া, একজন বিশ্বস্ত মুসলমানের উপর ইহাঁদের রক্ষার তার সমর্পণ করেন। মুসলমান রক্ষক ইহাদিগকে নিরাপদে আগ্রায় লইয়া যায়। এদিকে সহকারী মাজিস্ট্রেট মইনপুরীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

লেপ্টেনাণ্ট ক্রফোর্ড এবং ডি. কাণ্টজ মইনপুরীতে সিপাহিদিগের অধিনায়ক ছিলেন। ইহাঁরা সিপাহিদিগকে পূর্ব-নির্দিষ্ট স্থানে যাত্রা করিতে সবিশেষ অনুরোধ করাতে সিপাহিগণ ঐ স্থানের অভিমুখে অগ্রসর হয়, কিন্তু তাহারা আপনাদের কাওয়াজের ক্ষেত্রের সীমায় উপস্থিত হইয়াই যাইতে অসম্মতি প্রকাশ করে এবং সবিশেষ উত্তেজনার সহিত অধিনায়কদিগকে পলাইতে বলে। সিপাহিদিগের এইরূপ আকস্মিক উত্তেজনায় গোলযোগ ঘটে। এই সময়ে ডি. কাণ্টজ অশ্ব হইতে অবতরণ করেন। লেপ্টেনাণ্ট ক্রফোর্ড তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া ভাবিলেন যে, তিনি নিহত হইয়াছেন। ক্রফোর্ড আর কালবিলম্ব করিলেন না। তিনি তাড়াতাড়ি মাজিস্ট্রেটকে সংবাদ দিবার জন্য যাত্রা করিলেন। ক্রফোর্ড উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, মাজিস্ট্রেট কমিশনর প্রভৃতি একত্র রহিয়াছেন। ইংরেজ সেনানায়ক তাঁহাদিগকে সিপাহিদিগের উত্তেজনার বিষয় জানাইলেন এবং আপনার সহযোগীর পরিণাম সম্বন্ধে যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহা বিবৃত করিয়া স্বয়ং অশ্বারোহণে তাড়াতাড়ি আগ্রায় যাইতে চাহিলেন। কমিশনর সাহেবও মইনপুরীতে থাকিতে চাহিলেন না। তিনি এইরূপ বিপদের সময় এস্থানে থাকা অসঙ্গত মনে করিয়া, একজন পাদরীর সহিত শকটারোহণে আগ্রায় যাত্রা করিলেন। কিন্তু মাজিস্ট্রেট সাহেব তাঁহার অনুগমন করিলেন না। তিনি উপস্থিত সঙ্কটকালে আপনার গুরুতর কর্তব্য সম্পাদনের জন্য মইনপুরীতে রহিলেন। তাঁহার এইরূপ সাহস উপস্থিত সময়ে অকার্যকর হইল না। তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার সহকারী ছিলেন। এখন কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের সাহায্যার্থে মইনপুরীতে থাকলেন। আরও তিনজন ইউরোপীয় এই ভ্রাতৃদ্বয়ের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। এতদ্ব্যতীত এই বিপদসঙ্কুল কর্মক্ষেত্রে আর একজন সাহসী পুরুষের আবির্ভাব হইল। ইনি স্বদেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য ইংরেজের সহকারী হইলেন।

মইনপুরীরাজের আত্মীয় রাও ভবানী সিংহ কতিপয় অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈনিক লইয়া উপস্থিত হওয়াতে মাজিস্ট্রেট সাহেবের বলবৃদ্ধি হইল। এদিকে অন্যতর সেনানায়কের কি দশা ঘটিল, মাজিস্ট্রেট তাঁহার কোনো সংবাদ না পাইয়া চিন্তিত হইলেন। উক্ত সেনানায়ক নিরতিশয় সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন। তিনি

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:08 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

অধিষ্ঠিত অশ্ব হইতে নামিলে উত্তেজিত সিপাহিগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করে। ইহার পর যখন তাহারা নগরাভিমুখে ধাবিত হয়, তখন সেনানায়ক কিছুতেই তাহাদিগকে শান্তভাবে রাখিতে পারেন নাই। সিপাহিগণ উচ্ছৃঙ্খলভাবে নগরে উপস্থিত হয়; অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে, এবং কাহারও নিষেধ না মানিয়া চারিদিকে গুলিবৃষ্টি করিতে থাকে। সেনানায়ক তাহাদিগকে বারণ করেন, তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া; যথোচিত সাহসের পরিচয় দেন, শেষে তাহাদের যথোচিত অনুনয় করিতে থাকেন। কিন্তু কিছুতেই তাহাদের চৈতন্য হয় নাই। তিনি তাহাদিগকে কহেন যে, তাহারা তাঁহার প্রাণনাশ করিতে পারে। কিন্তু তাঁহাদিগকে কখনো পরাজিত করিতে পারিবে না। কিন্তু সিপাহিগণ সেনানায়কের প্রাণনাশ করিল না। তাহারা আপনাদের অধিনায়কের অনুনয়ে কর্ণপাত না করিয়া, সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয়সূচক নিষেধবাক্যে বশীভূত না হইয়া, কারাগারের নিকটে উপস্থিত হইল। সেনানায়ক তাহাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি তিন ঘণ্টা কাল, সিপাহিদিগের মধ্যে থাকিয়া, তাহাদিগকে শান্তভাবে রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তিন ঘণ্টা কাল এইরূপ বিপদে দৃকপাত না করিয়া, আপনার অবিচলিত সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দিতেছিলেন। মাজিস্ট্রেট সাহেব তাঁহার বিপদের সংবাদ পাইয়া, স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি উপস্থিত হইলে, সিপাহিগণ তাঁহার প্রাণনাশ করিতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া উক্ত সেনানায়ক তাঁহাকে আসিতে দেন নাই। তিনি তিন ঘণ্টা কাল, সিপাহিদিগের মধ্যে থাকিয়া কেবল আপনার জীবনই সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। উত্তেজিত সিপাহিগণ তাঁহাকে লইয়া, কোম্পানির অর্থ লুণ্ঠনের মানসে ধনাগারে উপস্থিত হইল। ধনাগারের রক্ষকগণ তাহাদিগকে গুলি করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু সেনানায়ক তাহাদিগকে এ বিষয়ে নিষেধ করিলেন। সেনানায়কের এইরূপ ধীরতা, উপস্থিত সময়ে সবিশেষ কার্যকর হইল। ধনরক্ষকগণ সিপাহিদিগকে দেখিয়া অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিলে, হয় তো ঐ সিপাহিদিগের অস্ত্রাঘাতে সেনানায়কের প্রাণবিয়োগ হইত। সেনানায়কের আদেশে ধনাগারের রক্ষকগণ যখন সিপাহিদিগের প্রতি অস্ত্রসঞ্চালনে নিরস্ত থাকিল; তখন সিপাহিরা অস্ত্রচালনায় উদ্যত হইল না। কিন্তু তাহারা এইরূপ উদ্যম প্রকাশ না করিলেও, গবর্নমেণ্টের অর্থরাশি আত্মসাৎ করিবার জন্য সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। এই সঙ্কটকালে উক্ত সেনানায়ক পূর্বের ন্যায় অটলতা ও নির্ভীকতা দেখাইতে লাগিলেন, পূর্বের ন্যায় সিপাহিদিগকে এইরূপ অন্যায় কার্যে ক্ষান্ত থাকিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন এবং পূর্বের ন্যায় ধীরতা ও কার্যতৎপরতার সহিত গবর্নমেণ্টের অর্থরক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার পুনঃ পুনঃ নিষেধবাক্যে সিপাহিরা শান্ত হইল না দেখিয়া, তিনি প্রায় হতোৎসাহ হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে রাও ভবানী সিংহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। তিনি সিপাহিদিগকে শান্তভাবে রাখিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল। সিপাহিগণ তাঁহার সৌম্য আকৃতি, প্রশান্ত প্রকৃতি ও বাকচাতুরীতে মুগ্ধ হইল। তাহারা কহিল যে, রাও ভবানী সিংহ তাহাদের সঙ্গে থাকিলে, তাহারা ফিরিয়া যাইতে সম্মত

Generated on 2019-02-07 14:08 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

আছে। রাও ভবানী সিংহ সিপাহিদিগের কথায় সম্মত হইলেন। সিপাহিগণ তাঁহার সঙ্গে স্থানান্তরে চলিয়া গেল। সুতরাং ধনাগারের কোনোরূপ ক্ষতি হইল না। সিপাহিগণ মইনপুরী হইতে প্রস্থান করিল। ধনাগার পূর্ববৎ অবস্থায় রহিল। তরুণ-বয়স্ক সেনানায়ক পূর্ববৎ অক্ষতশরীরে থাকিলেন। রাও ভবানী সিংহের সাহসে ও কর্মদক্ষতায় মইনপুরীতে শান্তি স্থাপিত হইল। পূর্বোক্ত তরুণবয়স্ক সেনানায়ক আপনার জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও সিপাহিদিগের উত্তেজনার নিবারণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এজন্য গবর্নর জেনেরল তাঁহার নিকটে পত্র লিখিয়া তদীয় সাহস ও অধ্যবসায়ের যথোচিত প্রশংসা করিলেন।

পূর্বোক্ত ঘটনাবলীর সংবাদ আগ্রায় পেঁছিলে, তত্রত্য খ্রীস্টধর্মাবলম্বিগণ সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। যে সকল গৃহ তাঁহাদের নিকটে আত্মরক্ষার উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইল, তাঁহারা ব্যাকুলভাবে সেই সকল গৃহের অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে একজন ইংরেজ তদীয় ভ্রাতার নিকটে যে পত্র লিখেন, তাহাতে আগ্রাবাসী খ্রীস্টধর্মাবলম্বিদিগের ব্যাকুলতার এইভাবে বর্ণনা ছিল,—'সন্ত্রাসের মাত্রা এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, এরূপ কখনো আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ঘরের আসবাব, বিছানা, তৈজসপত্র, মুরগীপূর্ণ বাজরা বোঝাই গাড়ি, এক্কা, বগিতে চড়িয়া মহিলাগণ ও বালক-বালিকারা নগরের সমুদয় ভাগ হইতে দুর্গের অভিমুখে যাইতেছিল। ইউরোপীয়গণ আলীগড় হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। সেনাপতি আউট্রামের সহধর্মিণী কতক পথ অশ্বারোহণে এবং কতক পথ পদরজে অতিবাহন করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন।··· দুই-একজন সিবিলিয়ান নিরতিশয় লজ্জাজনক কার্য করিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে এক-জন মলিনবদনে আপনার কার্যালয়ে উপস্থিত হইয়া সমুদয় কেরানীকে বলিয়াছেন যে, যে উপায় তাহাদের নিকটে সমীচীন বোধহয়, তাহারা সেই উপায়েই যেন আপনাদের জীবনরক্ষা করে*।'

অন্য একজন ইংরেজও এইরূপ সন্ত্রাসের বর্ণনা করিতে বিমুখ হন নাই। ইনি এইরূপে আগ্রার তদানীন্তন অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন,—'প্রত্যেক ইংরেজই তরবারি বা পিস্তল হস্তে করিয়াছিলেন; পথ গাড়িতে সমাবৃত হইয়াছিল। লোকে কান্দাহার-বাগে তাড়াতাড়ি যাইতেছিল। শহরের ইতর শ্রেণীর লোকে, বিদ্রোহীরা আলীগড় হইতে নদী পার হইয়া আসিতেছে, এই কথা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে বলিতে প্রাণরক্ষার জন্য দৌড়িতেছিল। বদমায়েসেরা গোঁফে তা দিতে দিতে আপনার গর্হিতকার্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল। মিশনারীদিগের কলেজের বহির্ভাগে সর্বব্যাপী সন্ত্রাসজনিত গোলযোগ হইতেছিল। অন্তর্ভাগে মিশনারিগণ প্রশান্তভাবে বসিয়া এতদ্দেশীয় শত শত ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেছিলেন···যে সকল এতদ্দেশীয় কর্মচারী অধিকতর বেতনভোগী, গবর্নমেণ্টের অধিকতর বিশ্বাসের পাত্র, তাহারা এ সময়ে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদের শত্রুদলে মিশিয়াছিল, কিন্তু গবর্নমেণ্ট স্কুলের অধিকন্তু

* *Kaye, Sepoy War, Vol. III, pp. 227-28,*

Generated on 2019-02-07 14:08 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

মিশনারী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ আপনাদের শ্রেণীতে ধীরভাবে বসিয়া উপদেশ শুনিতেছিল। যখন অপরে উপস্থিত বিপ্লবে নানারূপে সন্দিগ্ধ হইতেছিল এবং পলায়ন করিতেছিল, তখন ইহারা তাহাদের শিক্ষকদিগের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল এবং প্রকাশ্যভাবে খ্রীস্টানদিগের পক্ষসমর্থন করিতেছিল*।'

এইরূপ সন্ত্রাস, এইরূপ গোলযোগ, এইরূপ আশঙ্কার সময়ে উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশের রাজধানী সুরক্ষিত করা, নিরতিশয় আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল লেপ্টেনাণ্ট গবর্ন‌র এই আবশ্যক বিষয়ে অমনোযোগী হন নাই। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, নগরবাসিদিগের আশঙ্কানিবারণ এবং নগরের চারিদিক পর্যবেক্ষণের জন্য যথোপযুক্ত লোক নিয়োজিত হইয়াছিল। এখন অন্যান্য বিষয়েরও বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। আগ্রার দুর্গরক্ষার জন্য ইউরোপিয়গণ নিয়োজিত হইয়াছিল। ছয় মাস কাল চলিতে পারে, এরূপ খাদ্য-দ্রব্যাদি উহাতে সংগ্রহ করিয়া রাখিবার বন্দোবস্ত হইতেছিল। কর্তৃপক্ষের আশঙ্কা হইয়াছিল যে যদি সিপাহীরা যুদ্ধের উদ্যোগ করে, তাহা হইলে, শহরের ও পার্শ্ববর্তী স্থানের ইতর লোকে তাহাদের সহযোগী হইতে পারে। অপরাপর স্থানের উত্তেজিত লোকে যাহা করিয়াছে, এ স্থানেও সেই সকল কার্য—ধনাগারবিলুণ্ঠন, কয়েদিদিগের বিমুক্তিসাধন, ইউরোপীয়দিগের সম্পত্তিহরণ প্রভৃতি—অনুষ্ঠিত হইতে পারে। ইউরোপীয়দিগের বাসগৃহ প্রভৃতি পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে ছিল। এই বিচ্ছিন্ন গৃহগুলি সহজে রক্ষা করা যাইতে পারিত না। এদিকে মিশনারীদিগের স্কুলে ও খ্রীস্টান-দিগের আশ্রমে, বিবাহিত সিবিলিয়ানদিগের বাসগৃহে কুলমহিলাগণ ও বালক-বালিকারা অবস্থিতি করিতেছিল। ইহাদিগের রক্ষার উপায় করা, কর্তৃপক্ষের প্রধান চিন্তনীয় বিষয় ছিল। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ন‌র বহিরাক্রমণের নিবারণ জন্য যথোচিত বন্দোবস্ত করিতে উদ্যত হইলেন। একজন কর্মদক্ষ কর্মচারীর উপর এ বিষয়ের ভার সমর্পিত হইল।

নিয়োজিত কর্মচারী অবিলম্বে নির্দিষ্ট কার্যসম্পাদনের এইরূপ প্রণালী নির্ধারণ করিলেন। নগরের অন্তর্ভাগে, আত্মরক্ষার স্থান নিরূপণ এবং বহির্ভাগে ঘাটী স্থাপন করিতে হইবে, এতদ্বারা স্থানান্তর হইতে আগত সিপাহিদিগের আক্রমণের সংবাদ পূর্বে জানা যাইবে। সংবাদপ্রাপ্তি মাত্র যুদ্ধকার্যে অনভ্যস্ত লোকে আত্মরক্ষার স্থলে সহজে উপস্থিত হইতে পারিবে। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ন‌রের বাসগৃহ, ডাকঘর, আগ্রা ব্যাঙ্ক, মেডিকেল কলেজ, কান্দাহারীবাগ (এই ইষ্টক-নির্মিত বৃহৎ বাটী, ভরতপুরের রাজার সম্পত্তি। উপস্থিত সময়ে এই বাটীতে একজন ইংরেজ সিবিল কর্মচারী বাস করিতেন) প্রভৃতি বৃহৎ গৃহগুলি আশ্রয়স্থান রূপে নির্দিষ্ট হইবে। একদিকে তাজ অপর দিকে গবর্নমেণ্টের কাছারি, এই সকল গৃহ রহিয়াছে। এজন্য উক্ত গৃহ রক্ষা করার সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। রাজকর্মচারী এইরূপে আত্মরক্ষার উপায় নির্ধারণ

* *Raike's, Notes on the Revolt in the North-Western Provinces of India, pp. 14-15.*

Generated on 2019-02-07 14:08 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

করিলেন। কিন্তু তাঁহার অবলম্বিত প্রণালী সর্বাংশে পরিগৃহীত হইল না। বিপদের সময়ে সকলেই আপন আপন ইচ্ছায় কর্তৃপক্ষের নিকটে আপনাদিগের রক্ষা করিবার উপায় নির্দেশ করিতে আগ্রহযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং মন্ত্রণাকারিদিগের সংখ্যাধিক্যে উদ্ভাসিত উপায়ও নানাবিধ হয়। উপস্থিত সময়ে আগ্রাতে ইউরোপীয়দিগের আত্মরক্ষার নানা উপায় উদ্ভাবিত হইতেছিল। এইরূপ নানা প্রণালীর সংঘর্ষে নিয়োজিত কর্মচারীর পূর্বনির্দিষ্ট প্রণালী অংশতঃ পরিগৃহীত এবং অংশতঃ পরিত্যক্ত হইল। এদিকে আগ্রার মাজিস্ট্রেট সাহেব পুলিশের প্রহরিদিগকে সৈনিকশ্রেণীতে নিবেশিত করিলেন। ইহাদের একাংশ অশ্বারোহী এবং অপরাংশ পদাতিক হইল। এইরূপে পুলিশের লোকেও প্রয়োজনানুরূপ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ইউরোপীয়দিগের রক্ষায় ব্যাপৃত রহিল।

যখন আগ্রার ইউরোপীয়গণ শঙ্কিত হইয়া, আত্মরক্ষার উপায়নির্ধারণ করিতেছিলেন, তখন লেপ্টেনাণ্ট গবর্নর আপনাদিগকে অধিকতর নিরাপদ করিবার মানসে আর-এক উপায়ের অবলম্বনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। এই সময়ে সিপাহিদলের একজন প্রাচীন ও দূরদর্শী অধিনায়ক তাঁহার নিকটে লিখিলেন যে, তিনি ছত্রিশ বৎসরকাল গবর্নমেন্টের কার্য করিয়াছেন। এই দীর্ঘকাল সিপাহিদিগের সংস্রবে থাকাতে তাহাদের প্রকৃতি, তাহাদের আচার-ব্যবহার প্রভৃতি তাঁহার বিদিত হইয়াছে। তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস যে, সিপাহীরা কেবল আশঙ্কাপ্রযুক্ত উপস্থিত সময়ে এইরূপ উত্তেজনার পরিচয় দিতেছে। যদি আপনি এইভাবে ঘোষণাপ্রচার করেন যে, সিপাহিদিগের অতীত অপরাধ মার্জনা করা যাইবে, এখন যাহারা গবর্নমেন্টের প্রতি বিশ্বস্তভাব দেখাইয়াছে, গবর্নমেণ্ট তাহাদের সেই বিশ্বস্ততার বিষয় কখনও ভুলিবেন না, একটি বিচারক-সমিতি দ্বারা সিপাহিদিগের অভাব ও অভিযোগের কারণ নির্ণয় করা যাইবে; ইংরেজ ও ভারতবর্ষীয়, এই উভয় শ্রেণীর অফিসরগণ উক্ত সমিতিতে থাকিবেন এবং ভবিষ্যতে তাহাদের অধিকার ও স্বত্বের উপর অনিষ্টকারী ব্যক্তিদিগকে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া হইবে না, তাহা হইলে এই ঘোষণাপত্র দশ সহস্র ইউরোপীয় সৈনিক অপেক্ষা অধিকতর কার্যকর হইতে পারে। কিন্তু যদি সাক্ষাৎসম্বন্ধে আপনার সম্বন্ধে আপনার নামে এইরূপ ঘোষণা প্রচারিত না হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা ফললাভ হইবার সম্ভাবনা অল্প। দূরদর্শী সেনানায়ক কলিনট্রুপের এই কথা লেপ্টেনাণ্ট গবর্নরের সাতিশয় মনঃপূত হইল। তাঁহার স্পষ্ট ধারণা হইল যে, প্রাচীন সেনানায়ক যথার্থ কথাই বলিয়াছেন। প্রতিহিংসা অপেক্ষা ধর্মনাশ ও জাতিনাশের আশঙ্কাতে সিপাহিগণ গবর্নমেন্টের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা ভয়ে উদ্ভ্রান্ত হইয়া মেষপালের ন্যায় দলে দলে আপনাদের সর্বনাশের স্থলে একত্র হইতেছে, যে কোনোরূপে হউক, তাহাদিগকে নিরুদ্বেগ ও নিঃশঙ্ক করা গবর্নমেন্টের পক্ষে উদারনীতি-সম্মত কার্য। কল্‌বিন সাহেব এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া, প্রস্তাবিত বিষয় কার্যে পরিণত করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি আপনার মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ না করিয়া, ২৫শে মে নিম্নলিখিতভাবে ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন :—

Generated on 2019-02-07 14:08 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

'যে সকল সিপাহী গত হাঙ্গামায় লিপ্ত ছিল। তাহারা যদি আপনাদের বাড়ি যাইতে চাহে এবং গবর্নমেণ্টের নিকটবর্তী দেওয়ানি বা সৈনিক স্টেশনে অস্ত্রাদি সমর্পণ করে, তাহা হইলে নিরুপদ্রবে ও অক্ষতশরীরে আপনাদের ইচ্ছানুসারে কার্য করিতে পারিবে।

'অনেক বিশ্বস্ত সৈনিক গবর্নমেণ্টের বিপক্ষতাচারণে বাধ্য হইয়াছে। কারণ তাহারা আপন দলের লোকের হাত এড়াইতে পারে নাই। অধিকন্তু গবর্নমেণ্ট তাহাদের ধর্মনাশ ও জাতিগত সম্মানের বিলোপসাধন করিতেছেন এই দৃঢ় বিশ্বাস তাহাদের মন হইতে অপসারিত হয় নাই। তাহাদের এইরূপ ধারণা নিরতিশয় ভ্রান্তিপূর্ণ হইলেও উহা তাহাদের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। সম্প্রতি গবর্নর জেনেরল যে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে এই সন্দেহ দূরীভূত হইবে। দুষ্টবুদ্ধি চক্রান্তকারিগণ এবং লোকের বিপক্ষে গুরুতর পাপকার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে, এরূপ অপকারকগণ শাস্তি-ভোগ করিবে। এই ঘোষণাপত্র প্রচারের পর যাহারা গবর্নমেণ্টের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিবে, শত্রুর সহিত যেরূপ ব্যবহার করা উচিত, তাহাদের সহিতও সেইরূপ ব্যবহার করা যাইবে।'

কিন্তু এই ঘোষণা-পত্র ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্টের অনুমোদিত হইল না। লর্ড কানিঙের স্পষ্ট বোধ হইল যে, এইরূপ ঘোষণা প্রচারিত হইলে, অনেক দণ্ডার্হ ব্যক্তি অব্যাহতি পাইবে। সুতরাং লর্ড কানিঙ এইভাবে আর একখানি ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করিলেন,—'কোনো রেজিমেণ্টের যে-কোনো সৈনিক যদি গুরুতর অপরাধ না করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে আপনার কর্মস্থল পরিত্যাগ করিলেও, অব্যাহতি পাইবে এবং সেই ব্যক্তি যদি দেওয়ানি বা সৈনিক-বিভাগের কর্তৃপক্ষের নিকটে অস্ত্রাদি সমর্পণ করে, তাহা হইলে আপনার বাড়িতে যাইবার অনুমতি পাইবে। কিন্তু যে সকল সৈনিক আপনাদের অফিসর বা অন্যান্য ব্যক্তিকে নিহত বা আহত করিয়াছে, অথবা অন্যরূপ নৃশংসতাজনক অত্যাচারে লিপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে এইরূপে বিমুক্তি দেওয়া হইবে না। এইরূপ লোক গবর্নমেণ্টের বশ্যতা স্বীকার করিবে। কিন্তু গবর্নমেণ্ট ইহাদের বিষয়ে কোনোরূপ নিয়মে আবদ্ধ থাকিবেন না।'

গবর্নর জেনেরল যে-ভাবে ঘোষণাপত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহার সহিত লেপ্টেনাণ্ট গবর্নরের প্রণীত ঘোষণাপত্রের মূলতঃ কোনো প্রভেদ নাই। লেপ্টেনাণ্ট গবর্নরের মতে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি দণ্ডের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। গবর্নর জেনেরলের মতে সমগ্র সৈনিক-দলই দণ্ডার্হ হইয়াছিল। যাহারা স্বকীয় দলের অফিসর-দিগকে বা অপরাপর খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীকে নিহত করিয়াছে তাহারা কোনরূপে নিষ্কৃতি-লাভ করিতে না পারে, ইহাই গবর্নমেণ্টের উদ্দেশ্য ছিল। গবর্নর জেনেরল এই উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার জন্য উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্নরের লিখিত ঘোষণাপত্রের পরিবর্তন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্ট যে ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করিলেন, তাহাতে সবিশেষ কঠোরভাবের অভিব্যক্তি হইল না। লর্ড কানিঙ এ স্থলে কল্‌বিন সাহেবের সম্মান রক্ষা করিয়াই কার্য করিলেন। কিন্তু

Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:09 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

কলিকাতার গবর্নর জেনেরল-প্রাসাদে এবং অন্যান্য স্থানে লেপ্টেনাণ্ট গবর্নরের ঘোষণা-পত্রের বিরুদ্ধে নানারূপ বিতর্ক হইতে লাগিল। উচ্চশ্রেণী হইতে নিম্নশ্রেণীর ইউরোপীয় পর্যন্ত এজন্য কলবিন সাহেবের উপরে দোষারোপ করিতে লাগিল। কলবিন সাহেব এই সকল বিরুদ্ধ-মতবাদে নিরতিশয় বিরক্ত হইলেন। সুস্থ ও সবল ব্যক্তি যখন শাসনাধীন জনপদ নিরাপদ করিতে সবিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করেন, তখন যদি তিনি ঘোরতর সঙ্কটকালে স্বদেশীয়দিগের নিন্দার পাত্র হন, তাহা হইলে তাঁহার বিরক্তির একশেষ ঘটে। অসুস্থতা প্রযুক্ত দেহ অবসন্ন হইলে, এরূপ অবস্থায় মানুষের যেরূপ মনোযাতনা উপস্থিত হয়, তাহা বলিবার নহে। লেপ্টেনাণ্ট গবর্নর কলবিন সাহেব এ সময়ে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন, স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে তাঁহার শারীরিক স্ফূর্তি অন্তর্হিত হইয়াছিল ; তাঁহার দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাঁহার শ্রমাসক্তি, উৎসাহ, উদ্যমও কিয়দংশে শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে তৎপ্রকাশিত ঘোষণাপত্রের বিরুদ্ধে তাঁহার স্বদেশীয়গণ চীৎকার আরম্ভ করাতে তিনি সাতিশয় বিরক্ত হইলেন। এ-দিকে তিনি যে বিস্তৃত জনপদের শাসন ও পালনকার্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, তাহার প্রায় সকল স্থানেই অশান্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। প্রতিদিনই নানা স্থান হইতে নানারূপ গোলযোগ ও দুর্ঘটনার সংবাদ উপস্থিত হইয়া লেপ্টেনাণ্ট গবর্নরকে অধিকতর বিরক্ত, অধিকতর অবসন্ন ও অধিকতর উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি যে সকল মন্ত্রীতে পরিবেষ্টিত ছিলেন, তাঁহাদের অনেকের সহিত তদীয় মতের একতা ছিল না। মতবৈপরীত্য প্রযুক্ত তাঁহার মানসিক অশান্তির একশেষ ঘটিয়াছিল। এইরূপ নানা বিপত্তিজালে পরিবেষ্টিত হইলে, মানুষের কিরূপ অবস্থা ঘটে, তাহা সহজে বোধগম্য হইতে পারে। ফলতঃ কলবিন সাহেবের এ সময়ে যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ণনীয় নহে। তাঁহার দেহ ও মন, উভয়ই নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। এখন তাঁহার সামর্থ্যের তুলনায় তদীয় কার্যের ভার অধিকতর হইল। তিনি এই গুরুতর ভার বহন করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দূরদর্শিতা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ছিল। কিন্তু তাঁহার দায়িত্বের অনুরূপ উৎসাহ বা উদ্যম ছিল না। অসুস্থ অবস্থায় কার্যভারে প্রপীড়িত হওয়াতে তাঁহার মস্তিষ্ক একান্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে যাঁহারা তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন তাঁহাদের বোধ হইল যে, তদীয় কর্মক্ষেত্রে বিঘ্ন-বিপত্তি-নিবারণের ও অধীন কর্মচারিদিগের পরিচালনের জন্য তিনি দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবেন না।

ক্রমে প্রায় তিন সপ্তাহ অতীত হইল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের রাজধানীতে আপাততঃ কোনোরূপ বিপদ রহিল না। সিপাহিগণ অধিনায়কদিগের আদেশানুসারে প্রশান্তভাবে কার্য করিতে লাগিল বাহিরে তাহাদের কোনোরূপ উদ্ধতভাব বা বিরুদ্ধাচরণের নিদর্শন লক্ষিত হইল না। সেনানায়কগণ প্রফুল্লচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন। দেওয়ানি বিভাগের কর্মচারিগণ প্রশান্তভাবে আপনাদের কর্তব্য কর্মে ব্যাপৃত রহিলেন। লেপ্টেনাণ্ট গবর্নর সিপাহিদিগের শান্তভাব দর্শনে আশ্বস্ত হইলেন। আগ্রা পূর্বের ন্যায় শৃংখলাসম্পন্ন এবং পূর্বের ন্যায় নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ-অধিবাসিদিগের প্রমোদক্ষেত্র হইল।

Generated on 2019-02-07 14:09 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

কিন্তু এ সময়ে সমস্ত বিষয়ই যেন মায়ার খেলা বলিয়া বোধ হইতেছিল। এক সময়ে যে স্থান সর্বপ্রকার বিপত্তির বহির্ভূত বলিয়া প্রতীত হইতেছিল, অন্য সময়ে সেই স্থান ঘোরতর বিপদের রঙ্গক্ষেত্র হইয়া উঠিতেছিল। মে মাস অতীত হইতে-না-হইতেই আগ্রায় আবার গোলযোগের সূত্রপাত হইল। আগ্রার পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে মথুরা অবস্থিত। হিন্দুরাজগণের অধিকারকালে মথুরার অসামান্য সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধি ছিল। উহার সুদৃশ্য অট্টালিকা, উহার সুশোভন দেবমন্দির, উহার সুসজ্জিত রাজপথ দর্শকদিগের হৃদয়ে অপূর্ব বিস্ময়ের সহিত অপরিসীম প্রীতির উৎপত্তি করিত। মথুরার এইরূপ শোভাসমৃদ্ধিই অর্থলোলুপ আক্রমণকারীদিগের উদ্দাম ভোগাভিলাষ বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিল। সুলতান মাহমুদ উহার শোভায় বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, এবং উহার সম্পত্তিতে আপনি সম্পত্তিশালী হইবার জন্য উহাকে একেবারে শ্রীভ্রষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এক সময়ে উহার হর্ম্যরাজির আদর্শে তাঁহার রাজধানীর সমৃদ্ধিময়ী বলিয়া সাধারণের নিকটে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতে মথুরায় হিন্দুধর্মের প্রাধান্য ছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুগণ উহার বিভিন্ন দেবমন্দিরে সমবেত হইয়া, আরাধ্য দেবের উপাসনায় ব্যাপৃত থাকিত। বর্তমান সময়ে মথুরার এই প্রাধান্য বিলুপ্ত হয় নাই। আক্রমণকারিদিগের বিলুণ্ঠনপ্রবৃত্তিতে শ্রীভ্রষ্ট হইলেও উহা হিন্দুদিগের মধ্যে আপনার গৌরব রক্ষা করিতেছিল।

মে মাস শেষ হইতে-না-হইতেই মথুরায় গোলযোগ ঘটিল। আগরার ৪৪-সংখ্যক দলের কতকগুলি সিপাহী মথুরায় অবস্থিতি করিতেছিল। ঐ দলের আরও কতকগুলি সিপাহীকে মথুরায় পাঠাইবার বন্দোবস্ত হয়। উহাদের সঙ্গে ৬৭-সংখ্যক দলের কতকগুলি সিপাহীকেও পাঠাইবার আয়োজন হয়। মথুরায় যে সৈনিক-দল ছিল, তাহাদের পরিবর্তে কার্য করিবার এবং মথুরার ধনাগারের অর্থ আগ্রায় আনিবার জন্য ইহাদিগকে পাঠাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল। এই সময়ে মথুরার ধনাগারে ছয় লক্ষেরও অধিক টাকা ছিল। রাজকীয় কর্মচারিগণ লেপ্টেনাণ্ট গবর্নরকে আলীগড় ও মথুরার যাবতীয় অর্থ আগ্রায় আনিবার জন্য আগ্রহসহকারে অনুরোধ করিতে-ছিলেন। কিন্তু এ সময় গবর্নমেণ্টকে সকল বিষয়েই সাবধান হইয়া কার্য করিতে হইতে ছিল। যাহাতে সিপাহিদিগের মনে কোনোরূপে সন্দেহের সঞ্চার বা উত্তেজনার আবির্ভাব হইতে পারে, গবর্নমেণ্টকে তদ্বিষয়ে নিরস্ত থাকিতে হইয়াছিল। সহসা ধনাগারের অর্থ স্থানান্তরিত হইলে, সাধারণে সন্দিগ্ধ হইতে পারে। যাহাদের উপর অর্থরক্ষার ভার রহিয়াছে, তাহারা, কোম্পানি বাহাদুর অবিশ্বাস করিতেছেন মনে করিয়া, বিচলিত হইয়া উঠিতে পারে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া গবর্নমেন্ট সে সময় সবিশেষ সতর্কভাবে কার্য করিতেছিলেন। কিন্তু এ সময়ে মথুরাস্থিত সিপাহিদিগের ভাবান্তর ঘটিয়াছিল। সাধারণও ক্রমে উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল। দিল্লী ও অন্যান্য স্থানের সিপাহিগণ কোম্পানি বাহাদুরের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়া, আগ্রার অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে, ইহারা শীঘ্রই মথুরা দিয়া যাইবে, এইরূপ সংবাদ মথুরায় প্রচারিত হইয়াছিল। মথুরার ইউরোপীয়গণ এজন্য মহিলা ও বালক-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:09 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

বালিকাদিগকে আগ্রায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। মে মাসের মধ্যভাগে কাপ্তেন নিক্‌সন ভরতপুরের সৈনিক-দল লইয়া মথুরায় উপস্থিত হওয়াতে, ইউরোপীয়গণ কিছু আশ্বস্ত হন। সিপাহিগণও কিছু ভীত হইয়া উঠে।

কিন্তু কর্তৃপক্ষ মথুরার ধনাগারের অর্থরাশি আগ্রায় লইয়া যাইতে উদাসীন রহিলেন না। ৩০শে মে যখন দুইদল সৈন্য মথুরা হইতে আগ্রার যাত্রা করে, তখন তথাকার সিপাহিদিগের সংখ্যা এরূপ ছিল যে তাহারা সহজে ধনাগার বিলুণ্ঠন করিতে পারিত। যাহা হউক, মথুরার কর্তৃপক্ষ মথুরারক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া ধনাগারের অর্থ স্থানান্তরিত করিতে উদ্যত হইলেন। এই উদ্দেশ্যে গোরুর গাড়ি সকল সজ্জিত হইল। সমুদয় টাকা গাড়িগুলিতে রাখা হইল। লেপ্টেনান্ট বোল্টন্‌ নামক একজন অধিনায়ক অশ্বে আরোহণপূর্বক গাড়ি চালাইবার আদেশ দিলেন। একজন এতদ্দেশীয় অফিসর এই সময়ে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় যাইতে হইবে?' বোল্টন্‌ কহিলেন,—'অবশ্য আগ্রায়'। অফিসর এই কথা শুনিয়া বলিল,—'না না দিল্লীতে।' অফিসরের কথা শুনিবামাত্র বোল্টন্‌ উত্তেজিত-ভাবে বলিলেন,—'তুমি বিশ্বাসঘাতক' এই কথা মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র বোল্টন্‌ অশ্ব হইতে ভূপাতিত ও গতাসু হইলেন। একজন সিপাহী তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে ছিল, সে বোল্টনের শেষ কথা শুনিয়াই গুলির আঘাতে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া দিল*।

সিপাহীরা অতঃপর প্রকাশ্যভাবে গবর্নমেন্টের বিরোধী হইয়া উঠিল। দেওয়ানি বিভাগের কর্মচারিগণ আর কোনো উপায় না দেখিয়া আত্মরক্ষার্থে পলায়ন করিলেন। উত্তেজিত সিপাহীরা টাকার থলিয়া সকল হস্তগত করিল। এবং ইউরোপীয়দিগের অধ্যুষিত গৃহ সকল দগ্ধ করিতে অগ্রসর হইল। মথুরার সম্ভ্রান্ত অধিবাসিগণ আবাসগৃহ পরিত্যাগ পূর্বক স্থানান্তরে আত্মগোপন করিলেন। এদিকে উন্মত্ত সিপাহীরা সরকারি কার্যালয়ের টেবিল চেয়ার প্রভৃতি একত্র করিল এবং উহার উপর খড়ের গাদা রাখিয়া আগুন দিল। যখন অগ্নি প্রবলবেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তখন তাহারা টাকার থলিয়া লইয়া, দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করিল। যাইবার সময়, তাহারা নিম্নশ্রেণীর দলবদ্ধ লোকের মধ্যে পয়সা ছড়াইয়া দিল। মথুরার জেলখানা সুদৃঢ় ও অংশতঃ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। প্রহরিগণও বন্দুক লইয়া পাহারা দিতেছিল। তাহারা ইচ্ছা করিলে উত্তেজিত সিপাহিদিগের সম্মুখে কারাগার রক্ষা করিতে পারিত। কিন্তু এই আবশ্যক কর্তব্যসম্পাদনে তাহাদের অভিরুচি হইল না। সিপাহিগণ উপস্থিত হইলে তাহারা কারাগারের দ্বার খুলিয়া দিল। সিপাহিরা বিনা বাধায় প্রবেশ করিল। বিনা গোলযোগে অবরুদ্ধ ব্যক্তিগণ বিমুক্ত হইল।

এই সময়ে ভরতপুরের সৈনিক-দল হুদুল নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। প্রথমে ইহাদের উপর কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হয় নাই। ভরতপুররাজ মিত্রতার সম্মানরক্ষার্থে ইহাদিগকে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। কমিশনর

---

* *Thornhill, Indian Mutiny, p. 83.*

হার্বি সাহেব ইহাদের সঙ্গে ছিলেন। ৩১শে মে প্রাতঃকালে তিনি সংবাদ পাইলেন যে, মথুরার সিপাহিগণ গবর্নমেণ্টের বিরোধী হইয়া, দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র তিনি উহাদের গতিরোধে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ভরতপুরের সৈনিকদিগের সঙ্গে যে সকল কামান ছিল, তৎসমুদয় দিল্লীর পথের পার্শ্বে স্থাপিত হইল। কিন্তু কমিশনরের আশা ফলবতী হইল না। কামান পরিচালক-দলে যে সকল পুর্বিয়া সিপাহী ছিল, তাহারা এক সময়ে গবর্নমেণ্টের পদাতিক সৈনিক-দলে কার্য করিত। এক্ষণে তাহারা স্বশ্রেণীর বিরুদ্ধভাব দেখিয়া কর্তব্য সম্পাদনে উদাসীন হইল। তাহাদের পরিচালকগণ ইংরেজ অফিসরদিগকে কহিলেন যে, এই সময়ে এই সকল সৈন্য তাদৃশ বিশ্বাসের পাত্র নহে। ভরতপুরের সৈনিকদিগের শিবিরও ইউরোপীয়দিগের পক্ষে তাদৃশ নিরাপদ নহে। এজন্য ইউরোপীয়গণ স্থানান্তরে প্রস্থান করা করা সঙ্গত মনে করিলেন। কিন্তু তাঁহারা সহসা শিবির পরিত্যাগ না করিয়া ভরতপুরের সিপাহিদিগকে কর্তব্যকর্মে অভিনিবিষ্ট করিবার জন্য সবিশেষ প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে যথোপযুক্ত পারিতোষিক দিবার অঙ্গীকার করিতে বিমুখ হইলেন না। অফিসরেরা স্পষ্টাক্ষরে কহিতে লাগিলেন যে, ভরতপুররাজ এই সঙ্কটকালে ইংরেজদিগের সাহায্যার্থে তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। মহারাজ ইংরেজদিগের সহিত বন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ। তাহারা যদি এইরূপ বিপত্তিকালে কর্তব্য সম্পাদনে উদাসীন হয়, তাহা হইলে মহারাজের অখ্যাতি হইবে। মহারাজকে অনর্থ কলঙ্কভাজন করা তাহাদের কখনো কর্তব্য নহে। তাহারা মহারাজের নিমক খাইয়াছে, এখন নিমকহারাম হইলে তাহাদের দুর্দশার একশেষ হইবে। কিন্তু এইরূপ পুরস্কারদান-প্রতিশ্রুতি, এইরূপ উপদেশবাক্য, এইরূপ যুক্তিবিন্যাস কোনো কার্যকর হইল না। ভরতপুরের কামান-পরিচালক সৈন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে আপনাদের কামান সজ্জিত করিল। অফিসরগণ আপনাদের উপদেশবাক্যের এইরূপ ফল দেখিয়া অবাক্ হইলেন। এখন ইংরেজদিগকে শীঘ্র শীঘ্র ভরতপুরের শিবির পরিত্যাগ করিতে হইল। ত্রিশ জন কালবিলম্ব না করিয়া, অশ্বারোহণে প্রস্থান করিলেন। অস্ত্র ও পরিধেয় ব্যতীত তাঁহারা আর কোনো দ্রব্য লইয়া যাইতে পারিলেন না। ইউরোপীয়েরা প্রস্থান করিবামাত্র ভরতপুরের সৈন্য প্রকাশ্যভাবে বিরোধী হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে ইংরেজদিগের তাম্বু প্রজ্বলিত অনলশিখায় পরিব্যাপ্ত হইল। গবর্নমেণ্টের কর্মচারিদিগের বাঙ্গালার দিকে গুলি নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। গবর্নমেণ্টের কর্মচারিগণ যে সকল দ্রব্য ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, মিত্র রাজার উত্তেজিত সৈনিকেরা তৎসমুদয় লুঠিয়া লইল। ভরতপুরের সৈনিকগণ এইরূপে আপনাদের কর্তব্যপথ হইতে বিচ্যুত হইল। আগ্রার কমিশনর হার্বি সাহেবের চেষ্টা এইরূপে ব্যর্থ হইয়া গেল।

ভরতপুরের সিপাহীরা এক সময়ে আগ্রার সিপাহি-দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাছে আগ্রার সিপাহিগণ ইহাদের ন্যায় গবর্নমেণ্টের বিরোধী হইয়া উঠে, এই আশঙ্কায় কর্তৃপক্ষ নিরতিশয় বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন; ভরতপুরের

Generated on 2019-02-07 14:09 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

সৈনিকদিগের অভ্যুত্থান-সংবাদে আগ্রায় গোলযোগ ঘটিবে। সম্ভবতঃ আগ্রার সিপাহিগণ তাহাদের অগ্রবর্তী সতীর্থদিগের পথানুসরণ করিবে। নিশীথকালে উটের ডাকে ভরতপুরের সিপাহিদিগের সংবাদ আগ্রার মাজিস্ট্রেটের নিকটে পেঁছিল। লেপ্টেনাণ্ট গবর্নর এই সময়ে মাজিস্ট্রেটের গৃহে নিদ্রিত ছিলেন। মাজিস্ট্রেট তাঁহাকে জাগাইয়া, দুর্ঘটনার বিষয় বলিলেন, এবং প্রত্যুষে আগ্রার সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কলাবিন সাহেব সহসা ড্রমণ্ড সাহেবের এই প্রস্তাব শুনিয়া, দোলায়মানচিত্ত হইলেন। কিন্তু এখন ভাবিবার সময় ছিল না। লেপ্টেনাণ্ট গবর্নর মাজিস্ট্রেটের আগ্রহ দর্শনে তদীয় প্রস্তাব অনুসারে কার্য করিতে সম্মত হইলেন। অবিলম্বে আদেশ যথাস্থানে উপস্থিত হইল। ৩১শে মে উষাকালে ৩-সংখ্যক ইউরোপীয় সৈনিক-দল কাওয়াজের বিস্তৃত ক্ষেত্রে শ্রেণীবদ্ধ হইল। গোলন্দাজ সৈন্য যথাস্থানে কামান সকল স্থাপন পূর্বক অধিনায়কের আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সিপাহিগণ যখন আপনাদের সম্মুখে কামান সজ্জীকৃত এবং সশস্ত্র পদাতিকগণকে শ্রেণীবদ্ধ দেখিল, তখন তাহারা কোনোরূপ আপত্তিপ্রকাশে সাহসী হইল না। ব্রিগেডিয়ার অশ্বারোহণে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলে, সিপাহীরা ধীরভাবে অস্ত্রাদি পরিত্যাগ পূর্বক সৈনিক-নিবাসের অভিমুখে প্রস্থান করিল। কেহ কেহ বিদায় গ্রহণ পূর্বক আপনাদের বাটীতে গেল, কেহ কেহ বিদায় না লইয়াই, দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করিল। এইরূপ ব্রিটিশ কোম্পানির আরও দুই দল সিপাহী নিরস্ত্রীকৃত ও দূরীভুত হইল।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:09 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

দ্বিতীয় অধ্যায়

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অবস্থা—মীরাট ও রোহিলখণ্ড বিভাগ—মজঃফরনগর ও সাহারাণপুর—মোরাদাবাদ—বেরিলী—শাহজাহানপুর—বদায়ুন

মে মাস অতীত হইল জুন মাসের প্রচণ্ড আতপতাপের সহিত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের জনসাধারণের প্রচণ্ড প্রকৃতি ও গভীর অশান্তভাব পরিস্ফুট হইতে লাগিল। যে সকল সিপাহী নিরস্ত্রীকৃত হইয়াছিল, তাহাদের অনেকে দিল্লীতে না গিয়া, আপনাদের বাসগ্রামে যাত্রা করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা যাইবার সময়ে নানারূপ অনিষ্টজনক ও অপ্রকৃত গল্পে পার্শ্ববর্তী পল্লীবাসিদিগের হৃদয় উত্তেজিত করিতে ত্রুটি করে নাই। তাহাদের কল্পনাবলে ইংরেজদিগের কু-অভিসন্ধি অথবা তাহাদের রাজত্বের অবসানসম্বন্ধে নানা অদ্ভুত গল্পের সৃষ্টি হওয়াতে বিলুণ্ঠনপ্রিয় দুঃসাহসী লোকে সর্বত্র আত্মক্ষমতাবিস্তারে কৃতসঙ্কল্প হইতেছিল।

উদ্ধত লোকের এইরূপ গভীর উত্তেজনা এবং তন্মূলক অশৃঙ্খলা ও অরাজকতার বিষয় কর্তৃপক্ষের অবিদিত ছিল না। মে মাস শেষ হইবার পূর্বেই উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্নর মহোদয় গবর্নর জেনেরল বাহাদুরের নিকটে এইভাবে লিখিয়াছিলেন,—'সমগ্র জনপদ বিশৃঙ্খলভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছে। উত্তেজিত লোকে নানা স্থান অশান্তিময় করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। লোকের বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, আমাদের রাজত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না। এই বিশ্বাস প্রযুক্ত তাহারা আমাদের কর্ম ছাড়িয়া অপরের অর্থ বিলুণ্ঠন পূর্বক আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। মীরাটের উত্তর দিকের জনপদ নিতান্ত দুঃসাহসী ও দুর্ধর্ষ লোকের পদানত হইয়া উঠিয়াছে। ঐ সকল স্থানে অনেক নিরীহপ্রকৃতি ভালো মানুষ আমাদের পক্ষে থাকিলেও, কুচরিত্র ও অসৎসাহসী লোকের জন্য শান্তি স্থাপিত হইতেছে না। আলীগড় এবং ইটোয়া নানা অত্যাচারে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের অধ্যুষিত স্থানের ত্রিশ-চল্লিশ মাইলের মধ্যে নিরীহ প্রজালোকে উৎপীড়িত হইয়াছে। যাহাদের মঙ্গলের জন্য আমরা সাতিশয় পরিশ্রম করিয়াছি এবং অনেক সময়ে যাহাদের জন্য ভাবিয়াছি, তাহাদের এইরূপ দুরবস্থা নিরতিশয় শোচনীয় সন্দেহ নাই। তিন মাস পূর্বে যেসকল জনবহুল ভূখণ্ডের উন্নতি করিয়াছি বলিয়া, আমি গর্ব প্রকাশ করিয়াছি, তৎসমুদয়েরই এই দশা ঘটিয়াছে।' কলবিন সাহেবের এই নির্বেদকর কথা পরবর্তী বিবরণে অধিকতর পরিস্ফুট হইবে।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের যে সকল স্থান দিল্লীর নিকটবর্তী, সেই সকল স্থানে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অধিকতর উত্তেজনার নিদর্শন পরিলক্ষিত হইয়াছিল। সমগ্র প্রধান স্টেশনে গবর্নমেন্টের ধনাগার ও অন্যান্য সম্পত্তি রক্ষার জন্য এতদ্দেশীয় পদাতিক সৈন্য নিয়োজিত ছিল। এই সময়ে নানা স্থান হইতে রাজস্ব সংগৃহীত হইয়াছিল। প্রত্যেক

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:09 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ধনাগারের সিন্দুকগুলি মুদ্রায় পরিপূর্ণ ছিল। এই অর্থ যে, শেষে অনর্থের মূল হইয়া উঠিবে, ইহা মে মাসের পূর্বে কোনো ইংরেজেরই মনে হয় নাই। তাঁহারা স্বদেশীয় ধনাগারের অর্থের ন্যায় এই সকল ধনাগারের অর্থও সুরক্ষিত বলিয়া মনে করিতেছিলেন। কিন্তু মে মাস অতীত হইতে-না-হইতেই তাঁহাদের ধারণা অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। সিপাহিগণ যখন কোম্পানির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইল, কোম্পানির শক্তি নাশ হইয়াছে বলিয়া সাধারণে যখন সিদ্ধান্ত করিল, তখন ইংরেজ স্বকীয় সম্পত্তি রক্ষা করা দূরে থাকুক, আত্মরক্ষার জন্য বিব্রত হইয়া পড়িলেন। যাহারা বিশ্বস্তভাবে ধনাগার ও গবর্নমেন্টের অন্যান্য সম্পত্তি রক্ষা করিতেছিল, তাহারাই এখন অবিশ্বস্ত হইয়া উহার হরণে বা অপচয়-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইল। উদ্ধত প্রকৃতির লোকে তাহাদের অনুবর্তী হইতে বিমুখ হইল না। উত্তেজিত সিপাহিগণ যেমন সংহার-কার্যে ব্যাপৃত হইল, উদ্ধত লোকেও সেইরূপ শান্তি ও শৃঙ্খলার মঙ্গলময় বিধি বিপর্যস্ত করিয়া সমগ্র জনপদ অরাজকভাবে পরিপূর্ণ করিল। মুজঃফরনগর, সাহারাণপুর, মোরাদাবাদ প্রভৃতি স্থানে এইরূপ ভয়ঙ্কর বিপ্লবের বিকাশ হইল।

মুজঃফরনগর, মীরাটের উত্তরে যে ২৩-সংখ্যক সিপাহী-দল গবর্নমেন্টের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল, সেই দলেরই কতিপয় সিপাহী মুজঃফরনগরের ধনাগার রক্ষায় নিয়োজিত ছিল। মীরাটের সংবাদে ইহারা যে, নিশ্চেষ্টভাবে থাকিবে, তদ্বিষয়ে অনেকেই সন্দিহান হইয়াছিলেন। কিন্তু সহসা ইহাদের মধ্যে শৃঙ্খলার বিপর্যয় ঘটিল না। মীরাটের সংবাদ মুজঃফরনগরে প্রচারিত হইল। ধনাগার রক্ষকেরা আপনাদের দলভুক্ত সৈনিকদিগের সমুত্থানবার্তা শুনিল। কিন্তু সংবাদ-প্রাপ্তিমাত্র তাহারা সহযোগিদিগের প্রবর্তিত দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইল না। তাহারা তিনদিন পর্যন্ত প্রশান্তভাবে রহিল। কিন্তু তাহাদের এইরূপ প্রশান্তভাবেও শান্তি অব্যাহত হইল না। এই সময়ে যাঁহার প্রতি শান্তি রক্ষার ভার ছিল, তিনি কর্তব্য-সম্পাদনে সাহস ও একাগ্রতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। মুজঃফরনগরের ইংরেজ মাজিস্ট্রেট সজাতির অভ্যস্ত গুণের অধিকারী ছিলেন না। মীরাটের সংবাদ শুনিয়াই, তিনি যাবতীয় কার্যালয় বন্ধ করিয়া নগরের প্রান্তভাগে আত্মগোপন করিলেন। যাহারা ধনাগার রক্ষা করিতেছিল, তাহারা মাজিস্ট্রের দেহরক্ষায় নিয়োজিত হইল। বরফোর্ড সাহেব এইরূপে আপনাকে নিরাপদ করিবার ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। এদিকে শান্তিরক্ষকের আত্মগোপনের সহিত সমগ্র স্থানে অশান্তির আবির্ভাব হইল। যাহারা কোনো কারণে গবর্নমেন্টের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, কোনো বিষয়ে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল, অল্প শিক্ষায়, অসৎসংসর্গে, কোনো অংশে দুরাচারের প্রশ্রয় দিয়াছিল, তাহাদের সম্মুখে এখন আত্মপ্রকৃতির অনুরূপ কার্য-সাধনের সুযোগ উপস্থিত হইল। তাহারা যখন কোম্পানির অফিসগুলি অবরুদ্ধ ও মাজিস্ট্রেট সাহেবকে নির্জন জঙ্গলে লুক্কায়িত দেখিল, তখন তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, ইংরেজেরা নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, কোম্পানির রাজত্বের অবসান হইয়াছে। তাহারা এই বিশ্বাসে সাহসী হইয়া অভীষ্ট কার্য-সাধনে অগ্রসর হইল। ধনাগার রক্ষক সিপাহিরা যখন প্রশান্তভাবে

Generated on 2019-02-07 14:09 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

ছিল, তখন এই সকল অস্ত্রধারী উদ্ধত লোকে প্রকাশ্যভাবে গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইল। এদিকে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নগরের প্রান্তবর্তী জঙ্গলে রক্ষকগণে পরিবৃত হইয়াও ভয়শূন্য হইতে পারিলেন না। তিনি আপনাকে অধিকতর নিরাপদ করিবার জন্য কারাগার-রক্ষকদিগকে আহ্বান করিলেন। সুতরাং কারাগার রক্ষক-শূন্য হইল। কয়েদিগণ মুক্তিলাভ করিল। শান্তিরক্ষক ইংরেজ রাজপুরুষদের কর্তব্য-সম্পাদনের চূড়ান্ত হইল। প্রধান রাজপুরুষ যখন নগরের কোলাহলে শশব্যস্ত হইয়া নগরের প্রান্তবর্তী স্থানে লুক্কায়িত ছিলেন, সশস্ত্র রক্ষকগণ যখন তাঁহার আবাস-গৃহের চারিদিকে অবস্থিতি করিতেছিল, এইরূপে তিনি যখন সর্বাপেক্ষা অভীষ্ট বিষয়—জীবনের মমতায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তখন গবর্নমেন্টের কার্যালয়, গবর্নমেন্টের কর্মচারিগণের আবাসগৃহ ভস্মীভূত হইল, গবর্নমেন্টের কাগজপত্র বিনষ্ট হইয়া গেল; কারাগার কয়েদী-শূন্য হইয়া পড়িল। উদ্ধতলোকে উহার দ্বার-জানালা ভাঙিয়া ফেলিল। জেলার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এই সংবাদ প্রচারিত হইল যে, কোম্পানির আধিপত্য বিলুপ্ত হইয়াছে। ফিরিঙ্গীরা প্রাণের দায়ে পলায়ন করিয়াছে। এখন যাহার ক্ষমতা আছে, সে-ই যাহা ইচ্ছা হয় করিতে পারে। প্রত্যেকেই কর্তা হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং প্রত্যেকেরই ইচ্ছানুসারে কর্মসাধনে ও অভীষ্ট দ্রব্য গ্রহণে অধিকার জন্মিয়াছে। উত্তেজিত লোকে যখন এইরূপে স্ব প্রধান হইয়া উঠিল, তখন ধনরক্ষক সিপাহিরা নিশ্চেষ্ট থাকিল না। ১৪ই মে ধনাগারের অর্থ অধিকতর নিরাপদ স্থলে লইয়া যাইবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু সিপাহিরা এই প্রস্তাবে সম্মত হইল না। তাহারা টাকার বাক্স স্থানান্তরিত করিতে না দিয়া আপনারাই উহা ভাঙিয়া ফেলিল এবং ঐ অর্থরাশির মধ্যে যে যত পারিল লইয়া, মোরাদাবাদের অভিমুখে প্রস্থান করিল। এইরূপে কোম্পানির ৮৫,০০০ হাজার টাকার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সিপাহিদিগের হস্তগত হইল। অবশিষ্ট অংশ উত্তেজিত নগরবাসী ও ম্যাজিস্ট্রেটের ভৃত্যবর্গ অধিকার করিল। কেহই এই অরাজকতার নিবারণে অগ্রসর হইল না। কেহই পঁয়ত্রিশজন মাত্র সিপাহির ক্ষমতারোধে ও উচ্ছৃঙ্খল লোকের দূরীকরণে চেষ্টা করিল না। প্রত্যেকেই হতবুদ্ধি হইল। প্রত্যেকেই সর্ববিষয়ে শান্তি ও সর্বপ্রকার শৃঙ্খলা বিনষ্ট হইল দেখিয়া, ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িল।

মুজঃফরনগরের অধিবাসিদিগের মধ্যে যেরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, সাহারাণপুরের অধিবাসিদিগেরও সেইরূপ বিশ্বাস জন্মিল। কিন্তু মুজঃফরনগরে যে দৃশ্যের আবির্ভাব হইয়াছিল, সাহারাণপুরে তাহার আবির্ভাব হইল না। এই স্থানের ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের প্রকৃতি মুজঃফরনগরের ম্যাজিস্ট্রেটের প্রকৃতির অনুরূপ ছিল না। ম্যাজিস্ট্রেট স্পাঙ্কি সাহেব স্বজাতির স্বভাবসিদ্ধ গুণগ্রামে বিসর্জন দেন নাই। বরফোরড্ সাহেব মীরাটের সংবাদে ভীত হইয়া নগর পরিত্যাগ-পূর্বক স্থানান্তরে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন। স্পাঙ্কি সাহেব মুজঃফরনগরের সংবাদ পাইয়াই রক্ষণীয় স্থান দুর্দান্ত পরস্বলোলুপ অধিবাসিদিগের আক্রমণ হইতে বিমুক্ত করিতে যত্নশীল হন।

সাহারাণপুর মুজঃফরনগরের উত্তরে এবং মীরাটের সত্তর-আশি মাইল অন্তরে

Generated on 2019-02-07 14:09 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

অবস্থিত। গঙ্গা ও যমুনার জলপ্রবাহে এই বিভাগের পূর্ব ও পশ্চিম দিক বিধৌত হইতেছে। উত্তরে জন-বসতি-শূন্য পর্বতশ্রেণী থাকাতে উহা যেমন শৈত্য-গুণ-সম্পন্ন, সেইরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিভূষিত। উত্তর-পূর্বে শিবালিক পর্বতমালা হিমালয় হইতে জাহ্নবীর নির্গমনস্থল হিন্দুর পুণ্যক্ষেত্র হরিদ্বার পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। সাহারাণপুর শহর একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর তটে অবস্থিত। বর্ণনীয় সময়ে উহার অধিবাসীর সংখ্যা ৩৫,০০০ হাজার হইতে ৪০,০০০ হাজার পর্যন্ত ছিল। অধিবাসিদিগের অধিকাংশ মুসলমান*। বহু পূর্বে সাহারাণপুর ইংরেজাধিকৃত রাজ্যের সীমান্ত-বিভাগের একটি প্রধান স্টেশন ছিল। এজন্য উহার উত্তরাংশে একটি দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল। কালক্রমে ইংরেজাধিকারের সীমা প্রসারিত হইলে, ঐ দুর্গকে জেলখানা করা হয়। ক্রমে উহার পরিখা শুষ্ক ও প্রাচীর ভগ্ন হইয়া যায়। যখন মীরাটে বিপ্লব সংঘটিত হয়, তখন সাহারাণপুরে ছয় সাতজনের অধিক ইউরোপীয় ছিলেন না। ফিরিঙ্গীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক ছিল। মোরাদাবাদের ২৯-সংখ্যক এতদ্দেশীয় পদাতিক-দলের সত্তর-আশি জন সিপাহী ধনাগার রক্ষা করিতেছিল। একজন এতদ্দেশীয় অফিসর ইহাদের উপর কর্তৃত্ব করিতেছিলেন। প্রায় একশত জন অস্ত্রধারী রক্ষক জেলখানা ও ইউরোপীয় কর্মচারিদিগের গৃহে প্রহরীর কর্ম করিতেছিল। এতদ্ব্যতীত সমগ্র বিভাগে যথোপযুক্ত পুলিশ সাধারণের মধ্যে শান্তিরক্ষায় ব্যাপৃত ছিল**।

মুজঃফরনগরের ন্যায় সাহারাণপুরে উত্তেজনার নিদর্শন লক্ষিত হইয়াছিল। ধনাগার রক্ষক সিপাহিরা প্রশান্তভাবে আপনাদের কর্তব্যকর্মে ব্যাপৃত ছিল বটে, কিন্তু অধিবাসিদিগের মধ্যে শান্তি দেখা যায় নাই। একশ্রেণীর লোকে আর-এক-শ্রেণীর বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিল। সবল ও সহায়সম্পন্ন লোকে দুর্বল ও অসহায়ের নিপীড়নে দলবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। অধমর্ণ উত্তমর্ণকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। সংক্ষেপে সকলেই সর্বপ্রকার বিধি-ব্যবস্থা পদদলিত করিয়া, স্বার্থসিদ্ধির জন্য আপনারাই কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিল।

এইরূপ অশৃঙ্খলা, এইরূপ অশান্তি এইরূপ স্বেচ্ছাচারের আর-একটি বিষয়ে উদ্ধত লোকের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহাদের ধারণা হইয়াছিল যে, কোম্পানির রাজত্বের অবসান হইয়াছে। সুতরাং এখন সাহেবদিগের কোনো ক্ষমতা নাই। যেখানে শ্বেতকায়দিগকে পাওয়া যাইবে, সেইখানেই তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে, আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির পথ অধিকতর প্রশস্ত হইবে। এইরূপ আত্মপ্রত্যয়ের বশবর্তী হইয়া, ইহারা ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে বিমুখ হয় নাই। সাহারাণপুরের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট রবার্টসন্ সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন যে, সিপাহীরা গবর্নমেন্টের বিরোধী হইতে, পারে, কিন্তু শান্তপ্রকৃতি পল্লীবাসিদিগের প্রকৃতির যে পরিবর্তন ঘটিবে, তাহা ভাবা যায় নাই। ২০শে মের কয়েক দিন পূর্বে জানা গিয়াছিল যে,

---

* *Robertson, District Duties during the revolt in India, p. 11.*

** *Ibid, p. 14.*

Generated on 2019-02-07 14:09 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

কতিপয় বৃহৎ পল্লীর অধিবাসিগণ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য দলবদ্ধ হইয়াছে*। রবার্টসন্ যে বিষয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, সাহারাণপুরের নিরীহ অধিবাসিদিগের কার্যে তদ্বিষয় অধিকতর প্রকাশিত হইয়াছিল। নগরের দোকানদারেরা আপনাদের দোকান সকল বন্ধ করিয়াছিল, এবং অপরের অজ্ঞাতসারে অর্থাদি মূল্যবান পদার্থ মাটিতে পুঁতিয়া রাখিয়াছিল। যে সকল রাজপথে প্রতিদিন অবিচ্ছেদে জনস্রোত প্রবাহিত হইত, তৎসমুদয় জনসমাগম শূন্য হইয়াছিল। বিপুল বাণিজ্যের ক্রমে বিলোপ-দশা ঘটিয়াছিল। লোকে আপনাদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় ব্যাকুল হইয়াছিল। বিচারকের বিধিব্যবস্থা, শান্তিরক্ষকের ক্ষমতা, সমস্তই যেন অন্তর্ধান করিয়াছিল। কিন্তু এই সময়েও সিপাহিদিগের স্বভাবের কোনোরূপ পরিবর্তন ঘটে নাই। ধনাগার রক্ষক সিপাহিরা পূর্বের ন্যায় বিশ্বস্তভাবে ধনরক্ষা করিতেছিল। ইহাদের অধিনায়কও পূর্বের ন্যায় প্রশান্তভাবে আপনার কর্তব্যকর্মে অভিনিবিষ্ট ছিলেন। কারাগার-রক্ষকেরাও পূর্বের ন্যায় ধীরতাসহকারে আপনাদের কর্ম সম্পাদন করিতেছিল।

কিন্তু এইরূপ অশান্তির সময়ে রাজপুরুষগণ আপনাদের দৃঢ়তা ও কর্তব্যনিষ্ঠার সবিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৪ই মে মীরাটের সংবাদ সাহারণপুরে উপস্থিত হয়। তাহার পরদিন দিল্লীর সংবাদ পেঁছে। সংবাদ পাইয়া, মাজিস্ট্রেট স্পাঙ্ক সাহেব সহযোগিবর্গের সহিত কর্তব্য নির্ধারণ সম্বন্ধে পরামর্শ করেন। এই পরামর্শ অনুসারে মহিলা ও বালক-বালিকাদিগকে মৌসুরীতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। অতঃপর আত্মবল-বৃদ্ধি ও নগর রক্ষার জন্য গবর্নমেণ্টের কর্মচারিদিগকে একগৃহে সমবেত করিবার প্রস্তাব হয়। কেরানী ও ফিরিঙ্গিগণ প্রথমে এই প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই। শেষে ইহাদের মত পরিবর্তিত হয়। এদিকে রবার্টসন সাহেব নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই। যে সকল পল্লীতে অধিকতর অশান্ত ও উদ্ধত লোকের বাস ছিল, তিনি সেই সকল পল্লীতে যাইতে ইচ্ছা করেন। এজন্য ২৯-সংখ্যক-দলের সিপাহিদিগের সুবাদারের নিকটে কতিপয় সৈনিক-পুরুষ প্রার্থনা করা হয়। সুবাদার সামান্য আপত্তি করিয়া শেষে রবার্টসনের সাহায্যার্থে কুড়িজন লোক দেন। রবার্টসন এই সিপাহী ও পুলিশের লোক লইয়া উদ্ধত পল্লীবাসিদিগকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য যাত্রা করেন। তাঁহার উপস্থিতিতে অধিকাংশ পল্লীবাসী ইতস্ততঃ পলায়ন করে। এদিকে একজন ক্ষমতাশালী জমিদার তাঁহার সাহায্যার্থে অগ্রসর হন। রবার্টসনের উদ্যম বিফল হয় নাই। তাঁহার সঙ্গে ৫-সংখ্যক ও ২৯-সংখ্যক দলের সিপাহিরা ছিল। ইহারা শেষে গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিলেও**, রবার্টসন উদ্ধত লোকদিগের শাসনে যথোচিত চেষ্টা করেন।

এদিকে রোহিলখণ্ড-বিভাগে উত্তেজনার নিদর্শন লক্ষিত হইতে লাগিল। অন্যান্য স্থানের অধিবাসিগণ যেরূপ অশান্ত হইয়াছিল, ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টকে আপনাদের

---

* *Robertson, District Duties during the revolt in India, p. 32.*

** *Malleson, Indian Mutiny, Vol. 1, p. 300.*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:09 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

অনিষ্টকারী বলিয়া যেরূপ উদ্ধতভাবের পরিচয় দিয়াছিল এবং আপনাদের প্রাধান্য রক্ষা বা সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য যেরূপ দলবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, রোহিলখণ্ডেও তাহার সূচনা দেখা যাইতেছিল। এই সময়ে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ অপেক্ষা অন্য কোনো প্রদেশ কর্তৃপক্ষের অধিকতর চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়া উঠে নাই। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের মধ্যে রোহিলখণ্ড বিভাগে তেজস্বিতাসম্পন্ন ও স্বাধীনতাপ্রিয় মুসলমানের বসতি। রোহিলা পাঠানেরা এক সময়ে বীরত্বে যেরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, সেইরূপ স্বাধীনভাবে উত্তেজিত হইয়া, সমরক্ষেত্রে বিপক্ষের সমক্ষে আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিল। পূর্বতন গৌরবের কথা এখনো ইহাদের স্মৃতিপটে জাগরূক ছিল। ইহাদের পূর্ব-পুরুষগণ কর্মক্ষেত্রে যে সাহস, একাগ্রতা ও উদ্যমের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার উদ্দীপনাময়ী কথা এখনো ইহাদিগকে অসমসাহসিক কার্যসাধনে উৎসাহসম্পন্ন করিয়া তুলিতেছিল। ইহারা বিলুণ্ঠন বা বিধ্বংস ব্যাপারে অগ্রসর না হইলেও সিপাহিদিগকে আপনাদের পক্ষে আনিয়া মোগল সাম্রাজ্যের পুনঃস্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতে পারিত।

রোহিলখণ্ডের মধ্যে বেরেলী একটি প্রধান স্থান। বেরেলীর আটচল্লিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে মোরাদাবাদ অবস্থিত। এই স্থানে ২৯-সংখ্যক এতদ্দেশীয় পদাতিক-দল এবং এতদ্দেশীয় গোলন্দাজ-দলের কতিপয় সৈনিক অবস্থিতি করিতেছিল। অন্যান্য জেলার ন্যায় মোরাদাবাদে জজ, মাজিস্ট্রেট এবং সিবিল সার্জন ছিলেন। জজ ক্রাক্রফ্‌ট্‌ উইলসন সাহেব দীর্ঘকাল মোরাদাবাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মোরাদাবাদের সমুদয় শ্রেণীর লোকের বিষয় তাঁহার পরিজ্ঞাত ছিল। মোরাদাবাদের অধিবাসিগণ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনে বিমুখ ছিল না। এই শ্রদ্ধাস্পদ প্রবীণ কর্মচারী কেবল বিচার-কার্যে নিয়োজিত ছিলেন। শান্তি স্থাপন ও বিপ্লব নিবারণ প্রভৃতি অন্যান্য কার্যের সহিত ইহাঁর সংস্রব ছিল না। উপস্থিত সময়ে তিনি আপনার ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য লেপ্টেনাণ্ট গবর্নরের নিকটে প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার প্রার্থনা অবিলম্বে গ্রাহ্য হইল। ক্রাক্রফ্‌ট উইলসন এইরূপে বিচার-সংক্রান্ত বিষয় ব্যতীত শান্তিস্থাপন প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ে ক্ষমতা লাভ করিয়া, একাগ্রতা ও ধীরতার সহিত অভীষ্ট-কার্য-সাধনে উদ্যত হইলেন। মীরাটের শোচনীয় সংবাদ ১৬ই মে মোরাদাবাদে পেঁহুছিল। সংবাদ পাইয়াই উইলসন সাহেব সৈনিক কর্তৃপক্ষের অনুমতি অনুসারে সিপাহিদিগের বাসস্থানে গমন করিলেন এবং তত্রত্য এতদ্দেশীয় অফিসরদিগের সহিত আলাপ করিয়া কহিলেন যে, তাঁহাদের সহযোগিগণ অযথা কারণে অযথা পথে পদার্পণ করিয়াছে। ঐ সহযোগিদিগের পথ অবলম্বন করিলে তাঁহাদের সর্বনাশ ঘটিবে, তাঁহারা যেন পূর্বেই এ বিষয়ে সাবধান হন। উইলসনের কথায় সিপাহিগণ প্রশান্তভাবে আপনাদের কর্তব্যসাধনে যত্ন করিতে লাগিল। নগরের বিরক্ত, উত্তেজিত মুসলমানদিগের চেষ্টাতেও আপাততঃ তাহাদের এইরূপ প্রশান্তভাবের ব্যত্যয় দেখা গেল না। গবর্নমেণ্টের একজন কর্মচারী (ইনি হিন্দু; মকদ্দমার কাগজপত্রের অনুবাদ করা ইহাঁর কার্য ছিল) উপস্থিত বিষয় প্রসঙ্গে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন—নবাব নিমতুল্লা খাঁ

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:09 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

পূর্বে গবর্নমেণ্টের কর্মচারী ছিলেন। মুন্সেফী কর্ম করিয়া উপস্থিত সময়ে ইনি পেনসন পাইতেছিলেন। এই শুক্লকেশ, বর্ষীয়ান পুরুষ মোরাদাবাদের সিপাহিদিগকে গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করেন। বিশ্বাসঘাতক নবাব নগরবাসিদিগের সমক্ষে বলেন যে, তিনি পূর্বতন নবাব-বংশীয়ের লোক। এখন দিল্লীর সম্রাটের নামে মোরদাবাদের শাসনকার্যে ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহার শাসনে মোরাদাবাদে কোনোরূপ অন্যায় বা অশান্তভাব ঘটিবে না। এইরূপ ঘোষণা করিয়া তিনি সিপাহিদিগকে আপনার পক্ষে আনিবার জন্য তাহাদের মধ্যে রুটি ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করেন। সিপাহিরা ধন্যবাদ দিয়া ঐ দ্রব্য গ্রহণপূর্বক তাঁহাকে আপনাদের আবাসস্থল হইতে যাইতে কহে, নচেৎ তাঁহার যে মৃত্যুদণ্ড হইবে তাহাও নির্দেশ করে। বিশ্বাসঘাতক নবাব এইরূপে নিমকের সম্মান রক্ষা করিতে গিয়া সমুচিত পুরস্কার লাভ পূর্বক স্বকীয় আবাসে প্রত্যাবৃত্ত হন। গভীর নৈরাশ্যে তাঁহার এরূপ বিরক্তি ও মনঃকষ্ট হয় যে, তিনি প্রকাশ্যভাবে গাজী হইয়া দিল্লীতে গমন করেন। এই স্থানে প্রতিপক্ষের গুলির আঘাতে তাঁহার যাবতীয় মনঃকষ্টের অবসান হয়*।

মে মাসের প্রথমার্ধ পর্যন্ত মোরদাবাদের সিপাহিগণ বিশ্বস্ত, রাজভক্ত ভৃত্যের ন্যায় প্রশান্তভাবে আপনাদের কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছিল। এই সময়ে রোহিলখণ্ড বিভাগের অনেক পথ বিলুণ্ঠনপ্রিয় গুজরগণ কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছিল। স্থানে স্থানে গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত সিপাহিগণ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। মোরদাবাদের ২৯-সংখ্যক সিপাহী-দল এই সকল উপদ্রব নিবারণে অমনোযোগী হয় নাই। পরিশেষে তাহাদের সমক্ষে উৎকট পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইল। এই পরীক্ষায় তাহারা আপনাদের বিশ্বস্ততা ও রাজভক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিরূপ প্রমাণ দিয়াছিল, তাহা ক্রমে লিখিত হইতেছে।

১৮ই মে সন্ধ্যাকালে মোরাদাবাদের কর্তৃপক্ষ সংবাদ পাইলেন যে, ২০-সংখ্যক দলের সিপাহীরা বিলুণ্ঠিত অর্থাদি লইয়া নগরের পাঁচ মাইল দূরে গঙ্গাতটে উপস্থিত হইয়াছে। এইদল মীরাটে গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিল। মুজঃফরনগরে এইদলের সৈনিকেরা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। এই বিপক্ষ সৈনিকদিগের উপস্থিতি সংবাদে মোরাদাবাদের কর্তৃপক্ষ নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। দুইজন সাহসী কর্তব্যনিষ্ঠ অফিসর ত্রিশজন অশ্বারোহী এবং কতিপয় পদাতিক লইয়া, রাত্রি এগারটার সময় পূর্বোক্ত সিপাহিদিগের আশ্রয়স্থলের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। উইল্‌সন্ প্রভৃতি রাজপুরুষেরা ইহাদের সঙ্গী হইলেন। চারিদিক ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল। এই অন্ধকারময় নিশীথে অফিসরদ্বয় নির্দিষ্টস্থলে উপস্থিত হইয়া, সওয়ারদিগকে বিপক্ষদিগের গতিরোধের জন্য যথাস্থলে সন্নিবেশিত করিলেন। অনন্তর তাঁহারা পদাতিকদিগকে লইয়া, বিপক্ষের শিবিরের দিকে অগ্রসর হইলেন। বিপক্ষ সিপাহিগণ গাঢ়নিদ্রায় অভিভুত ছিল। ইংরেজপক্ষের সৈনিকেরা শিবিরের শাস্ত্রিদিগকে হস্তগত

---

* *Kaye, Sepoy War, Voll. III, p. 253, note.*

Digitized by Google　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2019-02-07 14:09 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

করিল। এদিকে গোলযোগে সিপাহিদিগের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সিপাহিগণ অসময়ে অতর্কিতভাবে আপনাদিগকে আক্রান্ত দেখিয়া, উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িল। এরূপ ঘোর অন্ধকার হইয়াছিল যে, আগ্নেয় অস্ত্রের অগ্নিস্ফুরণে কোনোরূপে আত্মপর নির্ধারণ করা যাইত। অন্ধকারের সাহায্যে বিপক্ষ সিপাহিদিগের অধিকাংশ আত্মগোপনে সমর্থ হইল বটে, কিন্তু তাহাদের সমস্ত অস্ত্র, বাহন ইংরেজদিগের হস্তগত হইল। একজন সওয়ারের গুলিতে বিপক্ষ-দলের একটি সৈনিক দেহত্যাগ করিল। এদিকে বিপক্ষদিগের ৮,০০০ হাজার টাকা অধিকৃত এবং আট-দশজন সৈনিকপুরুষ বন্দী হইল।

এই অভিযানের সময়ে ২৯-সংখ্যক-দলের সিপাহিরা কর্তব্যবিমুখ হয় নাই। তাহারা এ পর্যন্ত বিশ্বস্তভাবে আপনাদের কার্য করিতেছিল। কেহ কেহ নির্দেশ করিয়াছেন যে, এ সময়ে তাহাদের বিশ্বস্ততা সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হয় নাই। তাহারা হৃদয়ের সহিত আপনাদের কর্তব্যপালন করে নাই। কিন্তু এ সময়ে যে সকল অফিসর উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা এই মতের সমর্থন করেন নাই। ঘোরতর অন্ধকারপ্রযুক্ত সিপাহিগণ বিপক্ষদিগের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতে পারে নাই। বিপক্ষেরা এই অন্ধকারের সাহায্যে অনায়াসে পলায়ন করিয়াছিল।

২৯-সংখ্যক-দলের সিপাহিদিগকে এইরূপে গবর্নমেণ্টের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করিতে দেখিলেও ২০-সংখ্যক-দলের সিপাহিগণ তাহাদিগকে আপনাদের প্রতি অবিশ্বস্ত-ভাবে নাই। তাহাদের দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ২৯-সংখ্যক-দলের লোক তাহাদের ন্যায় আত্ম-প্রাধান্য-স্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে; এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তাহাদের কেহ কেহ পরদিন প্রাতঃকালে সহসা মোরাদাবাদের সৈনিক-নিবাসে উপস্থিত হয়। কিন্তু এই সময়েও ২৯-সংখ্যক-দলের সৈনিকগণ নিমকের সম্মান রক্ষা করিতে পরাঙমুখ হয় নাই। এই দলের একজন শিখ সিপাহীর নিক্ষিপ্ত গুলিতে আগন্তুক সৈনিকদিগের একজন হত ও অবশিষ্ট বন্দী হয়। বন্দিগণ কারাগারে অবরুদ্ধ থাকে। কিন্তু অবশ্যম্ভাবী বিপদের শান্তি হইল না। এইরূপ সাবধানতাতেও উহা নিরাকৃত না হইয়া কর্তৃপক্ষকে অধিকতর বিব্রত করিয়া তুলিল। নিহত ব্যক্তির একজন নিকট আত্মীয় ২৯-সংখ্যক-দলে ছিল। দলের মধ্যে এই ব্যক্তির কিয়দংশে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল। এই ব্যক্তি যখন জানিতে পারিল যে, তাহার আত্মীয় নিহত হইয়াছে; তখনই সে আপন দলের অপেক্ষাকৃত উদ্ধত ও অশান্ত প্রকৃতি লোকদিগকে গবর্নমেণ্টের বিপক্ষে উত্তেজিত করিয়া তুলে, এবং তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া কারাগারের অভিমুখে গমন করে। ২০-সংখ্যক-দলের কতিপয় বন্দীর সহিত ছয়শত কয়েদী মুক্তিলাভ করে।

বিচারপতি উইলসন্ এই সংবাদ পাইয়াই অশ্বারোহণে কারাগারের অভিমুখে অগ্রসর হন। বিমুক্ত কয়েদিগণ উল্লাসে উৎফুল্ল এবং উত্তেজনায় উন্মত্ত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে চারিদিকে ধাবমান হইয়াছিল। এইরূপ দুরন্ত ও উত্তেজিত লোকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া তাদৃশ নিরাপদ বোধ হয় নাই। মোরাদাবাদের আঠারো মাইল পূর্বে রামপুররাজ্য অবস্থিত। রামপুরের নবাবের কতকগুলি সওয়ার এই সময়ে মোরাদাবাদের নিকটে অবস্থিতি করিতেছিল। উইলসন্ সাহেব কালবিলম্ব না করিয়া,

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:09 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ইহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু সওয়ারেরা তাঁহার প্রার্থনানুসারে কার্য করিতে সম্মত হইল না। যাহা হউক, ২৯-সংখ্যক-দলের কেহ কেহ প্রকাশ্যভাবে বিপক্ষতাচরণ করিলেও এ পর্যন্ত সমগ্র দল তাহাদের অনুবর্তী হয় নাই। ইহারা এখনও কর্তৃপক্ষের আদেশ পালন করিতেছিল, এখনও ইহাদের বিশ্বস্তভাবে কর্তৃপক্ষ আপনাদিগকে সহায়সম্পন্ন ও নিরাপদ বলিয়া মনে করিতেছিলেন। ইহাদের কয়েক জনকে সঙ্গে লইয়া, একজন ইউরোপীয় অধিনায়ক পলাতক কয়েদীদিগের অনুসরণ করিলেন। এদিকে উইলসন্ সাহেবও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি আর-একদল লইয়া ঐ কার্যসাধনে উদ্যত হইলেন। ইহাদের উদ্যম অনেকাংশে সফল হইল। দেড় শত কয়েদী অবরুদ্ধ হইয়া পুনর্বার কারাগারে পূর্ববৎ অবস্থায় স্থাপিত হইল। বিচারপতি উইলসন্ একঘণ্টা পরে নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে নগর নিস্তব্ধভাব ধারণ করিয়াছিল। প্রবল ঝটিকার পর প্রকৃতি যেমন স্তব্ধীভূত হয়, মোরাদাবাদও যেন সেইরূপ নিশ্চল ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। উহার দোকান সকল অবরুদ্ধ, পথসমূহ জনশূন্য এবং পল্লী সমুদয় যেন লোকসম্পর্কশূন্য হইয়াছিল। অধিবাসিগণ নানাপ্রকার আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। অতঃপর কি ঘটিবে কেবল ইহাই লোকে ভাবিতেছিল। যাহারা শান্তির প্রত্যাশী ছিল, তাহারা যেমন ভবিষ্যতে বিভীষিকার কল্পনা করিয়া বিচলিত হইয়াছিল, যাহারা অশান্তির উৎপাদন করিয়া, আপনাদের অসংযত ভোগ-লালসার তৃপ্তিসাধনের জন্য অপরের সম্পত্তি হরণের চেষ্টা করিতেছিল, তাহারাও সেইরূপ উচ্ছৃঙ্খলভাবের নিমিত্ত ভবিষ্যতের বিপদের আশঙ্কায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অন্যান্য স্থানের ন্যায় সৈনিক-নিবাসে গভীর আশঙ্কার নিদর্শন পরিদৃষ্ট হইতেছিল। কেহই সেদিন খাদ্যসামগ্রীর আহরণ বা রন্ধনের আয়োজন করে নাই এবং কেহই এক মুহূর্তের জন্য নিশ্চিন্তভাবে থাকে নাই। গভীর বিষাদ ও সন্ত্রাসের চিহ্ন যেন সকলের মুখেই পরিলক্ষিত হইতেছিল। উইলসন্ সাহেব এই অশান্তিময়—এই সন্ত্রাসজনিত নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে উদাসীন রহিলেন না। তিনি প্রথমে প্রধান প্রধান নগরবাসীকে শান্তিরক্ষার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতে কহিলেন। অনন্তর ২৯-সংখ্যক-দলের সিপাহিগণ তাঁহার লক্ষ্য হইল। তিনি অশ্বারোহণে সৈনিক-নিবাসে গমন করিলেন। সিপাহিদিগকে শান্তভাবে সদুপদেশ দিলেন। গোলন্দাজ সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। তাহাদের সমক্ষেও আপনার দৃঢ়তা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিলেন। এই সৈনিকেরাই অধিকতর উত্তেজিত হইয়াছিল। মারাত্মক কার্যসাধনের জন্য ইহারা আপনাদের কামান যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতেও সঙ্কুচিত হয় নাই। কিন্তু উইলসনের নির্ভীকতায় ইহারা আপনাদের অনিষ্টকর উদ্যমে নিশ্চেষ্ট হইল। উইল্সন্ অতঃপর সিপাহিদিগের অমূলক আশঙ্কার নিরাকরণ এবং তাহাদের প্রতি গবর্নমেণ্টের বিশ্বস্তভাব প্রদর্শনের জন্য টোটা বিতরণ করিলেন এবং তাহাদিগকে অস্ত্রাদিতে সজ্জিত হইয়া আসিতে আদেশ দিলেন। তাহারা এই আদেশানুসারে অস্ত্রশস্ত্রে বিভূষিত হইয়া মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মান হইল। উইল্সন্ তাহাদের মধ্যবর্তী হইয়া যথোচিত ধীরতা ও গাম্ভীর্যের সহিত তাহাদিগকে প্রশান্তভাবে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:09 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

থাকিতে কহিলেন। যাহারা দীর্ঘকাল কোম্পানি বাহাদুরের কার্যসাধনে বিশ্বস্ততা দেখাইয়াছে, কতিপয় উদ্ধত ও উচ্ছৃংখল বালকের ব্যবহারে তাহাদের যেন সেই বিশ্বস্ততা কলঙ্কিত, সেই সদাচার ও প্রভুভক্তি দূরীভূত এবং তাহাদের পলিত কেশ ও শ্বেত শ্মশ্রুর সম্মান যেন সেই সকল অজাতশ্মশ্রুর সমক্ষে অধঃকৃত না হয়, তদ্বিষয়ে উপদেশ দিলেন। তাহারা যদি ভবিষ্যতের জন্য রাজভক্তি ও বিশ্বস্ততা দেখাইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহাদের যাবতীয় অপরাধের মার্জনা করিতে গবর্নর জেনেরল বাহাদুরকে অনুরোধ করা হইবে, তদ্বিষয়েও প্রতিশ্রুত হইলেন। উইল্‌সন্‌ সাহেবের কথায় এতদ্দেশীয় অফিসরগণ, জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি তাঁহাদের ধর্ম-পুস্তক স্পর্শ করিয়া প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য শপথ করিতে প্রস্তুত আছেন কি না! উইল্‌সন্‌ সাহেব তৎক্ষণাৎ এবিষয়ে সম্মত হইলেন। অফিসরগণ আর কোনো বিষয়ে সন্দিহান হইলেন না। উভয় পক্ষই উভয়ের প্রতি বিশ্বস্ততা দেখাইবার নিমিত্ত শপথ করিলেন। কিয়ৎকালের জন্য পরস্পরের মধ্যে আবার সদ্ভাব স্থাপিত হইল। মোরাদাবাদে আবার প্রশান্তভাব পরিস্ফুট, সন্ত্রাস দূরীভূত এবং বিশৃংখলতা নিরাকৃত হইল। দোকানের দ্বার উন্মুক্ত হইল। রাজপথ জনকোলাহলময় হইয়া উঠিল। অধিবাসিগণ প্রফুল্লভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। ইউরোপীয় কুলাঙ্গনাগণ আপনাদের নির্জন আশ্রয়স্থল হইতে বহির্গত হইলেন। প্রত্যেকের মন হইতে যেন কোনো একটি দুর্বহ ভার অপসারিত হইল, এবং প্রত্যেকেই যেন উহাতে অনির্বচনীয় সুখ উপভোগ করিতে লাগিল। এদিকে মোরাদাবাদ-বিভাগে গোলযোগের সূত্রপাত হইল। তুষানল একদিকে আবির্ভূত হইলে, ক্রমে অলক্ষ্যভাবে সমস্ত দিকে উহা পরিব্যাপ্ত হয়; এক-এক সময়ে জ্বালাময়ী শিখায় উহার সংহারিণী শক্তিরও পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে। লোকসমাজের একদিকে কোনো বিষয়ে কার্যতৎপরতার শক্তি সঞ্চারিত হইলে, উহার সংঘাতে ক্রমে সমগ্র সমাজ আলোড়িত হইয়া উঠে। এই সময়ে একে অপরের দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হয়। একজনের কার্যপ্রণালী অন্যজনের কার্য-প্রণালীর সহিত একসূত্রে গ্রথিত হয়। ইহাতে উৎকৃষ্ট বিষয় যেমন সমাজের উৎকর্ষ-সাধক হয়, অপকৃষ্ট বিষয়ও সেইরূপ সমাজের অশৃংখলাদ্যোতক ও অপকর্ষসাধক হইয়া উঠে। উপস্থিত সময়ে নিত্যসন্দিগ্ধ ও কৌতূহলপরতন্ত্র সিপাহিগণ যে কার্যসাধনে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাতে লোকসমাজ যেরূপ অশান্তিময়, রাজ্যশাসনতন্ত্রও সেইরূপ বিশৃংখল হয়। এই অশান্তি ও শৃংখলাহানি সমাজের অন্য শ্রেণীর চিরপোষিত বাসনাসিদ্ধির সহায় হইয়া উঠে। যাহারা পরস্বলোলুপ ছিল, আত্মপ্রাধান্য স্থাপনের ইচ্ছা যাহাদের হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল এবং যাহারা স্বপ্রধানভাবে আত্মপ্রাধান্যের বিস্তারে উদ্‌যোগী ছিল, তাহারা এই সুযোগ সহজে পরিত্যাগ করে নাই। একদলকে চিরন্তন শৃংখলার মূলদেশ বিনষ্ট করিতে দেখিয়া, তাহারা আপনাদের অভীষ্টসাধনে অগ্রসর হয়, এবং আপনাদের অভ্যস্ত, মারাত্মক কার্যে সমগ্র প্রদেশে সর্বপ্রকার শৃংখলার চিহ্ন বিনষ্ট করিয়া ফেলে।

মোরাদাবাদ বিভাগে এইরূপ দৃশ্য অপ্রকাশিত থাকে নাই। বিলুণ্ঠনপ্রিয় গুজরের-

Generated on 2019-02-07 14:09 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

দল চারিদিকে উৎপাত করিয়া বেড়াইতেছিল। ২০শে মে আশিজন গুজর অবরুদ্ধ হয়। ইহার পর দিন উইল্‌সন্ সাহেব সংবাদ পাইলেন যে, একজন মৌলবী রামপুরের কতকগুলি উচ্ছৃঙ্খল মুসলমানকে দলবদ্ধ করিয়াছে। ইহারা নীলবর্ণের পতাকা উড়াইয়া নগর লুণ্ঠনের জন্য আসিতেছে। সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র উইল্‌সন্ সাহেব কতিপয় সিপাহী সওয়ারকে সঙ্গে লইয়া ইহাদের গতিরোধ করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। তিনি সৈনিকদিগের সহিত বেরিলীর ঘাটে রামগঙ্গায় উত্তীর্ণ হইয়া, মুসলমানদিগের গতিরোধ করিলেন। একজন দারোগার অসির আঘাতে মুসলমান দলের অধিনায়ক মৌলবী দেহত্যাগ করিল। তাহার কতিপয় প্রধান অনুচর অবরুদ্ধ হইল। অপর সকলে পলায়নপূর্বক আত্মরক্ষা করিল। এই কার্যেও ২৯-সংখ্যক সিপাহিগণ বিশ্বস্তভাব হইতে বিচ্যুত হয় নাই। তাহারা পূর্বের ন্যায় কার্যতৎপরতা এবং পূর্বের ন্যায় উদ্যম ও মনোযোগের সহিত অধিনায়কের আদেশ পালন করে।

ইহার দুই দিন পরে ২৯-সংখ্যক-দলের সিপাহিগণের সমক্ষে আর-একটি গুরুতর বিষয় উপস্থিত হয়। এই বিষয়ে ইহাদের রাজভক্তি এবং বিশ্বস্ততা প্রমাণ করিবার সুযোগ ঘটে। যে সকল সৈনিক অভিযানের পথ প্রস্তুত করে, দুর্গনির্মাণ বা শিবিরসন্নিবেশ কার্যে নিয়োজিত থাকে। তাহাদের দুইদল মীরাটের সংবাদে গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়। ইহারা রুড়কী পরিত্যাগ পূর্বক বিলুণ্ঠিত সামগ্রী লইয়া মোরাদাবাদের অভিমুখে অগ্রসর হয়। এই সংবাদ ২৩শে মে মোরদাবাদে পেঁাছে। অবিলম্বে দুইদল সিপাহী এবং ষাটজন সওয়ার প্রস্তুত হইতে আদিষ্ট হয়। কাপ্তেন হুইস্ ইহাদের পরিচালক হন। তিনি ঐ সৈনিক-দল ও দুইটি কামান লইয়া, বিপক্ষদিগের অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু তিনি নির্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইতে-না-হইতে তদীয় অভিযানের সংবাদ বিপক্ষদিগের মধ্যে প্রচারিত হয়। বিপক্ষগণ সংবাদ-প্রাপ্তি-মাত্র তেরাই অভিমুখে প্রস্থান করে। কিন্তু এদিকে স্থানীয় রাজপুরুষ কতিপয় সওয়ার লইয়া ইহাদের গতিরোধ করেন; ইহার মধ্যে কাপ্তেন হুইসের সৈনিক-দল উপস্থিত হয়। বিপক্ষগণ নিরস্ত্রীকৃত হয়। তাহারা যাবতীয় দ্রব্যাদি হইতে বিচ্যুত হইয়া পথের ভিখারী হয়। অনেকে বেরিলীর দিকে পলায়ন করে।

এই ঘটনার পর মোরাদাবাদের সৈনিক-নিবাসে আপাততঃ কোনোরূপ গোলযোগের চিহ্ন দৃষ্ট হইল না। কর্তৃপক্ষ ভাবিলেন যে, ২৯-সংখ্যক-দলের সিপাহিগণের রাজভক্তি ও বিশ্বস্ততা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কিন্তু তাঁহাদের এই বিশ্বাস দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। কালক্রমে ঘটনাচক্র অন্যদিকে আবর্তিত হইল। মোরাদাবাদ-বিভাগে উদ্ধত প্রকৃতি লোকের বসতি ছিল। ইহারা সুযোগ বুঝিয়া পরস্বহরণের জন্য চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। মোরাদাবাদের সিপাহিগণ ইহাদের দৌরাত্ম্য-নিবারণে উদাসীন থাকে নাই। কিন্তু যখন কোনো গুরুতর অনিষ্টকর সংবাদ প্রচারিত হয়, তখন অদূরদর্শী, কৌতুহলপর, লোকের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। যাহারা অধিকতর কল্পনাপ্রিয়, তাহারা উহা রঞ্জিত করিয়া, অপরকে অধিকতর ব্যাকুল করিয়া তুলে। দূরদর্শিতা ও অভিজ্ঞতার অভাবে ইহারা আপনাদের মানসপটে সর্বনাশের ভীষণ দৃশ্য

Generated on 2019-02-07 14:09 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

অঙ্কিত করিতে থাকে। ধর্ম, জাতি ও সম্মাননাশের আশঙ্কা অপেক্ষা ভারতবর্ষীয় লোকের অধিকতর উদ্বেগের বিষয় আর কিছুই নাই। ইহারা আপনাদের ধর্ম এবং আপনাদের জাতি ও সম্মান রক্ষা করিতে আত্মবিসর্জনেও বিমুখ হয় না। মোরাদাবাদে যখন ধর্ম ও জাতিনাশের জনরব উঠিল, তখন লোকে স্থির থাকিতে পারিল না। প্রত্যেকেই আপনাদের ধর্মসম্বন্ধীয় এবং জাতিগত সম্মানের বিলোপ হইবে ভাবিয়া একান্ত অস্থির হইয়া উঠিল। প্রত্যেকে আপনার আত্মীয় বা পরিচিত ব্যক্তির সমক্ষে এই সর্বনাশের কথা অতিরঞ্জিতভাবে প্রকাশ করিতে লাগিল। কোম্পানির মুলুকে চিরাচরিত ধর্ম ও চিরন্তন জাতীয় গৌরব বিলুপ্ত হইবে, ইহা যেন লোকের হৃদয়ে তাড়িতবেগে প্রবেশ করিল। যাহারা অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্ন ও সন্দিগ্ধ ছিল, তাহারা এই কথায় মোরাদাবাদের সিপাহিদিগকে উত্তেজিত করিতে বিমুখ হইল না। ২৯-সংখ্যক-দলের সিপাহিগণ এই আতঙ্কজনক কথায় বিচলিত হইয়া উঠিল এবং পরস্পর পরস্পরকে অধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, বেরেলীর সংবাদ কি ?

ক্রমে বৈশাখ মাস সমাগত হইল। বৈশাখের আতপতাপের সহিত মোরাদাবাদের ইউরোপীয়দিগের উৎকণ্ঠা ও আতঙ্ক বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বেরেলী রোহিলখণ্ড-বিভাগের সদর স্থান ; সুতরাং উহার উপর অন্যান্য স্থানের শান্তি নির্ভর করিতেছিল। মোরাদাবাদের কর্তৃপক্ষ বেরেলীর সংবাদ জানিতে নিরতিশয় উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বেরেলী যদি শান্তিপূর্ণ থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা মোরাদাবাদে শান্তিসুখ ভোগ করিতে পারিবেন, কিন্তু বেরেলীতে যদি উত্তেজনার বৃদ্ধি হয়, তত্রত্য লোকে যদি উন্মত্তভাবে গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রপরিগ্রহ করে, তাহা হইলে মোরাদাবাদও শান্তি ও শৃঙ্খলা হইতে বিচ্যুত হইয়া, সেই ঘোরতর তরঙ্গাবর্তে বিঘূর্ণিত হইতে থাকিবে। এইরূপ বিশ্বাস প্রযুক্ত তাঁহারা বেরেলীর জন্য উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন, তাঁহাদের উদ্বেগ দূরীভূত হইল না ; প্রশান্তভাব স্থায়ী হইল না ; আশঙ্কা ও আতঙ্ক অপসারিত হইল না। ১লা জুন সহসা বেরেলীর ডাক বন্ধ হইল। সেইদিন প্রাতঃকালে বেরেলী হইতে কোনো চিঠি-পত্র মোরাদাবাদে পৌঁছিল না। মোরাদাবাদের সৈনিক-নিবাসে এবং গবর্নমেণ্টের কার্যালয়ে জনরব উঠিল যে, বেরেলীর সিপাহিগণ কোম্পানির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর রামপুরের নবাবের প্রেরিত একজন দূত বেরেলীর সংবাদ লইয়া মোরাদাবাদে উপস্থিত হইল। এই দূতের আগমনে উইলসন্ সাহেব জাগরিত হইলেন। দূত সুপ্তোত্থিত বিচারককে কহিল যে, বেরেলীর সিপাহিগণ কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে। ইয়ুরোপীয়দিগের অনেকে নিহত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় আপনাদিগের এরূপ স্থান হইতে পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ। উইল্সন্ গম্ভীরভাবে দূতের কথা শুনিলেন। নিদ্রা আর তাঁহার শান্তিসুখবিধানে সমর্থ হইল না। তিনি উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হইলেও প্রশান্ত-ভাবে গাত্রোত্থান করিলেন এবং অবিলম্বে মোরাদাবাদের সৈনিক-দলের অধিনায়কের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। ২রা জুন উষাকালে ইউরোপীয় এবং এতদ্দেশীয় অফিসরগণ সমবেত হইলেন। উইল্সন্ সাহেব বেরেলীর যে সংবাদ পাইয়াছিলেন,

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:09 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

তাহা সরলভাবে তাঁহাদের সমক্ষে প্রকাশ করিয়া কহিলেন, এখন পতাকা, কামান ও ধনাগারের অর্থ লইয়া মীরাটে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। এতদ্দেশীয় অফিসরেরা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু সৈনিক-নিবাসের সিপাহীরা ইহার বিরোধী হইয়া উঠিল। তাহারা ভাবিল যে, মীরাটে গেলেই তাহাদের সর্বনাশ হইবে। তাহাদিগকে হয়তো ফাঁসিকাষ্ঠে আত্মবিসর্জন করিতে হইবে, অথবা কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে। সুতরাং মোরাদাবাদ পরিত্যাগ করিতে তাহাদের প্রবৃত্তি হইল না।

পরদিন প্রাতঃকালে সিপাহীরা অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহারা সর্বপ্রথম ধনাগার হাতে রাখিতে চেষ্টা করিল। কর্তৃপক্ষ উপায়ান্তর না দেখিয়া, টাকার থলিয়া, গোলাগুলি লইয়া যাইবার গাড়িতে উঠাইয়া, উহা ধনাগার রক্ষকদিগের হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইলেন। উইল্‌সন্‌ সাহেব যখন ধনাগারে গিয়া টাকার থলিয়া বাহির করিতে লাগিলেন, তখন ম্যাজিস্ট্রেট ও কলেক্টর সন্ডার্স্‌ সাহেব গোপনে স্ট্যাম্প কাগজগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। সর্বসমেত পঁচাত্তর হাজার টাকা ধনাগার হইতে বাহির করিয়া সিপাহিদিগকে দেওয়া হইল। সংখ্যার এইরূপ অল্পতায় সিপাহিদিগের মধ্যে গভীর নৈরাশ্যের সহিত নিরতিশয় উত্তেজনা ও বিরক্তির সঞ্চার হইল। উত্তেজনা ও বিরক্তির আবেগে তাহারা খাজাঞ্চিকে ধরিয়া কামানের নিকটে লইয়া গিয়া কহিল যে, যদি অবশিষ্ট অর্থ কোথায় আছে, বলিয়া না দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে অবিলম্বে কামানে উড়াইয়া দেওয়া হইবে। কাপ্তেন ফাড্ডি নামক একজন সৈনিক-পুরুষ এই বিপত্তিকালে অগ্রসর হইয়া খাজাঞ্চির উদ্ধার করিলেন। জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এই সময়ে অশ্বে আরোহণ করিয়াছিলেন, চারিজন অল্পবয়স্ক সিপাহী ইহার মধ্যে তাঁহাদিগকে গুলি করিতে উদ্যত হইল কিন্তু সুবাদার ভবানীসিংহ এবং হাবিলদার বলদেবসিংহ এই সময়ে তাহাদিগকে কঠোর ভাষায় কহিলেন যে তাহারা ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, ইংরেজদিগের কেশাগ্রও স্পর্শ করিবে না, এখন সেই প্রতিজ্ঞার বিষয় ভুলিয়া ইংরেজদিগকে গুলি করিতে উদ্যত হইতেছে। এই কথায় সিপাহীরা আপনাদের বন্দুক নামাইল। উইল্‌সন্‌ ও সন্ডর্স্‌ সাহেব অক্ষতশরীরে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে ইউরোপীয় সিবিল কর্মচারিগণ মোরাবাদ পরিত্যাগপূর্বক মীরাটে যাত্রা করিলেন। সৈনিক-দলের অফিসরগণ সপরিবারে নৈনীতালে গেলেন, যেহেতু নৈনীতাল মীরাট অপেক্ষা নিকটবর্তী এবং উহার পথও অধিকতর নিরাপদ ছিল। দেওয়ানি ও সৈনিক-বিভাগের প্রধান কর্মচারিগণ স্থানান্তরে গিয়া আত্মরক্ষার উপায় করিলেন বটে, কিন্তু ফিরিঙ্গী কর্মচারিগণ এই ব্যবস্থার অনুবর্তী হইল না। ইহারা ভাবিয়াছিল যে, খাস ইউরোপীয়গণ যেরূপ উত্তেজিত সিপাহিদিগের আক্রমণের বিষয়ীভূত হইবে, তাহারা সেরূপ হইবে না। সিপাহিগণ ফিরিঙ্গীবোধে তাহাদের বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাদের এই ধারণা শেষে অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। তাহারা অন্যান্য ইউরোপীয়দিগের ন্যায় পলায়ন করিলে ভালো হইত। কিন্তু ইহা না করিয়া, তাহারা আপনাদের সর্বনাশের পথ করিয়া দিল। কেহ কেহ উত্তেজিত সিপাহিদিগের অস্ত্রাঘাতে দেহত্যাগ করিল ; কেহ কেহ মুসলমান

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:09 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ধর্ম পরিগ্রহ করিয়া বন্দিভাবে দিল্লীতে প্রেরিত হইল। বোধহয়, ইহারা দিল্লীতে এই অবস্থায় নিহত হইয়াছিল।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, বেরেলী রোহিলখণ্ডের প্রধান শহর ; ইহা যেমন দেওয়ানি বিভাগের সদর স্থান, সেইরূপ সৈনিক বিভাগেরও সদর স্থান। বাণিজ্য ও অপরাপর বৈষয়িক ব্যাপারের জন্য, এই স্থানে বিভিন্ন শ্রেণীর বহুসংখ্যক লোক
বেরেলী অবস্থিতি করে। রোহিলখণ্ডের পূর্বতন ঘটনাবলীর বিষয় ভাবিলে, উহার রাজধানীর অধিবাসিদিগের প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম হয়। মোগল রাজত্বের অধঃপতনকালে রোহিলখণ্ড যুদ্ধপ্রিয় আফগানদিগের অধিকৃত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে হাফেজ রহমতের অধীনে পাঠান রোহিলারা আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে থাকে। অযোধ্যার নবাবের চক্রান্তে এবং ইংরেজদিগের সৈনিক-বলে কিরূপে এই সুগঠিত, সুশ্রী, স্বাধীনতাপ্রিয় আফগানদিগের অধঃপতন হয়, তাহা ইতিহাস পাঠকের অবিদিত নাই। ১৭৭৪ অব্দের এপ্রিল মাসে কান্রার যুদ্ধে হাফেজ রহমত নিহত হন। ইহার পর লর্ড লেকের সহিত যুদ্ধে রোহিলখণ্ড ইংরেজের পদানত হয় এবং উহা ইংরেজাধিকৃত উত্তর-পশ্চিম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হইয়া উঠে। রোহিলা আফগানদিগের এই বীরোচিত ভাব এখনো বেরেলীর অধিবাসিগণের মধ্যে পরিস্ফুট হইতেছিল। ১৮১৬ অব্দে যখন রোহিলারা করভারে নিপীড়িত হইয়া গবর্নমেন্টের বিরোধী হয়, তখন ইহাদিগকে দমন করিতে গবর্নমেন্টকে সবিশেষ প্রয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। বেরেলীর অধিবাসিদিগের অধিকাংশ এইরূপ বীরোচিত ভাবের পরিচয়-স্থল ছিল। বেরেলীর ব্যবসায়িগণ প্রধানতঃ হিন্দু হইলেও মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অল্প ছিল না। ইহাদের স্থূলোন্নত কলেবর দেখিলে, ইহাদিগকে পূর্বতন সমরকুশল বীরবংশীয়দিগের অনুরূপ সন্তান বলিয়া স্পষ্ট প্রতীত হইত।

উপস্থিত সময়ে বেরেলীতে কোনো ইউরোপীয় সৈনিক-দল ছিল না। এতদ্দেশীয় সৈনিক-দলের মধ্যে ১৮ ও ৬৮-সংখ্যক পদাতিক-দল, ৮-সংখ্যক অনিয়মিত অশ্বারোহী-দল এবং একদল গোলন্দাজ সৈন্য বেরেলীতে ছিল। ব্রিগেডিয়ার সিবল্ড সমগ্র সৈনিক-দলের অধ্যক্ষ ছিলেন। কমিশনর, জজ, মাজিস্ট্রেট প্রভৃতি রাজকর্মচারিগণ স্ব-স্ব কার্য-বিভাগে কর্তৃত্ব করিতেছিলেন। এতদ্ব্যতীত অনেক ইউরোপীয়, ফিরিঙ্গী বাণিজ্য বা অন্যবিধ কার্য-প্রসঙ্গে অবস্থিতি করিতেছিল। সর্বসমেত প্রায় একশত খ্রীস্টান বেরেলীর বিদেশীয় প্রবাসিদিগের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। এতদ্ব্যতীত ইউরোপীয় কুলমহিলা এবং বালক-বালিকা তাহাদের অভিভাবক বর্গের সহিত বেরেলীতে ছিল।

মে মাসে যখন মীরাট ও দিল্লীর সংবাদ প্রথমে বেরেলীতে উপস্থিত হয়, তখন তত্রত্য সৈনিক-দলের ব্যবহার তাদৃশ অসন্তোষজনক বোধ হয় নাই। অশ্বারোহিগণ বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তির একশেষ দেখাইতেছিল। কর্তৃপক্ষ ভাবিয়াছিলেন যে, ইহাদের করধৃত তরবারির ন্যায় ইহাদের প্রভুভক্তিও দৃঢ়তর রহিয়াছে। এই দলের মধ্যে রোহিলখণ্ড ও দিল্লীর পাঠানেরাই অধিক ছিল। তথাপি মে মাসে ইহাদের প্রশান্তভাবের কোনোরূপ ব্যত্যয় ঘটে নাই। ক্রমে সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। নানারূপ বাজারগল্প ক্রমে

Generated on 2019-02-07 14:09 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

চারিদিকে প্রচারিত হইতে লাগিল। অশিক্ষিত ও অদূরদর্শী লোকের কল্পনায় যাহার উৎপত্তি হইতে পারে, তাহা এ সময়ে প্রকাশিত হইয়া সন্দিগ্ধ লোকের হৃদয় নানারূপ বিভীষিকায় অস্থির করিয়া তুলিতে লাগিল। সিপাহিদিগের এইরূপ অস্থিরতা দর্শনে ইংরেজ সেনাপতিও অস্থির হইয়া উঠিলেন। ২১শে মে সিপাহিগণ কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইল। সেনাপতি তাহাদিগকে শান্তভাবে থাকিবার জন্য নানা উপদেশ দিলেন। সেনাপতির উপদেশে সিপাহিগণ সন্তুষ্ট হইল এবং সেনাপতিকে প্রকাশ্যভাবে কহিল যে, অদ্য হইতে তাহারা যেন নবজীবন লাভ করিল। ৮-সংখ্যক অনিয়মিত অশ্বারোহী-দলই এইভাব প্রকাশ করে। এজন্য গবর্নমেণ্ট ইহাদের সংখ্যা দ্বিগুণ করিবার আদেশ দেন। সেইদিন হইতে প্রত্যহ কুড়ি-পঁচিশজন নূতন লোক এই দলে প্রবিষ্ট হয়। কর্তৃপক্ষ ইহাদের সাজসজ্জা এবং ঘোড়ার জন্য টাকা দেন। সেনাপতি সিপাহিদিগের এইরূপ সন্তোষ ও প্রশান্তভাব দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন। তিনি লেপ্টেনাণ্ট গবর্নরকে প্রকাশ্যভাবে সিপাহিদিগের প্রতি বিশ্বস্তভাব প্রদর্শন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার অনুরোধ রক্ষিত হইল। লেপ্টেনাণ্ট গবর্নর ব্রিগেডিয়ারের নিকটে লিখিলেন,—'লোকের হৃদয় উত্তেজিত হওয়া অবধি এমন কিছুই ঘটে নাই, যাহাতে সিপাহিদিগের বিশ্বস্ততা ও সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে লেপ্টেনাণ্ট গবর্নরের পূর্বতন বিশ্বাস বিচলিত হইতে পারে। এই লিপি ৩০শে মে লিখিত হয়। কিন্তু ইহা বেরেলীতে পেঁছিবার পূর্বে তত্রত্য সৈনিক-দল গবর্নমেণ্টের বিরোধী হইয়া উঠে এবং ইউরোপীয়দিগের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়।

যে দিন সিপাহী-দল কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হয়, সৈন্যাধ্যক্ষ যে দিন সিপাহিদিগকে অমূলক আশঙ্কায় অধীর হইতে নিষেধ করেন, তাহার পর কয়েকদিন পর্যন্ত সৈনিক-নিবাসে কোনোরূপ গোলযোগের নিদর্শন লক্ষিত হইল না। সিপাহিগণ প্রশান্তভাবে আপনাদের কার্য করিতে লাগিল। কিন্তু এইরূপ শান্তি দীর্ঘকাল থাকিল না। তুষানল অপরের অলক্ষ্যভাবে ধীরে ধীরে গতি বিস্তার করিতেছিল। কিছুতেই উহার গতি অবরুদ্ধ হইল না। ২৯শে মে এতদ্দেশীয় সৈনিক-দলের অফিসরেরা বেরেলীর অন্যতম সেনানায়ক কর্নেল ট্রুপকে জানাইলেন যে, তাঁহারা যখন নদীতে স্নান করিতেছিলেন, তখন ১৮ ও ৬৮-সংখ্যক পদাতিক-দলের লোককে শপথ করিয়া বলিতে শুনিয়াছেন যে, তাহারা অদ্য দ্বিপ্রহরের সময়ে কোম্পানির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া ইউরোপীয়দিগকে সমূলে বিনষ্ট করিবে। কর্নেল ট্রুপ এইকথা শুনিবামাত্র কাপ্তেন মেকেঞ্জির নিকটে সংবাদ পাঠাইলেন। অবিলম্বে তাঁহার অধীনে অশ্বারোহি-দল সজ্জিত ও সুব্যবস্থিত হইয়া, ঘোরতর বিপত্তির সময়ে ইউরোপীয়দিগের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতে কৃতনিশ্চয় হইল*।

* কেহ কেহ নির্দেশ করিয়াছেন যে, ৩১শে মে বেলা এগারটার সময় এই ঘটনা হয়। অশ্বারোহি-দলের একজন হিন্দু রেসেলাদার এই বিষয় উক্ত দলের অধিনায়ক কাপ্তেন মেকেঞ্জির গোচর করেন।—*Malleson, Indian Mutiny, Vol. I, p. 311.*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল। জ্যৈষ্ঠের মার্তণ্ড গগনের মধ্যস্থল আশ্রয় করিয়া অধিকতর প্রচণ্ডভাবের পরিচয় দিতে লাগিল। আতপতাপের সহিত ইউরোপীয়দিগের আশঙ্কাও বলবতী হইয়া উঠিল। কিন্তু সেদিন কোনো গোলযোগ ঘটিল না। মার্তণ্ড ক্রমে আপন রশ্মিজাল সংযত করিল। ইউরোপীয়দিগের মানসপট হইতে বিভীষিকার করাল দৃশ্যও ক্রমে অপসারিত হইতে লাগিল। কিন্তু বেরেলীর সিপাহিগণ ইউরোপীয়-দিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত না হইলেও ঘটনান্তরে অশান্তির নিদর্শন লক্ষিত হইতে লাগিল। ফিরোজপুরের উত্তেজিত সিপাহিরা দলে দলে বেরেলীতে উপস্থিত হইয়া নানারূপ কথায় লোকের হৃদয় অধিকতর আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া তুলিল। বেলেরীর সিপাহি-গণ যখন ইহাদের মুখে শুনিল যে, অশ্বারোহী, পদাতিক, গোলন্দাজে বহুসংখ্যক ইউরোপীয় সৈন্য, সিপাহিদিগকে বিনষ্ট করিবার জন্য অদূরে সজ্জিত রহিয়াছে, তখন তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না। এই জনরবে বেরেলীর সৈনিক-নিবাস যেন কোনো অপরিদৃষ্ট আকস্মিক শক্তিতে আন্দোলিত হইয়া উঠিল। সকলেই শশব্যস্ত হইয়া মনঃকল্পিত দশাবিপর্যয় হইতে আপনাদের উদ্ধারসাধনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। সকলেই ইউরোপীয়দিগকে আপনাদের পরম অনিষ্টকারী মনে করিয়া, তাহাদের শোণিতপাতে কৃতসঙ্কল্প হইল। সিপাহি-দলের এইরূপ অস্থিরতায় ইউরোপীয়দিগের বাঙ্গালাতে গভীর দুশ্চিন্তার চিহ্ন লক্ষিত হইতে লাগিল। অশ্বারোহিগণ ইউরোপীয়-দিগের বিশ্বাসের পাত্র ছিল। বেরেলীর সেনানায়ক ভাবিয়াছিলেন যে, বিপদ উপস্থিত হইলে, তাঁহারা অশ্বারোহিদিগের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন কিন্তু ক্রমে আশা অন্তর্হিতপ্রায় হইল। একটি মুসলমান ভদ্রলোক এই সময়ে কমিশনর আলেক্‌জাণ্ডার সাহেবকে কহিলেন যে, সিপাহীরা ব্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধাচরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। অতএব এখন তাঁহাদের প্রাণরক্ষার উপায় নির্ধারণ করাই সঙ্গত। ইউরোপীয় অধিনায়কগণ ভাবিয়াছিলেন যে, অশ্বারোহিগণ পদাতিকদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হইলেও, উদাসীনভাবে থাকিবে। ইহা ভাবিয়া তাঁহারা স্থির করিয়া-ছিলেন, যখন পদাতিকগণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে, তখন তাঁহার অশ্বারোহিদিগের আবাসস্থলে উপস্থিত হইবেন।

৩০শে মে বিনা গোলযোগে অতিবাহিত হইল। ৩১শে মে রবিবার প্রশান্তভাবে সমাগত হইল। উপস্থিত সিপাহী যুদ্ধের অবসানে অনেকের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে এই তারিখে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সমগ্র সিপাহি-দল এক সময়ে গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। এইরূপ সর্বধ্বংসের সাক্ষীভূক্ত দিনের প্রাতঃকালে কোনোরূপে অশান্তির নিদর্শন লক্ষিত হইল না। প্রধান অধিনায়কদিগের মধ্যে কেহ কেহ ভাবিয়াছিলেন, তাঁহাদের সৈনিকগণ কোম্পানির প্রবর্তিত শাসন-শৃঙ্খলার বিপর্যয়সাধনে বা কোম্পানির অধিকারস্থ খ্রীস্টধর্মাবলম্বিদিগের জীবননাশে উদ্যত হইবে না। এইরূপ আত্মপ্রত্যয়প্রযুক্ত তাঁহারা অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ৩১শে মে বেলা দশটা পর্যন্ত তাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস অবিচলিতভাবে রহিল বটে, কিন্তু তাঁহাদের ভয় একবারে দূর হইল না। বেলা এগারটার সময়ে সহসা গোলন্দাজ সৈনিক-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

নিবাসের দিকে কামানের শব্দ হইল। ইউরোপীয়গণ এইরূপ আকস্মিক শব্দে চমকিত হইলেন। এই শব্দ দ্বারা যে সিপাহিদিগকে ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইবার জন্য ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে কাহারো বিলম্ব হইল না। ইউরোপীয়দিগের অনেকে আশঙ্কায় আত্মহারা হইলেন। যাঁহারা আত্মপ্রত্যয়-প্রযুক্ত মানসপটে প্রশান্তভাবের সম্মোহন দৃশ্য অঙ্কিত করিতেছিলেন, তাঁহারা সহসা এইরূপ বিসদৃশ ঘটনার আবির্ভাবে যেরূপ বিস্মিত ও স্তম্ভিত, সেইরূপ শঙ্কিত ও চমকিত হইয়া উঠিলেন। তোপ হইবার পূর্বে অনেক সাহেব উপস্থিত বিপদ বুঝিয়া অশ্বারোহিদিগের ছাউনির পশ্চাৎ কোনো এক আম্রবাগানে গিয়া সমবেত হন। অশ্বারোহি-দল ইহাদের নিকটেই থাকে। এদিকে দেখিতে দেখিতে ভয়াবহ কার্যের অনুষ্ঠান হইল। ৬৮-সংখ্যক দলের কতকগুলি সিপাহী ইউরোপীয়দিগের অধ্যুষিত বাঙ্গালার দিকে গুলি চালাইবার জন্য ছুটিয়া গেল। নিদাঘের প্রচণ্ড তাপে বাঙ্গালার চালগুলি নিরতিশয় শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং অগ্নিসংযোগ হইবামাত্র উহা মুহূর্তমধ্যে জ্বলিয়া উঠিল। এদিকে প্রচণ্ড বায়ু প্রজ্বলিত পাবকের গতি বিস্তারের সহায় হইল। ধূমস্তূপের সঙ্গে সঙ্গে করাল অনলশিখার প্রভাবে গৃহগুলি ভস্মসাৎ হইয়া গেল। উত্তেজিত সিপাহীরা অতঃপর ইউরোপীয়দিগের জীবননাশে অগ্রসর হইল। যে সকল শ্বেতকায় তাহাদের দৃষ্টি-পথবর্তী হইল, তাহারা বিচার-বিতর্ক না করিয়াই, তাহাদের প্রতি গুলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ব্রিগেডিয়ার সিবল্ড্ সিপাহিদিগের সমুত্থানসূচক তোপধ্বনি শুনিয়াই, অশ্বে আরোহণ পূর্বক অশ্বারোহী সৈনিকদিগের আবাসগৃহের অভিমুখে যাইতেছিলেন। দুইজন অশ্বারূঢ় আরদালি তাঁহার অনুগমন করিতেছিল। ইহার মধ্যে কতিপয় সিপাহী তাঁহাকে দেখিয়া তদীয় বক্ষঃস্থলে গুলি নিক্ষেপ করিল। ব্রিগেডিয়ার আহত হইয়াও অশ্বারোহী সৈনিকদিগের আবাসস্থলে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত স্বকীয় অশ্বপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নির্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইবামাত্র বর্ষীয়ান্ সেনাপতি গতাসু ও অশ্ব হইতে ভূপতিত হইলেন।

ব্রিগেডিয়ার দেহ ত্যাগ করিলে, কর্নেল ট্রুপ সেনাপতির কার্যভার গ্রহণ করিলেন। এ পর্যন্ত কেবল ৬৮-সংখ্যক পদাতিক-দল এবং গোলন্দাজ সৈনিকেরা প্রকাশ্যভাবে বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অপরাপর সৈনিক-দল, কি করিতে হইবে, কিছুই ঠিক করিতে পারে নাই। তাহারা যখন দেখিল যে, তাহাদের সতীর্থগণ ইউরোপীয়দিগের জীবননাশে উদ্যত হইয়াছে, ইউরোপীয়দিগের অধ্যুষিত গৃহ ভস্মীভূত এবং ইউরোপীয়-দিগের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি বিনষ্ট করিতে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন তাহারা উদাসীনভাবের পরিচয় দিতেছিল। তাহারা সহযোগিদিগের আকস্মিক সমুত্থানে চমকিত ও কর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। যাঁহাদের প্রদত্ত রণশিক্ষায় তাহারা বীরেন্দ্রসমাজের বরণীয় হইয়াছিল, যাঁহাদের অর্থে তাহারা পরিবারবর্গের ভরণপোষণ নির্বাহ করিতেছিল, যাঁহাদের শাসনে তাহাদের আত্মীয়-স্বজন আবাসপল্লীতে শান্তিসুখে পরিতৃপ্ত হইতেছিল; সহসা তাঁহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে এবং তাঁহাদের শোণিতে আপনাদের হস্ত কলঙ্কিত করিতে তাহাদের প্রবৃত্তি হয় নাই। পক্ষান্তরে যাহাদের সহিত

Generated on 2019-02-07 14:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

তাহারা একত্র অবস্থান করিতেছিল, যাহাদের সহিত এক অধিনায়কের উপদেশে শিক্ষিত এবং এক অধিনায়কের আদেশে পরিচালিত হইতেছিল, সম্পদে-বিপদে, সুখে-দুঃখে যাহারা তাহাদের সহায় ও সহচরের মধ্যে পরিগণিত ছিল, তাহাদিগকে ভিন্ন পথ অবলম্বন করিতে দেখিয়া, তাহারা কর্তব্যনির্ণয়ে একান্ত অসমর্থ হইয়া পড়িল। এক-দিকে প্রভুভক্তি যেমন তাহাদিগকে প্রভুর দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল ; অপর দিকে বন্ধুপ্রীতি, স্বজাতিস্নেহ ও স্বজনমমত্ব তাহাদিগকে উত্তেজিত সিপাহিদিগের সহিত এক সূত্রে সম্বন্ধ করিবার কারণ হইয়া উঠিল। এই সঙ্কটকালে তাহারা প্রভুভক্তির পরিচয় দিতে ইচ্ছা করিলেও, স্বজাতিপ্রীতি ও বন্ধুস্নেহের আতিশয্য-প্রযুক্ত অধিনায়কের আদেশপালনে দোলায়মানচিত্ত হইতে লাগিল। এদিকে কর্তৃপক্ষ অশ্বারোহিদিগের বিশ্বস্তভাবের পরীক্ষা করিতে উদ্যত হইলেন। এই অশ্বারোহিদল সাহসে, বীরত্বে এবং অপরিসীম প্রভুভক্তিতে সাতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল। ১৮৫২ অব্দে ব্রহ্মদেশের যুদ্ধের সময়ে ৩৮-সংখ্যক-দলের পদাতিকগণ যখন জাতিনাশের ভয়ে সমুদ্রপথে যাইতে অসম্মত হয়, তখন এই দলের অশ্বারোহিগণ প্রফুল্লচিত্তে প্রভুর কার্যসাধনে অগ্রসর হইয়াছিল। ব্রহ্ম-দেশের যুদ্ধে ইহারা যেরূপ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল, তাহা ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই। এই সাহসী, বীরত্বসম্পন্ন, প্রভুভক্তিপরায়ণ সৈনিকদিগের প্রতি অধিনায়কগণের প্রভূত বিশ্বাস ছিল। উপস্থিত বিপ্লবের সময়ে অফিসরেরা নৈনীতালে পলায়ন করিতে ইচ্ছা করিয়া, পূর্বোক্ত আম্রবাগান হইতে নৈনীতালের অভিমুখে ঘোড়া ছুটাইলেন। অশ্বারোহিদল কিছুক্ষণ তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। পরে মহম্মদ সফি বলিলেন, সাহেবদিগের সঙ্গে পাহাড়ে কোথায় যাইবে। ইহাতে আমাদের কাজ নাই, আমরা স্বজাতির সঙ্গে যাইয়া মিশি, তাঁহার কথামতো অনেকেই ফিরিল। কেবল বাইশ-তেইশজন অফিসরদিগের সঙ্গে গেল। অফিসরেরা সর্বপ্রথম ভাবিয়াছিলেন যে, অশ্বারোহিগণ তাঁহাদের অনুবর্তী হইবে। বস্তুতঃ অশ্বারোহিদিগের প্রশান্তভাব ও প্রভুর কার্যসাধনে অভিনিবেশ স্থায়ী হইল না। তাহারা যখন ৬৮-সংখ্যক পদাতিকদলের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মুসলমানদিগের সবুজ পতাকা উড্ডীন দেখিল, তখন তাহাদের প্রশান্তভাব অন্তর্হিত এবং প্রভুভক্তি বিলুপ্ত হইল। তাহারা আপনাদের অধিনায়কদিগের অনুবর্তী না হইয়া উত্তেজিত সিপাহিদিগের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইতে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল। অধিনায়কগণ তাহাদিগকে আপনাদের পক্ষে রাখিতে সমর্থ হইলেন না। আপনাদের জাতীয় প্রাধান্যের নিদর্শনজ্ঞাপক পতাকা পরিদৃষ্ট হওয়াতে তাহারা উত্তেজিত সিপাহি-দলের সহিত মিশিল ; কিন্তু তাহাদের স্বদেশীয় অফিসরগণ বিচলিত হইলেন না। তাঁহারা পলায়নে উদ্যত ইংরেজদিগের সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। উপস্থিত সঙ্কটকালে তাঁহাদের এইরূপ কার্য কতদূর প্রশংসনীয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এইরূপ সদাশয়তা এইরূপ প্রভুভক্তি, এবং এইরূপ বিশ্বস্ততার জন্য তাঁহারা সহৃদয় ঐতিহাসিকবর্গের নিকটে যথোচিত সম্মান লাভ করিয়াছেন। এই ভয়ঙ্কর সময়ে এইরূপ আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়া, ভিন্নদেশীয় ভিন্নজাতীয়দিগের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হওয়া অল্প গৌরবের বিষয় নহে। সিপাহি-দলের

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

মধ্যে তেইশটি সৈনিক পুরুষ ইংরেজদিগের পক্ষে ছিল। ইহাদের মধ্যে বারজন অফিসর। রিসেলাদার মহম্মদ নিজাম খাঁ আপনার সমুদয় সম্পত্তি ও তিনটি সন্তান ছাড়িয়া, পলায়নপর ইংরেজদিগের সহিত গমন করেন। কাপ্তেন মেকেঞ্জি সাহেবের আরদালি অশ্বারূঢ় হইয়া ছয় মাইল তাহার প্রতিপালক প্রভুর অনুগমন করে। যখন মেকেঞ্জি সাহেবের অধিষ্ঠিত অশ্ব গতাসু হয়, তখন বিশ্বস্ত আরদালি আপনার অশ্ব মেকেঞ্জি সাহেবকে দিয়া পদব্রজে যাইতে থাকে। মুসলমান সৈনিকগণ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধাচারী হইলেও এই সকল প্রভুভক্তিপরায়ণ মুসলমান তাহাদের স্বজাতির অনুবর্তী না হইয়া, বিশ্বস্তভাবের একশেষ প্রদর্শন করে।

ইংরেজেরা আত্মরক্ষার জন্য নৈনীতালে পলায়ন করিলেন। এদিকে উত্তেজিত সিপাহীরা সমবেত হইয়া আপনাদের অভিলষিত কার্যসম্পাদনের জন্য যত্নপর হইয়া উঠিল। তাহারা ইহার জন্য সমুদয় সিপাহীকে আপনাদের দলভুক্ত করিবার চেষ্ঠা করিতে লাগিল। ১৮-সংখ্যাক সিপাহি-দল এ পর্যন্ত প্রশান্তভাবে ছিল। উত্তেজিত সিপাহিগণ তাহাদের দিকে কামান স্থাপন পূর্বক তীব্রভাবে কহিল যে, যদি তাহারা স্বধর্মরক্ষার জন্য ইংরেজের বিরুদ্ধ-পক্ষ অবলম্বন না করে, তাহা হইলে কামানের গোলায় তাহাদের দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা হইবে। উত্তেজিত সিপাহিদিগের এই উত্তেজনাময় বাক্য যেন তাড়িতবেগে ১৮-সংখ্যক সিপাহিদিগের হৃদয়ে আঘাত করিল। এ বিষয়ে আর কোনোরূপ যুক্তির প্রয়োজন হইল না। কোনোরূপ বিতর্কের আবশ্যকতা দেখা গেল না। সমগ্র সিপাহি-দল যেন অপূর্ব মন্ত্রশক্তিতে পরিচালিত হইয়া তাহাদের জাতীয় পতাকার আশ্রয়ে দলবদ্ধ হইতে লাগিল। সুতরাং অফিসরদিগের সমস্ত আশা বিলুপ্ত হইল। তাঁহারা এতক্ষণ ১৮-সংখ্যক সিপাহি-দলের উপর নির্ভর করিতেছিলেন। এখন তাঁহাদের এই শেষ অবলম্বন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। তাঁহাদের সৈনিক-দল যদি ইহার পূর্বে বিরোধী হইয়া উঠিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা অপরাপর ইংরেজের ন্যায় নৈনীতালে গিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু এখন আর সে সুযোগ ঘটিল না। অফিসরেরা এখন প্রাণের ভয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া বেরেলী পরিত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু সকলের অদৃষ্ট সমান হইল না। কেহ কেহ উত্তেজিত পল্লীবাসিগণ কর্তৃক নিহত হইলেন, কেহ কেহ বহু বিঘ্নবিপত্তি ও দুঃসহ কষ্টভোগের পর মোরাদাবাদের জজ উইল্‌সন সাহেবের চেষ্টায় প্রাণরক্ষা করিলেন।

বেরেলীর অপরাপর ইউরোপীয় অতঃপর ভীষণ বিপ্লবসাগরে নিমজ্জিত হইলেন। ইহঁাদের অদৃষ্ট-ফলও সমান হইল না। কেহ কেহ অনেক কষ্টে আত্মরক্ষা করিলেন, কেহ কেহ বিপ্লবকারিদিগের হস্তে নিহত হইলেন। বিপ্লবের অন্যান্য অঙ্গ অসম্পূর্ণ রহিল না। ইউরোপীয়দিগের বাসগৃহ ভস্মীভূত ও ধনাগার বিলুণ্ঠিত হইল। কারাগার-রক্ষকেরা আপনাদের কর্তব্যপালনে যথোচিত পরিচয় দিয়া অবশেষে বিপ্লব-কারিদিগের নিকটে পরাজয় স্বীকার করিল। কয়েদিগণ অবরোধগৃহ পরিত্যাগ পূর্বক স্বাধীনভাবে কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। বেরেলীর উত্তেজিত ও উচ্ছৃঙ্খল অধিবাসিগণ সিপাহিদিগের অনুবর্তী হইতে বিমুখ হইল না। ইহাদের হস্তে অনেক ইউরোপীয়

Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

নিহত হইল। ইংরেজের প্রাধান্য ও ক্ষমতার নিদর্শন বেরেলী হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

এখন মুসলমানগণ রোহিলখণ্ডে প্রাধান্যস্থাপনে অগ্রসর হইলেন। রোহিলখণ্ডের শাসনদণ্ড কাহার হস্তগত হইবে, তৎসম্বন্ধে বিচারবিতর্ক হইতে লাগিল। দুই ব্যক্তি এই পদ পাইবার জন্য কর্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন। দুই জনই রোহিলখণ্ডের প্রাচীন পাঠান-বংশ-সম্ভূত। অযোধ্যার নবাব এক সময়ে যাহাদের চিরসমৃদ্ধ ভূখণ্ডে আধিপত্য করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; ভারতের প্রথম গবর্নর জেনেরল ওয়ারেন হেস্টিংস নবাবের পরিতোষ ও আপনাদের অর্থলালসার পরিতৃপ্তির জন্য যাহাদের সর্বনাশসাধনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাদের বংশমর্যাদা ও বীরোচিত গৌরবে দুই জনই আপনাদের জনপদে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইহাঁদের একজনের নাম খাঁ বাহাদুর খাঁ, অপরের নাম মোবারিক শাহ। শেষোক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী বংশ গৌরবে অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং কার্যকুশলতায় ও চরিত্রগৌরবে স্বজাতির মধ্যে অপেক্ষাকৃত বিখ্যাত ছিলেন। বার্ধক্যজনিত অবসাদে প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বী তাদৃশ কার্যকুশল না হইলেও অন্য বিষয়ে স্বজাতির মধ্যে তাঁহার প্রাধান্য ছিল। খাঁ বাহাদুর খাঁ রোহিলখণ্ডের প্রথম ও প্রধান শাসনকর্তা হাফেজ রহমৎ খাঁর বংশসম্ভূত ছিলেন। কাত্রার যুদ্ধক্ষেত্রে সুশিক্ষিত ইংরেজ সৈনিকগণের সমক্ষে হাফেজ রহমৎ কিরূপ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, কিরূপ সাহসের সহিত পুনঃ পুনঃ হস্তসঞ্চালন দ্বারা সহযোগিদিগকে আপনার অনুবর্তী হইবার জন্য ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, শেষে আপনার অনুরোধ, আপনার আগ্রহ এবং আপনার তেজস্বিতার পরিচয়সূচক অপূর্ব-উৎসাহ সমস্তই বৃথা হইল দেখিয়া, কিরূপ নির্ভীকভাবে সুশ্রী ও সুগঠিত অশ্বে অধিষ্ঠিত হইয়া একাকী ইংরেজের সঙ্গিনের দিকে গমনপূর্বক গুলির আঘাতে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন, তাহা রোহিলখণ্ডের অধিবাসিদিগের স্মৃতিপটে জাগরূক ছিল। বহু বৎসর অতীত হইলেও এবং বহুবিধ ঘটনার আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিলেও, হাফেজের এই স্বদেশপ্রেম ও স্বার্থত্যাগের কথা যেন রোহিলখণ্ডে সর্বক্ষণ নবীনভাবে বিরাজ করিতেছিল। এক বংশের পর আর-এক বংশের অভ্যুদয় হইলেও ঈদৃশ বিবরণ কখনো পুরাতনভাবে জড়িত ও অন্তর্হিত হয় নাই। সুতরাং রোহিলারা খাঁ বাহাদুর খাঁর প্রাধান্যস্বীকারে বিমুখ হইল না। বেরেলীর অধিকাংশ মুসলমান হাফেজ রহমতের বংশধরের সম্মানরক্ষায় উদ্যত হইল। মোবারিক শাহ সিপাহিদিগের সমুত্থানবার্তা শুনিয়া ভাবিয়াছিলেন যে, বেরেলীর লোকে তাঁহাকে সুবাদার করিবে। কিন্তু শেষে খাঁ বাহাদুর খাঁর প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি দেখিয়া বন্ধুভাবে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইলেন। কিন্তু অভীষ্ট বিষয়লাভে হতাশ হওয়াতে তাঁহার হৃদয় খাঁ বহাদুর খাঁর প্রতি বিদ্বেষভাবে পূর্ণ ছিল। সুতরাং এইরূপ বন্ধুতা তদীয় সরলভাবের নিদর্শন-জ্ঞাপক হয় নাই।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, নবীন সুবাদার খাঁ বাহাদুর খাঁ যেরূপ সাধারণের সম্মানিত ছিলেন, বয়সের আধিক্যে তাঁহার দেহ যেমন গাম্ভীর্যের পরিচায়ক, সেইরূপ শ্রদ্ধার উদ্দীপক ছিল। তিনি ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় উভয় জাতিরই সম্মানাস্পদ

Generated on 2019-02-07 14:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

ছিলেন। খাঁ বাহাদুর খাঁ রোহিলখণ্ডের প্রথম ও প্রধান শাসনকর্তার বংশসম্ভূত বলিয়া নির্দিষ্ট বৃত্তি গ্রহণপূর্বক নিরবচ্ছিন্ন আলস্যে কালযাপন করেন নাই। তিনি সদর আমিনের কার্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই কার্য যথারীতি সম্পাদনপূর্বক অবশেষে; পেন্সন লইয়াছিলেন। সুতরাং হাফেজ রহমতের বংশীয় বলিয়া তিনি যেমন বৃত্তিভোগ করিতেছিলেন, সেইরূপ সদর আমিনের কার্য করিয়া নির্দিষ্ট বৃত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। খাঁ বাহাদুর খাঁ এইরূপে বৃত্তিলাভপূর্বক সকল বিষয়েই গবর্নমেণ্টের পক্ষ সমর্থন করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি প্রত্যহ কমিশনর, মাজিস্ট্রেট প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারিগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া সর্বত্র শান্তিরক্ষার উপায় নির্ধারণ করিতেন। গবর্নমেন্টের এই বৃত্তিভোগী দীর্ঘকাল গবর্নমেণ্টের পক্ষে থাকিয়া, জীবনের শেষদশায় যে, উত্তেজিত সিপাহিদিগের উৎসাহদাতা হইবেন, তাহা রাজ-কর্মচারিগণের কেহই ভাবেন নাই। মাজিস্ট্রেট সাহেব যখন তাঁহার সমক্ষে কহিতেন যে, দিল্লী এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁহাদের হস্তগত হইবে, লোকে কোনোরূপ উত্তেজনার পরিচয় না দিয়া, তাঁহাদের পক্ষসমর্থন করিবে; অশ্বারোহী সৈনিক-দল তাঁহাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিবে, তখন বৃদ্ধ খাঁ বাহাদুর খাঁ সহাস্যবদনে তাঁহার কথা শুনিতেন*। ইহাতে বোধহয়, উপস্থিত বিপ্লবের সময়ে এই বর্ষীয়ান পুরুষ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। কথিত আছে, খাঁ বাহাদুর মহম্মদ খাঁ নামক এক জন রেসেলাদারের সাহায্যে অশ্বারোহী সৈনিকগণকে আপনার পক্ষে আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন**।

গবর্নমেণ্টের বৃত্তিভোগী বৃদ্ধ মুসলমান, সুবাদারের পদ পাইয়াই, খ্রীস্টধর্মাবলম্বিদিগের নিধনে উদ্যত হইলেন। যাঁহারা নির্জন স্থানে আত্মগোপন করিয়াছিলেন; তাঁহারা নবনিয়োজিত শাসনকর্তার সমক্ষে আনীত হইলেন। ইংরেজের প্রবর্তিত রীতি অনুসারে তাঁহাদের বিচারের কোনোরূপ অঙ্গহানি হইল না। খাঁ বাহাদুর খাঁ স্বয়ং বিচারকের পদ গ্রহণ করিলেন হতভাগ্য পলায়িতগণ কারাগারের সমক্ষে ফাঁসিকাষ্ঠে বিলম্বিত হইল। খাঁ বাহাদুর খাঁ কাহারও প্রতি দয়াপ্রদর্শনে উন্মুখ হইলেন না। যে সকল ইউরোপীয় তাঁহার সমক্ষে আনীত হইল, তাহাদের সকলেরই অদৃষ্টে এক দশা ঘটিল।

এইরূপে ইউরোপীয়দিগের অস্তিত্ববিলোপের পর খাঁ বাহাদুর খাঁ রাজকীয় কার্যে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি ঘোষণাপত্র দ্বারা আপনার আধিপত্য-প্রতিষ্ঠার-সংবাদ সাধারণকে জানাইলেন, এবং স্বয়ং সুসজ্জিত হস্তীতে আরোহণপূর্বক বেরেলীর রাজপথে পরিভ্রমণ করিলেন এই সময়ে অনুচরের ছত্রদণ্ড চামর প্রভৃতি বিবিধ রাজলক্ষণ লইয়া, তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। সুবার প্রত্যেকভাগে কর্মচারিগণ নিয়োজিত হইলেন। দিল্লীর মোগল সম্রাটের নামে রাজস্ব সংগৃহীত হইতে লাগিল।

---

* *The Mutiny of the Bengal Army. p. 98,*

** *The Mutiny of the Bengal Army, p. 198.*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

কিন্তু নবীন সুবাদারের শাসনে কোথাও শান্তি বা শৃংখলা রহিল না। দুর্বলের উপর নিপীড়ন হইতে লাগিল, প্রবলেরা যে-কোনোরূপে হউক, আপনাদের ভোগ-বিলাসের তৃপ্তিসাধনের উপায় দেখিতে লাগিল। শান্তিপ্রিয় লোকে ইংরেজের শাসন-শৃংখলার জন্য দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

খাঁ বাহাদুর খাঁ উত্তেজিত ও উচ্ছৃংখল লোকের অত্যাচার নিবারণে সমর্থ হইলেন না। সুতরাং রোহিলখণ্ডে ভয়াবহ অত্যাচারের নিদর্শন পূর্ণমাত্রায় লক্ষিত হইতে লাগিল। ভীষণ বিপ্লবের সংঘাতে শান্তি ও শৃংখলার সমস্ত বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ইংরেজের দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতার অপব্যবহারে অনেকের সর্বস্বান্ত ঘটিয়াছিল। দেনার দায়ে অনেকে পূর্বপুরুষানুগত সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল। যাঁহারা ভূস্বামী বলিয়া একদিন সাধারণের মধ্যে সম্মানিত ছিলেন, তাঁহারা আদালতের ডিক্রিতে সামান্য লোকের অবস্থায় পাতিত হইয়া, অসহনীয় মনঃকষ্টে কালযাপন করিতেছিলেন। আদালতের বিচারে তাঁহাদের এইরূপ দশান্তর ঘটিলেও পূর্বতন অধিকার ও সম্মানের বিষয় তাঁহাদের স্মৃতিপট হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। এই সকল সম্পত্তিচ্যুত ও অধিকারভ্রষ্ট লোক এখন সুযোগ বুঝিয়া, গবর্নমেণ্টের বিরোধিদিগের-দল পরিপুষ্ট করিতে লাগিল। উপস্থিত সিপাহি যুদ্ধের একবৎসর পূর্বে একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজকর্মচারী প্রকাশ্যভাবে দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতার এইরূপ অপব্যবহার এবং তৎপ্রযুক্ত ভাবী অনিষ্টের বিষয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে তখন কেবল আশঙ্কাকারী বলিয়াই তৎপ্রচারিত মতের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হইয়াছিল*।

যাহা হউক, একদল সিপাহী বেরেলীতে থাকাতে খাঁ বাহাদুর খাঁ নিরতিশয় চিন্তিত হইলেন। এই সিপাহি-দল তাঁহার আধিপত্য অব্যাহত রাখিতে তাদৃশ যত্নশীল হয় নাই। সুতরাং তাহারা বেরেলীতে থাকিলে, খাঁ বাহাদুর খাঁর অনিষ্টের সম্ভাবনা ছিল। এদিকে ব্রিগেডিয়ার বখৎ খাঁ** বাহাদুর খাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মোবারিক শাহের পক্ষপাতী ছিলেন। মোবারিক শাহ বখৎ খাঁকে সৈনিক-দল লইয়া দিল্লীতে যাইবার পরামর্শ দিলেন, এবং সম্রাটের সমক্ষে আপনাকে রোহিলখণ্ডের সুবাদার করিবার প্রার্থনা করিয়া একখানি আবেদন-পত্র একজন বন্ধু দ্বারা পাঠাইয়া আপনি বেরেলীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

রবিবার প্রাতঃকালে বেরেলীতে যখন এইরূপ ভয়াবহ কাণ্ডের অনুষ্ঠান হইতেছিল, তখন শাজাহানপুরেও ঐরূপ মারাত্মক শোচনীয় ঘটনার আবির্ভাব হয়।

শাজাহানপুর

শাজাহানপুর বেরেলীর সাতচল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থানে ২৮-সংখ্যক সিপাহী-দল অবস্থিতি করিতেছিল। কাপ্তেন

---

* *Edward, Personal adventures during the Indian rebellion, p. 14.*

** বখৎ খাঁ গোলন্দাজ-দলের সুবাদার ছিলেন। এই সময়ে ইংরেজের পক্ষ পরিত্যাগ পূর্বক বিপ্লবকারিদিগের সহিত মিশিয়া ব্রিগেডিয়ারের পদ গ্রহণ করেন।

Generated on 2019-02-07 14:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

জেমস্ এই দলের অধিনায়ক ছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট, কলেক্টর, সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি দেওয়ানি বিভাগের কর্মচারিগণ রাজকীয় কার্য নির্বাহ করিতেছিলেন। এতদ্ব্যতীত কতিপয় ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় বাণিজ্য-ব্যবসায়ে ব্যাপৃত ছিলেন। মীরাটের সংবাদ ১৫ই মে শাজাহানপুরে উপস্থিত হয়। ঐ সংবাদে শাজাহানপুরের অধিবাসিদিগের মধ্যে সাতিশয় উত্তেজনার নিদর্শন লক্ষিত হইতে থাকে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এইরূপ আকস্মিক পরিবর্তন দর্শনে সর্বপ্রথম বিচলিত হন নাই। সিপাহিদিগের উপর তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, নগরের উত্তেজিত ও উচ্ছৃঙ্খল লোকে বিরোধী হইয়া উঠিলে, সিপাহিগণ তাঁহাদের পক্ষে থাকিবে। এই বিশ্বাস-প্রযুক্ত তাঁহারা অপেক্ষাকৃত নিরুদ্বেগে ছিলেন। ৩১শে মে রবিবার শাজাহানপুরের অধিকাংশ ইউরোপীয় কর্মচারী ও অফিসর আপনাদিগের উপাসনা-মন্দিরে গমন করেন। তাঁহারা যখন উপাসনায় নিবিষ্ট ছিলেন, তখন সিপাহিগণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়। উপস্থিত বিপ্লবে অন্যান্য স্থানে যাহা ঘটিয়াছিল, শাজাহানপুরেও তাহাই ঘটে। সেই পুরাতন কথার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন এবং বৈচিত্র্যের অভাবে বিশদভাবে বর্ণনার অযোগ্য হইলেও সংক্ষেপে উল্লেখ করা কর্তব্য। ইউরোপীয়দিগের বাঙ্গালা বিলুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হয়, ধনাগার আক্রান্ত ও উহার অর্থরাশি উত্তেজিত লোকের হস্তগত হয়। কারাগারের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়, কারারুদ্ধগণ মুক্তিলাভ করে, নগরের লোকে উত্তেজিত সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হয়। পার্শ্ববর্তী পল্লীর অধিবাসিগণ প্রকাশ্যভাবে গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়। একজন ইংরেজের চিনি পরিষ্কার করিবার কারখানা এবং রম নামক মদের ভাঁটি উত্তেজিত পল্লীবাসিগণ কর্তৃক বিলুণ্ঠিত হয়। রাত্রিসমাগমের পূর্বেই শাজাহানপুরের অভিনব শাসনকর্তা, শাসনসংক্রান্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হন, এবং শ্বেতকায়ের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়া যায়।

শাজাহানপুরের ইংরেজেরা এই বিপ্লব হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিলেন না। অন্যান্য স্থানে তাঁহাদের স্বদেশবাসিগণের অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল, তাঁহাদের অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিল। অশিক্ষিত অদূরদর্শী ও দুর্ধর্ষ লোকে যখন আপনাদের চিরন্তন ধর্ম ও চিরাগত রীতিনীতির বিলোপের আশঙ্কায় একান্ত উত্তেজিত হয়, তখন তাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞান থাকে না। তাহারা স্বধর্মনাশক ও স্বদেশীয় রাজনীতির বিলোপকারী বলিয়া, যাহাদের প্রতি সন্দেহ করে, উন্মত্তভাবে তাহাদের শোণিতপাতে অগ্রসর হয়। ভারতবর্ষীয়গণ আপনাদের ধর্ম ও চিরপ্রচলিত আচার-ব্যবহারের একান্ত পক্ষপাতী। তাহারা ইহার জন্য আত্মপ্রাণের উৎসর্গ করিতেও কাতর হয় না এবং অপরের প্রাণনাশেও সঙ্কোচ প্রকাশ করে না। অধিকন্তু পরস্বাপহারক দুর্বৃত্তগণ এই সময়ে অপরের ধনে আপনাদিগের দুর্নিবার ভোগলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য একান্ত আগ্রহযুক্ত হয়। তাহারা এই সূত্রে ভীষণ বিপ্লবের বিস্তার করিতে কিছুমাত্র পরাঙ্মুখ হয় না। প্রধানতঃ এই সকল কারণে ইউরোপীয়দিগের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। যেখানে বিপ্লব ঘটিয়াছিল, সেইখানে ইউরোপীয়গণ উত্তেজিত সিপাহিদিগের ও বিলুণ্ঠনপ্রিয় দুর্বৃত্ত লোকের অস্ত্র প্রয়োগের বিষয়ীভূত হইয়াছিল। বিপ্লবের প্রারম্ভে

Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার মধ্যে কোনো বৈচিত্র্য নাই। এক স্থানের উত্তেজিত লোকে সর্বপ্রথম যাহা করিয়াছে, স্থানান্তরের উত্তেজিত লোকে সর্বপ্রথম তাহারই সম্পাদনে আগ্রহযুক্ত হইয়াছে। সকল স্থানের অনুষ্ঠিত ঘটনা যেন একসূত্রে গ্রথিত হইয়া, এক উদ্দেশ্যের অবতারণা করিয়াছে। ধনাগার বিলুণ্ঠন, কারাগারে কয়েদিদিগের বিমুক্তি-সাধন, ইউরোপীয়দিগের অধ্যুষিত গৃহদাহন এবং ইউরোপীয়দিগের নিধন, উত্তেজিত লোকের প্রথম অনুষ্ঠেয় কর্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল। সুতরাং যেখানে সিপাহিগণ উত্তেজিত ও গবর্নমেণ্টর প্রাধান্যনাশের জন্য দলবদ্ধ হইয়াছে, সেইখানে সর্বপ্রথম এই সকল ভয়ঙ্কর দৃশ্যের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। শাজাহানপুরের উত্তেজিত সিপাহিগণও ধনাগার বিলুণ্ঠন করিয়াছিল, কারারুদ্ধদিগের অবরোধ মোচন করিয়াছিল, ইউরোপীয়-দিগের বাসগৃহ ভস্মীভূত করিয়া ফেলিয়াছিল, এখন ইউরোপীয়দিগের শোণিতপাতে অগ্রসর হইল। ইউরোপীয়গণ যখন উপাসনামন্দিরে আরাধনায় নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন, তখন কতিপয় উত্তেজিত সিপাহী তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। উপাসকগণ এইরূপ আকস্মিক আক্রমণে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। কেহ কেহ উত্তেজিত লোকের হস্তে নিহত হইলেন, কেহ কেহ উপাসনাগৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া শঙ্কিতভাবে অবস্থিত করিতে লাগিলেন। মহিলারাও ভয়বিহ্বলচিত্তে ঐ স্থানে রহিলেন।

এই সময়ে সৈনিক-নিবাসে সাতিশয় গোলযোগ ঘটিল। কাপ্তেন জোন্স আপন দলের সিপাহিদিগকে শান্ত করিতে গিয়া নিহত হইলেন। একজন ইংরেজ ডাক্তার হাসপাতাল হইতে আবাসগৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে উত্তেজিত সিপাহিগণ ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। ডাক্তার আপনার স্ত্রী, একটি শিশু সন্তান ও একটি ইউরোপীয় পরিচারিকাকে গাড়িতে তুলিয়া আপনি কোচবাক্সে বসিলেন, এবং তাড়াতাড়ি আপনাদের উপসনাগৃহের দিকে যাইতে লাগিলেন। কতিপয় সিপাহী তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িতে লাগিল। ডাক্তার সাহেব গুলির আঘাতে কোচবাক্স হইতে ভূপতিত ও গতাসু হইলেন। তাঁহার স্ত্রী আহত হইলেও, উপাসনা-গৃহে গিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। এই সঙ্কটকালে ইউরোপীয়দিগের এতদ্দেশীয় ভৃত্যগণ প্রভুভক্তির ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে পরাঙ্মুখ হইল না। তাহারা বন্দুক পিস্তল প্রভৃতি অস্ত্র আনিয়া আপনাদের প্রভুদিগকে দিল। এই সময়ে যদি সিপাহিদিগের মধ্যে ঐক্য থাকিত, তাহা হইলে ইউরোপীয়দিগের কেহই তাহাদের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইতেন না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সিপাহিগণ এ সময়ে এক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য পরস্পর দলবদ্ধ হয় নাই। ঘটনাচক্রে ইহাদের মতিভ্রম হইয়াছিল। ইহারা অতীত বিষয়ের পর্যালোচনা না করিয়া এবং ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সকলে তাহাদের অবলম্বিত পথের অনুসরণ করে নাই। যখন সিপাহিগণ উত্তেজিত হইয়া ফিরিঙ্গীর শোণিতে আপনাদের বলবতী হিংসার তৃপ্তিসাধনে উদ্যত হইয়াছিল, তখন তাহাদের দলের কেহ কেহ সেই বিপন্ন ও তাহাদের স্বজাতি কর্তৃক আক্রান্ত ফিরিঙ্গীর জীবনরক্ষায় অগ্রসর হইয়াছিল। শাজাহান-পুরেও এইরূপ প্রায় একশত প্রভুভক্ত সিপাহী তাহাদের অফিসরদিগের পার্শ্বে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

দণ্ডায়মান হয়। এইরূপে হতাবশিষ্ট ইউরোপীয়দিগের জীবন নিরাপদ হইয়া উঠে। এখন ইউরোপীয়গণ সহায়সম্পন্ন হইয়া আপনাদের পলায়নের উপায় নির্ধারণ করিতে লাগিলেন। অযোধ্যার প্রান্তবর্তী পোহায়িন নামক স্থানে যাইবার প্রস্তাব হইল। প্রস্তাবকারীর বিশ্বাস ছিল যে, পোহায়িনের রাজা তাঁহাদিগকে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত করিবেন। এই সময়ে কয়েকটি অশ্ব এবং দুই-একখানি গাড়ি সংগৃহীত ও উপাসনামন্দিরের প্রাঙ্গণে আনীত হইল। ইউরোপীয়গণ কালবিলম্ব না করিয়া পোহায়িনে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তথাকার লোক পলায়িতদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না বলিয়া, আপনাদের অসামর্থ্য জানাইল। সুতরাং পলায়িতগণ অযোধ্যার প্রান্তবর্তী মোহমদী নামক স্থানে যাত্রা করিলেন। ইহঁাদের অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছিল, তাহা স্থানান্তরে বিবৃত হইবে।

বেরেলীর ত্রিশ মাইল দূরে বদায়ুন অবস্থিত। এডওয়ার্ড্‌স্ সাহেব এই স্থানের ম্যাজিস্ট্রেট ও কলেক্টর ছিলেন। তিনি গবর্নর জেনেরল লর্ড হার্ডিঞ্জের সময়ে পররাষ্ট্র-বিভাগের কার্য করিয়াছিলেন। দেওয়ানি আদালতের ব্যবস্থার এতদ্দেশীয়গণ কিরূপ শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছিল, তাহা ইহাঁর অবিদিত ছিল না। এ সম্বন্ধে ইহাঁর মত পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। ফলতঃ ইনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দেশের লোকে গবর্নমেণ্টের প্রতি একান্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছে, সুযোগ পাইলেই ইহারা গবর্নমেণ্টের বিরোধী হইয়া উঠিবে। মীরাটের সংবাদ পাইয়াই ইনি আপনার স্ত্রী ও সন্তানকে নৈনিতালে পাঠাইয়া দেন। এডওয়ার্ড্‌স্ এইরূপে একটি গুরুতর দায় হইতে মুক্ত হইয়া, আপনার কর্তব্যপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া রহিলেন। স্বদেশের কোনো ব্যক্তি এসময়ে তাঁহার নিকটে ছিলেন না। তিনি একাকী অসন্তুষ্ট, সন্দিগ্ধ-লোকের মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

বদায়ুন

২৫শে মে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সংবাদ পাইলেন যে, ঐদিন কোনো নির্দিষ্ট সময়ে মুসলমানগণ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে উদ্যত হইবে। এই সময়ে মুসলমানগণ আপনাদের প্রধান পর্ব ইদের আমোদে প্রমত্ত ছিল। ম্যাজিস্ট্রেট সংবাদ পাইয়া, প্রধান প্রধান মুসলমানদিগকে ডাকাইয়া আনিলেন। যে পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময় অতীত না হইলে, সে পর্যন্ত তিনি আমন্ত্রিত মুসলমানদিগকে আপনার নিকটে রাখিয়া, শান্তিরক্ষার জন্য পরামর্শ করিতে লাগিলেন। আমন্ত্রিত মুসলমানদিগের অনেকে সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, অনেকে উদ্ধতভাব ও উগ্রপ্রকৃতির পরিচয় দিয়াছিল। মন্ত্রণাসভায় এইরূপ উত্তেজনা প্রযুক্ত কোলাহলে পূর্ণ হইয়াছিল। যাহা হউক, নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইল। ঐ দিনে কোনোরূপ বিপ্লবের সূচনা দেখা গেল না। মুসলমান-দিগের এইরূপ উত্তেজনা, এইরূপ উগ্রভাব, এইরূপ ঔদ্ধত্যের মধ্যে কেবল একজন সমবেদনাপর, সমদর্শী, সৌম্যপ্রকৃতি, শ্বেতকায় পুরুষ গুরুতর কর্তব্যপালনের জন্য দৃঢ়তা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন যে, লোকে তাঁহাদের রাজনীতির দোষে নিরতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছে। উপস্থিত সময়ে তাঁহাদের অসন্তোষ

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

নিবারণ করা সহজ নহে। যখন ধূমায়মান বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন উহা চারিদিকেই আপনার গতি বিস্তার করিবে। এই বিপত্তির সময়ে তিনি যে স্থানান্তর হইতে সাহায্য পাইবেন, এরূপ সম্ভাবনাও অল্প। মাজিস্ট্রেট সাহেবের মনে এইরূপ নানাচিন্তার উদয় হইলেও, তিনি একাকী সেই বিপত্তির সময়ে কর্মক্ষেত্রে সাহসের উপর নির্ভর করিয়া রহিলেন। দুই দিন নিরাপদে অতিবাহিত হইল। দুই দিন এই সাহসী, কর্তব্যনিষ্ঠ ইংরেজ কর্মচারী উত্তেজিত মুসলমানদিগের মধ্যে একাকী রহিলেন। তাঁহার সমদর্শিতা ও সৎস্বভাবের জন্যই হউক, বা একজন নিঃসহায় ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির শোণিতপাত করিলে আপনাদের বীরত্বগৌরব বিলুপ্ত হইবে বলিয়াই হউক, মুসলমানগণ তদীয় অনিষ্টসাধনে অগ্রসর হইল না। যাহা হউক মাজিস্ট্রেট সাহেব বিদেশে বিধর্মী ও বিদ্বিষ্ট লোকের মধ্যে পূর্ববৎ একাকী রহিলেন। বেরেলীর ৬৮-গণিত দলের কতিপয় সিপাহী তাঁহার নিকটে ছিল। কিন্তু ইহাদের উপর তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। পুলিশের নজীবদিগের উপরেও তিনি সর্বাংশে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, বেরেলী হইতে ইঙ্গিত পাইবামাত্র তাঁহার রক্ষণীয় স্থানের লোকেও বিপ্লব ঘটাইবে।

এইরূপ ভাবনাগ্রস্ত হইয়া বদায়ুনের মাজিস্ট্রেট আপনার কর্মস্থলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তৃতীয় দিনে তিনি যখন আত্মীয়-স্বজন-শূন্য স্থলে একাকী ভোজন করিতেছিলেন, তখন দেখিলেন, তাঁহার কোনো স্বদেশীয় ব্যক্তি কতিপয় সওয়ারের সহিত তদীয় গৃহের অভিমুখে আসিতেছেন। আগন্তুক ক্রমে মাজিস্ট্রেটের সমীপবর্তী হইলেন। মাজিস্ট্রেট ইহাঁকে দেখিয়াই হৃষ্ট হইলেন। ইনি এডওয়ার্ডস্ সাহেবের আত্মীয় এবং আগ্রাবিভাগের অন্তর্গত ইটার মাজিস্ট্রেট ফিলিপস্ সাহেব। ইটা বিপ্লব-মগ্ন হইয়াছিল। নরহত্যা, গৃহদাহ, সম্পত্তি লুণ্ঠন প্রভৃতি বিপ্লবের প্রত্যেক কার্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ফিলিপস্ সাহেব এই বিপ্লবে একান্ত বিব্রত হইয়া, তাঁহার আত্মীয়ের নিকটে সাহায্যের আশায় আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে পথে-ঘাটে অনেক বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সিপাহিগণ গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধাচরণে সমুত্থিত হইয়াছিল। ইটার মাজিস্ট্রেট এইরূপে অবলম্বনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। কেবল কতিপয় সওয়ার তাঁহার পক্ষ সমর্থনের জন্য প্রস্তুত ছিল। তিনি এই অবস্থায় তদীয় আত্মীয়ের সমক্ষে সমাগত হইলেন*। এডওয়ার্ডস্ এইরূপ বিপত্তিকালে

---

* পথে ফিলিপস্ সাহেবকে বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। খাসগঞ্জ নামক স্থানে কতকগুলি উদ্ধত ও বিলুণ্ঠনপ্রিয় লোক, কেহ কেহ বন্দুক, কেহ কেহ বা কেবল লাঠি লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। তাঁহার সমভিব্যাহারী সওয়ারগণের জমাদার এই সময়ে সবিশেষ সাহসের পরিচয় দেয়। আক্রমণকারিদিগের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি নিহত হয়। কথিত আছে, ফিলিপস্ সাহেবের হস্তে তিন ব্যক্তি দেহত্যাগ করে। এইরূপে ফিলিপস্ সাহেব ঐ সকল লোককে তাড়িত করিয়া বদায়ুনে উপস্থিত হন। —*William Edwards, Personal adventures p 7.*

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494 / Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

আপনার স্বদেশীয় অধিকন্তু ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সমাগমে সন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির কোনোরূপ উপায় করিতে পারিলেন না। যেখানে সিপাহিগণ গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে সমুখিত হইয়াছিল, উদ্ধত লোকে আপনাদের জিঘাংসা ও বিলুণ্ঠনপ্রবৃত্তির পরিচয় দিয়াছিল, সেইখানে ইরোপীয়গণ আত্মরক্ষার জন্য উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্থানান্তরে শান্তিস্থাপনের দিকে তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল না। তাঁহারা আপনারাই আপনাদের জন্য বিব্রত হইয়া, অপর স্থান হইতে সাহায্য-প্রাপ্তির আশা করিতেছিলেন। এ সময়ে অপর স্থান হইতে সাহায্যপ্রাপ্তির তাদৃশ সম্ভাবনা ছিল না। এডওয়ার্ডস্‌ তাঁহার আত্মীয়কে কহিলেন যে, বেরেলী হইতে সাহায্য পাওয়ার আশা অতি অল্প। কিন্তু তিনি যখন শুনিতে পাইলেন যে, উত্তেজিত লোকে ভিলসা নামক একটি প্রধান বাণিজ্যস্থান আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে, তখন সবিশেষ আগ্রহের সহিত বেরেলীর কমিশনরের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ৩১শে মে রাত্রি নয়টার সময় কমিশনরের নিকট হইতে উত্তর আসিল যে, একদল সিপাহী একজন ইউরোপীয় অফিসরের তত্ত্বাবধানে ম্যাজিস্ট্রেটের সাহায্যের জন্যে বেরেলী হইতে যাত্রা করিতেছে। এই উত্তর পাইয়া বদায়ুন ও ইটার ম্যাজিস্ট্রেটদ্বয় উৎফুল্ল হইলেন। এডওয়ার্ডস্‌ সাহেব সাহায্যকারী সৈনিকদিগের অধিনায়ককে শীঘ্র আনিবার জন্য একজন সওয়ার পাঠাইয়াছিলেন। এদিকে রাত্রি তিনটার সময় ফিলিপস্‌ সাহেব ইটার যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। সুসংবাদে আশ্বস্ত হওয়াতে সেই রাত্রি তাঁহারা প্রশান্তভাবে সুষুপ্তিসুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিশীথ কালের অব্যবহিত পরে তাঁহাদের এই শান্তিসুখের ব্যাঘাত হইল। রাত্রি আড়াইটার সময়ে বদায়ুনের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব শয্যা হইতে উঠিয়া ফিলিপস্‌ সাহেবকে জাগাইবার জন্য আপনার শয়নগৃহ হইতে বহির্গত হইতেছিলেন এই সময়ে একজন চাপরাশি সাতিশয় ব্যাকুলভাবে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিল যে, তিনি যে সওয়ারকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, সে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার নিকটে সংবাদ পাওয়া গেল যে, বেরেলীর সিপাহীরা গবর্নমেন্টের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। তত্রত্য ইউরোপীয়গণ নিহত হইয়াছেন। কারাগারের প্রায় চারি হাজার কয়েদী মুক্তিলাভ করিয়াছে। বেরেলী হইতে বদায়ুনের দিকে প্রায় আট মাইল পর্যন্ত পথ এই সকল বিমুক্ত কয়েদীতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। বেরেলীর উত্তেজিত সিপাহিদিগের একদল ধনাগার বিলুণ্ঠন, কারারুদ্ধদিগের বিমুক্তিসাধন এবং ইউরোপীদিগের নিধনের জন্য বদায়ুনের অভিমুখে আসিতেছে।

সংবাদ পাইয়াই এডওয়ার্ড‌স সাহেব চিন্তিত হইলেন। তিনি ফিলিপস্‌ সাহেবকে জাগাইয়া এই নিদারুণ সমাচার জানাইলেন। ফিলিপস্‌ সাহেব কালবিলম্ব করিলেন না। উত্তেজিত সিপাহী ও উদ্ধত প্রকৃতি লোক কর্তৃক গন্তব্য পথ অবরুদ্ধ হওয়ার পূর্বেই তিনি আপনার কর্মস্থলে উপনীত হইবার জন্য অশ্বারোহণে ত্বরিতগতিতে গঙ্গার তটাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এডওয়ার্ড‌স সাহেব গুরুতর কর্তব্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া কর্মস্থলে রহিলেন। ফিলিপস্‌ সাহেব চলিয়া গেলে দুইজন ইংরেজ নীলকর

Generated on 2019-02-07 14:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

এবং অন্য একজন ইউরোপীয় কর্মচারী এডওয়ার্ডস সাহেবের সহিত সম্মিলিত হইলেন। এ সময়েও এডওয়ার্ডস সাহেব স্থানান্তরে যাইতে ইচ্ছা করেন নাই, যেহেতু এ সময়ে তাঁহার রক্ষণীয় স্থানে বিপ্লবের কোনোরূপ লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় নাই। বদায়ুনের সৈনিক-দলের এতদ্দেশীয় অধিনায়ক তাঁহাকে এ সময়ে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার সৈনিকগণ শেষ সময় পর্যন্ত ধনাগার রক্ষা করিবে। তাহারা কখনো বেরেলীর সিপাহিদিগের কথায় পরিচালিত হইবে না, বা তাহাদের পথানুসরণ করিয়া কোনোরূপ শান্তিভঙ্গ করিবে না। কিন্তু তাঁহার এই কথা শেষে অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। যেদিন এই অধিনায়ক আপনাদের কর্তব্যপরায়ণতা ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, সেই দিন সন্ধ্যাকালে ঘটনাচক্র অন্যদিকে আবর্তিত হইল। বেরেলীর উত্তেজিত সিপাহিগণ তাহাদের বদায়ুনস্থিত সহযোগিদিগকে ফিরিঙ্গির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইল। সুতরাং অবিলম্বে মারাত্মক কার্য অনুষ্ঠিত হইল। উদ্ধত লোকে দলবদ্ধ হইয়া, পরস্ব লুণ্ঠন করিতে লাগিল। প্রায় তিনশত বিমুক্ত কয়েদী মাজিস্ট্রেটের গৃহের চারিদিকে বিকটভাবে চীৎকার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বেরেলীর উত্তেজিত সিপাহিদিগের কেহ কেহ বদায়ুনে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য সিপাহিদিগকে বিপ্লবের কার্যসাধনে উৎসাহিত করিতে লাগিল। সুতরাং মাজিস্ট্রেট সাহেব উপায়ান্তর না দেখিয়া, পলায়নে উদ্যত হইলেন। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া, তিনজন ইউরোপীয় সঙ্গীর সহিত অশ্বারোহণে আপনার গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন; প্রথমে মোরদাবাদের পথে তাঁহাদের যাইবার ইচ্ছা ছিল। তাঁহারা এই উদ্দেশ্যে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময়ে একটি মুসলমান ভদ্রলোক কতিপয় অনুচরের সহিত তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, গন্তব্য-পথ উত্তেজিত সিপাহী ও কারাগার-মুক্ত কয়েদিগণে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, অতএব এ সময়ে কোথাও না গিয়া, তাঁহার গৃহে আত্মগোপন করা সঙ্গত। এই মুসলমান সর্দারের বাড়ি বদায়ুনের প্রায় তিন মাইল দূরবর্তী শেখপুরা নামক স্থানে ছিল। মাজিস্ট্রেট সাহেব তাঁহার বাড়িতে যাইতে সম্মত হইলেন। তিনি স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহারা যখন শেখপুরার অভিমুখে প্রস্থান করেন, তখন উচ্ছৃংখল লোকে বিলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাঁহার চাপরাশিরা পর্যন্ত তদীয় সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতেছিল। এডওয়ার্ডস সাহেব চারিদিকে এইরূপ লুঠতরাজ দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন। বিশেষতঃ তদীয় অনুগত লোকের ব্যবহার দর্শনে তাঁহার সাতিশয় ক্রোধ হইল। কিন্তু এখন ক্রোধ প্রকাশের সময় ছিল না, অপরাধীদিগের শাস্তিবিধানেরও সুযোগ ছিল না। মাজিস্ট্রেট সাহেব আপনার প্রাণের দায়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং তিনি কোনো দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া প্রাণরক্ষার জন্য শেখপুরার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; সকলে নির্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইয়া অশ্ব হইতে নামিয়াছেন, এমন সময়ে পূর্বোক্ত শেখের ভ্রাতা আসিয়া তাঁহাদিগকে বিনয়ের সহিত বলিলেন যে, এত লোকে এই স্থানে অবস্থিতি করিলে, উত্তেজিত সিপাহিরা নিঃসন্দেহে তাঁহাদের সন্ধান পাইবে। অতএব গঙ্গার বামতটে—এই স্থান হইতে প্রায় আঠার মাইল দূরে অন্য একটি পল্লীতে

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

তাঁহাদের অবস্থিতি করাই শ্রেয়ঃ। বলা বাহুল্য যে, এই পল্লীও শেখদিগের অধিকারের মধ্যে ছিল। এডওয়ার্ডস সাহেব প্রথমে এই প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন এবং এইরূপ অনাতিথেয়তার জন্য উপস্থিত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে শেখপুরার সর্দারকে অনেক বলিলেন। কিন্তু শেখ-প্রধান তাঁহার কথায় বিচলিত হইলেন না। তিনি কেবল মাজিস্ট্রেটকে আশ্রয় দিতে প্রস্তুত ছিলেন; উত্তেজিত সিপাহিদিগের ভয়ে মাজিস্ট্রেটের সঙ্গীদিগকে আশ্রয় দিতে সম্মত ছিলেন না। এদিকে সঙ্গীরা মাজিস্ট্রেটকে ছাড়িতে একান্ত অসম্মত ছিলেন। পক্ষান্তরে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে মাজিস্ট্রেটেরও ইচ্ছা ছিল না। সুতরাং মাজিস্ট্রেট বাধ্য হইয়া সঙ্গীদিগের সহিত আবার আঠার মাইল দূরবর্তী পূর্বোক্ত পল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এখন তাঁহাকে অদৃষ্টের নিকটে মস্তক অবনত করিতে হইল। তিনি আপনার ক্ষমতা, আপনার প্রাধান্য, আপনার পদ-গৌরব, আপনার সম্পত্তি—সমস্ত বিষয়েই বিসর্জন দিয়া, আপনার জীবন—কেবল জীবন রক্ষার জন্য জাতীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগপূর্বক হিন্দুস্থানী পরিচ্ছদ পরিয়া আত্মগোপন করিলেন। তাঁহার পরবর্তী অবস্থার বিষয় স্থানান্তরে বর্ণিত হইবে।

মাজিস্ট্রেটের পলায়নের পর বদায়ুনে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনীয়। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, উত্তেজিত সিপাহিগণ কয়েদিদিগের অবরোধ মোচন করিয়াছিল। বিমুক্ত কয়েদিগণ অপরের সম্পত্তি লুণ্ঠন ও ইউরোপীয়দিগের নিধনের আশায় চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। উচ্ছৃংখল লোকে দলবদ্ধ হইয়া, লুঠতরাজে ব্যাপৃত ছিল। গবর্নমেণ্টের ধনাগার সর্বপ্রথম ইহাদের লক্ষ্য হইয়াছিল। কিন্তু মাজিস্ট্রেট সাহেব পূর্বেই এ বিষয়ে সাবধান হইয়াছিলেন। ভাবী বিপদ বুঝিতে পারিয়া, তিনি জমিদারদিগের নিকট হইতে কিস্তির খাজনা গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং বিলুণ্ঠন-প্রিয় লোকে এখন ধনাগারে অর্থের অল্পতা দেখিয়া, একান্ত হতাশ্বাস হইল। কিন্তু তাহারা নানাস্থানে উৎপাত করিয়া বেড়াইতে পরাঙ্মুখ হইল না। সমগ্র জেলা শৃংখলাশূন্য, অশান্তিময় ও ঘোরতর বিপ্লবে অরাজক হইয়া পড়িল। নিম্নশ্রেণীর প্রায় সমস্ত লোকে স্ব-প্রধান হইয়া, আপনাদের ক্ষমতা বিস্তারে উদ্যত হইল। সিপাহিরা দিল্লীতে প্রস্থান করিলেও জনসাধারণের উচ্ছৃংখলভাবে ঘোরতর বিপ্লবের ভয়ঙ্কর দৃশ্য তিরোহিত হইল না। খাঁ বাহাদুরের আধিপত্য প্রকাশ্যরূপে ঘোষণা করা হইল। নূতন রাজকীয় কার্যের জন্য কর্মচারিগণ নিয়োজিত হইতে লাগিল। অভিনব অধিপতির নামে রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা হইল। সমগ্র বিভাগ সহসা যেন এক অচিন্ত্যপূর্ব শক্তিতে ইংরেজের অধিকার-ভ্রষ্ট হইয়া ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিল।

এই অবসরে খাঁ বাহাদুর খাঁ আপনার প্রাধান্য বদ্ধমূল করিতে সচেষ্ট হইলেন। রোহিলখণ্ডে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা অধিক ছিল। খাঁ বাহাদুর খাঁ সর্বপ্রথম হিন্দুদিগকে যেরূপ আশ্বস্ত, সেইরূপ ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের উপর বিদ্বিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি এই বলিয়া ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, যদি হিন্দুগণ এই সকল বিধর্মী ফিরিঙ্গিদিগকে নিহত বা দেশ হইতে তাড়িত করে, তাহা হইলে তাহাদের দেশহিতৈষিতার পুরস্কার স্বরূপ গোহত্যার প্রথা নিবারণ করা

Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

হইবে। যদি কোনো হিন্দু উপস্থিত বিষয়ে নিশ্চেষ্ট হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রথা পুনঃপ্রবর্তিত হইবে ; এবং যদি কোনো হিন্দু এই ঘোষণাপত্রের বিরুদ্ধে কার্য করে, তাহা হইলে তাহার ছয় মাস কারাবাস ও জরিমানা হইবে। রোহিলখণ্ডের হিন্দুগণ সংখ্যায় অধিক হইলেও, মুসলমানের ন্যায় যুদ্ধপ্রিয় বা উদ্ধতপ্রকৃতি ছিল না। ইহাদের অনেকে প্রশান্তভাবে কৃষিকার্যে, শিল্পকর্মে বা বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিত। ইহাদের আচারব্যবহারে কৃষাণজনোচিত নিরীহভাবের নিদর্শন লক্ষিত হইত। কিন্তু মুসলমানগণ ইহার বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত ছিল। ইহারা যেরূপ উদ্ধত ও ভয়ঙ্করস্বভাব সেইরূপ অস্ত্রপ্রয়োগে সুদক্ষ ছিল। সুতরাং মুসলমানগণ তাদৃশ বিঘ্নবিপত্তির আশঙ্কা না করিয়া সর্বত্র আপনাদের ঘোষণাপত্র প্রচার করিল।

কিন্তু খাঁ বাহাদুর খাঁ কেবল আপনার ক্ষমতার উপর নির্ভর করিলেন না। তিনি শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়া, কুট-রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় কর্মক্ষেত্রে চাতুরীর পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এ সম্বন্ধে কে সাহেব স্ব প্রণীত ইতিহাসে এইভাবে লিখিয়াছেন যে, তাহাদের উদ্বোধ হইয়াছিল যে, খ্রীষ্টানেরা হিন্দুদিগের নিকটে পূর্বোক্তরূপ প্রতিশ্রুতি করিয়া মুসলমানদিগের ক্ষমতা পর্যুদস্ত করিবার চেষ্টা করিতে পারে, সুতরাং তাহারা হিন্দুদিগকে আপনাদের পক্ষে রাখিবার জন্য পুনর্বার এইভাবে ঘোষণাপত্র প্রচার করিল,—"যদি ইংরেজেরা হিন্দুদিগের সমক্ষে আমাদের ন্যায় অঙ্গীকার করিয়া, তাহাদিগকে মুসলমানগণের বিরুদ্ধাচরণে প্রবর্তিত করিবার জন্য উত্তেজিত করে, তাহা হইলে অভিজ্ঞ হিন্দুগণ বিবেচনা করিবেন যে, ইংরেজেরা ঐরূপ করিলে হিন্দুগণ নিঃসন্দেহে প্রতারিত হইবে। ইংরেজেরা কখনো আপনাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবে না। তাহারা প্রতারক ও ভণ্ড। এই সকল প্রতারক ইংরেজগণ আমাদের স্বদেশীয়গণ দ্বারা সর্বদাই আপনাদের অভীষ্ট সাধন করিয়া লইতেছে। আপনাদের মধ্যে কাহারও উপস্থিত সুযোগ পরিত্যাগ করা উচিত নয়। এই সুযোগে আমাদের অভীষ্টকর্ম সম্পাদন করা কর্তব্য।" কে সাহেব স্বপ্রণীত ইতিহাসে এ বিষয়ে এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, "আমাদের ইংরেজী প্রথানুসারে যে সকল ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয়, তৎসমুদয়ের ভাব নিঃসন্দেহ এই সকল ঘোষণাপত্রে পরিগৃহীত হইয়াছে, সাধারণতঃ ইংরেজদিগের বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষীয়গণ মিথ্যাবাদী। ভারতবর্ষীয়গণ যে, এই মিথ্যা-পবাদের বিনিময়ে আমাদিগকে ঐরূপ অপবাদ দূষিত করিয়াছে, তাহাতে আমাদের অভিযোগ করিবার কোনো কারণ নাই। অধিকন্তু ভারতবর্ষীয়গণ মুসলমানদিগের আধিপত্যকালে যে কেবল কষ্ট সহ্য করিয়াছে, তাহা আমরা সর্বদাই তাহাদের মনে করিয়া দিয়া থাকি এবং নির্বন্ধসহকারে বলিয়া থাকি যে, কেবল ইংরেজ গবর্নমেণ্টের স্থায়িত্বের উপরই তাহাদের যাবতীয় আশা ও সুখ নির্ভর করিতেছে। মুসলমানগণ যে, এ বিষয়ে আমাদের পথানুসরণ করিয়া, হিন্দুদিগকে বলিবে যে ইংরেজদিগের নিষ্কাশন ও মুসলমানদিগের আধিপত্য রক্ষণের উপরই তাহাদের প্রকৃত মঙ্গল নির্ভর করিতেছে, তাহা স্বাভাবিক ও মার্জনীয়। আমাদিগকে বিবিধ বিষয়ে অপরাধী করা হইয়াছে। এইভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ইংরেজেরা অন্যান্য জাতির চিরন্তন

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

রীতিনীতির বিলোপ করে। অনন্তর হিন্দুদিগকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আমরা হিন্দু বিধবার বিবাহের অনুমোদন করিয়াছি. জোর করিয়া সতীদাহ-প্রথা তুলিয়া দিয়াছি ; হিন্দুদিগকে উন্নতির আশায় প্রলুব্ধ করিয়া আমাদের ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছি ; অধিকন্তু আমরা এই নিয়ম করিয়াছি যে, যখন কোনো রাজার অপুত্রকাবস্থায় দেহত্যাগ হইবে, তখন তাহার বিধবা-পত্নী দত্তকপুত্র গ্রহণ করিতে পারিবে না। তদীয় যাবতীয় সম্পত্তি ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের অধীন হইবে। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, রাজাদিগকে তাহাদের সম্পত্তি ও রাজ্যে বঞ্চিত করিবার জন্যই ইংরেজদিগের এই নিয়ম প্রণীত হইয়াছে। এইরূপে ইংরেজেরা নাগপুর এবং লক্ষ্ণৌ অধিকার করিয়াছে। রাজগণ ! আপনাদের ধর্মনাশ করিবার জন্য তাহাদের অভিসন্ধি স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। আপনাদের সকলেরই জানা উচিত যে, যদি এই সকল ইংরেজকে ভারতবর্ষে থাকিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারা আপনাদের সকলকেই নিহত করিবে। এবং আপনাদের ধর্ম নষ্ট করিয়া ফেলিবে*।" মুসলমানগণ এই ভাবে ঘোষণা করিয়া স্বজাতির লোককে যেমন উত্তেজিত করিয়াছিল, সেইরূপ হিন্দুদিগকে আপনাদের দলভুক্ত করিবার জন্য যত্নশীল হইয়াছিল। অধিকন্তু তাহারা এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সকলকে এই কথা বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিল যে, যাহারা এই কার্যে ইচ্ছাপূর্বক একটি পয়সা দিবে, তাহারা শেষ বিচারের দিন ঈশ্বরের নিকট হইতে সাতশত পয়সা পাইবে, এবং যাহারা এই উদ্দেশ্যে এক টাকা দিবে, তাহারা ঈশ্বরের নিকট হইতে সাতশত টাকা লাভ করিবে**। পূর্বোক্ত ইংরেজ ঐতিহাসিক এই ঘোষণাপত্র সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন যে, অভিনব শাসনকর্তার আধিপত্যকালে অর্থাভাব ঘটিয়াছিল; ধনাগারে টাকা মজুত ছিল না সুতরাং এজন্য ঈশ্বরের হস্ত হইতে শেষ পুরস্কার প্রাপ্তির আশা দিয়া সাধারণকে অর্থদানের জন্য উৎসাহিত করা হইয়াছিল কিন্তু ইহাতে অভীষ্ট ফললাভ হইয়াছিল কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। যেহেতু, সাধারণে ইহাতে সবিশেষ উৎসাহিত হইয়া উঠে নাই। ধনাগারে আশানুরূপ অর্থ সংগৃহীত হয় নাই। যাহা হউক—প্রতিদিন, প্রতিসপ্তাহ, প্রতিমাস, রোহিলখণ্ডে অভিনব শাসন প্রণালীর অনুসারে কার্যনির্বাহ হইতে লাগিল। ইংরেজদের মধ্যে যাঁহারা জীবিত ছিলেন, তাঁহারা ছদ্মবেশে এখানে-ওখানে লুক্কায়িতভাবে থাকিয়া, এতদ্দেশীয়দিগের অসীম করুণায় আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন।

ফরাক্কাবাদ

ইহার মধ্যে ফরাক্কাবাদে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিল। ফরাক্কাবাদ আগ্রাবিভাগের অন্তর্গত। জাহ্নবীর জলপ্রবাহ এই জনপদকে রোহিলখণ্ড হইতে বিযুক্ত করিতেছে। কিন্তু ভৌগোলিক সীমা অনুসারে ইহা রোহিলখণ্ডের অন্তর্বর্তী এবং রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত বিভাগ অনুসারে ইহা রোহিলখণ্ডের অধীন না হইলেও, সামাজিক বিষয়ে ইহা রোহিলখণ্ডেরই অনুরূপ ছিল। রোহিল-

* *Kaye, Sepoy War, Vol. III. pp. 289-91.*

** *Ibid, p. 291.* কথিত আছে এই ঘোষণাপত্র খাঁ বাহাদুর খাঁর দপ্তরে পাওয়া যায়। মোরাদাবাদের জজ উইলসন সাহেব উহার অনুবাদ করেন।

Generated on 2019-02-07 14:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

খণ্ডের ন্যায় ফরাক্কাবাদ মুসলমানপ্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত, রোহিলখণ্ডের মুসলমানদিগের ন্যায় ফরাক্কাবাদের মুসলমানদিগের ক্ষমতাও অধিকতর ছিল এবং রোহিলখণ্ডের ন্যায় ফরাক্কাবাদেও মুসলমানগণ সর্বদা আপনাদের উদ্ধতভাবের পরিচয় দিত। যখন ইংরেজের আধিপত্যের সূত্রপাত হয়, তখন এই জনপদ সাতিশয় উচ্ছৃঙ্খল ও গোলযোগপূর্ণ ছিল। চুরি, ডাকাতি ও সময়ে সময়ে নরহত্যাও হইত। ইংরেজের আধিপত্য বদ্ধমূল হইলে, এই সকল উপদ্রব নিরাকৃত হয়। কিন্তু অধিবাসিদিগের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয় নাই। উদ্ধত মুসলমানগণ স্বপ্রধানভাবে কার্য করিতে ভালবাসিত। সুতরাং তাহারা শ্বেতকায়ের প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না। স্বদেশ হইতে শ্বেতকায়দিগকে নিষ্কাশিত করিতে তাহাদের আগ্রহ পরিস্ফুট হইত। তাহারা আপনাদের অভীষ্টসাধনের জন্য সুসময়ের প্রতীক্ষায় ছিল। এখন সেই সুসময় উপস্থিত হইল। মে মাস শেষ হইবার পূর্বেই সমগ্র বিভাগ ভয়ঙ্কর বিপ্লবে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। ফরাক্কাবাদে প্রাচীন নবাববংশের অনেক লোক ছিল। সময়ের পরিবর্তনে ইহাঁদের দুরবস্থা ঘটিয়াছিল। কিন্তু দুরবস্থায় পতিত হইলেও, বিগত সম্মান, সমৃদ্ধি ও বংশগৌরবের বিষয় ইহাদের স্মৃতিপট হইতে অপসারিত হয় নাই। ইহাঁরা কুলমর্যাদায় এরূপ আত্মহারা ছিলেন যে, কোনো কর্মে নিয়োজিত হইয়া পরিশ্রম করিতে ইচ্ছা করিতেন না, এবং এরূপ দরিদ্র ছিলেন যে, কিছুতেই ইহাঁদের সন্তোষলাভ হইত না। এই সকল নিশ্চেষ্ট, নিরবলম্ব ও সর্বাংশে নিষ্কর্মা লোক আপনাদের অভীষ্ট-সিদ্ধির আশায় শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট করিতে উদ্যত হয়। ফরাক্কাবাদে ১০-সংখ্যক সিপাহিদল অবস্থিতি করিতেছিল। ইহারা সর্বপ্রথম গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয় নাই। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে যখন উদ্ধত পরস্বাপহারিগণ পল্লী সকল দগ্ধ করিতেছিল এবং সর্বত্র লুঠতরাজে ব্যাপৃত ছিল, তখন সিপাহিরা ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে নাই। সিপাহিদিগের বিরুদ্ধাচরণের এক মাস পূর্বে উদ্ধত ও অশান্ত-প্রকৃতি লোকে বিপ্লব ঘটাইয়াছিল।

যেখানে বহুসংখ্যক অসমসাহসী ও দুর্বৃত্ত লোকের অধিবাস, সেখানে সামান্য সূত্রেই সাতিশয় গোলযোগ ঘটে। গোলযোগের সূত্রপাত হইলেই দৌরাত্মপ্রিয় লোকে আপনাদের কল্পনাবলে নানাবিধ অলীক বিষয়ের প্রচার পূর্বক পার্শ্ববর্তী অধিবাসি-দিগকে উত্তেজিত করিতে থাকে। যাহারা অপরের অর্থে আপনাদের উদ্দাম ভোগলালসার তৃপ্তিসাধনে ইচ্ছা করে, পূর্বতন বিদ্বেষভাব বশতঃই হউক, জিঘাংসার পরিতৃপ্তির জন্যই হউক, বা আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই হউক, সমস্ত বিষয় উচ্ছৃঙ্খল ও সমগ্র জনপদ উপদ্রবময় করে, নানারূপ অলীক ও অদ্ভুত কথায় লোকের মন বিচলিত করাই তাহাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হয়। ফরক্কাবাদ এইরূপ দুশ্চরিত্র ও দুষ্কর্মসাধনে কৃতহস্ত লোকের কল্পনার লীলাক্ষেত্র হইয়াছিল। ১৮৫৭ অব্দের প্রারম্ভে এই বিভাগের অধিবাসিদিগের মধ্যে সাতিশয় উত্তেজনার সঞ্চার হয় এবং এই বিভাগে নিরতিশয় অদ্ভুত জনরব প্রচারিত হইতে থাকে। অশিক্ষিত অদূরদর্শী ও সর্বদা কৌতুহলপর মানব সাধারণকে আতঙ্কগ্রস্ত করিবার জন্য আপনাদের কল্পনায়

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

যতদূর বিস্ময়কর বিষয়ের অবতারণা করিতে পারে, ফরক্কাবাদে ততদূর বিস্ময়জনক কিংবদন্তীর প্রচার হইয়াছিল। সিপাহী যুদ্ধের প্রারম্ভে বাজারে, পল্লীতে, সাধারণের সম্মিলনস্থানে প্রথমেই গুজব উঠিয়াছিল যে, ফিরিঙ্গিগণ সাধারণের জাতিনাশ ও ধর্মনাশ করিবার জন্য লোকের প্রধান খাদ্য ময়দার সহিত অস্থিচূর্ণ মিশাইয়া দিয়াছে, এবং প্রধান পানীয় কূপোদক গোরু ও শূকরের মাংসে অপবিত্র করিয়াছে। এই অপবিত্র খাদ্য ও পানীয়ের কথা ফরক্কাবাদের দুরাচার লোকের অভীষ্টসিদ্ধির পক্ষে যেরূপ কার্যকর হইয়াছিল, সমগ্র দেশের অন্য কোনো স্থানে সেইরূপ হয় নাই। অধিকন্তু ফরক্কাবাদে ইহার উপর আর একটি অদ্ভুত জনরব প্রচার হইয়াছিল। সাধারণের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ইংরেজ গবর্নমেন্ট রূপার হলকরা চামড়ার টাকা বাহির করিয়াছেন। ওয়েলার নামক একজন ইঞ্জিনিয়ার মার্চ মাসে ফতেগড়ে ছিলেন। একজন মহাজন অস্থিচূর্ণমিশ্রিত ময়দা এবং ভারতবর্ষীয়দিগের জাতিনাশ সম্বন্ধে ইংরেজদিগের অন্যান্য কুঅভিসন্ধির বিষয় জানিবার জন্য তাঁহার নিকটে গমন করেন। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তাঁহাকে স্পষ্টাক্ষরে কহেন যে, এই সকল জনরব নিতান্ত অমূলক। কিন্তু ইহাতে মহাজনের বিশ্বাস হয় নাই। তিনি ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে দৃঢ়তার সহিত কহেন,—'আপনি জানেন যে গবর্নমেন্ট চামড়ার টাকা বাহির করিয়াছেন এবং দেশের সমস্ত রূপা সংগ্রহ করিয়া লইবার সঙ্কল্প করিতেছেন।' ওয়েলার সাহেব এই কথায় উচ্চহাস্য করিয়া উঠেন, কিন্তু মহাজন ঘাড় নাড়িয়া কহেন যে, তিনি এই টাকা নিজে দেখিয়াছেন, এবং এইরূপ কতকগুলি টাকা তাঁহার নিকটেও আছে। মহাজনের এই কথা শুনিয়া ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কহেন—"আপনি উহা যত পারেন আনিয়া দিন। উহার প্রত্যেকটির জন্য আমি আপনাকে চৌদ্দ আনা করিয়া দিব।" মহাজন বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু আর ফিরিয়া আসিলেন না। চামড়ার টাকা ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের দৃষ্টিগোচর হইল না*। এই জনরবের মূল নির্ণীত হয় নাই। ইহা যে বিপ্লবপ্রয়াসী লোকের অপূর্ব কল্পনায় উৎপন্ন হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। জনরবের মূল যাহাই হউক না কেন, কিন্তু ইহাতে উদ্ভাবনকারীর কল্পনাচাতুরীর প্রশংসা করিতে হয়। লোকে এইরূপ জনরব প্রচার করিয়া বাণিজ্যসংক্রান্ত বিষয়ে ব্যাঘাত জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। ইহাতে মহাজনগণ যেরূপ ভীত হইয়াছিল, সাধারণ লোকেও সেইরূপ অপবিত্র দ্রব্যের ব্যবহারের আশঙ্কায় নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল।

আগ্রা বিভাগের অন্তর্গত আর একটি প্রধান নগরে এই সময় মহাবিপ্লবের পূর্ণ বিকাশ হয়। এই নগর শাজাহানপুরের পশ্চিম মাইল দূরে গঙ্গার দক্ষিণতটে অবস্থিত। ইহার ছয় মাইল দূরে পাঠান নবাবদিগের বাসস্থান ফরক্কাবাদ রহিয়াছে। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ফরক্কাবাদের পাঠানগণ সাতিশয় উদ্ধত ও অশান্ত ছিল। ইহাদের ঔদ্ধত্য ও অশান্তভাব প্রবল হওয়াতে পার্শ্ববর্তী নগরে ভয়াবহ কাণ্ড সংঘটিত হয়।

* *Kaye, Sepoy War, Vol III, p. 293.*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494 / Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ফতেগড় জেলায় দশ লক্ষের অধিক লোকের অধিবাস ছিল। ইহার দশ ভাগের এক ভাগ মুসলমান! এই মুসলমানগণই প্রধানতঃ ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বিপত্তির কারণ হয়। এই নগর কামানের গাড়ির কারখানার জন্য প্রসিদ্ধ। গোলন্দাজ-দলের একজন ইংরেজ সৈনিক-পুরুষ উপস্থিত সময়ে এই কারখানার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। ১০-সংখ্যক সিপাহি-দল এবং একদল গোলন্দাজ সৈন্য ফতেগড়ে অবস্থিতি করিতেছিল। কর্নেল স্মিথ পদাতিক-দলের অধিনায়ক ছিলেন। কর্নেল স্মিথের বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার সৈনিক-দল জাতিভ্রষ্ট হইয়া অপরাপর সিপাহিদলের নিকটে অবজ্ঞাত রহিয়াছে। যেহেতু তাহারা ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে যাইবার জন্য "কালাপানি" পার হইয়াছিল। আপনাদের সমাজের রীতিবিরুদ্ধ কার্য করাতে ইহারা সকল বিষয়ই অপরাপর সিপাহিগণ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবে। কিন্তু অধিনায়কের এইরূপ বিশ্বাস শেষে অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এ সময়ে আচারগত কোনোরূপ পার্থক্য, কোনোরূপ বৈষম্য, কোনো মতভেদ, পরস্পরকে বিচ্ছিন্নভাবে রাখিতে পারে নাই। কোন অচিন্ত্যপূর্ব হেতু যেন সমস্ত পার্থক্য-বন্ধনের উচ্ছেদ করিয়া সকলকে এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এক মহাকেন্দ্রে সন্নিবেশিত করিয়াছিল। যাহারা জাতিগত, আচারগত ও ধর্মানুশাসনগত বৈষম্য দেখিয়া সিপাহিদিগকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবিয়াছিলেন, তাহারা এই বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়কে এক মহাক্ষেত্রে এক মহাদলে পরিণত দেখিয়া বিস্মিত হন; এবং যে বিচ্ছিন্নভাবের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা আশ্বস্তহৃদয়ে ছিলেন, তাহা এই অভাবনীয় কারণে পরস্পর সংযোজিত লইয়া, তাঁহাদিগকে গভীর বিপত্তিসাগরে নিমজ্জিত করে।

১০ই মে মিরাটের ঘটনা ফতেগড়ের সিপাহিদিগের গোচর হয়। এই সংবাদ যেন তাড়িতবেগে তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে! তাহারা সে সময়ে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেও বাহিরে উত্তেজনার কোনরূপ নিদর্শন দেখায় নাই। মে মাস এইরূপে অতিবাহিত হয়, ৩রা জুন তাহারা বেরেলী ও শাজাহানপুরের সংবাদ অবগত হয়। এই সংবাদে তাহাদের হৃদয় ক্রমে অস্থির হইতে থাকে। এদিকে তাহাদের অধিনায়ক দেখিলেন যে, সমগ্র অযোধ্যা বিপ্লবে বিশৃংখল হইয়াছে। রোহিলখণ্ডও বিপ্লবের রঙ্গভূমি হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং ফরক্কাবাদের আশা কোথায়? এ সময়ে নিশ্চেষ্টভাবে থাকা কোনোরূপে বিধেয় নহে। এইরূপ ভাবিয়া কর্নেল স্মিত মহিলা, বালক-বালিকা এবং যুদ্ধে অসমর্থ লোকদিগকে নৌকায় করিয়া, কানপুরের প্রধান সৈনিক-নিবাসে পাঠাইবার ইচ্ছা করিলেন। জানা গিয়াছিল যে, কানপুরের সৈনিক-নিবাস নিরাপদ রহিয়াছে। ঐ স্থানে ইউরোপীয় সৈনিকগণ উপস্থিত হইয়াছে এবং আরও অধিক-সংখ্যক ইউরোপীয় সৈনিক-পুরুষ ঐ স্থলে আসিতেছে। সুতরাং কর্নেল স্মিথ অবিলম্বে আপনার সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে উদ্যত হইলেন। ছোট-বড় বিভিন্ন রকমের বার-তেরখানি নৌকা প্রস্তুত হইল। অধিনায়ক রক্ষণীয় লোকদিগকে ঐ সকল নৌকা দ্বারা স্থানান্তরিত করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। ৪ঠা জুন রাত্রি একটার সময় একশত সত্তরজন নৌকায় আরোহণ করিলেন। গভীর নিশীথে—গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে বালক-বালিকা

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ও যুদ্ধানভিজ্ঞ নিরীহ জীব আপনাদের জীবনের জন্য নিরাপদ স্থানে আশ্রয়লাভের আশায় বিপত্তিময় ফতেগড় পরিত্যাগ করিল।

এদিকে ফতেগড়ের সিপাহিগণ আপাততঃ নীরবে ও নিশ্চেষ্টভাবে রহিল। কিন্তু সকল দিক দেখিয়া, তাহাদের অধিনায়ক এইরূপ নিশ্চেষ্টভাবে অসাবধান বা যথোচিত কর্তব্যসাধনে উদাসীন রহিলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, মুহূর্ত-মধ্যেই সৈনিকদিগের প্রশান্তভাব অন্তর্হিত হইতে পারে। মুহূর্তমধ্যেই তাহারা ঔদাস্য পরিত্যাগ করিয়া, সংহারিণীশক্তির পরিচয় দিতে পারে, যেদিন নৌকাগুলি পলাতকদিগকে লইয়া ফতেপুর পরিত্যাগ করে, সেইদিন কর্নেল স্মিথ গবর্নমেণ্টের টাকা দুর্গে লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সিপাহিগণ বাধা দেওয়াতে এই কার্য সম্পন্ন হয় নাই। পক্ষান্তরে এই সকল সিপাহী বাহিরে আপনাদের সৌজন্য ও বিশ্বস্তভাব প্রকাশ করে। ১৬ই জুন তাহারা আপনাদের অধিনায়কের হস্তে একখানি পত্র সমর্পণ করে। এই পত্র অযোধ্যার অন্তর্গত সীতাপুর নামক স্থানের ৪১-সংখ্যক সিপাহিদলের সুবাদার তাহাদিগের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। সুবাদার এই পত্রে উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, তিনি এবং তাহার সৈনিক-দল কোম্পানির অধীনতার উচ্ছেদ করিয়া, ফতেগড়ের কয়েক মাইল দূরে আসিয়াছেন। এখন ১০-সংখ্যক সিপাহি-দল যেন অফিসরদিগকে নিহত ও ধনাগারের অর্থ হস্তগত করিয়া, তাহাদের সহিত সম্মিলিত হয়। ১০-সংখ্যক সিপাহি-দলের যে অফিসর এই পত্রের বিষয় কর্নেল স্মিথের গোচর করেন, তিনি উক্ত ইংরেজ অধিনায়ককে স্পষ্টভাবে কহেন, উপস্থিত পত্রের উত্তর এইভাবে দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা বহু বৎসর কোম্পানির কার্য করিয়াছে, এখন বিশ্বাসঘাতক হইতে পারে না। ৪১-সংখ্যক সিপাহীরা যদি অগ্রসর হয়, তাহা হইলে তাহারা সদলে তাহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে। ইহার পরক্ষণে কর্নেল স্মিথ গঙ্গার নৌসেতু ভাঙিয়া ফেলিতে উদ্যত হন, এই সেতু দ্বারা অযোধ্যার সহিত ফতেগড়ের সংযোগ ছিল। অযোধ্যা উত্তেজিত সিপাহি-দলে পরিপূর্ণ ছিল। সুতরাং ঐ প্রদেশ হইতে ফতেগড়ের গন্তব্য-পথ অবরুদ্ধ করাই সঙ্গত বোধ হইয়াছিল। কর্নেল স্মিথ যখন অযোধ্যার সহিত ফতেগড়ের সংযোগের প্রধান অবলম্বন নৌসেতুর ধ্বংসসাধনে উদ্যত হন, তখন তদীয় সিপাহি-দল তাঁহার যথোচিত সাহায্য করে। কিন্তু জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ অতীত হইলেই সমস্ত আশা অন্তর্হিত হয়। মহাবিপ্লবসাগরের প্রবল তরঙ্গ ক্রমে ফতেগড়ের নিকটবর্তী হইতে থাকে। ১০-সংখ্যক সিপাহি-দল এই তরঙ্গের গতিরোধ করা অসম্ভব মনে করিয়া উহার সহিত মিশিয়া যায়। নৌসেতুর ধ্বংস হইলেই উক্ত সিপাহি-দলের এতদ্দেশীয় অফিসরগণ কর্নেল স্মিথকে কহেন যে, সময় অতীত হইয়াছে, এখন তাঁহার এবং তদীয় অধীন লোকের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ।

সিপাহিগণ যখন স্পষ্টভাবে আপনাদের মনোগত কথা বলিল, তখন কর্ণেল স্মিথ আর কোনো দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, আপনার অধীন লোকের সহিত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, তাঁহাকে এই দুর্গে থাকিয়াই বহুসংখ্যক

Digitized by Google　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

লোকের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে, কিন্তু দুর্গ দৃঢ় ছিল না। যথোপযুক্ত অস্ত্রাদি যথাস্থানে সন্নিবেশিত ছিল না। খাদ্যসামগ্রীও পর্যাপ্তপরিমাণে সংগৃহীত ছিল না। বহুকষ্টে ১১-সংখ্যক দলের একজন সিপাহীর সাহায্যে চল্লিশ-পঞ্চাশটি মেষ দুর্গপ্রাচীরের অভ্যন্তরে লইয়া যাওয়া হইল। একশত কুড়িজন খ্রীস্টান দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে এক-চতুর্থাংশ অস্ত্রধারণে সমর্থ ছিল। অবশিষ্ট প্রধানতঃ মহিলা ও বালক-বালিকা। কর্নেল স্মিথ অস্ত্রধারণে সমর্থ লোকদিগকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া, আত্মরক্ষায় উদ্যত হইলেন।

দুর্গস্থিত ইংরেজ অধিনায়ক যখন এইরূপে লোকের সন্নিবেশ, খাদ্যের আয়োজন ও অস্ত্রাদির সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন ১০-সংখ্যক সিপাহি-দল প্রকাশ্যভাবে গবর্নমেন্টের বিরোধী হইয়া উঠিল। ফরক্কাবাদের নবাব তফ্‌ফুজল হোসেন খাঁ পূর্বেই গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, এখন ১০-সংখ্যক দলের সিপাহিগণ যাঁহার অনুবর্তী হইল। তাহারা সম্মানসূচক তোপধ্বনি করিয়া নবাবকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিল। তাহারা আপনাদের দল পরিপুষ্টির জন্য কারাগারের কয়েদিদিগকে ছাড়িয়া দিল। তাহারা উদ্দাম লালসার তৃপ্তির জন্য ধনাগারের অর্থরাশি আপনাদের অধিকারে রাখিল। পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের পুত্র মহারাজ দলীপ সিংহের মণিমুক্তা ও অন্যান্য বহুমূল্য দ্রব্য এইস্থানে ছিল। উহাও তাহাদের অধিকৃত হইল। এইরূপে তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। তাহারা নবাবের প্রাধান্য ঘোষণা করিল বটে, কিন্তু ধনাগারের একটি টাকাও নবাবকে দিতে সম্মত হইল না। এদিকে সীতাপুরের ৪১-সংখ্যক সিপাহি-দল নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া, ফরাক্কাবাদে উপস্থিত হইল। ১০-সংখ্যক দলের সিপাহিগণ ইহাদিগকে আপনাদের অধিকৃত অর্থের অংশ দিতে সম্মত হইল না। ৪১-সংখ্যক দলের সিপাহীরা এজন্য ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং ইউরোপীয় অফিসরদিগকে অক্ষতশরীরে ছাড়িয়া দিয়াছে বলিয়া, তাহাদিগকে যথোচিত ভর্ৎসনা করিল। কিন্তু ১০-সংখ্যক দলের সিপাহিগণ এই তিরস্কার-বাক্যে কর্ণপাত করিল না। তাহারা অর্থের লালসায় অধিনায়কদিগের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এখন অর্থলাভের সহিত তাহাদের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হইয়াছিল। তাহারা ইউরোপীয়দিগের শোণিতপাতে আগ্রহ প্রকাশ করিল না, অধিনায়কদিগকে আক্রমণ করিতেও তাহাদের প্রবৃত্তি হইল না। ইউরোপীয়দিগের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন বা ইউরোপীয়দিগের গৃহসমূহের ভস্মীকরণেও তাহারা দলবদ্ধ হইয়া উঠিল না। তাহারা টাকার জন্য ধনাগার আপনাদের অধিকারে রাখিয়াছিল, এখন টাকা পাইয়া অনেকে সন্তুষ্টচিত্তে আপনাদের গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। যাহারা রহিল, তাহাদের সহিত ঘটনাক্রমে কাওয়াজের ক্ষেত্রে ৪১-সংখ্যক-দলের সিপাহিদিগের যুদ্ধ ঘটিল। এইযুদ্ধে উভয় পক্ষের কতিপয় ব্যক্তি নিহত হইল। ১০-সংখ্যক দলের হতাবশিষ্ট সিপাহিগণ অতঃপর উপায়ান্তর না দেখিয়া, ৪১-সংখ্যক দলের মতানুবর্তী হইল। এইরূপে উভয় দলের সিপাহিরা সম্মিলিত হইয়া, ইংরেজদিগের আশ্রয়-দুর্গ আক্রমণের জন্য শুভকর দিন নির্ধারণ করিতে

Generated on 2019-02-07 14:10 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

লাগিল। তাহাদের মতে ২৫শে জুন সর্বাংশে শুভজক দিন বলিয়া নির্ধারিত হইল। তাহারা ঐ দিনে ইংরেজদিগের দুর্গ আক্রমণে কৃতসঙ্কল্প হইল।

ফরক্কাবাদে এখন ৪১ সংখ্যক দলেরই প্রাধান্য হইল। নবাব ইহাদের পরিপোষক হইলেন। তিনি ইহাদের বলবৃদ্ধির জন্য খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন করিয়া দিতে লাগিলেন, ইহাদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহে ব্যাপৃত হইলেন, ইহাদের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যথোপযুক্ত আদেশ প্রচার করিতে লাগিলেন। এইরূপে নবাবের ক্ষমতায় যাহা হইতে পারে, তৎসমুদয়ই সম্পন্ন হইল। কিন্তু সিপাহিরা দুর্গ আক্রমণে উদ্যত হইল না। তাহারা নির্দিষ্ট শুভকর দিনের অপেক্ষায় রহিল। এইরূপ বিলম্ব দুর্গস্থিত ইংরেজদিগের স্ব-কার্যসাধনের অনুকূল হইল। ইংরেজেরা এই সুযোগে আত্মরক্ষার জন্য যাহা-কিছু হইতে পারে, তাহা সম্পন্ন করিলেন।

ক্রমে নির্দিষ্ট দিন সমাগত হইল। সিপাহিরা আপনাদের এই শুভকর দিনে, যে সকল কুলি দুর্গের সংস্কার কার্যে নিয়োজিত ছিল, তাহাদের উপর গুলিবৃষ্টি করিল। পরদিন প্রত্যূষে সিপাহিদিগের দুইটি কামান হইতে গোলাবর্ষণ হইতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে কোনো ফল না হওয়াতে কামানের গোলাবৃষ্টি বন্ধ করা হইল। পরদিন প্রাতঃকালে আক্রমণকারিগণ মই দ্বারা দুর্গে উঠিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহারা মই দুর্গপ্রাচীরের যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে সমর্থ হইল না। তৎপরদিনেও তাহারা এইরূপ চেষ্টা করিল। কিন্তু কিছুতেই তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হইল না। এদিকে দুর্গস্থিত ইউরোপীয়দিগের কামান ও বন্দুকে তাহারা যার-পর-নাই ক্ষতিগ্রস্ত হইল। পঞ্চম দিনে তাহারা আপনাদের কার্যপ্রণালীর পরিবর্তন করিল। ভিন্ন ভিন্ন উপায় ব্যর্থ হইল দেখিয়া, তাহারা অভিনব উপায়ের উদ্ভাবন করিল। দুর্গের সন্নিকটে হোসেনপুর নামক একটি পল্লী ছিল। এই পল্লীস্থিত গৃহের ছাদের উপর উঠিলে দুর্গের অভ্যন্তরভাগের একাংশ ভালরূপে দেখা যাইত। সিপাহিগণ পঞ্চম দিনে এই সকল গৃহের ছাদের উপর উঠিয়া লক্ষ্য-নির্দেশ-পূর্বক গুলি চালাইতে লাগিল; ইহাতে তাহাদের নিক্ষিপ্ত গুলি সবিশেষ কার্যকর হইয়া উঠিল। এই সময়ে তাহাদের দলের কতকগুলি লোক দুর্গের প্রায় সাত গজ দূরবর্তী একটি ক্ষুদ্র গৃহ অধিকার করিল। এই স্থান হইতে তাহারা দুর্গ-প্রাচীরের সম্মুখে আসিল এবং উক্ত প্রাচীরে ছিদ্র করিয়া দুর্গস্থিত গোলন্দাজদিগের উপর গুলি চালাইতে লাগিল। গোলন্দাজগণ তাহাদের গুলি-বৃষ্টিতে একান্ত বিব্রত ও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। তাহাদের কামান অকর্মণ্য হইয়া গেল। পরে আক্রমণকারিগণ কুল্যাখননে প্রবৃত্ত হইল। কুল্যা ফুটিয়া উঠাতে সমগ্র দুর্গ কম্পিত হইল এবং উহার বহিঃপ্রাচীরের পাঁচ-ছয় গজ পরিমিত অংশ উড়িয়া গেল। সিপাহিরা অতঃপর দলবদ্ধ হইয়া দুইবার দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিল না। দুর্গস্থিত ইংরেজদিগের মধ্যে যাঁহারা আক্রমণকারিদিগের কার্য পর্যবেক্ষণে নিয়োজিত ছিলেন, তাঁহাদের একজন সিপাহিদিগকে দুর্গের ভগ্নস্থানের নিম্নে সমবেত দেখিয়া গুলি চালাইতে থাকেন। এই সময়ে দুর্গস্থিত একজন ইংরেজ যাজকের নিক্ষিপ্ত গুলির

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:11 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

আঘাতে দুর্গাক্রমণকারিদিগের অধিনায়ক নিহত হয়। ইহার নাম মুলতান খাঁ। এই ব্যক্তি প্রথমে বদায়ুনের মাজিস্ট্রেট এডওয়ার্ডস্ সাহেবের পলায়নের সময়ে তাঁহার সহচর ছিল। কিন্তু ইহাতেও আক্রমণকারিগণ ভগ্নোৎসাহ হয় নাই। তাহারা পুনর্বার গুলিবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হয়, এবং পুনর্বার কুল্যা খননের আয়োজন করে।

এদিকে দুর্গস্থিত ইউরোপীয়গণ বিশিষ্ট সাহস ও পরাক্রমের সহিত আত্মরক্ষা করিতে থাকেন। তাঁহারা সংখ্যায় কম হইলেও হতাশ্বাস হন নাই, অস্ত্রাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকিলেও আত্মসমর্পণে ইচ্ছা করেন নাই। বালক-বালিকা, কুলমহিলাগণ নিকটে থাকিলেও অধৈর্য হইয়া সাহসিক কার্যসাধনে উদাসীন থাকেন নাই। দিনের-পর-রাত্রি আসিয়াছে। প্রতি দিন প্রতি রাত্রিতেই তাঁহারা সমান উদ্যম, সমান উৎসাহ, সমান পরিশ্রমের সহিত কামানের পার্শ্বে থাকিয়া, সিপাহিদিগের আক্রমণ নিরস্ত করিয়াছেন। তাঁহারা কিছুতেই পশ্চাৎপদ হন নাই। জীবন যখন সঙ্কটাপন্ন হয়, প্রতিমুহূর্তে যখন নানা বিঘ্ন ঘটিতে থাকে, বিপদ যখন দুর্নিবার্য হইয়া উঠে, চারিদিক যখন অন্ধকারময় হইয়া বিভীষিকা দেখাইতে থাকে, তখন ইংরেজ যেমন নির্ভীকতার সহিত বিপত্তিময় কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, যেমন সাহসের সহিত আত্মরক্ষার আয়োজন করিতে থাকেন, যেমন তৎপরতার সহিত সমস্ত বিষয় সুশৃংখল করিয়া তোলেন, জগতে তাহার দৃশ্য যেমন প্রশংসনীয়, সেইরূপ মানবের মহৎ গুণের পরিচায়ক। উপস্থিত সময়ে ইংরেজ যেখানে বিপদাপন্ন হইয়াছেন, সেইখানে তাঁহার উৎসাহ ও উদ্যম পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট হইয়াছে। ফতেগড়ের দুর্গে ইংরেজ ঘোরতর বিপত্তিতে পরিবেষ্টিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সংখ্যায় অল্প ছিলেন। তাঁহাদের রক্ষণীয় বালক-বালিকা ও কুলকামিনীগণ তাঁহাদেরই সমক্ষে কাতরভাব দেখাইতেছিল। তাঁহাদের গোলাগুলি নিঃশেষপ্রায় হইয়াছিল। তাঁহাদের দুর্গ স্থানে স্থানে ভগ্ন, তাঁহাদের দুর্গদ্বার নানাস্থানে ছিদ্রযুক্ত হইয়াছিল। তাঁহাদের দুইটি কামান অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। তথাপি তাঁহারা হতোদ্যম হন নাই। তাঁহাদের গুলি নিঃশেষিত হইল। তাঁহারা হাতুড়ি স্ক্রুপ, চাকা, লোহা প্রভৃতি কামানের কারখানার যন্ত্রাদি গনি ব্যাগের মধ্যে সেলাই করিয়া গুলির কার্য চালাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যুদ্ধ-কার্যে অভ্যস্ত সৈনিক-পুরুষের সংখ্যা অল্প ছিল। কিন্তু ইহাতেও তাঁহাদের উদ্যম ভঙ্গ হইল না। শান্তির সময়ে যাঁহারা সংসারের অন্য কার্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, তাঁহারা এখন সৈনিক-ব্রত অবলম্বন করিলেন। দেওয়ানি বিভাগের কর্মচারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, বিপক্ষের আক্রমণ নিরস্ত করিতে লাগিলেন, ধর্মযাজক আপনার ধর্ম-পুস্তক ও ধর্মোপদেশ ছাড়িয়া, বন্দুক গ্রহণ করিলেন। অধিক কি, কুলমহিলা আপনার স্বাভাবিক কোমলতায় বিসর্জন দিয়া, অস্ত্র পরিগ্রহপূর্বক বিপক্ষদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন*। এইরূপে আক্রমণকারিদিগের

* সৈনিকদিগের কাপড়ের কারখানায় এক ব্যক্তি নিহত হয়। ইহার স্ত্রী স্বামিবিয়োগে অধৈর্য না হইয়া যুদ্ধ-কার্যে মনোনিবেশ করেন। ইঁহার গুলিতে অনেক সিপাহী

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:11 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

সমক্ষে আক্রান্তগণ সাহস ও উদ্যমের একশেষ দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু এইরূপ অসামান্য সাহস ও উদ্যম দেখাইয়াও, তাঁহারা দীর্ঘকাল দুর্গে থাকিতে পারিলেন না। তাঁহাদের আত্মরক্ষার সম্বল নিঃশেষিত হইল। কামানের কারখানার যন্ত্রাদিও ক্রমে গোলাগুলির কার্যে নিঃশেষিত হইয়া গেল। এদিকে তাঁহাদের সাহসী সৈনিকগণ বিপক্ষদিগের গুলির আঘাতে দুর্গপ্রাচীরে দেহত্যাগ করিতে লাগিল। কর্নেল স্মিত সাহায্যপ্রাপ্তির জন্য ফরাসি ভাষায় পত্র লিখিয়া আগ্রায় পাঠাইলেন। তাঁহার পত্র যথাস্থানে পেঁছিল। আগ্রার সিপাহিগণ নিরস্ত্রীকৃত হইয়াছিল। সুতরাং কতিপয় ইউরোপীয় সৈনিক-পুরুষ পাঠাইবার প্রস্তাব হইল। মেজর ওয়েলার এই সৈনিক-দলের পরিচালনের ভার গ্রহণে সম্মত হইলেন। কিন্তু প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইল না। কর্নেল স্মিথ আশান্বিত হৃদয়ে আগ্রার পথ চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু কোনো সাহায্যকারী সৈনিক উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিল না। কর্নেল অতঃপর দুর্গ রক্ষায় হতাশ্বাস হইয়া পড়িলেন। তিনি ঐ স্থানে আত্মরক্ষার কোনো অবলম্বন না পাইয়া, পলায়নের উপায় দেখিতে লাগিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে পলায়নের সুযোগ ঘটিয়াছিল। বর্ষার আবির্ভাবে গঙ্গার জল বৃদ্ধি হইয়াছিল। সুতরাং কর্নেল স্মিথ জলপথে কানপুরে যাইবার ইচ্ছা করিলেন। তিনখানি বড় বড় নৌকা সংগৃহীত হইল। ৩রা জুলাই নিশীথকালের গভীর অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া বালক-বালিকা সমেত একশত জন খ্রীস্টধর্মাবলম্বী নৌকায় আরোহণ করিল। এইরূপে ফতেগড় হইতে পলাতকদিগের দ্বিতীয় দল যাত্রা করিল। প্রথম দলের অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছিল তাহা জানা যায় নাই। অনেকে মনে করেন যে, কানপুরের লোমহর্ষণ কাণ্ডে ইহাদের প্রাণান্ত ঘটিয়াছিল। দ্বিতীয় দল ইহাদের অপেক্ষা সৌভাগ্যশালী হয় নাই। এই দলের অদৃষ্টে যাহা ঘটে, তাহা যেরূপ গভীর মর্মবেদনার উদ্দীপক,সেইরূপ উপস্থিত ভয়ঙ্কর সময়ের,ভয়ঙ্কর ভাবের উত্তেজক। রাত্রি দুটার সময়ে সকলে নৌকায় উঠিলে উহা ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কর্নেল স্মিথ, কর্নেল গোল্ডি এবং মেজর রবার্টসন এক-একখানি নৌকার অধ্যক্ষ হন। পলাতক দলে পরিপূর্ণ তিনখানি নৌকা তিনজন ইংরেজ সৈনিক-পুরুষের তত্বাবধানে ফতেগড় হইতে যাত্রা করে। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর কর্নেল গোল্ডির নৌকা চড়ায় আবদ্ধ হইয়া যায় এবং উহার হাল নষ্ট হয়। আরোহিগণ নৌকার উদ্ধারে বৃথা চেষ্টা করে। এই সময়ে সুন্দরপুর নামক পল্লীর অধিবাসিগণ দলবদ্ধ হইয়া আরোহী-দিগকে আক্রমণ করে। কতিপয় ইউরোপীয় নৌকা হইতে নামিয়া ইহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। কর্নেল গোল্ডির নৌকার লোকে উপায়ান্তর না দেখিয়া কর্নেল স্মিথের নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। ভয়াতুর ও নির্বাক জীবে বোঝাই দুইখানি নৌকা ভাগীরথীর প্রবাহবেগে অগ্রসর হইতে থাকে।

নিহত হয়। কেহ কেহ নির্দেশ করিয়াছেন যে, এই বিধবা নারী সিপাহিদিগের গুলিতে দেহত্যাগ করেন। অপরে বলিয়াছেন যে, ইনি কানপুরে নিহত হন। ইঁহার নাম বিবি অহারণ। *Kaye, Sepoy War, Vol. III. p. 298. note.*

Generated on 2019-02-07 14:11 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google		Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

কিন্তু অদৃষ্টদোষে আরোহিগণ শান্তিসুখের অধিকারী হইতে পারিল না। তাহারা জীবনরক্ষার জন্য ফতেগড়ের দুর্গ পরিত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সম্মুখে সহসা কালের করাল-মূর্তি আবির্ভূত হইল। সিপাহীরা যখন জানিতে পারিল যে, ফিরিঙ্গিগণ নৌকায় চড়িয়া ফতেগড় হইতে প্রস্থান করিয়াছে, তখন তাহারা তাড়াতাড়ি খেয়াঘাটের নৌকা সংগ্রহ করিয়া পলাতকদিগের অনুসরণ করিল। এদিকে একটি কামান গঙ্গার দক্ষিণতটে স্থাপিত হইল। নদীর উভয়তীরস্থিত পল্লীর অধিবাসিগণ নিরতিশয় উত্তেজিতভাবে পলাতকদিগকে আক্রমণ করিল। মুসলমান পল্লীর লোকই এবিষয়ে অধিকতর উত্তেজনার পরিচয় দিতে লাগিল। এই সকল আক্রমণকারীর সমক্ষে পলাতকদিগের নিষ্কৃতিলাভ দুর্ঘট হইয়া উঠিল। ইহার মধ্যে মেজর রবার্টসনের নৌকা সিংহরামপুর পল্লীর নিকটে চড়ায় আবদ্ধ হইয়া গেল। ইহার মধ্যে অনুসরণ-কারী সিপাহিগণ উপস্থিত হইয়া আরোহীদিগকে আক্রমণ করিল। কানপুরের প্রান্ত-বাহিনী জাহ্নবীর ঘাটে যাহা ঘটিয়াছিল, সিংহরামপুরের সমীপবর্তিনী জাহ্নবীর জলপ্রবাহের মধ্যে তাহাই ঘটিল। কুলমহিলাগণ অন্য কোনো উপায় না দেখিয়া, শিশুসন্তানকে লইয়া ভাগীরথীর জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। ইহাদের কেহ কেহ জলমগ্ন হইল, কেহ কেহ বিপক্ষদিগের গুলিতে দেহত্যাগ করিল, কেহ কেহ অসির আঘাতে মৃত্যুর ক্রোড়ে চিরনিদ্রিত হইল। রবার্টসন্ প্রভৃতি তিনব্যক্তি কোনোরূপে আত্মরক্ষা করিলেন। ধর্মযাজক ফিসার সাহেব ফতেগড়ের দুর্গে সবিশেষ সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তিনি গুরুতররূপে আহত হওয়াতে আপনার স্ত্রী ও শিশুসন্তানকে বাহুতে লইয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দেন, এবং ঐ অবস্থায় জলমগ্ন হন। তাঁহার বাহুদেশে তদীয় স্ত্রী ও শিশুসন্তানের মৃত্যু হয়। তিনি কোনোরূপে প্রাণরক্ষা করিয়া রাত্রি-কালে লুক্কায়িতভাবে থাকেন, এবং প্রত্যূষে কর্নেল স্মিথের নৌকায় উঠেন। নৌকায় উঠিয়াই তিনি প্রবলবেগে অশ্রুপাত করিতে করিতে কহিয়াছিলেন যে, 'আমার স্ত্রী ও শিশুসন্তান আমার বাহুদেশেই দেহত্যাগ করিয়াছে।' জীবনরক্ষা হইলেও রবার্টসন সাহেবের অবস্থা নিরতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিল। তাঁহার স্ত্রী ও শিশুসন্তান তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জলমগ্ন হইল। রবার্টসন স্বয়ং আহত হইয়াছিলেন। একজন ইউরোপীয় নীলকর তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তিনি আহত সহযোগীকে একটি দাঁড়ের উপর তুলিয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিলেন। নিশীথকালে তাঁহারা তীরে উঠিয়া কোলহর নামক পল্লীতে লুক্কায়িতভাবে রহিলেন। এই স্থানের সরলপ্রকৃতির কৃষকগণ তাঁহাদের শোচনীয় অবস্থা দর্শনে নিরতিশয় দয়ার্দ্র হইয়া, তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিল। পলাতকগণ আশ্রয়দাতাদিগের প্রদত্ত খাদ্যসামগ্রীতে তৃপ্তিলাভ করিলেন। রবার্টসন সাহেব সংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার সঙ্গী নীলকর সাহেব তাঁহাকে একাকী ফেলিয়া যাইতে পারিলেন না। দুই মাস পরে সমুদয় শেষ হইল। রবার্টসন সাহেব গুরুতর আঘাতে দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার সহযোগী নীলকর সাহেব তদীয় সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া কানপুরে উপনীত হইলেন। এদিকে যে সকল আরোহী উত্তেজিত সিপাহিদিগের বন্দী হইয়াছিল, তাহাদিগকে নবাবের আদেশে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:11 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

কামানে উড়াইয়া দেওয়া হইল। ইহার মধ্যে কর্নেল স্মিথের নৌকা, অর্থাৎ শোচনীয় দশাগ্রস্ত ছাব্বিশজনকে লইয়া কানপুরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। পথে নদীর পল্লীবাসিগণ ইহাদের যথোচিত সাহায্য করে। পলাতকগণ পল্লীবাসিগণের সদয়-ভাবে আশ্রয়দানে ইহারা, তাহাদের গৃহে অবস্থান পূর্বক তাহাদের প্রদত্ত খাদ্য ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। এই সকল জীবের অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছিল, ইতিহাস সুস্পষ্টরূপে তাহার নির্দেশ করিতে সমর্থ হয় নাই। অনেকে অনুমান করেন যে, ইহারা কানপুরে অন্যান্য ইউরোপীয়দিগের সহিত বিনষ্ট হয়। কথিত আছে, পুরুষ, স্ত্রীলোক, বালক-বালিকাতে দুই শতেরও অধিক খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী জুন মাসের প্রারম্ভে ফতেগড় ও উহার পার্শ্ববর্তী স্থানে ছিল। ইহাদের প্রায় সকলেই জলপথে যা যে স্থানে নিরাপদ হইবে ভাবিয়া যাইতেছিল সেই স্থানে নিহত হয়।

এইরূপে ইংরেজেরা ফরক্কাবাদ হইতে তাড়িত হইলেন। ফরক্কাবাদে তাঁহাদের আধিপত্য, তাঁহাদের প্রাধান্য, তাঁহাদের ক্ষমতার সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া গেল। পলায়নসময়ে তাঁহাদের অনেকের প্রাণান্ত ঘটিল, অনেকে ছদ্মবেশে ভারতবাসীর অসামান্য দয়াশীলতায় নির্জন স্থানে লুক্কায়িতভাবে রহিলেন। নবাব তফজ্জুল হোসেন খাঁ ফরক্কাবাদের গদীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শাসনযন্ত্রের পরিচালনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার তাদৃশ গুণ বা ক্ষমতা ছিল না। অমিতাচার ও অতিব্যয় প্রযুক্ত তাঁহার বৈষয়িক কার্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের যত্নে উহা সুশৃঙ্খল হয়। নবাব তখন নিশ্চিন্তমনে আপনার ভোগবাসনার তৃপ্তিসাধন করিতে থাকেন। ফরক্কাবাদের লোকে যাঁহাকে এক সময়ে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের অনুগ্রহপ্রার্থী ও ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের পেন্সনগ্রাহী ভিন্ন আর কিছুই ভাবিত না, তিনি এখন স্বাধীন নবাব হইলেন। যাঁহাদের অনুগ্রহে ও যত্নে তাঁহার সম্পত্তি রক্ষা হইয়াছিল, তিনিই শেষে তাঁহাদিগকে নির্জিত, নিষ্কাশিত ও নিহত করিলেন। এইরূপে কৃতঘ্নতার পরিচয় দিয়া, তিনি এখন ফরক্কাবাদের গদীতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এখন তাঁহার নামে আদেশ-পত্র প্রচারিত, তাঁহার নামে রাজস্ব সংগৃহীত এবং তাঁহার নামে শাসনকার্য নির্বাহিত হইতে লাগিল। জমাদার, রেসেলদার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ সৈনিক-পুরুষের অধিকতর ক্ষমতাপ্রাপ্তির আশাতেই হউক, বা অর্থলোভেই হউক, তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন। যাঁহারা দেওয়ানি-বিভাগের কার্যে নিয়োজিত ছিলেন, তাঁহাদেরও অনেকে নবাবের কার্য করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন নাই। কথিত আছে, ছয়জন তহশীল-দারের মধ্যে তিনজন এবং এগারজন প্রধান পুলিশ কর্মচারীর মধ্যে ছয়জন নবাবের কর্ম গ্রহণ করেন। নয়জন পেস্কারের মধ্যে পাঁচজন এবং একজন ব্যতীত সমুদয় কাননগু নবাবের সরকারে নিয়োজিত হন। এতদ্ব্যতীত মোহরের নাজীর, বরকন্দাজ প্রভৃতিও অভিনব শাসনকর্তার অধীনতা স্বীকার করে। কিন্তু ফৌজদারী রাজস্ববিভাগের সেরেস্তাদারগণ এবং ফৌজদারীর নাজীর নবাবের সরকারে কর্ম গ্রহণ করেন নাই। এই শেষোক্ত কর্মচারী এজন্য নিপীড়িত হন। তাঁহার সম্পত্তির

কিয়দংশ বিলুণ্ঠিত হয়। তিনি নিজে জরিমানা দিতে বাধ্য হন*। যাহা হউক ইংরেজেরা তাড়িত হইলেও এবং আপাততঃ তাঁহাদের ক্ষমতা ও প্রাধান্যের কোনো নিদর্শন না থাকিলেও, কোনো স্থানে দীর্ঘকাল শৃঙ্খলার সহিত শাসনকার্য সম্পন্ন হয় নাই। যাঁহার পূর্বতন বংশ-গৌরব বা পূর্বপুরুষের প্রাধান্য ও ক্ষমতার বলে স্বপ্রধানভাবে শাসনকার্য-নির্বাহে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বাসনা সিদ্ধ হয় নাই। তাঁহারা সকলকে জাতীয়ভাবে সম্বন্ধ করিতে পারেন নাই, সুতরাং সকলের মধ্যে এক-প্রাণতা ও সমবেদনা সঞ্চার হয় নাই। অনেকে কেবল দুর্নিবার ভোগলালসার পরি-তৃপ্তির জন্য অভিনব শাসনকর্তার নামমাত্র অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু কার্যতঃ ইহারা স্বপ্রধান হইয়া, আপনাদের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি করিয়াছিল। সংযতচিত্ত, দূরদর্শী লোকে ইহাদের অনুবর্তী হয় নাই। তাহারা কেবল ভয়প্রযুক্ত অভিনয় শাসনকর্তাদিগের অধীন হইয়াছিল। কিন্তু এই শাসনকর্তাদিগের উপর তাহাদের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। তাহারা ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের প্রাধান্যপ্রাপ্তির প্রতীক্ষায় ছিল**। ইংরেজ ইহাদেরই সদাশয়তায় আত্মরক্ষা করেন এবং প্রধানতঃ ইহাদেরই সাহায্যে আপনাদের বিলুপ্তপ্রায় ক্ষমতার পুনরুদ্ধারে উদ্যত হন।

ফতেপুরের কথা শেষ করিবার পূর্বে বদায়ুনের মাজিস্ট্রেট এড্ওয়ার্ড্স্ সাহেবের অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছিল, তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে এড্ওয়ার্ড্স্ সাহেব উপায়ান্তর না দেখিয়া বদায়ুন হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী ও শিশুসন্তান নৈনিতালে প্রেরিত হইয়াছিল। মাজিস্ট্রেট সাহেবকে ছদ্মবেশ পরিগ্রহ করিতে হইয়াছিল। তিনি হিন্দুস্থানীর বেশে এক পল্লী হইতে অন্য পল্লীতে গিয়া, আত্মগোপন করিয়াছিলেন। পথে সদাশয় ভারতবর্ষীয়গণ তাঁহার যথোচিত সাহায্য করে। একদিন তিনি প্রচণ্ড আতপতাপে ও পথের ধূলিতে একান্ত অবসন্ন হইয়া একটি পল্লীতে উপস্থিত হন। এই স্থানে গবর্নমেণ্টের পেন্সনপ্রাপ্ত একজন বৃদ্ধ সিপাহী বাস করিতেছিল। এইব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের দুরবস্থা দেখিয়া দুঃখিত হয়। কালেক্টর সাহেব জল চাহিলেন, বৃদ্ধ সিপাহী দুগ্ধ ও চাপাটী দিয়া তাঁহার তৃপ্তিসাধন করিল। পলাতকগণ আতিথেয় সিপাহীর পরিচর্যায় পরিতুষ্ট হইয়া, এক ঘণ্টার পর সেই স্থান হইতে যাত্রা করেন। যাইবার সময়ে কালেক্টর সাহেব সিপাহীকে কিছু টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সিপাহী উহা গ্রহণ না করিয়া, দুঃখিতভাবে বলিয়াছিল— 'এখন আমার অভাব অপেক্ষা আপনাদের অভাব বেশী। আমি বাড়িতে বাস করিতেছি, আপনারা জঙ্গলে জঙ্গলে বেড়াইতেছেন। যদি আপনাদের আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে আমাকে এবং আমার এই সামান্য কার্যের বিষয় মনে রাখিবেন***।' এইরূপে নানা স্থানে নানা লোকের নিকটে সাহায্য পাইয়া, তিনি

* *Kaye, Sepoy War. Vol. III, p. 305, note.*

** *Syed Ahmed Khan, Causes of the Indian revolt, p. 48.*

*** *Edwards, Personal Adventures, p. 37.*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:11 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

অযোধ্যার অন্তর্গত ধরমপুরনামক স্থানে উপনীত হন। এই স্থানে হরদেব বক্স নামক একজন সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী ছিলেন। তিনি বিপন্ন পলাতকদিগকে সবিশেষ আদর ও যত্নের সহিত আশ্রয় দেন। এড্‌ওয়ার্ডস্‌ সাহেব ও তাঁহার সহযোগিগণ হরদেব বক্সের আশ্রয়ে কিছুকাল অবস্থিতি করেন। সদাশয় ভূস্বামী আশ্রিতদিগের তৃপ্তিসাধনে ও শান্তিবিধানে কিছুমাত্র অমনোযোগী হন নাই। ধরমপুরের অন্যান্য সম্ভ্রান্ত হিন্দুগণ ইহাঁদের সুখশান্তির জন্য সবিশেষ প্রয়াস স্বীকার করেন। যখন ফতেগড়ের সিপাহিরা প্রবল হইয়া উঠে ; ইংরেজেরা যখন আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া দুর্গ পরিত্যাগপূর্বক জলপথে আত্মত্রাণের প্রত্যাশায় যাত্রা করেন ; ফরাক্কাবাদের নবাব যখন ইউরোপীয়দিগকে তাড়িত বা বিনষ্ট করিবার জন্য উত্তেজিত সিপাহিদিগকে উৎসাহিত করিতে থাকেন ; তখন হরদেব বক্স ইউরোপীয়দিগকে আশ্রয় দিয়াছেন ভাবিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিপন্ন আশ্রিতদিগকে বিপক্ষদিগের হস্তে সমর্পণপূর্বক আত্মমর্যাদার সহিত দয়া ও হিতৈষিতার সম্মান বিনষ্ট করেন নাই। পলাতকগণ ধরমপুর হইতে প্রতিদিন কামানের গভীর শব্দ শুনিতেছিলেন, প্রতিদিন এই গভীর শব্দে তাঁহাদের হৃদয়ে গভীর আশঙ্কা বা আশ্বাসের সঞ্চার হইতেছিল। ক্রমে কামানের ধ্বনির নিবৃত্তি হইল। পলাতকদিগের হৃদয় ক্রমে গভীর নৈরাশ্যে অভিভূত হইতে লাগিল। এই সময়ে হরদেব বক্স বিপদের আশঙ্কায় তাঁহাদিগকে অদূরবর্তী কোনো নির্জন স্থানে পাঠাইয়া দেন। যেহেতু ফরাক্কাবাদের নবাব শুনিয়াছিলেন যে, তাঁহার আশ্রয়ে কতিপয় ইউরোপীয় অবস্থিতি করিতেছে। নবাব এই সংবাদ শুনিয়াই হরদেব বক্সকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, ইউরোপীয়দিগকে যেন অবিলম্বে তাঁহার নিকটে পাঠান হয়। অন্যথা হরদেব বক্সের জীবন ও সম্পত্তি কখন নিরাপদ হইবে না। কিন্তু তেজস্বী হরদেব বক্স এই কথায় কর্ণপাত করেন নাই। তিনি আশ্রিতদিগের রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। এই প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য এখন আপনার লোকদিগকে অস্ত্রাদিতে সজ্জিত করিয়া রাখিলেন। যে কয়েক দিন নবাবের প্রাধান্য ছিল, পলাতকগণ সেই কয়েক দিন পূর্বোক্ত দুর্গম স্থানে দুর্গতির একশেষ ভোগ করেন। তাঁহাদের বাসস্থান নিরতিশয় অপরিষ্কৃত ছিল। কুটীর প্রায়ই গোরু ও মহিষের মলে পরিপূর্ণ থাকিত। ইউরোপীয়গণ এই সকল বাক্‌শক্তিশূন্য জীবের সহিত নির্বাক ও নিস্তব্ধভাবে অবস্থিতি করেন, এই সময়ে হরদেব বক্স বা তাঁহার প্রতিবাসী হিন্দুগণ নানারূপ আশঙ্কা করিয়া, ইহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন না। যাহা হউক তিনি কাহারও নিকটে পলাতকদিগের সন্ধান বলিয়া দেন নাই। শেষে ফরাক্কাবাদের সংবাদ পাইয়া, এই দয়াশীল ভূস্বামী পলাতকদিগকে পুনর্বার ধরমপুরে আনয়ন করেন। এইরূপে ভারতবাসীর অসীম করুণায় ও সদাশয়তায় বিপন্নদিগের জীবন রক্ষা হয়।

ফতেগড়ের বিপ্লবে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী বিস্তৃত ভূখণ্ডে ইংরেজের আধিপত্য বিলুপ্ত হইল। ইংরেজ এক সময়ে অপূর্ব বীরত্বপ্রকাশপূর্বক যে প্রদেশে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং গভীর রাজনীতির পরিচয় দিয়া, যে প্রদেশে শাসনশৃঙ্খলা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন, অকস্মাৎ অভাবনীয় শক্তিতে সেই প্রদেশে তাঁহারা ক্ষমতাভ্রষ্ট

Generated on 2019-02-07 14:11 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

হইলেন! যাহারা এক সময়ে ইংরেজের পদানত ছিল, ইংরেজের সন্তুষ্টিসাধনে যত্ন প্রকাশ করিত এবং ইংরেজের দেহরক্ষার জন্য সর্বদা সতর্ক থাকিত, তাহারাই এক্ষণে ইংরেজের বিরোধী হইয়া উঠিল এবং অস্ত্রপরিহারপূর্বক ইংরেজের শোণিতপাতের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। রোহিলখণ্ড এবং গঙ্গা-যমুনার দোয়াবের বিপ্লব, কেবল শোচনীয় নরহত্যার বা জনসাধারণের অচিন্তনীয় শক্তির জন্য ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। উহা অভাবনীয় ব্যাপকতার জন্যও ঐতিহাসিকের গভীর বিস্ময়ের উদ্দীপক হয়। ঐতিহাসিক যদি উহার উৎপত্তি, বিস্তৃতি ও স্থিতির বিষয় ভাবিয়া দেখেন, তাহা হইলে তাঁহার উদ্বোধন হইবে যে, এই মহা-বিপ্লব কেবল সৈনিক-নিবাসে আবদ্ধ থাকে নাই, যাহারা ইংরেজ সৈনিক-প্রধানের নিকটে ইংরেজী প্রণালী অনুসারে সামরিক কৌশলে অভ্যস্ত হইয়াছিল, ইংরেজের প্রদত্ত সামরিক ভূষণে ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, ইংরেজের ইঙ্গিতমাত্রে যুদ্ধস্থলে শূরত্ব প্রকাশ করিত, তাহারাই কেবল সহসা ইংরেজকে বিপত্তিজালে পরিবেষ্টিত করিতে অগ্রসর হয় নাই। সিপাহিগণ মারাত্মক কার্যসাধনে উদ্যত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের উদ্যম দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই এবং উহা ইংরেজের প্রাধান্য ও আধিপত্যের মূলদেশও ক্ষয় করিতে পারে নাই। ইতিহাস দেখাইয়া দিতেছে যে, সিপাহিগণ যেখানে উত্তেজনার পরিচয় দিয়াছে, সেইখানেই তাহারা ধনাগার লুণ্ঠন করিয়াছে, কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে, এবং সম্মুখে যে সকল ইউরোপীয়কে পাইয়াছে, তাঁহাদিগকে নিহত ও তাঁহাদের অধ্যুষিত গৃহ ভস্মীভূত করিয়া, অভীষ্ট অর্থ সংগ্রহপূর্বক আপনাদের গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছে, অথবা দিল্লীতে গিয়া, অপরাপর সিপাহীর সম্মিলিত হইয়াছে। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকিয়া ইংরেজের প্রাধান্যনাশ এবং আপনাদের আধিপত্য রক্ষার চেষ্টা করে নাই, এবং ইংরেজকে স্বদেশ হইতে দূরীভূত করিবার জন্য একটি নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় নাই। তাহাদের অনেকে এই বিপ্লবের সময়েও ধীরতার পরিচয় দিয়াছে। বেরেলীর অনিয়মিত সৈনিকগণ সহসা তাহাদের উত্তেজিত স্বদেশবাসীর সহিত সম্মিলিত হয় নাই। একদল যখন ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণে সমুত্থিত হইয়াছে, অন্য দল তখন গভীর আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া, তাহাদের পথানুসরণ করিয়াছে। তাহারা ভাবিয়াছে যে, ইংরেজের ক্রোধে সকলেই সমভাবে বিনষ্ট হইবে। এক দলের অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছে, অন্য দলের অদৃষ্টে তাহাই ঘটিবে। তাহারা হয় নিরস্ত্রীকৃত ও ঘোরতর দুর্দশাগ্রস্ত হইবে, না হয়, তাহাদের দেহ কামানে বিচ্ছিন্ন বা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে। এইরূপ গভীর আশঙ্কায় তাহারা সন্তপ্তহৃদয়ে ইংরেজের বিপক্ষে অস্ত্রপরিগ্রহ করিয়াছিল। মীরাটের ঘটনার পর সিপাহিদিগের হৃদয় এইরূপে বিচলিত হইয়াছিল। এইরূপ মনোবেদনায় অধীর হইয়া, তাহারা ইংরেজের প্রদত্ত অস্ত্রই ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়াছিল, কিন্তু অস্ত্রপরিগ্রহ করিলেও তাহারা আপনাদের মনোবেদনা গোপনে রাখে নাই। ইংরেজ যখন দিল্লী আক্রমণ করেন, দিল্লীর দুরারোহ প্রাচীর ও সিপাহিদিগের ব্যূহ যখন ইংরেজের দুশ্চিন্তার বিষয়ীভূত হয়, তখন যে-সকল সিপাহী;

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:11 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, তাহারা কহিয়াছিল যে, অদৃষ্টক্রমে তাহারা এই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ইংরেজের বিরুদ্ধাচারী হওয়া ব্যতীত তাহাদের গত্যন্তর ছিল না। গবর্নমেন্ট যখন তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধাশূন্য হইয়াছেন, তখন তাহাদিগকে যে, কিরূপ শাস্তিভোগ করিতে হইবে, তাহা তাহারা জানে না*। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্নর যাহাকে "দৌরাত্ম্য ও দাঙ্গাহাঙ্গামা পরিপূর্ণ" বলিয়াছিলেন, এবং গবর্নর জেনেরল যাহা "তাঁহাদের অধিকারভ্রষ্ট" বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন, সেই বিস্তৃত প্রদেশ কেবল সিপাহিদিগের উত্তেজনার জন্য তাদৃশ অবস্থাপন্ন হয় নাই। কিন্তু গবর্নমেন্টের দূরদর্শিতার অভাবেই হউক, ভ্রান্তিতেই হউক, বা অনভিজ্ঞতাতেই হউক, আর একশ্রেণীর লোক সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। ইহারা কয়েদিদিগের শৃঙ্খলমোচনের বিষয় ভাবে নাই, ধনাগারের লৌহ-সিন্দুক ভাঙিবার বিষয় চিন্তা করে নাই, বা ইউরোপীয়দিগের গৃহ ও দ্রব্যাদিনাশের বিষয়ও মনে স্থান দেয় নাই। ইহারা কেবল ভাবিয়াছিল যে, ইংরেজ ক্রমে ইহাদিগকে সামান্য লোকের মতো করিয়া তুলিয়াছেন, ইহাদের বংশের গৌরব ও সম্মান বিলুপ্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, ইহাদের চিরন্তন রীতিনীতির, আচার-ব্যবহারের অবমাননা করিয়াছেন। ইংরেজের সম্মুখে ভারতবাসিগণ অপমানিত হইতেছে**। তাঁহাদের রাজনীতির কৌশলে পররাজ্য গৃহীত ও পরস্বত্ব বিনষ্ট হইতেছে। তাঁহাদের আধিপত্য-প্রিয়তায় উচ্চশ্রেণী নিম্নশ্রেণীর অবস্থায় পাতিত হইয়াছে এবং তাঁহাদের দুর্নিবার ভোগাকাঙ্ক্ষায় ক্ষমতাপন্ন ও বহুগুণবিশিষ্ট ভারতবাসী উচ্চতর রাজকীয় পদে বঞ্চিত রহিয়াছে। কোনো দূরদর্শী ভারতবর্ষীয় এ সময়ে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক-সভায় সদস্যরূপে বসিয়া, ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা ও ভারতবাসিদিগের এইরূপ মনোভাব গবর্নর জেনেরল বা তাঁহার সহযোগিবর্গের গোচর করেন নাই। সুতরাং যাঁহার উপর সমগ্র রাজ্যের শাসন ও পালনভার সমর্পিত রহিয়াছিল, তিনি প্রজালোকের মনের কথা জানিতে পারেন নাই। শাসকের সমক্ষে শাসিতগণ অপরিচিতভাবেই ছিল***। বদ্ধমূল বৃক্ষ যেমন সহজে উৎপাটিত হয় না, জনসাধারণের এই দৃঢ়বদ্ধ ধারণাও সেইরূপ সহজে বিলুপ্ত হয় নাই। ইহা হইতে যে বিষময় ফলের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা নগরের-পর-

---

* *Syed Ahmed Khan, Causes of the Indian Revolt, p. 53.*

** *Ibid, p, 43* স্যার সৈয়দ আহম্মদ খাঁ লিখিয়াছেন, উচ্চপদস্থ সাহেব কর্মচারিগণ কাছারির আমলাদিগকে আদালতের কাগজপত্র পড়িবার সময় যে, কটুকথা কহেন তাহা অনেকেই জানেন। এ সকল আমলাদিগের অনেকে সম্ভ্রান্ত, তাঁহারা মনে মনে কহিয়া থাকেন যে ইহা অপেক্ষা রাস্তার ধারে ঘাস কাটিয়া খাওয়া ইহঁাদের পক্ষে ভাল।

***—*Cases of the Indian Revolt, p. 11.*

স্যার সৈয়দ আহম্মদ খাঁ নির্দেশ করিয়াছেন যে, ব্যবস্থাপক সভায় ভারতবাসিদিগকে সদস্যরূপে গ্রহণ না করাই উপস্থিত বিপ্লবের মূল কারণ।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:11 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

নগরে, পল্লীর-পর-পল্লীতে আপনার অভাবনীয় শক্তির পরিচয় দিয়াছে। যাঁহারা বংশগৌরবে সম্মানিত, যাঁহাদের পূর্বপুরুষগণের ক্ষমতা ও প্রাধান্যের বিষয় সাধারণের মধ্যে প্রচারিত রহিয়াছে, ভারতবাসিগণ বিচারবিতর্ক না করিয়া দুর্ঘটনার সময়ে নামেই হউক, বা কার্যেই হউক, তাঁহাদের অধীনতা স্বীকার করিয়া থাকে। তাহারা জানে যে, এইরূপ বংশ-গৌরব এবং এইরূপ প্রাধান্য অসময়ে শত শত ব্যক্তিকে এক উদ্দেশ্যের সাধনে প্রবর্তিত করিতে পারে। উপস্থিত সময়ে ভারতবাসিদিগের এইরূপ প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। বংশ-গৌরবে প্রসিদ্ধ এবং পূর্বতন আধিপত্যের মহিমায় গৌরবান্বিত ব্যক্তিগণ যখন এই সময়ে কার্যক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইলেন, তখন উত্তেজিত লোকে দলে দলে তাঁহাদের অনুবর্তী হইতে লাগিল। কেহ কেহ তাঁহোদের আদেশ কার্যে পরিণত করিতে সচেষ্ট হইল, কেহ কেহ তাঁহাদের নামমাত্র অধীনতা স্বীকার করিয়া, অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিল। কারাগার বিমুক্ত কয়েদিগণে সমগ্র স্থান পরিব্যাপ্ত হইল। পরস্বাপহারক গুজরগণ আপনাদের অভীষ্টসাধনে দলবদ্ধ হইয়া উঠিল। শৃঙ্খলা ও শান্তির সুখময় বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। বিদ্বেষী বিদ্বিষ্ট ব্যক্তির সর্বস্বহরণে বা জীবনগ্রহণে উদ্যত হইল। অর্থলোলুপ দুর্বৃত্ত লোকের হস্তে নিরীহ ব্যক্তির সর্বস্বান্ত ঘটিতে লাগিল। উত্তমর্ণের আক্রমণে অধমর্ণের জীবন ও ও সম্পত্তি বিঘ্নসংকুল হইয়া উঠিল। অত্যাচারপরায়ণ লোকে এইরূপ নানা দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। ইংরেজের ক্ষমতাত্যয়ে অনেক স্থানে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আপনাদের বংশগৌরবের বলে অধিপতির সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, অনেক স্থানে তাঁহাদের আদেশে ইংরেজের সর্বনাশ ঘটিয়াছে, অনেক স্থানে দুর্বৃত্ত লোকের হস্তে নিরীহ লোকে নিপীড়িত ও নিগৃহীত হইয়াছে। বেরেলীর খাঁ বাহাদুর খাঁ, ফরাক্কাবাদের তফফুজল হোসেন খাঁর বিবরণে এ বিষয়ের যাথার্থ পরিস্ফুট হইবে।

পক্ষান্তরে অনেক ভারতবাসী এই দুঃসময়েও ইংরেজের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছিল। ইংরেজ কোনো স্থান হইতে তাড়িত হইলেও, ইহারা সেই স্থানে ইংরেজের শাসনগৌরব অব্যাহত রাখিয়াছিল। ইহারা অর্থের বিনিময়ে যে প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়াছিল, তাহা কখনও বিচলিত হয় নাই। অধিকন্তু পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, অনেকে কেবল ভয় প্রযুক্ত উত্তেজিত লোকের পক্ষে ছিল। ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণে ইহাদের প্রবৃত্তি হয় নাই। ইংরেজের সর্বনাশ সাধনে ইহাদের উদ্যম দেখা যায় নাই। স্বদেশকে ইংরেজের শাসন হইতে বিমুক্ত করিতেও ইহাদের অধ্যবসায় পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই। ইহারা ইংরেজের প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতীক্ষায় ছিল। যাহা হউক, ঘটনাচক্রে উপস্থিত সময়ে ইংরেজের দুর্গতির একশেষ ঘটিয়াছিল। তাঁহারা যখন আপনাদের প্রাধান্য পুনঃস্থাপন করেন, তখন যে সকল ভারতবাসী এক সময়ে বিরুদ্ধাচারীর দলে মিশিয়াছিল, তাহারা উৎফুল্লভাবে সর্বসাক্ষী ভগবানের নিকটে তাঁহাদের কুশলকামনা করিয়াছিল। ইংরেজ আপনার অনভিজ্ঞতা ও অদূরদর্শীতার ফল ভোগ করিয়াছেন। নিরক্ষর ভারতবাসীও আপনাদের অনভিজ্ঞতা ও অদূরদর্শীতা প্রযুক্ত ইংরেজের বিরুদ্ধাচারী হওয়াতে যথোচিত প্রতিফল পাইয়াছে।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:11 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

তৃতীয় অধ্যায়

গোবালিয়র—ইন্দোর—রাজপুতনা

উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশের লেফ্‌টেনেন্ট-গবর্নরের দুশ্চিন্তা—মহারাজ জয়াজী রাও শিন্দে—তাঁহার সৈন্য—তাঁহার রাজধানীর ঘটনা—তাঁহার সৈনিক-দলের উত্তেজনা ও বিরুদ্ধাচরণ—ইংরেজদিগের পলায়ন—মহারাজ তুকাজী রাও হোলকর—ইন্দোরের ঘটনা— রাজপুতনা

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ঘটনায় মহামতি কল্‌বিন্‌ সাহেবের হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল। কিছুকাল পূর্বে ইংরেজ যে প্রদেশে অপ্রতিহতপ্রভাবে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিয়াছিলেন, এবং ইংল্যান্ড বা স্কটল্যান্ডের ন্যায় যাহা সর্বাংশে আপনাদের আয়ত্ত ও সর্ব-বিষয়ে আপনাদের পদানত রাখিয়াছিলেন, সহসা তাহা অতর্কিতকারণে বিপ্রকম্পময় ও বিপত্তিপূর্ণ হইয়া উঠিল, সহসা তাহাতে ইংরেজের আধিপত্য বিলুপ্ত হইল, মহামতি কল্‌বিন্‌ সাহেব এই অভাবনীয় ঘটনা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। যাহারা এক সময়ে তাঁহার ইঙ্গিত মাত্রে পরিচালিত হইত, তাঁহার আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইত, তাঁহার নিয়মানুসারে নিরীহভাবে সমুদয় কর্ম সম্পন্ন করিত, তাহারা হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া সমুদয় শৃঙ্খলার বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিল, এবং সমুদয় স্থান অশান্তিময় করিয়া তুলিল, তখন সহায়সম্পন্ন ও অর্থশালী ভূপতিগণ বিরোধী হইলে কিরূপে বিপত্তি ঘটিবে, তাহা লেপ্টেনান্ট গবর্নর মহোদয়ের চিন্তনীয় বিষয় হইয়াছিল।

গোবালিয়র

এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয় ভূপতিদিগের মধ্যে মহারাজ জয়াজী রাও শিন্দে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের রাজধানীর পঁয়ষট্টি মাইল মাত্র দূরবর্তী গোবালিয়রে আধিপত্য করিতেছিলেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে যখন ভিন্ন ভিন্ন ভূপতিগণ স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতেছিলেন, ইংরেজের প্রাধান্য যখন সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তখন একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, রাজনীতিজ্ঞ, যুবক গবর্নর জেনেরলের-পদে নিয়োজিত হইয়া আসেন। ভারতের সমগ্র-স্থানে ইংরেজের প্রাধান্য অপ্রতিহতভাবে রাখাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যসাধনে তিনি যৌবনোচিত উদ্যম ও সাহসের পরিচয় দেন। লর্ড মর্নিংটনের চেষ্টায় ইংরেজের অধিকার সম্প্রসারিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন ভূপতিগণ ইংরেজের ক্ষমতার সমক্ষে মস্তক অবনত করেন, এবং ইংরেজের সাহায্যের জন্য আপনাদের ব্যয়ে স্বরাজ্যে ইংরেজ সেনানায়কদিগের তত্ত্বাবধানে এক-একদল সৈন্য রাখিতে প্রতিশ্রুত হন। ১৮৪৩ অব্দে মহারাজ শিন্দের রাজ্যে নানা গোলযোগ ঘটে। এই সময়ে জয়াজী রাও অপ্রাপ্ত-বয়স্ক ছিলেন। সুতরাং চক্রান্তকারিগণ সুযোগ বুঝিয়া রাজ্যের অবস্থা বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিয়াছিল। লর্ড এলেনবরা এই সময়ে গবর্নর জেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি মহারাজ শিন্দের রাজ্যে ইংরেজ অফিসরদিগের তত্ত্বাবধানে একদল সৈন্য রাখেন। ঐ সৈনিকদলের ব্যয়ভার মহারাজের উপর সমর্পিত হয়।

Generated on 2019-02-07 14:11 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

লোকের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে, কিন্তু দুর্গ দৃঢ় ছিল না। যথোপযুক্ত অস্ত্রাদি যথাস্থানে সন্নিবেশিত ছিল না। খাদ্যসামগ্রীও পর্যাপ্তপরিমাণে সংগৃহীত ছিল না। বহুকষ্টে ১১-সংখ্যক দলের একজন সিপাহীর সাহায্যে চল্লিশ-পঞ্চাশটি মেষ দুর্গপ্রাচীরের অভ্যন্তরে লইয়া যাওয়া হইল। একশত কুড়িজন খ্রীস্টান দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে এক-চতুর্থাংশ অস্ত্রধারণে সমর্থ ছিল। অবশিষ্ট প্রধানতঃ মহিলা ও বালক-বালিকা। কর্নেল স্মিথ অস্ত্রধারণে সমর্থ লোকদিগকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া, আত্মরক্ষায় উদ্যত হইলেন।

দুর্গস্থিত ইংরেজ অধিনায়ক যখন এইরূপে লোকের সন্নিবেশ, খাদ্যের আয়োজন ও অস্ত্রাদির সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন ১০-সংখ্যক সিপাহি-দল প্রকাশ্যভাবে গবর্নমেন্টের বিরোধী হইয়া উঠিল। ফরক্কাবাদের নবাব তফফুজল হোসেন খাঁ পূর্বেই গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, এখন ১০-সংখ্যক দলের সিপাহিগণ যাঁহার অনুবর্তী হইল। তাহারা সম্মানসূচক তোপধ্বনি করিয়া নবাবকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিল। তাহারা আপনাদের দল পরিপুষ্টির জন্য কারাগারের কয়েদিদিগকে ছাড়িয়া দিল। তাহারা উদ্দাম লালসার তৃপ্তির জন্য ধনাগারের অর্থরাশি আপনাদের অধিকারে রাখিল। পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের পুত্র মহারাজ দলীপ সিংহের মণিমুক্তা ও অন্যান্য বহুমূল্য দ্রব্য এইস্থানে ছিল। উহাও তাহাদের অধিকৃত হইল। এইরূপে তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। তাহারা নবাবের প্রাধান্য ঘোষণা করিল বটে, কিন্তু ধনাগারের একটি টাকাও নবাবকে দিতে সম্মত হইল না। এদিকে সীতাপুরের ৪১-সংখ্যক সিপাহি-দল নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া, ফরাক্কাবাদে উপস্থিত হইল। ১০-সংখ্যক দলের সিপাহিগণ ইহাদিগকে আপনাদের অধিকৃত অর্থের অংশ দিতে সম্মত হইল না। ৪১-সংখ্যক দলের সিপাহীরা এজন্য ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং ইউরোপীয় অফিসরদিগকে অক্ষতশরীরে ছাড়িয়া দিয়াছে বলিয়া, তাহাদিগকে যথোচিত ভর্ৎসনা করিল। কিন্তু ১০-সংখ্যক দলের সিপাহিগণ এই তিরস্কার-বাক্যে কর্ণপাত করিল না। তাহারা অর্থের লালসায় অধিনায়কদিগের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এখন অর্থলাভের সহিত তাহাদের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হইয়াছিল। তাহারা ইউরোপীয়দিগের শোণিতপাতে আগ্রহ প্রকাশ করিল না, অধিনায়কদিগকে আক্রমণ করিতেও তাহাদের প্রবৃত্তি হইল না। ইউরোপীয়দিগের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন বা ইউরোপীয়দিগের গৃহসমূহের ভস্মীকরণেও তাহারা দলবদ্ধ হইয়া উঠিল না। তাহারা টাকার জন্য ধনাগার আপনাদের অধিকারে রাখিয়াছিল, এখন টাকা পাইয়া অনেকে সন্তুষ্টচিত্তে আপনাদের গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। যাহারা রহিল, তাহাদের সহিত ঘটনাক্রমে কাওয়াজের ক্ষেত্রে ৪১-সংখ্যক-দলের সিপাহিদিগের যুদ্ধ ঘটিল। এইযুদ্ধে উভয় পক্ষের কতিপয় ব্যক্তি নিহত হইল। ১০-সংখ্যক দলের হতাবশিষ্ট সিপাহিগণ অতঃপর উপায়ান্তর না দেখিয়া, ৪১-সংখ্যক দলের মতানুবর্তী হইল। এইরূপে উভয় দলের সিপাহিরা সম্মিলিত হইয়া, ইংরেজদিগের আশ্রয়-দুর্গ আক্রমণের জন্য শুভকর দিন নির্ধারণ করিতে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:11 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

লাগিল। তাহাদের মতে ২৫শে জুন সর্বাংশে শুভজক দিন বলিয়া নির্ধারিত হইল। তাহারা ঐ দিনে ইংরেজদিগের দুর্গ আক্রমণে কৃতসঙ্কল্প হইল।

ফরক্কাবাদে এখন ৪১ সংখ্যক দলেরই প্রাধান্য হইল। নবাব ইহাদের পরিপোষক হইলেন। তিনি ইহাদের বলবৃদ্ধির জন্য খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন করিয়া দিতে লাগিলেন, ইহাদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহে ব্যাপৃত হইলেন, ইহাদের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যথোপযুক্ত আদেশ প্রচার করিতে লাগিলেন। এইরূপে নবাবের ক্ষমতায় যাহা হইতে পারে, তৎসমুদয়ই সম্পন্ন হইল। কিন্তু সিপাহিরা দুর্গ আক্রমণে উদ্যত হইল না। তাহারা নির্দিষ্ট শুভকর দিনের অপেক্ষায় রহিল। এইরূপ বিলম্ব দুর্গস্থিত ইংরেজদিগের স্ব-কার্যসাধনের অনুকূল হইল। ইংরেজেরা এই সুযোগে আত্মরক্ষার জন্য যাহা-কিছু হইতে পারে, তাহা সম্পন্ন করিলেন।

ক্রমে নির্দিষ্ট দিন সমাগত হইল। সিপাহিরা আপনাদের এই শুভকর দিনে, যে সকল কুলি দুর্গের সংস্কার কার্যে নিয়োজিত ছিল, তাহাদের উপর গুলিবৃষ্টি করিল। পরদিন প্রত্যুষে সিপাহিদিগের দুইটি কামান হইতে গোলাবর্ষণ হইতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে কোনো ফল না হওয়াতে কামানের গোলাবৃষ্টি বন্ধ করা হইল। পরদিন প্রাতঃকালে আক্রমণকারিগণ মই দ্বারা দুর্গে উঠিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহারা মই দুর্গপ্রাচীরের যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে সমর্থ হইল না। তৎপরদিনেও তাহারা এইরূপ চেষ্টা করিল। কিন্তু কিছুতেই তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হইল না। এদিকে দুর্গস্থিত ইউরোপীয়দিগের কামান ও বন্দুকে তাহারা যার-পর-নাই ক্ষতিগ্রস্ত হইল। পঞ্চম দিনে তাহারা আপনাদের কার্যপ্রণালীর পরিবর্তন করিল। ভিন্ন ভিন্ন উপায় ব্যর্থ হইল দেখিয়া, তাহারা অভিনব উপায়ের উদ্ভাবন করিল। দুর্গের সন্নিকটে হোসেনপুর নামক একটি পল্লী ছিল। এই পল্লীস্থিত গৃহের ছাদের উপর উঠিলে দুর্গের অভ্যন্তরভাগের একাংশ ভালরূপে দেখা যাইত। সিপাহিগণ পঞ্চম দিনে এই সকল গৃহের ছাদের উপর উঠিয়া লক্ষ্য-নির্দেশ-পূর্বক গুলি চালাইতে লাগিল; ইহাতে তাহাদের নিক্ষিপ্ত গুলি সবিশেষ কার্যকর হইয়া উঠিল। এই সময়ে তাহাদের দলের কতকগুলি লোক দুর্গের প্রায় সাত গজ দূরবর্তী একটি ক্ষুদ্র গৃহ অধিকার করিল। এই স্থান হইতে তাহারা দুর্গ-প্রাচীরের সম্মুখে আসিল এবং উক্ত প্রাচীরে ছিদ্র করিয়া দুর্গস্থিত গোলন্দাজদিগের উপর গুলি চালাইতে লাগিল। গোলন্দাজগণ তাহাদের গুলি-বৃষ্টিতে একান্ত বিব্রত ও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। তাহাদের কামান অকর্মণ্য হইয়া গেল। পরে আক্রমণকারিগণ কুল্যাখননে প্রবৃত্ত হইল। কুল্যা ফুটিয়া উঠাতে সমগ্র দুর্গ কম্পিত হইল এবং উহার বহিঃপ্রাচীরের পাঁচ-ছয় গজ পরিমিত অংশ উড়িয়া গেল। সিপাহিরা অতঃপর দলবদ্ধ হইয়া দুইবার দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিল না। দুর্গস্থিত ইংরেজদিগের মধ্যে যাঁহারা আক্রমণকারিদিগের কার্য পর্যবেক্ষণে নিয়োজিত ছিলেন, তাঁহাদের একজন সিপাহিদিগকে দুর্গের ভগ্নস্থানের নিম্নে সমবেত দেখিয়া গুলি চালাইতে থাকেন। এই সময়ে দুর্গস্থিত একজন ইংরেজ যাজকের নিক্ষিপ্ত গুলির

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:11 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

আঘাতে দুর্গাক্রমণকারিদিগের অধিনায়ক নিহত হয়। ইহার নাম মুলতান খাঁ। এই ব্যক্তি প্রথমে বদায়ুনের মাজিষ্ট্রেট এডওয়ার্ডস্‌ সাহেবের পলায়নের সময়ে তাঁহার সহচর ছিল। কিন্তু ইহাতেও আক্রমণকারিগণ ভগ্নোৎসাহ হয় নাই। তাহারা পুনর্বার গুলিবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হয়, এবং পুনর্বার কুল্যা খননের আয়োজন করে।

এদিকে দুর্গস্থিত ইউরোপীয়গণ বিশিষ্ট সাহস ও পরাক্রমের সহিত আত্মরক্ষা করিতে থাকেন। তাঁহারা সংখ্যায় কম হইলেও হতাশ্বাস হন নাই, অস্ত্রাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকিলেও আত্মসমর্পণে ইচ্ছা করেন নাই। বালক-বালিকা, কুলমহিলাগণ নিকটে থাকিলেও অধৈর্য হইয়া সাহসিক কার্যসাধনে উদাসীন থাকেন নাই। দিনের-পর-রাত্রি আসিয়াছে। প্রতি দিন প্রতি রাত্রিতেই তাঁহারা সমান উদ্যম, সমান উৎসাহ, সমান পরিশ্রমের সহিত কামানের পার্শ্বে থাকিয়া, সিপাহিদিগের আক্রমণ নিরস্ত করিয়াছেন। তাঁহারা কিছুতেই পশ্চাৎপদ হন নাই। জীবন যখন সঙ্কটাপন্ন হয়, প্রতিমুহূর্তে যখন নানা বিঘ্ন ঘটিতে থাকে, বিপদ যখন দুর্নিবার্য হইয়া উঠে, চারিদিক যখন অন্ধকারময় হইয়া বিভীষিকা দেখাইতে থাকে, তখন ইংরেজ যেমন নির্ভীকতার সহিত বিপত্তিময় কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, যেমন সাহসের সহিত আত্মরক্ষার আয়োজন করিতে থাকেন, যেমন তৎপরতার সহিত সমস্ত বিষয় সুশৃঙ্খল করিয়া তোলেন, জগতে তাহার দৃশ্য যেমন প্রশংসনীয়, সেইরূপ মানবের মহৎ গুণের পরিচায়ক। উপস্থিত সময়ে ইংরেজ যেখানে বিপদাপন্ন হইয়াছেন, সেইখানে তাঁহার উৎসাহ ও উদ্যম পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট হইয়াছে। ফতেগড়ের দুর্গে ইংরেজ ঘোরতর বিপত্তিতে পরিবেষ্টিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সংখ্যায় অল্প ছিলেন। তাঁহাদের রক্ষণীয় বালক-বালিকা ও কুলকামিনীগণ তাঁহাদেরই সমক্ষে কাতরভাব দেখাইতে-ছিল। তাঁহাদের গোলাগুলি নিঃশেষপ্রায় হইয়াছিল। তাঁহাদের দুর্গ স্থানে স্থানে ভগ্ন, তাঁহাদের দুর্গদ্বার নানাস্থানে ছিদ্রযুক্ত হইয়াছিল। তাঁহাদের দুইটি কামান অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। তথাপি তাঁহারা হতোদ্যম হন নাই। তাঁহাদের গুলি নিঃশেষিত হইল। তাঁহারা হাতুড়ি স্ক্রুপ, চাকা, লোহা প্রভৃতি কামানের কারখানার যন্ত্রাদি গনি ব্যাগের মধ্যে সেলাই করিয়া গুলির কার্য চালাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যুদ্ধ-কার্যে অভ্যস্ত সৈনিক-পুরুষের সংখ্যা অল্প ছিল। কিন্তু ইহাতেও তাঁহাদের উদ্যম ভঙ্গ হইল না। শান্তির সময়ে যাঁহারা সংসারের অন্য কার্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, তাঁহারা এখন সৈনিক-ব্রত অবলম্বন করিলেন। দেওয়ানি বিভাগের কর্মচারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, বিপক্ষের আক্রমণ নিরস্ত করিতে লাগিলেন, ধর্মযাজক আপনার ধর্ম-পুস্তক ও ধর্মোপদেশ ছাড়িয়া, বন্দুক গ্রহণ করিলেন। অধিক কি, কুলমহিলা আপনার স্বাভাবিক কোমলতায় বিসর্জন দিয়া, অস্ত্র পরিগ্রহ-পূর্বক বিপক্ষদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন*। এইরূপে আক্রমণকারিদিগের

* সৈনিকদিগের কাপড়ের কারখানায় এক ব্যক্তি নিহত হয়। ইহার স্ত্রী স্বামিবিয়োগে অধৈর্য না হইয়া যুদ্ধ-কার্যে মনোনিবেশ করেন। ইঁহার গুলিতে অনেক সিপাহী

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:11 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

সমক্ষে আক্রান্তগণ সাহস ও উদ্যমের একশেষ দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু এইরূপ অসামান্য সাহস ও উদ্যম দেখাইয়াও, তাঁহারা দীর্ঘকাল দুর্গে থাকিতে পারিলেন না। তাঁহাদের আত্মরক্ষার সম্বল নিঃশেষিত হইল। কামানের কারখানার যন্ত্রাদিও ক্রমে গোলাগুলির কার্যে নিঃশেষিত হইয়া গেল। এদিকে তাঁহাদের সাহসী সৈনিকগণ বিপক্ষদিগের গুলির আঘাতে দুর্গপ্রাচীরে দেহত্যাগ করিতে লাগিল। কর্নেল স্মিত সাহায্যপ্রাপ্তির জন্য ফরাসি ভাষায় পত্র লিখিয়া আগ্রায় পাঠাইলেন। তাঁহার পত্র যথাস্থানে পেঁৗছিল। আগ্রার সিপাহিগণ নিরস্ত্রীকৃত হইয়াছিল। সুতরাং কতিপয় ইউরোপীয় সৈনিক-পুরুষ পাঠাইবার প্রস্তাব হইল। মেজর ওয়েলার এই সৈনিক-দলের পরিচালনের ভার গ্রহণে সম্মত হইলেন। কিন্তু প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইল না। কর্নেল স্মিথ আশান্বিত হৃদয়ে আগ্রার পথ চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু কোনো সাহায্যকারী সেনিক উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিল না। কর্নেল অতঃপর দুর্গ রক্ষায় হতাশ্বাস হইয়া পড়িলেন। তিনি ঐ স্থানে আত্মরক্ষার কোনো অবলম্বন না পাইয়া, পলায়নের উপায় দেখিতে লাগিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে পলায়নের সুযোগ ঘটিয়াছিল। বর্ষার আবির্ভাবে গঙ্গার জল বৃদ্ধি হইয়াছিল। সুতরাং কর্নেল স্মিথ জলপথে কানপুরে যাইবার ইচ্ছা করিলেন। তিনখানি বড় বড় নৌকা সংগৃহীত হইল। ৩রা জুলাই নিশীথকালের গভীর অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া বালক-বালিকা সমেত একশত জন খ্রীস্টধর্মাবলম্বী নৌকায় আরোহণ করিল। এইরূপে ফতেগড় হইতে পলাতকদিগের দ্বিতীয় দল যাত্রা করিল। প্রথম দলের অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছিল তাহা জানা যায় নাই। অনেকে মনে করেন যে, কানপুরের লোমহর্ষণ কাণ্ডে ইহাদের প্রাণান্ত ঘটিয়াছিল। দ্বিতীয় দল ইহাদের অপেক্ষা সৌভাগ্যশালী হয় নাই। এই দলের অদৃষ্টে যাহা ঘটে, তাহা যেরূপ গভীর মর্মবেদনার উদ্দীপক,সেইরূপ উপস্থিত ভয়ঙ্কর সময়ের,ভয়ঙ্কর ভাবের উত্তেজক। রাত্রি দুটার সময়ে সকলে নৌকায় উঠিলে উহা ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কর্নেল স্মিথ, কর্নেল গোল্ডি এবং মেজর রবার্টসন এক-একখানি নৌকার অধ্যক্ষ হন। পলাতক দলে পরিপূর্ণ তিনখানি নৌকা তিনজন ইংরেজ সৈনিক-পুরুষের তত্ত্বাবধানে ফতেগড় হইতে যাত্রা করে। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর কর্নেল গোল্ডির নৌকা চড়ায় আবদ্ধ হইয়া যায় এবং উহার হাল নষ্ট হয়। আরোহিগণ নৌকার উদ্ধারে বৃথা চেষ্টা করে। এই সময়ে সুন্দরপুর নামক পল্লীর অধিবাসিগণ দলবদ্ধ হইয়া আরোহী-দিগকে আক্রমণ করে। কতিপয় ইউরোপীয় নৌকা হইতে নামিয়া ইহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। কর্নেল গোল্ডির নৌকার লোকে উপায়ান্তর না দেখিয়া কর্নেল স্মিথের নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। ভয়াতুর ও নির্বাক জীবে বোঝাই দুইখানি নৌকা ভাগীরথীর প্রবাহবেগে অগ্রসর হইতে থাকে।

নিহত হয়। কেহ কেহ নির্দেশ করিয়াছেন যে, এই বিধবা নারী সিপাহিদিগের গুলিতে দেহত্যাগ করেন। অপরে বলিয়াছেন যে, ইনি কানপুরে নিহত হন। ইঁহার নাম বিবি অহারণ। *Kaye, Sepoy War, Vol. III. p. 298. note.*

Generated on 2019-02-07 14:11 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

কিন্তু অদৃষ্টদোষে আরোহিগণ শান্তিসুখের অধিকারী হইতে পারিল না। তাহারা জীবনরক্ষার জন্য ফতেগড়ের দুর্গ পরিত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সম্মুখে সহসা কালের করাল-মূর্তি আবির্ভূত হইল। সিপাহীরা যখন জানিতে পারিল যে, ফিরিঙ্গিগণ নৌকায় চড়িয়া ফতেগড় হইতে প্রস্থান করিয়াছে, তখন তাহারা তাড়াতাড়ি খেয়াঘাটের নৌকা সংগ্রহ করিয়া পলাতকদিগের অনুসরণ করিল। এদিকে একটি কামান গঙ্গার দক্ষিণতটে স্থাপিত হইল। নদীর উভয়তীরস্থিত পল্লীর অধিবাসিগণ নিরতিশয় উত্তেজিতভাবে পলাতকদিগকে আক্রমণ করিল। মুসলমান পল্লীর লোকই এবিষয়ে অধিকতর উত্তেজনার পরিচয় দিতে লাগিল। এই সকল আক্রমণকারীর সমক্ষে পলাতকদিগের নিষ্কৃতিলাভ দুর্ঘট হইয়া উঠিল। ইহার মধ্যে মেজর রবার্টসনের নৌকা সিংহরামপুর পল্লীর নিকটে চড়ায় আবদ্ধ হইয়া গেল। ইহার মধ্যে অনুসরণকারী সিপাহিগণ উপস্থিত হইয়া আরোহীদিগকে আক্রমণ করিল। কানপুরের প্রান্তবাহিনী জাহ্নবীর ঘাটে যাহা ঘটিয়াছিল, সিংহরামপুরের সমীপবর্তিনী জাহ্নবীর জলপ্রবাহের মধ্যে তাহাই ঘটিল। কুলমহিলাগণ অন্য কোনো উপায় না দেখিয়া, শিশুসন্তানকে লইয়া ভাগীরথীর জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। ইহাদের কেহ কেহ জলমগ্ন হইল, কেহ কেহ বিপক্ষদিগের গুলিতে দেহত্যাগ করিল, কেহ কেহ অসির আঘাতে মৃত্যুর ক্রোড়ে চিরনিদ্রিত হইল। রবার্টসন্ প্রভৃতি তিনব্যক্তি কোনোরূপে আত্মরক্ষা করিলেন। ধর্মযাজক ফিসার সাহেব ফতেগড়ের দুর্গে সবিশেষ সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তিনি গুরুতররূপে আহত হওয়াতে আপনার স্ত্রী ও শিশুসন্তানকে বাহুতে লইয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দেন, এবং ঐ অবস্থায় জলমগ্ন হন। তাঁহার বাহুদেশে তদীয় স্ত্রী ও শিশুসন্তানের মৃত্যু হয়। তিনি কোনোরূপে প্রাণরক্ষা করিয়া রাত্রিকালে লুক্কায়িতভাবে থাকেন, এবং প্রত্যুষে কর্নেল স্মিথের নৌকায় উঠেন। নৌকায় উঠিয়াই তিনি প্রবলবেগে অশ্রুপাত করিতে করিতে কহিয়াছিলেন যে, 'আমার স্ত্রী ও শিশুসন্তান আমার বাহুদেশেই দেহত্যাগ করিয়াছে।' জীবনরক্ষা হইলেও রবার্টসন সাহেবের অবস্থা নিরতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিল। তাঁহার স্ত্রী ও শিশুসন্তান তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জলমগ্ন হইল। রবার্টসন স্বয়ং আহত হইয়াছিলেন। একজন ইউরোপীয় নীলকর তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তিনি আহত সহযোগীকে একটি দাঁড়ের উপর তুলিয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিলেন। নিশীথকালে তাঁহারা তীরে উঠিয়া কোলহর নামক পল্লীতে লুক্কায়িতভাবে রহিলেন। এই স্থানের সরলপ্রকৃতির কৃষকগণ তাঁহাদের শোচনীয় অবস্থা দর্শনে নিরতিশয় দয়ার্দ্র হইয়া, তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিল। পলাতকগণ আশ্রয়দাতাদিগের প্রদত্ত খাদ্যসামগ্রীতে তৃপ্তিলাভ করিলেন। রবার্টসন সাহেব সংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার সঙ্গী নীলকর সাহেব তাঁহাকে একাকী ফেলিয়া যাইতে পারিলেন না। দুই মাস পরে সমুদয় শেষ হইল। রবার্টসন সাহেব গুরুতর আঘাতে দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার সহযোগী নীলকর সাহেব তদীয় সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া কানপুরে উপনীত হইলেন। এদিকে যে সকল আরোহী উত্তেজিত সিপাহিদিগের বন্দী হইয়াছিল, তাহাদিগকে নবাবের আদেশে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:11 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

কামানে উড়াইয়া দেওয়া হইল। ইহার মধ্যে কর্নেল স্মিথের নৌকা, অবশিষ্ট শোচনীয় দশাগ্রস্ত জীবদিগকে লইয়া কানপুরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। পথে দয়ার্দ্র পল্লীবাসিগণ ইহাদের যথোচিত সাহায্য করে। পলাতকগণ পল্লীবাসিদিগের সদয়-ভাবে আশঙ্কাশূন্য হইয়া, তাহাদের গৃহে আশ্রয়গ্রহণ পূর্বক তাহাদের প্রদত্ত খাদ্য ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। এই সকল জীবের অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছিল, ইতিহাস সুস্পষ্টরূপে তাহার নির্দেশ করিতে সমর্থ হয় নাই। অনেকে অনুমান করেন যে, ইহারা কানপুরে অন্যান্য ইউরোপীয়দিগের সহিত বিনষ্ট হয়। কথিত আছে পুরুষ, স্ত্রীলোক, বালক-বালিকাতে দুই শতেরও অধিক খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী জুন মাসের প্রারম্ভে ফতেগড় ও উহার পার্শ্ববর্তী স্থানে ছিল। ইহাদের প্রায় সকলেই জলপথে বা যে স্থানে নিরাপদ হইবে ভাবিয়া যাইতেছিল সেই স্থানে নিহত হয়।

এইরূপে ইংরেজরা ফরক্কাবাদ হইতে তাড়িত হইলেন। ফরক্কাবাদে তাঁহাদের আধিপত্য, তাঁহাদের প্রাধান্য, তাঁহাদের ক্ষমতার সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া গেল। পলায়নসময়ে তাঁহাদের অনেকের প্রাণান্ত ঘটিল, অনেকে ছদ্মবেশে ভারতবাসীর অসামান্য দয়াশীলতায় নির্জন স্থানে লুক্কায়িতভাবে রহিলেন। নবাব তফক্ফুজল হোসেন খাঁ ফরক্কাবাদের গদীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শাসনদণ্ডের পরিচালনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার তাদৃশ গুণ বা ক্ষমতা ছিল না। অমিতাচার ও অতিব্যয় প্রযুক্ত তাঁহার বৈষয়িক কার্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের যত্নে উহা সুশৃঙ্খল হয়। নবাব তখন নিশ্চিন্তমনে আপনার ভোগবাসনার তৃপ্তিসাধন করিতে থাকেন। ফরক্কাবাদের লোকে যাঁহাকে এক সময়ে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের অনুগ্রহপ্রার্থী ও ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের পেন্সনগ্রাহী ভিন্ন আর কিছুই ভাবিত না, তিনি এখন স্বাধীন নবাব হইলেন। যাঁহাদের অনুগ্রহে ও যত্নে তাঁহার সম্পত্তি রক্ষা হইয়াছিল, তিনিই শেষে তাহাদিগকে নির্জিত, নিষ্কাশিত ও নিহত করিলেন। এইরূপে কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়া, তিনি এখন ফরক্কাবাদের গদীতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এখন তাঁহার নামে আদেশ-পত্র প্রচারিত, তাঁহার নামে রাজস্ব সংগৃহীত এবং তাঁহার নামে শাসনকার্য নির্বাহিত হইতে লাগিল। জমাদার, রেসেলদার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ সৈনিক-পুরুষের অধিকতর ক্ষমতাপ্রাপ্তির আশাতেই হউক, বা অর্থলোভেই হউক, তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন। যাঁহারা দেওয়ানি-বিভাগের কার্যে নিয়োজিত ছিলেন, তাঁহাদেরও অনেকে নবাবের কার্য করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন নাই। কথিত আছে, ছয়জন তহশীল-দারের মধ্যে তিনজন এবং এগারজন প্রধান পুলিশ কর্মচারীর মধ্যে ছয়জন নবাবের কর্ম গ্রহণ করেন। নয়জন পেস্কারের মধ্যে পাঁচজন এবং একজন ব্যতীত সমুদয় কাননগু নবাবের সরকারে নিয়োজিত হন। এতদ্ব্যতীত মোহরের নাজীর, বরকন্দাজ প্রভৃতিও অভিনব শাসনকর্তার অধীনতা স্বীকার করে। কিন্তু ফৌজদারী রাজস্ববিভাগের সেরেস্তাদারগণ এবং ফৌজদারীর নাজীর নবাবের সরকারে কর্ম গ্রহণ করেন নাই। এই শেষোক্ত কর্মচারী এজন্য নিপীড়িত হন। তাঁহার সম্পত্তির

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:11 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

কিয়দংশ বিলুণ্ঠিত হয়। তিনি নিজে জরিমানা দিতে বাধ্য হন*। যাহা হউক ইংরেজেরা তাড়িত হইলেও এবং আপাততঃ তাঁহাদের ক্ষমতা ও প্রাধান্যের কোনো নিদর্শন না থাকিলেও, কোনো স্থানে দীর্ঘকাল শৃঙ্খলার সহিত শাসনকার্য সম্পন্ন হয় নাই। যাঁহার পূর্বতন বংশ-গৌরব বা পূর্বপুরুষের প্রাধান্য ও ক্ষমতার বলে স্বপ্রধানভাবে শাসনকার্য-নির্বাহে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বাসনা সিদ্ধ হয় নাই। তাঁহারা সকলকে জাতীয়ভাবে সম্বদ্ধ করিতে পারেন নাই, সুতরাং সকলের মধ্যে এক-প্রাণতা ও সমবেদনা সঞ্চার হয় নাই। অনেকে কেবল দুর্নিবার ভোগলালসার পরি-তৃপ্তির জন্য অভিনব শাসনকর্তার নামমাত্র অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু কার্যতঃ ইহারা স্বপ্রধান হইয়া, আপনাদের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি করিয়াছিল। সংযতচিত্ত, দূরদর্শী লোকে ইহাদের অনুবর্তী হয় নাই। তাহারা কেবল ভয়প্রযুক্ত অভিনব শাসনকর্তাদিগের অধীন হইয়াছিল। কিন্তু এই শাসনকর্তাদিগের উপর তাহাদের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। তাহারা ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের প্রাধান্যপ্রাপ্তির প্রতীক্ষায় ছিল**। ইংরেজ ইহাদেরই সদাশয়তায় আত্মরক্ষা করেন এবং প্রধানতঃ ইহাদেরই সাহায্যে আপনাদের বিলুপ্তপ্রায় ক্ষমতার পুনরুদ্ধারে উদ্যত হন।

ফতেপুরের কথা শেষ করিবার পূর্বে বদায়ুনের মাজিস্ট্রেট এড্ওয়ার্ডস্ সাহেবের অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছিল, তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে এড্ওয়ার্ডস্ সাহেব উপায়ান্তর না দেখিয়া বদায়ুন হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী ও শিশুসন্তান নৈনিতালে প্রেরিত হইয়াছিল। মাজিস্ট্রেট সাহেবকে ছদ্মবেশ পরিগ্রহ করিতে হইয়াছিল। তিনি হিন্দুস্থানীর বেশে এক পল্লী হইতে অন্য পল্লীতে গিয়া, আত্মগোপন করিয়াছিলেন। পথে সদাশয় ভারতবর্ষীয়গণ তাঁহার যথোচিত সাহায্য করে। একদিন তিনি প্রচণ্ড আতপতাপে ও পথের ধূলিতে একান্ত অবসন্ন হইয়া একটি পল্লীতে উপস্থিত হন। এই স্থানে গবর্নমেন্টের পেন্সনপ্রাপ্ত একজন বৃদ্ধ সিপাহী বাস করিতেছিল। এইব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের দুরবস্থা দেখিয়া দুঃখিত হয়। কালেক্টর সাহেব জল চাহিলেন, বৃদ্ধ সিপাহী দুগ্ধ ও চাপাটী দিয়া তাঁহার তৃপ্তিসাধন করিল। পলাতকগণ আতিথেয় সিপাহীর পরিচর্যায় পরিতুষ্ট হইয়া, এক ঘণ্টার পর সেই স্থান হইতে যাত্রা করেন। যাইবার সময়ে কালেক্টর সাহেব সিপাহীকে কিছু টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সিপাহী উহা গ্রহণ না করিয়া, দুঃখিতভাবে বলিয়াছিল— 'এখন আমার অভাব অপেক্ষা আপনাদের অভাব বেশী। আমি বাড়িতে বাস করিতেছি, আপনারা জঙ্গলে জঙ্গলে বেড়াইতেছেন। যদি আপনাদের আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে আমাকে এবং আমার এই সামান্য কার্যের বিষয় মনে রাখিবেন***।' এইরূপে নানা স্থানে নানা লোকের নিকটে সাহায্য পাইয়া, তিনি

---

* *Kaye, Sepoy War, Vol. III, p. 305, note.*

** *Syed Ahmed Khan, Causes of the Indian revolt, p 48.*

*** *Edwards, Personal Adventures, p. 37.*

Generated on 2019-02-07 14:11 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

অযোধ্যার অন্তর্গত ধরমপুরনামক স্থানে উপনীত হন। এই স্থানে হরদেব বক্স নামক একজন সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী ছিলেন। তিনি বিপন্ন পলাতকদিগকে সবিশেষ আদর ও যত্নের সহিত আশ্রয় দেন। এড্ওয়ার্ড্স্ সাহেব ও তাঁহার সহযোগিগণ হরদেব বক্সের আশ্রয়ে কিছুকাল অবস্থিতি করেন। সদাশয় ভূস্বামী আশ্রিতদিগের তৃপ্তিসাধনে ও শান্তিবিধানে কিছুমাত্র অমনোযোগী হন নাই। ধরমপুরের অন্যান্য সম্ভ্রান্ত হিন্দুগণ ইহাঁদের সুখশান্তির জন্য সবিশেষ প্রয়াস স্বীকার করেন। যখন ফতেগড়ের সিপাহিরা প্রবল হইয়া উঠে; ইংরেজেরা যখন আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া দুর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক জলপথে আশ্রয়স্থানের প্রত্যাশায় যাত্রা করেন; ফরাক্কাবাদের নবাব যখন ইউরোপীয়দিগকে তাড়িত বা বিনষ্ট করিবার জন্য উত্তেজিত সিপাহিদিগকে উৎসাহিত করিতে থাকেন; তখন হরদেব বক্স, ইউরোপীয়দিগকে আশ্রয় দিয়াছেন ভাবিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিপন্ন আশ্রিতদিগকে বিপক্ষদিগের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক আত্মমর্য্যাদার সহিত দয়া ও হিতৈষিতার সম্মান বিনষ্ট করেন নাই। পলাতকগণ ধরমপুর হইতে প্রতিদিন কামানের গভীর শব্দ শুনিতেছিলেন, প্রতিদিন এই গভীর শব্দে তাঁহাদের হৃদয়ে গভীর আশঙ্কা বা আশ্বাসের সঞ্চার হইতেছিল। ক্রমে কামানের ধ্বনির নিবৃত্তি হইল। পলাতকদিগের হৃদয় ক্রমে গভীর নৈরাশ্যে অভিভূত হইতে লাগিল। এই সময়ে হরদেব বক্স বিপদের আশঙ্কায় তাঁহাদিগকে অদূরবর্ত্তী কোনো নির্জ্জন স্থানে পাঠাইয়া দেন। যেহেতু ফরাক্কাবাদের নবাব শুনিয়াছিলেন যে, তাঁহার আশ্রয়ে কতিপয় ইউরোপীয় অবস্থিতি করিতেছে। নবাব এই সংবাদ শুনিয়াই হরদেব বক্সকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, ইউরোপীয়দিগকে যেন অবিলম্বে তাঁহার নিকটে পাঠান হয়। অন্যথা হরদেব বক্সের জীবন ও সম্পত্তি কখন নিরাপদ হইবে না। কিন্তু তেজস্বী হরদেব বক্স এই কথায় কর্ণপাত করেন নাই। তিনি আশ্রিতদিগের রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। এই প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য এখন আপনার লোকদিগকে অস্ত্রাদিতে সজ্জিত করিয়া রাখিলেন। যে কয়েক দিন নবাবের প্রাধান্য ছিল, পলাতকগণ সেই কয়েক দিন পূর্ব্বোক্ত দুর্গম স্থানে দুর্গতির একশেষ ভোগ করেন। তাঁহাদের বাসস্থান নিরতিশয় অপরিষ্কৃত ছিল। কুটীর প্রায়ই গোরু ও মহিষের মলে পরিপূর্ণ থাকিত। ইউরোপীয়গণ এই সকল বাক্শক্তিশূন্য জীবের সহিত নির্বাক ও নিস্তব্ধভাবে অবস্থিতি করেন, এই সময়ে হরদেব বক্স বা তাঁহার প্রতিবাসী হিন্দুগণ নানারূপ আশঙ্কা করিয়া, ইহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন না। যাহা হউক তিনি কাহারও নিকটে পলাতকদিগের সন্ধান বলিয়া দেন নাই। শেষে ফরাক্কাবাদের সংবাদ পাইয়া, এই দয়াশীল ভূস্বামী পলাতকদিগকে পুনর্ব্বার ধরমপুরে আনয়ন করেন। এইরূপে ভারতবাসীর অসীম করুণায় ও সদাশয়তায় বিপন্নদিগের জীবন রক্ষা হয়।

ফতেগড়ের বিপ্লবে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী বিস্তৃত ভূখণ্ডে ইংরেজের আধিপত্য বিলুপ্ত হইল। ইংরেজ এক সময়ে অপূর্ব্ব বীরত্বপ্রকাশপূর্ব্বক যে প্রদেশে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং গভীর রাজনীতির পরিচয় দিয়া, যে প্রদেশে শাসনশৃঙ্খলা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন, অকস্মাৎ অভাবনীয় শক্তিতে সেই প্রদেশে তাঁহারা ক্ষমতাভ্রষ্ট

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:11 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

হইলেন ! যাহারা এক সময়ে ইংরেজের পদানত ছিল, ইংরেজের সন্তুষ্টিসাধনে যত্ন প্রকাশ করিত এবং ইংরেজের দেহরক্ষার জন্য সর্বদা সতর্ক থাকিত, তাহারাই এক্ষণে ইংরেজের বিরোধী হইয়া উঠিল এবং অস্ত্রপরিহারপূর্বক ইংরেজের শোণিতপাতের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। রোহিলখণ্ড এবং গঙ্গা-যমুনার দোয়াবের বিপ্লব, কেবল শোচনীয় নরহত্যার বা জনসাধারণের অচিন্তনীয় শক্তির জন্য ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। উহা অভাবনীয় ব্যাপকতার জন্যও ঐতিহাসিকের গভীর বিস্ময়ের উদ্দীপক হয়। ঐতিহাসিক যদি উহার উৎপত্তি, বিস্তৃতি ও স্থিতির বিষয় ভাবিয়া দেখেন, তাহা হইলে তাঁহার উদ্বোধন হইবে যে, এই মহা-বিপ্লব কেবল সৈনিক-নিবাসে আবদ্ধ থাকে নাই, যাহারা ইংরেজ সৈনিক-প্রধানের নিকটে ইংরেজী প্রণালী অনুসারে সামরিক কৌশলে অভ্যস্ত হইয়াছিল, ইংরেজের প্রদত্ত সামরিক ভূষণে ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, ইংরেজের ইঙ্গিতমাত্রে যুদ্ধস্থলে শূরত্ব প্রকাশ করিত, তাহারাই কেবল সহসা ইংরেজকে বিপত্তিজালে পরিবেষ্টিত করিতে অগ্রসর হয় নাই। সিপাহিগণ মারাত্মক কার্যসাধনে উদ্যত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের উদ্যম দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই এবং উহা ইংরেজের প্রাধান্য ও আধিপত্যের মূলদেশও ক্ষয় করিতে পারে নাই। ইতিহাস দেখাইয়া দিতেছে যে, সিপাহিগণ যেখানে উত্তেজনার পরিচয় দিয়াছে, সেইখানেই তাহারা ধনাগার লুণ্ঠন করিয়াছে, কয়েদিদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে, এবং সম্মুখে যে সকল ইউরোপীয়কে পাইয়াছে, তাঁহাদিগকে নিহত ও তাঁহাদের অধ্যুষিত গৃহ ভস্মীভূত করিয়া, অভীষ্ট অর্থ সংগ্রহপূর্বক আপনাদের গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছে, অথবা দিল্লীতে গিয়া, অপরাপর সিপাহীর সম্মিলিত হইয়াছে। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকিয়া ইংরেজের প্রাধান্যনাশ এবং আপনাদের আধিপত্য রক্ষার চেষ্টা করে নাই, এবং ইংরেজকে স্বদেশ হইতে দূরীভূত করিবার জন্য একটি নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় নাই। তাহাদের অনেকে এই বিপ্লবের সময়েও ধীরতার পরিচয় দিয়াছে। বেরেলীর অনিয়মিত সৈনিকগণ সহসা তাহাদের উত্তেজিত স্বদেশবাসীর সহিত সম্মিলিত হয় নাই। একদল যখন ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণে সমুত্থিত হইয়াছে, অন্য দল তখন গভীর আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া, তাহাদের পথানুসরণ করিয়াছে। তাহারা ভাবিয়াছে যে, ইংরেজের ক্রোধে সকলেই সমভাবে বিনষ্ট হইবে। এক দলের অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছে, অন্য দলের অদৃষ্টে তাহাই ঘটিবে। তাহারা হয় নিরস্ত্রীকৃত ও ঘোরতর দুর্দশাগ্রস্ত হইবে, না হয়, তাহাদের দেহ কামানে বিচ্ছিন্ন বা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে। এইরূপ গভীর আশঙ্কায় তাহারা সন্তপ্তহৃদয়ে ইংরেজের বিপক্ষে অস্ত্রপরিগ্রহ করিয়াছিল। মীরাটের ঘটনার পর সিপাহিদিগের হৃদয় এইরূপে বিচলিত হইয়াছিল। এইরূপ মনোবেদনায় অধীর হইয়া, তাহারা ইংরেজের প্রদত্ত অস্ত্রই ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়াছিল, কিন্তু অস্ত্রপরিগ্রহ করিলেও তাহারা আপনাদের মনোবেদনা গোপনে রাখে নাই। ইংরেজ যখন দিল্লী আক্রমণ করেন, দিল্লীর দুরারোহ প্রাচীর ও সিপাহিদিগের ব্যূহ যখন ইংরেজের দুশ্চিন্তার বিষয়ীভূত হয়, তখন যে-সকল সিপাহী;

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:11 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, তাহারা কহিয়াছিল যে, অদৃষ্টক্রমে তাহারা এই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ইংরেজের বিরুদ্ধাচারী হওয়া ব্যতীত তাহাদের গত্যন্তর ছিল না। গবর্নমেন্ট যখন তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধাশূন্য হইয়াছেন, তখন তাহাদিগকে যে, কিরূপ শাস্তিভোগ করিতে হইবে, তাহা তাহারা জানে না*। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনান্ট গবর্নর যাহাকে "দৌরাত্ম্য ও দাঙ্গাহাঙ্গামা পরিপূর্ণ" বলিয়াছিলেন, এবং গবর্নর জেনেরল যাহা "তাঁহাদের অধিকারভ্রষ্ট" বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন, সেই বিস্তৃত প্রদেশ কেবল সিপাহিদিগের উত্তেজনার জন্য তাদৃশ অবস্থাপন্ন হয় নাই। কিন্তু গবর্নমেন্টের দূরদর্শিতার অভাবেই হউক, ভ্রান্তিতেই হউক, বা অনভিজ্ঞতাতেই হউক, আর একশ্রেণীর লোক সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। ইহারা কয়েদিদিগের শৃঙ্খলমোচনের বিষয় ভাবে নাই, ধনাগারের লৌহ-সিন্দুক ভাঙিবার বিষয় চিন্তা করে নাই, বা ইউরোপীয়দিগের গৃহ ও দ্রব্যাদিনাশের বিষয়ও মনে স্থান দেয় নাই। ইহারা কেবল ভাবিয়াছিল যে, ইংরেজ ক্রমে ইহাদিগকে সামান্য লোকের মতো করিয়া তুলিয়াছেন, ইহাদের বংশের গৌরব ও সম্মান বিলুপ্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, ইহাদের চিরন্তন রীতিনীতির, আচার-ব্যবহারের অবমাননা করিয়াছেন। ইংরেজের সম্মুখে ভারতবাসিগণ অপমানিত হইতেছে**। তাঁহাদের রাজনীতির কৌশলে পররাজ্য গৃহীত ও পরস্বত্ব বিনষ্ট হইতেছে। তাঁহাদের আধিপত্য-প্রিয়তায় উচ্চশ্রেণী নিম্নশ্রেণীর অবস্থায় পাতিত হইয়াছে এবং তাঁহাদের দুর্নিবার ভোগাকাঙ্ক্ষায় ক্ষমতাপন্ন ও বহুগুণবিশিষ্ট ভারতবাসী উচ্চতর রাজকীয় পদে বঞ্চিত রহিয়াছে। কোনো দূরদর্শী ভারতবর্ষীয় এ সময়ে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক-সভায় সদস্যরূপে বসিয়া, ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা ও ভারতবাসিদিগের এইরূপ মনোভাব গবর্নর জেনেরল বা তাঁহার সহযোগিবর্গের গোচর করেন নাই। সুতরাং যাঁহার উপর সমগ্র রাজ্যের শাসন ও পালনভার সমর্পিত রহিয়াছিল, তিনি প্রজালোকের মনের কথা জানিতে পারেন নাই। শাসকের সমক্ষে শাসিতগণ অপরিচিতভাবেই ছিল***। বদ্ধমূল বৃক্ষ যেমন সহজে উৎপাটিত হয় না, জনসাধারণের এই দৃঢ়বদ্ধ ধারণাও সেইরূপ সহজে বিলুপ্ত হয় নাই। ইহা হইতে যে বিষময় ফলের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা নগরের-পর-

---

* *Syed Ahmed Khan, Causes of the Indian Revolt, p. 53.*

** *Ibid, p, 43* স্যার সৈয়দ আহম্মদ খাঁ লিখিয়াছেন, উচ্চপদস্থ সাহেব কর্মচারিগণ কাছারির আমলাদিগকে আদালতের কাগজপত্র পড়িবার সময় যে, কটুকথা কহেন তাহা অনেকেই জানেন। এ সকল আমলাদিগের অনেকে সম্ভ্রান্ত, তাঁহারা মনে মনে কহিয়া থাকেন যে ইহা অপেক্ষা রাস্তার ধারে ঘাস কাটিয়া খাওয়া ইহঁদের পক্ষে ভাল।

***—*Cases of the Indian Revolt, p. 11.*

স্যার সৈয়দ আহম্মদ খাঁ নির্দেশ করিয়াছেন যে, ব্যবস্থাপক সভায় ভারতবাসিদিগকে সদস্যরূপে গ্রহণ না করাই উপস্থিত বিপ্লবের মূল কারণ।

নগরে; পল্লীর-পর-পল্লীতে আপনার অভাবনীয় শক্তির পরিচয় দিয়াছে। যাঁহারা বংশগৌরবে সম্মানিত, যাঁহাদের পূর্বপুরুষগণের ক্ষমতা ও প্রাধান্যের বিষয় সাধারণের মধ্যে প্রচারিত রহিয়াছে, ভারতবাসিগণ বিচারবিতর্ক না করিয়া দুর্ঘটনার সময়ে নামেই হউক, বা কার্যেই হউক; তাঁহাদের অধীনতা স্বীকার করিয়া থাকে। তাহারা জানে যে, এইরূপ বংশ-গৌরব এবং এইরূপ প্রাধান্য অসময়ে শত শত ব্যক্তিকে এক উদ্দেশ্যের সাধনে প্রবর্তিত করিতে পারে। উপস্থিত সময়ে ভারতবাসিদিগের এইরূপ প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। বংশ-গৌরবে প্রসিদ্ধ এবং পূর্বতন আধিপত্যের মহিমায় গৌরবান্বিত ব্যক্তিগণ যখন এই সময়ে কার্যক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইলেন, তখন উত্তেজিত লোকে দলে দলে তাঁহাদের অনুবর্তী হইতে লাগিল। কেহ কেহ তাঁহোদের আদেশ কার্যে পরিণত করিতে সচেষ্ট হইল, কেহ কেহ তাঁহাদের নামমাত্র অধীনতা স্বীকার করিয়া, অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিল। কারাগার বিমুক্ত কয়েদিগণে সমগ্র স্থান পরিব্যাপ্ত হইল। পরস্বাপহারক গুজরগণ আপনাদের অভীষ্টসাধনে দলবদ্ধ হইয়া উঠিল। শৃঙ্খলা ও শান্তির সুখময় বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। বিদ্বেষী বিদ্বিষ্ট ব্যক্তির সর্বস্বহরণে বা জীবনগ্রহণে উদ্যত হইল। অর্থলোলুপ দুর্বৃত্ত লোকের হস্তে নিরীহ ব্যক্তির সর্বস্বান্ত ঘটিতে লাগিল। উত্তমর্ণের আক্রমণে অধমর্ণের জীবন ও ও সম্পত্তি বিঘ্নসংকুল হইয়া উঠিল। অত্যাচারপরায়ণ লোকে এইরূপ নানা দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। ইংরেজের ক্ষমতাত্যয়ে অনেক স্থানে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আপনাদের বংশগৌরবের বলে অধিপতির সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, অনেক স্থানে তাঁহাদের আদেশে ইংরেজের সর্বনাশ ঘটিয়াছে, অনেক স্থানে দুর্বৃত্ত লোকের হস্তে নিরীহ লোকে নিপীড়িত ও নিগৃহীত হইয়াছে। বেরেলীর খাঁ বাহাদুর খাঁ, ফরাক্কাবাদের তফফুজল হোসেন খাঁর বিবরণে এ বিষয়ের যাথার্থ পরিস্ফুট হইবে।

পক্ষান্তরে অনেক ভারতবাসী এই দুঃসময়েও ইংরেজের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছিল। ইংরেজ কোনো স্থান হইতে তাড়িত হইলেও, ইহারা সেই স্থানে ইংরেজের শাসনগৌরব অব্যাহত রাখিয়াছিল। ইহারা অর্থের বিনিময়ে যে প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়াছিল, তাহা কখনও বিচলিত হয় নাই। অধিকন্তু পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, অনেকে কেবল ভয় প্রযুক্ত উত্তেজিত লোকের পক্ষে ছিল। ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণে ইহাদের প্রবৃত্তি হয় নাই। ইংরেজের সর্বনাশ সাধনে ইহাদের উদ্যম দেখা যায় নাই। স্বদেশকে ইংরেজের শাসন হইতে বিমুক্ত করিতেও ইহাদের অধ্যবসায় পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই। ইহারা ইংরেজের প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতীক্ষায় ছিল। যাহা হউক, ঘটনাচক্রে উপস্থিত সময়ে ইংরেজের দুর্গতির একশেষ ঘটিয়াছিল। তাঁহারা যখন আপনাদের প্রাধান্য পুনঃস্থাপন করেন, তখন যে সকল ভারতবাসী এক সময়ে বিরুদ্ধাচারীর দলে মিশিয়াছিল, তাহারা উৎফুল্লভাবে সর্বসাক্ষী ভগবানের নিকটে তাঁহাদের কুশলকামনা করিয়াছিল। ইংরেজ আপনার অনভিজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতার ফল ভোগ করিয়াছেন। নিরক্ষর ভারতবাসীও আপনাদের অনভিজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতা প্রযুক্ত ইংরেজের বিরুদ্ধাচারী হওয়াতে যথোচিত প্রতিফল পাইয়াছে।

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:11 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

তৃতীয় অধ্যায়

গোবালিয়র—ইন্দোর—রাজপুতনা

উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশের লেফ্‌টেনেন্ট-গবর্নরের দুশ্চিন্তা—মহারাজ জয়াজী রাও শিন্দে—তাঁহার সৈন্য—তাঁহার রাজধানীর ঘটনা—তাঁহার সৈনিক-দলের উত্তেজনা ও বিরুদ্ধাচরণ—ইংরেজদিগের পলায়ন—মহারাজ তুকাজী রাও হোলকর—ইন্দোরের ঘটনা—রাজপুতনা

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ঘটনায় মহামতি কল্‌বিন্‌ সাহেবের হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল। কিছুকাল পূর্বে ইংরেজ যে প্রদেশে অপ্রতিহতপ্রভাবে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিয়াছিলেন; এবং ইংল্যাণ্ড বা স্কটল্যাণ্ডের ন্যায় যাহা সর্বাংশে আপনাদের আয়ত্ত ও সর্ববিষয়ে আপনাদের পদানত রাখিয়াছিলেন, সহসা তাহা অতর্কিতকারণে বিপ্লবময় ও বিপত্তিপূর্ণ হইয়া উঠিল, সহসা তাহাতে ইংরেজের আধিপত্য বিলুপ্ত হইল, মহামতি কল্‌বিন্‌ সাহেব এই অভাবনীয় ঘটনা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। যাহারা এক সময়ে তাঁহার ইঙ্গিত মাত্রে পরিচালিত হইত, তাঁহার আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইত, তাঁহার নিয়মানুসারে নিরীহভাবে সমুদয় কর্ম সম্পন্ন করিত, তাহারা হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া সমুদয় শৃঙ্খলার বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিল, এবং সমুদয় স্থান অশান্তিময় করিয়া তুলিল, তখন সহায়সম্পন্ন ও অর্থশালী ভূপতিগণ বিরোধী হইলে কিরূপে বিপত্তি ঘটিবে; তাহা লেপ্টেনাণ্ট গবর্নর মহোদয়ের চিন্তনীয় বিষয় হইয়াছিল।

গোবালিয়র

এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয় ভূপতিদিগের মধ্যে মহারাজ জয়াজী রাও শিন্দে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের রাজধানীর পঁয়ষট্টি মাইল মাত্র দূরবর্তী গোবালিয়রে আধিপত্য করিতেছিলেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে যখন ভিন্ন ভিন্ন ভূপতিগণ স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতেছিলেন; ইংরেজের প্রাধান্য যখন সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তখন একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, রাজনীতিজ্ঞ, যুবক গবর্নর জেনেরলের-পদে নিয়োজিত হইয়া আসেন। ভারতের সমগ্র-স্থানে ইংরেজের প্রাধান্য অপ্রতিহতভাবে রাখাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যসাধনে তিনি যৌবনোচিত উদ্যম ও সাহসের পরিচয় দেন। লর্ড মর্নিংটনের চেষ্টায় ইংরেজের অধিকার সম্প্রসারিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন ভূপতিগণ ইংরেজের ক্ষমতার সমক্ষে মস্তক অবনত করেন, এবং ইংরেজের সাহায্যের জন্য আপনাদের ব্যয়ে স্বরাজ্যে ইংরেজ সেনানায়কদিগের তত্ত্বাবধানে এক-একদল সৈন্য রাখিতে প্রতিশ্রুত হন। ১৮৪৩ অব্দে মহারাজ শিন্দের রাজ্যে নানা গোলযোগ ঘটে। এই সময়ে জয়াজী রাও অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। সুতরাং চক্রান্তকারিগণ সুযোগ বুঝিয়া রাজ্যের অবস্থা বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিয়াছিল। লর্ড এলেনবরা এই সময়ে গবর্নর জেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি মহারাজ শিন্দের রাজ্যে ইংরেজ অফিসরদিগের তত্ত্বাবধানে একদল সৈন্য রাখেন। ঐ সৈনিকদলের ব্যয়ভার মহারাজের উপর সমর্পিত হয়।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:11 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

মহারাজ শিন্দের রাজ্যে আট হাজারেরও অধিক সৈনিক-পুরুষ এবং ছাব্বিশটি কামান ইংরেজ অফিসরদিগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইত। এতদ্ব্যতীত কেবল ভারতবর্ষীয় অফিসরদিগের অধ্যক্ষতায় দশ হাজার সৈনিক-পুরুষ ছিল। এই সকল সৈন্য যে অপরাপর উত্তেজিত সৈনিক-দলের পথানুসরণ করিবে না, তদ্বিষয়ে কল্‌বিন্‌ সাহেব উপস্থিত সময়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারিলেন না। মহারাজ জয়াজী রাও আপন সৈনিক-দলের সাহায্যে স্বপ্রধান হইতে পারেন, স্বাধিকার প্রসারিত করিতে পারেন, স্বকীয় বংশের পূর্বতন গৌরবের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ইংরেজের অধীনতাপাশের উচ্ছেদে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠিতে পারেন এবং মহারাজপুর ও পনিয়ারের যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ দিবার জন্য আপনার সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারেন। এইরূপে চারিদিকেই তাঁহার প্রলোভনের বিষয় ছিল। সুতরাং মহারাজ শিন্দের বিষয় ভাবিয়া, আগ্রার কর্তৃপক্ষ যেরূপ চিন্তিত হইলেন, লোকেও সেইরূপ সন্দেহসমাকুল হইয়া উঠিল। "মহারাজ শিন্দে এখন কি করিবেন?" ইহাই সকল স্থানে সকলে ঔৎসুক্যসহকারে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

উপস্থিত সময়ে মহারাজ জয়াজী রাও শিন্দের বয়স তেইশ বৎসর হইয়াছিল। যাঁহাদিগের বংশ বীরত্বগৌরবে চিরপ্রসিদ্ধ, যাঁহাদের পূর্বপুরুষগণ বীরোচিত গুণগ্রামের জন্য বীরেন্দ্রসমাজের বরণীয়, এই তরুণ বয়সে তাঁহাদের সমরানুরাগ বর্ধিত হয় এবং তাঁহারা বীরত্বের পরিচয় দিতে আগ্রহযুক্ত হইয়া থাকেন। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে শিন্দের বয়োবৃদ্ধির সহিত এই অনুরাগ বর্ধিত এবং তাঁহার শক্তিবিকাশের সহিত এই আগ্রহ বদ্ধমূল হইতে পারে। কিন্তু তিনি যে সময়ে সংসারক্ষেত্রে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহার উক্তরূপ আগ্রহ প্রকাশের অনুকূল ছিল না। উপস্থিত সময়ের ভারতবর্ষ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের ভারতবর্ষ অপেক্ষা সর্বাংশে ভিন্নরূপ ছিল। মহারাজ শিন্দে যদি পঞ্চাশৎ বর্ষের কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার চরিত ঘটনাবৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ হইত। কিন্তু উপস্থিত সময়ে ইংরেজের প্রাধান্যে ভারতীয় ভূপতিবর্গের ক্ষমতা সংকুচিত হইয়াছিল। তাঁহাদের যাবতীয় রাজকার্যের পরিদর্শনের জন্য ইংরেজ রেসিডেণ্ট ছিলেন। তাঁহাদের সৈনিক-দলের পরিচালনার জন্য ইংরেজ সেনানায়কগণ নিয়োজিত হইতেন। সর্বোপরি ভারতের ইংরেজ গবর্নর-জেনেরল তাঁহাদের সর্বপ্রকার কার্যের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখিতেন। এ সময়ে কেবল ইংরেজই অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজকীয় শক্তির বিনিয়োগ করিতেন। কেবল ইংরেজ সৈনিক-পুরুষগণই যাবতীয় যুদ্ধসংক্রান্ত ক্ষমতার পরিচালক ছিলেন। রাজপুত, মহারাষ্ট্রীয়, শিখ, পাঠান অথবা ভারতের অন্য কোনো জাতি স্বাধিকার বৃদ্ধির জন্যই হউক, স্বকীয় ক্ষমতা বদ্ধমূল করিবার নিমিত্তই হউক, পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিতেন না। ইংরেজ ইহাঁদের ক্ষমতা সঙ্কুচিতভাবে রাখিয়া আপনারাই সমগ্র সাম্রাজ্যের রক্ষার ভারগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং সামরিক গুণে অলঙ্কৃত ও সামরিক কার্যে অনুরক্ত হইলেও, মহারাজ শিন্দে সমরসজ্জার আয়োজন ও সমরক্ষেত্রে গমনের সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই। তিনি পুস্তক অধ্যয়নে,

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:11 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

পরিচ্ছদ-পারিপাট্যে, বন্ধুগণের সহিত নানা আমোদে, এবং সৈনিকবর্গের সহিত সামরিক ক্রীড়াকৌশলে পরিতৃপ্ত থাকিতেন।

কিন্তু সামরিক ব্যাপারে অনুরাগ থাকিলেও, মহারাজ জয়াজী রাও গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে সমর-সজ্জার আয়োজন করেন নাই। পূর্বপুরুষের বীরত্বগৌরব তাঁহার সাহসের উদ্দীপক ছিল। মহারাজপুর যুদ্ধক্ষেত্রের কথা তাঁহার স্মৃতিপটে অঙ্কিত রহিয়াছিল। তাঁহার স্বদেশীয় বীরপুরুষগণ এক সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা" এই বাক্য সার্থক করিয়া তুলিয়াছিলেন। এ বিষয় তাঁহার কল্পনার উত্তেজক হইয়াছিল। কিন্তু এইরূপ উদ্দীপনা, এইরূপ উত্তেজনা এবং এইরূপ পূর্বস্মৃতির কারণ বর্তমান থাকিলেও, উপস্থিত সময়ে তরুণবয়স্ক মহারাজ শিন্দের হৃদয় বিচলিত হয় নাই। যদি তিনি উদ্ধত, অদূরদর্শী ও চঞ্চল প্রকৃতি লোকের পরামর্শে পরিচালিত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার নিজের ও তদীয় প্রজাবর্গের অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এ সময়ে একজন দূরদর্শী, প্রশান্ত প্রকৃতি রাজনীতিজ্ঞ তাঁহার পরিচালক হইয়াছিলেন। সম্রাট আকবর তরুণ বয়সে বিস্তৃত রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। আবল ফজেল তাহার প্রধান মন্ত্রণাদাতা হওয়াতে তদীয় সাম্রাজ্যের বলবৃদ্ধি হয়, শাসন-শৃঙ্খলায় সমগ্র জনপদ সুব্যবস্থিত হইয়া উঠে। ভারতবর্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর ঘোরতর বিপত্তিময় সময়ে আবুল ফজেলের অভাব ছিল না। মধ্যভারতবর্ষে দিনকর রাও যেমন মহারাজ শিন্দের পরিচালক ছিলেন, দক্ষিণাপথে সলারজঙ্গ সেইরূপ নিজামের রাজ্য সুশৃঙ্খলভাবে রাখিয়াছিলেন। রাজ্য-শাসনে দিনকর রাওয়ের যেরূপ অভিজ্ঞতা, যেরূপ দূরদর্শিতা, সেইরূপ ক্ষমতা ছিল। কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার যত্নে প্রজাবর্গের সবিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। তিনি প্রজালোকের দারিদ্র্য-দশা মোচন করেন, এবং মহারাজ শিন্দের রাজ্য এরূপ সুশৃঙ্খল করিয়া তুলেন যে, ব্রিটিশশাসিত সর্বাপেক্ষা শ্রীসম্পন্ন জনপদ অপেক্ষা উক্ত রাজ্য কোনো অংশে নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। পলিটিকাল এজেন্ট সাহেব তাঁহাকে ভারত-বাসিদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন ও সর্বাপেক্ষা যোগ-পুরুষ বলিয়া নির্দেশ করেন। মহারাজ শিন্দের রাজ্যে সর্বপ্রথম এই ক্ষমতাপন্ন কর্মচারীর-কার্যকাল দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। মহারাজের দরবারে যে সকল কর্মচারী ন্যায়মার্গ হইতে পরিভ্রষ্ট ছিলেন, তাঁহারা মন্ত্রিপ্রবর দিনকর রাওকে দেখিতে পারিতেন না। যেহেতু দিনকর রাও তাঁহাদের অবৈধ উপায়ে আয়ের পথ অবরুদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এইরূপ অপকর্মের প্রশ্রয়দাতাদিগের কুমন্ত্রণায় পরমবিশ্বস্ত মন্ত্রী ইন্দোরের দরবার হইতে অপসারিত হন। কিন্তু তাঁহার অপসারণে রাজ্যের শৃঙ্খলা রক্ষিত হয় নাই। দিনকর রাও দুই বৎসরের মধ্যে রাজ্যে যে সকল সুনিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় অন্তর্হিত হয়। রাজ্যের যাবতীয় কর্ম সাতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে। মহারাজ শিন্দে নানারূপ গোলযোগে বিব্রত হইয়া পড়েন। তখন তিনি আপনার ভ্রম বুঝিতে পারেন। তাঁহার উদ্বোধ হয় যে, বিশ্বস্ত মন্ত্রীকে পদচ্যুত করাতে রাজ্যের এইরূপ শৃঙ্খলাহানি ঘটিয়াছে। দিনকর রাও অবিলম্বে প্রধানমন্ত্রীর পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

হন। এ দিকে মেজর ম্যাকফারসন্ সাহেব ইন্দোরের দরবারের পলিটিকাল এজেন্টের কার্যভার গ্রহণ করেন। মেজর ম্যাকফারসন্ খন্দদিগের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া, তাহাদের নর-বলি-প্রথা তুলিয়া দিতে মনোযোগী হইয়াছিলেন। তাঁহার যত্নে এই এই ভয়ঙ্কর প্রথা তিরোহিত হয়। তিনি এইরূপে মানবকুলের হিতসাধন করিয়া একটি প্রধান প্রদেশীয় ভূপতির শাসন-শৃংখলা পরিদর্শনার্থে নিয়োজিত হন। তাঁহার সহিত তরুণবয়স্ক মহারাজ ও তদীয় অভিজ্ঞ প্রধানমন্ত্রীর সম্ভাব বর্ধিত হয়। তিনি দিনকর রাওকেও বিপদকালে প্রধান সহায় ও সম্পদের সময়ে প্রধান আত্মীয় ভাবিয়া কর্মক্ষেত্রে স্বকীয় অভ্যস্ত কর্মপটুতার পরিচয় দিতে উদ্যত হন।

এই সময়ে মহারাজ শিন্দে ব্রিটিশাধিকৃত ভারতের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া গবর্নর জেনেরল লর্ড কানিঙের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি কলিকাতায় ইংরেজের আধিপত্য ও ক্ষমতার পরিচয় প্রাপ্ত হন, এবং ভারতের সর্বপ্রধান রাজপুরুষের বিনয়-সৌজন্য ও আতিথেয়তায় পরম পরিতোষ লাভ করেন। সুতরাং ইংরেজের উপর মহারাজ শিন্দের কোনোরূপ বিরাগের কারণ ঘটে নাই। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, সিপাহিদিগের মধ্যে সর্বপ্রথম উত্তেজনা পরিস্ফুট হইলে মহারাজ শিন্দে, গোবালিয়রের সৈন্য উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্নরের সাহায্যার্থ প্রস্তুত রাখেন। কিন্তু এই সৈন্যের উপর রেসিডেণ্ট ম্যাফ্‌ফারসন্ সাহেবের সন্দেহ জন্মিয়াছিল। যেহেতু ইহারা কোম্পানির পদাতিক সিপাহিদিগের সহিত একশ্রেণীতে সমাবেশিত ও একবিধ উপকরণে সজ্জিত ছিল। এজন্য রেসিডেণ্ট সাহেব মহারাজ শিন্দের নিকটে তাঁহার নিজের শরীর-রক্ষক সৈনিক-দল পাঠাইবার প্রার্থনা করেন। মহারাজ জয়াজী রাও এই প্রার্থনা পূরণে কিছুমাত্র ঔদাস্য প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার স্বজাতীয়গণ তদীয় শরীর রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিল। তিনি ইহাদের সামরিক কৌশলে আমোদিত হইতেন, ইহাদের অস্ত্রচালনার চাতুরী দর্শনে পরিতোষ প্রকাশ করিতেন, ইহাদিগকে সুসজ্জিত করিতে মুক্তহস্ত হইতেন, এবং ইহাদের গৌরবে আপনাকে গৌরবান্বিত বোধ করিতেন। তাঁহার এইরূপ আদর ও প্রীতির পাত্রগণ যখন তদীয় রাজধানী হইতে যাত্রা করে, তখন তিনি আত্মগৌরবে আমোদিত হইয়া, কিয়দ্দূর পর্যন্ত ইহাদের অনুগমন করেন। গোবালিয়রে ইংরেজের যে সৈন্য ছিল, তাহাদের উপর মহারাজ বা রেসিডেণ্টের বিশ্বাস ছিল না। কোম্পানির সিপাহিদিগের প্রতি তাহাদের সমবেদনা ছিল। তাহারা ঔৎসুক্য সহকারে ঐ সকল সিপাহির সংবাদ লইত। কথিত আছে, উপস্থিত সময়ে তাহারা রাত্রিকালে পরস্পর সমবেত হইত, পবিত্র গঙ্গাজল হস্তে লইয়া, ইংরেজের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবার জন্য শপথ করিত, দিল্লী বা কলিকাতা হইতে আগত চরদিগকে অদরসহকারে গ্রহণপূর্বক তাহাদের সহিত নানারূপ পরামর্শে ব্যাপৃত থাকিত। তাহারা আপনাদের সনাতস ধর্মের বিলোপের আশঙ্কায় বিচলিত হইয়াছিল, সমভাবে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়া ইংরেজের নিধন বা নিষ্কাশনের উপায় দেখিতে-ছিল। মহারাজ জয়াজী রাও তাহাদের চরিত্রে সন্দিহান হইয়াছিলেন। রেসিডেণ্ট ম্যাক্‌ফারসন সাহেব তাহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপনে অমত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

তথাপি তাহাদের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার রামজে এবং তদীয় অফিসরগণ এইরূপ সন্দেহ বা অবিশ্বাসের বশবর্তী হন নাই। কিন্তু রেসিডেন্ট স্থির থাকিতে না পারিয়া, আপনাদের কুলমহিলা ও বালক-বালিকাদিগকে কোনো নিরাপদ স্থানে রাখিতে ইচ্ছা করিলেন। রেসিডেন্টের আবাসগৃহ এই উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট হইল। গোবালিয়রস্থিত কোম্পানির সৈনিকগণ উক্ত স্থানের রক্ষক ছিল। তাহাদের পরিবর্তে দরবারের খাস সৈনিকদিগকে রাখিবার প্রস্তাব হইল। রেসিডেন্ট যখন এই বিষয় ব্রিগেডিয়ার রামজেকে জানাইলেন, তখন ব্রিগেডিয়ার এতদ্দ্বারা সিপাহিদিগের উপর বিশ্বাসের হানি হইবে, সিপাহিগণ ইহাতে উত্তেজিত হইয়া উঠিবে বলিয়া, উক্ত প্রস্তাবে আপত্তি প্রকাশ করিলেন।

মহারাজের প্রাসাদ লস্করে অবস্থিত। মোরারে সৈনিক-নিবাস। লস্কর হইতে মোরার প্রায় ছয় মাইল দূরবর্তী। মহারাজ এই দূরবর্তী সৈনিক-নিবাসের ইউরোপীয়-দিগকে নিরাপদ করিতে সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। ২৮শে মে সৈনিক-নিবাসে সহসা গোলযোগ ঘটিল। লোকে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠিল। ইউরোপীয় বালক-বালিকা ও কুলমহিলারা সভয়ে আপনাদের জীবন-রক্ষার জন্য রেসিডেন্সির অভিমুখে ধাবিত হইল। ইউরোপীয়গণ ভাবিয়াছিলেন যে, গোবালিয়রের সৈন্য ঐ রাত্রিতে তাহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবে। কিন্তু এইরূপ ধারণা শেষে অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। সিপাহিগণ ঐ সময়ে ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল না। সৈনিক-নিবাস যুদ্ধোন্মুখ সৈনিকদিগের সমুত্থানে বিশৃংখল হইল না। ইংরেজেরা আপনাদের অলীক আতঙ্কে আপনারাই লজ্জিত হইলেন। যাহা হউক, যখন এই ঘটনার সংবাদ মহারাজ সিন্দের গোচর হইল, তখন তিনি অবিলম্বে কতিপয় সৈনিকে পরিবেষ্টিত হইয়া অশ্বারোহণে রেসিডেন্টের আবাস-গৃহে উপস্থিত হইলেন, এবং ঐ স্থান রক্ষার জন্য উহার চারিদিকে সৈনিকদিগকে সন্নিবেশিত করিয়া, রেসিডেন্টকে আপনার প্রাসাদ-সংলগ্ন সুবিস্তৃত গৃহে বালক-বালিকা ও কুলমহিলাদিগকে পাঠাইতে অনুরোধ করিলেন। পরদিন মহিলাগণ আপনাদের সন্তানদিগকে লইয়া মহারাজের নির্দিষ্ট প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সিপাহিগণ ইহাতে সাতিশয় আপত্তি করিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল যে, কুলমহিলাদিগকে এইরূপে স্থানান্তরিত করাতে তাহাদের বিশ্বস্ততার উপর সন্দেহ করা হইয়াছে। তাহাদের নির্বন্ধাতিশয়ে অফিসরদিগের মত পরিবর্তন হইল। অফিসরগণ আপনাদের পরিবারবর্গকে পুনর্বার সৈনিক-নিবাসে আনয়ন করিলেন। তরুণবয়স্ক মহারাজ আপনার রাজধানীস্থিত অসহায় ইংরেজগণ ও তাঁহাদের পরিবারবর্গের রক্ষার জন্য সবিশেষ যত্নশীল ছিলেন। তিনি তাঁহাদের অবস্থিতির জন্য আপনার প্রশস্ত প্রাসাদ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের রক্ষার জন্য আপনার বিশ্বস্ত লোকদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সর্বপ্রকার সুবিধা ও সন্তোষের জন্য আবশ্যক দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহার যত্নে ও আগ্রহে যাহা হইতে পারে, তিনি তৎসমুদয়েরই অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কিন্তু ইউরোপীয়দিগের মধ্যে কেহ কেহ এই সদাশয় হিতৈষী ভূপতির প্রতিও সন্তোষ প্রকাশ

Digitized by Google		Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

করেন নাই। কুপলাণ্ড নামক একজন খ্রীষ্ট-ধর্মপ্রচারক এবং তাঁহার সহধর্মিণী এই সময়ে মহারাজ শিন্দের রাজধানীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। কুপলাণ্ড-পত্নী এইরূপ স্পষ্ট ভাষায় মহারাজের প্রতি অসন্তোষের কারণ নির্দেশ করিয়াছেন,—'দুর্ভাগ্যক্রমে মহারাজ হিন্দু, এজন্য গোরু তাঁহার নিকটে পবিত্র বলিয়া পরিগণিত। আমরা তাঁহার রাজ্যে গোমাংস খাইতে পারি না। উহা কখন কখন কেবল আগ্রা হইতে আমাদের জন্য আসে। এইরূপ বিরক্তিজনক কুসংস্কারের জন্য মহারাজের উপর আমার যে, কিরূপ আক্রোশ জন্মিয়াছে; তাহা তাঁহার জানা উচিত।' পত্নী চিরপ্রিয় গোমাংস না পাওয়াতে মহারাজের উপর এইরূপ জাতক্রোধ হইয়াছিল। পতি ভারতবাসিদিগের উপর অন্যভাবে ক্রোধপ্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি ১৭ই মে গোবালিয়র হইতে এই-ভাবে লিখিয়াছিলেন,—'মিরাট এবং দিল্লীর সিপাহিদিগের সমুখানে পরমেশ্বর নির্জীব পৌত্তলিক এবং অতি নিকৃষ্ট কুসংস্কারে আচ্ছন্ন (দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, হিন্দুরাজ্যে গোবধ নিষিদ্ধ) লোকদিগকে ঘোরতর শাস্তি দিবেন*।' যিনি খ্রীষ্ট-ধর্ম-প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন; তিনি এইরূপে সেই ধর্মের মাহাত্ম্যরক্ষার চেষ্টা করিয়া-ছিলেন। সমদর্শিতা, উদারতা ও সার্বজনীন দয়া যে ধর্মের ভিত্তি, সেই ধর্মের প্রচারভার এইরূপ ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল এবং এইরূপ ব্যক্তিই আপনাদের ভোগাভিলাষ-সিদ্ধির জন্য ভারতবাসিদিগকে সমূলে বিনষ্ট করিবার ব্যবস্থা করিয়া, স্বকীয় ধর্মের গৌরব দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

পূর্বোক্ত হইয়াছে যে, ব্রিগেডিয়ার রামজে উপস্থিত সময়ে আত্মরক্ষা-সম্বন্ধে কোনো-রূপ কার্য করা আবশ্যক মনে করেন নাই। গোবালিয়রের সৈনিক-দলের উপর তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। রেসিডেণ্ট সাহেব মহারাজ শিন্দের শরীররক্ষক সৈনিক-দিগকে ফিরাইয়া পাঠাইতে লেপ্টেনাণ্ট-গবর্নর কল্‌বিন্ সাহেবের নিকটে টেলিগ্রাম করেন। এই টেলিগ্রামের বিষয় ব্রিগেডিয়ার গোচর করা হয়। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার ইহাতে লেপ্টেনাণ্ট গবর্নরের নিকট লিখিয়া পাঠান যে এখানে কোনো গোলযোগ নাই। সৈনিকদিগের উপর বিশ্বাস ক্রমে বাড়িতেছে। শিন্দে বোধহয়, সিপাহিদিগকে দূর করিয়া, আপনার বলবৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই পত্রানুসারে লেপ্টেনাণ্ট গবর্নর গোবালিয়রে এই মর্মে টেলিগ্রাম পাঠাইলেন যে, সিপাহিগণ প্রকাশ্যভাবে গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত না হইলে কুলমহিলা ও বালক-বালিকা-দিগকে যেন আগ্রায় পাঠান না হয়।

এইরূপে গোবালিয়রস্থিত ইউরোপীয়দিগের অদৃষ্টচক্র আবর্তিত হইল। ব্রিগেডিয়ার যাহাদের উপর বিশ্বাসভাজন করিয়াছিলেন এবং যাহাদের ব্যবহারে আত্ম-বিশ্বাস বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া, লেপ্টেনাণ্ট গবর্নর মহোদয়ের নিকটে লিখিয়া-ছিলেন, এখন তাঁহার সেই বিশ্বাসের পাত্র ও বিশ্বাসবৃদ্ধিকারিগণই বিরক্তি ও বিদ্বেষবুদ্ধির পরিচয় দিতে উদ্যত হইল। প্রদেশীয় রাজাদিগের অধিকারে ব্রিটিশ

* *Martin, Indian Empire, Vol. 11, p. 335, note.*

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

গবর্নমেণ্টের যে সকল সৈনিক-দল থাকিত, জুন মাসের প্রথমার্ধে তাহাদের অনেকেই শত্রুতাচরণে উদ্যত হয়। ৪ঠা জুন নীমচে একদল সৈন্য উত্তেজিত হইয়া উঠে। একদল ঝাঁসিতে ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। সিপ্রি এবং জব্বলপুরের দলের মধ্যেও শত্রুতাচরণের নিদর্শন লক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত ব্রিটিশাধিকৃত জনপদ হইতে প্রত্যহ ভয়ঙ্কর সংবাদ লেপ্টেনাণ্ট গবর্নরের নিকটে উপস্থিত হইতে থাকে। অনেক স্থানেই ইংরেজদিগের কেহ কেহ নিহত হন, কেহ কেহ বা প্রাণভয়ে পলায়ন করেন। তাঁহাদের ক্ষমতা ও আধিপত্য অনেক স্থানেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। বিলুণ্ঠনপ্রিয় লোকের আক্রমণে অনেক স্থানই বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে।

এই সময়ে অদূরদর্শী জনসাধারণের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ভারতবর্ষে ইংরেজের ক্ষমতা ও আধিপত্য অন্তর্হিতপ্রায় হইয়াছে। গোবালিয়রে অনেকের মনে এইরূপ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল। ইহারা এজন্য উৎসাহিত হইয়া মহারাজ শিন্দেকে আপনাদের পক্ষে আনিতে চেষ্টা করে। কিন্তু দূরদর্শী দিনকর রাও এই সময়ে রাজ্যরক্ষার প্রধান অবলম্বন ছিলেন। গবর্নমেণ্টের বিপক্ষগণ ইহাঁর অভ্যুদয়ে চিন্তিত হইয়াছিল। ইহাঁর প্রাধান্যদর্শনে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাঁকে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের পক্ষসমর্থনকারী জানিয়া, ইহাঁর প্রতি নিরতিশয় ক্রোধ প্রকাশ করিতেছিল। ইহারা এইরূপে চিন্তিত, বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু দিনকর রাও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। বিপক্ষগণ মনে করিয়াছিল যে, ইহারা মহারাজকে এই বলিয়া বুঝাইবে যে, ইংরেজদিগের নিষ্কাশনে তাঁহার ক্ষমতা ও প্রাধান্য যখন বর্ধিত হইবে, তখন বিজয়ী সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত না হওয়া তাঁহার পক্ষে একান্ত নির্বুদ্ধিতার কার্য। তাহারা তরুণবয়স্ক মহারাজকে এইরূপ প্রলোভন দেখাইতে লাগিল। মহারাজ তাহাদের কথা শুনিলেন। তাহাদের কথার যথাযোগ্য উত্তর দিলেন। তাহাদিগকে স্থিরভাবে থাকিতে কহিলেন। কিন্তু কোনোরূপে তাহাদের পক্ষসমর্থন বা উৎসাহ বর্ধন করিলেন না। মহারাজের এইরূপ প্রশান্তভাবে দরবারের সৈনিকগণ সহসা কোনোরূপ গোলযোগ ঘটাইল না। কিন্তু সৈনিক-নিবাসে যে সকল সিপাহী ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষের অধীন ছিল, মহারাজ এবং রেসিডেণ্ট সাহেব যাহাদের উপর সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহারা দীর্ঘকাল স্থিরভাবে থাকিল না। তাহারা জাতীয় ধর্মনাশের আশঙ্কায় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, এখন এই উত্তেজনার পরিচয় দিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

১৪ই জুন রবিবার—এই রবিবার ধর্মনিষ্ঠ ইংরেজের নিকটে চির-পবিত্র বলিয়া পরিগণিত। উপস্থিত সময়ে এই পবিত্র দিনে নানাস্থানে ইংরেজদিগের দুর্গতির একশেষ হয়। ইংরেজেরা যখন উপাসনা গৃহে সমবেত হইয়া, ঈশ্বরের আরাধনায় নিবিষ্টচিত্ত হন, তখন উত্তেজিত সিপাহিগণ সুযোগ বুঝিয়া, তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। ১৪ই জুন রবিবার গোবালিয়রেও এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যের আবির্ভাব হয়। ঐ দিন গোবালিয়রের খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরা উপাসনা-মন্দিরে গমনপূর্বক আপনাদের পবিত্র কর্তব্য সম্পাদন করেন। প্রাতঃকালে একজন ইংরেজ সেনানায়কের একটি শিশুপুত্রের

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

সমাধি হয়। গোবালিয়রের অনেক ইউরোপীয় সমাধিস্থানে গমন করেন। সৈনিক-নিবাসের সিপাহিগণ প্রশান্তভাবে ইহাঁদিগকে সমাধিক্ষেত্রে যাইতে দেখে এবং প্রশান্তভাবে ইহাঁদের শোচনীয় ঘটনায় সমবেদনার চিহ্ন প্রকাশ করে। কিন্তু তাহাদের এই প্রশান্তভাব শীঘ্র অন্তর্হিত হয়, সমবেদনার চিহ্ন শীঘ্র বিলুপ্ত হইয়া যায়। বিনা গোলযোগে দিন অতিবাহিত হয়। কিন্তু সায়ংকালে সমগ্র সৈনিক-নিবাস বিশৃঙ্খল ও গোলযোগে পূর্ণ হইয়া উঠে। ইউরোপীয়গণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে; এইরূপ জনরবে একান্ত অধীর হইয়া, তাহারা বিকট চীৎকার করিতে করিতে চারিদিকে ধাবিত হয়। গোলন্দাজেরা সসম্ভ্রমে আপনাদের কামান সজ্জিত করিতে থাকে। পদাতিকগণ আপনাদের বন্দুক গ্রহণ করে। চারিদিকের ভয়াবহ কোলাহল; বন্দুকের শব্দ; ধূমোদ্গম—সায়ন্তন শান্তি দূরীভূত করিয়া, ইউরোপীয়দিগকে যার-পর-নাই আতঙ্কগ্রস্ত করে। অফিসরগণ এই সময়ে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতেছিলেন। তাঁহারা সহসা কলরবে ও অস্ত্রাদির শব্দে সন্ত্রস্ত হইয়া, সামরিক পরিচ্ছদ পরিধানপূর্বক সৈনিক-নিবাসের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ইহাঁদের কেহ কেহ আবাস-গৃহে প্রত্যাবর্তিত বা স্বদেশীয়গণের দৃষ্টি-পথবর্তী হইলেন না। অধিনায়কদিগের মধ্যে অনেকেই নিহত হইলেন। মহিলা ও বালক-বালিকারা নিরাপদ স্থান প্রাপ্তির আশায় তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইল। কিন্তু সিপাহিরা এই গভীর উত্তেজনার সময়ে হৃদয়ের সদ্‌গুণে একেবারে বিসর্জন দেয় নাই। মেজর ব্লেক নামক একজন অধিনায়ক দ্বিতীয় পদাতিক-দলের পরিচালক ছিলেন। এই দলের সিপাহিগণ তাঁহার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত ছিল। তিনি অপর দলের সৈনিকগণ কর্তৃক নিহত হন। ইহাতে তাঁহার দলের সৈনিকগণ এরূপ ক্ষুব্ধ হয় যে, তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তদীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সুবন্দোবস্ত করিয়া দেয়। যাঁহাদের অদৃষ্ট অপেক্ষাকৃত প্রসন্ন ছিল, তাঁহারা রেসিডেন্সিতে বা মহারাজ শিন্দের প্রাসাদে গিয়া আত্মরক্ষা করেন। এ সময়ে কোনো কোনো সিপাহী দয়া ও সৌজন্যের পরিচয় দিতে বিমুখ হয় নাই। কতিপয় সিপাহী মৃত ও মুমূর্ষু অধিনায়কদিগকে হাসপাতালে লইয়া যাইবার চেষ্টা করে। ইহাদের পরামর্শে তিনজন ইউরোপীয় পলায়নে উদ্যত হন। একজন ইংরেজ অধিনায়ক পদব্রজে যাইতেছিলেন; সুতরাং তিনি তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তিনজন সিপাহী তাঁহার এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখিল এবং মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া, পলাতককে বলিল যে, তাহারা তদীয় জীবন-রক্ষার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিবে। ইহা বলিয়াই তাহারা বিপন্ন ইউরোপীয়ের টুপি ফেলিয়া দিল, পেন্টুলুন ছিঁড়িয়া ফেলিল, জুতা দূরে নিক্ষেপ করিল এবং তাহাকে ঘোড়ার পৃষ্ঠদেশের কাপড়ে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করিয়া; দুইজনে কাঁধে লইয়া চলিল। তৃতীয় ব্যক্তি তাহাদের অগ্রে যাইতে লাগিল। যে সকল উত্তেজিত সিপাহিদিগের সহিত ইহাদের সাক্ষাৎ হইল, তাহাদিগকে বলিল যে, ইহারা আপনাদের একজনের স্ত্রীকে লইয়া যাইতেছে। এইরূপে ইহারা যুদ্ধোন্মুখ সিপাহিদিগকে ছাড়াইয়া একটি নদী অতিক্রম-পূর্বক নিরাপদে আপনাদের বহনীয় পদার্থ আনিল। অতঃপর তাহারা

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

বিপন্ন পলাতককে আগ্রায় যাইতে বলিল। কিন্তু পলাতক আপনার সহধর্মিণীকে পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। সিপাহিগণ এই বিপত্তিকালে তাঁহাকে কাহারও জন্য কোথাও প্রতীক্ষা না করিয়া সত্বর যাইতে বলিল। কিন্তু পলাতক কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। তিনি পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া একপাও অগ্রসর হইতে সম্মত হইলেন না। তিনজন সিপাহী তাঁহার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া, নদীর যে তটে উত্তেজিত সিপাহিগণ পলাতক ইউরোপীয়দিগকে ধরিবার জন্য অবস্থিতি করিতেছিল, তাহার অপর তটে উক্ত ইউরোপীয়কে লইয়া গেল। অনন্তর একজন সিপাহী তাহাকে বলিল, 'যদি আপনার স্ত্রী জীবিত থাকেন, তাহা হইলে আমি এখনই তাঁহাকে আপনার নিকটে আনিয়া দিতেছি।' এই বলিয়া সিপাহী চলিয়া গেল। কুড়ি মিনিটের মধ্যে উক্ত ইউরোপীয়ের পত্নী স্বামীর সহিত সম্মিলিত হইলেন। তাঁহাদের গৃহ বিলুণ্ঠিত হইয়াছিল; টাকাকড়ি যাহা কিছু একজন বিশ্বস্ত ভৃত্যের নিকটে ছিল, উত্তেজিত লোকে উক্ত ভৃত্যের নিকট হইতে তাহা কাড়িয়া লইয়াছিল। বিলুণ্ঠন-প্রিয় সিপাহিগণ উক্ত পলাতক ইউরোপীয়ের পত্নীর ঘড়ি ও চেন ছিনাইয়া লইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সমক্ষে তদীয় দেহ অক্ষতভাবে ছিল। উক্ত তিনজন সিপাহী এই দুর্দশাগ্রস্ত দম্পতির প্রতি দয়া ও সৌজন্যের একশেষ দেখায়। তাহারা পূর্বে ঘোড়ায় যে চাদরে পলাতককে আচ্ছাদিত করিয়াছিল, এখন সেই চাদর ব্যাগের মতো করিয়া বন্দুকের সহিত বাঁধিল এবং উহার মধ্যে পলাতকের পত্নীকে স্থাপন-পূর্বক দুইজনে কাঁধে করিয়া লইয়া চলিল। বিপন্ন ইউরোপীয় নগ্নপদে এই অপূর্ব ডুলির পার্শ্বে পার্শ্বে যাইতে লাগিলেন। সিপাহিগণ এইরূপে সাত মাইল পথ অতিক্রম-পূর্বক রেসিডেন্সিতে উপস্থিত হইল। এই সময়ে আর তিনজন ইউরোপীয় পলাতক তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে একটি হাতি পাওয়া গেল। সকলে সেই হাতিতে চড়িয়া আশ্রয় লাভের উদ্দেশ্যে মহারাজের বাসস্থান লস্করের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা অর্ধক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়াছেন, এমন সময় ছয়খানি ঘোড়ার গাড়ি তীব্রবেগে তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইল। মহারাজের কতিপয় শরীর-রক্ষক সৈনিক-পুরুষ এই সকল গাড়ির সঙ্গে ছিল। পলাতকগণ নিরাপদ হইলেন। উৎকৃষ্ট যান ও দেহ-রক্ষক উৎকৃষ্ট সৈনিক-পুরুষ পাইয়া, তাঁহারা নিরুদ্বেগে আশ্রয়স্থানে উপনীত হইলেন। আরও অনেকগুলি ইউরোপীয় কুলমহিলা ও বালক-বালিকাদিগকে লইয়া ইহাঁদের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন*। এইরূপ বিশ্বস্ত সিপাহিদিগের সাহসে ও সৌজন্যে বিপন্ন বিদেশীয়দিগের জীবন রক্ষা হইল।

এই ঘটনায় মহারাজ শিন্দে যেমন উদ্বিগ্ন, সেইরূপ দুঃখিত হইলেন। উপস্থিত সময়ে কি করিতে হইবে; তিনি সহসা তাহা নির্ধারণ করিতে পারিলেন না। রেসিডেণ্ট মাক্‌ফারসন্ সাহেব তাড়াতাড়ি মহারাজ শিন্দের প্রাসাদে উপনীত হইলেন। পথে কতিপয় গাজী তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু এই সময়ে এক-জন মহারাষ্ট্রীয়ের প্রত্যুৎপন্নমতিতে তিনি রক্ষা পাইলেন। উক্ত মহারাষ্ট্রীয়,

* *Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 338-339.*

Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

আক্রমণকারীদিগকে কহিলেন যে, রেসিডেণ্ট সাহেবকে বন্দী করিয়া মহারাজের নিকটে লইয়া যাওয়া হইতেছে। গাজীগণ এই কথায় নিরস্ত হইল। মাক্‌ফার্‌সন্‌ সাহেব প্রাসাদে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, মহারাজ ও তাঁহার মন্ত্রী একস্থানে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। দরবারের সৈনিকগণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, তাঁহাদের চারিদিকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মহারাজ ও তদীয় মন্ত্রী উভয়েই চিন্তাকুল হইয়াছেন। রেসিডেণ্ট সাহেব ইহাঁদের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। পরামর্শে স্থির হইল যে, পলাতক-দিগকে চম্বলের দিকে অথবা যদি সম্ভব হয়, আগ্রায় পাঠাইয়া দিবার জন্য যথোপযুক্ত যান সংগ্রহ করা হইবে। মাক্‌ফারসন্‌ সাহেব একাকী মহারাজের নিকটে থাকিতে চাহিলেন; কিন্তু মহারাজ শিন্দে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি করিতে লাগিলেন। মহারাজ ভাবিলেন যে, রেসিডেণ্ট সাহেব তাঁহার নিকটে থাকিলে উত্তেজিত সিপাহিগণ অধিকতর উত্তেজনার পরিচয় দিবে। তাহারা প্রাসাদ আক্রমণ করিবে এবং রেসিডেণ্ট সাহেবের নিধনের জন্য নানারূপ উপায় অবলম্বন করিতে থাকিবে। সুতরাং মহারাজ মাক্‌ফারসন্‌ সাহেবকে তাঁহার বহুমূল্য জীবন রক্ষার জন্য পলায়ন করিতে পরামর্শ দিলেন। ইংরেজের পরিচালিত সিপাহিগণ ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। দরবারের সৈনিকগণ সম্বন্ধেও সন্দেহ করা হইয়াছিল। জনসাধারণ ইংরেজের আধিপত্য বিলুপ্ত হইল ভাবিয়া, অসংসাহসিক কার্যসাধনে অভিনিবিষ্ট হইয়াছিল। এ সময়ে ইংরেজদিগের গোয়ালিয়রে থাকা সঙ্গত বোধ হইল না। সুতরাং রেসিডেণ্ট সাহেব মহারাজের নিকট বিদায় লইলেন। মহারাজ যথোচিত অর্থ দ্বারা সিপাহিদিগকে সন্তোষিত করিয়া আপন আপন বাড়িতে পাঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু রেসিডেণ্ট সাহেব এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি সমগ্র সৈনিক-দলকে গোয়ালিয়রে একত্র রাখিতে ইচ্ছা করিয়া কহিলেন যে, যাবৎ সৈনিকগণ আপনাদের কর্মস্থলে থাকিবে, তাবৎ তাহাদিগকে কর্মে বহাল রাখা যাইবে। এইরূপ আশ্বাস দিয়া, মহারাজ সিপাহিদিগকে গোয়ালিয়রে রাখিবেন। মহারাজ শিন্দে রেসিডেণ্ট সাহেবের পরামর্শ অনুসারে কার্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। সুতরাং ইংরেজদিগের নিষ্কাসনের পর দরবারের ও সৈনিক-নিবাসের সিপাহিগণ কিছুকাল গোয়ালিয়রে থাকিল। সিপাহিগণ অর্থ পাইয়া গোয়ালিয়র পরিত্যাগ করিলে নানারূপ আশঙ্কার কারণ বর্তমান থাকিবে। তাহারা হয় তো স্থানান্তরে গিয়া, অপরাপর সিপাহি-দল পরিপুষ্ট করিবে। যে পর্যন্ত আগ্রা সুরক্ষিত, অথবা দিল্লী অধিকৃত না হয়, সে পর্যন্ত মাক্‌ফারসন্‌ সাহেব ঐ সকল সিপাহীকে কোনোরূপে গোয়ালিয়রে রাখা সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রস্তাবানুসারে এইরূপ কার্যপ্রণালী অবলম্বিত হইয়াছিল।

পলাতকগণ গোয়ালিয়র হইতে চম্বলের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। ইহাঁদের দুর্দশার একশেষ হইয়াছিল। পতিপ্রাণা কামিনী পতি হইতে জন্মের মতো বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন। সুখোচিত ও সৌভাগ্যে বর্ধিত বালক-বালিকাগণ অনাথ হইয়াছিল। সৈনিক-নিবাস পরিত্যাগকালে অনেকে নিহত হইয়াছিলেন। কিন্তু সিপাহিগণ গভীর উত্তেজনার আবেগে দয়াধর্মে বিসর্জন দিলেও মহিলা বা বালক-বালিকাদিগের প্রতি

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

অস্ত্র প্রয়োগ করে নাই। ধর্মপ্রচারক কুপলাণ্ড এবং ডাক্তার কার্ক সাহেব সিপাহিদিগের অস্ত্রাঘাতে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের বনিতারা অক্ষতশরীরে ছিলেন। স্ত্রীর সমক্ষে ডাক্তার সাহেব গুলির আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার পত্নী স্বামীর এইরূপ শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া, উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—'আমাকেও মার'। সিপাহীগণ কহিল, 'না'। ডাক্তার সাহেবের চারি বৎসর বয়সের পুত্র মাতার নিকটে ছিল। একজন উত্তেজিত সিপাহী সহযোগিদিগকে কহিল, "বোচাকে (শিশুকে) 'মারিও না'। ডাক্তার সাহেব প্রাণবিসর্জন করিলেন, তাঁহার পত্নী ও শিশুপুত্রের প্রাণ রক্ষা পাইল। কয়েকটি কুলমহিলা সিপাহিদিগকে আসিতে দেখিয়া, তাহাদিগকে যোড়হস্তে কহিলেন,—'মাৎ মারো, মাৎ মারো' (আমাদিগকে মারিও না)। সিপাহিগণ কহিল,—'না, আমরা মেমসাহেবদিগকে মারিব না। কেবল সাহেবদিগকে মারিব।' কথিত আছে, সিপাহিগণ কুলমহিলাদিগের প্রতি অস্ত্রচালনা না করিলেও, তাহাদের টাকা বা অলঙ্কারাদি লইতে সঙ্কুচিত হয় নাই। যাহা হউক, পলাতকগণ শোচনীয় দশাগ্রস্ত হইয়া ভীতচিত্তে আপনাদের অভাবনীয় দুরদৃষ্টের স্থান পরিত্যাগ করিলেন। পথেও তাঁহাদিগকে নানারূপ বিপন্ন হইতে হইল। চম্বলের দুই মাইল দূরবর্তী একটি পল্লীতে উপস্থিত হইলে, দুইশত গাজী পলাতকদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়; জাহাঙ্গীর খাঁ নামক একজন হাবিলদার ইহাদের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করে। এই ব্যক্তি পূর্বে গবর্নমেণ্টের সৈনিক-বিভাগে নিয়োজিত ছিল। পরে মহারাজ শিন্দের দরবারে কর্ম গ্রহণ করে। জাহাঙ্গীর খাঁ সবুজ বর্ণের পরিচ্ছদ পরিয়া মাক্‌ফারসন্‌ সাহেবের নিকটে উপস্থিত হয়। এই ব্যক্তি প্রথমতঃ ইউরোপীয়দিগের কোনোরূপ অনিষ্ট করিবে না বলিয়া ভাণ করে, কিন্তু পলাতকগণ ইহাতে নিশ্চিন্ত হন নাই। সৌভাগ্যক্রমে দিনকর রাওর আদেশে ঠাকুর বলদেব সিংহ নামক একজন বলিষ্ঠ যুদ্ধকুশল ব্রাহ্মণ আপনার সশস্ত্র অনুচরদিগকে সঙ্গে লইয়া নিশীথকালে পলাতকদিগের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ইহাঁর আগমনে ইউরোপীয়গণ অনেকাংশে নিরুদ্বেগ ও নিশ্চিন্ত হইলেন। ঠাকুর বলদেব সিংহ কতিপয় অনুচরকে জাহাঙ্গীর খাঁর গতিবিধি পর্যবেক্ষণে নিয়োজিত করিলেন এবং স্বয়ং অবশিষ্ট অনুচরদিগকে লইয়া ইউরোপীয়দিগের সঙ্গে চলিলেন। ইহাঁর সাহায্যে ইউরোপীয়েরা চম্বলনদ পার হইলেন। মাক্‌ফারসনের প্রার্থনা অনুসারে ঢোলপুরের অধিপতি হস্তী শরীর-রক্ষক সৈন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। চম্বলের অপর তটে এই সকল হস্তী ও সৈন্য সজ্জিত ছিল। পলাতকগণ হস্তীতে আরোহণ পূর্বক অগ্রসর হইলেন, শরীর-রক্ষক সৈনিকেরা ইহাঁদের সঙ্গে যাইতে লাগিল। ঢোলপুররাজ ইহাঁদের প্রতি দয়া ও সৌজন্যের একশেষ প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার প্রেরিত বাহনে পরিশ্রান্ত ও সর্ববিষয়ে বিপন্ন পলাতকদিগের পথশ্রান্তি দূর হইল, তাঁহার সৈনিকগণের উপস্থিতিতে পলাতকদিগের সাহস বৃদ্ধি পাইল, তাঁহার যত্নে ও আগ্রহে পলাতকগণের নিকটে গোবালিয়রে প্রকৃত সংবাদ উপস্থিত হইতে লাগিল। ১৫ই জুন আগ্রার কর্তৃপক্ষ উপস্থিত বিপ্লবের সংবাদ অবগত হইলেন। পলাতকগণ এইরূপে নানা বিঘ্ন-বিপত্তি অতিক্রমপূর্বক ১৭ই জুন আগ্রায় উপনীত হন। ইহাঁদের অন্য দুইদল

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

যথাক্রমে ১৯শে ও ২২শে জুন নিরতিশয় শোচনীয় অবস্থায় আপনাদের নির্দিষ্ট স্থানে পদার্পণ করেন।

গোবালিয়রে সর্বসমেত কুড়িজন ইউরোপীয় নিহত হয়। ইহাদের কাহারও দেহ কোনোরূপ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয় নাই। মহারাজ শিন্দের আদেশে যথানিয়মে ইহাদের সমাধি হয়। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, উত্তেজিত সিপাহিগণ আপনাদের একজন অধিনায়ককে সমাধিস্থ করে। এই অধিনায়কের নাম মেজর ব্লেক্। সিপাহিগণ ব্লেকের পত্নীর প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে বিমুখ হয় নাই। মেজর ব্লেকের মীর্জা নামক খিদ্‌মতগার এই সময়ে তদীয় বিধবা পত্নীর সহায় হয়। এইরূপ বিশ্বস্ততার জন্য গবর্নমেন্ট অতঃপর ইহাকে পুরস্কৃত করেন।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, রেসিডেণ্ট সাহেবের পরামর্শ অনুসারে মহারাজ শিন্দে উত্তেজিত সৈনিক-দলকে কোনোরূপে গোবালিয়রে রাখিতে সম্মত হইয়াছিলেন। সুতরাং গোবালিয়রের সিপাহিগণ কর্তৃক আপাততঃ আগ্রা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা না থাকিলেও, স্থানান্তরের ঘটনায় লেপ্টেনাণ্ট গবর্নর কল্‌বিন্ সাহেব শঙ্কিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকটে সংবাদ আসিয়াছিল যে, নীমচের সৈনিক-দল গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া, আগ্রার দিকে আসিতেছে। নীমচ মহারাজ শিন্দের রাজ্যের প্রান্তভাগে অবস্থিত। উহা পূর্বে শিন্দের অধিকৃত ছিল। পরে উহাতে গবর্নমেণ্টের প্রধান সৈনিক-নিবাস প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ স্থান যেরূপ মনোরম্য, সেইরূপ স্বাস্থ্যকর। এই স্বাস্থ্যকর ও রমণীয় স্থানে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বহুসংখ্যক সৈনিক-পুরুষ অবস্থিতি করিতেছিল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্নরের শাসনাধীন জনপদের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত হওয়াতে, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সৈনিক-দলও বাঙ্গালার সিপাহিদিগের সহিত এই স্থান রক্ষায় নিয়োজিত থাকিত। ১৮৫৭ অব্দের প্রারম্ভে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির পদাতিক-দলের স্থলে বাঙ্গালার সিপাহিগণ অবস্থিতি করিতে থাকে। উপস্থিত সময়ে নীমচে দুইদল পদাতিক এবং প্রথম অশ্বারোহি-দলের কতকগুলি সৈনিক ছিল। নীমচের একশত পঞ্চাশ মাইল উত্তর-দিক্‌বর্তী নসীরাবাদে দুইদল পদাতিক একদল গোলন্দাজ এবং বোম্বাইয়ের একদল সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল। ইহাদের মধ্যে পদাতিক ও গোলন্দাজদিগের তাদৃশ প্রশান্তভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। তাহারা কিছুদিনের মধ্যে উত্তেজনার পরিচয় দিতেছিল। ২৯শে মে অপরাহ্নকালে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সহসা কামানের পার্শ্বে গমন করে, বন্দুক পুরিতে থাকে এবং গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সমরবেশে সজ্জিত হইয়া উঠে। পদাতিক ও গোলন্দাজ সৈন্য এইরূপে পূর্বতন প্রশান্তভাব ও বিশ্বস্ততা হইতে স্খলিত হয়। কিন্তু বোম্বাইয়ের সৈনিক-দল সহসা ইহাদের অনুবর্তী হয় নাই। যখন ইহাদের প্রতি, উত্তেজিত সিপাহিদিগকে আক্রমণ ও কামান অধিকার করিতে আদেশ দেওয়া হয়, তখন এই আদেশ পালনে তাহারা ঔদাস্য দেখায়। সুতরাং পদাতিক ও গোলন্দাজগণ উৎসাহসম্পন্ন হইয়া অফিসরদিগকে আক্রমণ করে। দুইজন অফিসর নিহত এবং দুইজন আহত হন। ব্রিটিশ কোম্পানির সৈনিক-দলের রীতিপদ্ধতি একরূপ ছিল না। উপস্থিত সময়ে এই

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

পার্থক্য ও তৎপ্রযুক্ত অনিষ্টজনক ফল সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হয়। বাঙ্গালার সিপাহিগণ আপনাদের পরিবারবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কর্মস্থলে অবস্থিতি করিত, পক্ষান্তরে বোম্বাইয়ের সৈনিকদিগের পরিবারবর্গ তাহাদের সঙ্গে থাকিত। বোম্বাইয়ের যে সৈনিক-দল নসীরাবাদে অবস্থিতি করিতেছিল, তাহাদের স্ত্রী-পুত্রাদিও ঐ স্থানে ছিল। সুতরাং এই সময়ে আপনাদের স্ত্রী-পুত্রাদি তাহাদের প্রধান চিন্তনীয় বিষয় হইয়াছিল। বাঙ্গালার সৈনিক-দলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে পাছে তাহাদের প্রীতিভাজন পরিজনগণ আক্রান্ত হয়, এই আশঙ্কায় তাহারা নিশ্চেষ্টভাবে থাকে। ইউরোপীয়গণ নিঃসহায় ও নিরলম্ব হইয়া পড়েন। তাঁহারা উপায়ান্তর না দেখিয়া, আপনাদের সমস্ত বিষয় পরিত্যাগপূর্বক স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত ত্রিশ মাইল দূরবর্তী বেওয়ারে পলায়ন করেন। উত্তেজিত সিপাহিগণ তাহাদের অপরাপর উত্তেজিত স্বদেশীয়ের অনুষ্ঠিত কর্ম—গৃহদাহ; সম্পত্তিলুণ্ঠন প্রভৃতি নির্বিঘ্নে সম্পাদনপূর্বক দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করে।

নসীরাবাদের সৈনিকগণ যখন এইরূপে গবর্নমেণ্টের বিরোধী হয়, তখন নীমচের সিপাহিরা যে, স্থিরভাবে থাকিবে, তাহার সম্ভাবনা ছিল না। ইহাদের উপর পূর্বেই সন্দেহ করা হইয়াছিল। ৩রা জুন ইহারা প্রকাশ্যভাবে গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয় এবং বিলুণ্ঠন, ভস্মীকরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠেয় কর্ম সম্পাদনপূর্বক দিল্লীতে যাত্রা করে। ইহারা অফিসর ও তাঁহাদের পরিবারবর্গের জীবনহানি করে নাই। ইহাদের অত্যধিক উত্তেজনার আবেগে কেবল একজন ইউরোপীয় গোলন্দাজের স্ত্রী নিহত হয়। এই সময়ে মোগলের চিরপ্রসিদ্ধ রাজধানী উত্তেজিত সিপাহিদিগের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাহারা সুদূরবর্তী স্থান হইতে দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের রাজধানী আগ্রা দিল্লীর পথে। সুতরাং আগ্রার কর্তৃপক্ষ, নীমচের উত্তেজিত সিপাহিগণের দিল্লীতে অভিযানবার্তা শুনিয়া, নিরতিশয় শঙ্কিত হন। কিন্তু সিপাহিগণ এক পরামর্শে পরিচালিত হইত না। এক সময়ে তাহাদের যে কার্যপ্রণালী নির্ধারিত হইত, অন্য সময়ে তাহা বিপর্যস্ত হইয়া যাইত। এইরূপ অব্যবস্থিত সমর-ব্যবসায়িগণ যে; সহসা দিল্লীতে যাইবার সময়ে আগ্রা আক্রমণ করিবে, তাহার সম্ভাবনা কম ছিল। নীমচ হইতে আগ্রা তিনশত মাইলের অধিক দূরে অবস্থিত। এজন্য উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্নরের তাদৃশ আশঙ্কার কারণ বর্তমান ছিল না। এই সময়ে মহারাজ শিন্দের ন্যায় আর-একজন মহারাষ্ট্রীয় অধিরাজের উপর সাধারণের দৃষ্টি ছিল। মহারাজ শিন্দের ন্যায় ইহাঁর রাজ্যের সহিতও উত্তেজিত সিপাহিদিগের উত্তেজনামূলক কর্মের সংস্রব ছিল। আগ্রা অপেক্ষা ইহাঁর অধিকৃত স্থান উক্ত উত্তেজিত সিপাহিদলের নিকটবর্তী ছিল। এই মহারাষ্ট্রীয় ভূপতির রাজ্যে উপস্থিত সময়ে কি ঘটিয়াছিল, তাহা এখন বর্ণিত হইতেছে।

ইন্দোর

ইন্দোর মহারাজ হোলকরের রাজধানী। ১৭৬৭ খ্রীস্টাব্দে প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যাবাঈ কর্তৃক এই রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। অহল্যাবাঈয়ের সংস্রবে এবং প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রীয় অধিরাজের প্রাধান্যে এই রাজধানী ভারতে চিরপ্রসিদ্ধ

Digitized by Google　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

হইয়া উঠে। ইন্দোর মহারাজ হোলকরের রাজ্যের পশ্চিমাংশে ও আগ্রার চারিশত মাইল অন্তরে অবস্থিত। এই স্থান হইতে বোম্বাই ত্রিশ মাইল দূরবর্তী। রাজনৈতিক বিষয়ে ইন্দোর মধ্য-ভারতবর্ষের প্রধান স্থান। এই স্থানে রেসিডেন্সি অবস্থিত। রেসিডেন্সিতে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের প্রতিনিধি বৎসরের অধিকাংশ সময় যাপন করেন। রাজধানীর তের মাইল দূরে মৌ নামক স্থানে সৈনিক-নিবাস। ১৮৫৭ অব্দের গ্রীষ্মকালে সৈনিক-নিবাসে ২৩-সংখ্যক এতদ্দেশীয় পদাতিক, প্রথম সংখ্যক এতদ্দেশীয় অশ্বারোহিদলের একাংশ এবং একদল গোলন্দাজ সৈন্য ছিল। পদাতিকদলে ১৬ জন ইউরোপীয়, ১,১৭৯ জন এতদ্দেশীয়; অশ্বারোহিদলে ১৩ জন ইউরোপীয়, ২৮২ জন এতদ্দেশীয়; গোলন্দাজদলে ৯১ জন ইউরোপীয়, ৯৮ জন এতদ্দেশীয় সৈনিক-পুরুষ অবস্থিতি করিতেছিল। বিপত্তিকালে ইউরোপীয়দিগকে স্বদেশীয় গোলন্দাজদিগের উপরে সর্বাংশে নির্ভর করিতে হইত। ২৩-সংখ্যক পদাতিকদলের অধিনায়ক কর্নেল প্লাটের উপর সৈনিক-নিবাসের কর্তৃত্ব ছিল।

রেসিডেন্সি ইন্দোরের ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। রেসিডেন্টের আবাসগৃহ দ্বিতল, প্রস্তরে নির্মিত এবং বৃক্ষবাটিকায় পরিবেষ্টিত। বাজার ও সহকারী রেসিডেন্টের আবাসগৃহ রেসিডেন্সির সুবিস্তৃত অঙ্গনের মধ্যে অবস্থিত। উহার পশ্চিমদিকে মৌতে যাইবার পথ। পথের দক্ষিণ-পূর্ব দিক উদ্যান ও বৃক্ষশ্রেণীতে সুশোভিত। উহার ঠিক পশ্চিমে বাজার এবং বিভিন্ন প্রকারের অনেকগুলি গৃহ। এইদিকে রেসিডিন্সি-রক্ষার জন্য মহারাজ হোলকরের সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল। উত্তরদিকে ডাকঘর, টেলিগ্রাফ অফিস এবং ধনাগার। এইদিকে ভুপালের অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। স্যার রবার্ট হামিল্টন ইন্দোরের রেসিডেন্ট ছিলেন। কিন্তু তিনি অসুস্থতাপ্রযুক্ত স্বদেশে গমন করেন। তৎপদে কর্নেল হেন্রি ডুরাণ্ড প্রতিনিধিস্বরূপ নিয়োজিত হন। সামরিক কর্মে কর্নেল ডুরাণ্ডের নৈপুণ্য ছিল। প্রথম আফগানযুদ্ধে গর্জনির প্রবেশদ্বার ভগ্ন করিয়া, তিনি সৈনিক-সমাজের প্রশংসনীয় হন। ইহার পর তিনি স্বদেশে গমন করেন। লর্ড এলেনবরা গবর্নর জেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, কর্নেল ডুরাণ্ড তাঁহার খাসমুন্সী হন। ডুরাণ্ড অভিনব গবর্নর জেনেরলের সহিত ভারতবর্ষে প্রত্যাগত হইয়া, অভিনব কর্ম সম্পাদন করিতে থাকেন। ক্রমে তিনি রাজনৈতিক ও দেওয়ানি বিভাগের অন্যান্য কর্মের ভার গ্রহণ করেন। ১৮৫৭ অব্দে তিনি মধ্য-ভারতবর্ষে গবর্নর জেনেরলের এজেন্ট হন। স্যার রবার্ট হামিল্টন এবং কর্নেল ডুরাণ্ড বিভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। একের অভিমতের সহিত অপরের অভিমতের সামঞ্জস্য ছিল না। যে সকল ভূপতি একসময়ে ক্ষমতায় ও প্রাধান্যে অপ্রতিহতভাবে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিয়া, শেষে আপনাদের অদৃষ্টের নিকটে মস্তক অবনত করিয়াছেন, সেই পরানুগত ও পরানুগ্রহপ্রার্থী ভূপতিদিগের প্রতি রবার্ট হামিল্টনের যথোচিত সমবেদনা ছিল। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় হামিল্টন বুঝিয়াছিলেন যে, সহিষ্ণু না হইলে সিদ্ধির পথ সুগম হয় না। বিশেষতঃ যাহাদের সহিত ভাষা, ধর্ম, রীতিনীতি, দেশাচার প্রভৃতি বিষয়ে একতা নাই, তাহাদের মধ্যে কার্য করিতে হইলে সর্বক্ষণ

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

সহিষ্ণুতার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। স্যার রবার্ট হামিল্টন এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া, ধীরভাবে মহারাজ হোলকরের দরবারের কর্ম পরিদর্শন করিতেন এবং কোনো-রূপ অসঙ্গত বিষয় লক্ষিত হইলে, ধীরতা ও সহিষ্ণুতার সহিত উহার প্রতীকারে উদ্যত হইতেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিনিধি কর্নেল ডুরাণ্ড এইরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, কর্তব্যসম্পাদনে কঠোরতা না দেখাইলে কোনো কর্তব্যই সম্পন্ন হয় না। তাঁহার নিকটে কোনো বিষয় অনিষ্টজনক বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে, তিনি কঠোরভাবে উহার প্রতীকার করিতেন। তাঁহার সহিষ্ণুতা ছিল না, অগ্র পশ্চাৎ দেখিয়া, ধীরভাবে কার্য করিতেও তাঁহার অভ্যাস ছিল না। তিনি কল্পনাপ্রিয় ছিলেন; নিজের কল্পনায় প্রবৃত্ত হইয়া, উদ্ধতভাবে কার্য করিতেই ভালোবাসিতেন। তিনি যে কার্যে অভ্যস্ত ছিলেন, যদি সেই কার্যে নিয়োজিত থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার গুণগৌরব অধিকতর প্রকাশিত হইত এবং তিনি একজন প্রধান ও সাহসী যোদ্ধা বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিতেন। কিন্তু রাজনৈতিক বিষয় সম্পাদনের জন্য তাঁহার তাদৃশ গুণ ছিল না। যেহেতু এতদ্দেশীয় অধিরাজবর্গের প্রতি তাঁহার সমবেদনা ছিল না, এতদ্দেশীয়দিগের সহিত ব্যবহারে তাঁহার সহিষ্ণুতা পরিলক্ষিত হইত না। যে ভূপতির দরবারে তিনি ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের প্রতিনিধিরূপে নিয়োজিত ছিলেন, সেই ভূপতিকে তিনি মোগলদরবারের সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় অপেক্ষা অধিকতর রাজভক্ত বলিয়া মনে করিতেন না। এই ধারণা তাঁহাকে উপস্থিত সময়ে হঠকারিতা-প্রদর্শনে প্রবর্তিত করিয়াছিল। এখন যে ঘটনা বর্ণিত হইতেছে, তাহাতে এই বিষয় পরিস্ফুট হইবে।

উপস্থিত সময়ে মহারাজ তুকাজী রাও হোলকর একবিংশ বর্ষে উপনীত হইয়া-ছিলেন। তিনি ধীরপ্রকৃতি, সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ছিলেন। রেসিডেণ্ট স্যার রবার্ট হামিল্টন তাঁহার শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। উমেদ সিংহ নামক এক-জন অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী ব্রাহ্মণ তাঁহার শিক্ষক হন। মারাঠা প্রভৃতি অনেকগুলি ভারতবর্ষীয় ভাষায় উমেদ সিংহের অধিকার ছিল। এতদ্ব্যতীত উমেদ সিংহ ইংরেজি ভাষা বিশুদ্ধরূপে বলিতে ও লিখিতে পারিতেন। এই বহুদর্শী ব্রাহ্মণ আপনার প্রসিদ্ধ ছাত্রকে সুশিক্ষিত করিতে যথোচিত যত্ন করেন। তাঁহার যত্ন কোনো অংশে নিষ্ফল হয় নাই। মহারাজ তুকাজী রাও ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের শিক্ষার গুণে সুশীল, শাস্ত্রানুরাগী এবং বিনয়ী হইয়া উঠেন। ইন্দোরের সর্দারদিগের পুত্রগণও মহারাজ তুকাজী রাওয়ের সহিত শিক্ষালাভ করিতেন। এই সকল সমবয়স্ক সহাধ্যায়ীর সহিত একত্র থাকাতে তুকাজী রাওর শিক্ষানুরাগের সহিত প্রীতি, স্নেহ ও সমবেদনা বর্ধিত হইয়াছিল।

স্যার রবার্ট হামিল্টন যত দিন ইন্দোরের দরবারে ছিলেন, তত দিন মহারাজের কোনো বিষয়ে কোনো অসুবিধা ঘটে নাই। কোনো বিষয়ে অভিযোগ উপস্থিত হইলে, রেসিডেন্সি সাহেব ধীরভাবে উহা শুনিতেন এবং সঙ্গত বোধ হইলে, উহার প্রতীকার করিতেন। হামিল্টনের প্রতিনিধি যখন কার্যভার গ্রহণ করেন, তখনও এইরূপ অভিযোগ উপস্থিত হইত। কিন্তু পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, কর্নেল ডুরাণ্ড ভিন্ন

Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

প্রকৃতির লোক ছিলেন। সমবেদনার অভাবপ্রযুক্ত তিনি ভারতবর্ষীয়দিগকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। একজন মরাঠা ভূপতি যে, ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের প্রতিনিধির সমক্ষে আপনার অভিমত প্রকাশ বা কোনো অভিনব প্রস্তাবের উত্থাপন করিবেন, তাহা তিনি সহিতে পারিতেন না। সুতরাং মহারাজ হোলকরের ব্যবহারে তিনি বিরক্ত হইলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের প্রতিনিধি সর্বশক্তিমান্ এবং সকলের প্রভুর প্রভু। এই সর্বশক্তির কেন্দ্রস্থল প্রভুর প্রভু সম্মুখীন হওয়া কাহারও উচিত নহে। মহারাজ হোলকর যত বড় লোকই হোন না কেন, অহংজ্ঞানী ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট তাঁহাকে সামান্য বলিয়াই মনে করিতেন। সুতরাং তরুণবয়স্ক মহারাজের প্রতি তাঁহার সমবেদনা রহিল না। মহারাজ তুকাজী রাও এই কঠোর প্রকৃতি রেসিডেণ্টের ব্যবহারে দুঃখিত হইলেন। উপস্থিত সময়ে চারিদিকে বিপদের সূচনা হইতেছিল। গোবালিয়রের সৈনিক-নিবাসে বিপ্লবের বিকাশ হইয়াছিল। নসীরাবাদ ও নীমচের সিপাহিগণ আপনাদের প্রতিপালক গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। দিল্লী ইংরেজের হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল। ইংরেজসৈন্য দিল্লীর পুরোভাগে দুর্ধর্ষ সিপাহিগণ কর্তৃক অবরুদ্ধভাবে অবস্থিতি করিতেছিল। সমগ্র উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ইংরেজের প্রাধান্য বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। ইন্দোরের চারিদিকেই করাল বহ্নিশিখার বিস্তার হইতেছিল। উদ্ধত লোকে ইংরেজের নিষ্কাশনে এবং ইংরেজের সাম্রাজ্যের বিধ্বংস-সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছিল। মহারাজ তুকাজী রাও চতুর্দিকে ভয়ঙ্কর বিপ্লবের সূচনা দেখিয়া যেরূপ দুঃখিত, সেইরূপ চিন্তিত হইয়াছিলেন। রেসিডেণ্টের ব্যবহারে তাঁহার অধিকতর বিরক্তি হইলেও, তিনি সমগ্র ইংরেজের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই। বয়সের অল্পতায় তাঁহার ধীরতা ও অভিজ্ঞতা বিপর্যস্ত হয় নাই। ইংরেজের ক্ষমতার উপর তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, ইংরেজ সেই বিপত্তিকালে আপনার ক্ষমতা অব্যাহত রাখিতে পারিবেন। ইংরেজের দৃঢ়তা, ইংরেজের চরিত্রবল, ইংরেজের সাহস ও সহায়-সম্পত্তি কিরূপ, তাহা তিনি জানিতেন। সুতরাং কর্নেল ডুরাণ্ডের চরিত্রের অনুপাতে তিনি সমগ্র ইংরেজের চরিত্রের পরিমাণ করেন নাই। তিনি ডুরাণ্ডকে ভাল না বাসিলেও, ইংরেজজাতির প্রতি তাঁহার ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল। তিনি ইংরেজের বিরোধী হইতে চান নাই বা ইংরেজের সমক্ষে আপনাকে কলঙ্কিত করিতেও ইচ্ছা করেন নাই।

মহারাজ তুকাজী রাও আর-এক বিষয়ে নিরতিশয় চিন্তিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অস্ত্রাগার প্রায় শূন্য ছিল। উত্তেজিত সিপাহিদিগকে বাধা দিবার জন্য যথোপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র সংগৃহীত ছিল না। ইন্দোরের দরবার, রেসিডেণ্ট দ্বারা বোম্বাই গবর্নর লর্ড এলফিনস্টোনের নিকটে দুই হাজার বন্দুক, তিনশত জোড়া পিস্তল এবং চারি লক্ষ ক্যাপের জন্য প্রার্থনা করেন। বোম্বাই গবর্নর ইহার উত্তরে কর্নেল ডুরাণ্ডের নিকট লিখিয়া পাঠান যে, প্রার্থিত বিষয়ের অর্ধাংশ দিলেই বোধহয় মহারাজের সন্তোষ জন্মিতে পারে। কর্নেল ডুরাণ্ড যখন মহারাজ হোলকরের প্রার্থনা বোম্বাইয়ের গবর্নরের

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

গোচর করেন, তখন তিনি হোলকরের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সন্দিহান হন নাই। ইন্দোরের দরবার যে গবর্নমেণ্টের বিরোধী হইয়া উঠিবেন, তাঁহার মনে এইরূপ ধারণার আবির্ভাব হয় নাই। তিনি মহারাজ হোলকরকে বিশ্বস্ত বলিয়া মনে করিতেন, সুতরাং গবর্নমেণ্টের শত্রুগণের সমক্ষে তাঁহার বলবৃদ্ধির জন্য তদীয় অস্ত্রাগারে পর্যাপ্ত পরিমাণে যুদ্ধোপকরণ রাখা আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন।

এ পর্যন্ত পার্শ্ববর্তী স্থানের সিপাহিদিগের উত্তেজনা ও তৎপ্রযুক্ত গবর্নমেণ্টের প্রতি তাহাদের শত্রুতা পরিলক্ষিত হয় নাই। নসীরাবাদ ও নীমচে কোনোরূপ গোলযোগ ঘটে নাই। ডুরাণ্ড পার্শ্ববর্তী স্থানের প্রশান্তভাব দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু জুন মাস শেষ হইতে-না-হইতেই দুশ্চিন্তার গভীর আবেগে তাঁহার হৃদয় বিচলিত হয়। আশ্বস্তভাবের স্থলে ঘোরতর অশান্তিতে তিনি অভিভূত হইয়া পড়েন। নসীরাবাদ ও নীমচের সিপাহিগণ প্রকাশ্যভাবে শত্রুতা প্রকাশ করে এবং আপনাদের অবস্থিতির স্থলে ভয়াবহ বিপ্লবের নিদর্শন রাখিয়া মোগলের রাজধানীর অভিমুখে ধাবিত হয়। কিন্তু এ সময়ে মোতে সিপাহিদিগের উত্তেজনা ঘটে নাই। কর্নেল প্লাট সমস্ত বিষয় সুশৃংখলভাবে রাখিতে যথোচিত চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি ত্রিশ বৎসরকাল আপনার ২৩-সংখ্যক সৈনিক-দলে ছিলেন। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা তাঁহাকে সহসা কোনোরূপ আশঙ্কা প্রদর্শনে নিরস্ত রাখিয়াছিল। জুন মাসের মধ্যভাগে অফিসরগণ সিপাহিদিগের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রদর্শন ও অমূলক আশঙ্কার নিবারণের জন্য রাত্রিকালে সৈনিক-নিবাসে শয়ন করিয়া থাকিতেন। জুন মাস এইরূপে বিনা গোলযোগে অতিবাহিত হইল। কিন্তু জুন মাসের সহিত শান্তি ও আশ্বস্তভাবের তিরোধান ঘটিল। ১লা জুলাই বেলা পূর্বাহ্ণ আটটার পর কর্নেল ডুরাণ্ড প্লাটের নিকটে লিখিয়া পাঠাইলেন,—'যত শীঘ্র পারেন, ইউরোপীয় গোলন্দাজদিগকে প্রেরণ করুন; আমরা হোলকার কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছি।'

সিপাহিদিগের এই আকস্মিক সমুত্থান সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করাতে এ পর্যন্ত ইতিহাসে এই বিপ্লবের সূক্ষ্ম বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে স্থূলতঃ এইরূপ জানা গিয়াছে যে, ১লা জুলাই প্রাতঃকালে সিপাহিগণ এবং তাহাদের অফিসরবর্গের মধ্যে কোনোরূপ গোলযোগ ঘটে নাই। সে সময়ে সকলেই নিশ্চিন্তভাবে ছিল। সিপাহিরা সামরিক পরিচ্ছদ ছাড়িয়া ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্নভাবে ছিল। কেহ কেহ স্নান করিতেছিল, কেহ কেহ রন্ধনে ব্যাপৃত ছিল। এতদ্দেশীয় অফিসরগণ প্রাতঃকালের কার্যনির্বাহের জন্য নিশ্চিন্তচিত্তে ও প্রশান্তভাবে পরস্পর সমবেত হইয়াছিলেন। কর্নেল ট্রাবার্স নামক একজন সেনানায়ক তাঁহাদের কাহারও কাহারও সঙ্গে কথোপকথন করিতেছিলেন। এমন সময়ে সহসা কামানের ধ্বনিতে সকলে চমকিত হইলেন। হোলকরের অশ্বারোহি-দলের সাদত খাঁ নামক একজন সৈনিক এবং আটজন সওয়ার সাতিশয় উত্তেজিতভাবে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,—'সকলে প্রস্তুত হও, সাহেবদিগকে মার, মহারাজের এইরূপ আদেশ।' দেখিতে দেখিতে তাহার পশ্চাতে বহুসংখ্যক উচ্ছৃংখল লোক সমবেত হইল। দরবারের

Digitized by Google　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

সৈনিক-দল সাদত খাঁর কথায় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহাদের অধিনায়ক বংশগোপাল তাহাদিগকে সুশৃংখলভাবে রাখিতে পারিলেন না। তাহারা কাহারও নিষেধ না মানিয়া, ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে লাগিল। গোলন্দাজেরাও আপনাদের কামানগুলি সজ্জিত করিয়া গোলাবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। ১লা জুলাই প্রাতঃকালে কর্নেল ডুরান্ড বোম্বাইয়ের গবর্নরের নিকটে তারযোগে পাঠাইবার জন্য কোনো সংবাদ লিখিতেছিলেন। এমন সময়ে তিনি এই কামানের ধ্বনি শুনিয়াই, চমকিত হইয়া উঠিলেন। কর্নেল ডুরান্ড রেসিডেন্সি ও ধনাগার রক্ষার জন্য মহারাজ হোলকরের নিকট হইতে যে সকল কামান আনাইয়াছিলেন, সেই সকল কামান হইতে গোলাবৃষ্টি হইতেছে শুনিয়া, তিনি গভীর বিস্ময়ে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন। বেলা পূর্বাহ্ণ আটটার সময়ে হোলকরের তিনটি কামান হইতে সর্বপ্রথম ভুপালের অশ্বারোহী ও পদাতিক-দলের শিবিরে গোলাবৃষ্টির আরম্ভ হইল। কর্নেল ট্রাবার্স ভূপালের সৈনিক-দলের অধ্যক্ষ ছিলেন। কামানের ধ্বনি শুনিবামাত্র তিনি সামরিক বেশে সজ্জিত ও স্বকীয় অশ্বে অধিষ্ঠিত হইয়া, বিপক্ষদিগের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ছয়জন অশ্বারোহী ব্যতীত কেহই তাঁহার অনুবর্তী হইল না। বিপক্ষগণ অনবরত গুলিবৃষ্টি করিতেছিল। এই গুলিবৃষ্টির মধ্যে ভূপালের পদাতিক সৈন্য নিষ্কর্মা হইয়া রহিল। যাহারা তাহাদের উপর গুলি চালাইতেছিল, তাহারা তাহাদিগকে প্রতি-প্রহার করিতে অসম্মত হইলেন। কর্নেল ট্রাবার্স এই বিসদৃশ ঘটনা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহার অধিষ্ঠিত অশ্ব আহত হইল। তাঁহার হস্তস্থিত তরবারির বাঁটের ছিলা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। বিপক্ষদিগের নিক্ষিপ্ত গুলি এবং নিষ্কোশিত তরবারির মধ্যে অতি আশ্চর্যরূপে তাঁহার প্রাণরক্ষা হইল। ভূপালের অধিকাংশ অশ্বারোহী ও সমগ্র পদাতিক-দল কর্নেল ট্রাবার্সের আদেশ পালন না করিলেও, ভূপালের দুটি কামান হইতে বিপক্ষদিগের প্রতি গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। কিন্তু এইরূপ গোলাবর্ষণ তাদৃশ কার্যকর হইল না। সুতরাং এই সময়ে প্রায় সমুদয় বিষয়ই ইউরোপীয়দিগের প্রতিকুল হইয়া উঠিল।

উপস্থিত ঘটনা সম্ভবপর হইলেও সহসা যে উহার সূত্রপাত হইবে; তাহা কি ইউরোপীয়, কি এতদ্দেশীয় প্রধান কর্মচারী, কাহারও উদ্বোধ হয় নাই। উত্তেজিত সিপাহিগণ যখন কামান সজ্জিত করিয়া, গোলাবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল, তখন কেহ কেহ অতিমাত্র বিস্ময়ে, কেহ কেহ বা অতিশয় ভয়ে অভিভূত হইলেন। অনিয়মিত সৈনিক-দল সন্ত্রস্ত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। উত্তেজিত সিপাহিদিগের উপর ইউরোপীয় বা এতদ্দেশীয় অফিসরদিগের কোনোরূপ ক্ষমতা রহিল না। সকলেই আকস্মিক গোলযোগে উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িল। সিপাহিগণ রেসিডেন্সিতে গোলাবর্ষণের নিমিত্ত যখন ঐদিকে কামান স্থাপন করিল, তখন শিবলাল নামক একজন সুবাদার তাহাদের আক্রমণ নিরস্ত করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি আপনাদের কামান হইতে এমন তীব্রবেগে গোলা চালাইতে লাগিলেন যে, আক্রমণকারিগণ দূরীভূত হইল। তাহাদের একটি কামান অকর্মণ্য হইয়া গেল।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

কর্নেল ডুরাণ্ড এখন ঘোরতর মানসিক যাতনায় একান্ত অবসন্ন হইলেন। যেন শত শত কালভুজঙ্গ তাঁহাকে তীব্রভাবে দংশন করিতে লাগিল, অথবা যেন নিদারুণ তুষানল তাঁহার শরীরের প্রতি স্থানে প্রসারিত হইল। তিনি যাহাদের উপর সন্দিগ্ধ ছিলেন, যাহাদের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিতেন, যাহাদিগকে সর্বক্ষণ পদানত করিয়া রাখিতে ভালবাসিতেন তাহাদের এইরূপ অভাবনীয় ক্ষমতা দর্শনে তাঁহার মনস্তাপের অবধি রহিল না। তিনি পলায়নে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; আপনাদের রক্ষণীয় লোকদিগকে একত্র করিলেন এবং যানবাহনাদি যাহা পাওয়া গেল, তৎসমুদয় একস্থানে আনিলেন। এই কার্যে ডুরাণ্ডের দুঃসহ মনোযাতনার একশেষ ঘটিল। তিনি উপস্থিত ঘটনা-প্রসঙ্গে এইভাবে নিজের মানসিক অবস্থার বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন,—'জীবিতকালের মধ্যে আমার যতরূপ বিরক্তি ঘটিয়াছে, তাহার মধ্যে এই ঘটনাই সর্বাপেক্ষা বিরক্তিজনক। যেহেতু, আমি কখনো রক্ষণীয় স্থান ত্যাগ করিতাম না। স্থান ত্যাগ করা তো দূরের কথা, নিজে স্থান ত্যাগ করিতেও আদেশ দিতাম না। এ সময়ে যদি স্ব-স্থানে থাকিতাম, তাহা হইলে যাহাদিগকে এইরূপ দশাগ্রস্ত করিতে আমার কোনো অধিকার নাই, তাহারা নিঃসংশয়ে নিহত হইত। তথাপি আমি সৈনিক-পুরুষ বলিয়া যে গর্ব করি, ইহাতে যে সেই গর্ব কতদূর খর্ব হইয়াছে, বলিতে পারি না। যদি কেহ এই সময় গুলি করিয়া আমার প্রাণ নাশ করিত, তাহা হইলে আমি তাহাকে ধন্যবাদ দিতাম।' এইরূপ সন্তপ্তহৃদয়ে, এইরূপ বিরক্তিসহকারে কর্নেল ডুরাণ্ড পলায়নে উদ্যত হইলেন। কুলমহিলা ও বালিকা-বালিকাগণকে কামানের গাড়িতে তুলিয়া দেওয়া হইল। পুরুষেরা হস্তী ও অশ্বে আরোহণ করিলেন। তিনশত ভীল সৈন্য, ভূপালের কতিপয় পদাতিক এবং প্রায় দুইশত অশ্বারোহী পলাতকদিগের রক্ষক হইয়া চলিল। কর্নেল ট্রাবার্স এই সৈনিক দলের অধিনায়ক হইয়া ইহাদের পার্শ্বভাগে যাইতে লাগিলেন। পলাতকগণ রেসিডেন্সি পরিত্যাগ-পূর্বক নিরাপদে অগ্রসর হইলেন। পশ্চাদ্ভাগে প্রজ্বলিত বহ্নিশিখা ও নিবিড় ধূমস্তূপ, তাঁহাদের সম্পত্তি ও অধ্যুষিত গৃহ ভস্মীভূত হওয়ার নিদর্শন সুস্পষ্ট প্রকাশ করিয়া দিতে লাগিল। পলাতকগণ ভূপালে উপনীত হইয়া দয়াশীলা বেগমের আশ্রমে তদীয় দুর্গে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু বেগম পলাতকদিগকে বলিলেন যে, তাঁহারা দীর্ঘকাল ঐ স্থানে থাকিলে তদীয় রাজ্যের অনিষ্ট হইবে। সুতরাং পলাতকগণ ভূপাল পরিত্যাগপূর্বক আবার আশ্রয়স্থান পাইবার জন্য পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু জুন মাস শেষ হইবার পূর্বে অগ্রগামী ব্রিটিশ সৈন্যের আগমনে এবং দরবারের দৃঢ়তায় তাঁহারা ইন্দোরে প্রত্যাবৃত হইতে সমর্থ হইলেন।

ইহার মধ্যে মৌর ব্রিটিশ সৈনিক-নিবাসের সিপাহিদিগের ভাবান্তর ঘটিতে লাগিল। ইহারা কর্নেল প্লাটের একান্ত বিশ্বাসের পাত্র ছিল। কর্নেল এই বিশ্বস্তদিগের বিরুদ্ধে কোনো কার্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। গোলন্দাজ সৈনিক-দলের অধ্যক্ষ কাপ্তেন হাঙ্গারফোর্ড সিপাহিদিগের উপর সর্বাংশে বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া, আপনার কামান-গুলি খোলা জায়গায় সাজাইয়া রাখিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। কর্নেল প্লাট তাঁহাকে

Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

প্রার্থনানুরূপ কার্য করিতে অনুমতি দিলেন। হাঙ্গারফোর্ড অতঃপর আপনাদের কুলমহিলা ও বালক-বালিকাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আর-একটি কামান যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া রাখিতে চাহিলেন। কিন্তু কর্নেল প্লাট সেই পুরাতন হেতুবাদ—বিশ্বাসের পাত্রদিগের প্রতি অবিশ্বস্তভাব প্রদর্শনের নিদর্শন দেখাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। সৈনিক-নিবাসের পুরোভাগে কামান সকল সজ্জিত হইল, কিন্তু ইউরোপীয়-দিগের রক্ষার জন্য কিছুই করা হইল না। বিশ্বাস-প্রদর্শনের যুক্তি এস্থলে প্রবল হইল। হোলকরের সৈনিক-দল প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধোন্মুখ হইয়াছে শুনিয়া, কাপ্তেন হাঙ্গারফোর্ড ১লা জুলাই আপনার কামান লইয়া ইন্দোরে যাত্রা করেন। কিন্তু অর্ধপথ অতিক্রম করিতে-না-করিতে ভূপালের অশ্বারোহি-দলের একজন সওয়ারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সওয়ার কর্নেল ট্রাবার্সের নিকট হইতে এই সংবাদ আনিয়াছিল যে, কর্নেল ডুরাণ্ড এবং অন্যান্য ইউরোপীয় রেসিডেন্সি পরিত্যাগপূর্বক শিহোরের অভিমুখে পলায়ন করিয়াছেন। হাঙ্গারফোর্ড এই সংবাদ পাইয়া ইন্দোরে গেলেন না; আপনার কামান লইয়া সৈনিক-নিবাসে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

হাঙ্গারফোর্ড একবারে সেনাপতির নিকটে গিয়া রেসিডেন্সির সংবাদ জানাইলেন। তিনি দুর্গে কামান সাজাইয়া রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে চাহিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল না। কর্নেল প্লাট আবার সেই পুরাতন যুক্তির প্রাধান্য কীর্তন করিলেন। ক্রমে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, কিন্তু হাঙ্গারফোর্ড অভীষ্ট বিষয় সম্পাদনে অনুমতি পাইলেন না। তিনি পুনঃ পুনঃ বাধাপ্রাপ্ত হইলেও নিরস্ত না হইয়া আগ্রহ সহকারে সেনাপতির নিকটে আপনার প্রস্তাবানুসারে কার্য করিবার জন্য পুনর্বার প্রার্থনা করিলেন। হাঙ্গারফোর্ডের আগ্রহাতিশয় দর্শনে সেনাপতির হৃদয় বিচলিত হইল। সায়ংকালে তিনি অনিচ্ছার সহিত অনুমতি দিলেন। হাঙ্গারফোর্ড আপনার কামান দুর্গে লইয়া গেলেন। এ সময়ে অশান্তি ও আশঙ্কিত বিপদের সূচনা দেখা যাইতে লাগিল। ২৩-সংখ্যক দলের সৈনিক-পুরুষদিগের সাধারণ ভোজনগৃহ অকস্মাৎ দগ্ধীভূত হইল। সৈনিক-নিবাসের অন্যান্য গৃহ অগ্নিসংযুক্ত হইয়া রাত্রির গভীর অন্ধকারের মধ্যে চারিদিক আলোকিত করিয়া তুলিল। পূর্বের অন্যান্য স্থানে বিপ্লবের প্রাক্কালে গৃহদাহ হইয়াছিল, এ স্থলেও সেইরূপ গৃহদাহ দেখিয়া, ইউরোপীয়গণ চমকিত হইলেন। রাত্রি নয়টার সময়ে কর্নেল প্লাট ডুরাণ্ডের নিকটে লিখিলেন—'সমস্ত মঙ্গল; পদাতিক এবং অশ্বারোহী, উভয় দলেই সন্তুষ্টচিত্ত ও আজ্ঞাবহ রহিয়াছে।" এক ঘণ্টার মধ্যেই এই সন্তোষময় ও শান্তিময় দৃশ্যের পরিবর্তন ঘটিল। রাত্রি দশটার সময়ে সন্তুষ্টচিত্ত ও আজ্ঞাবহ সৈনিকগণ উচ্ছৃঙ্খল, স্ব-প্রধান ও ইউরোপীয়-দিগের শোণিতপাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিল। অধিনায়ক এখন কালবিলম্ব না করিয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন, দুর্গাভিমুখে ধাবিত হইলেন, হাঙ্গারফোর্ডকে কামান সকল সজ্জিত করিয়া রাখিতে আদেশ দিলেন। নিমিষের মধ্যে এই কার্য সম্পন্ন হইল। অতঃপর তিনি অন্য একজন সৈনিক-প্রধানের সহিত সৈনিকদিগের আবাসস্থানের অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। রসদখানার নিকটে তিনি অশ্বের রশ্মি সংযত করিয়া

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

আপনার লোকদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার বিপক্ষ সৈনিক-দলের নিক্ষিপ্ত গুলিতে তাঁহার বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিল। কর্নেল প্লাট এবং তাঁহার সহচর, উভয়েই গুলিতে আহত ও ভূপতিত হইলেন। আর তাঁহাদের চেতনার সঞ্চার হইল না। প্রথম অশ্বারোহি-দলের একজন অধিনায়কের প্রতি ঠিক ঐ সময়ে গুলি নিক্ষিপ্ত হইল। প্রথম গুলিতে তাঁহার অধিষ্ঠিত অশ্বের দেহপাত হইল। তিনি উঠিয়া অন্ধকারের মধ্যে আত্মগোপনের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল। তিনি গুলিতে আহত হইয়া পড়িয়া গেলেন। অতঃপর তৎপরিচালিত দলের লোকের তরবারির আঘাতে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল। সেই রাত্রিতে এই কয়েকজন অধিনায়ক নিহত হইলেন। অপরাপর অফিসরের আশ্চর্যরূপে প্রাণরক্ষা হইল।

এদিকে কাপ্তেন হঙ্গারফোর্ড নিষ্কর্মা ছিলেন না। তিনি আপনার কামান-গুলি সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথমতঃ উত্তেজিত সিপাহিগণ তাঁহার দৃষ্টিপথবর্তী হইল না। তিনি দুর্গের অর্ধ মাইল দূরবর্তী সৈনিক-নিবাসের দিকে অগ্রসর হইলেন। অন্ধকারের মধ্যে তাঁহার দিকে গুলি নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। কিন্তু সিপাহিগণ তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে পারিল না। এদিকে ইংরেজ অফিসরদিগের অধ্যুষিত বাংলা ভস্মীভূত হইতে লাগিল। কিন্তু সৈনিক-নিবাস অনলের ক্রীড়াক্ষেত্র হইল না। যাহা হউক, হাঙ্গারফোর্ড সৈনিক-নিবাসের দিকে কামানের গোলা চালাইতে লাগিলেন। সিপাহিগণ কামানের বিকট শব্দে সন্ত্রস্ত হইয়া, দলে দলে ইন্দোরের পথে অগ্রসর হইল। ইন্দোরের উত্তেজিত সিপাহিগণ ইহাদের কার্যে আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিল। এইরূপে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের সিপাহি-দল আপনাদের কাপড় তৈজসপত্র, বন্দুক প্রভৃতি ফেলিয়া মৌর সৈনিক-নিবাস পরিত্যাগ করিল। কাপ্তেন হাঙ্গারফোর্ড এখন স্বকীয় কর্মক্ষেত্রের সর্বময় কর্তা হইলেন। তিনি সৈনিক-দলের অধ্যক্ষতা গ্রহণ-পূর্বক নিহত অফিসরদিগের যথাবিধানে সমাধির বন্দোবস্ত করিলেন, সামরিক আইনের প্রচারে মনোযোগী হইলেন, এবং আশঙ্কিত বিপদের প্রতিকারের জন্য যাহা করা আবশ্যক, তৎসমুদয় সম্পন্ন করিয়া, মহারাজ হোলকরের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। প্রথমে তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে, মহারাজ উত্তেজিত সিপাহিদিগের সহযোগী হইতে পারেন। এ সম্বন্ধে অনেক বেনামী পত্র তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সবিশেষ পর্যালোচনা না করিয়া, তৎসমুদয়ের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেন নাই। যাহা হউক, তিনি মহারাজ হোলকরের নিকটে এইভাবে পত্র লিখিলেন,—'আমি আপনার দেশীয় অনেক ব্যক্তির নিকটে শুনিলাম যে, আপনি ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের বিরোধী সিপাহিদিগকে খাদ্য-দ্রব্য দিয়াছেন। ইহাও আমার গোচর হইয়াছে যে, আপনি তাহাদিগকে কামান দিয়াছেন এবং আপনার অনিয়মিত অশ্বারোহী সৈনিক দিয়া তাহাদের সাহায্য করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই সংবাদ অতিরঞ্জিত হইতে পারে। আমি ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিব কি না, বুঝিতে পারিতেছি না। অতিরঞ্জিত সংবাদ আমার বিশ্বাসযোগ্য নহে। আপনি ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের নিকটে অনেক বিষয়ে ঋণী। ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধ-পক্ষ অবলম্বন করিলে, আপনার সর্বনাশ ঘটিতে পারে। আপনি যে, ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

শত্রুদিগের সাহায্য করিয়া এবং তাহাদের প্রতি মিত্রতা দেখাইয়া, আপনার স্বার্থহানি করিবেন, তাহাতে আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।' হাঙ্গারফোর্ডের পত্র প্রাপ্তিমাত্র তরুণবয়স্ক মহারাজ এইভাবে উহার উত্তর দিলেন,—'আপনি যে সংবাদ পাইতেছেন তাহা কেবল অতিরঞ্জিত নয়—সম্পূর্ণ মিথ্যা। ইন্দোর এবং মৌতে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার জন্য আমি যেরূপ ব্যথিত হইয়াছি, বোধহয়, আর কেহ সেরূপ হন নাই। ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের সহিত বন্ধুত্বসূত্র হইতে আমি বিচ্ছিন্ন হইব, ইহা কখনো স্বপ্নেও ভাবি না। আমি তাঁহাদের ন্যায়পরতার বিষয় অবগত আছি। যে বন্ধু অধিপতি তাঁহাদের সহিত কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ এবং তাঁহাদের নিকটে সেই কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিতে সর্বদা উদ্যত সেই ভূপতির প্রতি সন্দেহ প্রকাশের পূর্বে তাঁহাদের আত্মসম্মানই তাঁহাদিগকে নিরস্ত রাখিবে।' এইভাবে পত্র লিখিয়া, মহারাজ হোলকর কাপ্তেন হাঙ্গারফোর্ডকে ১লা জুলাইয়ে সমস্ত ঘটনা জানাইবার জন্য দুইজন বিশ্বস্ত কর্মচারীকে মৌতে পাঠাইয়া দিলেন। হাঙ্গারফোর্ড তাঁহাদের নিকটে সমস্ত শুনিয়া সন্তুষ্ট ও নিঃসন্দিগ্ধ হইলেন।

এইরূপে ইন্দোরে রাজকীয় প্রাধান্য বিলুপ্তপ্রায় হইল। গোলন্দাজ-দলের সাহসী সৈনিক-পুরুষ এখন আপনার গুরুতর দায়িত্ব বুঝিয়া সকল বিষয়ে সুবন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। তিনি দুর্গরক্ষার জন্য যথোপযুক্ত লোকনিয়োগ ও খাদ্য-দ্রব্য সংগ্রহ করিলেন। তিনি সৈনিক-নিবাসের অস্ত্রাগার উড়াইয়া দিলেন। তিনি দুর্গ প্রাচীরে কামান সকল স্থাপিত করিলেন। তিনি একমাস কালের উপযোগী যুদ্ধোপকরণ প্রভৃতির সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন। এখন তিনি ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর অনুমতির প্রতীক্ষায় রহিলেন; কিন্তু বৃথা প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কোনো আদেশলিপি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল না। তিনি কর্নেল ডুরাণ্ডের নিকটে পত্র লিখিলেন, কিন্তু তাঁহার পত্রের কোনো উত্তর আসিল না। অগত্যা তিনি গবর্নর জেনেরলের প্রতিনিধিরূপে বোম্বাই গবর্নর লর্ড এল্‌ফিন্‌স্টোনের সহিত পত্র লেখালেখি করিতে লাগিলেন। এইরূপে কাপ্তেন হাঙ্গারফোর্ড সাহস সহকারে সমগ্র বিষয়ের কর্তৃত্ব গ্রহণপূর্বক গুরুতর কর্তব্য-পালনে প্রস্তুত হইলেন। যে কার্যে তাঁহার কোনো অধিকার নাই, তিনি সেই কার্য সম্পাদন করিলেন। কর্নেল ডুরাণ্ড 'অনধিকার-চর্চার' দোহাই দিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করেন। কিন্তু এ সময়ে যাঁহারা এইরূপে 'অনধিকার-চর্চা' করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ভারতবর্ষে ইংরেজের প্রাধান্য-রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। ইতিহাস এ বিষয়ের যাথার্থ প্রতিপন্ন করিতে বিমুখ হইবে না।*

এই সঙ্কটকালে মহারাজ তুকাজীরাও হোলকরের মানসিক শান্তি তিরোহিত হইয়াছিল। অকস্মাৎ কামানের গভীর শব্দে কর্নেল ডুরাণ্ডের ন্যায় মহারাজও চমকিত এবং বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার সৈনিকেরাই কামান দাগিতেছে, কিন্তু কি উদ্দেশ্যে তাহারা এই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ইংরেজের কি তাঁহার নিজের বিরুদ্ধে এইরূপ কার্যের অনুষ্ঠান হইতেছে, ইহা তাঁহার উদ্বোধ হয় নাই। তাঁহার

* *Kaye, Sepoy War, Vol. III, p. 338.*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

প্রাসাদে নিরতিশয় গোলযোগ ঘটিয়াছিল। তাঁহার অনুচরবর্গ সন্ত্রাসের আতিশয্যে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতেছিল। তাঁহার সংবাদ-বাহকেরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সংবাদ দিয়া, তাঁহাকে অধিকতর উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিতেছিল। সুতরাং উপস্থিত সময়ে কি কর্তব্য, কোন্ পথ অবলম্বনীয়, কাহার পরামর্শের অনুবর্তী হওয়া আবশ্যক, তাহা তিনি ঠিক করিতে পারেন নাই। একবার একরূপ সংবাদ তাঁহার গোচর হইল ; পরক্ষণেই আর একরূপ সংবাদ উপস্থিত হইয়া, পূর্বতন সংবাদ বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিল। এইরূপে কোনো বিষয়েরই স্থিরতা রহিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে তরুণবয়স্ক মহারাজ যখন কিয়দংশে প্রকৃতিস্থ হইলেন, তখন আর-একটি বিষয় তাঁহাকে নিরতিশয় অস্থির করিয়া তুলিল। তিনি শুনিলেন যে, গবর্নর জেনেরলের প্রতিনিধি—বীরত্বসম্পন্ন ব্রিটিশ সৈনিক-পুরুষ রেসিডেন্সি পরিত্যাগ পূর্বক পলায়নপর হইয়াছেন। কিন্তু তিনি কোন্ স্থানের অভিমুখে গিয়াছেন, তাহা প্রাসাদের কেহই বলিতে পারিল না। একজন রাজনীতিজ্ঞ ও সাহসী ব্রিটিশ কর্মচারী যে, বিপত্তির সূত্রপাত-মাত্রই স্বকীয় কর্মস্থল পরিত্যাগপূর্বক আত্ম-গোপনে উদ্যত হইবেন, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। এখন এইরূপ অচিন্তপূর্ব ব্যাপারে তাঁহার যেরূপ বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না, সেইরূপ দুশ্চিন্তারও অবসান হইল না। তরুণবয়স্ক মহারাজ এখন আপনার চারিদিকে ঘোরতর বিপদ দেখিতে লাগিলেন।

কিন্তু ঘোরতর বিপন্ন গভীর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও বিষাদে একান্ত অভিভূত হইলেও মহারাজ হোলকর নৈরাশ্যে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট যখন পলায়ন করিয়াছেন, অধিকন্তু তাঁহার সৈন্য যখন রেসিডেন্সি আক্রমণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার মুখে কলঙ্কের চিহ্ন পড়িয়াছে। ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের সমক্ষে এই কলঙ্ক ক্ষালন করা, তিনি সর্বতোভাবে কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বেলা আটটার মধ্যে সিপাহিরা উত্তেজিত হইয়া রেসিডেন্সি আক্রমণ করে। সাড়ে-দশটার সময়ে ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট প্রভৃতি রেসিডেন্সি পরিত্যাগ করেন। এই দুইঘণ্টার মধ্যে মহারাজ হোলকরের সমক্ষে নানারূপ সংবাদ উপস্থিত হয়। পরক্ষণে তরুণবয়স্ক মহারাজ কিয়দংশে সুস্থির হইয়া, আপনার কর্তব্যসাধনে উদ্যত হইলেন। ইন্দোরে যে কয়েকটি ইউরোপীয় এখন পর্যন্ত অবস্থিতি করিতেছিলেন মহারাজ তাঁহাদিগকে আপনার প্রাসাদে লুকাইয়া রাখিলেন। বেলা নয়টার পূর্বে সাদত খাঁ আহত ও রুধিরে রঞ্জিত হইয়া অশ্বারোহণে মহারাজের সমক্ষে উপস্থিত হইল, এবং মহারাজকে কহিল যে, সে রেসিডেন্সি আক্রমণপূর্বক একজন সাহেবকে আহত করিয়াছে। মহারাজ অবিলম্বে তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে আদেশ দিলেন। ১লা জুলাই এইরূপে অতিবাহিত হইল। ইহার পর দুইদিন ইন্দোরে নানারূপ গোলযোগ ঘটিতে লাগিল। সিপাহিদিগের ন্যায় সাধারণ লোকেও সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। শান্তি ও শৃংখলার মঙ্গলময় নিয়ম সর্বাংশে অন্তর্হিত হইল। উত্তেজিত লোকে নানা স্থানে দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। নানাস্থানে সম্পত্তি বিলুণ্ঠিত হইল। মহারাজের প্রভুত্ব ও ক্ষমতা যেন কোনো অচিন্তনীয় শক্তিতে বিলুপ্ত হইয়া গেল। মহারাজ দুইদিন প্রতীক্ষা

Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

করিলেন। এই দুইদিনের মধ্যে ব্রিটিশ সৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থে উপস্থিত হইল না। উত্তেজিত লোকে অধিকতর উত্তেজনার পরিচয় দিতে লাগিল। তাহারা মহারাজের নিকটে আশ্রিত খ্রীস্টানদিগকে চাহিল। মহারাজের শিক্ষক উমেদ সিংহকেও তাহাদের নিকটে পাঠাইতে কহিল। এইরূপে প্রতি কার্যে তাহাদের বলবতী জিঘাংসার পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। চারিদিকে ভয়ংকর কাণ্ড দেখিয়া, মহারাজ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ৪ঠা জুলাই কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণ-পূর্বক একহস্তে শাণিত বরশা ধরিয়া, উত্তেজিত সিপাহিদিগের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উপস্থিতিতে জন-কোলাহলময় শিবিরে অপূর্ব দৃশ্যের আবির্ভাব হইল। যাহারা মুহূর্তকাল পূর্বে উচ্ছৃংখলভাবের একশেষ দেখাইতেছিল, তাহারা সহসা প্রশান্তভাব অবলম্বন করিল, এবং গম্ভীরভাবে ঔৎসুক্যসহকারে মহারাজের দিকে দৃষ্টিযোজনা করিয়া রহিল। মহারাজের নবকিশলয়-দলের ন্যায় সুগঠিত সুন্দর দেহ, দীপ্তিময় লোচনযুগল এবং অসামান্য দৃঢ়তার পরিচয়সূচক মুখমণ্ডল দর্শনে তাহাদের বলবতী জিঘাংসা ও বিলুণ্ঠন-প্রবৃত্তি তিরোহিত হইল। মহারাজ ধীরভাবে যথোচিত গাম্ভীর্যসহকারে, সুস্পষ্টস্বরে তাহাদিগকে কহিলেন,—'প্রাসাদে যে সকল ইউরোপীয় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা যত দিন জীবিত থাকিবে, ততদিন আমি তাহাদিগকে রক্ষা করিব। তাহারা লোকান্তরিত হইলেও তাহাদের দেহ কাহাকেও দেওয়া হইবে না। আমি নিজের জীবন দিব, তথাপি আশ্রিতদিগকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিব না। তোমরা ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিয়া, আমার আদেশের প্রতি উপেক্ষা দেখাইয়াছ। ধর্মের নামে কাহাকেও আক্রমণ করা কোনো শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। প্রকৃত ধর্ম একজনকে অপরের প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেয় না; এখন তোমরা ধর্মের নামে বিলুণ্ঠনে নিরস্ত হও, নচেৎ আমি রাজার কর্তব্যপালনের জন্য তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিব।' উত্তেজিত সিপাহিগণ আপনাদের সংকল্প পরিত্যাগ করিল না। তাহারা এইভাবে মহারাজের কথার উত্তর দিল,—'আপনি আপনার পূর্বতন মহারাজ যশোবন্ত রাও হোলকরের বীরত্বের কথা মনে করিয়া দেখুন, অধিক গর্ব ও কৃতঘ্নতা প্রযুক্ত ভারতবর্ষে ইংরেজদিগের সৌভাগ্য-তারকা অস্তমিত হইয়াছে। এখন আপনি হস্তধৃত বরশা কাঁধে লইয়া, আমাদিগকে দিল্লীর অভিমুখে পরিচালিত করুন। আপনি এ বিষয়ে বিমুখ হইয়া, স্বকীয় কাপুরুষত্বের পরিচয় দিবেন না।' কিন্তু মহারাজ হোলকর এই কথার যথোচিত উত্তর দিতে বিমুখ হইলেন না। তিনি পূর্বের ন্যায় প্রশান্তভাবে এবং গম্ভীর ও উন্নতস্বরে কহিলেন যে, তিনি পূর্বপুরুষদিগের ন্যায় সাহসী ও ক্ষমতা-শালী নহেন, অধিকন্তু তিনি মহিলা ও বালক-বালিকাদিগকে বধ করা ধর্মের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন না। যাহারা ইহা করে, তিনি তাহাদের উপযুক্ত সহচর নহেন। মহারাজের এই কথায় উত্তেজিত হিন্দু সিপাহিদিগের অনেকে বুঝিল যে, এই সকল নৃশংসজনক কর্ম হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা শিবাজী ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন যে, যুদ্ধের সময়ে গাভী, কৃষক এবং স্ত্রীলোকের অনিষ্ট করা কোনোক্রমে বিধেয় নহে।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:14 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

মহারাজ হোলকর অভ্যাগত প্রস্তাবে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। উত্তেজিত সিপাহিগণ তাঁহাদের প্রাসাদের অবরোধ করিয়া সাতলক্ষ টাকা দিতে বাধ্য হইল। সিপাহিরা সংগৃহীত কামান ও অর্থাদি লইয়া দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করিল। মহারাজ ব্রিটিশ কোম্পানির যত টাকা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ের সহিত আহত ইউরোপীয়-দিগকে বিশ্বস্ত অনুচরের দ্বারা মৌয়ে কাপ্তেন হাঙ্গারফোর্ডের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রক্ষিত ও কোম্পানির কাগজ প্রভৃতি নিরাপদে সুরক্ষিত হইয়া ঐস্থানে প্রেরিত হইল। যে দিন সিপাহির উত্তেজিত হইয়া রেসিডেন্সি আক্রমণ করে, সেই দিনেই মহারাজ, গণপৎ রাও নামক একজন বিশ্বস্ত কর্মচারীর হস্ত দিয়া রেসিডেন্সিতে কর্ণেল ডুরাণ্ডের নিকটে একখানি পত্র পাঠাইয়া দেন। এই পত্রে তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সৈনিকদল এখন ভীষণ অসন্তোষে উন্মত্ত হইয়া চলিতেছে; ইহাদের উপর এখন তাঁহার কোনো কর্তৃত্ব নাই; ইহারা গবর্ণমেন্টের বিদ্রোহী সৈনিকদিগের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে অসম্মত হইয়াছে। ঐ দিন তিনি বোম্বাইয়ের গবর্ণর লর্ড এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের নিকটেও একখানি পত্র প্রেরণ করেন। এই পত্রেও তিনি ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়া, আপনার বিশ্বস্ততা প্রতিপন্ন করেন, এবং সেনাপতি উড্‌বরনকে যত শীঘ্র সম্ভব, ঘটনাস্থলে পাঠাইয়া দিবার জন্য লিখেন। কর্ণেল ডুরাণ্ডের নিকটেও তিনি এইভাবে পত্র পাঠাইতে বিমুখ হন নাই। এইরূপে তিনি সকল বিষয়েই ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের প্রতি সৌহৃদ্য ও বিশ্বস্তভাবের পরিচয় দেন।

ইহার মধ্যে মহারাজ এক বিষয়ে নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তিনি শুনিতে পাইলেন যে, কাপ্তেন হাচিন্‌সন্ মালবের অন্তর্গত আমজীরার অধিপতি কর্তৃক তদীয় দুর্গে অবরুদ্ধ হইয়াছেন। আমজীরা মহারাজ শিন্দের একটি করদ জনপদ। কাপ্তেন হাচিন্‌সন্ ইন্দোরের রেসিডেন্টের অধীনে ভীলদিগের মধ্যে গবর্ণমেন্টের এজেন্টের কর্মে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি স্যার রবার্ট হামিল্‌টনের একটি দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। মহারাজ হোলকর হামিল্‌টনের পরিবারবর্গকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলিয়াই মনে করিতেন। সুতরাং তিনি কাপ্তেন হাচিন্‌সনের বিপদে স্থির থাকিতে পারিলেন না। কিন্তু কাপ্তেন এবং তাঁহার সহচরগণ বন্দীভাবে ছিলেন না। তাঁহারা ভূপাবর নামক স্থানে ভীল সৈনিকদিগের সহিত অবস্থিত করিতেছিলেন। ভূপাবর আমজীরার একটি নগর। এই স্থানের রাজপুত রাজার এক হাজার পদাতিক ছিল। ইনি মালবের ভীল সৈন্যের ব্যয় নির্বাহার্থে প্রতিবর্ষে নির্দিষ্ট টাকা দিতেন। ২রা জুলাই ভূপাবরে এই সংবাদ পৌঁছে যে, মহারাজ হোলকরের সৈন্য ইন্দোরের রেসিডেন্সি আক্রমণ করিয়াছে এবং মহারাজ স্বয়ং আক্রমণকারী সৈনিকদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন। এই সংবাদে মালবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদের অধিপতিগণ সাতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠেন। কাপ্তেন হাচিন্‌সন্ ভূপাবরে ছিলেন; তিনি শুনিতে পাইলেন যে, আমজীরার সৈনিকগণ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। ভূপাবরে দুইশত ভীল সৈন্য ছিল। হাচিন্‌সন্ এই সৈনিক-দল লইয়া, আপনাদের অধ্যুষিত স্থান রক্ষায় কৃতসঙ্কল্প হন। ২রা জুলাই নিশীথকালে তাঁহাদের নিকটে আমজীরার নিকটবর্তী ধার নামক এক ক্ষুদ্র

Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:12 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

জনপদ হইতে এই সংবাদ উপস্থিত হয় যে, কতকগুলি মুসলমান সৈনিক উত্তেজিত হইয়া, ভূপাবরের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। এই সময়ে কেবল তিরিশ জন ভীল সৈনিক মাত্র হাচিন্‌সনের নিকটে ছিল। অবশিষ্ট ভীলগণ সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল। এজন্য কাপ্তেন হাচিন্‌সন্‌ এবং তাঁহার একজন ইউরোপীয় সহচর রক্ষণীয় মহিলা ও বালক-বালিকাদিগকে লইয়া ছদ্মবেশে পলায়নের সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহারা বিশ্বস্ত ভৃত্যদিগকে বলিয়া দিলেন যে, কেহ জিজ্ঞাসা করিলেই যেন, তাহারা বরোদাগামী পারসীক বণিক বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেয়। কাপ্তেন হাচিন্‌সন্‌ প্রভৃতি এইরূপ বণিকের বেশে জবুয়া নামক স্থানের অভিমুখে প্রস্থান করেন।

জবুয়া ইন্দোর এবং আমজীরার মধ্যবর্তী একটি ক্ষুদ্র করদ রাজ্য। এই জনপদের অধিপতি যোধপুরের রাঠোর ভূপতিদিগের বংশসম্ভূত। জবুয়া রাজ্যে প্রধানতঃ অপেক্ষাকৃত সভ্যতাসম্পন্ন ভীলের অধিবাস। পলাতকগণ জবুয়ার সমীপবর্তী হইয়া, আপনাদের রক্ষার্থে কতিপয় সৈনিককে পাঠাইয়া দিবার জন্য তত্রত্য তরুণবয়স্ক ভূপতির নিকটে একজন সওয়ার প্রেরণ করেন। পলাতকেরা জবুয়াতে পদার্পণ করিতে-না-করিতেই শুনিতে পাইলেন যে, আমজীরার একদল সৈন্য তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছে। যাহা হউক, যথাসময়ে জবুয়া হইতে একশত ভীল সৈন্য উপস্থিত হওয়াতে তাঁহাদের আশঙ্কা দূর হইল। তাঁহারা নিরাপদে একটি গ্রামে উপনীত হইলেন। গ্রামাধ্যক্ষ আপনার আহারীয় দিয়া তাঁহাদিগকে পরিতোষিত করিলেন। তাঁহারা রাত্রিকালে একজন মদ্যব্যবসায়ীর বাড়িতে অবস্থিতি করিয়া পরদিন জবুয়ার অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। ৫ই জুলাই প্রাতঃকালে তাঁহারা অক্ষতশরীরে নির্দিষ্ট স্থলে উপনীত হইলেন।

জবুয়ার অধিপতি ষোড়শবর্ষীয় বালক। অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়াতে ইহাঁর পিতামহী রাজ্যশাসন করিতেন। ইহাঁন আশ্রিত পলাতকদিগকে রক্ষা করিবার সুবন্দোবস্ত করিলেন। কতিপয় বিশ্বস্ত রাজপুত এই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইল। রাজসরকারে কতকগুলি আরব ছিল। ইহারা কাফেরের আগমনে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কিন্তু রক্ষক রাজপুতগণ ইহাদিগকে পলাতকদিগের আশ্রয় স্থানের নিকটে আসিতে দিল না। পলাতকগণ এইরূপে রাজপিতামহীর অসামান্য দয়ায় ও সৌজন্যে নিরাপদে রহিলেন। জবুয়ার অধিপতি পলাতকদিগকে বলপূর্বক আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন শুনিয়া, মহারাজ হোলকর তাঁহাদের উদ্ধারার্থে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। কিন্তু যখন প্রকৃত সংবাদ তাঁহার গোচর হইল, তখন তিনি প্রেরিত সৈনিকদিগকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ দিয়া পলাতকদিগকে আনিবার জন্য কতিপয় রক্ষক পাঠাইলেন। রক্ষকগণ ১০ই জুলাই জবুয়ায় উপস্থিত হইল। পলাতকগণ ১২ই জুলাই আপনাদের আশ্রয়দাত্রী সদাশয়া রাজপিতামহীর নিকটে বিদায় লইলেন। মহারাজ হোলকর লেফটেনেণ্ট হাচিন্‌সনকে ইন্দোরে আসিতে লিখিয়াছিলেন। হাচিন্‌সন্‌ এ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন যে, মহারাজ হোলকরের বন্ধুত্বের উপর তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। তিনি তদীয় সৈনিকদিগের হস্তে আপনার পরিবারবর্গের রক্ষার ভার দিতে সঙ্কুচিত হন নাই। কিন্তু মৌতে যে সকল ইউরোপীয় ছিল, তাঁহারা উপস্থিত সময়ে এতদ্দেশীয় সৈনিক-দলের মধ্যে উত্তেজনার নিদর্শন দেখিয়া, লেফটেনেণ্ট হাচিন্‌সনকে

ইন্দোরে থাকিতে পরামর্শ দিলেন না। যাহা হউক, হাচিন্‌সন্ উপস্থিত বিপত্তিকালে মহারাজকে সুপরামর্শ দিবার জন্য রেসিডেন্সির কার্যভার গ্রহণ করিলেন। কাপ্তেন হ্যামারফোর্ড সর্বশেষ ফিজ্‌জেরাল্ডের সহিত যে কার্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং স্যাভিলের দক্ষতার সহিত যাহা সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন, এইরূপে তাহা কাপ্তেন হাচিন্‌সনের উপর সমর্পিত হইল।

উপস্থিত সময়ে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট কর্নেল ডুর‍্যাণ্ড যে-ভাবে মহারাজ হোলকারকে দেখিয়াছিলেন এবং মহারাজ স্বয়ং যে-ভাবে কার্য করিয়া, রেসিডেন্টের নিকটে আপনার প্রতি আরোপিত কলঙ্কের ক্ষালন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। এক পক্ষ ডুর‍্যাণ্ডের অনুষ্ঠিত কার্যের সমর্থন করিয়াছেন; অপর পক্ষ সমুদয় বিষয়ের আলোচনা পূর্বক মহারাজকে সর্বাংশে নির্দোষ ও রেসিডেন্সি আক্রমণ-সংক্রান্ত-ব্যাপারে নির্লিপ্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এখন মহারাজ ও রেসিডেন্ট, উভয়েই কালের পরাক্রমে সংসারক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইয়াছেন। উভয়েই এখন নিন্দা বা প্রশংসার অতীত হইয়া পড়িয়াছেন। উভয়ের কার্যই এখন বহু বৎসরের অতীত ঘটনার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এখন অপক্ষপাতে উভয়ের কার্যের আলোচনা করিলে উপলব্ধ হইবে যে, কর্নেল ডুর‍্যাণ্ড সবিশেষ বিচার-বিতর্ক না করিয়া, মহারাজকে মিথ্যাপবাদে দূষিত করিয়াছেন। মহারাজ স্পষ্ট নির্দেশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার দরবারের যে সকল সৈন্য রেসিডেন্সি আক্রমণ করিয়াছে, তাহারা স্বপ্রধান হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকদিগের উপর এখন তাঁহার কোনোরূপ কর্তৃত্ব নাই। তিনি কর্নেল ডুর‍্যাণ্ডকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি ধনাগারের অর্থ এবং আপনার রত্নাদি নিরাপদে রাখিবার জন্য মৌতে ব্রিটিশ রেসিডেন্টের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি উত্তেজিত সিপাহিদিগের পরাক্রম পর্যুদস্ত করিবার জন্য সেনাপতি উড্‌বরনকে যত শীঘ্র সম্ভব পাঠাইয়া দিতে বোম্বাই গবর্নর লর্ড এলফিন্‌স্টোনের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তিনি ইহা অপেক্ষাও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি উত্তেজিত সিপাহিদিগের সমক্ষে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, নির্ভয়ে কহিয়াছিলেন যে তাঁহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা যে, তিনি আত্মসমর্পণ করিবেন, তথাপি আশ্রিত ইউরোপীয়দিগকে উত্তেজিত সিপাহিদিগের হস্তে সমর্পণ করিবেন না। তাঁহার এই সকল কার্যে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের প্রতি তদীয় অপরিসীম অনুরাগের পরিচয় দিতেছে। তদীয় পদাতিক-দলের অধ্যক্ষ বংশগোপালকে তিনি কোনোরূপে উৎসাহ দেন নাই। সাদত খাঁকেও তিনি কোনোরূপ প্রশ্রয় দিতে উদ্যত হন নাই। তাঁহার আদেশে সাদত খাঁ অবরুদ্ধভাবে ছিল। সে ১৮৭৪ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ধৃত হইলে বিচারের পর তাহার ফাঁসি হয়। বিচারকালে সাদত খাঁ স্বীকার করিয়াছিল যে, হোলকারের দরবারের কাহারও নিকট হইতে সে রেসিডেন্সি আক্রমণ করিবার আদেশ প্রাপ্ত হয় নাই। তাহার সহযোগিদিগের মধ্যে সকলেই মুসলমান ছিল। পদাতিকদিগের অধ্যক্ষ বংশগোপাল ইহার মধ্যে ছিলেন না।*

---

* *Jahn Dickinson, Last Counsels of an Unknown Counsellor, pp. 72, 162.*

পাছে তাঁহার উপস্থিতিতে উত্তেজিত সিপাহিগণ উৎসাহিত হইয়া উঠে, এই আশঙ্কায় মহারাজ হোলকার ১লা জুলাই আক্রমণের সংবাদ শুনিয়াই, ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন নাই। ইহার পর তিনি যখন দেখিলেন যে, দুইদিন অতীত হইল, ব্রিটিশ সৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থে উপস্থিত হইল না, এদিকে লোকে যখন অধিকতর অত্যাচারপরায়ণ হইয়া উঠিল, তখন তিনি স্থির থাকিতে না পারিয়া, সিপাহিদিগকে শান্তভাবে রাখিবার জন্য তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি বিপন্ন ইউরোপীয়দিগের উপকার সাধনে কখনো বিমুখ হন নাই। ইহাতে তাঁহার ধীরতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ফলতঃ যাঁহারা ধীরভাবে ও সূক্ষ্মরূপে উপস্থিত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা মহারাজ হোলকরের কোনো দোষ দেখিতে পান নাই! বোম্বাইয়ের গবর্নর মহারাজকে নির্দোষ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কাপ্তেন হাঙ্গারফোর্ড মহারাজের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছেন। ঐতিহাসিকগণ আহ্লাদ ও প্রীতির সহিত মহারাজের বিশ্বস্তভাবের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।*

আর কর্নেল ডুরাণ্ড? ডুরাণ্ড অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া, সহসা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া, রেসিডেন্সি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার পক্ষে হেতুবাদ এই যে, আক্রমণকারী সৈনিকগণ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল; তাঁহার বাসগৃহ আত্মরক্ষার উপযোগী ছিল না; মৌতে গবর্নমেণ্টের যে সৈন্য ছিল, তাহারা আক্রমণকারিদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সম্মত ছিল না; যাহারা এই সময়ে বিশ্বস্তভাবে ছিল, তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল; মহারাজ হোলকর ইচ্ছা করিয়াই হউক বা ক্ষমতা না থাকাতেই হউক, আক্রমণকারী সৈনিকদিগকে শাসনে রাখিতে সমর্থ ছিলেন না। এই সকল কারণে ডুরাণ্ড পলায়ন করেন। কিন্তু পূর্বোক্ত ঘটনায় প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মৌতে সাহসী ও সাহায্যকারী সৈনিকের অভাব ছিল না। কাপ্তেন হাঙ্গারফোর্ড আপনার কামান ও গোলন্দাজ সৈন্যের সহিত সুসজ্জিত ছিলেন। তিনি কাহারও দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, একাকী যেরূপে শৃঙ্খলা রক্ষা করেন, তাহাতে তাঁহার সাহস ও ক্ষিপ্রকারিতার যথোচিত প্রশংসা করিতে হয়। কর্নেল ডুরাণ্ড স্বয়ং সৈনিক-পুরুষ; তিনি যুদ্ধকার্যে অভ্যস্ত, যুদ্ধস্থলে কর্মপটুতার পরিচয় দিতে কৃতহস্ত। কাপ্তেন হাঙ্গারফোর্ডের সহিত সম্মিলিত হইলে, তিনি তাড়াতাড়ি রেসিডেন্সি পরিত্যাগপূর্বক মহারাজ হোলকরের উপর অযথারূপে কলঙ্কের আরোপ করিয়াছেন, ইহাতে তিনি যে সহৃদয়গণের নিকটে নিজেই কলঙ্কিত হইয়াছেন, তাহা তাঁহার উদ্বোধ হয় নাই। বোম্বাই গবর্নমেণ্ট তাঁহার আকস্মিক পলায়ন-সম্বন্ধে নির্দেশ করিয়াছেন যে, এই প্রসঙ্গে দুইটি বিষয় বিচার্য হইয়া উঠে,—হয়, মহারাজ বিশ্বাসঘাতক, না-হয় ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট বিনা কারণে ইন্দোর হইতে পলায়নে তৎপর। গবর্নমেণ্ট এতৎসম্বন্ধে সমুদয় বিষয়ের আলোচনা করিয়া, শেষোক্ত সিদ্ধান্ত অর্থাৎ গবর্নর জেনেরলের এজেণ্ট বিনা কারণে ইন্দোর হইতে পলাইয়াছিলেন, এই বিষয় স্থির

---

* *Kaye, Sepoy War, Vol. III, pp. 337, 345 46,*

Generated on 2019-02-07 14:14 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

করিয়াছিলেন।* কর্নেল ডুরাণ্ড কেবল মহারাজ হোলকরের উপর কলঙ্ক আরোপ করিয়াই নিরস্ত হন নাই। এই প্রসঙ্গে ধার নামক একটি ক্ষুদ্র রাজ্য অধিকার করিবারও প্রস্তাব করিয়াছিলেন। যেহেতু ধারের রাজা যখন অপ্রাপ্তবয়স্ক, তখন তাঁহার বেতনভোগী সৈনিকগণ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধ-পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল ; কিন্তু কোম্পানির ডিরেক্টরগণ বিরোধী হওয়াতে প্রস্তাব কার্যে পরিণত হয় নাই। ডিরেক্টরগণ ভারত গবর্নমেণ্টের নিকটে এ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—'আমরা এ বিষয়ে শাস্তিবিধান করিতে পারি না। যখন সমগ্র জগতে বিদিত হইয়াছে যে, গোবালিয়র ও ইন্দোরের ন্যায় পরাক্রান্ত রাজ্য, অধিক কি, ব্রিটিশ গবর্নমেন্টও আপনাদের সৈন্য-শাসনে সমর্থ হন নাই, তখন ধার অথবা অন্য কোনো ক্ষুদ্র, দুর্বল রাজ্য আপনার সৈনিকদিগকে শাসনে রাখিতে পারে নাই বলিয়া, আমরা কোনোরূপ শাস্তিবিধান করিতে পারি না। আপনার ঘরে আপনি আগুন দিবার পর, যখন অনলশিখা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে এবং যখন উহা পার্শ্ববর্তী প্রতিবাসিদিগের গৃহে পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, তখন ঐ সকল প্রতিবাসীকে অপরাধী স্থির করা যেরূপ ন্যায়সঙ্গত কর্নেল ডুরাণ্ডের উপস্থিত কার্যও সেইরূপ ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে।' ফলতঃ কর্নেল ডুরাণ্ডের অবৈধ কার্যের অনুমোদন-প্রযুক্ত যে, মহারাজ হোলকরের বৈধ কার্যের অবমাননা এবং তজ্জন্য তাঁহার স্বার্থহানি হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।**

ডুরাণ্ড মহারাজকে যে জালে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, মহারাজ দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাহা বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন নাই। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাঁহার সম্মান রক্ষার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু ভারত গবর্নমেন্টের পররাষ্ট্র-বিভাগের কর্মচারী এই কার্যে বাধা দিতে বিমুখ হন নাই। বোর্ড অব্ কন্ট্রোলের সভাপতি লর্ড স্টান্‌লি (পরে লর্ড ডার্বি) ১৮৫৮ অব্দের ৮ই জুলাই গবর্নর জেনেরলের নিকট এইভাবে লিখিয়াছিলেন,—'যে সকল ভূপতি ও সর্দার প্রভৃতি ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের প্রতি বিশ্বস্তভাব দেখাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে, ভূসম্পত্তি দান করিয়াই হউক, বা অন্য কোনোরূপেই হউক, সম্মানিত করিবার জন্য যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহা ঐ সকল বিশ্বস্ত ভূপতিদিগের নামের তালিকার সহিত অবিলম্বে আমাদিগকে জানাইবেন। আমাদের বিশ্বাস যে, আপনি এই তালিকায় সর্বাগ্রে মহারাজ শিন্দে, হোলকর এবং নেপাল-রাজের নাম স্থাপন করিবেন। কিন্তু গবর্নর জেনেরল লর্ড কানিং মহারাজ হোলকরকে পুরস্কৃত করিতে সম্মত হন নাই। তিনি ইন্দোরের ঘটনার উল্লেখপূর্বক বোর্ডের সভাপতির নিকটে মহারাজকে পুরস্কার দানের অযোগ্য বলিয়া নির্দেশ করেন। ১৯৬৪ অব্দের ৪ঠা জুলাই ভারতবর্ষের স্টেট সেক্রেটারী স্যার চার্লস্ উড্ (পরে লর্ড হালিফাক্স্) মহারাজ হোলকর কি জন্য অন্যান্য ভূপতিদিগের সমক্ষে সম্মানের অযোগ্য হইলেন, তাহা তদানীন্তন গবর্নর জেনেরল স্যার্ জন্ লরেন্সের (পরে লর্ড্ লরেন্স) নিকটে জানিতে চাহেন। এই

---

* *Kaye, Sepoy War, Vol. III, p. 346.*

** *Kaye, Sepoy War, Vol. III, p. 346.*

Generated on 2019-02-07 14:14 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

সময়ে কর্নেল ডুরাণ্ড পররাষ্ট্র-বিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি কারণ নির্দেশস্থলে সেই পুরাতন কথার পুনরুল্লেখ করেন। লর্ড মেয়ো গবর্নর জেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, মহারাজের এইরূপ অসম্মানের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু এ সময়েও পররাষ্ট্র-বিভাগের প্রভু পর্বতের ন্যায় অটল ছিলেন। ঐ বিভাগের তদানীন্তন সেক্রেটারী এচিসন্ সাহেব (পরে স্যার্ চার্লস এচিসন্) আবার সেই ১৮৫৭ অব্দের ১লা জুলাইয়ের ঘটনার উল্লেখ পূর্বক নির্দেশ করেন যে, মহারাজ ৫ই জুলাই পর্যন্ত এ বিষয়ে সর্বতোভাবে ঔদাস্যের পরিচয় দিয়াছিলেন।* এইরূপে এক স্টেট সেক্রেটারীর পর অন্য এক স্টেট সেক্রেটারী, এক গবর্নর জেনেরলের পর অন্য এক গবর্নর জেনেরল মহারাজ হোলকরের বিষয় অনুসন্ধান করেন। কর্নেল ডুরাণ্ডের নির্দিষ্ট এক পুরাতন ও যুক্তি-বহির্ভূত কথাতে সকলকে নিরস্ত হইতে হয়। কিন্তু ইতিহাস এই আরোপিত কলঙ্কের প্রক্ষালনে উদাসীন থাকে নাই। কে, মালিসন্ প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ মহারাজ হোলকরের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। মহারাজও গবর্নমেন্টের নিকট হইতে 'ভারতনক্ষত্র' উপাধি প্রাপ্ত হন। এদিকে কর্নেল ডুরাণ্ডও উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে নিয়োজিত হইতে থাকেন। তিনি পররাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী, গবর্নর জেনেরলের কৌন্সিলের সদস্য এবং শেষে পঞ্জাবের লেফ্টেনেন্ট গবর্নর হন। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, তিনি দীর্ঘকাল আপনার প্রাধান্য ও উচ্চ আশার ফল ভোগ করিতে পারেন নাই। নিয়তি এ বিষয়ের বিরোধী হইয়া উঠে। রাজকীয় সম্মান ও উচ্চপদের মধ্যে স্যার্ হেন্রি ডুরাণ্ড দেহত্যাগ করেন।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেফ্টেনেন্ট গবর্নর কল্বিন্ সাহেব মধ্য প্রদেশের মহারাষ্ট্র ভূপতিদিগের শাসিত জনপদ সম্বন্ধে যেরূপ চিন্তিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ আর-একটি বিস্তৃত জনপদও তাঁহার চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়াছিল। রাজপুতনা প্রদেশের রাজপুত ভূপতিগণ আপনাদের অধিকৃত ভূখণ্ডে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিতেছিলেন। ইহাঁদের পরস্পরের মধ্যে তাদৃশ ঐক্য বা সমবেদনা ছিল না। সুতরাং উপস্থিত সময়ে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন জনপদগুলি একসূত্রে গ্রথিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। রাজপুত ভূপতিগণ সুখে ও শান্তিতে কালযাপন করিতেছিলেন। ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের উপর তাঁহাদের কোনো বিষয়ে বিরক্তি জন্মে নাই। তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণ মুসলমান, মারাঠা ও পিণ্ডারীদিগের হস্তে কিরূপ নিগৃহীত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা বিস্মৃত হন নাই। ইংরেজের আধিকারে এই উপদ্রব নিরাকৃত হইয়াছিল। সিপাহী বিপ্লবের পূর্বে একবার জনরব উঠিয়াছিল যে, গবর্নমেন্ট রাজপুত-রাজ্য আপনাদের অধিকারভুক্ত করিবেন। এই জনরব যে, সর্বাংশে অলীক, তাহা বিলাতের ডিরেক্টর সভা স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করেন। কিন্তু অন্য একটি বিষয়ে রাজপুতনার অধিবাসিদিগের হৃদয় নিরতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। সিপাহী যুদ্ধের প্রারম্ভে অন্যান্য স্থলে যেরূপ হইয়াছিল, সেইরূপ রাজপুতনাতেও লোকের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, গবর্নমেন্টে তাহাদের ধর্মনাশ ও জাতিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। কেহ কেহ দিল্লীর বাদশাহের আধিপত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে নানা কথা বলিতেছিল।

* *Evans Bell, A letter to H. M. Durand, Notice, pp. VI-VII,*

Generated on 2019-02-07 14:13 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

এইরূপ বিশ্বাস, এইরূপ ধারণা লোকের অজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহা হইতে সহসা যে, কোনোরূপ অনিষ্ট ঘটিবে, তাহা বোধ হয় নাই। কিন্তু আগ্রার কর্তৃপক্ষ বীরত্ব-প্রসিদ্ধ রাজপুতদিগের বিষয় ভাবিতেছিলেন। আশঙ্কিত বিপদের ভয়ংকর দৃশ্য ও অমূলক গভীর দুশ্চিন্তা তাঁহাদের হৃদয় হইতে অপসারিত হয় নাই।

রাজপুতনা, মিবার, জয়পুর মাড়বার প্রভৃতি আঠারটি রাজ্যে বিভক্ত। ইহার মধ্যে সতেরটি রাজ্যে রাজপুত হিন্দু নৃপতিগণ শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিয়া থাকেন। অষ্টাদশ রাজ্যটি মুসলমান নৃপতির শাসনাধীন। বিখ্যাত পিণ্ডারী সর্দার আমীর খাঁর বংশধরেরা এই রাজ্যে আধিপত্য করিয়া থাকেন। ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের অনুগ্রহে রাজপুতনার অন্তর্বর্তী উক্ত অষ্টাদশ রাজ্য—টঙ্কের কর্তৃত্ব পাইয়া ইহাঁরা টঙ্কের নবাব বলিয়া পরিচিত হইতেছেন। যাহা হউক, এই আঠারটি রাজ্যের মধ্যে ছয়টি রাজ্যের শাসনকার্য ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের নিয়োজিত এজেন্ট কর্তৃক পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। রাজপুতনার অনেক স্থান বৃক্ষ-লতা-পরিশূন্য মরুভূমিতে সমাবৃত। কোনো কোনো স্থান উন্নত পর্বত-মালায় ও হরিদ্বর্ণ বৃক্ষরাজিতে সুশোভিত, দূর হইতে দেখিলে উহা সুচিত্রিত আলেখ্যের ন্যায় রমণীয়ভাবে দর্শকের হৃদয় উৎফুল্ল করিতে থাকে। এই সকল উন্নত শৈলশিখরে রাজপুতদিগের অসামান্য গৌরবের সাক্ষী, অপূর্ব মহত্ত্বের পরিচয়-স্থল, অনন্যসাধারণ বীরত্বের বিস্ফুরণ-ক্ষেত্র দুর্গ সকল নির্মিত। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, রাজপুত ভূপতিগণ ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের প্রতি কোনো বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু রাজপুতনার ঠাকুরগণ গবর্নমেন্টের আধিপত্যে সন্তুষ্ট ছিলেন না। যেহেতু ইহাতে তাঁহাদের অভীষ্টসিদ্ধির পথ অবরুদ্ধ হইয়াছিল। গবর্নমেন্ট মধ্যবর্তী থাকাতে তাঁহারা সম্পত্তি সংগ্রহের জন্য রাজপুত রাজাদিগের সহিত বিবাদ করিতে অসমর্থ ছিলেন।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, রাজ্যগুলিতে গবর্নমেন্টের এজেন্ট থাকিতেন। সকলের উপর কর্তৃত্ব করিবার জন্য গবর্নর জেনেরলের একজন রেসিডেন্ট অবস্থিতি করিতেন। উপস্থিত সময়ে স্যার্ হেন্রি লরেন্সের অন্যতম ভ্রাতা কর্নেল জর্জ লরেন্স্ রাজপুতনার এজেন্টের পদে নিয়োজিত ছিলেন। স্যার্ হেন্রি লরেন্সের ন্যায় জর্জ লরেন্স্ও সাহসী, নির্ভীক ও কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন। যখন মীরাটের গোলযোগের সংবাদ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হয়, তখন তিনি আবু পর্বতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই সংবাদ পাইয়াই, তিনি আপনার গুরুতর দায়িত্ব বুঝিতে পারিলেন। একলক্ষ ত্রিশ হাজার বর্গ মাইলেরও অধিক পরিমাণের বিস্তৃত ভূখণ্ড এখন তাঁহার রক্ষণীয় হইল। তিনি এই সুবিস্তৃত জনপদের শান্তিবিধানে অমনোযোগী হইলেন না। মীরাটের সংবাদ প্রাপ্তির চারি দিবস পরে তৎকর্তৃক ঘোষণা-পত্র প্রচারিত হইল। তিনি এই ঘোষণা-পত্রে সমগ্র ভূপতিকে আপনাদের সৈন্য সজ্জিত করিয়া রাখিতে, এবং সাধারণের মধ্যে শান্তি রক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। এদিকে তাঁহার সহযোগীরাও আগ্রহসহকারে তদীয় পক্ষ-সমর্থনে উদ্যত হইলেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেফ্টেনেন্ট গবর্নর কল্‌বিন সাহেব, কর্নেল লরেন্সকে যাবতীয় ইউরোপীয় সৈন্য ও অফিসর এবং কোম্পানির টাকা লইয়া আগ্রা রক্ষার জন্য আসিতে অনুরোধ করিলেন। কর্নেল লরেন্স এই অনুরোধে বিস্মিত

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:13 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

শত্রুদিগের সাহায্য করিয়া এবং তাহাদের প্রতি মিত্রতা দেখাইয়া, আপনার স্বার্থহানি করিবেন, তাহাতে আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।' হাঙ্গারফোর্ডের পত্র প্রাপ্তিমাত্র তরুণবয়স্ক মহারাজ এইভাবে উহার উত্তর দিলেন,—'আপনি যে সংবাদ পাইতেছেন তাহা কেবল অতিরঞ্জিত নয়—সম্পূর্ণ মিথ্যা। ইন্দোর এবং মৌতে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার জন্য আমি যেরূপ ব্যথিত হইয়াছি, বোধহয়, আর কেহ সেরূপ হন নাই। ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের সহিত বন্ধুত্বসূত্র হইতে আমি বিচ্ছিন্ন হইব, ইহা কখনো স্বপ্নেও ভাবি না। আমি তাঁহাদের ন্যায়পরতার বিষয় অবগত আছি। যে বন্ধু অধিপতি তাঁহাদের সহিত কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ এবং তাঁহাদের নিকটে সেই কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিতে সর্বদা উদ্যত সেই ভূপতির প্রতি সন্দেহ প্রকাশের পূর্বে তাঁহাদের আত্মসম্মানই তাঁহাদিগকে নিরস্ত রাখিবে।' এইভাবে পত্র লিখিয়া, মহারাজ হোলকর কাপ্তেন হাঙ্গারফোর্ডকে ১লা জুলাইয়ে সমস্ত ঘটনা জানাইবার জন্য দুইজন বিশ্বস্ত কর্মচারীকে মৌতে পাঠাইয়া দিলেন। হাঙ্গারফোর্ড তাঁহাদের নিকটে সমস্ত শুনিয়া সন্তুষ্ট ও নিঃসন্দিগ্ধ হইলেন।

এইরূপে ইন্দোরে রাজকীয় প্রাধান্য বিলুপ্তপ্রায় হইল। গোলন্দাজ-দলের সাহসী সৈনিক-পুরুষ এখন আপনার গুরুতর দায়িত্ব বুঝিয়া সকল বিষয়ে সুবন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। তিনি দুর্গরক্ষার জন্য যথোপযুক্ত লোকনিয়োগ ও খাদ্য-দ্রব্য সংগ্রহ করিলেন। তিনি সৈনিক-নিবাসের অস্ত্রাগার উড়াইয়া দিলেন। তিনি দুর্গ প্রাচীরে কামান সকল স্থাপিত করিলেন। তিনি একমাস কালের উপযোগী যুদ্ধোপকরণ প্রভৃতির সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন। এখন তিনি ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর অনুমতির প্রতীক্ষায় রহিলেন; কিন্তু বৃথা প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কোনো আদেশলিপি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল না। তিনি কর্নেল ডুরাণ্ডের নিকটে পত্র লিখিলেন, কিন্তু তাঁহার পত্রের কোনো উত্তর আসিল না। অগত্যা তিনি গবর্নর জেনেরলের প্রতিনিধিরূপে বোম্বাই গবর্নর লর্ড এল্‌ফিন্‌স্টোনের সহিত পত্র লেখালেখি করিতে লাগিলেন। এইরূপে কাপ্তেন হাঙ্গারফোর্ড সাহস সহকারে সমগ্র বিষয়ের কর্তৃত্ব গ্রহণপূর্বক গুরুতর কর্তব্য-পালনে প্রস্তুত হইলেন। যে কার্যে তাঁহার কোনো অধিকার নাই, তিনি সেই কার্য সম্পাদন করিলেন। কর্নেল ডুরাণ্ড 'অনধিকার-চর্চার' দোহাই দিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করেন। কিন্তু এ সময়ে যাঁহারা এইরূপে 'অনধিকার-চর্চা' করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ভারতবর্ষে ইংরেজের প্রাধান্য-রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। ইতিহাস এ বিষয়ের যাথার্থ প্রতিপন্ন করিতে বিমুখ হইবে না।*

এই সঙ্কটকালে মহারাজ তুকাজীরাও হোলকরের মানসিক শান্তি তিরোহিত হইয়াছিল। অকস্মাৎ কামানের গভীর শব্দে কর্নেল ডুরাণ্ডের ন্যায় মহারাজও চমকিত এবং বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার সৈনিকেরাই কামান দাগিতেছে, কিন্তু কি উদ্দেশ্যে তাহারা এই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ইংরেজের কি তাঁহার নিজের বিরুদ্ধে এইরূপ কার্যের অনুষ্ঠান হইতেছে, ইহা তাঁহার উদ্বোধ হয় নাই। তাঁহার

* *Kaye, Sepoy War, Vol. III, p. 338.*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:13 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

প্রাসাদে নিরতিশয় গোলযোগ ঘটিয়াছিল। তাঁহার অনুচরবর্গ সন্ত্রাসের আতিশয্যে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতেছিল। তাঁহার সংবাদ-বাহকেরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সংবাদ দিয়া, তাঁহাকে অধিকতর উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিতেছিল। সুতরাং উপস্থিত সময়ে কি কর্তব্য, কোন্ পথ অবলম্বনীয়, কাহার পরামর্শের অনুবর্তী হওয়া আবশ্যক, তাহা তিনি ঠিক করিতে পারেন নাই। একবার একরূপ সংবাদ তাঁহার গোচর হইল; পরক্ষণেই আর একরূপ সংবাদ উপস্থিত হইয়া, পূর্বতন সংবাদ বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিল। এইরূপে কোনো বিষয়েরই স্থিরতা রহিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে তরুণবয়স্ক মহারাজ যখন কিয়দংশে প্রকৃতিস্থ হইলেন, তখন আর-একটি বিষয় তাঁহাকে নিরতিশয় অস্থির করিয়া তুলিল। তিনি শুনিলেন যে, গবর্নর জেনেরলের প্রতিনিধি—বীরত্বসম্পন্ন ব্রিটিশ সৈনিক-পুরুষ রেসিডেন্সি পরিত্যাগ পূর্বক পলায়নপর হইয়াছেন। কিন্তু তিনি কোন্ স্থানের অভিমুখে গিয়াছেন, তাহা প্রাসাদের কেহই বলিতে পারিল না। একজন রাজনীতিজ্ঞ ও সাহসী ব্রিটিশ কর্মচারী যে, বিপত্তির সূত্রপাত-মাত্রই স্বকীয় কর্মস্থল পরিত্যাগপূর্বক আত্মগোপনে উদ্যত হইবেন, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। এখন এইরূপ অচিন্তপূর্ব ব্যাপারে তাঁহার যেরূপ বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না, সেইরূপ দুশ্চিন্তারও অবসান হইল না। তরুণবয়স্ক মহারাজ এখন আপনার চারিদিকে ঘোরতর বিপদ দেখিতে লাগিলেন।

কিন্তু ঘোরতর বিপন্ন গভীর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও বিষাদে একান্ত অভিভূত হইলেও মহারাজ হোলকর নৈরাশ্যে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট যখন পলায়ন করিয়াছেন, অধিকন্তু তাঁহার সৈন্য যখন রেসিডেন্সি আক্রমণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার মুখে কলঙ্কের চিহ্ন পড়িয়াছে। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের সমক্ষে এই কলঙ্ক ক্ষালন করা, তিনি সর্বতোভাবে কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বেলা আটটার মধ্যে সিপাহিরা উত্তেজিত হইয়া রেসিডেন্সি আক্রমণ করে। সাড়ে-দশটার সময়ে ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট প্রভৃতি রেসিডেন্সি পরিত্যাগ করেন। এই দুইঘণ্টার মধ্যে মহারাজ হোলকরের সমক্ষে নানারূপ সংবাদ উপস্থিত হয়। পরক্ষণে তরুণবয়স্ক মহারাজ কিয়দংশে সুস্থির হইয়া, আপনার কর্তব্যসাধনে উদ্যত হইলেন। ইন্দোরে যে কয়েকটি ইউরোপীয় এখন পর্যন্ত অবস্থিতি করিতেছিলেন মহারাজ তাঁহাদিগকে আপনার প্রাসাদে লুকাইয়া রাখিলেন। বেলা নয়টার পূর্বে সাদত খাঁ আহত ও রুধিরে রঞ্জিত হইয়া অশ্বারোহণে মহারাজের সমক্ষে উপস্থিত হইল, এবং মহারাজকে কহিল যে, সে রেসিডেন্সি আক্রমণপূর্বক একজন সাহেবকে আহত করিয়াছে। মহারাজ অবিলম্বে তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে আদেশ দিলেন। ১লা জুলাই এইরূপে অতিবাহিত হইল। ইহার পর দুইদিন ইন্দোরে নানারূপ গোলযোগ ঘটিতে লাগিল। সিপাহিদিগের ন্যায় সাধারণ লোকেও সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। শান্তি ও শৃঙ্খলার মঙ্গলময় নিয়ম সর্বাংশে অন্তর্হিত হইল। উত্তেজিত লোকে নানা স্থানে দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। নানাস্থানে সম্পত্তি বিলুণ্ঠিত হইল। মহারাজের প্রভুত্ব ও ক্ষমতা যেন কোনো অচিন্তনীয় শক্তিতে বিলুপ্ত হইয়া গেল। মহারাজ দুইদিন প্রতীক্ষা

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:13 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

করিলেন। এই দুইদিনের মধ্যে ব্রিটিশ সৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থে উপস্থিত হইল না। উত্তেজিত লোকে অধিকতর উত্তেজনার পরিচয় দিতে লাগিল। তাহারা মহারাজের নিকটে আশ্রিত খ্রীস্টানদিগকে চাহিল। মহারাজের শিক্ষক উমেদ সিংহকেও তাহাদের নিকটে পাঠাইতে কহিল। এইরূপে প্রতি কার্যে তাহাদের বলবতী জিঘাংসার পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। চারিদিকে ভয়ংকর কাণ্ড দেখিয়া, মহারাজ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ৪ঠা জুলাই কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণপূর্বক একহস্তে শাণিত বরশা ধরিয়া, উত্তেজিত সিপাহিদিগের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উপস্থিতিতে জন-কোলাহলময় শিবিরে অপূর্ব দৃশ্যের আবির্ভাব হইল। যাহারা মুহূর্তকাল পূর্বে উচ্ছৃংখলভাবের একশেষ দেখাইতেছিল, তাহারা সহসা প্রশান্তভাব অবলম্বন করিল, এবং গম্ভীরভাবে ঔৎসুক্যসহকারে মহারাজের দিকে দৃষ্টিযোজনা করিয়া রহিল। মহারাজের নবকিশলয়-দলের ন্যায় সুগঠিত সুন্দর দেহ, দীপ্তিময় লোচনযুগল এবং অসামান্য দৃঢ়তার পরিচয়সূচক মুখমণ্ডল দর্শনে তাহাদের বলবতী জিঘাংসা ও বিলুণ্ঠন-প্রবৃত্তি তিরোহিত হইল। মহারাজ ধীরভাবে যথোচিত গাম্ভীর্যসহকারে, সুস্পষ্টস্বরে তাহাদিগকে কহিলেন,—'প্রাসাদে যে সকল ইউরোপীয় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা যত দিন জীবিত থাকিবে, ততদিন আমি তাহাদিগকে রক্ষা করিব। তাহারা লোকান্তরিত হইলেও তাহাদের দেহ কাহাকেও দেওয়া হইবে না। আমি নিজের জীবন দিব, তথাপি আশ্রিতদিগকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিব না। তোমরা ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিয়া, আমার আদেশের প্রতি উপেক্ষা দেখাইয়াছ। ধর্মের নামে কাহাকেও আক্রমণ করা কোনো শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। প্রকৃত ধর্ম একজনকে অপরের প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেয় না; এখন তোমরা ধর্মের নামে বিলুণ্ঠনে নিরস্ত হও, নচেৎ আমি রাজার কর্তব্যপালনের জন্য তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিব।' উত্তেজিত সিপাহিগণ আপনাদের সংকল্প পরিত্যাগ করিল না। তাহারা এইভাবে মহারাজের কথার উত্তর দিল,—'আপনি আপনার পূর্বতন মহারাজ যশোবন্ত রাও হোলকরের বীরত্বের কথা মনে করিয়া দেখুন, অধিক গর্ব ও কৃতঘ্নতা প্রযুক্ত ভারতবর্ষে ইংরেজদিগের সৌভাগ্য-তারকা অস্তমিত হইয়াছে। এখন আপনি হস্তধৃত বরশা কাঁধে লইয়া, আমাদিগকে দিল্লীর অভিমুখে পরিচালিত করুন। আপনি এ বিষয়ে বিমুখ হইয়া, স্বকীয় কাপুরুষত্বের পরিচয় দিবেন না।' কিন্তু মহারাজ হোলকর এই কথার যথোচিত উত্তর দিতে বিমুখ হইলেন না। তিনি পূর্বের ন্যায় প্রশান্তভাবে এবং গভীর ও উন্নতস্বরে কহিলেন যে, তিনি পূর্বপুরুষদিগের ন্যায় সাহসী ও ক্ষমতাশালী নহেন, অধিকন্তু তিনি মহিলা ও বালক-বালিকাদিগকে বধ করা ধর্মের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন না। যাহারা ইহা করে, তিনি তাহাদের উপযুক্ত সহচর নহেন। মহারাজের এই কথায় উত্তেজিত হিন্দু সিপাহিদিগের অনেকে বুঝিল যে, এই সকল নৃশংসজনক কর্ম হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা শিবাজী ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন যে, যুদ্ধের সময়ে গাভী, কৃষক এবং স্ত্রীলোকের অনিষ্ট করা কোনোক্রমে বিধেয় নহে।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:13 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

মহারাজ হোলকর অতঃপর প্রাসাদে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। উত্তেজিত সিপাহিগণ কিয়দংশে প্রশান্তভাব অবলম্বন করিল। জনসাধারণ নগর বিলুণ্ঠনে নিবৃত্ত হইল। সিপাহিরা সংগৃহীত কামান ও অর্থাদি লইয়া, দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করিল। মহারাজ ব্রিটিশ কোম্পানির যত টাকা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ের সহিত আশ্রিত ইউরোপীয়দিগকে বিশ্বস্ত অনুচরগণ দিয়া, মৌর দুর্গে কাপ্তেন হাঙ্গারফোর্ডের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার মণিমুক্তা ও কোম্পানির কাগজ প্রভৃতি নিরাপদে রাখার জন্য ঐস্থানে প্রেরিত হইল। যে দিন সিপাহিরা উত্তেজিত হইয়া রেসিডেন্সি আক্রমণ করে, সেই দিনেই মহারাজ, বলবন্ত রাও নামক একজন বিশ্বস্ত কর্মচারীর হাত দিয়া রেসিডেন্সিতে কর্নেল প্লাটের নিকটে একখানি পত্র পাঠাইয়া দেন। এই পত্রে তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সৈনিক-দল এখন তদীয় আদেশ অতিক্রম করিয়া চলিতেছে। ইহাদের উপর এখন তাঁহার কোনো কর্তৃত্ব নাই। ইহারা গবর্নমেণ্টের বিরোধী সৈনিকদিগের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে অসম্মত হইয়াছে। ঐ দিন তিনি বোম্বাইয়ের গবর্নর লর্ড এল্‌ফিন্‌স্টোনের নিকটেও একখানি পত্র প্রেরণ করেন। এই পত্রেও তিনি ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়া, আপনার বিশ্বস্ততা প্রতিপন্ন করেন, এবং সেনাপতি উড্‌বরনকে যত শীঘ্র সম্ভব, ঘটনাস্থলে পাঠাইয়া দিবার জন্য লিখেন। কর্নেল ডুরাণ্ডের নিকটেও তিনি এইভাবে পত্র পাঠাইতে বিমুখ হন নাই। এইরূপে তিনি সকল বিষয়েই ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের প্রতি সৌহৃদ্য ও বিশ্বস্তভাবের পরিচয় দেন।

ইহার মধ্যে মহারাজ এক বিষয়ে নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তিনি শুনিতে পাইলেন যে, কাপ্তেন হাচিন্‌সন্ মালবের অন্তর্গত আমজীরার অধিপতি কর্তৃক তদীয় দুর্গে অবরুদ্ধ হইয়াছেন। আমজীরা মহারাজ শিন্দের একটি করদ জনপদ। কাপ্তেন হাচিন্‌সন্ ইন্দোরের রেসিডেণ্টের অধীনে ভীলদিগের মধ্যে গবর্নমেণ্টের এজেণ্টের কর্মে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি স্যার রবার্ট হামিলটনের একটি দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। মহারাজ হোলকর হামিল্‌টনের পরিবারবর্গকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলিয়াই মনে করিতেন। সুতরাং তিনি কাপ্তেন হাচিন্‌সনের বিপদে স্থির থাকিতে পারিলেন না। কিন্তু কাপ্তেন এবং তাঁহার সহচরগণ বন্দীভাবে ছিলেন না। তাঁহারা ভুপাবর নামক স্থানে ভীল সৈনিকদিগের সহিত অবস্থিতি করিতেছিলেন। ভুপাবর আমজীরার একটি নগর। এই স্থানের রাজপুত রাজার এক হাজার পদাতিক ছিল। ইনি মালবের ভীল সৈন্যের ব্যয় নির্বাহার্থে প্রতিবর্ষে নির্দিষ্ট টাকা দিতেন। ২রা জুলাই ভুপাবরে এই সংবাদ পৌঁছে যে, মহারাজ হোলকরের সৈন্য ইন্দোরের রেসিডেন্সি আক্রমণ করিয়াছে এবং মহারাজ স্বয়ং আক্রমণকারী সৈনিকদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন। এই সংবাদে মালবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদের অধিপতিগণ সাতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠেন। কাপ্তেন হাচিন্‌সন্ ভুপাবরে ছিলেন ; তিনি শুনিতে পাইলেন যে, আমজীরার সৈনিকগণ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। ভুপাবরে দুইশত ভীল সৈন্য ছিল। হাচিন্‌সন্ এই সৈনিক-দল লইয়া, আপনাদের অধ্যুষিত স্থান রক্ষায় কৃতসঙ্কল্প হন। ২রা জুলাই নিশীথকালে তাঁহাদের নিকটে আমজীরার নিকটবর্তী ধার নামক এক ক্ষুদ্র

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:13 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

জনপদ হইতে এই সংবাদ উপস্থিত হয় যে, কতকগুলি মুসলমান সৈনিক উত্তেজিত হইয়া, ভূপাবরের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। এই সময়ে কেবল ত্রিশ জন ভীল সৈনিক মাত্র হাচিন্‌সনের নিকটে ছিল। অবশিষ্ট ভীলগণ সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল। এজন্য কাপ্তেন হাচিন্‌সন্‌ এবং তাঁহার একজন ইউরোপীয় সহচর রক্ষণীয় মহিলা ও বালক-বালিকাদিগকে লইয়া ছদ্মবেশে পলায়নের সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহারা বিশ্বস্ত ভৃত্যদিগকে বলিয়া দিলেন যে, কেহ জিজ্ঞাসা করিলেই যেন, তাহারা বরোদাগামী পারসীক বণিক বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেয়। কাপ্তেন হাচিন্‌সন্‌ প্রভৃতি এইরূপ বণিকের বেশে জবুয়া নামক স্থানের অভিমুখে প্রস্থান করেন।

জবুয়া ইন্দোর এবং আমজীরার মধ্যবর্তী একটি ক্ষুদ্র করদ রাজ্য। এই জনপদের অধিপতি যোধপুরের রাঠোর ভূপতিদিগের বংশসম্ভূত। জবুয়া রাজ্যে প্রধানতঃ অপেক্ষাকৃত সভ্যতাসম্পন্ন ভীলের অধিবাস। পলাতকগণ জবুয়ার সমীপবর্তী হইয়া, আপনাদের রক্ষার্থে কতিপয় সৈনিককে পাঠাইয়া দিবার জন্য তত্রত্য তরুণবয়স্ক ভূপতির নিকটে একজন সওয়ার প্রেরণ করেন। পলাতকেরা জবুয়াতে পদার্পণ করিতে-না-করিতেই শুনিতে পাইলেন যে, আমজীরার একদল সৈন্য তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছে। যাহা হউক, যথাসময়ে জবুয়া হইতে একশত ভীল সৈন্য উপস্থিত হওয়াতে তাঁহাদের আশঙ্কা দূর হইল। তাঁহারা নিরাপদে একটি গ্রামে উপনীত হইলেন। গ্রামাধ্যক্ষ আপনার আহারীয় দিয়া তাঁহাদিগকে পরিতোষিত করিলেন। তাঁহারা রাত্রিকালে একজন মদ্যব্যবসায়ীর বাড়িতে অবস্থিতি করিয়া পরদিন জবুয়ার অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। ৫ই জুলাই প্রাতঃকালে তাঁহারা অক্ষতশরীরে নির্দিষ্ট স্থলে উপনীত হইলেন।

জবুয়ার অধিপতি ষোড়শবর্ষীয় বালক। অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়াতে ইহাঁর পিতামহী রাজ্যশাসন করিতেন। ইনি আশ্রিত পলাতকদিগকে রক্ষা করিবার সুবন্দোবস্ত করিলেন। কতিপয় বিশ্বস্ত রাজপুত এই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইল। রাজসরকারে কতকগুলি আরব ছিল। ইহারা কাফেরের আগমনে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কিন্তু রক্ষক রাজপুতগণ ইহাদিগকে পলাতকদিগের আশ্রয় স্থানের নিকটে আসিতে দিল না। পলাতকগণ এইরূপে রাজপিতামহীর অসামান্য দয়ায় ও সৌজন্যে নিরাপদে রহিলেন। জবুয়ার অধিপতি পলাতকদিগকে বলপূর্বক আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন শুনিয়া, মহারাজ হোলকর তাঁহাদের উদ্ধারার্থে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। কিন্তু যখন প্রকৃত সংবাদ তাঁহার গোচর হইল, তখন তিনি প্রেরিত সৈনিকদিগকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ দিয়া পলাতকদিগকে আনিবার জন্য কতিপয় রক্ষক পাঠাইলেন। রক্ষকগণ ১০ই জুলাই জবুয়ায় উপস্থিত হইল। পলাতকগণ ১২ই জুলাই আপনাদের আশ্রয়দাত্রী সদাশয়া রাজপিতামহীর নিকটে বিদায় লইলেন। মহারাজ হোলকর লেফটেনেণ্ট হাচিন্‌সনকে ইন্দোরে আসিতে লিখিয়াছিলেন। হাচিন্‌সন্‌ এ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন যে, মহারাজ হোলকরের বন্ধুত্বের উপর তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। তিনি তদীয় সৈনিকদিগের হস্তে আপনার পরিবারবর্গের রক্ষার ভার দিতে সংকুচিত হন নাই। কিন্তু মৌতে যে সকল ইউরোপীয় ছিল, তাঁহারা উপস্থিত সময়ে এতদ্দেশীয় সৈনিক-দলের মধ্যে উত্তেজনার নিদর্শন দেখিয়া, লেফটেনেণ্ট হাচিন্‌সনকে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:13 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ইন্দোরে থাকিতে পরামর্শ দিলেন না। যাহা হউক, হাচিন্‌সন্‌ উপস্থিত বিপত্তিকালে মহারাজকে সুপরামর্শ দিবার জন্য রেসিডেন্সির কার্যভার গ্রহণ করিলেন। কাপ্তেন হাঙ্গারফোর্ড সর্বশেষ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত যে কার্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সাতিশয় দক্ষতার সহিত যাহা সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন, এইরূপে তাহা কাপ্তেন হাচিন্‌সনের উপর সমর্পিত হইল।

উপস্থিত সময়ে ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট কর্নেল ডুরাণ্ড যে-ভাবে মহারাজ হোলকরকে দেখিয়াছিলেন এবং মহারাজ স্বয়ং যে-ভাবে কার্য করিয়া, রেসিডেণ্টের নিকটে আপনার প্রতি আরোপিত কলঙ্কের ক্ষালন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। এক পক্ষ ডুরাণ্ডের অনুষ্ঠিত কার্যের সমর্থন করিয়াছেন; অপর পক্ষ সমুদয় বিষয়ের আলোচনা পূর্বক মহারাজকে সর্বাংশে নির্দোষ ও রেসিডেন্সি আক্রমণ-সংক্রান্ত-ব্যাপারে নির্লিপ্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এখন মহারাজ ও রেসিডেণ্ট, উভয়েই কালের পরাক্রমে সংসারক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইয়াছেন। উভয়েই এখন নিন্দা বা প্রশংসার অতীত হইয়া পড়িয়াছেন। উভয়ের কার্যই এখন বহু বৎসরের অতীত ঘটনার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এখন অপক্ষপাতে উভয়ের কার্যের আলোচনা করিলে উপলব্ধি হইবে যে, কর্নেল ডুরাণ্ড সবিশেষ বিচার-বিতর্ক না করিয়া, মহারাজকে মিথ্যাপবাদে দূষিত করিয়াছেন। মহারাজ স্পষ্ট নির্দেশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার দরবারের যে সকল সৈন্য রেসিডেন্সি আক্রমণ করিয়াছে, তাহারা স্বপ্রধান হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকদিগের উপর এখন তাঁহার কোনোরূপ কর্তৃত্ব নাই। তিনি কর্নেল ডুরাণ্ডকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি ধনাগারের অর্থ এবং আপনার রত্নাদি নিরাপদে রাখিবার জন্য মৌতে ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি উত্তেজিত সিপাহিদিগের পরাক্রম পর্যুদস্ত করিবার জন্য সেনাপতি উড্‌বরনকে যত শীঘ্র সম্ভব পাঠাইয়া দিতে বোম্বাই গবর্নর লর্ড এলফিন্‌স্টোনের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তিনি ইহা অপেক্ষাও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি উত্তেজিত সিপাহিদিগের সমক্ষে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, নির্ভয়ে কহিয়াছিলেন যে তাঁহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা যে, তিনি আত্মসমর্পণ করিবেন, তথাপি আশ্রিত ইউরোপীয়দিগকে উত্তেজিত সিপাহিদিগের হস্তে সমর্পণ করিবেন না। তাঁহার এই সকল কার্যে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের প্রতি তদীয় অপরিসীম অনুরাগের পরিচয় দিতেছে। তদীয় পদাতিক-দলের অধ্যক্ষ বংশগোপালকে তিনি কোনোরূপে উৎসাহ দেন নাই। সাদত খাঁকেও তিনি কোনো-রূপ প্রশ্রয় দিতে উদ্যত হন নাই। তাঁহার আদেশে সাদত খাঁ অবরুদ্ধভাবে ছিল। সে ১৮৭৪ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ধৃত হইলে বিচারের পর তাহার ফাঁসি হয়। বিচারকালে সাদত খাঁ স্বীকার করিয়াছিল যে, হোলকরের দরবারের কাহারও নিকট হইতে সে রেসিডেন্সি আক্রমণ করিবার আদেশ প্রাপ্ত হয় নাই। তাহার সহযোগিদিগের মধ্যে সকলেই মুসলমান ছিল। পদাতিকদিগের অধ্যক্ষ বংশগোপাল ইহার মধ্যে ছিলেন না।*

* *Jahn Dickinson, Last Counsels of an Unknown Counsellor, pp. 72, 162.*

Generated on 2019-02-07 14:13 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

পাছে তাঁহার উপস্থিতিতে উত্তেজিত সিপাহিগণ উৎসাহিত হইয়া উঠে, এই আশঙ্কায় মহারাজ হোলকার ১লা জুলাই আক্রমণের সংবাদ শুনিয়াই, ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন নাই। ইহার পর তিনি যখন দেখিলেন যে, দুইদিন অতীত হইল, ব্রিটিশ সৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থে উপস্থিত হইল না, এদিকে লোকে যখন অধিকতর অত্যাচারপরায়ণ হইয়া উঠিল, তখন তিনি স্থির থাকিতে না পারিয়া, সিপাহিদিগকে শান্তভাবে রাখিবার জন্য তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি বিপন্ন ইউরোপীয়দিগের উপকার সাধনে কখনো বিমুখ হন নাই। ইহাতে তাঁহার ধীরতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ফলতঃ যাঁহারা ধীরভাবে ও সূক্ষ্মরূপে উপস্থিত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা মহারাজ হোলকরের কোনো দোষ দেখিতে পান নাই! বোম্বাইয়ের গবর্নর মহারাজকে নির্দোষ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কাপ্তেন হাঙ্গারফোর্ড মহারাজের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছেন। ঐতিহাসিকগণ আহ্লাদ ও প্রীতির সহিত মহারাজের বিশ্বস্তভাবের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।*

আর কর্নেল ডুরাণ্ড? ডুরাণ্ড অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া, সহসা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া, রেসিডেন্সি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার পক্ষে হেতুবাদ এই যে, আক্রমণকারী সৈনিকগণ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল; তাঁহার বাসগৃহ আত্মরক্ষার উপযোগী ছিল না; মৌতে গবর্নমেণ্টের যে সৈন্য ছিল, তাহারা আক্রমণকারিদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সম্মত ছিল না; যাহারা এই সময়ে বিশ্বস্তভাবে ছিল, তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল; মহারাজ হোলকর ইচ্ছা করিয়াই হউক বা ক্ষমতা না থাকাতেই হউক, আক্রমণকারী সৈনিকদিগকে শাসনে রাখিতে সমর্থ ছিলেন না। এই সকল কারণে ডুরাণ্ড পলায়ন করেন। কিন্তু পূর্বোক্ত ঘটনায় প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মৌতে সাহসী ও সাহায্যকারী সৈনিকের অভাব ছিল না। কাপ্তেন হাঙ্গারফোর্ড আপনার কামান ও গোলন্দাজ সৈন্যের সহিত সুসজ্জিত ছিলেন। তিনি কাহারও দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, একাকী যেরূপে শৃঙ্খলা রক্ষা করেন, তাহাতে তাঁহার সাহস ও ক্ষিপ্রকারিতার যথোচিত প্রশংসা করিতে হয়। কর্নেল ডুরাণ্ড স্বয়ং সৈনিক-পুরুষ; তিনি যুদ্ধকার্যে অভ্যস্ত, যুদ্ধস্থলে কর্মপটুতার পরিচয় দিতে কৃতহস্ত। কাপ্তেন হাঙ্গারফোর্ডের সহিত সম্মিলিত হইলে, তিনি তাড়াতাড়ি রেসিডেন্সি পরিত্যাগপূর্বক মহারাজ হোলকরের উপর অযথারূপে কলঙ্কের আরোপ করিয়াছেন, ইহাতে তিনি যে সহৃদয়গণের নিকটে নিজেই কলঙ্কিত হইয়াছেন, তাহা তাঁহার উদ্বোধ হয় নাই। বোম্বাই গবর্নমেণ্ট তাঁহার আকস্মিক পলায়ন-সম্বন্ধে নির্দেশ করিয়াছেন যে, এই প্রসঙ্গে দুইটি বিষয় বিচার্য হইয়া উঠে,—হয়, মহারাজ বিশ্বাসঘাতক, না-হয় ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট বিনা কারণে ইন্দোর হইতে পলায়নে তৎপর। গবর্নমেণ্ট এতৎসম্বন্ধে সমুদয় বিষয়ের আলোচনা করিয়া, শেষোক্ত সিদ্ধান্ত অর্থাৎ গবর্নর জেনেরলের এজেণ্ট বিনা কারণে ইন্দোর হইতে পলাইয়াছিলেন, এই বিষয় স্থির

---

* *Kaye, Sepoy War, Vol. III, pp. 337, 345 46,*

Generated on 2019-02-07 14:13 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

করিয়াছিলেন।* কর্নেল ডুরাণ্ড কেবল মহারাজ হোলকরের উপর কলঙ্ক আরোপ করিয়াই নিরস্ত হন নাই। এই প্রসঙ্গে ধার নামক একটি ক্ষুদ্র রাজ্য অধিকার করিবারও প্রস্তাব করিয়াছিলেন। যেহেতু ধারের রাজা যখন অপ্রাপ্তবয়স্ক, তখন তাঁহার বেতনভোগী সৈনিকগণ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধ-পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল ; কিন্তু কোম্পানির ডিরেক্টরগণ বিরোধী হওয়াতে প্রস্তাব কার্যে পরিণত হয় নাই। ডিরেক্টরগণ ভারত গবর্নমেণ্টের নিকটে এ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—'আমরা এ বিষয়ে শাস্তিবিধান করিতে পারি না। যখন সমগ্র জগতে বিদিত হইয়াছে যে, গোয়ালিয়র ও ইন্দোরের ন্যায় পরাক্রান্ত রাজ্য, অধিক কি, ব্রিটিশ গবর্নমেন্টও আপনাদের সৈন্য-শাসনে সমর্থ হন নাই, তখন ধার অথবা অন্য কোনো ক্ষুদ্র, দুর্বল রাজ্য আপনার সৈনিকদিগকে শাসনে রাখিতে পারে নাই বলিয়া, আমরা কোনোরূপ শাস্তিবিধান করিতে পারি না। আপনার ঘরে আপনি আগুন দিবার পর, যখন অনলশিখা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে এবং যখন উহা পার্শ্ববর্তী প্রতিবাসিদিগের গৃহে পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, তখন ঐ সকল প্রতিবাসীকে অপরাধী স্থির করা যেরূপ ন্যায়সঙ্গত কর্নেল ডুরাণ্ডের উপস্থিত কার্যও সেইরূপ ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে।' ফলতঃ কর্নেল ডুরাণ্ডের অবৈধ কার্যের অনুমোদন-প্রযুক্ত যে, মহারাজ হোলকরের বৈধ কার্যের অবমাননা এবং তজ্জন্য তাঁহার স্বার্থহানি হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।**

ডুরাণ্ড মহারাজকে যে জালে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, মহারাজ দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাহা বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন নাই। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাঁহার সম্মান রক্ষার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু ভারত গবর্নমেণ্টের পররাষ্ট্র-বিভাগের কর্মচারী এই কার্যে বাধা দিতে বিমুখ হন নাই। বোর্ড অব্ কন্ট্রোলের সভাপতি লর্ড স্টান্‌লি (পরে লর্ড ডার্বি) ১৮৫৮ অব্দের ৮ই জুলাই গবর্নর জেনেরলের নিকট এইভাবে লিখিয়াছিলেন,—'যে সকল ভূপতি ও সর্দার প্রভৃতি ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের প্রতি বিশ্বস্তভাব দেখাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে, ভূসম্পত্তি দান করিয়াই হউক, বা অন্য কোনোরূপেই হউক, সম্মানিত করিবার জন্য যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহা ঐ সকল বিশ্বস্ত ভূপতিদিগের নামের তালিকার সহিত অবিলম্বে আমাদিগকে জানাইবেন। আমাদের বিশ্বাস যে, আপনি এই তালিকায় সর্বাগ্রে মহারাজ শিন্দে, হোলকর এবং নেপাল-রাজের নাম স্থাপন করিবেন। কিন্তু গবর্নর জেনেরল লর্ড কানিং মহারাজ হোলকরকে পুরস্কৃত করিতে সম্মত হন নাই। তিনি ইন্দোরের ঘটনার উল্লেখপূর্বক বোর্ডের সভাপতির নিকটে মহারাজকে পুরস্কার দানের অযোগ্য বলিয়া নির্দেশ করেন। ১৯৬৪ অব্দের ৪ঠা জুলাই ভারতবর্ষের স্টেট সেক্রেটারী স্যার চার্লস্ উড্ (পরে লর্ড হালিফাক্স্) মহারাজ হোলকর কি জন্য অন্যান্য ভূপতিদিগের সমক্ষে সম্মানের অযোগ্য হইলেন, তাহা তদানীন্তন গবর্নর জেনেরল স্যার্ জন্ লরেন্সের (পরে লর্ড্ লরেন্স) নিকটে জানিতে চাহেন। এই

* *Kaye, Sepoy War, Vol. III, p. 346.*

** *Kaye, Sepoy War, Vol. III, p. 346.*

Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:13 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

সময়ে কর্নেল ডুরাণ্ড পররাষ্ট্র-বিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি কারণ নির্দেশস্থলে সেই পুরাতন কথার পুনরুল্লেখ করেন। লর্ড মেয়ো গবর্নর জেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, মহারাজের এইরূপ অসম্মানের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু এ সময়েও পররাষ্ট্র-বিভাগের প্রভু পর্বতের ন্যায় অটল ছিলেন। ঐ বিভাগের তদানীন্তন সেক্রেটারী এচিসন্ সাহেব (পরে স্যার্ চার্লস এচিসন্) আবার সেই ১৮৫৭ অব্দের ১লা জুলাইয়ের ঘটনার উল্লেখ পূর্বক নির্দেশ করেন যে, মহারাজ ৫ই জুলাই পর্যন্ত এ বিষয়ে সর্বতোভাবে ঔদাস্যের পরিচয় দিয়াছিলেন।* এইরূপে এক স্টেট সেক্রেটারীর পর অন্য এক স্টেট সেক্রেটারী, এক গবর্নর জেনেরলের পর অন্য এক গবর্নর জেনেরল মহারাজ হোলকরের বিষয় অনুসন্ধান করেন। কর্নেল ডুরাণ্ডের নির্দিষ্ট এক পুরাতন ও যুক্তি-বহির্ভূত কথাতে সকলকে নিরস্ত হইতে হয়। কিন্তু ইতিহাস এই আরোপিত কলঙ্কের প্রক্ষালনে উদাসীন থাকে নাই। কে, মালিসন্ প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ মহারাজ হোলকরের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। মহারাজও গবর্নমেন্টের নিকট হইতে 'ভারতনক্ষত্র' উপাধি প্রাপ্ত হন। এদিকে কর্নেল ডুরাণ্ডও উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে নিয়োজিত হইতে থাকেন। তিনি পররাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী, গবর্নর জেনেরলের কৌন্সিলের সদস্য এবং শেষে পঞ্জাবের লেফ্টেনেন্ট গবর্নর হন। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, তিনি দীর্ঘকাল আপনার প্রাধান্য ও উচ্চ আশার ফল ভোগ করিতে পারেন নাই। নিয়তি এ বিষয়ের বিরোধী হইয়া উঠে। রাজকীয় সম্মান ও উচ্চপদের মধ্যে স্যার্ হেন্রি ডুরাণ্ড দেহত্যাগ করেন।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেফ্টেনেন্ট গবর্নর কল্‌বিন্ সাহেব মধ্য প্রদেশের মহারাষ্ট্র ভূপতিদিগের শাসিত জনপদ সম্বন্ধে যেরূপ চিন্তিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ আর-একটি বিস্তৃত জনপদও তাঁহার চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়াছিল। রাজপুতনা প্রদেশের রাজপুত ভূপতিগণ আপনাদের অধিকৃত ভূখণ্ডে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিতেছিলেন। ইহাঁদের পরস্পরের মধ্যে তাদৃশ ঐক্য বা সমবেদনা ছিল না। সুতরাং উপস্থিত সময়ে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন জনপদগুলি একসূত্রে গ্রথিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। রাজপুত ভূপতিগণ সুখে ও শান্তিতে কালযাপন করিতেছিলেন। ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের উপর তাঁহাদের কোনো বিষয়ে বিরক্তি জন্মে নাই। তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণ মুসলমান, মারাঠা ও পিণ্ডারীদিগের হস্তে কিরূপ নিগৃহীত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা বিস্মৃত হন নাই। ইংরেজের অধিকারে এই উপদ্রব নিরাকৃত হইয়াছিল। সিপাহী বিপ্লবের পূর্বে একবার জনরব উঠিয়াছিল যে, গবর্নমেন্ট রাজপুত-রাজ্য আপনাদের অধিকারভুক্ত করিবেন। এই জনরব যে, সর্বাংশে অলীক, তাহা বিলাতের ডিরেক্টর সভা স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করেন। কিন্তু অন্য একটি বিষয়ে রাজপুতনার অধিবাসিদিগের হৃদয় নিরতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। সিপাহী যুদ্ধের প্রারম্ভে অন্যান্য স্থলে যেরূপ হইয়াছিল, সেইরূপ রাজপুতনাতেও লোকের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, গবর্নমেন্টে তাহাদের ধর্মনাশ ও জাতিনাশে কৃতসংকল্প হইয়াছে। কেহ কেহ দিল্লীর বাদশাহের আধিপত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে নানা কথা বলিতেছিল।

* *Evans Bell, A letter to H. M. Durand, Notice, pp. VI-VII,*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:13 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

এইরূপ বিশ্বাস, এইরূপ ধারণা লোকের অজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহা হইতে সহসা যে, কোনোরূপ অনিষ্ট ঘটিবে, তাহা বোধ হয় নাই। কিন্তু আগ্রার কর্তৃপক্ষ বীরত্ব-প্রসিদ্ধ রাজপুতদিগের বিষয় ভাবিতেছিলেন। আশঙ্কিত বিপদের ভয়ংকর দৃশ্য ও অমূলক গভীর দুশ্চিন্তা তাঁহাদের হৃদয় হইতে অপসারিত হয় নাই।

রাজপুতনা, মিবার, জয়পুর মাড়বার প্রভৃতি আঠারটি রাজ্যে বিভক্ত। ইহার মধ্যে সতেরটি রাজ্যে রাজপুত হিন্দু নৃপতিগণ শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিয়া থাকেন। অষ্টাদশ রাজ্যটি মুসলমান নৃপতির শাসনাধীন। বিখ্যাত পিণ্ডারী সর্দার আমীর খাঁর বংশধরেরা এই রাজ্যে আধিপত্য করিয়া থাকেন। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের অনুগ্রহে রাজপুতনার অন্তর্বর্তী উক্ত অষ্টাদশ রাজ্য—টঙ্কের কর্তৃত্ব পাইয়া ইহাঁরা টঙ্কের নবাব বলিয়া পরিচিত হইতেছেন। যাহা হউক, এই আঠারটি রাজ্যের মধ্যে ছয়টি রাজ্যের শাসনকার্য ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের নিয়োজিত এজেণ্ট কর্তৃক পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। রাজপুতনার অনেক স্থান বৃক্ষ-লতা-পরিশূন্য মরুভূমিতে সমাবৃত। কোনো কোনো স্থান উন্নত পর্বত-মালায় ও হরিদ্বর্ণ বৃক্ষরাজিতে সুশোভিত, দূর হইতে দেখিলে উহা সুচিত্রিত আলেখ্যের ন্যায় রমণীয়ভাবে দর্শকের হৃদয় উৎফুল্ল করিতে থাকে। এই সকল উন্নত শৈলশিখরে রাজপুতদিগের অসামান্য গৌরবের সাক্ষী, অপূর্ব মহত্ত্বের পরিচয়-স্থল, অনন্যসাধারণ বীরত্বের বিস্ফুরণ-ক্ষেত্র দুর্গ সকল নির্মিত। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, রাজপুত ভূপতিগণ ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের প্রতি কোনো বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু রাজপুতনার ঠাকুরগণ গবর্নমেণ্টের আধিপত্যে সন্তুষ্ট ছিলেন না। যেহেতু ইহাতে তাঁহাদের অভীষ্টসিদ্ধির পথ অবরুদ্ধ হইয়াছিল। গবর্নমেণ্ট মধ্যবর্তী থাকাতে তাঁহারা সম্পত্তি সংগ্রহের জন্য রাজপুত রাজাদিগের সহিত বিবাদ করিতে অসমর্থ ছিলেন।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, রাজ্যগুলিতে গবর্নমেণ্টের এজেণ্ট থাকিতেন। সকলের উপর কর্তৃত্ব করিবার জন্য গবর্নর জেনেরলের একজন রেসিডেণ্ট অবস্থিতি করিতেন। উপস্থিত সময়ে স্যার্ হেনরি লরেন্সের অন্যতম ভ্রাতা কর্নেল জর্জ লরেন্স্ রাজপুতনার এজেণ্টের পদে নিয়োজিত ছিলেন। স্যার্ হেনরি লরেন্সের ন্যায় জর্জ লরেন্স্ও সাহসী, নির্ভীক ও কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন। যখন মীরাটের গোলযোগের সংবাদ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হয়, তখন তিনি আবু পর্বতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই সংবাদ পাইয়াই, তিনি আপনার গুরুতর দায়িত্ব বুঝিতে পারিলেন। একলক্ষ ত্রিশ হাজার বর্গ মাইলেরও অধিক পরিমাণের বিস্তৃত ভূখণ্ড এখন তাঁহার রক্ষণীয় হইল। তিনি এই সুবিস্তৃত জনপদের শান্তিবিধানে অমনোযোগী হইলেন না। মীরাটের সংবাদ প্রাপ্তির চারি দিবস পরে তৎকর্তৃক ঘোষণা-পত্র প্রচারিত হইল। তিনি এই ঘোষণা-পত্রে সমগ্র ভূপতিকে আপনাদের সৈন্য সজ্জিত করিয়া রাখিতে, এবং সাধারণের মধ্যে শান্তি রক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। এদিকে তাঁহার সহযোগীরাও আগ্রহসহকারে তদীয় পক্ষ-সমর্থনে উদ্যত হইলেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্নর কল্‌বিন সাহেব, কর্নেল লরেন্সকে যাবতীয় ইউরোপীয় সৈন্য ও অফিসর এবং কোম্পানির টাকা লইয়া আগ্রা রক্ষার জন্য আসিতে অনুরোধ করিলেন। কর্নেল লরেন্স এই অনুরোধে বিস্মিত

Digitized by Google　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:13 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ও চমকিত হইয়া উঠিলেন। রক্ষণীয় স্থান পরিত্যাগ করিলে রাজপুতনায় সাতিশয় বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। রাজপুতনার কেন্দ্রস্থলে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের অধিকৃত আজমীর অবস্থিত। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের মধ্যে যেরূপ দিল্লী, রাজপুতনার মধ্যেও সেইরূপ আজমীর। এই স্থানে বিবিধ যুদ্ধোপকরণে পরিপূর্ণ অস্ত্রাগার ছিল। এই স্থানের ধনাগারে বহু অর্থ রক্ষিত হইতেছিল। হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে এই স্থান পুণ্য-তীর্থ বলিয়া পরিগণিত ছিল। রাজপুতনার মহাজন ও কুঠীওয়ালাদিগের সঞ্চিত অর্থ এই স্থানে রাশীকৃত রহিয়াছিল। কর্নেল লরেন্স্ বুঝিয়াছিলেন যে, যদি এই লোভ-জনক স্থান উত্তেজিত সিপাহিদিগের হস্তগত হয়, তাহা হইলে সমগ্র রাজপুতনায় করাল বিপ্লব-বহ্নির বিকাশ হইবে। সুতরাং তিনি আপনার ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় দৃঢ়তা সহকারে স্বকীয় দায়িত্ব বুঝিয়া কর্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হইলেন। এদিকে কল্‌বিন্ সাহেবও আপনার অনুরোধের অযৌক্তিকতা বুঝিয়া, কর্নেল লরেন্সকে আর কোনো কথা বলিলেন না। বরং তিনি কর্নেল লরেন্সের হস্তে অধিকতর ক্ষমতা সমর্পণ করিবার জন্য তাঁহাকে ব্রিগেডিয়ার জেনেরলের পদ দিয়া, রাজপুতনার সমগ্র সৈনিক-দলের অধ্যক্ষ করিলেন। এদিকে ব্রিগেডিয়ার লরেন্স্ সর্বাগ্রে আজমীর রক্ষায় কৃতসংকল্প হইলেন। আজমীরে একদল সিপাহী এবং একদল মাহীর নামক নিম্নশ্রেণীর সৈনিক ছিল। মাহীরগণ পূর্বে তাদৃশ সভ্যতা-সম্পন্ন ছিল না। আজমীরের কমিশনর লেফ্‌টেনেণ্ট কর্নেল ডিক্‌সনের যত্নে ইহাদের অবস্থা উন্নত হয়। মাহীরগণ গবর্নমেণ্টের সৈনিক-শ্রেণীতে প্রবেশ করে। দেওয়ার নামক স্থানে ইহাদের প্রধান আড্ডা ছিল। কর্নেল ডিক্‌সন উপস্থিত সময়ে দেওয়ারে মৃত্যুশয্যায় শয়ান ছিলেন। নিয়তির পরাক্রমে তাঁহার দেহত্যাগ হইল। কিন্তু তৎপ্রদত্ত শিক্ষায় উন্নত মাহীরদিগের কর্তব্যকর্ম অসম্পন্ন রহিল না। সিপাহিদিগের উপর মাহীরদিগের তাদৃশ সমবেদনা ছিল না। এইজন্য ব্রিগেডিয়ার লরেন্স্ কোনোরূপ অনিষ্ট সংঘটনের পূর্বেই সিপাহিদিগকে আজমীর হইতে সরাইয়া তৎস্থলে মাহীর সৈন্য রাখিতে ইচ্ছা করিলেন। তদীয় সংকল্প কার্যে পরিণত হইল। তাঁহার আদেশে লেফ্‌টেনেণ্ট কার্নেল নামক একজন সৈনিক-পুরুষ মাহীর-সৈনিক-দল লইয়া দেওয়ার হইতে আজমীরে উপস্থিত হইলেন। আজমীর রক্ষা পাইল। সেই সঙ্গে সমগ্র রাজপুতনাও উপস্থিত ভীষণ বিপ্লবের সম্মুখে রক্ষিত হইল।

রাজপুত ভূপতিদিগের মধ্যে উদয়পুরের মহারানাগণ সর্বপ্রধান। ইহাঁরা অসামান্য বংশগৌরবে যেরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ, সেইরূপ অপরিসীম বীরত্ব-কীর্তি ও অতুল্য স্বার্থত্যাগে সকলের বরণীয়। যখন অন্যান্য রাজপুত ভূপতি মোগলের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন পূর্বক আপনাদিগকে কৃতকর্মা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তখন উদয়পুরের মহারানা তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করেন নাই। তিনি মোগলের সহিত এইরূপ সম্বন্ধ-স্থাপনে ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাঁহারা এইরূপ সম্বন্ধ আপনাদের গৌরবজনক মনে করিয়া, আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত সমুদয় সামাজিক সংস্রব উঠাইয়া দিয়া-ছিলেন। এই আভিজাত্য-গৌরব এবং জাতীয়ভাবের সম্মান রক্ষার জন্য তিনি কোনোরূপ কষ্টকে কষ্ট বলিয়া মনে করেন নাই। ভীষণ সংগ্রামে তাঁহার সহস্র সহস্র সৈন্য দেহত্যাগ

Generated on 2019-02-07 14:13 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

করিয়াছে, তিনি স্বয়ং পর্বতে পর্বতে, অরণ্যে অরণ্যে বেড়াইয়া, কষ্টের একশেষ ভোগ করিয়াছেন, তথাপি আভিজাত্য-গৌরবে ও জাতীয়ভাবে বিসর্জন দেন নাই। এইরূপ স্বার্থত্যাগ সমগ্র রাজস্থানের অনন্ত গৌরবের পরিচয় দিতেছে। রাজপুত এক মুহূর্তের জন্য এই গৌরবের কথা বিস্মৃত হয় নাই এবং এক মুহূর্তের জন্য দেবতুল্য প্রতাপসিংহের মহত্ত্ব-ঘোষণায় বিরত থাকে নাই।

উপস্থিত সময়ে এইরূপ সর্বপ্রধান ও সর্বমান্য রাজপুত ভূপতির প্রতি ইংরেজ কর্তৃপক্ষের তীক্ষ্ন দৃষ্টি ছিল। কাপ্তেন সাওয়ার্স এই রাজদরবারে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের পক্ষে এজেণ্ট ছিলেন। ১৮৫৫ অব্দে মিবারের কতিপয় সর্দারের কার্যে স্যার্ হেন্‌রি এবং তৎসহোদর কর্নেল লরেন্সের অসন্তোষ জন্মে। ইহাঁরা উভয়েই এই সকল অবাধ্য সর্দারের দমনের জন্য ইংরেজ সৈন্য পাঠাইবার প্রস্তাব করেন। মিবারের মহারানার প্রাধান্য-রক্ষার জন্যই ইহাঁদিগকে ঐরূপ কার্য করিতে হইয়াছিল। ১৮৫৭ অব্দে যখন চারিদিকে ভয়ঙ্কর বিপ্লব ঘটে, তখন মিবারের মহারানার সহিত ব্রিগেডিয়ার লরেন্সের সদ্ভাব বা সম্প্রীতির কোনোরূপ ব্যত্যয় হয় নাই।* যাহা হউক, এই সময়ে মহারানা একটি সুদৃশ্য হ্রদের তীরে, তাঁহার গ্রীষ্মাবাসের জন্য মর্মর-প্রস্তর-নির্মিত রমণীয় প্রাসাদে কাপ্তেন সাওয়ার্সের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি এই সংকটকালে আপনার বিশ্বস্ত সৈনিক-পুরুষ দিয়া গবর্নমেণ্টের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। দরবারের প্রধান কর্মচারী-দিগকে এই উদ্দেশ্যে কাপ্তেন সাওয়ার্সের নিকটে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করেন এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অধীন সর্দারদিগের মধ্যে আদেশপত্র পাঠাইয়া দেন। এইরূপে তিনি সকল বিষয়েই গবর্নমেণ্টের পক্ষ সমর্থনে প্রস্তুত হন।

ইহার মধ্যে কাপ্তেন সাওয়ার্সের নিকটে সংবাদ পৌঁছে যে, নীমচের এবং নসীরাবাদের সিপাহিগণ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে। চল্লিশটি পলাতক ইউরোপীয় কুলমহিলা, বালক-বালিকা প্রভৃতি নিরতিশয় শোচনীয় অবস্থায় পঞ্চাশ মাইল দূরে অবস্থিতি করিতেছে। সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র কাপ্তেন সাওয়ার্স দুইজন সহযোগীর সহিত মিবারের কতিপয় সওয়ার লইয়া ঐ শোচনীয় দশাগ্রস্ত জীবদিগের উদ্ধারের

---

* কে সাহেব লিখিয়াছেন যে, মিবারের দরবারের সহিত জর্জ্ লরেন্সের বিবাদ ঘটিয়া-ছিল। লরেন্স মিবারে ইংরেজ সৈন্য স্থাপিত, মহারাণাকে গদীচ্যুত এবং তাঁহার কতিপয় প্রধান সর্দারকে নির্বাসিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন।—*Kaye, Sepoy War, Vol. III, p. 355* ; কিন্তু জর্জ লরেন্স্ ইহা পড়িয়া কে সাহেবের নিকটে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তিনি কখনো মহারানাকে পদচ্যুত করিবার প্রস্তাব করেন নাই। মহারানার সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল। তিনি এবং তদীয় ভ্রাতা স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স কেবল মিবারের কতিপয় সর্দারের ক্ষমতারোধের জন্য ব্রিটিশ সৈন্য রাখিবার এবং আবশ্যক হইলে একজন প্রধান সর্দারকে পদচ্যুত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। মহারানার প্রাধান্য রক্ষার জন্যই এইরূপ করিতে হইয়াছিল।—*Kaye, Sepoy War, Vol. III, Appendix p. 683.*

Digitized by Google　　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:13 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494 / Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

জন্য যাত্রা করেন। মহারানা এ বিষয়ে যথোচিত সহায্য করিতে বিমুখ হন নাই। তিনি বেদলা নামক জনপদের সর্দারকে পলাতকদিগকে আনিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। সাওয়ার্স্ তাহাদিগকে এই সর্দারের তত্ত্বাবধানে রাখিতে বিমুখ হন নাই। সাহসী রাজপুতবীর নিরাপদে একটি রমণীয় দ্বীপের মধ্যবর্তী সুরম্য প্রাসাদে পলাতকদিগকে আনয়ন করেন।

এদিকে জয়পুররাজও গবর্নমেণ্টের সাহায্য করিতে প্রস্তুত হন। তাঁহার সৈনিক-দল আগ্রার সীমান্তভাগ রক্ষায় নিয়োজিত হয়। মাড়বারের অধিপতিও এ সময়ে আপনার বিশ্বস্তা-প্রদর্শনে বিমুখ হন নাই। সাহসে ও বীরত্বে মাড়বার চিরপ্রসিদ্ধ। মরুস্থলীর বীরপুরুষগণের বীরত্বে এক সময়ে দিল্লীর ভূপতিগণও বিস্মিত হইয়াছিলেন। এই স্থানের একজন সেনানায়কের অপূর্ব বিশ্বস্ততা-সহকৃত অসামান্য-বীরত্বের-পরিচয় পাইয়া মাড়বারের অনুর্বরতার নির্দেশ পূর্বক তেজস্বী শের শাহ এক সময়ে কহিয়াছিলেন—'আমি একমুষ্টি ভুট্টার জন্য এখনি ভারত সাম্রাজ্য হারাইতেছিলাম।' কিন্তু উপস্থিত সময়ে অন্তর্বিদ্রোহে যোধপুররাজ হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন। কতিপয় প্রধান ঠাকুর তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিলেন। তথাপি তিনি গবর্নমেণ্টকে অশ্বারোহী ও পদাতিকে দুই হাজার সৈন্য এবং ছয়টি কামান দিয়া বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেন। এইরূপে জুন মাসের মধ্যে রাজপুতনার সমুদয় কার্য সুশৃংখল হয়। কর্নেল জর্জ লরেন্স্ এ সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন,—'এইরূপে জুন মাসে—বিপ্লবের সংবাদ-প্রাপ্তির পনেরো দিনের মধ্যে ভরতপুর, জয়পুর, যোধপুর, এবং উলবারের সৈন্য আমাদের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে একত্র কার্য করিবার জন্য প্রস্তুত থাকে।'* রাজপুতনায় আপাততঃ কোনো গোলযোগ না ঘটিলেও, এবং রাজপুত ভূপতিগণ দিল্লীর বৃদ্ধ মোগলের সহিত কোনোরূপ সংস্রব না রাখিলেও, কল্‌বিন্ সাহেব একবারে নিশ্চিন্ত হন নাই। সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস-লেখক কে সাহেব এই প্রসঙ্গে নির্দেশ করিয়াছেন যে, যাঁহারা এক সময়ে মোগলের সহিত

* এস্থলে জর্জ্ লরেন্স্ মিবারের মহারানা এবং তাঁহার দরবারের এজেণ্ট কাপ্তেন সাওয়ার্সের নাম উল্লেখ করেন নাই বলিয়া, কে সাহেব প্রতিবাদ করিয়াছেন। জর্জ্ লরেন্স ইহার উত্তরে নির্দেশ করিয়াছেন যে, তিনি উক্তস্থলে মিবারের মহারানার নাম নির্দেশ করেন নাই বটে, কিন্তু স্বকীয় বিজ্ঞাপনীর স্থানান্তরে মহারানার বিশ্বস্ততা এবং নীমচের ইউরোপীয় পলাতকদিগের প্রতি তাঁহার সৌজন্য প্রকাশের কথার উল্লেখ করিয়াছেন, এবং এই জন্য যে, ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন, তাহাও নির্দেশ করিয়াছেন। কাপ্তেন সাওয়াসের সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে কাপ্তেন তাঁহার আদেশ পালন করেন নাই বলিয়া, গবর্নর জেনেরল কর্তৃক ভৎসিত হইয়াছিলেন।—*Kaye, Sepoy War, Vol. III, Appendix pp. 683, 684.* যাহা হউক, জর্জ্ লরেন্স্ অন্যান্য রাজপুত ভূপতিদিগের নামের সহিত মিবারের মহারানার নাম নির্দেশ করিলে বোধহয়, সমীচীন হইত।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:13 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন, মোগলের কার্যসাধনে উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন, মোগলের নাম মুদ্রায় অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিষয় উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সূক্ষ্মদর্শী লেফটেনেন্ট গবর্নরের স্মৃতিপটে জাগরূক ছিল। উপস্থিত সময়ে এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনা হইতে কিরূপ ফলের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা পরে বিবৃত হইতেছে।

Generated on 2019-02-07 14:13 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

চতুর্থ অধ্যায়

আগ্রা

আগ্রা—মীরাটের সিপাহী—কলবিন সাহেবের অসুস্থতা—শাসনকার্যের বন্দোবস্ত—কোটার সিপাহী—আগ্রার নিকটে যুদ্ধ—ইংরেজ-সৈন্যের প্রত্যাবর্তন—সৈনিক-নিবাসের ধ্বংস—আগ্রা দুর্গবাসীদিগের অবস্থা—কলবিন্ সাহেবের দেহত্যাগ

আগ্রার সিপাহিগণ নিরস্ত্রীকৃত হইয়াছিল। তাহারা টাকার থলিয়া কোমরে বাঁধিয়া, নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি কাঁধে লইয়া, প্রশান্তভাবে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিল। কেহ কেহ বাড়িতে না গিয়া, দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল এবং তত্রত্য সিপাহিদিগের সহিত মিশিয়া বাদশাহের প্রাধান্য রক্ষার জন্য অভিনব অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়াছিল। এই সকল নিরস্ত্রীকৃত সিপাহীর মধ্যে কেহই আগ্রায় প্রত্যাবৃত হয় নাই। কলবিন্ সাহেব ইহাদের বিষয় ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হন নাই। কিন্তু ইহাতেও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের রাজধানী শান্তিপূর্ণ হয় নাই, বিপদের চিহ্ন সর্বাংশে দূরীভূত হইয়া যায় নাই, ইউরোপীয়-দিগেরও অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়া উঠে নাই। আগ্রা যমুনার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত জুন মাসের মধ্যে এই তীরস্থিত প্রায় সমগ্র জনপদ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রাধান্য হইতে স্খলিত হইয়াছিল। বামতীরস্থিত জনপদের অবস্থাও তাদৃশ আশাজনক ছিল না। জুন মাসের শেষে অনেকে আগ্রা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। ঝটিকার প্রাক্কালে প্রকৃতি যেমন প্রশান্তভাবে থাকে, আগ্রাও সেইরূপ প্রশান্ত ও নিস্তব্ধভাবে ছিল। কিন্তু এই প্রশান্তভাবের স্থলে তুমুল ঝটিকার সূত্রপাত হইল। তৎপ্রযুক্ত শান্তি ও শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হইয়া গেল।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, নীমচের সিপাহিগণ সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধ-পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। জুলাই মাসে এই উত্তেজিত সৈনিক-দল আগ্রার অভিমুখে অগ্রসর হয়। এদিকে গোবালিয়র হইতে পলাতক ইউরোপীয়গণ আসিয়া আগ্রার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। যাঁহার উপর যাবতীয় কর্মের কর্তৃত্ব সমর্পিত হইয়াছিল, যিনি এই সুবিস্তৃত জনপদে শান্তিস্থাপন, বিপন্ন ইউরোপীয়দিগের বিপত্তি নিবারণ এবং উচ্ছৃংখল লোকের নিষ্কাশনে ব্রতী হইয়াছিলেন, এই সংকটকালে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। কলবিন্ সাহেব সুগঠিত ও সবল দেহ ছিলেন বটে, কিন্তু দুশ্চিন্তা, অনিদ্রা ও অতিশ্রমে তাঁহার শক্তির অপচয় ঘটিল। ইহার উপর পরকীয় বিরুদ্ধভাব ব্যতীত আত্মকলহেও তাঁহার মানসিক শান্তি তিরোহিত হইল। অধীন লোকের উত্তেজনা ও বিরুদ্ধাচরণে তিনি যখন বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তাঁহার সহযোগিগণ তাঁহার প্রতিকূলতা সাধনে উদ্যত হইলেন। কেহ কেহ তাঁহার সহিত এরূপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন যে, উহাতে সহজেই লোকের মনে ঘৃণার উদ্রেক হইতে পারে। তাঁহারা আপনাদের অধ্যক্ষ ও পরিচালকের উপর নানা দোষের আরোপ করিয়া, পত্র লিখিতে

Generated on 2019-02-07 14:13 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

লাগিলেন। এই সকল পত্রে তাঁহাদের অপরিসীম বিদ্বেষভাব পরিস্ফুট হইতে লাগিল। কেহ কেহ অকথ্য ভাষায় তাঁহার নিন্দা করিয়া গবর্নর জেনেরলের নিকটেও পত্র লিখিতে লাগিলেন। এমন কি ঐ সকল পত্রে তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার প্রার্থনাও হইতে লাগিল। কেহ কেহ পার্লামেণ্ট মহাসভায় এ বিষয়ের উত্থাপনের জন্য পরামর্শ করিতে লাগিলেন। লর্ড কানিং অপবাদকারিদিগের এইরূপ অপবাদ রটনাকে "আগ্রার বিকট পেচকরব" বলিয়া নির্দেশ করেন। এইরূপ কতকগুলি পত্র দিল্লীতে প্রেরিত হয়। তত্রত্য ইউরোপীয়গণ এই সকল পত্র পাইয়া বলিতেন যে, আগ্রাওয়ালারা পুনর্বার চীৎকার আরম্ভ করিয়াছে। অতিশ্রম, অনিদ্রা প্রভৃতিতে কলবিন্ সাহেবের যেরূপ স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল, এই বিকট রবে সেইরূপ তাঁহার মানসিক শান্তিও তিরোহিত হইয়া গেল। কিন্তু তিনি ইহাতেও ধীরতায় বিসর্জন দিলেন না। এইরূপ শোচনীয় অবস্থাতেও তিনি ধীরভাবে আপনার কর্তব্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহের শেষে জনরব উঠিল যে, নীমচ এবং নসীরাবাদের উত্তেজিত সিপাহিগণ চারিদিকের উচ্ছৃঙ্খল লোকের লোকের সমবায়ে বহুল-সংখ্যক ও শক্তিসম্পন্ন হইয়া আগ্রার অভিমুখে আসিতেছে। এই জনরবের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ রহিল না। আগন্তুক সৈন্যদলের সংখ্যা তখন দুই হাজার ছয়শত এবং তাহাদের কামানের সংখ্যা বার বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছিল। জনরব যখন সত্য হইল, তখন কলবিন্ সাহেব স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি জুন মাসের শেষে নিরস্ত্র ও বুদ্ধানভিজ্ঞ খ্রীস্টানদিগকে দুর্গে যাইতে আদেশ দিলেন। কেবল নির্দিষ্ট দ্রব্য ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। এই আদেশে শেষে যাবতীয় পুস্তক, তৈজসপত্র নথী, কাগজ-পত্রাদি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল*। ২রা জুলাই নীমচের সিপাহিগণ আগ্রার তেইশ মাইল দূরবর্তী ফতেপুরসিক্রীতে উপস্থিত হইল। কর্তৃপক্ষ এখন আগ্রা রক্ষার সুবন্দোবস্ত করিতে উদ্যত হইলেন। কোটারাজ্যে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের যে সৈনিক-দল ছিল, তাহা আগ্রায় উপস্থিত হইল। এতদ্ব্যতীত নবাব সৈয়ফউল্লা খাঁ নামক একজন উচ্চ-পদস্থ রাজপুরুষের অধীনে কেরৌলীর ছয়শত পদাতিক, ভরতপুরের তিনশত অশ্বারোহী এবং দুইটি কামান ছিল। একজন ইংরেজ সৈনিক-পুরুষ লেপ্টেনেণ্ট গবর্নরের এজেণ্ট স্বরূপ এই সৈন্যের সহিত অবস্থিতি করিতেছিলেন!

যখন জানা গেল যে, বিপক্ষগণ ফতেপুরসিক্রীতে উপস্থিত হইয়াছে, তখন উক্ত দুইদল সৈন্যকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখা হইল। কোটার সৈন্য আগ্রার সৈনিক-নিবাস রক্ষার জন্য সন্নিবেশিত হইল। সৈয়ফউল্লা খাঁর সৈন্য আগ্রার চার মাইল দূরে ফতেপুর-সিক্রীর পথের পার্শ্বে শাহগঞ্জ নামক পল্লীর নিকটে রহিল। এইরূপে ২রা জুলাই আগন্তুক বিপক্ষদিগকে বাধা দিবার জন্য বিভিন্ন স্থানে ব্যবস্থা হইল।

পরদিন কলবিন সাতিশয় অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দেহে পক্ষাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। তিনি অগত্যা একটি সমিতির উপর চব্বিশ ঘণ্টার জন্য আবশ্যক কার্য-নির্বাহের ভার সমর্পণ করিলেন। রেবিনিউ বোর্ডের প্রাচীন কর্মচারী রিড সাহেব

* *Raikes, Notes on the Revolt & tc. p. 54.*

Generated on 2019-02-07 14:15 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

ব্রিগেডিয়ার পলহোয়েল এবং লেপ্টেনেণ্ট গবর্নরের সেক্রেটরী কাপ্তেন মাকলিয়ড এই সমিতির সদস্য হইলেন। তৎপরদিন (৪ঠা জুলাই) ব্রিগেডিয়ারের গৃহে এই সমিতির অধিবেশন হইল। লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর তাঁহার চিকিৎসককে নিকটে রাখিয়া, পার্শ্ববর্তী কুঠরীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সমিতি নগররক্ষা ও আগন্তুক বিপক্ষদিগের গতিরোধের উপায় নির্ধারণে প্রবৃত্ত হইলেন। কারাগারে বহুসংখ্যক কয়েদী ছিল, ইহারা বন্দিত্ব হইতে বিমুক্ত হইলে, বিপক্ষদিগের দল পরিপুষ্ট ও শক্তি বর্ধিত হইবার সম্ভাবনা ছিল। এজন্য সমিতি, কয়েদীদিগের মধ্যে যাহারা দৃঢ়কায় ও বলিষ্ঠ, তাহাদিগকে নদীর অপর পারে লইয়া গিয়া, ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন। দুর্গের নিকটে যমুনার উপর যে সেতু ছিল, সমিতি উহা ভাঙিতে ইচ্ছা করিলেন। খ্রীস্টধর্মাবলম্বিগণকে দুর্গে আনিবার এবং নবাব সৈয়ফউল্লা খাঁর দুইটি কামান অস্ত্রাগারে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব হইল। এতদ্ব্যতীত কোটার সৈনিক-দলের অধ্যক্ষকে অগ্রসর হইয়া আগন্তুক বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিতে আদেশ দেওয়ার বিষয় ধার্য হইল।

প্রথম তিনটি প্রস্তাব বিনা বাধায় ও বিনা বিপত্তিতে কার্যে পরিণত হইল। শেষ দুইটি প্রস্তাব অনুসারে কার্য করিবার সময়ে ঘোরতর বিঘ্ন-বিপত্তি ঘটিল। কোটার সৈনিক-দলের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সন্দেহ হইয়াছিল। কেহ কেহ ইহাদিগকে নিরস্ত্র করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার উক্তরূপ কঠোর কার্যসাধনে ইচ্ছা করেন নাই, শেষে যখন বুঝা গেল যে, ইহারা নিকটে থাকিলে সবিশেষ অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, তখন বিপক্ষদিগের গতিরোধের জন্য ইহাদিগকে ৪ঠা জুলাই ফতেপুরসিক্রীর পথে পাঠাইয়া দেওয়ার আদেশ হইল। কিন্তু ইহারা বিপক্ষদিগের বিরুদ্ধে না গিয়া ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধেই দণ্ডায়মান হইল। একজন ইউরোপীয় সৈনিক-প্রধান ইহাদের গুলিতে ভূপাতিত হইলেন। ইংরেজ অফিসরদিগের উপরেও ইহাদের গুলিবৃষ্টি হইতে লাগিল! ইহারা নীমচের সৈনিক-দলের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য যাত্রা করিল। কিন্তু এই সময়ে ইংরেজ সেনা-নায়কেরা নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই। একজন সেনানায়ক কতিপয় স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত অশ্বারোহী সৈনিক লইয়া ইহাদিগকে আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে ইহাদের কতকগুলি লোক নিহত এবং যুদ্ধের দ্রব্যাদি বোঝাই কতকগুলি উট অবরুদ্ধ হয়। এই দিন সন্ধ্যাকালে নবাব সৈয়ফউল্লা খাঁ প্রকাশ করেন যে, তাঁহার অধীন সৈনিকগণ বিশ্বস্ত নয়, তিনি ইহাদের উপর নির্ভর করতে পারেন না। ভরতপুরের অশ্বারোহিগণ তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছে, তাঁহার দলে কামান অপসারিত হওয়াতে কেরোলীর সৈনিকেরা নিরুৎসাহ হইয়াছে। ইহাতে অবিলম্বে সৈয়ফউল্লা খাঁর সৈনিকগণ শাহগঞ্জ পরিত্যাগপূর্বক কেরোলীতে যাইতে আদিষ্ট হইল। ঐ রাত্রিতেই সৈয়ফউল্লা খাঁ এই আদেশানুসারে সৈনিক-দল লইয়া কেরোলীতে যাত্রা করিলেন।

কোটার সৈনিক-দল গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধ-পক্ষ অবলম্বন করিলে, পীড়িত লেপ্টেনেণ্ট-গবর্নরকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদস্থল—দুর্গে লইয়া যাওয়া আবশ্যক হয়। ব্রিগেডিয়ারের গৃহ তাদৃশ নিরাপদ ছিল না। বিপক্ষগণ কর্তৃক উহা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা ছিল। এজন্য কতিপয় স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈনিক-পুরুষ গৃহরক্ষার জন্য উহার পুরোভাগে সন্নিবেশিত

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:13 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ছিল। লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর অনিচ্ছার সহিত দুর্গে হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রক্ষিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, তিনি যথাস্থানে উপনীত হইলেন। কিন্তু পরে যখন শুনিলেন যে, কোটার সৈনিকেরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া চারিদিকে ধাবিত হইয়াছে, তখন তিনি আবার ব্রিগেডিয়ারের গৃহে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার ইহাতে সম্মত হইলেন না। তৎপরদিন কল্‌বিন সাহেবের অবস্থা এরূপ মন্দ হইল যে, তাঁহার বন্ধু ও সহযোগিগণ উহাতে নিরতিশয় চিন্তিত হইলেন। যাহা হউক, তিনি এ অবস্থাতেও স্বকীয় কর্তব্যে শৈথিল্য প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া চিকিৎসকগণ নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত তাঁহাকে কর্ম করিতে কহিলেন।

এই দিন (৫ই জুলাই) প্রাতঃকালে সংবাদ আসিল যে, বিপক্ষগণ আগ্রার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। একজন ইংরেজ অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ারকে, আগন্তুক বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রিগেডিয়ার প্রথমতঃ এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। শেষে যখন বিপক্ষদিগের উপস্থিতি-সংবাদ তাঁহার নিকটে পৌঁছিল, তখন তিনি ভাবিলেন যে, এই সময়ে দুইটি উপায় অবলম্বনীয় হইতে পারে। এক উপায় দুর্গে থাকিয়া আত্মরক্ষা করা, অন্য উপায় অগ্রসর হইয়া বিপক্ষদিগকে পরাজিত করা। সাহসী সেনানায়কদিগের পক্ষে শেষোক্ত উপায়ই প্রশস্তর বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সাহসী ব্রিগেডিয়ারের নিকটেও এই শেষোক্ত উপায়ই প্রশস্ততর বোধ হইল। সুতরাং তিনি অবিলম্বে বিপক্ষদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবার আদেশ প্রচার করিলেন।

ব্রিগেডিয়ারের আদেশে বেলা একটার সময়ে ইংরেজ সৈনিকেরা কাওয়াজের বিস্তৃত ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিল। বিপক্ষদলে দুই হাজারের অধিক সৈন্য ছিল। ইংরেজ অধিনায়কগণ যাহাদিগকে ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন, তাহাদের অনেকে এই দলভুক্ত ছিল। কোটার সৈনিক-দলও ইহাদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। ইংরেজের পক্ষে আটশত সৈনিক-পুরুষ সজ্জিত ছিল। বৃদ্ধ ব্রিগেডিয়ার পলহোয়েল ইহাদের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইংরেজ সৈনিক-দল শাহগঞ্জ নামক পল্লীতে উপস্থিত হইলে, ব্রিগেডিয়ার তথায় কিয়ৎক্ষণ অবস্থিতির জন্য আদেশ দিয়া, বিপক্ষদিগের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রায় একমাইল দূরবর্তী শানিয়া নামক পল্লীর নিকটে বিপক্ষ-দল তাঁহার দৃষ্টিপথবর্তী হইল। বিপক্ষদিগের পদাতিকগণ পল্লীর পশ্চাদ্‌ভাগে সন্নিবেশিত ছিল। গোলন্দাজ সৈন্য আপনাদের কামান লইয়া পল্লীর উভয় পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছিল। ইহাদের পুরোভাগে উন্নত ভূখণ্ড ও ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষশ্রেণী ছিল। ইংরেজ সৈন্য সম্মুখীন হইলে, সিপাহিদিগের বামপার্শ্বস্থ কামান হইতে গোলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ পদাতিকদিগকে শয়ানভাবে থাকিতে আদেশ দিয়া, কামানগুলি বিপক্ষদিগের কামানের ন্যায় দুই ভাগে স্থাপন করিলেন এবং বিপক্ষদিগের ন্যায় আপনাদের কামান হইতে গোলাবৃষ্টি করিতে কহিলেন। কিন্তু বিপক্ষ-দলের গোলন্দাজগণ প্রাকৃতিক পদার্থে সুরক্ষিত ছিল। ইংরেজ পক্ষের কামানের গোলায় তাহাদের তাদৃশ ক্ষতি হইল না। সিপাহি-দলের গোলন্দাজেরা বৃক্ষশ্রেণী ও উন্নত ভূখণ্ডের

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:15 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

অন্তরালে থাকিয়া, গোলা বর্ষণ পূর্ব্বক প্রতিপক্ষের বিস্তর ক্ষতি করিতে লাগিল। তাহাদের দুইখানি কামানের গাড়ি পুড়িয়া গেল। বামভাগেরও একটি কামান অকর্ম্মণ্য হইল। অবশেষে আপনাদের গোলাবারুদ ইত্যাদি নিঃশেষপ্রায় দেখিয়া, ইংরেজ অধিনায়ক-গণ অগ্রসর হইয়া বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিতে চাহিলেন। যে সকল পদাতিক শয়ানভাবে ছিল, তাহারাও উঠিয়া বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু সৈন্যাধ্যক্ষ আগ্রার এই অল্পমাত্র রক্ষকদিগের ক্ষয় হইবার আশঙ্কা করিয়া, এ বিষয়ে সম্মত হইলেন না। এদিকে ইংরেজ অধিনায়কগণ প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় বিপক্ষের সমক্ষে পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের যুদ্ধোপকরণ প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছিল, তাঁহাদের সৈন্য বিপক্ষের সংখ্যাধিক্যে ক্রমে অল্প হইয়া পড়িতেছিল, তাঁহাদের জয়াশা, প্রবলপরাক্রান্ত, যথোচিত-যুদ্ধোপকরণ-সম্পন্ন ও বলবহুল শত্রুর রণকৌশলে ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছিল। তথাপি তাঁহারা সাহসে বিসর্জন দিলেন না, আপনাদের শৃংখলা রক্ষায় ঔদাস্য প্রকাশ করিলেন না বা বীরত্বের পরিচয় দিতে বিমুখ হইলেন না। গোলন্দাজ সেনানায়ক কাপ্তেন ডয়লি অশ্বারূঢ় হইয়া অধীন সৈনিকদিগকে পরিচালিত করিতেছিলেন। তাঁহার অধিষ্ঠিত অশ্ব বিপক্ষের গুলির আঘাতে তাঁহাকে লইয়া ভূপতিত হইল! বাহন নিহত হওয়াতে কাপ্তেন যুদ্ধস্থলে দাঁড়াইয়া সময়োপযোগী আদেশ দিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার এইরূপ অবস্থা দীর্ঘকাল থাকিল না। বিপক্ষের নিক্ষিপ্ত গুলিতে তিনি পার্শ্বদেশে সাংঘাতিকরূপে আহত হইলেন। কাপ্তেন ডয়লি কামানের গাড়িতে স্থাপিত হইলেন। সেই গাড়িতে শয়ান থাকিয়া, কামান পরিচালক-দলের শৃংখলারক্ষার জন্য পূর্ব্বের ন্যায় ধীরতাসহকারে পূর্ব্বের ন্যায় প্রশান্তভাবে আদেশ দিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার যাতনা এরূপ প্রবল হইয়া উঠিল যে, তিনি দীর্ঘকাল ঐ অবস্থায় থাকিতে পারিলেন না। গুরুতর আঘাতে তাঁহার তেজস্বিতার অপচয় ঘটিল। মৃত্যুকাল আসন্ন জানিয়া তিনি বলিলেন,—'আমার কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে, আমার সমাধির উপর একখণ্ড প্রস্তর স্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে খোদিত করিবে যে, আমি কামানের পার্শ্বে থাকিয়াই দেহত্যাগ করিয়াছি।' সাহসী কাপ্তেন যুদ্ধস্থল হইতে দুর্গে নীত হইলেন এবং তাহায় পরদিন পুনর্বার ঐ কথাই বলিতে বলিতে দেহত্যাগ করিলেন। আর একজন যুদ্ধকুশল অধিনায়কও আপনার অধীন সৈন্যের পরিচালনাকালে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। ক্রমে রণক্ষেত্রে ইংরেজ পক্ষের বহু অশ্ব নিহত এবং বহু সৈন্য দেহত্যাগ করিল। যে দুইভাগে কামানগুলি সজ্জিত হইয়াছিল, তাহার একভাগের কামান অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল। এই সকল বিপত্তি দেখিয়া, ব্রিগেডিয়ার পদাতিকদিগকে শত্রু-দল আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন, কিন্তু এ সময়ে কেবল পদাতিকের সাহায্যে আত্মপক্ষ রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। যেহেতু কামানগুলি অকর্ম্মণ্য হওয়াতে তৎসমুদয় দ্বারা পদাতিকদিগের পক্ষ প্রবল করার সুবিধা হইল না। এদিকে অশ্বারোহী সৈনিক-দল তাদৃশ পটু ছিল না। বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন ব্যবসায়ী লোকে এইদল গঠিত হইয়াছিল। উহাতে সিবিলিয়ান কর্মচারী ছিলেন। বেতনভোগী কেরানী উহার পরিপুষ্টির জন্য নিয়োজিত হইয়াছিলেন। ইউরোপীয় এবং এতদ্দেশীয় সৈনিক-দলের খ্রীস্টধর্মাবলম্বী

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:13 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

বাদ্যকর ও গায়কেরা উহাতে স্থান পরিগ্রহ করিয়াছিল। অধিকতর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সময় ফরাসী দেশ হইতে কতকগুলি দড়িবাজীকর আপনাদের ক্রীড়াকৌশল দেখাইতে আসিয়াছিল। তাহাদের কেহ কেহ উক্ত দলে সৈনিকব্রত গ্রহণ করিয়াছিল। এই দড়িবাজীকরদিগের সাতজন যুদ্ধক্ষেত্রে দেহত্যাগ করে। ঈদৃশ বিচিত্র অশ্বারোহী-দল কর্তৃক আশানুরূপ কর্ম সম্পন্ন হইল না। বিপক্ষ অশ্বারোহিদিগের আক্রমণে এই অল্পসংখ্যক অশ্বারোহিদিগের পরাক্রম পর্যুদস্ত হইয়া গেল। বিপক্ষগণ শাহগঞ্জ পল্লীর পার্শ্ববর্তী স্থানে সমাগত হইয়া, যাঁহাদের নিকটে রণকৌশলে অভ্যস্ত ও অভিনব অস্ত্রাদিতে সুসজ্জিত হইয়াছিল, তাঁহাদেরই ক্ষমতানাশে উদ্যমের একশেষ দেখাইতে লাগিল। বর্ষীয়ান ইংরেজ সেনাপতির সমক্ষে বিপক্ষের বল হ্রাসের জন্য আর কোন উপায় রহিল না। তাঁহার গোলন্দাজ-দলের গোলাবারুদ প্রভৃতি নিঃশেষিত হইয়াছিল, তাঁহার অশ্বারোহিদিগের বল হ্রাস হইয়া গিয়াছিল, তাঁহার কামানগুলি অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল, শেষে কেবল পদাতিক দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুবিধা ঘটিল না। বৃদ্ধ সেনাপতি হতাশ্বাস হইয়া নিতান্ত অনিচ্ছা ও ক্ষোভের সহিত পশ্চাৎ হাটিয়া যাইবার আদেশ দিলেন।

সেনাপতির আদেশে হতাবশিষ্ট সৈন্য দুর্গে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইল। প্রত্যাবর্তন-কালে তাহাদের মধ্যে কোনোরূপ শৃঙ্খলাহানি ঘটিল না। একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক এ সম্বন্ধে এইভাবে লিখিয়াছেন—'যদিও সৈনিকেরা শৃঙ্খলার সহিত প্রত্যাবর্তিত হইয়াছিল, তথাপি এইরূপ প্রত্যাবর্তন যেরূপ ক্ষতিজনক, সেইরূপ অবমাননাকর। অশ্বারোহী সৈনিকের অভাবই এইরূপ দুরদৃষ্টের কারণ। আমরা আপনাদের ভ্রান্তির জন্যই উৎসন্ন হইয়াছি। গোলা-গুলি-বারুদ প্রভৃতি যাহা বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহা আমাদের সৈনিক-দলের সহিত বা সৈনিক-দলের গমনের পরে প্রেরিত হয় নাই এবং যাবৎ আমাদের কামানগুলি অকর্মণ্য হইয়া না পড়িয়াছে তাবৎ আমাদের পদাতিকদিগকেও যুদ্ধ করিতে দেওয়া হয় নাই। ইহা নিরতিশয় বাতুলতার কার্য। এই বাতুলতার জন্যই ডয়েলি আপনায় জীবন সমর্পণ করিয়াছেন এবং পলুহোয়েন আপনার অবলম্বিত-ব্রতোচিত সম্মান হারাইয়াছেন*।'

যাহারা দুর্গে অবস্থিতি করিতেছিল, তাহারা ঔৎসুক্যের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টিযোজনা করিয়া রহিয়াছিল। কামানের ধ্বনিতে প্রতিমুহূর্তে তাহাদের হৃদয়ে যুগপৎ আশঙ্কা ও আশা, হর্ষ ও বিষাদের আবির্ভাব হইতেছিল। দুর্গস্থিত কুলমহিলাগণ অধিকতর উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের উপর তাঁহাদের বিপদ ও সম্পদ নির্ভর করিতেছিল! যাঁহাদের স্বামিগণ যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মুখমণ্ডলে অধিকতর অশান্তির অভিব্যক্তি হইতেছিল। তাঁহারা তিন ঘণ্টাকাল, সমান ব্যাকুলতা ও সমান উদ্বেগের সহিত কামানের গভীর গর্জন শুনিলেন, তিন ঘণ্টাকাল, সমান ঔৎসুক্যের সহিত ধূমাচ্ছাদিত রণস্থলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। কেহ কেহ ঔৎসুক্যের আবেগে দুর্গের উচ্চ চূড়ায় গিয়া, উভয় সৈনিক-দলের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু শেষে তাঁহাদের আশা নির্মূল হইল, ভয় শতগুণে বৃদ্ধি পাইল,

* *Kaye, Sepoy War, Vol. III, p. 391.*

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:15 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

গভীর নৈরাশ্যে দেহ যেন ভাঙিয়া পড়িল। তাঁহারা দূর হইতে আপনাদের সাহসের অবলম্বন, আশার আশ্রয়স্থল সৈনিক-দলকে বিপক্ষগণের তাড়নায় নিরতিশয় শোচনীয়ভাবে দুর্গে ফিরিয়া আসিতে দেখিলেন ; যাঁহারা প্রত্যাবৃত্ত সৈনিক-দলের অবস্থা দেখিয়াছেন, তাঁহারা নিঃসন্দেহ ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছেন যে, এরূপ শোচনীয়, এরূপ ভীতিপ্রদ, এরূপ মনোকষ্টের উদ্দীপক দৃশ্য যেন আর কখনো তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থিত না হয়। সিপাহিগণ তীরবেগে ইংরেজ সৈনিকদিগের অনুসরণ করিয়াছিল। এই সকল সৈনিকের মুখ ধূলিতে সমাবৃত ও ধূমে বিবর্ণ হইয়াছিল। যাহারা আহত হইয়াছিল, তাহাদের দেহংনিসৃত রুধিরস্রোতে ধূলিপটল পরিলিপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সকলেই পিপাসায় কাতর, সকলেই পানীয়ের জন্য ব্যাকুল, সকলেই যাতনার অবসন্ন। ইহাদের দুরবস্থার একশেষ হইয়াছিল। ইহাদের কামান সকল যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আনিবার সুবিধা হয় নাই। ইহাদের সহযোগিদিগের গতাসু দেহও সঙ্গে আনিবার সুযোগ ঘটে নাই। দুইটি হস্তী আগ্রা হইতে প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু উহা দ্বারা কেবল আহত সৈনিকগণই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আসিতে পারিয়াছিল ; যুদ্ধাস্ত্র, নিহত সৈনিকগণের দেহ, রণক্ষেত্রে অরক্ষিত অবস্থাতেই পড়িয়া রহিয়াছিল। প্রত্যাবৃত্ত সৈনিকেরা, দুর্গে প্রবেশ করিয়াই, শশব্যস্তে পানীয়ের আধারের দিকে ধাবিত হইল। মহিলাগণ আপনাদের যাবতীয় দুঃখ বিস্মৃত হইয়া, এই শোচনীয় দশাগ্রস্ত জীবদিগের পরিচর্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা অবিলম্বে চা ও সুরা দিয়া ইহাদের পিপাসা শান্তি করিলেন। ইহাদের যাতনা দূর করিতে ইহাদিগকে সুখে ও শান্তিতে রাখিতে, তাঁহাদের কোনোরূপ ঔদাস্য বা যত্নের ত্রুটি লক্ষিত হইল না। স্নেহময়ী জননীর ন্যায়, প্রীতিময়ী কন্যার ন্যায়, শান্তিময়ী ধাত্রীর ন্যায় ইঁহারা আহতদিগের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এইরূপ অসামান্য স্নিগ্ধভাব দেখিয়া একজন পরিদর্শক ক্রিমিয়াযুদ্ধে আহতদিগের শুশ্রূষাকারিণী জগদ্বিখ্যাত ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের শ্রেণীতে ইঁহাদিগকে স্থান দিয়াছেন। সৈনিকেরা এইরূপ পরিচর্যায় পরিতোষিত হইল বটে, কিন্তু যাহাদের সহিত ইহারা এক গুরুর নিকটে শিক্ষিত হইত, এক স্থানে অবস্থিতি করিত, একবিধ ক্রীড়াকৌতুকে উৎফুল্লভাবে থাকিত, তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে দেহত্যাগ করাতে ইহাদের যাতনার অবধি রহিল না। ইহারা নিহত বন্ধুদিগের নাম করিয়া, দুঃসহ শোকে হাহাকার করিতে লাগিল*। এদিকে উদ্ধত লোকে একান্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ইহারা এই সময়ে আপনাদের উদ্দাম প্রকৃতির পরিচয় দিতে বিমুখ হইল না। ফিরিঙ্গী ও পর্তুগীজেরা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে নাই। আপনাদের বাসস্থানের প্রতি মমতা প্রযুক্তই হউক বা নগরবাসিদিগের প্রতি বিশ্বাসবশতঃই হউক, ইহারা আবাসগৃহে থাকিয়াই আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করিয়াছিল। কিন্তু হতভাগ্য-দিগের বিঘ্ন-বিপত্তির শান্তি হইল না। যে বাসগৃহে থাকিলে তাহারা নিরাপদ হইবে বলিয়া ভাবিয়াছিল এবং যে গৃহকে তাহারা সর্বপ্রকার সুখ-শান্তির আশ্রয়স্থল মনে করিয়াছিল, সেই গৃহেই তাহাদের অনেকের শোণিতস্রোত প্রবাহিত হইল। কুড়িটির অধিক অসহায় জীব উত্তেজিত লোকের অস্ত্রাঘাতে দেহত্যাগ করিল ! ইউরোপীয়গণ দুর্গে

* *Raikes, Notes on the Revolt* & kc. *p. 62*

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:15 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের গৃহ সকল পরিত্যক্তভাবে ছিল। এখন ঐ সকল গৃহ সর্বভুক অনলের একান্ত আয়ত্ত হইল। ইউরোপীয়গণ দুর্গ হইতে আপনাদের অধ্যুষিত গৃহ, আপনাদের ব্যবহৃত দ্রব্যসমূহ, আপনাদের আমোদজনক ও তৃপ্তিকর গৃহসজ্জাদি ভস্মীভূত হইতে দেখিলেন। জগতে অতুলনীয় কীর্তি—সুনীল যমুনাতীরবর্তী তাজের তুষারবর্ণ প্রদীপ্ত পাবকশিখার সহিত সম্মিলিত হওয়াতে অপূর্ব দৃশ্যের বিস্তার করিল। সরকারি কাগজপত্রের অধিকাংশ পুড়িয়া গেল। প্রায় ছয় মাইল বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের সমুদয় গৃহ করাল হুতাশনে পরিব্যাপ্ত হইল। এই দৃশ্য যেরূপ ভয়ঙ্কর, সেইরূপ শোচনীয়, যেরূপ গভীর ভাবের উদ্দীপক, সেইরূপ বিস্ময়জনক। ইউরোপীয়গণ এই বিচিত্র দৃশ্যে ক্ষণকালের জন্য একান্ত বিস্ময়রসে পরিপ্লুত ও উদ্বেলভাবসাগরে নিমজ্জিত হইলেন।

সাশিয়ার যুদ্ধের পর সিপাহিগণ ইংরেজ সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা আগ্রার দুর্গ আক্রমণ করে নাই। গোলা-গুলি-বারুদ প্রভৃতি অল্প হওয়াতে তাহাদিগকে শাহগঞ্জে ফিরিয়া যাইতে হয়। ৫ই জুলাই রাত্রিতে তাহারা দিল্লীতে প্রস্থান করে এবং ৮ই জুলাই তথায় উপনীত হয়। সাশিয়ার যুদ্ধে জয়শ্রীলাভ হওয়াতে দিল্লীস্থিত সিপাহিগণ মহোল্লাসে কামানধ্বনি করিয়া, তাহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে*।

কথিত আছে, যুদ্ধের পরদিন প্রাতঃকালে কোতয়াল মোরাদ আলীর অনুমতিক্রমে, সমগ্র নগরে দিল্লীর বৃদ্ধ মোগলভূপতির আধিপত্য ঘোষণা করা হয়। এই উদ্দেশ্যে সশস্ত্র লোকে দলবদ্ধ হইয়া, রাজপথে পরিভ্রমণ করে। দলের মধ্যে পুলিশের অধিকাংশ মুসলমান কর্মচারী ছিল। কোতয়াল স্বয়ং দলপতি হইয়াছিলেন। নিম্নশ্রেণীর উচ্ছৃংখল লোকও এই দলে মিশিয়াছিল**। সিপাহিরা দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেও নগর শান্তিপূর্ণ হয় নাই; দুর্গস্থিত ইউরোপীয়গণও আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করেন নাই। নগরে এবং উহার পার্শ্ববর্তী পল্লীসমূহে যে সকল বদমায়েশ অবস্থিতি করিতেছিল, তাহারা সর্বত্র অশান্তি ও উচ্ছৃংখলভাব অব্যাহত রাখে। সম্পত্তি লুণ্ঠন, গৃহদাহ প্রভৃতি ভয়াবহ কর্ম দুইদিন পর্যন্ত তাহাদের কৃতকার্যতার পরিচয় দিতে থাকে।

কিন্তু এই দুঃসময়ে আগ্রার অধিবাসিদিগের মধ্যে ইংরেজের সাহায্যকারী ও ইংরেজের হিতৈষী লোকের অভাব হয় নাই। পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে যে, ভারতের সম্ভ্রান্ত লোক হইতে নিরক্ষর কৃষকগণ পর্যন্ত উপস্থিত সঙ্কটকালে ইংরেজের উপকার-সাধনে অগ্রসর হইয়াছিল। আগ্রার বিপত্তিময় কর্মক্ষেত্রেও এইরূপ লোকের অভাব লক্ষিত হয় নাই। ইংরেজ যখন আগ্রার দুর্গে অবরুদ্ধভাবে ছিলেন, দুর্গের বহিঃস্থ ভূখণ্ডে যখন তাঁহাদের প্রাধান্য অন্তর্হিতপ্রায় হইয়াছিল, মহাবিপ্লবের ভয়ঙ্কর দৃশ্য যখন প্রতিমুহূর্তে তাঁহাদিগকে গভীর আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া তুলিতেছিল, যথোচিত অবলম্বন ও সাহায্যের অভাবে যখন তাঁহারা চারিদিক্ অন্ধকারময় দেখিতেছিলেন, তখন আগ্রার লোকে তাঁহাদের উপকারসাধনে নিশ্চেষ্ট থাকে নাই। ৭ই জুলাই, রাজারাম নামক এক ব্যক্তি অতিকৌশলে দুর্গে মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকটে এই সংবাদ প্রেরণ করেন যে,

* *Malleson, Indian Mutiny, Vol. I, pp. 276 77.*

** *Ibid, p. 277; note.*

Digitized by Google　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:13 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

আগ্রায় গবর্নমেণ্টের বিপক্ষ সিপাহী-সৈন্য নাই। দুর্গের বহির্ভাগে কেবল উচ্ছৃঙ্খল ও উদ্ধত লোক দ্বারা নানা গোলযোগ ঘটিতেছে। মাজিস্ট্রেট যদি যথোপযুক্ত সৈন্য লইয়া, দুর্গের বাহিরে আসেন, তাহা হইলে শৃঙ্খলা ও শান্তি পুনঃস্থাপিত হইতে পারে। মাজিস্ট্রেট এই সংবাদ পাইয়া, আশ্বস্ত হইলেন। তিনি যে বিষয়ের প্রত্যাশা করেন নাই, এখন সেই বিষয় তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হওয়াতে তদীয় অন্তঃকরণে যুগপৎ বিপুল উৎসাহ ও গভীর আশার সঞ্চার হইল। পরদিন প্রাতঃকালে মাজিস্ট্রেট সাহেব কতিপয় ইউরোপীয় সৈনিক ও কামান লইয়া, দুর্গ হইতে বহির্গত হইলেন এবং প্রধান প্রধান পথে পরিভ্রমণ পূর্বক ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ও শান্তি স্থাপিত হইল বলিয়া, সাধারণের মধ্যে ঘোষণা প্রচার করিলেন*।

কিন্তু ইহাতেও ইংরেজেরা দুর্গের বহির্ভাগে বাস করিতে সাহসী হইলেন না। তাঁহারা উত্তেজিত সিপাহিদিগের ভয়ে দুর্গে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। এ সময়ে ঐ সকল সিপাহীকে আক্রমণ করিতে তাঁহাদের সামর্থ্য ছিল না। নানা বর্ণের, নানা শ্রেণীর প্রায় ছয় হাজার লোক দুর্গে স্থান পরিগ্রহ করিয়াছিল। ইহাদের অধিকাংশ ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় ছিল। বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, বর্ষীয়ান্-বর্ষীয়সী,—সকলেই একবিধ অদৃষ্টের ভাগী হইয়া, একস্থানে রহিয়াছিল। দুর্গে হিন্দু ও মুসলমানেরও অভাব ছিল না। ২৭শে জুলাই যে লোকগণনা হয়, তাহাতে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা প্রায় পনরশত স্থির হইয়াছিল। প্রথমে ইহাদের সংখ্যা অল্প ছিল। ইউরোপীয়গণ কৃষ্ণবর্ণ ও এতদ্দেশীয় পরিচ্ছদধারী লোক দেখিলেই সন্দিহান হইতেন। এ সময়ে কৃষ্ণবর্ণ তাঁহাদের অভূতপূর্ব বিভীষিকার উদ্দীপক ছিল। এইরূপ সন্দিগ্ধ এবং এইরূপ বিভীষিকায় বিচলিত হইলেও, শেষে তাঁহাদিগকে কৃষ্ণবর্ণ লোকের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। প্রথমতঃ ইউরোপীয়গণ মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা আপনাদের প্রয়োজনীয় কর্ম আপনারাই সম্পন্ন করিবেন, অথবা এতদ্দেশীয় খ্রীস্টানদিগের দ্বারা তৎসমুদয় সম্পাদন করাইয়া লইবেন। কিন্তু এক পক্ষের বিরক্তি ও অপর পক্ষের অযোগ্যতা এইরূপ সংকল্পসিদ্ধির অন্তরায় হইয়াছিল। স্বাবলম্বন একটি প্রধান গুণ। বিশেষতঃ বিপত্তিকালে এই গুণ স্বকীয় প্রয়োজনসাধনের পক্ষে নিরতিশয় আবশ্যক হইয়া থাকে। ইউরোপীয়গণ স্বাবলম্বনে অনভ্যস্ত নহেন। কিন্তু স্থানভেদে তাঁহাদের প্রকৃতিভেদ ঘটিয়াছিল। তাঁহারা ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে আত্মপ্রাধান্য দেখাইতে ভারতবর্ষে সমাগত হইয়াছিলেন। সহসা তাঁহাদের অবস্থাবিপর্যয় ঘটিলেও তাঁহারা ভারতবাসীর করণীয় কর্ম সম্পাদনে বিরক্তি বোধ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু বিদেশের জলবায়ু এ বিষয়ে তাঁহাদের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল। আষাঢ়-শ্রাবণের ধারাসম্পাত ও গ্রীষ্মাতিশয্যের মধ্যে উষ্ণপ্রধান দুর্গে অবরুদ্ধভাবে থাকিয়া, তাঁহারা গৃহকর্মসম্পাদন সাতিশয় কষ্টকর বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষীয় খ্রীস্টানদিগের সংখ্যা একে অল্প, তাহার উপর, তাহারা উপস্থিত কর্মের একান্ত অযোগ্য ছিল। রন্ধন, পরিবেশন ও গৃহমার্জন করিতে পারে, পাখা টানিতে পারে, স্নানের আয়োজন, খাদ্য দ্রব্যাদির সংগ্রহ এবং বস্ত্রাদি

* *Malleson, Indian Mutiny, Vol. I. p. 278.*

Generated on 2019-02-07 14:14 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

পরিষ্কার করিতে পারে, ইউরোপীয়দিগের মধ্যে এরূপ লোকের একান্ত অভাব হইয়াছিল। সুতরাং ইউরোপীয়গণ বাধ্য হইয়া, আপনাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় কর্মসম্পাদনার্থ অস্মদ্দেশীয়দিগের প্রবেশ জন্য দুর্গদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নগর-পরিভ্রমণের পর উচ্ছৃংখল লোকের দৌরাত্ম্য তিরোহিত হইলে ইহাদের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া, প্রায় পনরশত পর্যন্ত হইয়াছিল। কিন্তু ইহারা পরিচর্যায় ব্যাপৃত থাকিলেও আপনাদের প্রভুদিগের তাদৃশ বিশ্বাসভাজন হইতে পারে নাই। অবলম্বিত কর্মসম্পাদনে ইহাদের ত্রুটি ছিল না। ইহারা ইউরোপীয়দিগের ক্ষুধার সময়ে আহার্য আনিত, তৃষ্ণার সময়ে পানীয়ের আহরণ করিত, গ্রীষ্মজনিত অবসাদের সময়ে পাখা টানিত, বাসস্থানের আবর্জনা ফেলিয়া দিত, পরিধেয় বস্ত্রাদি পরিচ্ছন্নভাবে রাখিত। এইরূপে প্রতিক্ষণেই এই পরিচারকগণ দ্বারা ইউরোপীয়দিগের নানা অভাবের মোচন হইত। তথাপি ইউরোপীয়গণ সন্দিগ্ধচিত্তে ইহাদের কার্যকলাপ পরিদর্শন করিতেন। এই সকল কর্মনিষ্ঠ ভৃত্য ব্যতীত সর্বসমেত আটশত আটান্ন জন এতদ্দেশীয় খ্রীস্টান ছিল। ইহাদের মধ্যে কেবল দুইশত সাতষট্টি জন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। জুলাই মাসে দুর্গস্থিত ইউরোপীয়ের সংখ্যা এক হাজার নয়শত উননব্বই স্থির হইয়াছিল। প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার সংখ্যা ছয়শত কুড়ি। ইহাদের সহিত প্রায় পনরশত বালক-বালিকা অবস্থিতি করিতেছিল।

কিন্তু কেবল ইউরোপীয়, এতদ্দেশীয় বা ইউরেশীয়গণে দুর্গ পরিপূর্ণ হয় নাই। সুদূর নূতন মহাদ্বীপের লোকও ঘটনাচক্রে পড়িয়া, দুর্গে উপস্থিত হইয়াছিল। ইংরেজ সিবিলিয়ান, ইংরেজ সৈনিক, ইংরেজ বণিক্ প্রভৃতির সহিত লয়ার নদীর তীরবর্তী স্থলের চিরকুমারী তপস্বিনীগণ, সিসিলি ও রোমের পুরোহিতগণ, ওহিয়োর ধর্মপ্রচারকগণ, পারী নগরীর দড়িবাজীকরগণ, আর্মেনিয়ার ব্যবসায়িগণ এককেন্দ্রে আবদ্ধ রহিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত কলিকাতাবাসী বাঙালী ও পারসীক বণিকগণও ইহাদের মধ্যে ছিল*। এইরূপে ভীষণ বিপ্লবের প্রবল তরঙ্গ পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদের লোককে বিভিন্ন দিক্ হইতে ঠেলিয়া একস্থানে রাশীকৃত করিয়াছিল।

সদর কাছারি প্রভৃতি হইতে তিনমাইল এবং সৈনিক-নিবাস হইতে একমাইল দূরে, সুনীল যমুনার দক্ষিণ তটে আগ্রার দুর্গ অবস্থিত। উহা রক্তবর্ণ প্রস্তরে নির্মিত এবং গভীর পরিখায় পরিবেষ্টিত। ১৫৭০ অব্দে সম্রাট্ আকবর শাহ কর্তৃক এই দুর্গ পুনর্নির্মিত ও সংস্কৃত হয়। আকবর দুর্গের সৌন্দর্যসাধনে ও পারিপাট্যবিধানে উদাসীন থাকেন নাই। তিনি উহা যেমন দুরাক্রম্য ও দুর্জেয় করেন, সেইরূপ বহুমূল্য উপাদানে উহার শ্রীসম্পাদন করিয়া তুলেন। দুর্গপ্রাচীরের অন্তর্ভাগে স্বর্ণখচিত, সুদৃশ্য প্রাসাদ নির্মিত হয়। শ্বেত প্রস্তরের সুপ্রসিদ্ধ মতিমস্‌জিদ তাজের গৌরবস্পর্ধী হইয়া উঠে। অস্ত্রাগার এবং অন্যান্য গৃহও স্থানে স্থানে আপনাদের সৌন্দর্যগৌরবের পরিচয় দিতে থাকে। সৌভাগ্যের সময়ে ইংরেজ এই সুদৃশ্য দুর্গে থাকিয়া, যমুনার সুখস্পর্শ সমীর সেবন পূর্বক পুলকিত হইতেন, প্রাসাদাবলীর রমণীয়তায় তৃপ্তিলাভ করিতেন, মতিমস্‌জিদের সৌন্দর্যদর্শনে ভারতের পূর্বতন মহিমময় সম্রাটের বৈভব মনে করিয়া,

* *Raikes, Notes on the Revolt &tc. p. 66.*

Generated on 2019-02-07 14:14 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

বিস্মিত হইয়া উঠিতেন। অপরের অধিকৃত বিষয় যে, তাঁহাদের অধিকারে আসিয়া, ভোগাভিলাষপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে, ইহা ভাবিয়াও তাঁহারা গর্বিত হইতেন। কিন্তু এই দুর্গেই যে, একদিন তাঁহাদের স্বদেশের ও স্বজাতির ব্যক্তিগণ স্তূপীকৃতভাবে অবস্থিতি করিবেন, ইহা তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। এখন অদৃষ্টচক্রের আবর্তনে তাঁহাদের এইরূপ দশা ঘটিয়াছিল। যে স্থানে থাকিয়া, তাঁহারা এক সময়ে বিলাসতরঙ্গে আন্দোলিত হইতেন, এখন সেই স্থানই তাঁহাদের বিপত্তিকালের—তাঁহাদের জীবনরক্ষার—তাঁহাদের আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার অদ্বিতীয় অবলম্ব-স্বরূপ হইয়াছিল।

কেবল আগ্রার নিরাশ্রয় ও বিপন্ন প্রবাসিগণ দুর্গে অবস্থিতি করে নাই। স্থানান্তর হইতে অনেক পলাতকগণও দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ইহারা নিঃসম্বল অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। ইহাদের ব্যবহার্য দ্রব্যাদি বিনষ্ট বা বিলুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। পরিহিত বস্ত্রমাত্র লইয়া, ইহারা নানা কষ্ট, নানা বিঘ্নবিপত্তির মধ্যে আপনাদের অমূল্য জীবন—কেবল জীবন রক্ষার জন্য সাতিশয় কাতরভাবে দুর্গপ্রাচীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। আগ্রার অধিবাসিদিগের সম্পত্তি বিলুণ্ঠনপ্রিয় লোকের হস্তগত বা ভস্মীভূত হইয়াছিল; গৃহস্বামীর গৃহ গিয়াছিল, বণিকের অর্থ অপহৃত হইয়াছিল, দোকানদারের বাণিজ্যদ্রব্য অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত, বিচূর্ণিত বা অপরের উদ্দামভোগবিলাস-সিদ্ধির জন্য স্থানান্তরিত হইয়াছিল। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে অনেকে কেবল পরিধেয় বস্ত্র ও এক একটি ব্যাগমাত্র লইয়া দুর্গে গিয়াছিল। সর্বপ্রথম ইহাদের বাসস্থাননির্দেশ ও নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সংস্থানের জন্য সাতিশয় গোলযোগ ঘটিয়াছিল। ক্রমে নগরের উপদ্রবের অন্তর্ধানের সহিত সকল বিষয়ের শৃঙ্খলা হইতে থাকে। দুর্গের সকলকে সমভাবে উৎকৃষ্ট স্থান দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। এইরূপ দুঃসময়েও ইউরোপীয়-দিগের কেহ কেহ আপনাদের স্বার্থপরতা ও আত্মম্ভরিতা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। নির্দিষ্ট স্থানের অপকর্ষ দেখিয়া, অনেকে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। প্রবল বিপক্ষের পরাক্রমে যে সময়ে জীবন সংশয়দোলায় অধিরূঢ় হয়, সকলের অদৃষ্টচক্র যে সময়ে সমানভাবে নিম্নাভিমুখে যাইতে থাকে, সে সময়ে বিলাসিতা ও আত্মসুখেচ্ছা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু এইরূপ সংকটকালেও উদ্ধত ইউরোপীয়ের বলবতী আত্মম্ভরিতা শ্রেয়ঃপথের কণ্টকস্বরূপ হইয়াছিল। যাহা হউক, ক্রমে এই গোলযোগ দূরীভূত হইল। উপস্থিত ক্ষেত্রে একের স্বার্থপরতার পার্শ্বে অপরের নিঃস্বার্থভাবও পরিস্ফুট হইয়া, সকলকে সহৃদয়তার উপদেশ দিতে লাগিল। রেবিনিউ বোর্ডের প্রধান কর্মচারী রীড সাহেব পদগৌরবে লেপ্টেনেণ্ট গবর্নরের অব্যবহিত পরেই গণ্য হইতেন। সুতরাং তাঁহার জন্য উৎকৃষ্টতর স্থান নিরূপিত হইয়াছিল। কিন্ত তাঁহার পরিবারবর্গ ইংলণ্ডে থাকাতে তিনি ঐ সুখজনক স্থান গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার স্থান কতিপয় অফিসরকে দেওয়া হয়। তিনি স্বয়ং দুর্গস্থিত প্রাসাদের মার্বলহলের মেজেতে বেহালার একখানি পুরাতন আচ্ছাদন এবং দরমা বা খড়ের শয্যাতেই পরিতৃপ্ত হন।

যাহারা পীড়িত এবং যুদ্ধে আহত হইয়াছিল, সুরম্য মতিমস্‌জিদ তাঁহাদের আরামস্থান হয়। সম্রাট্ আকবর যাহার নির্মাণে বহু অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, এক সময়ে ধর্মনিষ্ঠ

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:14 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

পীর ও ফকীরগণ যাহাতে অবস্থিতি করিতেন, তাহা এখন রোগার্ত ও আহতদিগের বাসস্থল হয়। এতদ্ব্যতীত দুর্গের অভ্যন্তরে যতগুলি গৃহ ছিল, তৎসমুদয় ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত এবং ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জন্য বর্ণানুক্রমে সজ্জিত হয়। সিবিলিয়ানগণ একখণ্ডে বাস করিতে থাকেন। সৈনিক-পুরুষদিগের জন্য অন্য খণ্ড নির্দিষ্ট হয়। যে সকল সৈনিক কর্মচারী বিবাহিত ও পরিবারপরিবৃত ছিলেন, তাঁহারা খণ্ডান্তরে অবস্থিতি করেন। দুর্গে যে সকল গৃহ ছিল, কেবল তৎসমুদয়ই যাবতীয় লোকের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হয় নাই। দুর্গস্থিত প্রাসাদের বহির্ভাগে তাড়াতাড়ি খড়ের ঘর প্রস্তুত করা হয়। সম্রাট আকবরের সময়ে প্রাসাদের মার্বলের বারান্দায় পারস্যদেশীয় রেসমী এবং বারাণসীর স্বর্ণখচিত কাপড়ের পর্দা থাকিত, এখন সেই সকল স্থানে মাদুরের পর্দা করিয়া দেওয়া হয়। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকে এই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আতপতাপ বা বৃষ্টিপাত হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে থাকে। পাদরিদিগের জন্য অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট স্থান নিরূপিত হইয়াছিল। কিন্তু ইউরোপীয় বণিক ও দোকানদারগণ এরূপ সৌভাগ্যবান হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের বাসের জন্য ছাদের উপর তৃণাচ্ছাদিত গৃহ নির্মিত হয়। ফিরিঙ্গীদিগের অদৃষ্টে কোনো নির্দিষ্ট স্থান ঘটিয়া উঠে নাই। তাহারা ইউরোপীয় সমাজ হইতে যেমন চিরকাল বিচ্ছিন্নভাবে রহিয়াছে, উপস্থিত ক্ষেত্রেও গৃহের কোণে, বারান্দার নীচে, যেখানে যে সুবিধা পাইয়াছে, সেইখানে সে সেইরূপ বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিতি করিতে থাকে। ইহারা কোনোকালে গর্বিত ইউরোপীয়দিগের নিকটে আদৃত হয় নাই, হিন্দু বা মুসলমান প্রভৃতির সহিতও মিশিতে পারে নাই। ইহাদের প্রকৃতিসিদ্ধ গুণ যাহাই থাকুক না কেন, ইহাদের গুণাংশ কোনোকালে ইহাদিগকে সমাজের উচ্চস্তরে স্থাপন করিতে পারে নাই। ইহারা সাধারণতঃ দোষাংশেরই ফলভোগী হইয়াছে। উপস্থিত সংকটকালেও ইহাদের এইরূপ অদৃষ্টফল—এইরূপ পার্থক্য সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, মতিমসজিদ হাঁসপাতালে পরিণত হইয়াছিল। যাহারা অতিশ্রম বা অনিয়মে অথবা অনভ্যস্ত জলবায়ুর পরাক্রমে রোগগ্রস্ত হইয়াছিল, যুদ্ধে যাহাদের দেহাংশ বিক্ষত, বিচূর্ণিত বা নিষ্পেষিত হইয়া গিয়াছিল, তাহাদিগকে হাসপাতালে স্থান দেওয়া হয়। তাহাদের শুশ্রূষায় কোনোরূপ ঔদাস্য বা ত্রুটি লক্ষিত হয় নাই। একদিকে ইউরোপীয়দিগের আত্মম্ভরিতা বা আত্মসুখবাসনা যেরূপ অপ্রীতিকর দৃশ্যের বিস্তার করিয়াছিল, অপর দিকে নারীর কোমলতা, পরার্থপরতা ও বলবতী দয়া সেইরূপ দুর্গবাসিদিগকে বিমুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। ইংরেজ মহিলাগণ যেরূপ যত্ন ও আগ্রহের সহিত যুদ্ধাহতদিগের পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করেন, তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ইঁহারা রোগীদিগের জন্য লেপ, বালিশ, তোষক প্রভৃতি প্রস্তুত করেন। এদিকে তাড়াতাড়ি খাট নির্মিত হইতে থাকে। মহিলারা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হন। প্রত্যেক দল নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রোগীদিগের শুশ্রূষা করিতে থাকেন। ইঁহারা চিকিৎসকের নির্দেশানুসারে রোগীদিগের আহত স্থান পরিষ্কার এবং উহাতে ঔষধলেপন ও পটিবন্ধন করিতেন, তাহাদের সেবনের জন্য ঔষধ আনিয়া দিতেন, যথানিয়মে পথ্য দিয়া তাহাদিগকে

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:14 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

অপেক্ষাকৃত সুখে ও শান্তিতে রাখিতেন। এইরূপে প্রতি কার্যেই ইঁহাদের অপরিসীম কোমলভাবের নিদর্শন পরিস্ফুট হইত। রুগ্ণ ও আহত সৈনিকগণও তাহাদের শুশ্রূষাকারিণী মহিলাদিগের সমক্ষে কোমলভাবের পরিচয় দিত। যাহাতে হৃদয়ে আঘাত লাগিতে পারে, এরূপ কোনো শ্রুতিকঠোর কথা তাহাদের মুখ হইতে বহির্গত হইত না। গোলযোগ নিরাকৃত এবং আপনারা নীরোগ হইলে তাহারা শুশ্রূষাকারিণীদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইতে ঔদাস্য প্রকাশ করে নাই। তাজের মনোহর উদ্যানে তাহারা শুশ্রূষাকারিণী মহিলাদিগের সহিত নগরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে আমন্ত্রণ করে। এই মনোরম্য স্থানে তাহাদের উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। তাহারা অতুলনীয় শ্বেত হর্মের পার্শ্বে—উদ্যানের প্রস্ফুটিত পুষ্পরাজির মধ্যে গানবাদ্য প্রভৃতিতে নানারূপ আমোদ করিয়া, যাঁহারা, পীড়ার সময়ে, তাহাদিগকে পরিধানের জন্য বস্ত্র আনিয়া দিয়াছিলেন, রোগশান্তির জন্য যথা নিয়মে ঔষধ সেবন করাইয়াছিলেন, আহারের জন্য পথ্যাদি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, শান্তিসুখে রাখিবার জন্য সর্বদা পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া, আপনাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

এদিকে সৈনিকদিগের মধ্যে বস্ত্রাদি যোগাইবার বন্দোবস্ত হয়। দরজিগণ ক্রমে দুর্গে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইয়া, জামা ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে থাকে। একজন ভারতবাসীর ক্ষমতায় ইংরেজের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয়ের সংগ্রহচিন্তা দূরীভূত হয়। লালা জ্যোতিঃপ্রসাদ আফগানিস্তান, পঞ্জাব এবং গোয়ালিয়রের যুদ্ধে কমিশরিয়েট্ বিভাগে কণ্ট্রাক্টরের কার্যে সাতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এ সময়ে তিনি ঐ কার্যের ভার গ্রহণ করেন। দুর্গরক্ষক সৈনিক-দল—তিনহাজার ইউরোপীয় এবং পনরশত এতদ্দেশীয়ের ছয়মাসের উপযোগী খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের জন্য কর্তৃপক্ষ জুন মাসের শেষে আদেশ প্রচার করেন। এই অত্যাবশ্যক কার্যের তত্ত্বাবধানের ভার রেবিনিউ বোর্ডের রীড সাহেবের উপর সমর্পিত হয়। কমিশরিয়েটের একজন কর্মচারী দ্রব্যাদির আয়োজনে ব্যাপৃত হন। লালা জ্যোতিঃপ্রসাদ ইঁহাদের সাহায্য না করিলে ইঁহারা কখনও এই গুরুতর কর্ম সম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারিতেন না। জ্যোতিঃপ্রসাদের কার্যপ্রণালীর গুণে প্রয়োজনের অতিরিক্ত রসদ সংগৃহীত হয়। দুর্গপ্রাচীরের বাহিরে খোলা জায়গা ছিল। উহা পরিষ্কৃত হইলে ইংরেজদিগের পক্ষে সাতিশয় কার্যকর হইয়া উঠে। সৈনিকনিবাস ভস্মীভূত ও বিধ্বস্ত হইবার সময়ে যে সকল গাড়ি ইত্যাদি রক্ষা পাইয়াছিল, তৎসমুদয় ঐ স্থানে রাখা হয়। ক্রমে উহাতে লোকে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির বিক্রয় আরম্ভ করে। এইরূপে ক্রমশঃ উহা একটি উৎকৃষ্ট বাজারে পরিণত হয়। দুর্গস্থিত লোকের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির প্রায় সমস্তই ঐ বাজারে পাওয়া যাইতে থাকে।

যখন ভিন্ন ভিন্ন লোকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বসতিস্থান নির্দিষ্ট হয়, খাদ্য ও পরিধেয় সংগৃহীত এবং রোগীর পরিচর্যার সুবন্দোবস্ত হয়, গোলযোগ দূরীভূত ও সমগ্রবিষয়ের শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়, তখন কর্তৃপক্ষ আপনাদের অদ্বিতীয় আশ্রয়স্থান—সুবিস্তৃত দুর্গের রক্ষায় উদাসীন থাকেন নাই। সাসিয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের পর ব্রিগেডিয়ার পল্‌হোয়েল্ গবর্নর জেনেরলের আদেশ অনুসারে সৈনিক-দলের অধ্যক্ষতা হইতে অপসারিত হইয়া-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:14 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ছিলেন। কর্নেল কটন তাঁহার স্থান পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এই নবনিয়োজিত অধ্যক্ষ আপনার গুরুতর কর্মসম্পাদনে কিছুমাত্র ঔদাস্য প্রকাশ করেন নাই। তাঁহাদের আশ্রয়স্থল বহু লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহারা অনেক অসহায় ও অসমর্থ জীবের রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ সময়ে বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিতে তাঁহাদের সাহস বা সামর্থ্য ছিল না। তাঁহারা, সুশিক্ষিত সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ, উভয়েই ক্ষীণবল ছিলেন। সুতরাং দুর্গের বহির্ভাগে যাইতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি হয় নাই। তাঁহারা দুর্গে থাকিয়াই যে কোনো-রূপে হউক, আত্মরক্ষার আয়োজনে তৎপর হন। এই সময়ে সকল বিষয়ে লেপ্টেনেণ্ট গবর্নরের কর্তৃত্ব থাকিলেও দুর্গ রক্ষা এবং খাদ্য ও পানীয় প্রভৃতির সংগ্রহ সম্বন্ধীয় যাবতীয় কর্ম সৈনিক-বিভাগের কর্মচারিগণের হস্তে ন্যস্ত ছিল। এখন এই সৈনিক-প্রধানগণ আশ্রয়দুর্গ সুরক্ষিত করিতে লাগিলেন। দুর্গ-প্রাচীরে বহুসংখ্যক কামান সন্নিবেশিত হইল। গোলন্দাজদিগের সংখ্যা অল্প ছিল। সবলকায় ফিরিঙ্গীদিগকে এই দলে গ্রহণ করা হইল। এই শ্রেণীর লোকে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈনিক-দলে প্রবেশপূর্বক কামান-পরিচালকের কার্যভার গ্রহণ করিল। দুর্গের চারি-পার্শ্বে যে সকল উন্নত ভূখন্ড ছিল, বিপক্ষগণ তৎসমুদয়ের অন্তরালে থাকিয়া, দুর্গ আক্রমণ করিতে পারে, এই আশঙ্কায় উহা পরিষ্কৃত ও সমভূমিতে পরিণত হইল। গোলাগুলি প্রভৃতি পর্যাপ্ত পরিমাণে সংগৃহীত হইতে লাগিল। কর্তৃপক্ষ বারুদখানার রক্ষার জন্য সবিশেষ মনোযোগী হইলেন; তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে, দুর্গপ্রাচীরের অন্তর্ভাগে তাঁহাদের শত্রুগণ অলক্ষ্যভাবে বিচরণ করিতেছে। ফকীরের বেশেই হউক, ভ্রমণকারী পথিকের ভাবেই হউক, ইহারা দুর্গস্থিত ভারতবর্ষীয়দিগের হৃদয় উত্তেজিত এবং দুর্গের যাবতীয় গোপনীয় বিষয় জানিতে চেষ্টা করিতে পারে। দুর্গে ছয়-সাতটি অস্ত্রাগার ছিল। এগুলি মৃৎপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত হইল। গৃহের ছাদ পুরু এবং মৃত্তিকায় আচ্ছাদিত করিয়া দেওয়া গেল। ইউরোপীয় রক্ষকের সংখ্যা দ্বিগুণ হইল। যে সকল অফিসর অস্ত্রাগারগুলির রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সর্বদা তৎসমুদয় পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং যে সকল লোকের উপর সন্দেহ হইতে লাগিল, তাহাদিগকে অস্ত্রাগারের সমীপবর্তী দেখিলে নিষ্কাশিত করিয়া দিতে লাগিলেন।

ইংরেজেরা যখন এইরূপ আয়োজন করিতেছিলেন, এইরূপ সতর্কভাবে সমস্ত বিষয়ের পর্যবেক্ষণে ব্যাপৃত হইতেছিলেন, এইরূপ শ্রমশীলতা ও যত্নপরতার পরিচয় দিতেছিলেন, তখন গোবালিয়রের উত্তেজিত সিপাহি-দল বহুসংখ্যক ছোটো ও বড়ো কামান লইয়া, আগ্রার সত্তর মাইল অন্তরে অবস্থিতি করিতেছিল। ইংরেজের সমক্ষে ইহাদের প্রাধান্য স্থাপন-বাসনা অন্তর্হিত হয় নাই, বরং উহা বলবতী হইয়া ইহাদিগকে কঠোর কার্য সাধনে প্রবর্তিত করিয়াছিল। ইহাদের অধিনায়কগণ আগ্রা আক্রমণ করিবে বলিয়া, অভিমত প্রকাশ করিতেছিল। মহারাজ সিন্দে অনেক কষ্টে ইহাদের প্রবল জিগীষা কিয়দংশে সংযতভাবে রাখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা যে দীর্ঘকাল পর্যন্ত ফলজনক হইবে, ইংরেজেরা এইরূপ আশা করেন নাই! গোবালিয়রের সিপাহি-দল সাতিশয় পরাক্রান্ত ছিল। সংখ্যাধিক্য তাহাদের বলবৃদ্ধি করিয়াছিল, উৎকৃষ্ট যুদ্ধোপকরণ তাহাদের সাহসিক

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:14 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

কার্যসাধনের সহায় হইয়াছিল, ইহার উপর ইংরেজের প্রদত্ত সামরিক শিক্ষা তাহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের পরিচয় দিতে সর্বদা উৎসাহযুক্ত করিয়া তুলিতেছিল। এইরূপ পরাক্রমশালী, এইরূপ সহায়সম্পন্ন, এইরূপ ভয়ঙ্কর শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায় আগ্রার দুর্গস্থিত ইংরেজেরা বিচলিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা যত শীঘ্র সম্ভব, দুর্গ সুরক্ষিত করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

যাঁহারা এই সময়ে গঙ্গা-যমুনার তীরবর্তী শস্য-শ্যামল ও সম্পত্তি-সম্পন্ন সুবিস্তৃত ভূখণ্ডে আধিপত্য করিতেছিলেন, লোকে যাঁহাদিগকে দেখিলে সম্মান প্রদর্শনে অগ্রসর হইত, যাঁহাদের কথায় মস্তক অবনত করিত, যাঁহাদের সন্তুষ্টিসাধনে সর্বদা উদ্যত থাকিত, তাঁহারা এইরূপে আপনাদের অধীন ব্যক্তিদিগেরই আক্রমণভয়ে আগ্রার দুর্গে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; দুর্গে তাঁহাদের যে নানারূপ অসুবিধা ঘটিয়াছিল, তাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। ক্রমে অনেক বিষয়ের শৃঙ্খলা হইয়াছিল বটে, কিন্তু অত্যধিক লোক-সংখ্যার জন্য গোলযোগ একেবারে দূর হয় নাই। একদিকে মলমূত্র পরিত্যাগের স্থান, অপরদিকে বিশুদ্ধ বায়ুর গমনাগমনের জন্য বিমুক্তস্থল, এই উভয় বিষয়ের নিমিত্তই নানা অসুবিধা হইয়াছিল। প্রথমটির অভাব পূরণের জন্য চেষ্টা করিলে দ্বিতীয়টির অভাবের জন্য কষ্টানুভব হইত। সমভাবে দুইদিক রক্ষা করা একরূপ অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক স্থান মশামাছিতে পরিপূর্ণ ছিল। দেওয়ানি ও সৈনিক-বিভাগের কর্মচারীরা বিশেষতঃ ইঞ্জিনিয়ারগণ সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দুর্গস্থিত লোকসমষ্টির নানা অভাবমোচন এবং অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ নিবারণের জন্য কার্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। কিন্তু যাঁহাদের কর্মক্ষেত্র তাদৃশ বিস্তৃত ছিল না,—যাঁহারা কেবল জীবনের জন্য স্থানান্তর হইতে দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন, সেই সকল সুখোচিত নর-নারীদিগকে কষ্টে কালযাপন করিতে হইত। শান্তির সময়ে তাঁহাদের আমোদে কোনোরূপ অন্তরায় ঘটিত না। তাঁহারা সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে শকটে বা অশ্বে আরোহণপূর্বক প্রভাতবায়ু সেবনে বহির্গত হইতেন, সূর্যাস্ত সময়ে সায়ন্তন সমীরে পুলকিত হইতেন। দুর্গে তাঁহাদের এরূপ সুযোগ ছিল না। কিন্তু এ বিষয়ে অন্যরূপ সুবিধা ছিল। দুর্গপ্রাচীর উন্নত। উহার পাদদেশ দিয়া যমুনা তরঙ্গরঙ্গে বহিয়া যাইতেছে। ইউরোপীয়গণ এই উন্নত দুর্গ-প্রাচীরে পরিভ্রমণ করিতেন। বিশুদ্ধ বায়ু যমুনাপ্রবাহে পরিষিক্ত হইয়া, স্পর্শে স্পর্শে তাঁহাদিগকে পুলকিত করিত। এইরূপ ভ্রমণ ব্যতীত তাঁহারা পুস্তকাদি পাঠে আমোদিত হইতেন। সন্ধ্যার পর তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন ভোজনস্থলে সমবেত হইয়া, বিবিধ আলাপে সুখানুভব করিতেন। কখনো কখনো আতঙ্কজনক বাজার-গুজব প্রচারিত হইলে তাঁহাদের মধ্যে উহার আন্দোলন হইত। কেহ কেহ কল্পনাবলে উহা অতিরঞ্জিত করিয়া তুলিতেন, কেহ কেহ উহার সত্যতা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করিতেন, কেহ কেহ বা দৃঢ়তাসহকারে নানা যুক্তি দেখাইয়া, উহার অলীকত্ব প্রতিপন্ন করিতে অগ্রসর হইতেন। জনরব প্রায়ই অলীক হইত। তখন যাঁহারা শঙ্কিত হইয়াছিলেন, যাঁহারা সংশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন, যাঁহারা দৃঢ়তাসহকারে কল্পনার লীলা বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কৌতুকের সহিত হাস্যরসের অপূর্ব উচ্ছ্বাস দেখা যাইত! আশঙ্কাকারিগণ আপনাদের ভীরুতায় লজ্জিত হইয়া

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:14 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

বিষয়ান্তরের আলাপে প্রতিপক্ষদিগকে ব্যাপৃত রাখিতে চেষ্টা করিতেন। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, আততায়ীর সমক্ষে আত্মরক্ষার জন্য অনেকে সৈনিকব্রত অবলম্বন করিয়াছিল। সেনাবিভাগের প্রধান ব্যক্তিগণ ইহাদিগকে রণকৌশল শিক্ষা দিতেন। বিপদ যখন অনিবার্য হয়, তখন সকল দিকেই উন্নমশীল ব্যক্তিদিগের যত্ন ও অধ্যবসায়ের নিদর্শন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। উপস্থিত স্থলেও এইরূপ নিদর্শন অপরিস্ফুটভাবে থাকে নাই। এ সময়ে সমগ্র দুর্গ যেন অদৃষ্টচর সজীবভাবে স্বকীয় অভূতপূর্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছিল।

এইরূপে জুলাই মাস অতিবাহিত হইল। আগস্ট মাসও ক্রমে অতীতের সহিত মিশিয়া গেল। কিন্তু লেপ্টেনাণ্ট গবর্নর আশ্বস্ত হইলেন না। তিনি যে ঘোর অন্ধকারে পরিবেষ্টিত ছিলেন, তাহা অপসারিত হইল না ; সমুজ্জ্বল আলোকের আবির্ভাবে তাঁহার চারিদিক প্রসন্ন হইয়া উঠিল না। তিনি দিল্লীর সংবাদ জানিবার জন্য সর্বদা উক্ত স্থানের কমিশনর গ্রিথেড সাহেবের সহিত পত্র লেখালেখি করিতেছিলেন। কিন্তু কমিশনর এরূপ কোনো সংবাদ পাঠাইতে পারিলেন না যে, যাহাতে লেপ্টেনাণ্ট গবর্নরের হৃদয় উৎফুল্ল হইতে পারে। মোগলের চিরপ্রসিদ্ধ রাজধানী উত্তেজিত সিপাহিদিগের হস্তে ছিল। নবাব ওয়াজিদ আলীর প্রিয় বাসভূমিতে সিপাহিগণ আত্মপ্রাধান্য রক্ষা করিতেছিল। সুতরাং এই দুই প্রধান স্থান হইতে কলবিন সাহেবের কোনোরূপ সাহায্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল না। যদি দিল্লী অধিকৃত এবং লক্ষ্ণৌর সিপাহিগণ পরাজিত ও দূরীভূত হইত, তাহা হইলে সমগ্র উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ইংরেজের প্রাধান্য রক্ষার সুবন্দোবস্ত ঘটিত। কিন্তু ইংরেজ যাহা ভাবিয়াছিলেন, অদৃষ্ট তাহার বিরোধী হইয়াই উঠিয়াছিল। দুর্গে সময়ে সময়ে নানাবিধ জনরব উঠিত। নানা প্রকারের বহুসংখ্যক অধিবাসী থাকাতে ঐ জনরব ক্রমে পল্লবিত এবং লোকের মুখে মুখে নানাভাবে পরিকীর্তিত হইত। ইহাতে আশঙ্কাবৃদ্ধি ও মনের অস্থিরতা ব্যতীত আর কোনো ফল হইত না। কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে নীরবে থাকিতেন। তাঁহারা এ বিষয়ের আন্দোলনে ব্যাপৃত হইতেন না বা অপরকে এ বিষয় বলিয়াও তাহার আশঙ্কা ও উদ্বেগ বৃদ্ধি করিতেন না।

সমগ্র উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ বিপ্লবপূর্ণ হইয়াছিল। আগ্রার পার্শ্ববর্তী স্থানে ক্ষমতাশালী লোকে স্বপ্রধান হইয়া, দিল্লীর বৃদ্ধ মোগলের নামে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিতেছিল। আলীগড়ে ঘাউস খাঁ নামক এক ব্যক্তি আপনাকে দিল্লীর বাদশাহের সুবাদার বলিয়া ঘোষণা-পূর্বক জনপদ শাসনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কর্নেল কটন ইহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। যাহারা ইচ্ছা করিয়া অশ্বারোহী সৈনিকের কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহাদের কতিপয় ব্যক্তি এই অভিযানে নিয়োজিত হইল। মৈনপুরীর প্রসিদ্ধ সাহসী অধিনায়ক ডি কাণ্টজো এই সৈনিকদিগের পরিচালনভার গ্রহণ করিলেন। সমগ্র সৈনিক-দলের কর্তৃত্ব মেজর মণ্টগোমারির উপর সমর্পিত হইল। বিপক্ষদিগের দমন ব্যতীত হাত্রাসনগর রক্ষা করা এবং স্থানীয় তালুকদারদিগকে আশ্বাস দেওয়া এই সৈন্য-প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল। মেজর মণ্টগোমারি সৈন্য লইয়া ২০শে আগস্ট আগ্রা হইতে যাত্রাপূর্বক ২৪শে তারিখ আলীগড়ে উপনীত হন। ঠাকুর গোবিন্দ সিংহ কতিপয় অশ্বারোহী দিয়া, ইহাঁর সাহায্য করেন। ঘাউস্ খাঁর মুসলমান সৈন্য ধর্মভাবে উত্তেজিত হইয়া, এমন বেগে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:14 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ইংরেজের পদাতিক সৈন্যকে আক্রমণ করে যে, ইংরেজ অধিনায়ককে তাহাদের সম্মুখে কামান সন্নিবেশ করিতে হয়! গাজীগণ তরবারি হস্তে করিয়া, 'দীন্ দীন্' রবে অগ্রসর হইয়াছিল। তাহারা প্রথমতঃ বিচলিত হইল না। কয়েক ঘণ্টা কাল উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। ইংরেজ সৈন্য সর্বপ্রকার যুদ্ধাস্ত্র লইয়া, সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। এদিকে ধর্মোন্মত্ত গাজীগণও সাহস ও পরাক্রমের পরিচয় দিতে বিমুখ হইল না। তাহারা কাফেরের শোণিতপাত করা আপনাদের ধর্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করিয়াছিল, এই ধর্ম রক্ষার জন্য তাহাদের উৎসাহ শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। তাহারা কামানের মুখে বুক পাতিয়া, নির্ভীক-চিত্তে অস্ত্র চালাইতে লাগিল। শেষে তাহাদের বলক্ষয় হইল। তাহারা ইংরেজের অসীম শক্তিসম্পন্ন আগ্নেয়াস্ত্রের সম্মুখে স্থির থাকিতে না পারিয়া আলীগড় পরিত্যাগ করিল। টেলিগ্রাফ্ বিভাগে যে সকল ইউরোপীয় বালক কর্ম করিত, তাহারা এই যুদ্ধের সময়ে সবিশেষ সাহস ও কর্মপটুতার পরিচয় দিয়াছিল। এই বালকদিগের চেষ্টায় আলীগড় ও আগ্রার মধ্যে টেলিগ্রাফের তার ঠিক ছিল। একটি বালক পাল্‌কীগাড়িতে বসিয়া, যুদ্ধের সমস্ত বিবরণ আগ্রার দুর্গে পাঠাইয়াছিল।

আগ্রার কর্তৃপক্ষ দুর্গে অবস্থিতি করিয়া পার্শ্ববর্তী স্থানে আত্মপ্রাধান্য স্থাপন ও গোলযোগ নিবারণের জন্য এইরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন। আলীগড়ের অভিযান তাঁহাদের সর্বপ্রধান ও সর্বশেষ চেষ্টা। তাঁহারা দুর্গের বহির্ভাগে থাকিতে সাহসী না হইলেও আপনাদের বসতিস্থানের চারিদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। যাহা হউক, অযোধ্যা এবং দিল্লীর বিষয় তাঁহাদের চিন্তনীয় হইয়াছিল। তাঁহারা বৃদ্ধ মোগল এবং নবাব ওয়াজিদ আলীর রাজধানীতে কি ঘটিতেছে, জানিবার জন্য সাতিশয় উৎসুক হইয়াছিলেন। কিরূপে তাঁহাদের প্রগাঢ় ঔৎসুক্যের পরিতৃপ্তি হইয়াছিল, তাহা পরবর্তী বিবরণে পরিস্ফুট হইবে।

এই সময়ের মধ্যে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর কলবিন্ সাহেবের শারীরিক শক্তির সহিত মানসিক শক্তির ক্রমেই হীনতা ঘটিতেছিল। ৫ই জুলাই সাসিয়ার যুদ্ধে আপনাদের সৈনিক-দলের পরাজয় এবং আগ্রার দুর্গে গমনের পর তিনি যেরূপ ভগ্নহৃদয়, সেইরূপ হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছিলেন। গভীর দুশ্চিন্তা তাঁহার রোগজীর্ণ দেহের উপর সমধিক পরাক্রম প্রকাশ করিতেছিল। তিনি আগ্রার দুর্গে অবরুদ্ধভাবে ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে দিল্লী উত্তেজিত সিপাহিদিগের অধিকারে ছিল, তাঁহার পার্শ্বভাগে লক্ষ্নৌ তাঁহাদের প্রাধান্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছিল, তাঁহার চারিদিকে প্রবল বিপক্ষগণ সংখ্যাধিক্যে ও যুদ্ধোপকরণে বলসম্পন্ন হইয়া ইংরেজের শোণিতপাতের সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিল। এইরূপে লেপ্টেনেণ্ট্ গবর্নরের দক্ষিণে ও বামে অগ্রে ও পশ্চাতে বিপক্ষতার নিদর্শন পরিলক্ষিত হইতেছিল। লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর ইহাতে ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিলেন। কিন্তু তিনি যে সকল সহযোগীতে পরিবেষ্টিত ছিলেন, যে সকল বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া, বিপত্তিময় কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছিলেন, তাঁহাদের সমক্ষে আপনার কোনোরূপ অবসন্নতা, কোনোরূপ দুশ্চিন্তা বা কোনোরূপ ঔদাস্য দেখাইতে ইচ্ছা করেন নাই। তাঁহার শাসনাধীন প্রদেশে প্রচণ্ড বিপ্লবের অভিঘাতে তদীয় সজাতিদিগের জীবন যেরূপ

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:14 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, দুশ্চিকিৎস্য রোগের আক্রমণে তাঁহার নিজের জীবনও সেইরূপ সঙ্কটসঙ্কুল হইয়াছিল। ইহাতেও তাঁহার উদ্যম ভঙ্গ হয় নাই, উৎসাহ নিস্তেজ হইয়া যায় নাই বা প্রজ্বলিত অন্তঃকরণ কমে নাই। তিনি প্রতিদিন শয্যা হইতে উঠিয়া কর্তব্যকর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হইতেন। কর্তব্যসম্পাদনে তাঁহার কখনো আলস্য দেখা যায় নাই। কোনরূপ অনুরোধ, কোনরূপ প্রার্থনা, কোনরূপ হেতুবাদ তাঁহার অবশিষ্ট জীবন রক্ষার জন্য তাঁহাকে এইরূপ পরিশ্রম হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। তাঁহার সহযোগিগণ যেরূপ কষ্টসহিষ্ণু, যেরূপ দূরদর্শী, সেইরূপ বিচক্ষণ ছিলেন, তথাপি তিনি কর্ম্ম হইতে বিরত হইতেন না। অতি সামান্য বিষয়েও তাঁহাকে সমান উদ্যমের সহিত পরিশ্রম করিতে দেখা যাইত। আগ্রার জজ রেইকস্ সাহেব জুলাই মাসে লিখিয়াছিলেন যে, যদি তিনি অস্ত্রাগার হইতে একখানি তরবারি বা একটি পিস্তল আনিতে চাহিতেন, তাহা হইলেও অনুমতিপত্রে লেপ্টেনেন্ট গবর্নরের স্বাক্ষরের প্রয়োজন হইত। এইরূপ সকল বিষয়েই কলবিন সাহেবের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল। কোনো বিষয় তাঁহার নিকট অপরিজ্ঞাতভাবে থাকিত না বা কোনো বিষয় তাঁহার বিনা অনুমতিতে সম্পন্ন হইত না। তিনি কোনো বিষয়ের সম্পাদনভার অপরের হস্তে দিতেন না এবং স্বয়ং কোনো বিষয় সম্পাদনে কিছুমাত্র শৈথিল্য দেখাইতেন না। দিনের পর দিন অতিবাহিত হইত। প্রতিদিন তাঁহার রক্ষণীয় সুবিস্তৃত প্রদেশের কর্মচারিদিগের নিকট হইতে কখনো ফরাসী, কখনো বা গ্রীক্ ভাষায় লিখিত সাহায্য প্রার্থনার পত্র আসিত। এই সকল অস্পষ্টলিপির উদ্ধার করিতে অনেক কষ্ট হইত। কিন্তু লেপ্টেনেন্ট গবর্নর কষ্টস্বীকারে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। তিনি যত্ন ও ধীরতার সহিত উক্ত লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করিতেন এবং যত্ন ও ধীরতার সহিত সমুদয় বিষয় অবগত হইয়া যথাযোগ্য আদেশ দিতেন।

রোগজনিত অবসাদের সহিত এইরূপ গুরুতর পরিশ্রম এবং এইরূপ গভীর দুশ্চিন্তায় কলবিন সাহেব ক্রমে জীবনের শেষ সীমায় উপস্থিত হইলেন। যাঁহারা এই বিপ্লবের সময়ে প্রধান রাজকীয় কর্মে নিয়োজিত ছিলেন, সুবিস্তৃত জনপদ, বহুসংখ্যক প্রজা, যাঁহাদের শাসন ও পালনের বিষয়ীভূত ছিল, তাঁহাদের কেহই উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনেন্ট গবর্নরের ন্যায় দুরদৃষ্ট-চক্রের-আবর্তনে নিষ্পেষিত হন নাই। লেপ্টেনেন্ট গবর্নর একে রোগজীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহার উপর তাঁহার শাসনাধীন প্রদেশে বিপ্লবের পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছিল। তিনি এক বিভাগের পর অন্য বিভাগ আপনার হস্ত হইতে স্খলিত হইতে দেখিতেছিলেন, তিনি স্বজাতির ও স্বধর্মের শত শত স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকার নিধনের বিষয় অবগত হইতেছিলেন, তিনি প্রতিমুহূর্তে অধীন লোককে অসংসাহসিক কার্যসাধনে ব্যাপৃত হইতে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ইহার কোনোরূপ প্রতীকারে সমর্থ হন নাই। তাঁহার অধিকৃত জনপদ বিপক্ষের আক্রমণ হইতে বিমুক্ত হয় নাই। তাঁহার স্বজাতির বা স্বধর্মের লোকেও বিপক্ষের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে অনেকে জীবনরক্ষার জন্য নিরতিশয় শোচনীয়ভাবে তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি ইহাদিগকে অপেক্ষাকৃত সুখে ও শান্তিতে রাখিবার জন্য

Generated on 2019-02-07 14:14 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

চিন্তান্বিত হইয়াছিলেন। এইরূপে সকল বিষয়ই তাঁহার অনন্ত দুর্ভাগ্যের পরিচয় দিতেছিল। তিনি দুই-একবার অফিসরদিগের সমাধির সময়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি চিকিৎসালয় দেখিতে যাইতেন, দুর্গপ্রাচীরে পরিভ্রমণ করিতেন, সকলের প্রতি সদয়-ভাব প্রদর্শন এবং সকলের সহিত শিষ্টতা-সহকারে আলাপ করিতেন, কিন্তু এইরূপ পরিদর্শন, পরিভ্রমণ ও কথোপকথনকালে তিনি যথোচিত আদরলাভ করিতেন না। অনেকে তাঁহার প্রতি অসম্মান প্রকাশ না করিলেও, অসৌজন্য প্রদর্শন করিত, অনেকে নানারূপ ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহার নিকটে পত্র লিখিত। তাঁহার বাক্স এইরূপ কুৎসাপূর্ণ পত্রসমূহে প্রায়ই পরিপূর্ণ থাকিত! তিনি যাঁহাদিগের উপর কর্তৃত্ব করিতেন, যাঁহারা তাঁহার আদেশে পরিচালিত হইতেন, তাঁহার ইচ্ছায় পদচ্যুত হইতেন বা পদলাভ করিতেন, তাঁহারাই এইরূপ অসৌজন্য প্রকাশ ও ভর্ৎসনা করিয়া, এই দুঃসময়ে তদীয় মানসিক শান্তি বিনষ্ট করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। লেপ্টেনেন্ট গবর্নর আপনার অধীন কর্মচারিদিগের কঠোর ভর্ৎসনায় স্বকীয় প্রশান্তভাবে বিসর্জন দেন নাই। তিনি অসামান্য শক্তিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। শারীরিক শক্তির সহিত মানসিক শক্তি সম্মিলিত হওয়াতে তিনি কোনো বিষয়েই অবনত, কোনো বিষয়েই পরাঙ্মুখ এবং কোনো বিষয়েই অস্থির হইতেন না। এখন নিয়তির অপরিবর্তনীয় বিধানে এই শক্তিসম্পন্ন পুরুষের শক্তিহ্রাস হইল। তিনি আগ্রার প্রান্তভাগে দুর্গাভ্যন্তরে বাস করিতে বাধ্য হইলেন। স্থানান্তর হইতে তাঁহার সাহায্য প্রাপ্তির কোনো আশা রহিল না। অধীন কর্মচারিগণ তৎপ্রতি অসন্তোষ ও বিরক্তির একশেষ দেখাইতে লাগিলেন। তাঁহার চারিদিকে যে করালকাদম্বিনী বিভীষিকাময়ী ছায়া বিস্তার করিতেছিল, তাহা ক্রমে গাঢ়তর হইয়া উঠিল। তিনি সদ্যঃপ্রসূত সন্তানের ন্যায় একান্ত নিঃসহায় ও নিরবলম্বন হইয়া সেই সর্ব-লোক-পালক ভগবানে আত্মসমর্পণ করিলেন। চিকিৎসকগণ তাঁহার শারীরিক অবস্থা নিতান্ত মন্দ দেখিয়া, তাঁহাকে সর্বপ্রকার পরিশ্রমে বিরত থাকিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু এই অনুরোধ রক্ষিত হইল না। লেপ্টেনেন্ট্ গবর্নর পরিশ্রমে বিরত হইলেন না। তাঁহাকে কিয়ৎকালের জন্য দুর্গ হইতে সৈনিক-নিবাসে লইয়া যাওয়া হইল, এইরূপ পরিবর্তনে কিয়দংশে উপকার হইল বটে, কিন্তু লেপ্টেনেন্ট্ গবর্নর পুনর্বার কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি জানিতেন তাঁহার অন্তিম-কাল আসন্ন হইয়াছে। তিনি যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন মানসপটে যে দেশের মনোমোহন দৃশ্য অঙ্কিত করিয়া পুলকিত হইতেন, সেই প্রিয়তম স্বদেশের সন্দর্শনলাভ তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিবে না। তিনি ইহা জানিয়াই স্বকীয় কর্মক্ষেত্রে কর্মশীল পুরুষশ্রেষ্ঠের ন্যায় দেহত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সেপ্টেম্বর মাসের প্রারম্ভে তিনি রেইক্স্ সাহেবকে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের পুলিশের সংস্কার সম্বন্ধে নিয়ম নির্দেশ করিতে আদেশ দেন। ৭ই তারিখ রেইক্স্ সাহেব এ বিষয়ে আলাপ করিবার জন্য তাঁহার গৃহে উপস্থিত হন। কিন্তু তিনি যাইয়া দেখেন যে, লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাতিশয় পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। কলবিন্ সাহেব রোগের এই আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। ৯ই সেপ্টেম্বর তিনি সর্বদর্শী ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে প্রশান্তভাবে দেহত্যাগ

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:14 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

করেন। তিনি গঙ্গা-যমুনার তীরবর্তী সুবিস্তৃত জনপদের শাসন ও পালনে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, অন্তিমশয্যায় থাকিবার জন্য দুর্গের বহির্ভাগে একটুকু স্থানলাভ তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই। ১০ই সেপ্টেম্বর দুর্গপ্রাচীরের অভ্যন্তরে তাঁহার সমাধি হয়। লর্ড কানিং তাঁহার মৃত্যুতে গভীর শোক-প্রকাশ-পূর্ব্বক বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য নির্দিষ্ট দিনে ব্রিটিশ জাতির চিরজয়ী পতাকা অবনত এবং সতর বার তোপধ্বনি করিতে আদেশ দেওয়া হয়*। এইরূপে ইংলণ্ডের একজন প্রধান কর্ম্মবীরের দেহত্যাগ হয়। ইতিহাস তাঁহার সম্মানরক্ষায় উদাসীন থাকে নাই। যিনি অন্তিমকালে স্বজাতির অনেকের নিকটে ধিক্কৃত ও তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, ইতিহাস তাঁহাকে বীরেন্দ্র সমাজের বরণীয় রণবিজয়ী বীরপুরুষ অপেক্ষাও উচ্চাসনে স্থাপিত করিয়া, তদীয় গৌরবঘোষণায় প্রবৃত্ত হয়।

* *Calcutta Gazette, Extraordinary Notification, September 19, 1857.*

Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:14 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

পঞ্চম অধ্যায়

লক্ষ্ণৌ—অযোধ্যা

অযোধ্যার অবস্থা—লোকের দুশ্চিন্তা—ভূস্বামি-সম্প্রদায়—নবাব-বংশীয়দিগের দুর্দশা—সৈনিক-দল—জনসাধারণের অবস্থা—লক্ষ্ণৌ রক্ষার বন্দোবস্ত—সৈনিক-নিবাসে সিপাহিদিগের বিরুদ্ধাচরণ—অযোধ্যার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে গোলযোগ—সীতাপুর—মুলাওন—মোহমদী—শাহজাহানপুরের পলাতকদিগের নিধন—ফৈজাবাদ—সুলতানপুর—বহরইচ—সিক্রোয়াগণ্ডা—মৌল্লাপুর—দরীয়াবাদ—কাচানীর পলাতকদিগের অবস্থা।

উপস্থিত সময়ে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র প্রদেশের মধ্যে বহু-বিস্তৃত ও বহু-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন অযোধ্যা ব্যতীত আর কোনো প্রদেশ ব্রিটিশ রাজপুরুষদিগের অধিকতর দুশ্চিন্তা বা অধিকতর আশঙ্কার উৎপত্তি করে নাই। অযোধ্যা বাংলার সিপাহিদিগের বসতিস্থল। সিপাহিগণ ইংরেজ বীরপুরুষদিগের নিকটে শিক্ষিত হইয়া ইংরেজের কার্যসাধনে রণক্ষেত্রে অসংকুচিতচিত্তে আত্মোৎসর্গ করিয়া থাকে। তাহারা যখন দেশান্তরে অবস্থিতি করে, ইংরেজের বিপক্ষদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে যখন প্রস্তুত হইতে থাকে, ইংরেজ অধিনায়কের আদেশ অনুসারে যখন দুর্গম অরণ্য, দুরারোহ পর্বত, দুস্তর তরঙ্গিণী অতিক্রম করে, তখন গরিয়সী জন্মভূমির বিষয় তাহাদের মানসপট হইতে অন্তর্হিত হয় না। তাহারা স্বদেশের কথায় পুলকিত হয়, আত্মীয়-স্বজন স্বদেশে নিরাপদে সুখ-শান্তিতে অবস্থিতি করিতেছে শুনিয়া নিশ্চিন্ত হয়, এবং আপনাদের বহুপরিশ্রমলব্ধ যৎসামান্য সম্পত্তি স্বদেশে সুরক্ষিত রহিয়াছে জানিয়া, বিদেশী প্রভুর আদেশ পালনে অধিকতর উৎসাহসম্পন্ন হইয়া উঠে।

বাংলার সিপাহিদিগের এই প্রিয়তম বাসভূমি—ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ এই সুবিস্তৃত প্রদেশ কিরূপে ইংরেজের হস্তগত হইয়াছে, ইহার অধিপতি নবাব ওয়াজিদ আলী কিরূপে আপনার দুরদৃষ্টের নিকটে মস্তক অবনত করিয়াছেন, তাহা উপস্থিত গ্রন্থের প্রথম ভাগে বিবৃত হইয়াছে। ইংরেজ অযোধ্যা অধিকার করিবার যে কোনো হেতু প্রদর্শন করুন না কেন, তাঁহাদের শাসনে অযোধ্যায় সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির যতোই বৃদ্ধি হউক না কেন, অযোধ্যা পূর্বতন অধিপতিদিগের আধিপত্য হইতে পরিভ্রষ্ট হওয়াতে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল। এই ঘটনায় হিন্দু ও মুসলমান, সমভাবে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাতে ভারতের অধিপতিগণ বিরক্ত হইয়াছিলেন, যেহেতু তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে, গবর্নমেণ্টের প্রতি যতোই অনুরাগ প্রকাশ করা যাক না কেন—ঋণস্বরূপ অর্থ দিয়াই হোক, যুদ্ধের সময়ে সৈন্য দিয়াই হোক, অথবা অন্য কোনো রূপেই হোক, যে ভাবেই গবর্নমেণ্টের সাহায্য করা হোক না কেন, গবর্নমেণ্ট আপনাদের সুবিধা বুঝিয়া, অপরের চিরন্তন সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত করিতে বা অপরের অধিকৃত জনপদ স্বকীয় অধিকারে আনিতে কিছু-মাত্র কুণ্ঠিত হন না। ইহা ভূ-সম্পত্তি-শালিদিগের

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:14 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

বিরাগের কারণ হইয়াছিল, যেহেতু তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, গবর্ণমেণ্টের অভিনব বিধান অনুসারে তাঁহারা সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ বা উহা অপেক্ষা অধিক ভাগ হইতে সহসা পরিভ্রষ্ট হইতে পারেন ! ইহা সম্ভ্রান্ত মুসলমানদিগের বিরাগের হেতু হইয়াছিল, যেহেতু তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, গবর্ণমেণ্টের আদেশে তাঁহাদের স্বজাতির ও স্বদেশের ভূপতিগণ এইরূপে পথভ্রষ্ট হইলে, ঐ সকল ভূপতির আধিপত্যকালে তাঁহাদের যে সকল অধিকার ছিল, তৎসমুদয় বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। ইহা নবাবের সৈনিকদিগকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল, যেহেতু তাহারা দেখিয়াছিল যে, তাহাদের পরিবারবর্গ নবাবের সরকার হইতে যে সাহায্য পাইত, তাহা বন্ধ হইয়া গেল। ইহাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অযোধ্যাবাসী সিপাহিগণ একান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, যেহেতু তাহারা দেখিয়াছিল যে, এতদিন নবাব যত্নসহকারে তাহাদের পরিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, তাহারা বিদেশে থাকিলেও আত্মীয়-স্বজনের ভাবনায় ব্যাকুল হইত না, কোনোরূপ অনিষ্টের প্রতিকার করিতে হইলে তাহারা ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট দ্বারা আপনাদের আবেদন-পত্র লক্ষ্ণৌর দরবারে পাঠাইত ; গবর্ণমেণ্টের সহিত মিত্রতাহেতু নবাব, গবর্ণমেণ্টের সিপাহিদিগের প্রার্থনা পূরণে অধিকতর মনোযোগী হইতেন ; এখন তাহাদের এইরূপ সুবিধা অন্তর্হিত হইল। ইহা অযোধ্যার কৃষক-সম্প্রদায় ও শ্রমজীবিগণের অসন্তোষের কারণ হইয়াছিল যেহেতু তাহারা ভাবিয়াছিল যে, নবাবের শাসনপ্রণালী যেরূপেই হউক না কেন, এতোদিন তাহারা করভারে নিপীড়িত হয় নাই, এখন ইংরেজের অধিকারে তাহাদিগকে নানারূপ কর দিতে হইবে। সংক্ষেপে অযোধ্যাধিকারে উচ্চ হইতে নিম্ন শ্রেণীর লোক পর্যন্ত, সকলেই একরূপ অসন্তোষ ও অশান্তির তীব্র জ্বালায় দগ্ধ হইতেছিল* ।

ইংরেজ বিনা বাধায় বহু বিস্তৃত ও বহু সম্পত্তিপূর্ণ প্রদেশের অধিপতিকে যখন আপনাদের ভারত-সাম্রাজ্যের রাজধানীর প্রান্তভাগে নির্বাসিত করিলেন, তখন অযোধ্যাবাসিদিগের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তাহারা ব্রিটিশ-সিংহের অসীম প্রতাপ ও অনন্ত প্রাধান্য মনে করিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল। পক্ষান্তরে নবাবের পদচ্যুতিতে তাহাদের ক্ষোভের সীমা রহিল না। নবাব অযোধ্যাবাসিদিগের প্রিয় ছিলেন। তাঁহার দুর্বলতা, তাঁহার স্বার্থপরতা, তাঁহার অমিতাচার যাহাই হউক না কেন, প্রজাবর্গ রাজা বলিয়া, তৎপ্রতি ভক্তিসহকৃত অনুরাগের পরিচয় দিত। নবাবের শাসনপ্রণালী যথেচ্ছাচার-মূলক হইলেও তাহারা অসন্তোষ প্রকাশ করে নাই এবং উহাতে তাহাদের কোনোরূপ অসুবিধাও ঘটে নাই। তাহারা এইরূপ শাসন-প্রণালীর বিষয়ে অভ্যস্ত ছিল এবং অভ্যাস অনুসারে উহাতে সন্তুষ্ট থাকিয়া, সংসারযাত্রা নির্বাহ করিত। অধিকন্তু নবাবের আধিপত্যকালে অনেকের গ্রাসাচ্ছাদনের কোনোরূপ কষ্ট ছিল না। যাঁহারা নবাবের আশ্রিত, অনুগত বা নবাবের সহিত কোনোরূপ আত্মীয়তাসূত্রে সম্বন্ধ ছিলেন, তাঁহারা লক্ষ্ণৌ-র দরবার হইতে নিয়মিতরূপে অর্থ পাইতেন। নবাবের পদচ্যুতির সহিত এই

* সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস-লেখক কর্নেল মালিসন্ এ সম্বন্ধে এইভাবে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।—*Malleson, Indian Mutiny. Vol. I, pp. 348-49.*

Generated on 2019-02-07 14:14 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

সকল লোকের অদৃষ্টচক্র পরিবর্তিত হইল। ইহাঁদের কোনোরূপ সাহায্যদাতা রহিল না। ইহাঁদের কষ্টমোচনে কেহই চেষ্টা করিল না। সহসা দুরবস্থার ভয়ঙ্কর আবর্তে নিপতিত ও ঘূর্ণায়মান হওয়াতে, ইহাঁদের শোচনীয়-ভাবের অবধি রহিল না। ইহাঁরা নিদারুণ দারিদ্র্যে নিপীড়িত, দুঃসহ কষ্টে মর্মাহত, শোচনীয় মলিনভাবে একান্ত অবসন্ন হইয়া, আপনাদের অমূল্য জীবন রক্ষার অদ্বিতীয় অবলম্বন অন্ন—কেবল একমুষ্টি অন্নের জন্য কাতরভাবে নয়নজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিলেন। যে সকল স্ত্রী-পুরুষ বংশমর্যাদায় সম্মানিত ছিলেন, সুখসৌভাগ্যে কালযাপন করিতেন, সর্বদা নানারূপ বিলাসদ্রব্যে পরিবৃত থাকিতেন, তাঁহারা সহসা দারিদ্র্য-তরঙ্গ-সংকুল ভয়াবহ সংসারসাগরে নিমজ্জিত হইলেন। তাঁহারা কাতরভাবে চারিদিকে হস্ত প্রসারণ করিতে লাগিলেন কিন্তু কোনোরূপ অবলম্বন তাঁহাদের হস্তগত হইল না। তাঁহাদের কেহ কেহ শাল, বনাত ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য বিক্রয় পূর্বক অন্ন সংস্থান করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ উদরজ্বালায় অস্থির হইয়া, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলেন*। ইহাঁদের দুরবস্থা দর্শনে সদাশয় ইংরেজ রাজপুরুষদের হৃদয় দয়ার্দ্র হইয়াছিল। অযোধ্যার রাজস্ব-সংক্রান্ত কমিশনর গাবিনস সাহেব এ সম্বন্ধে এইভাবে লিখিয়া গিয়াছেন,—'বোধহয় অযোধ্যার সম্ভ্রান্ত-বংশীয়গণ এবং নবাবের বহুসংখ্যক আত্মীয়স্বজন অধিকতর সমবেদনার পাত্র ছিলেন। ইহাঁরা নবাবের সরকার হইতে বৃত্তি পাইতেন। আমাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে এই বৃত্তির লোপ হয়। গবর্নমেণ্ট ইহাঁদের সাহায্যের জন্য অর্থ দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এ বিষয়ে যথোচিত অনুসন্ধানপূর্বক দানের প্রকৃত পাত্রদিগের নামের তালিকা প্রস্তুত করা আবশ্যক হইয়াছিল। এইরূপ প্রয়োজনের অনুরোধে অযথা বিলম্ব ঘটে। এ দিকে উপায়হীন সম্ভ্রান্তবংশীয়গণ আপনাদের ভরণপোষণের জন্য নিরতিশয় কষ্টে নিপতিত হন। আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, যাঁহারা কখনো অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হন নাই, তাঁহারা রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে সর্বসমক্ষে আত্মগোপনপূর্বক ভিক্ষা করিয়াছেন** !' রাজস্ব কমিশনর এইরূপ স্পষ্টবাদিতা, এইরূপ সত্যপ্রিয়তার পরিচয় দিয়াছেন এবং অপরের শোচনীয় অবস্থায় একান্ত মর্মাহত হইয়া, আত্মশ্লাঘার বাসনা এইরূপে সংযত রাখিয়াছেন। ফলতঃ ইংরেজের আধিপত্যে এই সকল লোকের অধঃপতন ও অবমাননার একশেষ ঘটিয়াছিল। পক্ষান্তরে দরিদ্র লোকেরও সাতিশয় কষ্ট হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌ-র অবরোধের ইতিহাস-লেখক রীড সাহেব এ সম্বন্ধে এইভাবে লিখিয়া গিয়াছেন,—'তাঁহাদের (অযোধ্যাবাসিদের) অনুরাগ প্রাপ্তির জন্য আমরা অতি অল্প কার্যই করিয়াছি। বিরাগ বৃদ্ধির জন্যই অনেক করা হইয়াছে। নবাবের রাজত্বে সহস্র সহস্র লোকে সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী ও নবাব বংশীয়দিগের ব্যবহারের নিমিত্ত নানাবিধ শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিত। কারুকার্যখচিত পাগড়ি, হুক্কা, জুতা প্রভৃতি সর্বদা বিক্রীত হইত। নবাবের আধিপত্য-লোপের সহিত এই নিরীহ শিল্পিদিগের কার্য বন্ধ হয়। জনসাধারণ বিশেষতঃ দরিদ্রগণ আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছে, যেহেতু তাহারা সকল দিকে সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে

* *Kaye, Sepoy War, Vol. III, p. 419.*

** *Gubbins, Mutinies in Oudh, p. 78.*

Generated on 2019-02-07 14:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

করভারে নিপীড়িত হইয়া পড়িয়াছে*। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অযোধ্যাবাসীদিগের এইরূপ দুরবস্থা মোচনে ইচ্ছা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সর্বপ্রথম তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে যথোপযুক্ত কার্যের অনুষ্ঠান হয় নাই। বহুদিন নবাবের আধিপত্য ছিল। এক নবাবের পর অন্য নবাব বহুদিন শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিয়াছিলেন, বহুদিন আশ্রিত ও অনুগত লোকে বৃত্তিভোগ করিত। এই বৃত্তিভোগীদিগের সংখ্যা স্থির ছিল না। বৃত্তিদানের ধারাবাহিক কোনো নিয়মও নির্দিষ্ট ছিল না। নানা লোকে নানারূপে বৃত্তি ভোগ করিত। ইংরেজ যখন অযোধ্যা অধিকার করেন, তখন তাঁহারা সবিশেষ সতর্কতা-সহকারে এ বিষয়ের শৃঙ্খলা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। যাঁহারা নবাধিকৃত প্রদেশের শাসন-সংক্রান্ত কার্যে নিয়োজিত ছিলেন, সম্ভ্রান্ত-সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহাদের তাদৃশ সমবেদনা পরিলক্ষিত হয় নাই। তাঁহারা বোধহয় অযোধ্যার পেন্সনের তালিকার বিষয় কেবল কাগজেই আবদ্ধ রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। উহা যে কার্যে পরিণত হইয়া নিঃসহায় নিরবলম্বদিগের অন্নবস্ত্র সংস্থানের সম্বল হইবে ইহা তাঁহাদের উপলব্ধ হয় নাই। যাঁহারা কার্যে অসামর্থ্য প্রকাশ করিয়াছিল, ভিক্ষা করিতে লজ্জিত ছিল, নৈরাশ্যে মর্মাহত হইয়াছিল, তাহাদের জীবন-মরণ সম্বন্ধে ইংরেজ রাজপুরুষগণ সর্বপ্রথম নিশ্চেষ্টভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু স্যার হেন্‌রি লরেন্স, ১৮৫৭ অব্দের ২০শে মার্চ অযোধ্যার প্রধান কমিশনরের কার্যভার গ্রহণপূর্বক এ বিষয়ে ঔদাস্য প্রকাশ করেন নাই। উদারতায় তাঁহার প্রকৃতি উন্নত ছিল, সমবেদনায় তাঁহার হৃদয় কোমলতর হইয়াছিল, কর্তব্যপরায়ণতায় তাঁহার উৎসাহকৃত সংকার্য-প্রবৃত্তি শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সুতরাং যাঁহারা এক সময়ে সুখসৌভাগ্যে কালযাপন করিতেন, সহসা তাঁহাদের শোচনীয় অধঃপতন দেখিয়া, তিনি উহার প্রতিকারে উদ্যত হইয়াছিলেন। অযোধ্যার শাসনভার গ্রহণের পরেই তিনি এ সম্বন্ধে যাবতীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করিতে উদ্যত হন এবং সদয়ভাবে দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে শীঘ্র শীঘ্র বৃত্তি দেওয়া হইবে বলিয়া আশ্বাস দেন। কিন্তু অযোধ্যা অধিকারের প্রায় চৌদ্দ মাস পরে তিনি অভিনব কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার প্রস্তাবিত মহৎকর্মের অনুষ্ঠানে বহু বিলম্ব ঘটিয়াছিল। ইহার মধ্যে সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় অধঃপতনের ফলভোগ করিয়াছিলেন, দুঃসহ কষ্টে নিপীড়িত হইয়াছিলেন এবং ইংরেজকে আপনাদের এইরূপ অধঃপতনের কারণ মনে করিয়া, তাঁহাদের উপর বিরক্ত ও বিদ্বেষপর হইয়া উঠিয়াছিলেন**।

পদচ্যুত নবাবের আত্মীয়স্বজন কেবল দারুণ দুর্দশাগ্রস্ত হন নাই। অযোধ্যার সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় কেবল আপনাদের দুঃসহ কষ্টের ফলভোগ করেন নাই। জনসাধারণ কেবল দারিদ্র্যে মর্মাহত ও করভারে অবসন্ন হইয়া উঠে নাই। ইহারা যখন শোচনীয়ভাবে দিনপাত করিতেছিল, নবাবের পদচ্যুতিতে যখন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্বক অভিনব শাসনকর্তার প্রতি একান্ত বিদ্বিষ্ট হইয়াছিল তখন আর-এক সম্প্রদায়ও ইহাদের ন্যায় ব্রিটিশ গবর্ন-মেণ্টের প্রতি বিরক্তি প্রকাশে উন্মুখ হইয়াছিলেন। অযোধ্যায় ইহাদের প্রভূত সম্মান

* *Rees. Seige of Lucknow, p. 34. Comp. Gubbins, p. 78,*

** *Kaye, Sepoy War, Vol. III, p. 421.*

Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2019-02-07 14:15 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

কার্যসাধনের সহায় হইয়াছিল, ইহার উপর ইংরেজের প্রদত্ত সামরিক শিক্ষা তাহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের পরিচয় দিতে সর্বদা উৎসাহযুক্ত করিয়া তুলিতেছিল। এইরূপ পরাক্রমশালী, এইরূপ সহায়সম্পন্ন, এইরূপ ভয়ংকর শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায় আগ্রার দুর্গস্থিত ইংরেজেরা বিচলিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা যত শীঘ্র সম্ভব, দুর্গ সুরক্ষিত করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

যাঁহারা এই সময়ে গঙ্গা-যমুনার তীরবর্তী শস্য-শ্যামল ও সম্পত্তি-সম্পন্ন সুবিস্তৃত ভূখণ্ডে আধিপত্য করিতেছিলেন, লোকে যাঁহাদিগকে দেখিলে সম্মান প্রদর্শনে অগ্রসর হইত, যাঁহাদের কথায় মস্তক অবনত করিত, যাঁহাদের সন্তুষ্টিসাধনে সর্বদা উদ্যত থাকিত, তাঁহারা এইরূপে আপনাদের অধীন ব্যক্তিদিগেরই আক্রমণভয়ে আগ্রার দুর্গে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; দুর্গে তাঁহাদের যে নানারূপ অসুবিধা ঘটিয়াছিল, তাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। ক্রমে অনেক বিষয়ের শৃঙ্খলা হইয়াছিল বটে, কিন্তু অত্যধিক লোক-সংখ্যার জন্য গোলযোগ একেবারে দূর হয় নাই। একদিকে মলমূত্র পরিত্যাগের স্থান, অপরদিকে বিশুদ্ধ বায়ুর গমনাগমনের জন্য বিমুক্তস্থল, এই উভয় বিষয়ের নিমিত্তই নানা অসুবিধা হইয়াছিল। প্রথমটির অভাব পূরণের জন্য চেষ্টা করিলে দ্বিতীয়টির অভাবের জন্য কষ্টানুভব হইত। সমভাবে দুইদিক রক্ষা করা একরূপ অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক স্থান মশামাছিতে পরিপূর্ণ ছিল। দেওয়ানি ও সৈনিক-বিভাগের কর্মচারীরা বিশেষতঃ ইঞ্জিনিয়ারগণ সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দুর্গস্থিত লোকসমষ্টির নানা অভাবমোচন এবং অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ নিবারণের জন্য কার্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। কিন্তু যাঁহাদের কর্মক্ষেত্র তাদৃশ বিস্তৃত ছিল না,—যাঁহারা কেবল জীবনের জন্য স্থানান্তর হইতে দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন, সেই সকল সুখোচিত নর-নারীদিগকে কষ্টে কালযাপন করিতে হইত। শান্তির সময়ে তাঁহাদের আমোদে কোনোরূপ অন্তরায় ঘটিত না। তাঁহারা সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে শকটে বা অশ্বে আরোহণপূর্বক প্রভাতবায়ু সেবনে বহির্গত হইতেন, সূর্যাস্ত সময়ে সায়ন্তন সমীরে পুলকিত হইতেন। দুর্গে তাঁহাদের এরূপ সুযোগ ছিল না। কিন্তু এ বিষয়ে অন্যরূপ সুবিধা ছিল। দুর্গপ্রাচীর উন্নত। উহার পাদদেশ দিয়া যমুনা তরঙ্গরঙ্গে বহিয়া যাইতেছে। ইউরোপীয়গণ এই উন্নত দুর্গ-প্রাচীরে পরিভ্রমণ করিতেন। বিশুদ্ধ বায়ু যমুনাপ্রবাহে পরিষিক্ত হইয়া, স্পর্শে স্পর্শে তাঁহাদিগকে পুলকিত করিত। এইরূপ ভ্রমণ ব্যতীত তাঁহারা পুস্তকাদি পাঠে আমোদিত হইতেন। সন্ধ্যার পর তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন ভোজনস্থলে সমবেত হইয়া, বিবিধ আলাপে সুখানুভব করিতেন। কখনো কখনো আতংকজনক বাজার-গুজব প্রচারিত হইলে তাঁহাদের মধ্যে উহার আন্দোলন হইত। কেহ কেহ কল্পনাবলে উহা অতিরঞ্জিত করিয়া তুলিতেন, কেহ কেহ উহার সত্যতা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করিতেন, কেহ কেহ বা দৃঢ়তাসহকারে নানা যুক্তি দেখাইয়া, উহার অলীকত্ব প্রতিপন্ন করিতে অগ্রসর হইতেন। জনরব প্রায়ই অলীক হইত। তখন যাঁহারা শঙ্কিত হইয়াছিলেন, যাঁহারা সংশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন, যাঁহারা দৃঢ়তাসহকারে কল্পনার লীলা বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কৌতুকের সহিত হাস্যরসের অপূর্ব উচ্ছ্বাস দেখা যাইত! আশংকাকারিগণ আপনাদের ভীরুতায় লজ্জিত হইয়া

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

বিষয়ান্তরের আলাপে প্রতিপক্ষদিগকে ব্যাপৃত রাখিতে চেষ্টা করিতেন। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, আততায়ীর সমক্ষে আত্মরক্ষার জন্য অনেকে সৈনিকব্রত অবলম্বন করিয়াছিল। সেনাবিভাগের প্রধান ব্যক্তিগণ ইহাদিগকে রণকৌশল শিক্ষা দিতেন। বিপদ যখন অনিবার্য হয়, তখন সকল দিকেই উদ্যমশীল ব্যক্তিদিগের যত্ন ও অধ্যবসায়ের নিদর্শন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। উপস্থিত স্থলেও এইরূপ নিদর্শন অপরিস্ফুটভাবে থাকে নাই। এ সময়ে সমগ্র দুর্গ যেন অদৃষ্টচর সজীবভাবে স্বকীয় অভূতপূর্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছিল।

এইরূপে জুলাই মাস অতিবাহিত হইল। আগস্ট মাসও ক্রমে অতীতের সহিত মিশিয়া গেল। কিন্তু লেপ্টেনাণ্ট গবর্নর আশ্বস্ত হইলেন না। তিনি যে ঘোর অন্ধকারে পরিবেষ্টিত ছিলেন, তাহা অপসারিত হইল না ; সমুজ্জ্বল আলোকের আবির্ভাবে তাঁহার চারিদিক প্রসন্ন হইয়া উঠিল না। তিনি দিল্লীর সংবাদ জানিবার জন্য সর্বদা উক্ত স্থানের কমিশনর গ্রিথেড সাহেবের সহিত পত্র লেখালেখি করিতেছিলেন। কিন্তু কমিশনর এরূপ কোনো সংবাদ পাঠাইতে পারিলেন না যে, যাহাতে লেপ্টেনাণ্ট গবর্নরের হৃদয় উৎফুল্ল হইতে পারে। মোগলের চিরপ্রসিদ্ধ রাজধানী উত্তেজিত সিপাহিদিগের হস্তে ছিল। নবাব ওয়াজিদ আলীর প্রিয় বাসভূমিতে সিপাহিগণ আত্মপ্রাধান্য রক্ষা করিতেছিল। সুতরাং এই দুই প্রধান স্থান হইতে কলবিন সাহেবের কোনোরূপ সাহায্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল না। যদি দিল্লী অধিকৃত এবং লক্ষ্ণৌর সিপাহিগণ পরাজিত ও দূরীভূত হইত, তাহা হইলে সমগ্র উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ইংরেজের প্রাধান্য রক্ষার সুবন্দোবস্ত ঘটিত। কিন্তু ইংরেজ যাহা ভাবিয়াছিলেন, অদৃষ্ট তাহার বিরোধী হইয়াই উঠিয়াছিল। দুর্গে সময়ে সময়ে নানাবিধ জনরব উঠিত। নানা প্রকারের বহুসংখ্যক অধিবাসী থাকাতে ঐ জনরব ক্রমে পল্লবিত এবং লোকের মুখে মুখে নানাভাবে পরিকীর্তিত হইত। ইহাতে আশঙ্কাবৃদ্ধি ও মনের অস্থিরতা ব্যতীত আর কোনো ফল হইত না। কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে নীরবে থাকিতেন। তাঁহারা এ বিষয়ের আন্দোলনে ব্যাপৃত হইতেন না বা অপরকে এ বিষয় বলিয়াও তাহার আশঙ্কা ও উদ্বেগ বৃদ্ধি করিতেন না।

সমগ্র উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ বিপ্লবপূর্ণ হইয়াছিল। আগ্রার পার্শ্ববর্তী স্থানে ক্ষমতাশালী লোকে স্বপ্রধান হইয়া, দিল্লীর বৃদ্ধ মোগলের নামে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিতেছিল। আলীগড়ে ঘাউস খাঁ নামক এক ব্যক্তি আপনাকে দিল্লীর বাদশাহের সুবাদার বলিয়া ঘোষণা-পূর্বক জনপদ শাসনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কর্নেল কটন ইহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। যাহারা ইচ্ছা করিয়া অশ্বারোহী সৈনিকের কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহাদের কতিপয় ব্যক্তি এই অভিযানে নিয়োজিত হইল। মৈনপুরীর প্রসিদ্ধ সাহসী অধিনায়ক ডি কাণ্টজো এই সৈনিকদিগের পরিচালনভার গ্রহণ করিলেন। সমগ্র সৈনিক-দলের কর্তৃত্ব মেজর মণ্টগোমারির উপর সমর্পিত হইল। বিপক্ষদিগের দমন ব্যতীত হাত্রাসনগর রক্ষা করা এবং স্থানীয় তালুকদারদিগকে আশ্বাস দেওয়া এই সৈন্য-প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল। মেজর মণ্টগোমারি সৈন্য লইয়া ২০শে আগস্ট আগ্রা হইতে যাত্রাপূর্বক ২৪শে তারিখ আলীগড়ে উপনীত হন। ঠাকুর গোবিন্দ সিংহ কতিপয় অশ্বারোহী দিয়া, ইহাঁর সাহায্য করেন। ঘাউস্ খাঁর মুসলমান সৈন্য ধর্মভাবে উত্তেজিত হইয়া, এমন বেগে

Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:15 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ইংরেজের পদাতিক সৈন্যকে আক্রমণ করে যে, ইংরেজ অধিনায়ককে তাহাদের সম্মুখে কামান সন্নিবেশ করিতে হয়! গাজীগণ তরবারি হস্তে করিয়া, 'দীন্ দীন্' রবে অগ্রসর হইয়াছিল। তাহারা প্রথমতঃ বিচলিত হইল না। কয়েক ঘণ্টা কাল উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। ইংরেজ সৈন্য সর্বপ্রকার যুদ্ধাস্ত্র লইয়া, সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। এদিকে ধর্মোন্মত্ত গাজীগণও সাহস ও পরাক্রমের পরিচয় দিতে বিমুখ হইল না। তাহারা কাফেরের শোণিতপাত করা আপনাদের ধর্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করিয়াছিল, এই ধর্ম রক্ষার জন্য তাহাদের উৎসাহ শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। তাহারা কামানের মুখে বুক পাতিয়া, নির্ভীক-চিত্তে অস্ত্র চালাইতে লাগিল। শেষে তাহাদের বলক্ষয় হইল। তাহারা ইংরেজের অসীম শক্তিসম্পন্ন আগ্নেয়াস্ত্রের সম্মুখে স্থির থাকিতে না পারিয়া আলীগড় পরিত্যাগ করিল। টেলিগ্রাফ্ বিভাগে যে সকল ইউরোপীয় বালক কর্ম করিত, তাহারা এই যুদ্ধের সময়ে সবিশেষ সাহস ও কর্মপটুতার পরিচয় দিয়াছিল। এই বালকদিগের চেষ্টায় আলীগড় ও আগ্রার মধ্যে টেলিগ্রাফের তার ঠিক ছিল। একটি বালক পাল্কীগাড়িতে বসিয়া, যুদ্ধের সমস্ত বিবরণ আগ্রার দুর্গে পাঠাইয়াছিল।

আগ্রার কর্তৃপক্ষ দুর্গে অবস্থিতি করিয়া পার্শ্ববর্তী স্থানে আত্মপ্রাধান্য স্থাপন ও গোলযোগ নিবারণের জন্য এইরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন। আলীগড়ের অভিযান তাঁহাদের সর্বপ্রধান ও সর্বশেষ চেষ্টা। তাঁহারা দুর্গের বহির্ভাগে থাকিতে সাহসী না হইলেও আপনাদের বসতিস্থানের চারিদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। যাহা হউক, অযোধ্যা এবং দিল্লীর বিষয় তাঁহাদের চিন্তনীয় হইয়াছিল। তাঁহারা বৃদ্ধ মোগল এবং নবাব ওয়াজিদ আলীর রাজধানীতে কি ঘটিতেছে, জানিবার জন্য সাতিশয় উৎসুক হইয়াছিলেন। কিরূপে তাঁহাদের প্রগাঢ় ঔৎসুক্যের পরিতৃপ্তি হইয়াছিল, তাহা পরবর্তী বিবরণে পরিস্ফুট হইবে।

এই সময়ের মধ্যে লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর কলবিন্ সাহেবের শারীরিক শক্তির সহিত মানসিক শক্তির ক্রমেই হীনতা ঘটিতেছিল। ৫ই জুলাই সাসিয়ার যুদ্ধে আপনাদের সৈনিক-দলের পরাজয় এবং আগ্রার দুর্গে গমনের পর তিনি যেরূপ ভগ্নহৃদয়, সেইরূপ হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছিলেন। গভীর দুশ্চিন্তা তাঁহার রোগজীর্ণ দেহের উপর সমধিক পরাক্রম প্রকাশ করিতেছিল। তিনি আগ্রার দুর্গে অবরুদ্ধভাবে ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে দিল্লী উত্তেজিত সিপাহিদিগের অধিকারে ছিল, তাঁহার পার্শ্বভাগে লক্ষ্নৌ তাঁহাদের প্রাধান্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছিল, তাঁহার চারিদিকে প্রবল বিপক্ষগণ সংখ্যাধিক্যে ও যুদ্ধোপকরণে বলসম্পন্ন হইয়া ইংরেজের শোণিতপাতের সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিল। এইরূপে লেপ্টেনেন্ট্ গবর্নরের দক্ষিণে ও বামে অগ্রে ও পশ্চাতে বিপক্ষতার নিদর্শন পরিলক্ষিত হইতেছিল। লেপ্টেনেন্ট গবর্নর ইহাতে ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিলেন। কিন্তু তিনি যে সকল সহযোগীতে পরিবেষ্টিত ছিলেন, যে সকল বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া, বিপত্তিময় কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছিলেন, তাঁহাদের সমক্ষে আপনার কোনোরূপ অবসন্নতা, কোনোরূপ দুশ্চিন্তা বা কোনোরূপ ঔদাস্য দেখাইতে ইচ্ছা করেন নাই। তাঁহার শাসনাধীন প্রদেশে প্রচণ্ড বিপ্লবের অভিঘাতে তদীয় সজাতিদিগের জীবন যেরূপ

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494 / Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

সংশয়াপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, দুশ্চিকিৎস্য রোগের আক্রমণে তাঁহার নিজের জীবনও সেইরূপ সংশয়-দোলায় অধিরূঢ় হইয়াছিল। ইহাতেও তাঁহার উদ্যম ভঙ্গ হয় নাই, উৎসাহ বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই বা শ্রমশীলতা অন্তর্ধান করে নাই। তিনি প্রতিদিন শয্যা হইতে উঠিয়া, কর্তব্য-কর্মে অভিনিবিষ্ট হইতেন। কর্তব্য-সম্পাদনে তাঁহার কখনো আলস্য দেখা যায় নাই। কোনোরূপ অনুরোধ, কোনোরূপ প্রার্থনা, কোনোরূপ হেতুবাদ তাঁহার অমূল্য জীবন রক্ষার জন্য, তাঁহাকে এইরূপ পরিশ্রম হইতে নিরস্ত করিতে পারে নাই। তাঁহার সহযোগিগণ যেরূপ কর্মপটু, যেরূপ দূরদর্শী, সেইরূপ বিশ্বস্ত ছিলেন, তথাপি তিনি কর্ম হইতে বিরত হইতেন না। অতি সামান্য বিষয়েও তাঁহাকে সমান উদ্যমের সহিত পরিশ্রম করিতে দেখা যাইত। আগ্রার জজ রেইক্‌স্ সাহেব জুলাই মাসে লিখিয়াছিলেন যে, যদি তিনি অস্ত্রাগার হইতে একখানি তরবারি বা একটি পিস্তল আনিতে চাহিতেন, তাহা হইলেও অনুমতিপত্রে লেপ্টেনেন্ট গবর্নরের স্বাক্ষরের প্রয়োজন হইত। এইরূপ সকল বিষয়েই কল্‌বিন্ সাহেবের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল। কোনো বিষয় তাঁহার নিকটে অপরিজ্ঞাতভাবে থাকিত না বা কোনো বিষয় তাঁহার বিনা অনুমতিতে সম্পন্ন হইত না। তিনি কোনো বিষয়ের সম্পাদনভার অপরের হস্তে দিতেন না এবং স্বয়ং কোনো বিষয় সম্পাদনে কিছুমাত্র শৈথিল্য দেখাইতেন না। দিনের-পর-দিন অতিবাহিত হইত। প্রতিদিন তাঁহার রক্ষণীয় সুবিস্তৃত প্রদেশের কর্মচারিদিগের নিকট হইতে কখনো ফরাসী, কখনো বা গ্রীক্ ভাষায় লিখিত সাহায্য প্রার্থনার পত্র আসিত। এই সকল অস্পষ্টলিপির উদ্ধার করিতে অনেক কষ্ট হইত। কিন্তু লেপ্টেনেন্ট গবর্নর কষ্টস্বীকারে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। তিনি যত্ন ও ধীরতার সহিত উক্ত লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করিতেন এবং যত্ন ও ধীরতার সহিত সমুদয় বিষয় অবগত হইয়া যথাযোগ্য আদেশ দিতেন।

রোগজনিত অবসাদের সহিত এইরূপ গুরুতর পরিশ্রম এবং এইরূপ গভীর দুশ্চিন্তায় কলবিন সাহেব ক্রমে জীবনের শেষ সীমায় উপস্থিত হইলেন। যাঁহারা এই বিপ্লবের সময়ে প্রধান রাজকীয় কর্মে নিয়োজিত ছিলেন, সুবিস্তৃত জনপদ, বহুসংখ্যক প্রজা, যাঁহাদের শাসন ও পালনের বিষয়ীভূত ছিল, তাঁহাদের কেহই উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনেন্ট গবর্নরের ন্যায় দুরদৃষ্ট-চক্রের-আবর্তনে নিষ্পেষিত হন নাই। লেপ্টেনেন্ট গবর্নর একে রোগজীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহার উপর তাঁহার শাসনাধীন প্রদেশে বিপ্লবের পূর্ণবিকাশ ঘটিয়াছিল। তিনি এক বিভাগের পর অন্য বিভাগ আপনার হস্ত হইতে স্খলিত হইতে দেখিতেছিলেন, তিনি স্বজাতির ও স্বধর্মের শত শত স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকার নিধনের বিষয় অবগত হইতেছিলেন, তিনি প্রতিমুহূর্তে অধীন লোককে অসংসাহসিক কার্যসাধনে ব্যাপৃত হইতে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ইহার কোনোরূপ প্রতীকারে সমর্থ হন নাই। তাঁহার অধিকৃত জনপদ বিপক্ষের আক্রমণ হইতে বিমুক্ত হয় নাই। তাঁহার স্বজাতির বা স্বধর্মের লোকেও বিপক্ষের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে অনেকে জীবনরক্ষার জন্য নিরতিশয় শোচনীয়ভাবে তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি ইহাদিগকে অপেক্ষাকৃত সুখে ও শান্তিতে রাখিবার জন্য

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:17 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

চিন্তান্বিত হইয়াছিলেন। এইরূপে সকল বিষয়ই তাঁহার অনন্ত দুর্ভাগ্যের পরিচয় দিতেছিল। তিনি দুই-একবার অফিসরদিগের সমাধির সময়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি চিকিৎসালয় দেখিতে যাইতেন, দুর্গপ্রাচীরে পরিভ্রমণ করিতেন, সকলের প্রতি সদয়-ভাব প্রদর্শন এবং সকলের সহিত শিষ্টতা-সহকারে আলাপ করিতেন, কিন্তু এইরূপ পরিদর্শন, পরিভ্রমণ ও কথোপকথনকালে তিনি যথোচিত আদরলাভ করিতেন না। অনেকে তাঁহার প্রতি অসম্মান প্রকাশ না করিলেও, অসৌজন্য প্রদর্শন করিত, অনেকে নানারূপ ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহার নিকটে পত্র লিখিত। তাঁহার বাক্স এইরূপ কুৎসাপূর্ণ পত্রসমূহে প্রায়ই পরিপূর্ণ থাকিত! তিনি যাঁহাদিগের উপর কর্তৃত্ব করিতেন, যাঁহারা তাঁহার আদেশে পরিচালিত হইতেন, তাঁহার ইচ্ছায় পদচ্যুত হইতেন বা পদলাভ করিতেন, তাঁহারাই এইরূপ অসৌজন্য প্রকাশ ও ভর্ৎসনা করিয়া, এই দুঃসময়ে তদীয় মানসিক শান্তি বিনষ্ট করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। লেপ্টেনেন্ট গবর্নর আপনার অধীন কর্মচারিদিগের কঠোর ভর্ৎসনায় স্বকীয় প্রশান্তভাবে বিসর্জন দেন নাই। তিনি অসামান্য শক্তিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। শারীরিক শক্তির সহিত মানসিক শক্তি সম্মিলিত হওয়াতে তিনি কোনো বিষয়েই অবনত, কোনো বিষয়েই পরাঙ্মুখ এবং কোনো বিষয়েই অস্থির হইতেন না। এখন নিয়তির অপরিবর্তনীয় বিধানে এই শক্তিসম্পন্ন পুরুষের শক্তিহ্রাস হইল। তিনি আগ্রার প্রান্তভাগে দুর্গাভ্যন্তরে বাস করিতে বাধ্য হইলেন। স্থানান্তর হইতে তাঁহার সাহায্য প্রাপ্তির কোনো আশা রহিল না। অধীন কর্মচারিগণ তৎপ্রতি অসন্তোষ ও বিরক্তির একশেষ দেখাইতে লাগিলেন। তাঁহার চারিদিকে যে করালকাদম্বিনী বিভীষিকাময়ী ছায়া বিস্তার করিতেছিল, তাহা ক্রমে গাঢ়তর হইয়া উঠিল। তিনি সদ্যঃপ্রসূত সন্তানের ন্যায় একান্ত নিঃসহায় ও নিরবলম্বন হইয়া সেই সর্ব-লোক-পালক ভগবানে আত্মসমর্পণ করিলেন। চিকিৎসকগণ তাঁহার শারীরিক অবস্থা নিতান্ত মন্দ দেখিয়া, তাঁহাকে সর্বপ্রকার পরিশ্রমে বিরত থাকিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু এই অনুরোধ রক্ষিত হইল না। লেপ্টেনেন্ট্ গবর্নর পরিশ্রমে বিরত হইলেন না। তাঁহাকে কিয়ৎকালের জন্য দুর্গ হইতে সৈনিক-নিবাসে লইয়া যাওয়া হইল, এইরূপ পরিবর্তনে কিয়দংশে উপকার হইল বটে, কিন্তু লেপ্টেনেন্ট্ গবর্নর পুনর্বার কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি জানিতেন তাঁহার অন্তিম-কাল আসন্ন হইয়াছে। তিনি যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন মানসপটে যে দেশের মনোমোহন দৃশ্য অঙ্কিত করিয়া পুলকিত হইতেন, সেই প্রিয়তম স্বদেশের সন্দর্শনলাভ তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিবে না। তিনি ইহা জানিয়াই স্বকীয় কর্মক্ষেত্রে কর্মশীল পুরুষশ্রেষ্ঠের ন্যায় দেহত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সেপ্টেম্বর মাসের প্রারম্ভে তিনি রেইক্স্ সাহেবকে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের পুলিশের সংস্কার সম্বন্ধে নিয়ম নির্দেশ করিতে আদেশ দেন। ৭ই তারিখ রেইক্স্ সাহেব এ বিষয়ে আলাপ করিবার জন্য তাঁহার গৃহে উপস্থিত হন। কিন্তু তিনি যাইয়া দেখেন যে, লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাতিশয় পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। কলবিন্ সাহেব রোগের এই আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। ৯ই সেপ্টেম্বর তিনি সর্বদর্শী ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে প্রশান্তভাবে দেহত্যাগ

Generated on 2019-02-07 14:15 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

করেন। তিনি গঙ্গা-যমুনার তীরবর্তী সুবিস্তৃত জনপদের শাসন ও পালনে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, অন্তিমশয্যায় থাকিবার জন্য দুর্গের বহির্ভাগে একটুকু স্থানলাভ তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই। ১০ই সেপ্টেম্বর দুর্গপ্রাচীরের অভ্যন্তরে তাঁহার সমাধি হয়। লর্ড কানিং তাঁহার মৃত্যুতে গভীর শোক-প্রকাশ-পূর্বক বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য নির্দিষ্ট দিনে ব্রিটিশ জাতির চিরজয়ী পতাকা অবনত এবং সতর বার তোপধ্বনি করিতে আদেশ দেওয়া হয়*। এইরূপে ইংলণ্ডের একজন প্রধান কর্মবীরের দেহত্যাগ হয়। ইতিহাস তাঁহার সম্মানরক্ষায় উদাসীন থাকে নাই। যিনি অন্তিমকালে স্বজাতির অনেকের নিকটে ধিকৃত ও তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, ইতিহাস তাঁহাকে বীরেন্দ্র সমাজের বরণীয় রণবিজয়ী বীরপুরুষ অপেক্ষাও উচ্চাসনে স্থাপিত করিয়া, তদীয় গৌরবঘোষণায় প্রবৃত্ত হয়।

* *Calcutta Gazette, Extraordinary Notification, September 19, 1857.*

Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:15 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

পঞ্চম অধ্যায়

লক্ষ্ণৌ—অযোধ্যা

অযোধ্যার অবস্থা—লোকের দুশ্চিন্তা—ভূস্বামি-সম্প্রদায়—নবাব-বংশীয়দিগের দুর্দশা—সৈনিক-দল—জনসাধারণের অবস্থা—লক্ষ্ণৌ রক্ষার বন্দোবস্ত—সৈনিক-নিবাসে সিপাহিদিগের বিরুদ্ধাচরণ—অযোধ্যার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে গোলযোগ—সীতাপুর—মুলাওন—মোহমদী—শাহজাহানপুরের পলাতকদিগের নিধন—ফৈজাবাদ—সুলতানপুর—বহরইচ—সিক্রোয়াগণ্ডা—মৌল্লাপুর—দরীয়াবাদ—কাচানীর পলাতকদিগের অবস্থা।

উপস্থিত সময়ে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র প্রদেশের মধ্যে বহু-বিস্তৃত ও বহু-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন অযোধ্যা ব্যতীত আর কোনো প্রদেশ ব্রিটিশ রাজপুরুষদিগের অধিকতর দুশ্চিন্তা বা অধিকতর আশঙ্কার উৎপত্তি করে নাই। অযোধ্যা বাংলার সিপাহিদিগের বসতিস্থল। সিপাহিগণ ইংরেজ বীরপুরুষদিগের নিকটে শিক্ষিত হইয়া ইংরেজের কার্যসাধনে রণক্ষেত্রে অসংকুচিতচিত্তে আত্মোৎসর্গ করিয়া থাকে। তাহারা যখন দেশান্তরে অবস্থিতি করে, ইংরেজের বিপক্ষদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে যখন প্রস্তুত হইতে থাকে, ইংরেজ অধিনায়কের আদেশ অনুসারে যখন দুর্গম অরণ্য, দুরারোহ পর্বত, দুস্তর তরঙ্গিণী অতিক্রম করে, তখন গরিয়সী জন্মভূমির বিষয় তাহাদের মানসপট হইতে অন্তর্হিত হয় না। তাহারা স্বদেশের কথায় পুলকিত হয়, আত্মীয়-স্বজন স্বদেশে নিরাপদে সুখ-শান্তিতে অবস্থিতি করিতেছে শুনিয়া নিশ্চিন্ত হয়, এবং আপনাদের বহুপরিশ্রমলব্ধ যৎসামান্য সম্পত্তি স্বদেশে সুরক্ষিত রহিয়াছে জানিয়া, বিদেশী প্রভুর আদেশ পালনে অধিকতর উৎসাহসম্পন্ন হইয়া উঠে।

বাংলার সিপাহিদিগের এই প্রিয়তম বাসভূমি—ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ এই সুবিস্তৃত প্রদেশ কিরূপে ইংরেজের হস্তগত হইয়াছে, ইহার অধিপতি নবাব ওয়াজিদ আলী কিরূপে আপনার দুরদৃষ্টের নিকটে মস্তক অবনত করিয়াছেন, তাহা উপস্থিত গ্রন্থের প্রথম ভাগে বিবৃত হইয়াছে। ইংরেজ অযোধ্যা অধিকার করিবার যে কোনো হেতু প্রদর্শন করুন না কেন, তাঁহাদের শাসনে অযোধ্যায় সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির যতোই বৃদ্ধি হউক না কেন, অযোধ্যা পূর্বতন অধিপতিদিগের আধিপত্য হইতে পরিভ্রষ্ট হওয়াতে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল। এই ঘটনায় হিন্দু ও মুসলমান, সমভাবে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাতে ভারতের অধিপতিগণ বিরক্ত হইয়াছিলেন, যেহেতু তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে, গবর্নমেণ্টের প্রতি যতোই অনুরাগ প্রকাশ করা যাক না কেন—ঋণস্বরূপ অর্থ দিয়াই হোক, যুদ্ধের সময়ে সৈন্য দিয়াই হোক, অথবা অন্য কোনো রূপেই হোক, যে ভাবেই গবর্নমেণ্টের সাহায্য করা হোক না কেন, গবর্নমেণ্ট আপনাদের সুবিধা বুঝিয়া, অপরের চিরন্তন সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত করিতে বা অপরের অধিকৃত জনপদ স্বকীয় অধিকারে আনিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। ইহা ভূ-সম্পত্তি-শালিদিগের

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:15 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

বিরাগের কারণ হইয়াছিল, যেহেতু তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, গবর্নমেণ্টের অভিনব বিধান অনুসারে তাঁহারা সম্পত্তির অর্ধাংশ বা উহা অপেক্ষা অধিক ভাগ হইতে সহসা পরিভ্রষ্ট হইতে পারেন! ইহা সম্ভ্রান্ত মুসলমানদিগের বিরাগের হেতু হইয়াছিল, যেহেতু তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, গবর্নমেণ্টের আদেশে তাঁহাদের স্বজাতির ও স্বদেশের ভূপতিগণ এইরূপে পথভ্রষ্ট হইলে, ঐ সকল ভূপতির আধিপত্যকালে তাঁহাদের যে সকল অধিকার ছিল, তৎসমুদয় বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। ইহা নবাবের সৈনিকদিগকে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের উপর বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল, যেহেতু তাহারা দেখিয়াছিল যে, তাহাদের পরিবারবর্গ নবাবের সরকার হইতে যে সাহায্য পাইত, তাহা বন্ধ হইয়া গেল। ইহাতে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের অযোধ্যাবাসী সিপাহিগণ একান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, যেহেতু তাহারা দেখিয়াছিল যে, এতদিন নবাব যত্নসহকারে তাহাদের পরিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, তাহারা বিদেশে থাকিলেও আত্মীয়-স্বজনের ভাবনায় ব্যাকুল হইত না, কোনোরূপ অনিষ্টের প্রতিকার করিতে হইলে তাহারা ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট দ্বারা আপনাদের আবেদন-পত্র লক্ষ্ণৌর দরবারে পাঠাইত; গবর্নমেণ্টের সহিত মিত্রতাহেতু নবাব, গবর্নমেণ্টের সিপাহিদিগের প্রার্থনা পূরণে অধিকতর মনোযোগী হইতেন; এখন তাহাদের এইরূপ সুবিধা অন্তর্হিত হইল। ইহা অযোধ্যার কৃষক-সম্প্রদায় ও শ্রমজীবি-গণের অসন্তোষের কারণ হইয়াছিল, যেহেতু তাহারা ভাবিয়াছিল যে, নবাবের শাসনপ্রণালী যেরূপেই হউক না কেন, এতোদিন তাহারা করভারে নিপীড়িত হয় নাই, এখন ইংরেজের অধিকারে তাহাদিগকে নানারূপ কর দিতে হইবে। সংক্ষেপে অযোধ্যাধিকারে উচ্চ হইতে নিম্ন শ্রেণীর লোক পর্যন্ত, সকলেই একরূপ অসন্তোষ ও অশান্তির তীব্র জ্বালায় দগ্ধ হইতেছিল*।

ইংরেজ বিনা বাধায় বহু বিস্তৃত ও বহু সম্পত্তিপূর্ণ প্রদেশের অধিপতিকে যখন আপনাদের ভারত-সাম্রাজ্যের রাজধানীর প্রান্তভাগে নির্বাসিত করিলেন, তখন অযোধ্যা-বাসিদিগের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তাহারা ব্রিটিশ-সিংহের অসীম প্রতাপ ও অনন্ত প্রাধান্য মনে করিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল। পক্ষান্তরে নবাবের পদচ্যুতিতে তাহাদের ক্ষোভের সীমা রহিল না। নবাব অযোধ্যাবাসিদিগের প্রিয় ছিলেন। তাঁহার দুর্বলতা, তাঁহার স্বার্থপরতা, তাঁহার অমিতাচার যাহাই হউক না কেন, প্রজাবর্গ রাজা বলিয়া, তৎপ্রতি ভক্তিসহকৃত অনুরাগের পরিচয় দিত। নবাবের শাসনপ্রণালী যথেচ্ছাচার-মূলক হইলেও তাহারা অসন্তোষ প্রকাশ করে নাই এবং উহাতে তাহাদের কোনোরূপ অসুবিধাও ঘটে নাই। তাহারা এইরূপ শাসন-প্রণালীর বিষয়ে অভ্যস্ত ছিল এবং অভ্যাস অনুসারে উহাতে সন্তুষ্ট থাকিয়া, সংসারযাত্রা নির্বাহ করিত। অধিকন্তু নবাবের আধিপত্যকালে অনেকের গ্রাসাচ্ছাদনের কোনোরূপ কষ্ট ছিল না। যাঁহারা নবাবের আশ্রিত, অনুগত বা নবাবের সহিত কোনোরূপ আত্মীয়তাসূত্রে সম্বন্ধ ছিলেন, তাঁহারা লক্ষ্ণৌ-র দরবার হইতে নিয়মিতরূপে অর্থ পাইতেন। নবাবের পদচ্যুতির সহিত এই

* সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস-লেখক কর্নেল মালিসন্ এ সম্বন্ধে এইভাবে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।—*Malleson, Indian Mutiny. Vol. I, pp. 348-49.*

Generated on 2019-02-07 14:15 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

সকল লোকের অদৃষ্টচক্র পরিবর্তিত হইল। ইহাঁদের কোনোরূপ সাহায্যদাতা রহিল না। ইহাঁদের কষ্টমোচনে কেহই চেষ্টা করিল না। সহসা দুরবস্থার ভয়ংকর আবর্তে নিপতিত ও ঘূর্ণায়মান হওয়াতে, ইহাঁদের শোচনীয়-ভাবের অবধি রহিল না। ইহাঁরা নিদারুণ দারিদ্র্যে নিপীড়িত, দুঃসহ কষ্টে মর্মাহত, শোচনীয় মলিনভাবে একান্ত অবসন্ন হইয়া, আপনাদের অমূল্য জীবন রক্ষার অদ্বিতীয় অবলম্বন অন্ন – কেবল একমুষ্টি অন্নের জন্য কাতরভাবে নয়নজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিলেন। যে সকল স্ত্রী-পুরুষ বংশমর্যাদায় সম্মানিত ছিলেন, সুখসৌভাগ্যে কালযাপন করিতেন, সর্বদা নানারূপ বিলাসদ্রব্যে পরিবৃত থাকিতেন, তাঁহারা সহসা দারিদ্র্য-তরঙ্গ-সংকুল ভয়াবহ সংসারসাগরে নিমজ্জিত হইলেন। তাঁহারা কাতরভাবে চারিদিকে হস্ত প্রসারণ করিতে লাগিলেন কিন্তু কোনোরূপ অবলম্বন তাঁহাদের হস্তগত হইল না। তাঁহাদের কেহ কেহ শাল, বনাত ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য বিক্রয় পূর্বক অন্ন সংস্থান করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ উদরজ্বালায় অস্থির হইয়া, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলেন*। ইহাঁদের দুরবস্থা দর্শনে সদাশয় ইংরেজ রাজপুরুষদের হৃদয় দয়ার্দ্র হইয়াছিল। অযোধ্যার রাজস্ব-সংক্রান্ত কমিশনর গাবিন্‌স সাহেব এ সম্বন্ধে এইভাবে লিখিয়া গিয়াছেন,—'বোধহয় অযোধ্যার সম্ভ্রান্ত-বংশীয়গণ এবং নবাবের বহুসংখ্যক আত্মীয়স্বজন অধিকতর সমবেদনার পাত্র ছিলেন। ইহাঁরা নবাবের সরকার হইতে বৃত্তি পাইতেন। আমাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে এই বৃত্তির লোপ হয়। গবর্নমেণ্ট ইহাঁদের সাহায্যের জন্য অর্থ দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এ বিষয়ে যথোচিত অনুসন্ধানপূর্বক দানের প্রকৃত পাত্রদিগের নামের তালিকা প্রস্তুত করা আবশ্যক হইয়াছিল। এইরূপ প্রয়োজনের অনুরোধে অযথা বিলম্ব ঘটে। এ দিকে উপায়হীন সম্ভ্রান্তবংশীয়গণ আপনাদের ভরণপোষণের জন্য নিরতিশয় কষ্টে নিপতিত হন। আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, যাঁহারা কখনো অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হন নাই, তাঁহারা রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে সর্বসমক্ষে আত্মগোপনপূর্বক ভিক্ষা করিয়াছেন**!' রাজস্ব কমিশনর এইরূপ স্পষ্টবাদিতা, এইরূপ সত্যপ্রিয়তার পরিচয় দিয়াছেন এবং অপরের শোচনীয় অবস্থায় একান্ত মর্মাহত হইয়া, আত্মশ্লাঘার বাসনা এইরূপে সংযত রাখিয়াছেন। ফলতঃ ইংরেজের আধিপত্যে এই সকল লোকের অধঃপতন ও অবমাননার একশেষ ঘটিয়াছিল। পক্ষান্তরে দরিদ্র লোকেরও সাতিশয় কষ্ট হইয়াছিল। লক্ষ্মৌ-র অবরোধের ইতিহাস-লেখক রীড সাহেব এ সম্বন্ধে এইভাবে লিখিয়া গিয়াছেন,— 'তাঁহাদের (অযোধ্যাবাসিদের) অনুরাগ প্রাপ্তির জন্য আমরা অতি অল্প কার্যই করিয়াছি। বিরাগ বৃদ্ধির জন্যই অনেক করা হইয়াছে। নবাবের রাজত্বে সহস্র সহস্র লোকে সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী ও নবাব বংশীয়দিগের ব্যবহারের নিমিত্ত নানাবিধ শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিত। কারুকার্যখচিত পাগড়ি, হুক্কা, জুতা প্রভৃতি সর্বদা বিক্রীত হইত। নবাবের আধিপত্য-লোপের সহিত এই নিরীহ শিল্পিদিগের কার্য বন্ধ হয়। জনসাধারণ বিশেষতঃ দরিদ্রগণ আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছে, যেহেতু তাহারা সকল দিকে সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে

* *Kaye, Sepoy War, Vol. III, p. 419.*

** *Gubbins, Mutinies in Oudh, p. 78.*

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2019-02-07 14:15 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

করভারে নিপীড়িত হইয়া পড়িয়াছে*।' ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট অযোধ্যাবাসিদিগের এইরূপ দুরবস্থার মোচনে ইচ্ছা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সর্বপ্রথম তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে যথোপযুক্ত কার্যের অনুষ্ঠান হয় নাই। যতদিন নবাবের আধিপত্য ছিল, এক নবাবের পর অন্য নবাব যতদিন শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিতেছিলেন, ততদিন আশ্রিত ও অনুগত লোকে বৃত্তিভোগ করিত। এই বৃত্তিভোগিদিগের সংখ্যার স্থিরতা ছিল না। বৃত্তিদানের ধারাবাহিক কোনো নিয়মও বিধিবন্ধ ছিল না। নানা লোকে নানারূপে বৃত্তি ভোগ করিত। ইংরেজ যখন অযোধ্যা অধিকার করেন, তখন তাঁহারা সবিশেষ সত্বরতা-সহকারে এ বিষয়ের শৃঙ্খলা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। যাঁহারা নবাধিকৃত প্রদেশের শাসন-সংক্রান্ত কর্মে নিয়োজিত ছিলেন, সম্ভ্রান্ত-সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহাদের তাদৃশ সমবেদনা পরিলক্ষিত হয় নাই। তাঁহারা বোধহয় অযোধ্যার পেন্সনের তালিকার বিষয় কেবল কাগজেই আবদ্ধ রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, উহা যে কার্যে পরিণত হইয়া নিঃসহায় নিরবলম্বদিগের অন্নবস্ত্র সংস্থানের সম্বল হইবে ইহা তাঁহাদের উদ্বোধ হয় নাই। যাঁহারা কার্যে অসামর্থ্য প্রকাশ করিয়াছিল, ভিক্ষা করিতে লজ্জিত ছিল, নৈরাশ্যে মর্মাহত হইয়াছিল, তাহাদের জীবন-মরণ সম্বন্ধে ইংরেজ রাজপুরুষগণ সর্বপ্রথম নিশ্চেষ্টভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু স্যার হেনরি লরেন্স, ১৮৫৭ অব্দের ২০শে মার্চ অযোধ্যার প্রধান কমিশনরের কার্যভার গ্রহণপূর্বক এ বিষয়ে ঔদাস্য প্রকাশ করেন নাই। উদারতায় তাঁহার প্রকৃতি উন্নত ছিল, সমবেদনায় তাঁহার হৃদয় কোমলতর হইয়াছিল, কর্তব্যপরায়ণতায় তাঁহার উৎসাহকৃত সংকার্য-প্রবৃত্তি শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সুতরাং যাঁহারা এক সময়ে সুখসৌভাগ্যে কালযাপন করিতেন, সহসা তাঁহাদের শোচনীয় অধঃপতন দেখিয়া, তিনি উহার প্রতিকারে উদ্যত হইয়াছিলেন। অযোধ্যার শাসনভার গ্রহণের পরেই তিনি এ সম্বন্ধে যাবতীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করিতে উদ্যত হন এবং সদয়ভাবে দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে শীঘ্র শীঘ্র বৃত্তি দেওয়া হইবে বলিয়া আশ্বাস দেন। কিন্তু অযোধ্যা অধিকারের প্রায় চৌদ্দ মাস পরে তিনি অভিনব কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার প্রস্তাবিত মহৎকর্মের অনুষ্ঠানে বহু বিলম্ব ঘটিয়াছিল। ইহার মধ্যে সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় অধঃপতনের ফলভোগ করিয়াছিলেন, দুঃসহ কষ্টে নিপীড়িত হইয়াছিলেন এবং ইংরেজকে আপনাদের এইরূপ অধঃপতনের কারণ মনে করিয়া, তাঁহাদের উপর বিরক্ত ও বিদ্বেষপর হইয়া উঠিয়াছিলেন**।

পদচ্যুত নবাবের আত্মীয়স্বজন কেবল দারুণ দুর্দশাগ্রস্ত হন নাই। অযোধ্যার সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় কেবল আপনাদের দুঃসহ কষ্টের ফলভোগ করেন নাই। জনসাধারণ কেবল দারিদ্র্যে মর্মাহত ও করভারে অবসন্ন হইয়া উঠে নাই। ইহারা যখন শোচনীয়ভাবে দিনপাত করিতেছিল, নবাবের পদচ্যুতিতে যখন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্বক অভিনব শাসনকর্তার প্রতি একান্ত বিদ্বিষ্ট হইয়াছিল তখন আর-এক সম্প্রদায়ও ইহাদের ন্যায় ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের প্রতি বিরক্তি প্রকাশে উন্মুখ হইয়াছিলেন। অযোধ্যায় ইহুদের প্রভূত সম্মান

* *Rees. Seige of Lucknow, p. 34. Comp. Gubbins, p. 78,*

** *Kaye, Sepoy War, Vol. III, p. 421.*

Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2019-02-07 14:15 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ছিল। ভূসম্পত্তি ও অর্থের বলে ইহাঁদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পুরুষানুগত স্বত্বে ইহাঁদের প্রগাঢ় ক্ষমতা ও আস্থা ছিল। ইহাঁরা যেরূপ ক্ষমতাপন্ন, যেরূপ সম্পত্তিশালী, যেরূপ সম্মানিত, সেইরূপ তেজস্বী, দৃঢ়তাসম্পন্ন ও জনসাধারণের আদরণীয় ছিলেন। চিরপ্রসিদ্ধ রাজপুত জাতি হইতে এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল। ক্রমে লক্ষ্ণৌ-দরবারের উচ্চপদস্থ হিন্দু ও মুসলমান কর্মচারিদিগের বংশধরগণ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন।

অযোধ্যার এই সম্মানিত সম্প্রদায় তালুকদার নামে প্রসিদ্ধ। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট যখন অযোধ্যার শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন তালুকদারী স্বত্ব তাঁহাদের মনোযোগের বিষয়ীভূত হয়। গবর্নমেণ্টের কর্মচারিগণ এই সময়ে সকলকে এক সমভূমিতে আনয়ন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। অযোধ্যার তালুকদারগণ ইহাঁদের উদ্যমের লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই। অযোধ্যার সম্ভ্রান্ত ভূ-স্বামিদিগের উপর ইহাঁদের কিছুমাত্র মমতা বা শ্রদ্ধা ছিল না। ইহাঁরা সাম্যবাদের বশবর্তী হইয়া, এই ভূ-স্বামিগণের উচ্ছেদসাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। ইহাঁরা তালুকদারগণকে অত্যাচারকারী বলিয়া নির্দেশ করিতেন। কর্নেল স্লিমান্ অযোধ্যা-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত-গ্রন্থে তালুকদারদিগের দৌরাত্ম্য ও উচ্ছৃংখলভাবের বিষয় বিবৃত করিয়াছেন*। এই ভূ-স্বামিসম্প্রদায়ের কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে ইংরেজ রাজপুরুষগণ প্রশংসা করেন নাই। সুতরাং ইহাঁদের স্বত্বনাশকালেও কেহ কোনোরূপ ক্ষুব্ধ হন নাই। যাহারা ইহাদের অধীনতা স্বীকার করিয়া যথানিয়মে কর দিত এবং উহার বিনিময়ে নির্দিষ্ট ভূসম্পত্তি ভোগ করিত, গবর্নমেণ্ট সেই পল্লীসমাজের সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ভূমির বন্দোবস্ত করেন। তালুকদারগণ স্বত্বচ্যুত হওয়াতে গবর্নমেণ্টের উপর নিরতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠেন। তাঁহারা রাজার শ্রেণীতে নিবেশিত ছিলেন। আপনাদের তালুকে তাঁহাদের অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল। অধিকৃত পল্লীসমূহ হইতে তাঁহাদের প্রচুর অর্থাগম হইত। সহসা তাঁহাদের এইরূপ ক্ষমতা, এইরূপ অর্থাগমের উপায় বিলুপ্ত হয়**।

তালুকদারগণ ক্ষমতাভ্রষ্ট হইলেও ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের আশঙ্কার কারণ অন্তর্হিত হয় নাই। গবর্নমেণ্টের কর্মচারিগণের সমক্ষে তালুকদারগণ দৌরাত্ম্যকারী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন। উক্ত কর্মচারিগণ এই দৌরাত্ম্যদমনে কৃতসংকল্পে হইয়া তালুকদারদিগকে অধিকারভ্রষ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু তালুকদারগণ বহুসংখ্যক অনুচরে পরিবৃত থাকিতেন। এই সকল অনুচর সশস্ত্র ও যুদ্ধকর্মে অভ্যস্ত ছিল। অযোধ্যার চিরপ্রসিদ্ধ ও চিরমান্য ভূ-স্বামিগণ ইহাঁদের সাহায্যে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে অসমর্থ ছিলেন না। সশস্ত্র অনুচরব্যতীত ইহাঁদের জঙ্গল-পরিবেষ্টিত, মৃন্ময় দুর্গ ছিল। দুর্গপ্রাচীরে কামান সকল মারাত্মক কার্যসাধনের জন্য স্থাপিত রহিয়াছিল। এই সকল কামান দমদমা ও মীরাটের সুশিক্ষিত গোলন্দাজদিগের তাদৃশ ভীতিজনক না হইলেও, অনিষ্টকর কর্মের অনুপযোগী ছিল না। ইংরেজ এখন এই আশঙ্কার কারণের উচ্ছেদে উদ্যত হইলেন। দুর্গ হইতে কামান সকল অপসারিত, দুর্গের চারিদিকের জঙ্গল পরিষ্কৃত, সশস্ত্র অনুচরগণ

* *Sleeman, Journey through the Kingdom of Oude. 2 Vols.*

** *Syed Ahmed Khan, Causes of the Indian Revolt, p. 30.*

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2019-02-07 14:15 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

নিরস্ত্রীকৃত ও দলভ্রষ্ট হইল। ইহাতে তালুকদারদিগের অধিকতর বিরাগ ও বিদ্বেষের উদ্রেকের সহিত প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি বলবতী হইয়া উঠিল। এইরূপে বহুসংখ্যক অনুচরগণে, একটি বিদ্বেষপর সম্প্রদায়ের সংখ্যাবৃদ্ধির সহিত বলবৃদ্ধি হইতে লাগিল। স্থূলদৃষ্টিতে, নিরস্ত্রীকরণ দ্বারা সর্বপ্রকার বিপদের উন্মূলন হইল বলিয়া, বোধ হইতে পারে। কিন্তু যাহারা সমধিক কার্যদক্ষ, তাহারা নিরস্ত্রীকৃত হইলেও প্রতিপক্ষের বিঘ্নশান্তি হয় না। আজ যাহারা নিরস্ত্র হইল, সময়ান্তরে তাহারাই সশস্ত্র হইয়া বিপক্ষের শোণিতপাতে উদ্যম ও সাহস দেখাইতে পারে। সর্বংসহা ধরিত্রী কোনো দ্রব্যই আপনার বক্ষোদেশে গুপ্তভাবে রাখিতে কাতর হন নাই। ভয়ঙ্কর লৌহাস্ত্রগুলি পৃথিবীর বক্ষঃস্থলে গোপনে রাখিয়া, প্রয়োজন অনুসারে তৎসমুদয় উহার নিকট হইতে ফিরাইয়া লওয়া যাইতে পারে। এই সকল অস্ত্র অবনীর বায়ুরহিত ও আলোকশূন্য অন্তর্দেশে দীর্ঘকাল থাকিলেও মারাত্মক কার্যসাধনের তাদৃশ অযোগ্য হয় না। সুতরাং যে সকল যুদ্ধবীর নিরীহভাবে হলচালনায় প্রবৃত্ত হয়, সুযোগ বুঝিয়া পরক্ষণে তাহারাই মৃত্তিকার অভ্যন্তর হইতে অস্ত্রাদি বাহির করিয়া, ভয়াবহ কার্যসাধনে উদ্যত হইতে পারে। অযোধ্যার তালুকদারদিগের নিরস্ত্র অনুচরগণের সকলেই কৃষাণ-জনোচিত শান্তিময় কর্মে ব্যাপৃত থাকে নাই। কেহ কেহ বোধহয়, এই কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু অধিকাংশই নিষ্কর্মা রহিয়াছিল। তাহারা যে অনিষ্টের ফলভোগ করিয়াছে, তজ্জন্য তাহাদের বিদ্বেষভাব তুষানলের ন্যায় অলক্ষ্যভাবে ছিল। তাহারা এইরূপ প্রগাঢ় বিরক্তির সহিত প্রতিহিংসা-পরিতৃপ্তির জন্য সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিল।

অধিকারচ্যুত সম্ভ্রান্ত-সম্প্রদায়, স্বত্বভ্রষ্ট ভূ-স্বামিগণ, তাঁহাদের নিরস্ত্র অনুচরসমূহই কেবল অযোধ্যায় বিপ্লবের মূলীভূত কারণ-স্বরূপ বর্তমান থাকে নাই। ইহারা ব্যতীত আর-একশ্রেণীর লোকে উত্তেজনা ও তন্মূলক উচ্ছৃঙ্খলভাবের পরিচয় দিবার সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিল। ইহারা যেরূপ সমরকুশল, সেইরূপ উদ্ধত প্রকৃতি ছিল। বহু-সংখ্যক সৈনিক অযোধ্যার নবাবের সরকারে থাকিত। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট যে সকল শ্রেণী হইতে লোক নির্বাচনপূর্বক তাহাদিগকে সৈনিক-দলভুক্ত করিতেন, নবাবের সরকারেও সেই সকল শ্রেণী হইতে লোক নির্বাচিত হইত। কিন্তু শিক্ষা ও নিয়মাদিতে এই উভয় সৈনিক-দলের মধ্যে সবিশেষ পার্থক্য ছিল। ব্রিটিশ কোম্পানির সৈন্য ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে শিক্ষিত ও উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকিত। নবাবের সরকারে এরূপ শৃঙ্খলা বা পারিপাট্য ছিল না। সৈনিকগণ যথানিয়মে বেতনও পাইত না। সুতরাং অনেকে উচ্ছৃঙ্খলভাবের পরিচয় দিত। যখন ইংরেজ অযোধ্যা অধিকারে উদ্যত হন, তখন তথায় এইরূপ ষাট হাজার সৈনিক-পুরুষ ছিল। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট ইহাদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশকে আপনাদের সৈনিক-দলে গ্রহণ করেন, অবশিষ্ট লোকদিগকে কিছু কিছু টাকা দিয়া বিদায় করিয়া দেন। ইহারা কর্মচ্যুত হওয়াতে অসন্তুষ্ট হইল বটে, কিন্তু টাকা পাওয়াতে একবারে হতাশ্বাস হইল না। সুতরাং ইহাদের মধ্যে সহসা কোনোরূপ বিরাগের চিহ্ন দেখা গেল না। ইহারা টাকা লইয়া আপনাদের আবাসপল্লীতে উপস্থিত হইল, পিতামাতা স্ত্রীপুত্রাদির নিকটে লাভ-লোকসানের কথা বলিতে লাগিল, আপনাদের

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:15 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

যৎসামান্য অর্থে কিছুকাল শান্তভাবে রহিল। এই সকল লোক স্বভাবতঃ অযোধ্যার অতীত ও বর্তমান বিষয়ের আলোচনার জন্য এবং অযোধ্যায় কি ঘটিতেছে, তাহা জানিবার নিমিত্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে পারে। যে স্থানে ইহারা যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিত, আপনাদের গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিতে সচেষ্ট থাকিত, সেই স্থানের বিষয় ইহাদের স্মৃতিপথ হইতে বিচ্যুত হয় নাই! সুতরাং ইহারা ঔৎসুক্যের সহিত অযোধ্যার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছিল এবং ঔৎসুক্যসহকারে উহার অবস্থাপরিবর্তনের সহিত ঘটনাবলী পরিবর্তনের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

ইংরেজ অযোধ্যা অধিকার করিয়া, আপনাদের অভিনব প্রণালী অনুসারে উক্ত রাজ্য-শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের অভিমত ব্যবস্থা অনুসারে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিতে গেলে, নানারূপে ব্যয়বাহুল্য ঘটে। করস্থাপন ব্যতীত এই ব্যয়নির্বাহের অন্য উপায় তাঁহাদের অবলম্বনীয় হয় না। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ইংরেজ অযোধ্যা গ্রহণ করাতে প্রজালোককে নানারূপ কর দিতে হয়। তাহারা এতোদিন অল্পব্যয়ে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেছিল. এখন ইংরেজি সভ্যতার অনুমোদিত উৎকৃষ্টতর রাজ্যশাসনের ফলভোগ করিতে গিয়া অর্থের দায়ে উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িল। ইংরেজ অহিফেনের উপর অধিক-হারে কর নির্দেশ করিলেন। এদিকে অভিনব ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়াতে আবশ্যক দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইল। বিচারস্থলে অর্থিপ্রত্যর্থিদিগের বহুপরিমাণে ব্যয় বৃদ্ধি পাইল। মোকদ্দমাগুলিও বহুবিলম্বে নিষ্পত্তি হইতে লাগিল। এইরূপে অভিনব শাসনপ্রণালীতে অনভ্যস্ত প্রজালোকের নানারূপ অসুবিধা ঘটিতে লাগিল। লক্ষ্ণৌতে অহিফেন সেবিদিগের অভাব ছিল না। পিকিন এবং কাণ্টনের ন্যায় অযোধ্যার রাজধানীতেও বহুসংখ্যক লোকে এই চিরপ্রসিদ্ধ মাদক দ্রব্যে আসক্ত ছিল। উহার উপর কর স্থাপিত হওয়াতে লোকের অসন্তোষের অবধি রহিল না। কথিত আছে, অনেকে যখন বর্ধিত মূল্যেও উহা পাইল না, তখন একান্ত নৈরাশ্যে হতজ্ঞান হইয়া আপনাদের গলা কাটিয়া ফেলিল*। এই ঘটনা সত্য হউক, নাই হউক, এইরূপে করস্থাপনে যে, লোকের বিরাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অযোধ্যায় যেরূপ শাসনপ্রণালী ছিল, ইংরেজের প্রবর্তিত শাসনপ্রণালী যে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই, ইংরেজ যে, নবাধিকৃত রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছেন, তদ্বিষয়েও ভিন্নমত নাই। কিন্তু ইংরেজের প্রবর্তিত ব্যবস্থা, ইংরেজের প্রতিষ্ঠিত শাসন-শৃঙ্খলা ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন রুচির লোকের মনঃপূত হইতে কিছু সময়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে। লোকে দীর্ঘকাল যে শাসনপ্রণালীতে অভ্যস্ত ছিল, সহসা সেই শাসনপ্রণালী বিপর্যস্ত করিয়া ভিন্নরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত করিলে, তাহাদের অভ্যাস ও রুচি অনুসারে শাসকবর্গের কিছুকাল ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা আবশ্যক হয়। অরণ্যবিহারী জন্তু বা আকাশবিহারী বিহঙ্গের ন্যায় অনভ্যস্ত মানবও ধীরে ধীরে অপরের পোষ মানিয়া থাকে। যাঁহারা আপনাদের প্রবর্তিত প্রণালী উৎকৃষ্ট মনে করিয়া, শীঘ্র শীঘ্র ইহাদিগকে আবদ্ধ ও বশীভূত করিতে চাহেন, তাঁহারা বোধহয় মানবপ্রকৃতি

* রীজ সাহেব এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।—*Siege of Lucknow, p. 35.*

Generated on 2019-02-07 14:15 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

পরিজ্ঞানে সমর্থ নহেন। ইংরেজ বোধহয়, আপনাদের নিয়মের প্রচলন সম্বন্ধে এইরূপ অজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা সভ্যতা ও সদাশয়তার দোহাই দিয়া, আপনাদের অজ্ঞতা গোপনে রাখেন এবং অনভ্যস্ত লোক তাঁহাদের মঙ্গলময় নিয়মে শীঘ্র শীঘ্র অভ্যস্ত হইতে আগ্রহ প্রকাশ না করাতে তাহাদিগকে অকৃতজ্ঞ বলিয়া নির্দেশ করেন*। ফলতঃ তাঁহারা তাড়াতাড়ি আপনাদের অভিমত প্রণালীর সুফল দেখিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন। যেহেতু, আপনাদের বিষয়গুলি তাঁহাদের নিকটে ভালো বোধহয়। পরদেশে পরের অনুষ্ঠিত বিষয়গুলি মন্দ বলিয়া, তাঁহারা তৎসমুদয়ের প্রতি অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। কোনো বিষয়ের সংস্কার করিতে গেলে লোকের রুচি সংস্কৃত হইতে যে কিছু সময় আবশ্যক, তাহা তাঁহাদের উদ্বোধ হয় না। অযোধ্যার ইংরেজ সিবিলিয়ানগণ বোধহয়, এইরূপ ভ্রান্তির বশবর্তী হইয়া তাড়াতাড়ি আপনাদের অভিমত বিষয়গুলির প্রচলনে উদ্যত হইয়াছিলেন। তাঁহারা অভিনব নিয়মের জন্য দায়ী না হইতে পারেন, যেহেতু কলিকাতা হইতে উহার উৎপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু কালবিলম্ব করিতে তাঁহাদের ইচ্ছা হয় নাই। তাঁহারা ধৈর্যসহকারে সুসময়ের প্রতীক্ষা করেন নাই। কিছুকাল পরে একজন সমদর্শী, অভিজ্ঞ রাজপুরুষ প্রধান কমিশনরের পদে প্রতিষ্ঠিত ও অভিনব কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহার পূর্বেই হঠকারী রাজকর্মচারিগণ সকল বিষয়ের সংস্কার করিতে গিয়া, এরূপ বিপ্লব ঘটাইয়াছিলেন যে, তাহার নিবারণের জন্য বহুসংখ্যক সৈনিক-বলের প্রয়োজন হইয়াছিল।

লক্ষ্ণৌতে ধর্মোন্মত্ত মুসলমানদিগের অভাব ছিল না। গাজী ও ফকিরগণ উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা করিয়া, ধর্মের জন্য স্বজাতিদিগকে আত্মজীবনের উৎসর্গ করিতে উত্তেজিত করিত। এইরূপ একজন ফকীর বক্তৃতাকালে ধৃত হয়। দণ্ডস্বরূপ তাহাকে একশত ঘা বেত মারা হয়। লক্ষ্ণৌনিবাসী মুসলমানগণ ইতঃপূর্বে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের পূর্বতন স্বত্ব বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাহাদের খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল, করভারে তাহাদের কষ্টের একশেষ ঘটিয়াছিল, ইহার উপর যখন তাহারা আপনাদের শ্রদ্ধাস্পদ ধর্মপ্রচারকদিগের বক্তৃতা শুনিতে লাগিল। ফিরিঙ্গীর শাসনে তাহাদের চিরপবিত্র ধর্মের অবমাননা ঘটিবে, তাহাদিগকে অস্পৃশ্য দ্রব্য স্পর্শ ও অখাদ্য দ্রব্য ভোজন করিতে হইবে, উক্ত ধর্মপ্রচারকগণ যখন তাহাদিগকে ইহাই বুঝাইতে লাগিলেন, তখন তাহারা অধিকতর অস্থির হইয়া উঠিল। নিদারুণ বিদ্বেষ-বহ্নি তাহাদের প্রতিস্তর দগ্ধ করিতে লাগিল। তাহারা ইহার জ্বালাময়ী যাতনায় উত্তেজিত হইয়া, প্রতিহিংসার তৃপ্তিসাধনের সুযোগ দেখিতে লাগিল।

ইংরেজ যাহাদের উপর প্রধান প্রধান কর্মের ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিরতিশয় দুর্নীতিপরায়ণ ও অত্যাচারী ছিল। এইরূপ অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি ইংরেজের প্রিয়পাত্র হইয়া নানারূপে অত্যাচার করিত। লক্ষ্ণৌয়ের কোতয়াল ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের প্রতি সাতিশয় অনুরাগ প্রকাশ করিত, গবর্নমেণ্টের কার্যসাধনে সর্বদা ব্যগ্র

* কে সাহেব এইভাবে উপস্থিত বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।—*Kaye, Sepoy War, Vol. III, p. 427.*

Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:15 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494 / Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

থাকিত। কিন্তু লোকের মধ্যে ইহার কিছুমাত্র প্রতিপত্তি ছিল না। ইংরেজ রাজপুরুষগণ ব্যতীত আর-কেহ ইহার কার্যে সন্তোষ প্রকাশ করিত না। রাজপুরুষগণ বোধহয়, ইহার প্রকৃতি জানিতেন না। এই ব্যক্তি যেরূপ দুরাচার, সেইরূপ কু-প্রবৃত্তি-পরায়ণ ছিল। ইহার অত্যাচারে পিতা দুহিতার সম্ভ্রম-রক্ষার জন্য সর্বদা সতর্ক থাকিত, স্বামী, স্ত্রীর সম্মাননাশের আশংকায় উদ্বিগ্নভাবে কালযাপন করিত*। এইরূপ দৌরাত্ম্যে লোকে ইংরেজ রাজপুরুষদিগের প্রতি প্রথমে তাদৃশ অনুরাগ প্রকাশ করে নাই।

অযোধ্যা যখন ইংরেজ রাজপুরুষদিগের শাসনদন্ডের পরিচালনায় এইরূপ তরঙ্গায়িত হইয়াছিল, তখন স্যার হেন্‌রি লরেন্স তথায় উপস্থিত হন। তিনি ২০শে মার্চ প্রধান কমিশনরের কার্যভার গ্রহণ করেন। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, এই প্রধান রাজপুরুষ অনেক প্রধান গুণে অলংকৃত ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষীয়দিগের সহিত মিশিতেন, ভারতবর্ষীয়দিগের মনের ভাব জানিতেন, ভারতবর্ষীয়দিগকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, ভারতবর্ষীয়দিগের উপকারসাধনে ও অসন্তোষ নিবারণে উদ্যত থাকিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল, ইউরোপীয়গণ সময়ের প্রতীক্ষা না করিয়াই, তাড়াতাড়ি আপনাদের শাসন-প্রণালীর গৌরব নষ্ট করেন। ভারতবর্ষীয়দিগের যে, নানারূপ অসন্তোষের কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে, এ বিষয়ে তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তিনি এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া, আপনাদের শাসনপ্রণালীর শৃংখলা-সাধনে এবং অযোধ্যাবাসিদিগের অসন্তোষ নিবারণে যত্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন**। তিনি এই সময়ে গবর্নর জেনেরল এবং আপনার আত্মীয়বর্গের নিকটে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ে অযোধ্যার অবস্থা সম্বন্ধে তদীয় মনোগত ভাব পরিস্ফুট হইয়াছিল; রাজপুরুষগণ যে, তাড়াতাড়ি সংস্কার করিতে গিয়া, বিপ্লবের বীজ বপন করিতেছিলেন, ইহা তাঁহার স্পষ্ট বোধ হইয়াছিল। এপ্রিল মাসে তিনি গবর্নর জেনেরলের নিকটে যে পত্র প্রেরণ করেন তাহাতে এইভাবে আপনার অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন,—'অতি শীঘ্র এবং অতি কঠোরভাবে নগরের উন্নতিসাধন করা হইয়াছে। বাড়িগুলি তাড়াতাড়ি ভাঙিয়া ফেলাতে লোকের অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ধর্মমন্দির অন্যান্য গৃহ এবং খালি জমি গবর্নমেণ্টের সম্পত্তি বলিয়া গ্রহণ করাতেও এইরূপ অসন্তোষের উৎপত্তি হইয়াছে। আমি এই সকল স্থানের অধিকাংশ নিজে দেখিয়াছি, এতৎসংসৃষ্ট লোকদিগকে শান্ত করিয়াছি এবং কর্তৃপক্ষের উপযুক্ত আদেশ ব্যতীত এইরূপ সম্পত্তিগ্রহণ ও বাড়ি ভাঙিয়া ফেলার প্রতিষেধ করিয়া দিয়াছি। রাজস্বগ্রহণের প্রণালীও সাতিশয় অসন্তোষজনক হইয়াছে। গত বৎসর এরূপ বর্ধিতহারে কর নির্ধারিত হইয়াছিল যে মোটের উপর শতকরা পনের, কুড়ি, ত্রিশ এমন কি পঁয়ত্রিশ টাকা পর্যন্ত খাজনা বাদ দিতে হইয়াছিল। তালুকদারদিগেরও সহিতও সাতিশয় কঠোরভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। এক ফৈজাবাদ-বিভাগে তালুকদারগণ আপনাদের অধিকৃত পল্লীর অর্ধাংশ, কেহ কেহ সমুদয় পল্লীর স্বত্বচ্যুত হইয়াছেন***।' স্যার হেন্‌রি লরেন্স এইরূপে অযোধ্যাবাসিদিগের অসন্তোষের

* *Rees, Siege of, Lucknow, p. 35-36.*
** *Gubbins, Mutinies in Oudh, p. 3.*
*** *Kaye, Sepoy War; Vol. III, p. 429.*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:15 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

উল্লেখ করিয়াছিলেন, এইরূপ অসন্তোষের প্রতিকারে তাঁহার যত্ন পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু বহুবিলম্বে তিনি অভিনব কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ধূমায়মান বহ্নি ধীরে ধীরে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছিল, বহুবিলম্বে চেষ্টা হওয়াতে উহা নির্বাপিত হয় নাই।

স্যার হেনরি লরেন্সের বিশ্বাস ছিল যে, যতোদিন প্রজাবর্গকে সরলভাবে বিশ্বাস করা যায়, সরলভাবে প্রজাবর্গের মঙ্গলসাধনে উদ্যত থাকা যায়, ততোদিন রাজ্যের শান্তি নষ্ট হইবার বা প্রজাবর্গ হইতে কোনোরূপ বিপদ ঘটিবার আশঙ্কা থাকে না। তিনি এই বিশ্বাসপ্রযুক্ত সৈনিকদিগের প্রতি সদয়ভাব প্রকাশে উদ্যত হইয়াছিলেন। অযোধ্যায় ইউরোপীয় পদাতিক সৈন্য অধিক ছিল না। সমগ্র প্রদেশের মধ্যে লক্ষ্ণৌতে কেবল ৩২-সংখ্যক ইউরোপীয় পদাতিক সৈনিক-দল অবস্থিতি করিতেছিল। যাহা হউক, এপ্রিল মাস পর্যন্ত এই নবাধিকৃত প্রদেশে অশান্তির কোনোরূপ নিদর্শন লক্ষিত হয় নাই। যে বিস্তৃত জলরাশি আস্তরণপটের ন্যায় স্থিরভাবে ছিল, প্রকৃতির কোনোরূপ চাঞ্চল্যে তাহা আলোড়িত বা তরঙ্গসমাকুল হয় নাই। ইংরেজের প্রবর্তিত রীতি অনুসারে রাজ্যের শাসনকার্য নির্বাহ হইতেছিল। ইংরেজ আপনার অভ্যস্ত কর্মপটুতার সহিত রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় সম্পন্ন করিতেছিলেন। সমগ্র প্রদেশ চারি বিভাগে এবং বার জেলায় বিভক্ত হইয়াছিল। প্রতি বিভাগে এক-একজন কমিশনর এবং প্রতি জেলায় এক-একজন ডেপুটি কমিশনর নির্দিষ্ট কর্মসম্পাদনে ব্যাপৃত ছিলেন সমগ্র বিভাগের উপর প্রধান কমিশনর কর্তৃত্ব করিতেছিলেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ দীর্ঘকাল হইতে ইংরেজের অধিকারে ছিল। ইংরেজও দীর্ঘকাল হইতে উহার সুশাসনের জন্য যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া আসিতেছিলেন। এই সুশাসিত প্রদেশের তুলনায় অযোধ্যায় গুরুতর অপরাধের সংখ্যা অধিক ছিল না। ইংরেজ এই সম্পত্তি-বহুল প্রদেশ অধিকার করিয়া সন্তুষ্ট ছিলেন। অধিবাসিদিগের প্রশান্তভাব দর্শনে তাঁহাদের হৃদয় উদ্বেল সাগরের ন্যায় প্রফুল্লভাবে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এইরূপ প্রফুল্লতা দীর্ঘকাল থাকিল না। মে মাসের প্রারম্ভে স্থানে স্থানে অশান্তির নিদর্শন লক্ষিত হইতে লাগিল। নবাধিকৃত প্রদেশেও উচ্ছৃঙ্খলভাবের অভিঘাতে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

মে মাসের প্রারম্ভে অযোধ্যায় ৭-সংখ্যক অনিয়মিত পদাতিক-দল টোটার ব্যবহারে অসম্মতি প্রকাশ করিল; অধিনায়কেরা তাহাদিগকে আপনাদের আদেশানুবর্তী করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু চেষ্টা ফলবতী হইল না। তাহাদিগকে কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত করা হইল। ব্রিগেডিয়ার অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু এই চেষ্টা ব্যর্থ হইল। যখন সিপাহিগণ বশীভূত হইল না, তখন স্যার হেনরি লরেন্স বলপ্রকাশ পূর্বক তাহাদের নিরস্ত্রীকরণে উদ্যত হইলেন। উক্ত সিপাহি-দলকে যখন টোটার কথা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তখন তাহারা কহিয়াছিল যে, অন্যান্য সৈনিক-দল টোটার ব্যবহারে আপত্তি করিয়াছে। তাহাদেরও ঐরূপ আপত্তি আছে। এই সকল সিপাহী ৪৮-সংখ্যক পদাতিক-দলকে আপনাদেরও সহায়তা করিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিল। ঘটনাক্রমে এই পত্র অন্য একজন তরুণবয়স্ক সিপাহির হস্তগত হয়। উক্ত সিপাহী উহা আপনাদের সুবাদারকে

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:15 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

দেখায়। সুবাদার সেবক তেওয়ারি, হাবিলদার হীরালাল দোবে এবং রমানাথ দোবে ৪৮-সংখ্যক দলের এই তিন সৈনিক-পুরুষ ঐ পত্র ইউরোপীয় অধিনায়কের নিকটে সমর্পণ করেন ; স্যর হেনরি লরেন্স এই ঘটনায় আর কালবিলম্ব করিলেন না। তিনি আপনার সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে উদ্যত হইলেন। ১০ই মে রাত্রিকালে উক্ত সিপাহিগণ কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইল। এই সময়ে চারিদিক নিস্তব্ধ ছিল। উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে চারিদিক উদ্ভাসিত হইয়াছিল। অপরাধী সৈনিক-দলের সমক্ষে গোলাপূর্ণ কামান সকল সজ্জিত ছিল। ইউরোপীয় পদাতিক-দল অস্ত্রশস্ত্র লইয়া, তাহাদের নিকটে দণ্ডায়মান ছিল। স্যর হেনরি লরেন্স সন্নিবেশিত কামান ও সিপাহিদিগের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। গোলন্দাজগণ প্রজ্বলিত বর্তী হস্তে লইয়া কামানের পার্শ্বে ছিল। এই দৃশ্যে সিপাহিগণ মনে ভাবিল যে, তাহাদিগকে কামানে উড়াইয়া দেওয়া হইবে। সুতরাং তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না, অবিলম্বে উদ্ভ্রান্তভাবে কাওয়াজের ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। একশত কুড়িজন মাত্র আপনার স্থানে দণ্ডায়মান রহিল। ইহাদিগকে অস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিতে আদেশ দেওয়া হইল, ইহারা তৎক্ষণাৎ উহা পরিত্যাগ করিল। ইহার পর স্যর হেনরি লরেন্স এই সিপাহিদিগের সহিত নানা বিষয়ে কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। ইতঃপূর্বে নগরের তিনব্যক্তি সৈনিক-নিবাসে গিয়া ১৩-সংখ্যক দলকে গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইতে পরামর্শ দিয়াছিল। ঐ দলের হুসেন বক্স নামক একজন সিপাহী ইহাদিগকে ধরাইয়া দেয়। স্যর হেনরি লরেন্স প্রকাশ্য দরবারে এই বিশ্বস্ত সিপাহিদিগকে পুরস্কৃত করিতে ইচ্ছা করেন।

স্যর হেনরি লরেন্স এই সময়ে মারিয়াওন সৈনিক-নিবাসে ছিলেন। ১২ই মে সূর্যাস্ত সময়ে তাঁহার গৃহের সম্মুখে দরবার হইল। দরবারের দৃশ্য যেরূপ চিত্তাকর্ষক, সেইরূপ গভীর ভাবের উত্তেজক হইয়াছিল। উপবেশনের স্থান কার্পেটে আচ্ছাদিত ছিল। দর্শক-দিগের জন্য আসনগুলি দরবারের স্থানের তিনদিকে সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল ; উহার পশ্চাদ্ভাগে সিপাহিগণ আপনাদের বিনয়-নম্রতা দেখাইবার জন্য প্রশান্তভাবে, প্রধান কমিশনরের কথা শুনিবার জন্য ঔৎসুক্য-সহকারে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। যে সকল সিপাহী বিশ্বস্ততার জন্য পুরস্কারযোগ্য হইয়াছিল, তাহাদের পুরস্কারের দ্রব্যাদি সকলের সমক্ষে স্থাপিত ছিল।

নির্দিষ্ট সময়ে প্রধান কমিশনর দেওয়ানি ও সৈনিক-বিভাগের প্রধান কর্মচারিদিগের সহিত দরবারের স্থানে উপস্থিত হইয়া, সিপাহিদিগকে সম্বোধন পূর্বক সরল হিন্দীভাষায় এইভাবে বক্তৃতা করিলেন যে, অপরের ধর্মে হস্তক্ষেপ করা ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের নীতি নয় ; গত একশত বৎসরে ভারতবর্ষে ধর্ম সম্বন্ধে অনেক অত্যাচার হইয়াছে। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট এই অত্যাচার নিবারণ করিয়া, সকল ধর্মাবলম্বীর প্রতি সমদর্শিতা দেখাইতেছেন। গবর্নমেণ্টের যেরূপ সৈনিক-বল, সেইরূপ অর্থবল আছে। গবর্নমেণ্ট অল্প সময়ের মধ্যে বিলাত হইতে বহু-সংখ্যক সৈনিক-পুরুষ আনিতে পারেন। সৈনিক-বলে এইরূপ সহায়-সম্পন্ন, অর্থবলে এইরূপ ক্ষমতাপন্ন গবর্নমেণ্টের উচ্ছেদে চেষ্টা করা বাতুলতার লক্ষণ। ইনি (প্রধান কমিশনর) নিজের লাভের জন্য এখানে আসেন নাই। এই

Generated on 2019-02-07 14:15 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

প্রদেশের অধিবাসিদিগকে সুখে ও শান্তিতে রাখিবার জন্য তাঁহাকে এই গুরুতর কার্যভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে। সিপাহিরা বহু বৎসর হইতে নিমক খাইতেছে, বহু বৎসর হইতে তাহারা বংশ-পরম্পরায় কোম্পানির কার্যসাধনে নিয়োজিত রহিয়াছে এবং বহুযুদ্ধে আপনাদের বিশ্বস্ততা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়া, কোম্পানির প্রাধান্য বদ্ধমূল করিয়াছে। ইহারা যুদ্ধের সময়ে আপনাদের অফিসরদিগের সহিত নানা কষ্ট সহিয়া, যেরূপ অকৃত্রিম সৌহৃদ্য দেখাইতে আসিতেছে, তাহা ইহাদের মনে রাখা উচিত*। এইভাবে বক্তৃতা করিয়া স্যর হেনরি লরেন্স বিশ্বস্ত সিপাহিদিগকে স্বহস্তে পারিতোষিক দিলেন। তাঁহার বক্তৃতা যেরূপ ওজস্বিনী, সেইরূপ মনোহারিণী হইয়াছিল। উহার প্রত্যেক কথা শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। দরবার সাঙ্গ হইল। প্রধান কমিশনর আপনার কর্তব্য যথারীতি সম্পাদন করিলেন। গবর্নমেণ্টের কর্মচারী ও দর্শকগণ সন্তুষ্ট হইলেন। ইংরেজ এবং এতদ্দেশীয় অফিসরগণ আত্মীয়ভাবে পরস্পরের সহিত কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। শেষোক্ত অফিসরগণ ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের সৌজন্য ও সদাশয়তায় পরিতুষ্ট হইয়া, আপনাদের প্রভুভক্তি ও বিশ্বস্ততা দেখাইতে লাগিলেন। সিপাহিগণ পূর্বের ন্যায় প্রশান্তভাবে দরবারস্থল পরিত্যাগ করিল। এ সময়ে সকলের মুখেই প্রসন্নতার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। সকলের ব্যবহারে, সকলের কথাতে, সকলের মুখভঙ্গীতে, এসময়ে স্পষ্টতঃ সারল্যের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু এই সরলভাব দীর্ঘকাল থাকিবে কি না ইহাই তখন কর্তৃপক্ষের বিবেচ্য হইয়াছিল ; স্যার হেনরি লরেন্স কহিয়াছিলেন যে, এক-পক্ষকাল তাঁহাদিগকে সাতিশয় চিন্তাযুক্ত থাকিতে হইবে। এই একপক্ষের মধ্যেই, তাঁহারা যাহার জন্য চিন্তিত ছিলেন, তাহাই ঘটিল। বক্তৃতার মোহিনী শক্তিতে, যুক্তিপূর্ণ আশ্বাসবাক্যে, কর্তৃপক্ষের সদয় ব্যবহারে, সিপাহিগণ দীর্ঘকাল বিমুগ্ধ রহিল না। যে উত্তেজনা তাহাদিগকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাই তাহাদিগকে সংহারক কার্যসাধনে প্রবর্তিত করিল।

লক্ষ্নৌ গোমতীর দক্ষিণতটে অবস্থিত। নগরের দৈর্ঘ্য প্রায় পাঁচ মাইল। উহার অট্টালিকা প্রভৃতি উপস্থিত সময়ে প্রায় সাত মাইল ব্যাপিয়া রহিয়াছিল। নগরে প্রায় দুই-লক্ষ সৈনিক এবং বহুসংখ্যক অস্ত্রধারী লোক অবস্থিতি করিতেছিল**। নদীর উভয় তীরে মরিয়াওন, মুদকিপুর প্রভৃতি স্থানে এতদ্দেশীয় সৈনিক-নিবাস ছিল ; অপর তটবর্তী সৈনিক-নিবাস হইতে নগরে আসিবার জন্য লোহ-সেতু ছিল ; সেই সেতুর নিকটে আর-একটি পাথরের সেতু ছিল***, এবং নদীর কিয়দ্দূর ভাটিতে নৌসেতু রহিয়াছিল। লোহ-সেতুর নিকটে উন্নত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, মচ্ছিভবন নামক পুরাতন, বিস্তৃত অট্টালিকা ছিল। এক সময়ে এই অট্টালিকায় অনেক প্রসিদ্ধ ঘটনার আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছিল। উপস্থিত সময়ে উহাতে দ্রব্যাদি থাকিত। এই অট্টালিকা যেরূপ স্থলে অবস্থিত এবং উহার আয়তন যেরূপ বৃহৎ, তাহাতে উহা একটি দুর্গরূপে ব্যবহৃত হইতে পারিত।

* *Cave-Browne, Punjab and Delhi. Vol. I, pp, 32-36*

** *Raikes, Notes on the Revolt &tc. p. 104.*

*** নাম পাথরের সেতু বটে কিন্তু উহা পাকা ইঁটে প্রস্তুত হইয়াছিল।

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:15 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

কিন্তু অট্টালিকার অবস্থা ভালো ছিল না। কাল উহার ক্ষয়সাধন করিতেছিল। বিপক্ষের আক্রমণে এই পুরাতন বাড়ি যে, দীর্ঘকাল অক্ষতভাবে থাকিবে, তদ্বিষয়ে সংশয় ছিল। স্থানীয় লোকে প্রথমে উহার ক্ষণস্থায়িত্ব স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছিল। সীতাপুরের অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর কুতল আলী খাঁ এক সময়ে মচ্ছিভবন সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন যে, যদি ইংরেজের কামান এই বাড়ি ফেলিয়া না দেয় তাহা হইলে বিপক্ষের গোলা উহার ধ্বংসসাধন করিবে। এই বিস্তৃত অট্টালিকা রাখা হইবে, কি পরিত্যাগ করা যাইবে, তৎসম্বন্ধে তর্কবিতর্ক হইতে লাগিল। অবশেষে উহাতে নানাবিধ দ্রব্য ও অস্ত্রাদি রাখা হইল। চারিপার্শ্বে যে সকল বাড়ি ছিল, তৎসমুদয় পাছে বিপক্ষের আশ্রয়স্থল হয়, এই আশঙ্কায় বাড়িগুলি ভাঙিয়া ফেলিবার প্রস্তাব হইল। স্যর হেন্‌রি লরেন্স্‌ সাতিশয় উদারপ্রকৃতি ছিলেন। তিনি অধিকারিদিগকে না জানাইয়া বরং সমুচিত মূল্য না দিয়া বাড়িগুলি ভাঙিয়া ফেলিতে সম্মত হইলেন না। অধিকারিদিগের আবাসগৃহ ভাঙিয়া ফেলা নিঃসন্দেহ কঠোরতার কর্ম। বিশেষতঃ সমুচিত মূল্য না-দিলে এই কঠোরতা অধিকতর মর্মপীড়ার কারণ হইয়া থাকে। প্রধান কমিশনর সহযোগিদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। উপযুক্ত অর্থের বিনিময়ে প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইল। কিন্তু আবাস-গৃহ ব্যতীত স্থানে স্থানে ধর্মমন্দির ছিল। বিপক্ষেরা মসজিদের চূড়ার অন্তরালে থাকিয়া ইংরেজদিগের উপর গুলিবৃষ্টি করিতে পারে, এইরূপ আশঙ্কার কারণ বর্তমান ছিল। ইহাতেও ধর্মভীরু প্রধান কমিশনর ধর্মমন্দিরের সম্মান বিনষ্ট করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি সহযোগিদিগকে মন্দিরগুলি রাখিতে বলিলেন। সুতরাং পবিত্র স্থানগুলি অক্ষতভাবে রহিল। উত্তরকালে এই পবিত্র স্থান যে, মারাত্মক কার্যসাধনের সহায় হইবে, ধর্মপ্রাণ শাসনকর্তা ইহা ভাবিয়াও প্রজাবর্গের চিরন্তন ধর্মে আঘাত করিতে সাহসী হইলেন না।

ইউরোপীয় সৈনিক-দলের বাসগৃহগুলি নগরের কিয়দ্দূরে রেসিডেন্সির প্রায় দেড় মাইল পূর্বে গোমতীর বাঁকের দিকে ছিল, একটি পাহাড় গোমতীর দিকে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। গোমতীর তটে এই পাহাড়ের উপর সুদৃশ্য ত্রিতল বাটী—রেসিডেন্সি অবস্থিত। রেসিডেন্টের বাসের জন্য ১৮০০ অব্দে নবাব সাদত আলী কর্তৃক এই অট্টালিকা নির্মিত হয়। রেসিডেন্সিতে কতকগুলি তয়খানা অর্থাৎ ভূ-মধ্যস্থ কুঠরী আছে। অবরোধের সময়ে এই গৃহগুলি ৩২-সংখ্যক পদাতিকদিগের মহিলা এবং বালক-বালিকাদিগের আশ্রয়স্থান হয়*। রেসিডেন্সি এবং উহার সীমার মধ্যস্থিত যাবতীয় গৃহ সাধারণের মধ্যে বেলিগার্ড নামে পরিচিত**। শহরে অযোধ্যার নিয়মিত সিপাহিগণের

* *Brown, Lucknow and its Memorial of the Mutiny, p. I.*

** কর্নেল বেলি যখন অযোধ্যার রেসিডেন্ট ছিলেন, তখন তিনি সর্বপ্রথম এই গৃহের বহির্দ্বারে প্রহরিদিগকে রাখেন। একজন সুবাদার উহাদের অধ্যক্ষ হয়। এই জন্য বেলি গার্ড নাম হইয়াছে।—*Malleson, Indian Mutiny, Vol. I, p. 361, note.*

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2019-02-07 14:15 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494 / Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

অধিকাংশ অবস্থিতি করিতেছিল। পক্ষান্তরে অনিয়মিত সিপাহি-দলের অনেকে গবর্নমেণ্টের কার্যালয়ের পাহারার জন্য নিয়োজিত ছিল।

এই সকল সিপাহী সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠিলে বিপদ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। প্রধান কমিশনর সর্বপ্রথম এই সিপাহিদিগের বলহানি করিতে সচেষ্ট হইলেন। প্রহরিদিগের সংখ্যা কমাইয়া উহাদিগের মধ্যে ইউরোপীয় সৈনিকদিগকে রাখা হইল। সৈনিক-নিবাস, ধনাগার প্রভৃতির রক্ষার ভার প্রধানতঃ সিপাহিদিগের উপর সমর্পিত ছিল। ইউরোপীয়দিগের জীবন ও সম্পত্তি এ সময়ে একরূপ সিপাহিদিগের উপর নির্ভর করিতেছিল। রেসিডেন্সির সীমার মধ্যে ধনাগার ছিল। ধনাগারে নগদ ত্রিশ লক্ষ টাকা এবং উহা অপেক্ষা অধিক মূল্যের কোম্পানির কাগজ প্রভৃতি রক্ষিত হইতেছিল। ধনাগার-রক্ষক সিপাহিদিগকে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব হইল। গাবিন্স্ সাহেব প্রথমতঃ এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। কিন্তু একদিকে যেরূপ প্রস্তাবের অনুকূল যুক্তি ছিল, সেইরূপ প্রতিকূল যুক্তিও উহার বিরুদ্ধপক্ষ সমর্থন করিতেছিল। স্যার্ হেন্রি লরেন্স্ প্রতিকূলযুক্তির কথা বলিলেন। সিপাহিগণ ধনাগার রক্ষার কর্ম হইতে অপসারিত হইলে তাহারা ভাবিবে যে, তাহারা কর্তৃপক্ষের অবিশ্বাসের পাত্র হইয়াছে। এইরূপ মনোগতভাব হইতে উত্তেজনার উৎপত্তি হইবে, এবং তৎসঙ্গে মহাবিপ্লবের সূত্রপাত ঘটিবে। কিন্তু যখন সৈনিক-নিবাসের প্রধান কর্মচারিগণ অনুকূল প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন, তখন স্যার্ হেন্রি লরেন্সকে প্রতিকূলপক্ষ পরিত্যাগ করিতে হইল। রেসিডেন্সিতে ইউরোপীয় সৈন্য রাখিবার বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। যে সকল কাগজপত্র ভিন্ন ভিন্ন ঘরে ছিল, তৎসমুদয় স্বতন্ত্র স্থানে লইয়া যাওয়া হইল। এইরূপে কতকগুলি ঘর খালি হইলে, ইউরোপীয় সৈন্য এবং রক্ষণীয় ইউরোপীয় আতুর এবং বালক-বালিকাদিগের স্থান নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইল।

ইহার মধ্যে তাড়িত-বার্তাবাহ লক্ষ্ণৌতে আতঙ্কজনক বার্তা আনিয়া দিতে লাগিল। প্রথম দিন যে সংবাদ পাওয়া গেল, তাহা কর্তৃপক্ষের নিকটে অতিরঞ্জিত বোধ হইল। দ্বিতীয় দিনের সংবাদ পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ হইল। মীরাট ও দিল্লীর ঘটনায় স্যার্ হেন্রি লরেন্স্ চমকিত হইলেন। অন্যান্য স্থানের মতো এই স্থানেও সংবাদ আসিল যে, দিল্লী মোগলের অধিকৃত হইয়াছে। বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ সম্রাটের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এই আতঙ্কজনক সংবাদ পাইয়া, স্যার্ হেন্রি লরেন্স্ সৈনিক-বিভাগে কর্তৃত্ব করিবার অধিকার প্রাপ্তির জন্য গবর্নর জেনেরলের নিকটে টেলিগ্রাম করিলেন। লর্ড কানিং সন্তোষসহকারে তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। স্যার্ হেন্রি-লরেন্স্ এইরূপে বিগ্রেডিয়ার জেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সৈনিক-বিভাগের উপর কর্তৃত্ব করিতে উদ্যত হইলেন।

নানাস্থানে নানারূপ সংবাদে সিপাহিগণ ক্রমে বিচলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহাদের কার্যপ্রণালীর স্থিরতা ছিল না। তাহাদের মধ্যে একতাও ছিল না। অনৈক্য ও পরস্পরের বিভিন্নতা মতে তাহাদের বলক্ষয় হইয়াছিল। একপক্ষ অবিলম্বে যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে চাহিলেও, অপরপক্ষ কিছুকাল প্রতীক্ষা করিবার প্রস্তাব করিল।

Generated on 2019-02-07 14:15 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

এইরূপ দোলায়মানচিত্ত সিপাহিগণ দীর্ঘকাল যে, প্রশান্তভাবে থাকিবে, তাহার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। স্যার হেন্‌রি লরেন্স্‌ সিপাহিদিগের প্রকৃতি ভালোরূপে বুঝিতেন। অন্যান্য স্থানে যাহা ঘটিয়াছিল, ইনি তদ্বিষয়ে সুক্ষ্মানুসুক্ষ্মরূপে পর্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছিলেন। পঞ্জাবের সিপাহিগণ নিরস্ত্রীকৃত হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌতেও অনায়াসে সিপাহিদিগকে নিরস্ত্রীকৃত করিতে পারা যাইত, কিন্তু স্যার হেন্‌রি লরেন্স কেবল লক্ষ্ণৌর শাসনকর্তা ছিলেন না, সমগ্র অযোধ্যা-প্রদেশ তাঁহার শাসনাধীন ছিল। এক স্থানের সিপাহিগণ নিরস্ত্রীকৃত হইলে অন্য স্থানের সশস্ত্র সিপাহিদিগের উত্তেজনা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং প্রধান কমিশনর সহসা সিপাহিদিগের নিরস্ত্রীকরণে উদ্যত হইলেন না। সিপাহিদিগের যে সকল অসন্তোষ ও বিরক্তির কারণ ছিল, তৎসমুদয়ের উন্মূলন হইতে পারে কি-না, তিনি তাহারই আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, সিপাহিদিগের বিরক্তির কারণ রহিয়াছে। অন্ততঃ তাহাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, কোম্পানি বাহাদুর তাহাদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিতেছেন। বেতন সম্বন্ধে অযোধ্যার অনিয়মিত সৈনিক-দলের অভিযোগ ছিল। তলব তাহাদের সর্বাপেক্ষা-প্রিয় বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত। তাহারা তলবের বিনিময়ে কোম্পানির কার্য-সাধনে জীবন সমর্পণ করিয়াছিল। কিন্তু কোম্পানির নির্দিষ্ট তলব তাহাদের আশানুরূপ ছিল না। নিয়মিত সৈনিক-দলের বেতন অপেক্ষা অনিয়মিত সৈনিক-দলের বেতন অনেক কম ছিল। এজন্য উভয় দলের বেতন সমান করিবার প্রস্তাব হইল। প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইতে বিলম্ব ঘটিল না। অনিয়মিত সৈনিক-দলের বেতন নিয়মিত সৈনিক-দলের বেতনের সমান করিবার আদেশ প্রচারিত হইল।

এইরূপে সিপাহিদিগকে সন্তোষে ও শান্তভাবে রাখিবার জন্য বন্দোবস্ত হইল। কিন্তু সিপাহিগণ সন্তুষ্ট বা শান্ত হইল না। প্রতিদিনই তাহাদের উত্তেজনা-সম্বন্ধে নানা জনরব প্রচারিত হইতে লাগিল। এই সকল জনরবে কোনোরূপ নূতনত্ব ছিল না। ইউরোপীয় সৈনিকগণও তদ্বিষয়ে কোনোরূপ মনোযোগ দিল না। তাহারা সিপাহিদিগের কার্যকলাপের দিকে দৃষ্টি রাখিতে লাগিল। সিপাহিগণ বাহিরে প্রশান্ত ভাব দেখাইয়া, আপনাদের কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন করিতে লাগিল।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, লক্ষ্ণৌ নগরে বহুসংখ্যক অট্টালিকা ও মসজিদ প্রভৃতি ছিল। এই সকল অট্টালিকার মধ্যে ফরিদবক্স, ছত্রমঞ্জিল, শাহ নজীফ্‌, সেকেন্দর বাগ, এমামবারা, বেগম কুঠী, কৈশর বাগ প্রভৃতি প্রধান। নগরের দক্ষিণ এবং পূর্বভাগে একটি খাল আছে, এই খালের দক্ষিণভাগে অনেকগুলি স্থান উপস্থিত ঘটনার জন্য ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহার মধ্যে আলমবাগ নামক স্থান প্রধান। আলমবাগ একটি প্রাচীন, সুবিস্তৃত উদ্যান। উহা নগরের দুই মাইল অন্তরে কামপুরে যাইবার পথের পার্শ্বে অবস্থিত। এই পথেই চারবাগ নামক আর-একটি স্থান ! যে স্থানে খালের সহিত গোমতীর সংযোগ ঘটিয়াছে, সেই স্থানের কিয়দ্দূর দক্ষিণে দিলকোশা নামক প্রাসাদ অবস্থিত। উহার নিকটে মার্টিনিয়ার কলেজ রহিয়াছে। রেসিডেন্সির উপরে দণ্ডায়মান হইলে নগরের সৌন্দর্য স্পষ্টরূপে অনুভূত হয়। উহার সংকীর্ণ গলি, প্রশস্ত প্রাসাদ, সুদৃশ্য

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:15 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

মস্‌জিদ প্রভৃতি দর্শকের নিকটে রমণীয় আলেখ্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

এই সুদৃশ্য নগরে স্যার্‌ হেন্‌রি লরেন্স্‌ সুখে ও শান্তিতে থাকিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। ঘটনাচক্রের আবর্তনে সুখ ও শান্তি তিরোহিত হইল। দুঃসহ দুঃখ ও অপ্রতিহত বিদ্বেষ অশান্তির জ্বালাময়ী শিখায় সমগ্র নগর পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল।

ইউরোপীয়গণ এতদিন সিপাহিদিগের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। কিন্তু এই পর্যবেক্ষণে সিপাহিদিগের সঙ্কল্পসিদ্ধির পথ অবরুদ্ধ রহিল না। মে মাসের শেষে তাহাদের সঙ্কল্প কার্যে পরিণত হইল। ৩০শে মে রাত্রিকালে স্যার্‌ হেন্‌রি লরেন্স্‌ মরিয়াওনের সৈনিক-নিবাসে, রেসিডেন্সিগৃহে, আপনার সহচরবর্গের সহিত আহার করিতেছিলেন, এমন সময়ে তদীয় অন্যতম সহচর তাঁহাকে কহিলেন যে, আজ ৯টার তোপ হইবামাত্র সিপাহিরা তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইবে। এই কথা বলিবার পরেই ৯টার তোপ হইল, কিন্তু সিপাহিদিগের বিরুদ্ধাচরণের কোনো নিদর্শন লক্ষিত হইল না। স্যার্‌ হেন্‌রি লরেন্স্‌ হাসিয়া সহচরকে কহিলেন,—‘আপনার বন্ধুগণ ঠিক সময়মতো কার্য করে না।’ এই কথা যেমন তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইয়াছে, অমনি সিপাহিদিগের আবাস-গৃহের দিকে ঘন ঘন বন্দুকের শব্দ হইতে লাগিল। প্রধান কমিশনর ও তাঁহার সহচরবর্গ সসম্ভ্রমে ভোজনস্থান হইতে উঠিলেন, ঘোটকগুলি সজ্জিত করিয়া আনিবার আদেশ দিলেন এবং বাহিরে আসিয়া আপনাদের বাহনের প্রতীক্ষায় রহিলেন। তাঁহার গৃহের বহির্ভাগের সোপানে দণ্ডায়মান ছিলেন। চন্দ্রের কিরণে চারিদিক অপেক্ষাকৃত স্পষ্টভাবে লক্ষিত হইতেছিল। তাঁহাদের নিকটে একদল সশস্ত্র সিপাহী প্রহরীর কার্যের জন্য শ্রেণীবদ্ধভাবে ছিল। এই দলের অধিনায়ক, সেনাপতির নিকটে বন্দুক ভরিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। অবিলম্বে অনুমতি দেওয়া হইল। তিরিশজন সিপাহী বন্দুক ভরিয়া এবং উহাতে ক্যাপ সংযোগ করিয়া দণ্ডায়মান ইংরেজদিগের নিকটে রহিল। স্যার্‌ হেন্‌রি অবিচলিত সাহস ও নির্ভীকতার সহিত তাহাদিগকে কহিলেন,—‘আমি দুষ্টদিগকে সৈনিক-নিবাস হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য চলিলাম। যতক্ষণ ফিরিয়া না আসি, ততক্ষণ তোমরা কর্মস্থানে উপস্থিত থাকিবে। কাহাকেও আমার বাড়ির অনিষ্ট করিতে এবং আমার বাটীতে প্রবেশ করিতে দিবে না। অন্যথা তোমাদিগকে ফাঁশি দিব।’ প্রহরী সিপাহিগণ গুলিভরা বন্দুক কাঁধে লইয়া গৃহরক্ষার জন্য রহিল। স্যার্‌ হেন্‌রি লরেন্সের কথার অবমাননা হইল না। সেই রাত্রিতে যখন সৈনিক-নিবাসের গৃহগুলি বিনষ্ট হইতেছিল, তখন কেবল রেসিডেন্সি-গৃহ বিলুণ্ঠিত বা ভস্মীভূত হইল না।

সজ্জীভূত অশ্ব সকল আনীত হইল। স্যার্‌ হেন্‌রি লরেন্স্‌ এবং তাঁহার সহচরগণ সৈনিকদিগের আবাস-গৃহের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সৈনিক-নিবাস হইতে একটি বিস্তৃত পথ নগরের অভিমুখে গিয়াছিল। স্যার হেন্‌রি লরেন্স্‌ সর্বপ্রথম এইপথ রক্ষায় উদ্যত হইলেন। তিনি অবিলম্বে ৩২-সংখ্যক দলের কতিপয় সৈনিক পুরুষকে কয়েকটি কামানের সহিত পথ রক্ষার জন্য নিযুক্ত করিলেন।

Generated on 2019-02-07 14:15 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

এ দিকে উত্তেজিত সিপাহিরা ইউরোপীয়দিগের জীবন ও সম্পত্তির বিনাশে বদ্ধপরিকর হইল। তাহারা ভাবিয়াছিল যে, সায়ংকালে ফিরিঙ্গিগণের ভোজনগৃহে উপস্থিত হইলেই, সকলকে ভোজনস্থলে উপবিষ্ট দেখিতে পাইবে। সুতরাং তাহারা অবিলম্বে ভোজনগৃহে উপস্থিত হইল, কিন্তু ইউরোপীয়েরা পূর্ব্বে বন্দুকের শব্দ শুনিয়া, কাওয়াজের ক্ষেত্রের অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিলেন। সিপাহিদিগের আশা ফলবতী হইল না। সিপাহিরা ভোজনস্থান শূন্য দেখিয়া, সেই গৃহে অগ্নি দিল। তাহাদের ব্রিগেডিয়ার উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে প্রশান্তভাবে থাকিতে কহিলেন। তাহারা ব্রিগেডিয়ারকে গুলি করিয়া বধ করিল। এদিকে তাহাদের সহযোগিগণ দলে দলে বিকট চীৎকার করিতে করিতে অফিসরদিগের বাঙ্গালার অভিমুখে প্রধাবিত হইল। গৃহ সকল বিলুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইতে লাগিল। শহরের ইউরোপীয়েরা আপনাদের আবাস-গৃহের ছাদে উঠিয়া, যখন দূরে ধূমস্তূপের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর অগ্নিশিখা দেখিতে পাইলেন, তখন তাঁহারা আপনাদের স্বজাতির ও স্বদেশীয়ের শোচনীয় অবস্থা ভাবিয়া, আতঙ্কে একান্ত আকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু সিপাহিদিগের সমগ্র দল সহসা এইরূপ ভয়াবহ বিপ্লবে ব্যাপৃত হয় নাই, সহসা আপনাদের শিক্ষাদাতা ও প্রতিপালনকর্তার বিরুদ্ধে অস্ত্র সঞ্চালন করে নাই, সহসা তাঁহাদের সম্পত্তিতেও আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠে নাই। যখন কেহ কেহ সম্পত্তি-লুণ্ঠনে প্রমত্ত ছিল, গৃহদাহে ব্যাপৃত হইয়াছিল, ফিরিঙ্গীর জীবননাশে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল, তখন অনেকে তাহাদের পক্ষসমর্থনে উদ্যত না হইয়া, নিমকের সম্মান রক্ষা করিয়াছিল। ইহারা আপনাদের বিশ্বস্ততায় বিসর্জ্জন দেয় নাই। স্বজাতি ও সতীর্থদিগের উৎসাহবর্ধনে উদ্যত হয় নাই, বা যাঁহাদের আদেশে এতদিন পরিচালিত হইয়াছিল, যাঁহাদের শিক্ষায় বীরপুরুষদিগের মধ্যে স্থান পরিগ্রহ করিয়াছিল, যাঁহাদের প্রদত্ত সামরিক ভূষণে ও অস্ত্রাদিতে গৌরবান্বিত ছিল, তাঁহাদের শোণিতপাতে অগ্রসর হয় নাই। ৭১-সংখ্যক দলে সিপাহিরাই গবর্নমেন্টের একান্ত বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এই দলের মধ্যেও অনেকে শান্তভাবে রহিয়াছিল। ৭১-সংখ্যক দলের অনেক সিপাহি আপনাদের উত্তেজিত সতীর্থদিগের সহিত না মিশিয়া, ৩২-সংখ্যক ইউরোপীয় পদাতিকদলের পার্শ্বে স্থান পরিগ্রহ করিয়াছিল। ১৩-সংখ্যক দলের তিনশত সিপাহী আপন দলের পতাকা এবং টাকার বাক্স লইয়া ইউরোপীয়দিগের সহিত সম্মিলিত হয়। ৪৮-সংখ্যক-দল যদিও কাওয়াজের ক্ষেত্রে নিশ্চেষ্টভাবে ছিল, এবং যদিও অধিনায়কদিগের আদেশে উত্তেজিত সিপাহিদিগের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে অসম্মত হইয়াছিল, তথাপি তাহারা প্রকাশ্যভাবে সেই উত্তেজিত সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হয় নাই। ইহাদের অধিনায়ক ইহাদিগকে ৩২-সংখ্যক দলের বাসস্থানে লইয়া যাইবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিলেন, অবশেষে তিনি হতাশ হইয়া, শহরের রেসিডেন্সিতে যাইতে কহিলেন। এই প্রস্তাবে ইহারা মুখে সম্মতি প্রকাশ করিল বটে, কিন্তু কার্যতঃ অনেকে দল পরিত্যাগ করিতে লাগিল! অধিনায়ক পতাকা ইত্যাদি লইয়া লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হইলেন। ৪৮-সংখ্যক-দলের একশতেরও কম লোক শহরের অভিমুখে যাত্রা করিল।

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, একজন উত্তেজিত সিপাহির গুলির আঘাতে ব্রিগেডিয়ার দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ৭১-সংখ্যক-দলের আর-একজন অধিনায়কও এইরূপে নিহত হন। একজন সুবাদার এবং কতিপয় সৈনিক-পুরুষ এই হতভাগ্য শ্বেতকায়কে রক্ষা করিবার জন্য বিছানার নিচে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের প্রয়াস সফল হয় নাই। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে সৈনিক-নিবাসে ইউরোপীয় বালক-বালিকা বা কুলমহিলা বেশী ছিল না। সুতরাং এই অসহায়দিগের শোণিতপাতে সৈনিক-নিবাস কলঙ্কিত হয় নাই।

পরদিন রবিবার। এইবারে খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বিগণ উপাসনাগৃহে উপাস্য ভগবানের আরাধনায় অভিনিবিষ্ট হইয়া থাকেন। ৩১শে মের এই রবিবার ইউরোপীয়দিগের পক্ষে সর্বধ্বংসের বার বলিয়া পরিগণিত ছিল। এইবারে বিভিন্ন স্থানের সিপাহিগণ ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবার সংকল্প করিয়াছিল. এইবারে ইউরোপীয়-দিগের উপাসনামন্দিরগুলি উপাসকদিগের শোণিতস্রোতে রঞ্জিত করিবার প্রস্তাব ছিল, এইবার, যে কোনো ইউরোপীয়, যেখানে যেভাবে থাকুন না কেন, তাহারই মানব-লীলা-সংবরণের দিন বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌতে এইদিন বিনা গোলযোগে অতিবাহিত হয় নাই। ৩০শে মে রাত্রিকালে উত্তেজিত সিপাহিগণ ঘোড়দৌড়ের মাঠে সমবেত হয়। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ ইহাদের সমুচিত শান্তিবিধানের জন্য তথায় গমন করেন। ইহারা ঐ স্থানে দীর্ঘকাল থাকিতে পারে নাই, অবিলম্বে ইহাদের দলভঙ্গ হয়। কর্তৃপক্ষ ষাটজনকে অবরুদ্ধ করেন। শহরে কতগুলি মুসলমান উত্তেজিত হইয়া উঠে। কিন্তু পুলিসের চেষ্টায় ইহাদের দলভঙ্গের সহিত উৎসাহ ভঙ্গ হয়।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ষষ্ঠ অধ্যায়

অযোধ্যা

বিপ্লবের প্রকৃতি—সীতাপুর—মুলাওন—মোহমদী—শাহজাহানপুরের পলাতকদিগের নিধন—ফৈজাবাদ—সুলতানপুর—বহুরইচ বিভাগ—সিক্রোরা—মোল্লাপুর—দরীয়াবাদ—পলাতকদিগের দুর্দশা—লক্ষ্ণৌ—স্যার হেনরি লরেন্সের স্বাস্থ্যহানি—লক্ষ্ণৌ রক্ষার বন্দোবস্ত—চিনহাটে ইংরেজ সৈন্যের পরাজয়—মচ্ছিভবনের কিয়দংশের বিধ্বংস—লক্ষ্ণৌর অবরোধ—স্যার্ হেনরি লরেন্সের দেহত্যাগ—সেনাপতি হাবেলক ও আউট্রামের উপস্থিতি।

আপাততঃ লক্ষ্ণৌ নগরে গোলযোগের নিবৃত্তি হইল বটে, কিন্তু ইউরোপীয়গণ দীর্ঘকাল শান্তিসুখ উপভোগ করিতে পারিলেন না। লক্ষ্ণৌর প্রশান্তভাব অবিলম্বে দূরীভূত হইল, সমগ্র অযোধ্যা প্রদেশ সহসা বিচলিত হইয়া উঠিল, কর্তৃপক্ষ সহসা ভয়ঙ্কর বিপত্তিজালে পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িলেন। কেবল কতিপয় সৈনিক-দলমাত্র তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইল না। সমগ্র অযোধ্যা প্রদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মহাবিপ্লবের আবির্ভাব হইল। অস্ত্রধারী বীরপুরুষদিগের সহিত উত্তেজিত জনসাধারণ, পরস্বাপহারক দুর্বৃত্তগণ সুশৃঙ্খলা সুশাসনের গৌরব বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিল।

যে বিপ্লবে সমগ্র জনপদের শৃঙ্খলা নষ্ট হয়, সকলের জীবন ও সম্পত্তি বিঘ্নসংকুল হয়, সর্ববিষয়ে গভীর আতঙ্ক ও বিপদের সঞ্চার হয়, সে বিপ্লব কেবল ব্যক্তিবিশেষে বা সম্প্রদায়বিশেষে আবদ্ধ থাকে না। ফরাসীদেশের একজন প্রসিদ্ধ লেখক (বিকতর হুগো) এ সম্বন্ধে এইভাবে লিখিয়াছেন যে, যাহারা কোনোরূপ দুরভিসন্ধিসাধনে কৃতসংকল্প হয়, যাহারা কোনো বিষয়ে প্রতিহিংসাপর হইয়া উঠে, যাহারা অপরের সম্পত্তিতে আপনাদের দুঃখ-দারিদ্র্য-মোচনের চেষ্টা করে, তাহাদের সকলেই বিপ্লবের বিস্তারে উদ্যত হয়। এইরূপ বিপ্লব তাড়িতবেগে সহসা চারিদিকে প্রসারিত হয় এবং সহসা পবনসহায় প্রজ্বলিত বহ্নির ন্যায় সমস্ত দগ্ধ করিতে থাকে। যাহারা নানাভাবে কথা বলে, যাহারা আপনাদের প্রতিহিংসার তৃপ্তিসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠে, যাহারা মানসিক উত্তেজনায় একান্ত অধীরতা প্রকাশ করে, যাহারা দুঃখ-দারিদ্র্য-জনিত মনঃকষ্টে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে, এইরূপ মহাবিপ্লব তাহাদের উত্তেজনায় উদ্ভূত হয়, তাহাদিগের দলবৃদ্ধির সহিত প্রবর্ধিত হয় এবং তাহাদের বলবতী হিংসার সহিত যেরূপ ভয়ংকর, সেইরূপ মারাত্মক হইয়া উঠে। সুতরাং মানবজাতির নিম্নস্তর হইতে এই বিপ্লবের উৎপত্তি ও বিকাশ হয়। যে সকল নিরক্ষর লোক নিম্নশ্রেণীর কৌতূহল-বৃদ্ধির জন্য তৎপর হয়, যে সকল অনামা ব্যক্তি চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, যে সকল পরস্বাপহারক প্রকাশ্য পথের পার্শ্বে অবস্থিতি করে, যাহারা রাত্রিকালে যেখানে-সেখানে শুইয়া থাকে, গৃহের প্রাচীর ও ছাদের পরিবর্তে কঠিন মৃত্তিকা, বিমুক্ত বায়ু অনন্ত আকাশ যাহাদের সুষুপ্তি-সুখের বৃদ্ধি বা বিধ্বংসের একমাত্র অবলম্বন হয়, যাহারা পরিশ্রমের পরিবর্তে কেবল অদৃষ্টের উপর আপনাদের

প্রতিদিনের অন্নসংগ্রহের আশা করে, আত্মীয়-স্বজন বা সম্মান-প্রতিপত্তির সহিত যাহাদের কোনো সংশ্রব নাই, ভবিষ্যৎ ভাবনার সহিত যাহাদের কোনো সম্বন্ধ নাই, যাহাদের দেহরক্ষার জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের কোনো সংস্থান নাই, তাহারাই প্রধানতঃ এই বিপ্লবের পরিপোষক হয়। এই প্রকার লোকের প্রত্যেকেই আপনাদের দুরাকাঙ্খার তৃপ্তিসাধনের জন্য রাজ্যের যাবতীয় শৃঙ্খলা বিনষ্ট করিয়া ফেলে। বাতাবর্ত যেমন বস্তুগুলিকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলে, ইহাদের অত্যাচার-প্রবাহ সেইরূপ সুশাসনের বন্ধন উচ্ছেদ-পূর্বক কিছুকালের জন্য সুখ ও শান্তিকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দূরে ফেলিয়া থাকে।

অযোধ্যা প্রদেশেরও এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। অযোধ্যার অন্যান্য স্থানের সিপাহিগণ যখন জানিতে পারিল যে, রাজধানীর সিপাহিরা ব্রিটিশ কোম্পানির বিরোধী হইয়াছে, তখন তাহারা কোনো দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধ-পক্ষ অবলম্বন করিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্যার অন্যান্য শ্রেণীর লোকেও বিপ্লবের বিস্তারে উদ্যত হইল। প্রতিদিন লক্ষ্ণৌ শহরে নানা স্থান হইতে বিপ্লবের সংবাদ উপস্থিত হইতে লাগিল। প্রতিদিনই লক্ষ্ণৌর কর্তৃপক্ষ ইংরেজদিগের নিধন, দ্রব্যাদির বিলুণ্ঠন বা গৃহাদির ভস্মীকরণের সংবাদ পাইয়া, নিরতিশয় চিন্তিত হইতে লাগিলেন। ইংরেজ অল্পদিন মাত্র অযোধ্যা অধিকার করিয়াছিলেন, অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহাদের ক্ষমতা ও প্রাধান্যের সহিত শাসন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতা, প্রাধান্য ও শৃঙ্খলা কাগজের ঘরের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর হইয়া উঠিল। যেস্থানে যাহার কিছুমাত্র ক্ষমতা আছে সে-ই তথায় স্বপ্রধান হইল। তাহার ইচ্ছা অবারিত, তাহার কার্য অপ্রতিহত, তাহার ক্ষমতা ও প্রাধান্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিল। জুন মাসের প্রথম দশদিনের মধ্যে এই মহাবিপ্লবের সর্বাঙ্গ সম্পন্ন হইল। ইংরেজ বিনা যুদ্ধে অযোধ্যায় আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, এখন তাঁহাদের সেই আধিপত্যের পুনঃস্থাপন জন্য যুদ্ধ করিতে বহু সৈনিক-বল আবশ্যক হইল।

খয়রাবাদ বিভাগের সদর স্টেশন সীতাপুরে সিপাহিরা প্রথমে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়। এই স্থানে ৪১-সংখ্যক এতদ্দেশীয় পদাতিক-দল

সীতাপুর

এবং অযোধ্যার ৯ ও ১০-সংখ্যক অনিয়মিত সৈনিক-দল অবস্থিতি করিতেছিল। জর্জ ক্রিশ্চিয়ান এই বিভাগের কমিশনর ছিলেন। কতিপয় ইউরোপীয় অফিসর ভিন্ন ভিন্ন সৈনিক-দলে কর্তৃত্ব করিতেছিলেন। মে মাসের শেষ পর্যন্ত সীতাপুরের কমিশনর কোনোরূপ গোলযোগের আশঙ্কা করেন নাই। তিনি ৩০শে মে আগ্রার জজ রেইক্‌স সাহেবের নিকট এইভাবে লিখিয়াছেন,—‘এই স্থানে সমুদয় শান্তভাব রহিয়াছে। আমার অধীন বিভাগের লোকের মধ্যে কোনো গোলযোগ ঘটে নাই। আমার অধীনে সাড়ে-নয়শত লোক আছে। যদি এই অবস্থার পরিবর্তন হয়, লোকের মধ্যে যদি উত্তেজনার নিদর্শন দেখা যায়, তাহা হইলে আমি ঐ লোক দ্বারা এক ঘণ্টার মধ্যেই গোলযোগের দমন করিতে পারিব।’ কমিশনর সাহেব অযোধ্যার অনিয়মিত সিপাহী এবং পুলিশের সৈনিক-পুরুষদিগকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ লিখিয়াছিলেন। এই

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

সকল লোকের উপর তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, গোলযোগ ঘটিলে তিনি ইহাদের সাহায্যে উহার নিবারণ করিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহাদের অভিনব শাসননীতি সমুদয় আশার উচ্ছেদসাধন করিয়াছিল। ধনী, দরিদ্র, সকলেই এক অবস্থায় পাতিত হইয়াছিল। অভিজাত সম্প্রদায়ের গৌরব ও প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের পূর্বতন লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর রবার্টসন সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী এখন ফলোন্মুখ হইয়া উঠিতেছিল। নিয়মিত ও অনিয়মিত, সকল শ্রেণীর সিপাহিরা একসঙ্গে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বিরোধী হইয়াছিল। যদি এই সময়ে ভূস্বামিগণ ইংরেজদিগের পক্ষে থাকিতেন, তাহা হইলে ইংরেজদিগকে অসহায় বালকের ন্যায় কাতরভাবে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইত না। তাঁহারা উক্ত ভূস্বামিদিগের সাহায্যে অবিলম্বে এই বিপ্লবের গতিরোধে সমর্থ হইতেন।

সীতাপুরের নিয়মিত ও অনিয়মিত, উভয় শ্রেণীর সৈনিকেরাই কর্তৃপক্ষের নিকটে আপনাদের বিশ্বস্ততা প্রতিপন্ন করিতে লাগিল। তাহারা বলিল যে, কর্তৃপক্ষের অবিশ্বাস জন্মিলে, তাহাদের মনে নিদারুণ কষ্ট হইবে। একজন এতদ্দেশীয় বৃদ্ধ অফিসর গলদশ্রু-লোচনে তাঁহার ইউরোপীয় সহযোগিদিগকে কহিলেন,—'যাহারা এতদিন বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া, তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছে, শিবিরেই হউক, সৈনিক-নিবাসেই হউক, যুদ্ধক্ষেত্রেই হউক, তাঁহাদের কষ্টে কষ্টবোধ এবং তাঁহাদের বিপদে বিপদবোধ করিয়াছে, তাহাদের প্রতি যেন এখন কোনোরূপেই অবিশ্বাসের ভাব প্রকাশ করা না হয়।' কিন্তু সিপাহিদিগের কথা ঠিক রহিল না, বৃদ্ধ অফিসরের কাতরোক্তিও শেষে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল না। ৩রা জুন সিপাহিগণ উত্তেজিত হইয়া, ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। ঐদিন প্রাতঃকালে ৪১-সংখ্যক-দলের লোক চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিল যে, ১০-সংখ্যক অনিয়মিত-দলের সৈনিকেরা ধনাগার লুণ্ঠন করিতেছে। ৪১-সংখ্যক-দলের, কর্নেল বার্চ নামক একজন অধিনায়ক ঐ স্থানে গমন করিয়া দেখেন যে, গোলযোগের শান্তি হইয়াছে। ফিরিয়া আসিবার সময়ে ধনাগার-রক্ষক একজন সিপাহির গুলির আঘাতে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়*। অপরে নির্দেশ করিয়াছেন যে, যখন সিপাহি-দিগের কেহ কেহ উত্তেজিতভাবে ধনাগারের দিকে এবং কেহ কেহ কামানের দিকে গমন করে, তখন কর্নেল বার্চ গোলযোগ থামাইতে গিয়া, গুলির আঘাতে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার একজন সহযোগী আহত হন**। কমিশনর সাহেবের গৃহে ইউরোপীয় স্ত্রী-পুরুষ ও বালক-বালিকা সমবেত হইয়াছিল, সশস্ত্র পুলিশ তাঁহার গৃহরক্ষায় নিয়োজিত ছিল। কিন্তু এই রক্ষকগণই শেষে ভক্ষক হইয়া উঠে। কমিশনর সাহেব গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক নিকটবর্তী নদীতটের অভিমুখে পলায়ন করেন, তদীয় সহধর্মিণী একটি শিশুকে বাহুতে রাখিয়া, তাঁহার অনুগামিনী হন। কমিশনর সাহেব যখন নদীর অপর তটে উত্তীর্ণ হন, অথবা উত্তীর্ণ হইবার আয়োজন করেন, তখন বিপক্ষের বন্দুকের গুলিতে

* *Gubbins : Mutinies in Oudh. p, 136.*

** *Hutchinson : Narrative of the Mutinies in Oudh. p. 57. Comp. Kaye, Sepoy War, Vol. III, p. 455.*

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পত্নী এবং শিশুটিও মৃত্যুমুখে পাতিত হয়। অপরাপর ইউরোপীয়দিগের মধ্যে কেহ কেহ নদীতটে গতাসু হন, কেহ কেহ নদীর মধ্যে দেহত্যাগ করেন, কেহ কেহ আপনাদের অদৃষ্ট বলে কোনোরূপে এই ভীষণ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থ হন। ৪১-সংখ্যক দলের ত্রিশজন সিপাহী অসামান্য বিশ্বস্ততা দেখাইয়া এই সকল পলাতককে রক্ষা করিয়াছিল। এই বিশ্বস্ত সিপাহিগণ পরদিন প্রাতঃকালে লক্ষ্ণৌতে সীতাপুরের সংবাদ পাঠাইয়া দেয়। অবিলম্বে লক্ষ্ণৌ হইতে কতিপয় শিখ অশ্বারোহী বগি প্রভৃতি লইয়া পলাতকদিগকে আনিতে যাত্রা করে। এইরূপে পলাতকগণ আশ্রয়-স্থান প্রাপ্ত হয়। যে সকল সিপাহির বিশ্বস্ততায় ইহাদের জীবন রক্ষা হইয়াছিল, তাহারা লক্ষ্ণৌ হইতে আগত রক্ষকদিগের হস্তে ইহাদিগকে সমর্পণ পূর্বক আপনাদের বাসগ্রামে গমন করে। তাহাদের হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল। তাহারা ইউরোপীয়দিগের সঙ্গে থাকা এখন আপনাদের পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়া বোধ করিয়াছিল। তাহারা বিশ্বস্ততা প্রকাশ করিলেও আপনাদের উত্তেজিত সিপাহিদিগের বিরুদ্ধাচরণে উদ্যত হয় নাই। সুতরাং তাহারা আপনাদের প্রতিপালনকর্তা প্রভুদিগের জীবন-রক্ষারূপ পবিত্র কর্ম সম্পাদন-পূর্বক এখন গরীয়সী জন্মভূমিতে গমন করাই শ্রেয়স্কর মনে করিয়াছিল।

খয়রাবাদ বিভাগের অন্তর্গত দুইটি ছোটো স্টেশনে বিপ্লব ঘটে। অন্যতর স্টেশন মুলাওনে একজন ডেপুটি কমিশনর ছিলেন। এই স্থানে ৪১-সংখ্যক-দলের কতিপয় সিপাহী এবং অযোধ্যার ৪-সংখ্যক অনিয়মিত সৈনিক-দল অবস্থিতি করিতেছিল। মে মাসে ইহাদের উপর ডেপুটি কমিশনরের সন্দেহ হয়। কিন্তু সন্দেহ হইলেও, ডেপুটি কমিশনর সহসা কর্মস্থল পরিত্যাগ করেন নাই। যখন সীতাপুরে গোলযোগ ঘটে, তখনও তিনি কর্মস্থলে অবস্থিতি করিতেছিলেন। শেষে চারিদিকে যখন বিপ্লবের অঙ্গ সম্পূর্ণ হয়, ইউরোপীয়গণ যখন সীতাপুর হইতে পলায়ন করেন, মুলাওনের সৈনিক-দল যখন অধিকতর উত্তেজনার আবেগে স্ব-প্রধান হইতে চেষ্টা করে, তখন ডেপুটি কমিশনর আর কোনো উপায় না দেখিয়া, অশ্বারোহণ-পূর্বক অক্ষত শরীরে লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হন।

মুলাওন

ইহার মধ্যে দ্বিতীয় স্টেশন মোহমদীতে শোচনীয় ঘটনার আবির্ভাব হয়। যে টমাসন-বংশের লোক রাজকীয় কর্মে আপনাদের দক্ষতার পরিচয় দিয়া, ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, সেই বংশেরই একব্যক্তি এইস্থানে ডেপুটি কমিশনরের পদে নিয়োজিত ছিলেন। কাপ্তেন অর্ নামক একটি সৈনিক পুরুষ ইহাঁর সহকারী ছিলেন। নবাবের আধিপত্যকালে ইনি যে সৈনিক-দলের অধ্যক্ষ ছিলেন, উপস্থিত সময়ে অযোধ্যার সেই ৯-সংখ্যক অনিয়মিত সৈনিক-দল মোহমদীতে অবস্থিতি করিতেছিল। এই স্থান রোহিলখণ্ডের সীমান্তভাগে এবং শাহজাহানপুরের অতি নিকটে অবস্থিত। শাহজাহানপুরের বিপ্লবের সংবাদ পাইয়া, মোহমদীর কর্তৃপক্ষ নিরতিশয় চিন্তিত হন। ১লা জুন শাহজাহানপুরের পলাতক ইউরোপীয়গণ মোহমদীতে উপস্থিত হওয়াতে তথাকার ইউরোপীয়গণ মোহমদীতে উপস্থিত হওয়াতে তথাকার ইউরোপীয়দিগের সংখ্যা বর্ধিত হয়। পলাতকদিগের উপস্থিতির দুইদিন পরে অন্যান্য

মোহমদী

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

স্থানের ন্যায় মোহমদীও ঘোরতর বিপ্লবতরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া উঠে। ৪ঠা জুন সৈনিকেরা ধনাগার লুণ্ঠন করে, কয়েদিদিগকে ছাড়িয়া দেয় এবং ইংরেজের প্রবর্তিত যাবতীয় শাসন-শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত করিয়া ফেলে। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, কাপ্তেন অর্ দীর্ঘকাল হইতে মোহমদীর সৈনিক-দলের সুপরিচিত ছিলেন। সৈনিকেরা পূর্বতন পরিচয়ের জন্য প্রথমতঃ কাপ্তেন অরের বিরুদ্ধে কোনো কর্ম করিতে আগ্রহ দেখায় নাই। তাহারা কাপ্তেনের সমক্ষে ইউরোপীয়দিগের জীবন রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করে। ইহাতে আশ্বস্ত হইয়া, ৪ঠা জুন সন্ধ্যাকালে কাপ্তেন অর্ প্রভৃতি ইউরোপীয়গণ অক্ষতদেহে আওরঙ্গাবাদে প্রস্থান করেন। কুলমহিলারা ও বালক-বালিকাগণ বগীতে এবং দ্রব্যাদি লইয়া যাইবার গাড়িতে চড়িয়া যাত্রা করেন। কিন্তু পলাতকেরা অভীষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। পরদিন সিপাহিরা আপনাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। এই আক্রমণে বাধা দিবার আর কোনো উপায় রহিল না। সিপাহিদিগের গুলির আঘাতে পলাতকদিগের প্রায় সকলেই দেহত্যাগ করিল। কাপ্তেন অর-ও মৃত্যুমুখে পাতিত হইতেন, গুরুদীন নামক একজন সিপাহী এই ঘোরতর সংকটকালে কাপ্তেনকে কহে যে, তিনি হাতের পিস্তল ফেলিয়া দিলেই সে তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিবে। এই কথায় কাপ্তেন অর্ পিস্তল ফেলিয়া দিলেন। গুরুদীন তদ্দণ্ডেই কাপ্তেন অর্ ও আক্রমণকারীর মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। ইহার সাহায্যে কাপ্তেনের জীবন রক্ষা হইল।

পূর্ব উক্ত হইয়াছে যে, উপস্থিত সিপাহী-বিপ্লব অযোধ্যার ন্যায় সুবিস্তৃত প্রদেশে কোনো এক নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ থাকে নাই। উহা প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় একে একে সকল স্থানেই পরিব্যাপ্ত হয়। সহসা এই জ্বালাময়ী পাবকশিখার গতিরোধে ব্রিটিশ রাজপুরুষদিগের ক্ষমতা ছিল না। তাঁহারা যখন ইহার প্রচণ্ডভাব দেখিলেন, তখন আশঙ্কা ও উদ্বেগে প্রায় জ্ঞানশূন্য হইয়া, সর্বক্ষণ আপনাদের সমক্ষে সর্বসংহারক কালের বিকট মূর্তি দেখিতে লাগিলেন। সীতাপুর, মোহমদী প্রভৃতি স্থানে যাহা ঘটিয়াছিল, ফৈজাবাদ প্রভৃতি বিভাগেও তাহাই ঘটিল।

ফৈজাবাদ

ফৈজাবাদ, অযোধ্যার পূর্বভাগ। এই বিভাগ, ফৈজাবাদ, সুলতানপুর, সালোনি,— এই তিন জেলায় বিভক্ত। ফৈজাবাদ ঘর্ঘরার তীরে অবস্থিত। এই স্থানে একজন কমিশনর এবং একজন ডেপুটি কমিশনর ছিলেন। একদল গোলন্দাজ সৈন্য, ২২-সংখ্যক এতদ্দেশীয় পদাতিক-দল, অযোধ্যার ৬-সংখ্যক অনিয়মিত পদাতিক এবং ১৫-সংখ্যক অনিয়মিত অশ্বারোহি-দল অবস্থিতি করেতেছিল। ২২-সংখ্যক পদাতিক-দলের অধ্যক্ষ সমগ্র সৈনিক-দলের উপর কর্তৃত্ব করিতেছিলেন। এই সকল সৈনিক-দল আপনাদিগকে বিশ্বস্ত বলিয়া নির্দেশ করিলেও কমিশনর কর্নেল গোলড্‌নে তাহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। মে মাসে মীরাট ও দিল্লীর ঘটনা যখন তাঁহাদের গোচর হইল, তখন তাঁহারা ভাবিলেন যে, তাঁহাদিগকেও এই ভীষণ বিপ্লবের সম্মুখীন হইতে হইবে। যে প্রচণ্ড বাত্যায় উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থান বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে, অনেকের জীবন বিনষ্ট হইয়াছে, অনেক সম্পত্তি অধিকারীর হস্তভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই বাত্যায় অভিঘাতে তাঁহাদের জীবনেরও অনিষ্ট ঘটিবে,

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2019-02-07 14:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

তাঁহাদের সম্পত্তিও ধ্বংসোন্মুখ হইয়া পড়িবে এবং তাঁহাদের প্রবর্তিত শৃঙ্খলাও বিপর্যস্ত হইয়া যাইবে। সুতরাং তাঁহারা নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। আশঙ্কিত বিপ্লবের সমক্ষে তাঁহারা আত্মরক্ষার আয়োজন করিতে লাগিলেন। যে সকল জমিদারের উপর তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত কি-না এখন তদ্বিষয়ে বিচার্য হইল। আত্মরক্ষার স্থান প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ও সুরক্ষিত করিবার আয়োজন হইতে লাগিল। কুলমহিলা ও বালক-বালিকাদিগকে লক্ষ্ণৌতে পাঠাইবার প্রস্তাব হইল। কিন্তু এই সকল প্রস্তাব, এই সকল সঙ্কল্প, এই সকল ব্যবস্থা সর্বাংশে কার্যে পরিণত হইল না। বিশ্বস্ত জমিদারগণ যে, সুশিক্ষিত সিপাহিদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইল। লক্ষ্ণৌ যাইবার পথে নানারূপ বিঘ্ন-বিপত্তি ছিল, সুতরাং ঐ বিপত্তির পথ দিয়া, বালক-বালিকা ও কুলমহিলাদিগকে পাঠানো অসঙ্গত বোধ হইল। সুতরাং ফৈজাবাদের ইউরোপীয়গণ আপনাদের কুলনারী ও শিশুসন্তানগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, মহাবিপ্লবের আশঙ্কায় নিরতিশয় উদ্বিগ্নচিত্তে কালদাপন করিতে লাগিলেন।

ইংরেজ অযোধ্যা অধিকারপূর্বক যে শাসনপ্রণালীর প্রবর্তন করিয়াছেন, যে ব্যবস্থার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, এখন তৎসমুদয়ের পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইল। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, যদি এই সময়ে অযোধ্যার সমুদয় তালুকদার ইংরেজের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইতেন, তাহা হইলে ইংরেজের অনেকাংশে বলবৃদ্ধি হইত। কিন্তু সমুদয় তালুকদার এই সময়ে ইংরেজের সহিত সমবেদনাসূত্রে সম্বন্ধ হন নাই। ইংরেজের রাজস্ব-গ্রহণ-প্রণালী এইরূপ সমবেদনা স্থাপনের প্রতিকূল হইয়াছিল। অভিনব ব্যবস্থায় অযোধ্যার এই প্রভাবশালী ও সম্পত্তিশালী তালুকদারগণ সামান্য লোকের অবস্থায় পাতিত হইয়াছিলেন। সমবেদনাপর স্যার হেনরি লরেন্স্ ইহাঁদের এইরূপ অধঃপতনে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তালুকদারগণ আপনাদের অধঃপতনে ইংরেজের প্রতি সন্তুষ্ট হন নাই। তাঁহাদের হৃদয়গত প্রচণ্ড বিদ্বেষবহ্নি প্রচ্ছন্নভাবে থাকিলেও উহা একবারে নির্বাপিত হয় নাই। উপযুক্ত সময়ে উহা যে, স্বকীয় প্রখরতার পরিচয় দিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ ছিল না। এখন সেই সময় উপস্থিত হইল। তালুকদারদিগের অনেকে এখন আপনাদের প্রকৃত মূর্তি ধারণ করিলেন। তাঁহাদের হৃদয়গত বিদ্বেষবহ্নির প্রচণ্ড শিখায় এখন ইংরেজ যেরূপ বিস্মিত, সেইরূপ শঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তালুকদারদিগের মধ্যে শাহগঞ্জের রাজা মানসিংহ প্রধান ছিলেন। ইংরেজের বন্দোবস্তে তিনি তদীয় বিস্তৃত জমিদারীর স্বত্বচ্যুত হইয়াছিলেন। অভিনব গবর্নমেণ্টের নিকটে রাজা মানসিংহকে রাজস্বের জন্য অনেক টাকার দায়ী হইতে হইয়াছিল। রাজা মানসিংহ বুঝিয়াছিলেন যে, ইংরেজ গবর্নমেণ্ট তাঁহাকে রাজস্বের জন্য অন্যায়রূপে দায়ী করিতেছেন। যথানিয়মে রাজস্ব না দেওয়ার জন্য ইংরেজ কর্মচারিগণ কর্তৃক তিনি অবরুদ্ধ হইতে পারিতেন, কিন্তু সে সময়ে তাঁহাকে লক্ষ্ণৌতে পাওয়া যায় নাই। সুবিচারের জন্যই হউক, বা আইন-ব্যবসায়িদিগের পরামর্শ গ্রহণের জন্যই হউক, তিনিই ব্রিটিশ রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কলিকাতায় তিনি কি করিয়াছেন, অযোধ্যায় তিনি কি ভাবে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা ভালোরূপে জানা যায় নাই। কিন্তু অযোধ্যায়

Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ফিরিয়া গেলেই তাঁহাকে আটক করা হয়। কেহ কেহ বলেন, গবর্নমেণ্টের আদেশে তিনি নজরবন্দী হইয়াছিলেন, কেহ কেহ লিখিয়াছেন যে, তিনি দেনার দায়ে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। সহকারী কমিশনর অর্ সাহেবের সহিত তাঁহার সবিশেষ আলাপ-পরিচয় ছিল। অর্ সাহেব তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন*। ফৈজাবাদের ডেপুটি কমিশনর এই কার্যের অনুমোদন করেন নাই। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মানসিংহ যাহাই করুক না কেন, তিনি কখনোও গবর্নমেণ্টের প্রতিকূল হইবেন না। যাহা হউক, মে মাসের শেষভাগে এবং জুন মাসের প্রারম্ভে অযোধ্যার কর্তৃপক্ষ রাজা মানসিংহের প্রতি যে তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। মানসিংহ সহকারী কমিশনরকে কহিয়াছিলেন যে, যদি তাঁহাকে নজরবন্দী না করা হয়, তাহা হইলে তিনি সহকারী কমিশনরকে সপরিবারে শাহগঞ্জ নামক স্থানের দুর্গে আশ্রয় দিয়া, রক্ষা করিবেন। সহকারী কমিশনর সকলের সম্বন্ধেই এইরূপ ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। প্রধান কমিশনরও ইহাতে সম্মত হইলেন। কিন্তু ইচ্ছা থাকিলেও, মানসিংহ, যাবতীয় কুলমহিলা ও বালকবালিকাকে রক্ষা করিতে পারিবেন কি না, ভাবিতে লাগিলেন। তিনি কেবল সিবিল কর্মচারিদিগের পরিবারবর্গকে আশ্রয় দিতে চাহিলেন, কিন্তু এই প্রস্তাবে ডেপুটি কমিশনরের মনঃপূত হইল না। অবশেষে মানসিংহ ভাবিয়া কহিলেন, তিনি সকলকেই আশ্রয় দিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে অতিগোপনে স্টেশন হইতে আশ্রয়গৃহে যাইতে হইবে। রাজা মানসিংহের এই প্রস্তাব সৈনিক কর্মচারিদিগকে জানানো হইল। সৈনিক কর্মচারিগণ উহাতে অমত প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা মানসিংহ অপেক্ষা আত্মবলের উপরই অধিক পরিমাণে নির্ভর করিয়াছিলেন কেবল একজন মাত্র অফিসর আপনার স্ত্রী এবং সন্তানদিগকে সিবিল কর্মচারিদিগের পরিবারবর্গের সহিত শাহগঞ্জে পাঠাইতে সম্মত হইলেন।

৭ই জুন রাত্রিকালে কুলমহিলারা নিরাপদে আশ্রয়স্থলে উপনীত হইলেন। তাহার পরদিন সায়ংকালে সিপাহিরা প্রকাশ্যভাবে ইংরেজদিগের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা প্রথমে কামানগুলি অধিকার করিতে গেল। এই সকল কামানে গোলা ভরা হইয়াছিল। গোলন্দাজেরা প্রজ্বলিত বর্তিকা হস্তে লইয়া, উহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল। কিন্তু তাহারা কামান ছুঁইতে-না-ছুঁইতে পদাতিকেরা আসিয়া পড়িল। অফিসরদিগের আদেশপালনে তাহারা যত্ন প্রকাশ করিল না। অফিসরদিগের অনুনয়বাক্যেও তাহারা বিচলিত হইল না। তাহারা স্পষ্টাক্ষরে বলিতে লাগিল যে, কামানগুলি তাহাদের। তাহারা কামান অধিকার করিলেও অফিসরদিগের কোনোরূপ অনিষ্টসাধনে উদ্যত হইল না। তাহারা রক্ষকস্বরূপ হইয়া অফিসরদিগকে সৈনিক-নিবাসে আনিল।

পদাতিকগণ এইরূপে অফিসরদিগের রক্ষার ভার গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু অশ্বারোহিগণ উহাতে সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইল। তাহারা ইউরোপীয়দিগের শোণিতপাতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। ১৫-সংখ্যক অনিয়মিত অশ্বারোহি-দলের একজন রেসেলাদার এই বিপ্লবের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিল। এই ব্যক্তি ইংরেজ অফিসরদিগকে বধ করিবার জন্য

* *Hutchinson; Narrative of the Mutinies in Oudh, p. 71, note.*

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

সিপাহিদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। কিন্তু গোলন্দাজগণ ও পদাতিকেরা দৃঢ়তার-সহিত ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিল। ইংরেজ অফিসরেরা সমস্ত রাত্রি বন্দিভাবে রহিলেন। পদাতিক ও গোলন্দাজেরা তাঁহাদিগকে কেবল রক্ষা করিল না, তাঁহাদের পলায়নেরও সুবিধা করিয়া দিল। তাহারা নৌকা সংগ্রহ করিল, অফিসরদিগকে টাকা দিল। ২২-সংখ্যক-দলের সৈনিকেরা অফিসরদিগকে সঙ্গে লইয়া নদীর তটে উপস্থিত হইল। নৌকা সংগৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু মাঝি-মাল্লা কেহই ছিল না। সুতরাং পলাতকেরা আপনারাই হাল ও দাঁড় ধরিয়া নিরাপদে ফৈজাবাদ পরিত্যাগ করিলেন।

ইউরোপীয়গণ অক্ষত শরীরে প্রস্থান করিলেন বটে, কিন্তু সকলে বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না। এই সিপাহী যুদ্ধ-ঘটিত অন্যান্য বিবরণের ন্যায় ফৈজাবাদের ইউরোপীয়দিগের পলায়নবৃত্তান্তও নানারূপ বিসদৃশ ঘটনায় পরিপূর্ণ। উপস্থিত বিপ্লবের সাধারণ ঘটনা—লুটতরাজ করা, গৃহদ্বার জ্বালাইয়া দেওয়া প্রভৃতির মধ্যে পরস্পর বৈষম্য নাই। কিন্তু অন্যান্য ঘটনার মধ্যে একটির সহিত আর-একটির সাদৃশ্য দেখা যায় না। অন্যান্য স্থানের ন্যায় ফৈজাবাদেও সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু অন্যান্য স্থানের উত্তেজিত সিপাহিদিগের ন্যায় ফৈজাবাদের সিপাহিগণ সমভাবে তাহাদের অফিসরদিগের প্রতি নির্দয়তা বা অবিশ্বস্ততা দেখায় নাই। তাহারা কমিশনর এবং তদীয় সঙ্গীদিগকে কেবল অক্ষতদেহে যাইতে দেয় নাই, অধিকন্তু যাহাতে পলাতকেরা নিরাপদে ফৈজাবাদ হইতে পলায়ন করিতে পারে, তাহার সুবিধা করিয়া দেয়। ইংরেজেরা এই সময়ে উত্তেজিত সিপাহিদিগের একান্ত আয়ত্ত হইয়াছিলেন। সিপাহিদিগের ইচ্ছার উপর তাঁহাদের জীবন নির্ভর করিতেছিল। সিপাহিরা দয়াপ্রদর্শনে উন্মুখ না হইলে সকলকেই মেষপালের ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইত। তাঁহাদের কোনোরূপে বাধা দিবার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু সিপাহিদিগের মধ্যে সকলেই এই নিঃসহায়, নিরবলম্ব ও নিরতিশয় দুর্দশাগ্রস্ত মেষপালের নিধনে আগ্রহযুক্ত হয় নাই। কথিত আছে যে, ২২-সংখ্যক-দলের সিপাহিরা পলাতকদিগকে বধ করিবার জন্য আজিমগড়ের ১৭-সংখ্যক-দলের সিপাহিদিগের নিকটে লোক পাঠাইয়াছিল*। যাহা হউক পলাতকগণ নদীপথে গমন করিয়াও পরিত্রাণ পাইলেন না। তাঁহাদের নিকটে স্নিগ্ধকর জলপথও মৃত্যুপথ স্বরূপ হইল। তাঁহারাও তিরিশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছেন, এমন সময়ে বেগমগঞ্জের নিকটে দেখিলেন যে তাঁহাদের দক্ষিণ পার্শ্বে পদাতিক ও অশ্বারোহী সিপাহিগণ শ্রেণীবদ্ধ রহিয়াছে। ইহাদের উদ্দেশ্য সহজেই বুঝা গেল। এইখানে নদীর পরিসর অধিক ছিল না সুতরাং পলায়ন পূর্বক আত্মরক্ষা করা অসম্ভব হইল। আজিমগড়ের ১৭-সংখ্যক পদাতিকগণ অশ্বারোহিদিগের উপর গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। আরোহিরা আত্মরক্ষার জন্য নদীর অপর তটে যাইতে উদ্যত হইলেন। এদিকে সিপাহিগণ নৌকায় নদীপার হইল। সুতরাং নদীতটে উঠিয়া পলায়ন করা ব্যতীত আর কোনো উপায় রহিল না। কর্নেল গোলড্‌নে নিহত হইলেন। প্রথম দুইখানি নৌকার আরোহীরা পলায়ন করিতে গিয়া, অনেকে মৃত্যুমুখে পাতিত হইল।

* *Gubbins, Mutinies in Oudh, p. 150.*

Generated on 2019-02-07 14:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

কেহ কেহ জলমগ্ন হইলেন। অবশিষ্ট পলাতকেরা কোনোরূপে আমোরা নামক স্থানে গিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। এইখানে চতুর্থ নৌকার আরোহীরা ইহাঁদের সহিত সম্মিলিত হইলেন। সর্বসমেত আটজন পলাতক একত্র হইয়া নিরাপদে কাপ্তেনগঞ্জে উপনীত হইলেন। তেজআলি খাঁ নামক ২২-সংখ্যক-দলের একজন বিশ্বস্ত সিপাহী ইহাঁদের মধ্যে ছিল। অতঃপর ইহাঁরা যাবতীয় বিঘ্ন বিপত্তি হইতে নিষ্কৃতিলাভের আশায় কাপ্তেনগঞ্জ পরিত্যাগ পূর্বক আবার পথ অতিবাহনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাঁরা যে সকল পল্লী দিয়া যাইতে লাগিলেন, তৎসমুদয়ের প্রধানেরা ইহাঁদের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে লাগিল। কেহ কেহ ইহাঁদের অসুবিধা দূর করিবার জন্য টাকা এবং ঘোড়া দিল। কিন্তু ইহাতেও পলাতকদিগের নিষ্কৃতি লাভ হইল না। কোনো পল্লীর অধিবাসিগণ সৌজন্য ও দয়ার ভাণ করিয়া, ইহাঁদের সর্বনাশসাধনে প্রবৃত্ত হইল। এই পল্লীতে মুসলমানের সংখ্যা অধিক ছিল। পল্লীবাসিগণ বন্দুক তরবারি লইয়া, ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করিল। এই মারাত্মক অস্ত্রের আঘাতে উক্ত আট জনের প্রায় সকলেই দেহত্যাগ করিলেন। কেবল একজন মাত্র ঘটনাক্রমে আপনাদের নিরতিশয় দুর্দশার ও দুরদৃষ্টের পরিচয় দিবার জন্য জীবিত রহিলেন।

৮ই জুন ফৈজাবাদ হইতে যে চারিখানি নৌকা যাত্রা করিয়াছিল, তাহার তিনখানির আরোহিদিগের অদৃষ্টে এইরূপ দশা ঘটিল। অযোধ্যার প্রাচীন রাজধানী অযোধ্যার প্রান্তভাগে অবশিষ্ট নৌকাখানি ঘটনাক্রমে অন্তরালে থাকাতে আক্রমণকারী সিপাহিদিগের লক্ষ্যের বহির্ভূত হইয়াছিল। এই জন্য উক্ত নৌকার আরোহিদিগের জীবন রক্ষা হইল। ফৈজাবাদ হইতে যাঁহারা পলায়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দুরবস্থার কথা বিশদভাবে বর্ণিত হয় নাই। যাঁহারা কোনোরূপে আপনাদের জীবনরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ শোচনীয় ঘটনার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা আত্মরক্ষার জন্য অন্যান্য স্থান হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পলায়ন-বৃত্তান্তের সহিত এই বিবরণের তাদৃশ পার্থক্য নাই। পলাতকেরা কোনো স্থানে প্রচণ্ড আতপতাপে অবসন্ন হইয়াছেন। কোনো স্থানে পল্লীবাসিদিগের যত্নে আহার্য ও পানীয় পাইয়াছেন। কোনো স্থানে আশ্রয়-গৃহের অভাবে কষ্টের একশেষ ভোগ করিয়াছেন। তাঁহাদের সহচর বা বন্ধু তাঁহাদের নিকটে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে এই মর্মভেদী, শোচনীয় দৃশ্য নিস্তব্ধভাবে দেখিতে হইয়াছে। তাঁহাদের পরমস্নেহের ধন, বাৎসল্যের অদ্বিতীয় অবলম্বন, প্রাণাধিক শিশু-সন্তান তাঁহাদের ক্রোড়ে দুঃসহ যাতনা পাইয়া অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে। তাঁহারা অশ্রুপূর্ণ নয়নে ইহা দেখিয়া, আবার বিপত্তিপূর্ণ পথ অতিবাহনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পলাতকদিগের পলায়ন-বৃত্তান্ত এইরূপ শোচনীয়ভাবে পরিপূর্ণ। যাঁহারা ফৈজাবাদ হইতে নৌকায় আরোহণপূর্বক প্রস্থান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একটি কুলমহিলা আপনার কতিপয় শিশুসন্তানের সহিত নৌকা পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করেন। ইনি আপনার পলায়ন-বৃত্তান্তের বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনাতেও পূর্বোক্ত বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে। ইনি কখনোও অনাবৃত স্থলে রাত্রিযাপন করিয়াছেন কখনোও অনলকণা-সদৃশ রৌদ্রতাপে নিপীড়িত হইয়াছেন, কখনও পানীয় বা আহার্যের অভাবে একান্ত

Generated on 2019-02-07 14:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। ইহাঁর সন্তানগুলি পীড়িত হইয়া, ইহাঁকে অধিকতর কষ্ট দিয়াছে। পল্লীবাসিদিগের কেহ কেহ উত্তেজিত সিপাহিদিগের ভয়ে ইহাঁর সাহায্য করিতে অসম্মত হইয়াছে। কেহ কেহ বলবতী দয়ার আকর্ষণ পরিহার করিতে না পারিয়া, সভয়চিত্তে ইহাঁকে উপযুক্ত আশ্রয়স্থল, সুখাদ্য আহারীয় ও সুশীতল পানীয় দিয়াছে। ইহাঁর শিশুসন্তানদিগকে একান্ত অবসন্ন দেখিয়া, দয়াবতী ধাত্রী উহাদের পরিচর্যা করিয়াছে। রাজা মানসিংহ ইহাঁর সাহায্য করিয়াছেন। এইরূপ নানা কষ্টভোগ করিয়া ইনি ভারতবাসীর অনন্ত দয়ার এবং সৌজন্যে প্রাণ রক্ষা করেন। কোনো কোনো পলাতক গোরক্ষপুরের অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিলেন। পথে ইহাঁরা অবরুদ্ধ হন। অবরোধ-কারিগণ ইহাঁদিগকে উত্তেজিত সিপাহিগণের হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। এমন সময়ে মহম্মদ হোসেন খাঁ নামক এক ব্যক্তির অনুচরগণ ইহাঁদিগকে রক্ষা করেন। মহম্মদ হোসেন খাঁ ইহাঁদিগকে আশ্রয় দেন, পরে গোরক্ষপুরের মাজিস্ট্রেট ইহাঁদিগকে আনিবার জন্য রক্ষক পাঠাইয়া দেন। ফৈজাবাদ হইতে যে মহিলা শিশুসন্তান লইয়া পলাইয়াছিলেন, তাঁহার সহিত আরও কতিপয় পলাতক সম্মিলিত হন। ইহাঁদের দুর্দশার একশেষ হইয়াছিল। ইহাঁদের একজনের একটি সন্তানের মৃত্যু হয়। ইহাঁদের নিকটে সমাধি দিবার কোনোরূপ উপকরণ ছিল না। ইহাঁরা হাত দিয়া গর্ত করিয়া, কোনোরূপে এই শিশুর সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন করেন। যাঁহারা উপস্থিত বিপ্লবে প্রাণের দায়ে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, আশ্রয়-স্থানপ্রাপ্তির আশায় নানাদিকে ধাবিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অদৃষ্টে এইরূপ কষ্ট, এইরূপ যাতনা, এইরূপ শোকতাপ ভিন্ন আর কিছুই ঘটে নাই।

ফৈজাবাদের দেওয়ানি-বিভাগের চারিজন ইংরেজ কর্মচারী আত্মরক্ষার জন্য নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। বিপ্লবের সময়ে ইহাঁরা, অনুচর এবং কুলকামিনী ও বালক-বালিকাদিগের সহিত মানসিংহের সাহায্যপ্রাপ্তির আশায় ১১ই জুন শাহগঞ্জে উপনীত হন। এই সময়ে মানসিংহ শাহগঞ্জে ছিলেন না, সিপাহিদিগের উত্তেজনায় কি ঘটিতেছে, জানিবার জন্য অযোধ্যায় গিয়াছিলেন। এই স্থান হইতে তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, কুলকামিনী ও বালক-বালিকারা তাঁহার আশ্রয়ে থাকিতে পারে, কিন্তু তিনি পুরুষদিগকে আশ্রয় দিতে পারিবেন না। পুরুষেরা যেন শীঘ্রই প্রস্থান করেন, যেহেতু সিপাহিরা ইউরোপীয়দিগের অনুসন্ধানের জন্য কল্য তাঁহার বাড়িতে যাইবে। সিপাহিদিগের আসিবার দিনেই নৌকা সংগৃহীত হইল। আটত্রিশজন নদীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইহাঁদের ঊনত্রিশজন নৌকায় চড়িয়া সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে ফৈজাবাদের নয় মাইল দূরে গমন করিলেন। নদীতটে আসিবার সময়ে অপর নয়জনের গাড়ি ভাঙিয়া গেল। সুতরাং ইহাঁরা নৌকা ধরিতে না পারিয়া, শাহগঞ্জে ফিরিয়া গেলেন। অতঃপর ইহাঁদিগকে গোরক্ষপুরে পাঠানো হয়। এ দিকে নৌকারোহিগণ গোপালপুরের রাজার সাহায্যে নিরাপদে দানাপুরে উপনীত হন।

ইউরোপীয়দিগের পলায়ন-বিবরণে ভারতবর্ষীয়দিগের এইরূপ দয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। এ সময়ে ভারতের দুঃখিনী নারীরাও আপনাদের জীবন সংকটাপন্ন করিয়া বিপন্ন-দিগের উদ্ধারসাধনে যত্নবতী হইয়াছে। একদিকে যেমন নরহত্যা, নর-শোণিত-প্রবাহের

Generated on 2019-02-07 14:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

ভয়ঙ্কর ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, অপরদিকে সেইরূপ অসামান্য দয়া, অপরিসীম কোমলতা এবং অপরিমেয় সমবেদনার দৃশ্য পরিস্ফুট হইয়াছে। এই শেষোক্ত প্রকারের একটি ঘটনা এস্থলে বিবৃত হইতেছে।

ফৈজাবাদের ডেপুটি কমিশনর কাছারিতে গিয়া শুনিলেন, সেনা-নিবাসের সিপাহিগণ যুদ্ধোন্মুখ হইয়াছে। তিনি এই সংবাদ শুনিবামাত্র একজন বিশ্বস্ত চাপরাশী দ্বারা, আপনার স্ত্রীকে, অবিলম্বে সমুদয় সম্পত্তি পরিত্যাগপূর্বক, নদীতটে যাইতে বলিয়া পাঠাইলেন। এই চাপরাশী তাঁহার স্ত্রীর সহিত যাইবার জন্য আদিষ্ট হইল। সহধর্মিণীর নিকটে সংবাদ পাঠাইয়া, ডেপুটি কমিশনর কার্যানুরোধে সেনা-নিবাসে গমন করিলেন। এদিকে কমিশনরের পত্নী শিবিকারোহণে বিশ্বস্ত ভৃত্যের সহিত নদীকূলের অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। সিপাহিগণ এই সময়ে সম্পত্তি লুণ্ঠনের নিমিত্ত চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ভীতা ও অসহায়া ইংরেজ মহিলা সন্ধ্যা-সমাগমে কোনো-এক পল্লীতে প্রবেশ করিলেন। একটি দয়াশীলা পল্লীবাসিনী আপনার জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও তাঁহাকে স্বকীয় গৃহে আশ্রয় দিয়া, একটি অব্যবহার্য তুন্দুরের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। এদিকে বাহকগণ শিবিকা নদীকূলে রাখিয়া প্রস্থান করিল। কমিশনরের পত্নী ভয়-বিহ্বল-চিত্তে সমস্ত রাত্রি, সেই তুন্দুরের মধ্যে লুক্কায়িত রহিলেন। রাত্রিকালে সিপাহিরা উক্ত গ্রামে প্রবেশ করিয়া, চারিদিকে পলায়িত ইংরেজ-পুরুষ ও ইংরেজ-রমণীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল এবং পলায়িত আশ্রিতদিগকে বাহির করিয়া না দিলে, প্রাণসংহার করা হইবে বলিয়া, গ্রামবাসিদিগকে ভয় দেখাইতে লাগিল। আপনার জীবনহানির সম্ভাবনা জানিয়াও, কোমলহৃদয়া আশ্রয়দাত্রী নিরাশ্রয়া ইংরেজ মহিলাকে উত্তেজিত সিপাহিদিগের হস্তে সমর্পণ করিল না। যখন ঐ রমণী গ্রামে প্রবেশ করেন, তখন গ্রামের পুরুষেরা কৃষিক্ষেত্রের কার্যে ব্যাপৃত ছিল, সুতরাং তাঁহাদের অনেকে ঐ বিষয় অবগত ছিল না। কিন্তু গ্রামের অধিকাংশ মহিলা ঐ বিষয় জানিত, তথাপি তাহাদের কেহই উহা প্রকাশ করিল না। ভয়ব্যাকুলা বিদেশিনী, দরিদ্রা আশ্রয়দাত্রীর অনুগ্রহে তুন্দুরের অভ্যন্তরে নীরবে সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন। ক্রমে ভয়াবহ কোলাহলের শান্তি হইল, সিপাহিগণ স্থানান্তরে চলিয়া গেল। রাত্রি প্রভাত হইলে, ডেপুটি কমিশনরের বিশ্বস্ত ভৃত্য, মহারাজ মানসিংহের নিকটে গিয়া একখানি নৌকা প্রার্থনা করিল। মানসিংহ বিপন্নের উদ্ধারার্থে ভৃত্যের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। ডেপুটি কমিশনরের পত্নী ও অপর কয়েকটি ইউরোপীয় মহিলা আপনাদের সন্তানবর্গের সহিত নৌকার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। বহির্ভাগে সমভি-ব্যাহারি কতিপয় বিশ্বস্ত ভৃত্য ও সিপাহী বসিয়া রহিল, এবং উহা তীর্থযাত্রীর নৌকা বলিয়া, সাধারণের নিকটে ভাণ করিতে লাগিল। দুই-একস্থানে ইহাদের সহিত উত্তেজিত সিপাহিদিগের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কিন্তু নৌকার অভ্যন্তরে পলাতক ইউরোপীয় আছে, ইহা সিপাহিগণ বুঝিতে পারে নাই। সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে, নৌকা কোনো নিরাপদ স্থানে লাগাইয়া, কয়েকজন ভৃত্য দুগ্ধ ও রুটির জন্য নিকটবর্তী পল্লীতে গমন করিল। এস্থানেও পল্লীবাসিগণ বিপন্ন পলাতকদিগের সাহায্য করিতে বিমুখ হইল না। একটি দয়াবতী রমণী শিশুগুলিকে ক্ষুধার্ত দেখিয়া, দ্রুতগতিতে গ্রামে প্রবেশ করিল, এবং

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

কয়েকটি দুগ্ধবতী ধাত্রী সঙ্গে করিয়া, নৌকার নিকটে উপস্থিত হইল। ইউরোপীয় মহিলাগণ আহ্লাদসহকারে ইহাদিগকে নৌকায় উঠাইলেন; ইহারা আপনাদের স্তন্যদানে শিশুদিগের তৃপ্তিসাধন করিল। সিপাহিগণ জানিতে পারিলে, এই আশ্রয়দাত্রী ও সাহায্য-কারিণী মহিলাদিগের প্রাণসংহার করিত। আপনাদের জীবন এইরূপ সংশয়াপন্ন করিয়াও, উক্ত রমণীগণ বিপন্নদিগের যথাশক্তি সাহায্য করে। এইরূপ সাহায্য পাইয়া, উক্ত কুলকামিনিগণ নিরাপদে এলাহাবাদে উপনীত হন। ডেপুটি কমিশনর ও তাঁহার সহধর্মিণী এই মহদুপকার বিস্মৃত হন নাই। যুদ্ধের অবসান হইলে, তাঁহারা উক্ত দয়াবতী মহিলাদিগকে যথোচিত পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।

সুলতানপুর

সুলতানপুর জেলার প্রধান নগর সুলতানপুর গোমতীর দক্ষিণভাগে অবস্থিত। এই স্থানে ১৫-সংখ্যক অনিয়মিত অশ্বারোহি-দলের শিবির ছিল। এতদ্ব্যতীত ৮-সংখ্যক অনিয়মিত পদাতিক-দল এবং কতকগুলি অস্ত্রধারী পুলিশ প্রহরী অবস্থিতি করিতেছিল। কর্নেল ফিসার ইহাঁদের অধিনায়ক ছিলেন। ৫ই জুন সুলতানপুরের দেওয়ানি-বিভাগের প্রধান কর্মচারী সংবাদ পাইলেন যে, স্থানান্তরের উত্তেজিত সিপাহিগণ সুলতানপুরের সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া, ইউরোপীয়দিগের নিধনের চেষ্টা করিতেছে। তৎপরদিনেও এইরূপ আতঙ্কজনক সংবাদ সুলতানপুরে পেঁছিল! কর্নেল ফিসার ৭ই তারিখে দুইজন অফিসরকে সঙ্গে দিয়া, কুলমহিলাদিগকে এলাহাবাদে পাঠাইলেন। ৯ই জুন প্রাতঃকালে সৈনিকেরা ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইল। কর্নেল ত্বরিতগতিতে সৈনিকবাসে গিয়া, সিপাহিদিগকে প্রশান্তভাবে ও স্নেহসহকারে আপনাদের কর্তব্যসাধনের জন্য বুঝাইতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে একজন নজীব কর্নেলের পৃষ্ঠদেশে গুলির আঘাত করিল। কর্নেল আপনার সৈনিকদিগের সম্মুখে সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া পড়িয়া গেলেন। যাহারা তাঁহার স্নেহের পাত্র ছিল, যাহাদিগকে তিনি কর্তব্যসম্পাদনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবার জন্য ধীরভাবে উপদেশ দিতেছিলেন, তাহারা এইরূপে তদীয় উপদেশের সম্মান রক্ষা করিল। তাহাদের কেহই এ সময়ে আসন্ন-মৃত্যু অধিনায়কের সাহায্যের জন্য উপস্থিত হইল না। টুকার নামক একজন সেনানায়ক কর্নেলকে ডুলির মধ্যে স্থাপন করিলেন। এই ডুলির পার্শ্বেই আর-একজন সেনানায়ক নিহত হইলেন। এদিকে কর্নেল ফিসারেরও মৃত্যুযাতনার অবসান হইল। সিপাহিরা এইরূপে আপনাদের অধিনায়কদিগের শোণিতপাত করিয়া, টুকর সাহেবকে পলাইতে কহিল। টুকার অশ্বারোহণপূর্বক প্রাণের-দায়ে গোমতীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। গোমতীতটে দাঁড়িয়া নামক স্থানে রোস্তম শাহ নামক একজন তালুকদারের একটি দুর্গ ছিল। চারিদিকে বহুবিস্তৃত নিবিড় জঙ্গলে এই দুর্গ পরিবেষ্টিত ছিল। ভূমির অভিনব বন্দোবস্তে রোস্তম শাহ নিরতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। রাজপুরুষেরা তাঁহার অনেক জমি অন্যায়পূর্বক অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজ রাজপুরুষদিগের অন্যায়াচরণেও এই ধীরপ্রকৃতি তালুকদারের হৃদয়ে ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষভাব উদ্দীপিত হয় নাই। যাঁহাদের বিচারে তাঁহার ক্ষতি হইয়াছিল, দয়া ও সৌজন্যের বশীভূত হইয়া, তিনি এ সময়ে তাঁহাদেরই উপকার-সাধনে উদ্যত হন।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

সকল লোকের উপর তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, গোলযোগ ঘটিলে তিনি ইহাদের সাহায্যে উহার নিবারণ করিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহাদের অভিনব শাসননীতি সমুদয় আশার উচ্ছেদসাধন করিয়াছিল। ধনী, দরিদ্র, সকলেই এক অবস্থায় পাতিত হইয়াছিল। অভিজাত সম্প্রদায়ের গৌরব ও প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের পূর্বতন লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর রবার্টসন সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী এখন ফলোন্মুখ হইয়া উঠিতেছিল। নিয়মিত ও অনিয়মিত, সকল শ্রেণীর সিপাহিরা একসঙ্গে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বিরোধী হইয়াছিল। যদি এই সময়ে ভূস্বামিগণ ইংরেজদিগের পক্ষে থাকিতেন, তাহা হইলে ইংরেজদিগকে অসহায় বালকের ন্যায় কাতরভাবে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইত না। তাঁহারা উক্ত ভূস্বামিদিগের সাহায্যে অবিলম্বে এই বিপ্লবের গতিরোধে সমর্থ হইতেন।

সীতাপুরের নিয়মিত ও অনিয়মিত, উভয় শ্রেণীর সৈনিকেরাই কর্তৃপক্ষের নিকটে আপনাদের বিশ্বস্ততা প্রতিপন্ন করিতে লাগিল। তাহারা বলিল যে, কর্তৃপক্ষের অবিশ্বাস জন্মিলে, তাহাদের মনে নিদারুণ কষ্ট হইবে। একজন এতদ্দেশীয় বৃদ্ধ অফিসর গলদশ্রু-লোচনে তাঁহার ইউরোপীয় সহযোগিদিগকে কহিলেন,—'যাহারা এতদিন বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া, তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছে, শিবিরেই হউক, সৈনিক-নিবাসেই হউক, যুদ্ধক্ষেত্রেই হউক, তাঁহাদের কষ্টে কষ্টবোধ এবং তাঁহাদের বিপদে বিপদবোধ করিয়াছে, তাহাদের প্রতি যেন এখন কোনোরূপেই অবিশ্বাসের ভাব প্রকাশ করা না হয়।' কিন্তু সিপাহিদিগের কথা ঠিক রহিল না, বৃদ্ধ অফিসরের কাতরোক্তিও শেষে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল না। ৩রা জুন সিপাহিগণ উত্তেজিত হইয়া, ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। ঐদিন প্রাতঃকালে ৪১-সংখ্যক-দলের লোক চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিল যে, ১০-সংখ্যক অনিয়মিত-দলের সৈনিকেরা ধনাগার লুণ্ঠন করিতেছে। ৪১-সংখ্যক-দলের, কর্নেল বার্চ নামক একজন অধিনায়ক ঐ স্থানে গমন করিয়া দেখেন যে, গোলযোগের শান্তি হইয়াছে। ফিরিয়া আসিবার সময়ে ধনাগার-রক্ষক একজন সিপাহির গুলির আঘাতে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়*। অপরে নির্দেশ করিয়াছেন যে, যখন সিপাহি-দিগের কেহ কেহ উত্তেজিতভাবে ধনাগারের দিকে এবং কেহ কেহ কামানের দিকে গমন করে, তখন কর্নেল বার্চ গোলযোগ থামাইতে গিয়া, গুলির আঘাতে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার একজন সহযোগী আহত হন**। কমিশনর সাহেবের গৃহে ইউরোপীয় স্ত্রী-পুরুষ ও বালক-বালিকা সমবেত হইয়াছিল, সশস্ত্র পুলিশ তাঁহার গৃহরক্ষায় নিয়োজিত ছিল। কিন্তু এই রক্ষকগণই শেষে ভক্ষক হইয়া উঠে। কমিশনর সাহেব গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক নিকটবর্তী নদীতটের অভিমুখে পলায়ন করেন, তদীয় সহধর্মিণী একটি শিশুকে বাহুতে রাখিয়া, তাঁহার অনুগামিনী হন। কমিশনর সাহেব যখন নদীর অপর তটে উত্তীর্ণ হন, অথবা উত্তীর্ণ হইবার আয়োজন করেন, তখন বিপক্ষের বন্দুকের গুলিতে

* *Gubbins : Mutinies in Oudh. p, 136.*

** *Hutchinson : Narrative of the Mutinies in Oudh. p. 57. Comp. Kaye, Sepoy War, Vol. III, p. 455.*

Generated on 2019-02-07 14:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পত্নী এবং শিশুটিও মৃত্যুমুখে পাতিত হয়। অপরাপর ইউরোপীয়দিগের মধ্যে কেহ কেহ নদীতটে গতাসু হন, কেহ কেহ নদীর মধ্যে দেহত্যাগ করেন, কেহ কেহ আপনাদের অদৃষ্ট বলে কোনোরূপে এই ভীষণ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থ হন। ৪১-সংখ্যক দলের ত্রিশজন সিপাহী অসামান্য বিশ্বস্ততা দেখাইয়া এই সকল পলাতককে রক্ষা করিয়াছিল। এই বিশ্বস্ত সিপাহিগণ পরদিন প্রাতঃকালে লক্ষ্ণৌতে সীতাপুরের সংবাদ পাঠাইয়া দেয়। অবিলম্বে লক্ষ্ণৌ হইতে কতিপয় শিখ অশ্বারোহী বগি প্রভৃতি লইয়া পলাতকদিগকে আনিতে যাত্রা করে। এইরূপে পলাতকগণ আশ্রয়-স্থান প্রাপ্ত হয়। যে সকল সিপাহির বিশ্বস্ততায় ইহাদের জীবন রক্ষা হইয়াছিল, তাহারা লক্ষ্ণৌ হইতে আগত রক্ষকদিগের হস্তে ইহাদিগকে সমর্পণ পূর্বক আপনাদের বাসগ্রামে গমন করে। তাহাদের হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল। তাহারা ইউরোপীয়দিগের সঙ্গে থাকা এখন আপনাদের পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়া বোধ করিয়াছিল। তাহারা বিশ্বস্ততা প্রকাশ করিলেও আপনাদের উত্তেজিত সিপাহিদিগের বিরুদ্ধাচরণে উদ্যত হয় নাই। সুতরাং তাহারা আপনাদের প্রতিপালনকর্তা প্রভুদিগের জীবন-রক্ষারূপ পবিত্র কর্ম সম্পাদন-পূর্বক এখন গরীয়সী জন্মভূমিতে গমন করাই শ্রেয়স্কর মনে করিয়াছিল।

খয়রাবাদ বিভাগের অন্তর্গত দুইটি ছোটো স্টেশনে বিপ্লব ঘটে। অন্যতর স্টেশন মুলাওনে একজন ডেপুটি কমিশনর ছিলেন। এই স্থানে ৪১-সংখ্যক-দলের কতিপয় সিপাহী এবং অযোধ্যার ৪-সংখ্যক অনিয়মিত সৈনিক-দল অবস্থিতি করিতেছিল। মে মাসে ইহাদের উপর ডেপুটি কমিশনরের সন্দেহ হয়। কিন্তু সন্দেহ হইলেও, ডেপুটি কমিশনর সহসা কর্মস্থল পরিত্যাগ করেন নাই। যখন সীতাপুরে গোলযোগ ঘটে, তখনও তিনি কর্মস্থলে অবস্থিতি করিতেছিলেন। শেষে চারিদিকে যখন বিপ্লবের অঙ্গ সম্পূর্ণ হয়, ইউরোপীয়গণ যখন সীতাপুর হইতে পলায়ন করেন, মুলাওনের সৈনিক-দল যখন অধিকতর উত্তেজনার আবেগে স্ব-প্রধান হইতে চেষ্টা করে, তখন ডেপুটি কমিশনর আর কোনো উপায় না দেখিয়া, অশ্বারোহণ-পূর্বক অক্ষত শরীরে লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হন।

মুলাওন

ইহার মধ্যে দ্বিতীয় স্টেশন মোহমদীতে শোচনীয় ঘটনার আবির্ভাব হয়। যে টমাসন-বংশের লোক রাজকীয় কর্মে আপনাদের দক্ষতার পরিচয় দিয়া, ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, সেই বংশেরই একব্যক্তি এইস্থানে ডেপুটি কমিশনরের পদে নিয়োজিত ছিলেন। কাপ্তেন অর্ নামক একটি সৈনিক পুরুষ ইহাঁর সহকারী ছিলেন। নবাবের আধিপত্যকালে ইনি যে সৈনিক-দলের অধ্যক্ষ ছিলেন, উপস্থিত সময়ে অযোধ্যার সেই ৯-সংখ্যক অনিয়মিত সৈনিক-দল মোহমদীতে অবস্থিতি করিতেছিল। এই স্থান রোহিলখণ্ডের সীমান্তভাগে এবং শাহজাহানপুরের অতি নিকটে অবস্থিত। শাহজাহানপুরের বিপ্লবের সংবাদ পাইয়া, মোহমদীর কর্তৃপক্ষ নিরতিশয় চিন্তিত হন। ১লা জুন শাহজাহানপুরের পলাতক ইউরোপীয়গণ মোহমদীতে উপস্থিত হওয়াতে তথাকার ইউরোপীয়গণ মোহমদীতে উপস্থিত হওয়াতে তথাকার ইউরোপীয়দিগের সংখ্যা বর্ধিত হয়। পলাতকদিগের উপস্থিতির দুইদিন পরে অন্যান্য

মোহমদী

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

স্থানের ন্যায় মোহমদীও ঘোরতর বিপ্লবতরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া উঠে। ৪ঠা জুন সৈনিকেরা ধনাগার লুণ্ঠন করে, কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দেয় এবং ইংরেজের প্রবর্তিত যাবতীয় শাসন-শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত করিয়া ফেলে। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, কাপ্তেন অর্ দীর্ঘকাল হইতে মোহমদীর সৈনিক-দলের সুপরিচিত ছিলেন। সৈনিকেরা পূর্বতন পরিচয়ের জন্য প্রথমতঃ কাপ্তেন অরের বিরুদ্ধে কোনো কর্ম করিতে আগ্রহ দেখায় নাই। তাহারা কাপ্তেনের সমক্ষে ইউরোপীয়দিগের জীবন রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করে। ইহাতে আশ্বস্ত হইয়া, ৪ঠা জুন সন্ধ্যাকালে কাপ্তেন অর্ প্রভৃতি ইউরোপীয়গণ অক্ষতদেহে আওরঙ্গাবাদে প্রস্থান করেন। কুলমহিলারা ও বালক-বালিকাগণ বগীতে এবং দ্রব্যাদি লইয়া যাইবার গাড়িতে চড়িয়া যাত্রা করেন। কিন্তু পলাতকেরা অভীষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। পরদিন সিপাহিরা আপনাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। এই আক্রমণে বাধা দিবার আর কোনো উপায় রহিল না। সিপাহিদিগের গুলির আঘাতে পলাতকদিগের প্রায় সকলেই দেহত্যাগ করিল। কাপ্তেন অর-ও মৃত্যুমুখে পাতিত হইতেন, গুরুদীন নামক একজন সিপাহী এই ঘোরতর সংকটকালে কাপ্তেনকে কহে যে, তিনি হাতের পিস্তল ফেলিয়া দিলেই সে তাহাঁকে রক্ষা করিতে পারিবে। এই কথায় কাপ্তেন অর্ পিস্তল ফেলিয়া দিলেন। গুরুদীন তদ্দণ্ডেই কাপ্তেন অর্ও আক্রমণকারীর মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। ইহার সাহায্যে কাপ্তেনের জীবন রক্ষা হইল।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, উপস্থিত সিপাহী-বিপ্লব অযোধ্যার ন্যায় সুবিস্তৃত প্রদেশে কোনো এক নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ থাকে নাই। উহা প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় একে একে সকল স্থানেই পরিব্যাপ্ত হয়। সহসা এই জ্বালাময়ী পাবকশিখার গতিরোধে ব্রিটিশ রাজপুরুষদিগের ক্ষমতা ছিল না। তাঁহারা যখন ইহার প্রচণ্ডভাব দেখিলেন, তখন আশংকা ও উদ্বেগে প্রায় জ্ঞানশূন্য হইয়া, সর্বক্ষণ আপনাদের সমক্ষে সর্বসংহারক কালের বিকট মূর্তি দেখিতে লাগিলেন। সীতাপুর, মোহমদী প্রভৃতি স্থানে যাহা ঘটিয়াছিল, ফৈজাবাদ প্রভৃতি বিভাগেও তাহাই ঘটিল।

ফৈজাবাদ, অযোধ্যার পূর্বভাগ। এই বিভাগ, ফৈজাবাদ, সুলতানপুর, সালোনি,— এই তিন জেলায় বিভক্ত। ফৈজাবাদ ঘর্ঘরার তীরে অবস্থিত। এই স্থানে

ফৈজাবাদ

একজন কমিশনর এবং একজন ডেপুটি কমিশনর ছিলেন। একদল গোলন্দাজ সৈন্য, ২২-সংখ্যক এতদ্দেশীয় পদাতিক-দল, অযোধ্যার ৬-সংখ্যক অনিয়মিত পদাতিক এবং ১৫-সংখ্যক অনিয়মিত অশ্বারোহি-দল অবস্থিতি করেতেছিল। ২২-সংখ্যক পদাতিক-দলের অধ্যক্ষ সমগ্র সৈনিক-দলের উপর কর্তৃত্ব করিতেছিলেন। এই সকল সৈনিক-দল আপনাদিগকে বিশ্বস্ত বলিয়া নির্দেশ করিলেও কমিশনর কর্নেল গোলড্নে তাহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। মে মাসে মীরাট ও দিল্লীর ঘটনা যখন তাঁহাদের গোচর হইল, তখন তাঁহারা ভাবিলেন যে, তাঁহাদিগকেও এই ভীষণ বিপ্লবের সম্মুখীন হইতে হইবে। যে প্রচণ্ড বাত্যায় উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থান বিশৃংখল হইয়া পড়িয়াছে, অনেকের জীবন বিনষ্ট হইয়াছে, অনেক সম্পত্তি অধিকারীর হস্তভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই ব্যাত্যায় অভিঘাতে তাঁহাদের জীবনেরও অনিষ্ট ঘটিবে,

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

তাঁহাদের সম্পত্তিও ধ্বংসোন্মুখ হইয়া পড়িবে এবং তাঁহাদের প্রবর্তিত শৃঙ্খলাও বিপর্যস্ত হইয়া যাইবে। সুতরাং তাঁহারা নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। আশঙ্কিত বিপ্লবের সমক্ষে তাঁহারা আত্মরক্ষার আয়োজন করিতে লাগিলেন। যে সকল জমিদারের উপর তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত কি-না এখন তদ্বিষয়ে বিচার্য হইল। আত্মরক্ষার স্থান প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ও সুরক্ষিত করিবার আয়োজন হইতে লাগিল। কুলমহিলা ও বালক-বালিকাদিগকে লক্ষ্ণৌতে পাঠাইবার প্রস্তাব হইল। কিন্তু এই সকল প্রস্তাব, এই সকল সঙ্কল্প, এই সকল ব্যবস্থা সর্বাংশে কার্যে পরিণত হইল না। বিশ্বস্ত জমিদারগণ যে, সুশিক্ষিত সিপাহিদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইল। লক্ষ্ণৌ যাইবার পথে নানারূপ বিঘ্ন-বিপত্তি ছিল, সুতরাং ঐ বিপত্তিময় পথ দিয়া, বালক-বালিকা ও কুলমহিলাদিগকে পাঠানো অসঙ্গত বোধ হইল। সুতরাং ফৈজাবাদের ইউরোপীয়গণ আপনাদের কুলনারী ও শিশুসন্তানগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, মহাবিপ্লবের আশঙ্কায় নিরতিশয় উদ্বিগ্নচিত্তে কালদাপন করিতে লাগিলেন।

ইংরেজ অযোধ্যা অধিকারপূর্বক যে শাসনপ্রণালীর প্রবর্তন করিয়াছেন, যে ব্যবস্থার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, এখন তৎসমুদয়ের পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইল। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, যদি এই সময়ে অযোধ্যার সমুদয় তালুকদার ইংরেজের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইতেন, তাহা হইলে ইংরেজের অনেকাংশে বলবৃদ্ধি হইত। কিন্তু সমুদয় তালুকদার এই সময়ে ইংরেজের সহিত সমবেদনাসূত্রে সম্বন্ধ হন নাই। ইংরেজের রাজস্ব-গ্রহণ-প্রণালী এইরূপ সমবেদনা স্থাপনের প্রতিকূল হইয়াছিল। অভিনব ব্যবস্থায় অযোধ্যার এই প্রভাব-শালী ও সম্পত্তি-শালী তালুকদারগণ সামান্য লোকের অবস্থায় পাতিত হইয়াছিলেন। সমবেদনাপর স্যার হেন্‌রি লরেন্স্‌ ইহাঁদের এইরূপ অধঃপতনে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। তালুকদারগণ আপনাদের অধঃপতনে ইংরেজের প্রতি সন্তুষ্ট হন নাই। তাঁহাদের হৃদয়গত প্রচণ্ড বিদ্বেষবহ্নি প্রচ্ছন্নভাবে থাকিলেও উহা একবারে নির্বাপিত হয় নাই। উপযুক্ত সময়ে উহা যে, স্বকীয় প্রখরতার পরিচয় দিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ ছিল না। এখন সেই সময় উপস্থিত হইল। তালুকদারদিগের অনেকে এখন আপনাদের প্রকৃত মূর্তি ধারণ করিলেন। তাঁহাদের হৃদয়গত বিদ্বেষ-বহ্নির প্রচণ্ড শিখায় এখন ইংরেজ যেরূপ বিস্মিত, সেইরূপ শঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তালুকদারদিগের মধ্যে শাহগঞ্জের রাজা মানসিংহ প্রধান ছিলেন। ইংরেজের বন্দোবস্তে তিনি তদীয় বিস্তৃত জমিদারীর স্বত্বচ্যুত হইয়াছিলেন। অভিনব গবর্ন-মেণ্টের নিকটে রাজা মানসিংহকে রাজস্বের জন্য অনেক টাকার দায়ী হইতে হইয়াছিল। রাজা মানসিংহ বুঝিয়াছিলেন যে, ইংরেজ গবর্নমেণ্ট তাঁহাকে রাজস্বের জন্য অন্যায়-রূপে দায়ী করিতেছেন। যথানিয়মে রাজস্ব না দেওয়ার জন্য ইংরেজ কর্মচারিগণ কর্তৃক তিনি অবরুদ্ধ হইতে পারিতেন, কিন্তু সে সময়ে তাঁহাকে লক্ষ্ণৌতে পাওয়া যায় নাই। সুবিচারের জন্যই হউক, বা আইন-ব্যবসায়িদিগের পরামর্শ গ্রহণের জন্যই হউক, তিনিই ব্রিটিশ রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কলিকাতায় তিনি কি করিয়াছেন, অযোধ্যায় তিনি কি ভাবে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা ভালোরূপে জানা যায় নাই। কিন্তু অযোধ্যায়

Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ফিরিয়া গেলেই তাঁহাকে আটক করা হয়। কেহ কেহ বলেন, গবর্নমেণ্টের আদেশে তিনি নজরবন্দী হইয়াছিলেন, কেহ কেহ লিখিয়াছেন যে, তিনি দেনার দায়ে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। সহকারী কমিশনর অর্ সাহেবের সহিত তাঁহার সবিশেষ আলাপ-পরিচয় ছিল। অর্ সাহেব তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন*। ফৈজাবাদের ডেপুটি কমিশনর এই কার্যের অনুমোদন করেন নাই। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মানসিংহ যাহাই করুক না কেন, তিনি কখনোও গবর্নমেণ্টের প্রতিকূল হইবেন না। যাহা হউক, মে মাসের শেষভাগে এবং জুন মাসের প্রারম্ভে অযোধ্যার কর্তৃপক্ষ রাজা মানসিংহের প্রতি যে তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। মানসিংহ সহকারী কমিশনরকে কহিয়াছিলেন যে, যদি তাঁহাকে নজরবন্দী না করা হয়, তাহা হইলে তিনি সহকারী কমিশনরকে সপরিবারে শাহগঞ্জ নামক স্থানের দুর্গে আশ্রয় দিয়া, রক্ষা করিবেন। সহকারী কমিশনর সকলের সম্বন্ধেই এইরূপ ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। প্রধান কমিশনরও ইহাতে সম্মত হইলেন। কিন্তু ইচ্ছা থাকিলেও, মানসিংহ, যাবতীয় কুলমহিলা ও বালকবালিকাকে রক্ষা করিতে পারিবেন কি না, ভাবিতে লাগিলেন। তিনি কেবল সিবিল কর্মচারিদিগের পরিবারবর্গকে আশ্রয় দিতে চাহিলেন, কিন্তু এই প্রস্তাবে ডেপুটি কমিশনরের মনঃপূত হইল না। অবশেষে মানসিংহ ভাবিয়া কহিলেন, তিনি সকলকেই আশ্রয় দিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে অতিগোপনে স্টেশন হইতে আশ্রয়গৃহে যাইতে হইবে। রাজা মানসিংহের এই প্রস্তাব সৈনিক কর্মচারিদিগকে জানানো হইল। সৈনিক কর্মচারিগণ উহাতে অমত প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা মানসিংহ অপেক্ষা আত্মবলের উপরই অধিক পরিমাণে নির্ভর করিয়াছিলেন কেবল একজন মাত্র অফিসর আপনার স্ত্রী এবং সন্তানদিগকে সিবিল কর্মচারিদিগের পরিবারবর্গের সহিত শাহগঞ্জে পাঠাইতে সম্মত হইলেন।

৭ই জুন রাত্রিকালে কুলমহিলারা নিরাপদে আশ্রয়স্থলে উপনীত হইলেন। তাহার পরদিন সায়ংকালে সিপাহিরা প্রকাশ্যভাবে ইংরেজদিগের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা প্রথমে কামানগুলি অধিকার করিতে গেল। এই সকল কামানে গোলা ভরা হইয়াছিল। গোলন্দাজেরা প্রজ্বলিত বর্তিকা হস্তে লইয়া, উহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল। কিন্তু তাহারা কামান ছুঁইতে-না-ছুঁইতে পদাতিকেরা আসিয়া পড়িল। অফিসরদিগের আদেশপালনে তাহারা যত্ন প্রকাশ করিল না। অফিসরদিগের অনুনয়বাক্যেও তাহারা বিচলিত হইল না। তাহারা স্পষ্টাক্ষরে বলিতে লাগিল যে, কামানগুলি তাহাদের। তাহারা কামান অধিকার করিলেও অফিসরদিগের কোনোরূপ অনিষ্টসাধনে উদ্যত হইল না। তাহারা রক্ষকস্বরূপ হইয়া অফিসরদিগকে সৈনিক-নিবাসে আনিল।

পদাতিকগণ এইরূপে অফিসরদিগের রক্ষার ভার গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু অশ্বারোহিগণ উহাতে সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইল। তাহারা ইউরোপীয়দিগের শোণিতপাতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। ১৫-সংখ্যক অনিয়মিত অশ্বারোহি-দলের একজন রেসেলাদার এই বিপ্লবের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিল। এই ব্যক্তি ইংরেজ অফিসরদিগকে বধ করিবার জন্য

* *Hutchinson ; Narrative of the Mutinies in Oudh, p. 71, note.*

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

সিপাহিদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। কিন্তু গোলন্দাজগণ ও পদাতিকেরা দৃঢ়তার-সহিত ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিল। ইংরেজ অফিসরেরা সমস্ত রাত্রি বন্দিভাবে রহিলেন। পদাতিক ও গোলন্দাজেরা তাঁহাদিগকে কেবল রক্ষা করিল না, তাঁহাদের পলায়নেরও সুবিধা করিয়া দিল। তাহারা নৌকা সংগ্রহ করিল, অফিসরদিগকে টাকা দিল। ২২-সংখ্যক-দলের সৈনিকেরা অফিসরদিগকে সঙ্গে লইয়া নদীর তটে উপস্থিত হইল। নৌকা সংগৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু মাঝি-মাল্লা কেহই ছিল না। সুতরাং পলাতকেরা আপনারাই হাল ও দাঁড় ধরিয়া নিরাপদে ফৈজাবাদ পরিত্যাগ করিলেন।

ইউরোপীয়গণ অক্ষত শরীরে প্রস্থান করিলেন বটে, কিন্তু সকলে বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না। এই সিপাহী যুদ্ধ-ঘটিত অন্যান্য বিবরণের ন্যায় ফৈজাবাদের ইউরোপীয়দিগের পলায়নবৃত্তান্তও নানারূপ বিসদৃশ ঘটনায় পরিপূর্ণ। উপস্থিত বিপ্লবের সাধারণ ঘটনা—লুটতরাজ করা, গৃহম্বার জ্বালাইয়া দেওয়া প্রভৃতির মধ্যে পরস্পর বৈষম্য নাই। কিন্তু অন্যান্য ঘটনার মধ্যে একটির সহিত আর-একটির সাদৃশ্য দেখা যায় না। অন্যান্য স্থানের ন্যায় ফৈজাবাদেও সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু অন্যান্য স্থানের উত্তেজিত সিপাহিদিগের ন্যায় ফৈজাবাদের সিপাহিগণ সমভাবে তাহাদের অফিসরদিগের প্রতি নির্দয়তা বা অবিশ্বস্ততা দেখায় নাই। তাহারা কমিশনর এবং তদীয় সঙ্গীদিগকে কেবল অক্ষতদেহে যাইতে দেয় নাই, অধিকন্তু যাহাতে পলাতকেরা নিরাপদে ফৈজাবাদ হইতে পলায়ন করিতে পারে, তাহার সুবিধা করিয়া দেয়। ইংরেজেরা এই সময়ে উত্তেজিত সিপাহিদিগের একান্ত আয়ত্ত হইয়াছিলেন। সিপাহিদিগের ইচ্ছার উপর তাঁহাদের জীবন নির্ভর করিতেছিল। সিপাহিরা দয়াপ্রদর্শনে উন্মুখ না হইলে সকলকেই মেষপালের ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইত। তাঁহাদের কোনোরূপে বাধা দিবার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু সিপাহিদিগের মধ্যে সকলেই এই নিঃসহায়, নিরবলম্ব ও নিরতিশয় দুর্দশাগ্রস্ত মেষপালের নিধনে আগ্রহযুক্ত হয় নাই। কথিত আছে যে, ২২-সংখ্যক-দলের সিপাহিরা পলাতকদিগকে বধ করিবার জন্য আজিমগড়ের ১৭-সংখ্যক-দলের সিপাহিদিগের নিকটে লোক পাঠাইয়াছিল*। যাহা হউক পলাতকগণ নদীপথে গমন করিয়াও পরিত্রাণ পাইলেন না। তাঁহাদের নিকটে স্নিগ্ধকর জলপথও মৃত্যুপথ স্বরূপ হইল। তাঁহারাও ত্রিশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছেন, এমন সময়ে বেমগঞ্জের নিকটে দেখিলেন যে তাঁহাদের দক্ষিণ পার্শ্বে পদাতিক ও অশ্বারোহী সিপাহিগণ শ্রেণীবদ্ধ রহিয়াছে। ইহাদের উদ্দেশ্য সহজেই বুঝা গেল। এইখানে নদীর পরিসর অধিক ছিল না সুতরাং পলায়ন পূর্বক আত্মরক্ষা করা অসম্ভব হইল। আজিমগড়ের ১৭-সংখ্যক পদাতিকগণ অশ্বারোহিদিগের উপর গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। আরোহিরা আত্মরক্ষার জন্য নদীর অপর তটে যাইতে উদ্যত হইলেন। এদিকে সিপাহিগণ নৌকায় নদীপার হইল। সুতরাং নদীতটে উঠিয়া পলায়ন করা ব্যতীত আর কোনো উপায় রহিল না। কর্নেল গোলড্নে নিহত হইলেন। প্রথম দুইখানি নৌকার আরোহীরা পলায়ন করিতে গিয়া, অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

* *Gubbins, Mutinies in Oudh, p. 150.*

Generated on 2019-02-07 14:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

কেহ কেহ জলমগ্ন হইলেন। অবশিষ্ট পলাতকেরা কোনোরূপে আমোরা নামক স্থানে গিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। এইখানে চতুর্থ নৌকার আরোহীরা ইহাঁদের সহিত সম্মিলিত হইলেন। সর্বসমেত আটজন পলাতক একত্র হইয়া নিরাপদে কাপ্তেনগঞ্জে উপনীত হইলেন। তেজআলি খাঁ নামক ২২-সংখ্যক-দলের একজন বিশ্বস্ত সিপাহী ইহাঁদের মধ্যে ছিল। অতঃপর ইহাঁরা যাবতীয় বিঘ্ন বিপত্তি হইতে নিষ্কৃতিলাভের আশায় কাপ্তেনগঞ্জ পরিত্যাগ পূর্বক আবার পথ অতিবাহনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাঁরা যে সকল পল্লী দিয়া যাইতে লাগিলেন, তৎসমুদয়ের প্রধানেরা ইহাঁদের সহিত সদ্‌ব্যবহার করিতে লাগিল। কেহ কেহ ইহাঁদের অসুবিধা দূর করিবার জন্য টাকা এবং ঘোড়া দিল। কিন্তু ইহাতেও পলাতকদিগের নিষ্কৃতি লাভ হইল না। কোনো পল্লীর অধিবাসিগণ সৌজন্য ও দয়ার ভাণ করিয়া, ইহাঁদের সর্বনাশসাধনে প্রবৃত্ত হইল। এই পল্লীতে মুসলমানের সংখ্যা অধিক ছিল। পল্লীবাসিগণ বন্দুক তরবারি লইয়া, ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করিল। এই মারাত্মক অস্ত্রের আঘাতে উক্ত আট জনের প্রায় সকলেই দেহত্যাগ করিলেন। কেবল একজন মাত্র ঘটনাক্রমে আপনাদের নিরতিশয় দুর্দশার ও দুরদৃষ্টের পরিচয় দিবার জন্য জীবিত রহিলেন।

৮ই জুন ফৈজাবাদ হইতে যে চারিখানি নৌকা যাত্রা করিয়াছিল, তাহার তিনখানির আরোহিদিগের অদৃষ্টে এইরূপ দশা ঘটিল। অযোধ্যার প্রাচীন রাজধানী অযোধ্যার প্রান্তভাগে অবশিষ্ট নৌকাখানি ঘটনাক্রমে অন্তরালে থাকাতে আক্রমণকারী সিপাহিদিগের লক্ষ্যের বহির্ভূত হইয়াছিল। এই জন্য উক্ত নৌকার আরোহিদিগের জীবন রক্ষা হইল। ফৈজাবাদ হইতে যাঁহারা পলায়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দুরবস্থার কথা বিশদভাবে বর্ণিত হয় নাই। যাঁহারা কোনোরূপে আপনাদের জীবনরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ শোচনীয় ঘটনার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা আত্মরক্ষার জন্য অন্যান্য স্থান হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পলায়ন-বৃত্তান্তের সহিত এই বিবরণের তাদৃশ পার্থক্য নাই। পলাতকেরা কোনো স্থানে প্রচণ্ড আতপতাপে অবসন্ন হইয়াছেন। কোনো স্থানে পল্লীবাসিদিগের যত্নে আহার্য ও পানীয় পাইয়াছেন। কোনো স্থানে আশ্রয়-গৃহের অভাবে কষ্টের একশেষ ভোগ করিয়াছেন। তাঁহাদের সহচর বা বন্ধু তাঁহাদের নিকটে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে এই মর্মভেদী, শোচনীয় দৃশ্য নিস্তব্ধভাবে দেখিতে হইয়াছে। তাঁহাদের পরমস্নেহের ধন, বাৎসল্যের অদ্বিতীয় অবলম্বন, প্রাণাধিক শিশু-সন্তান তাঁহাদের ক্রোড়ে দুঃসহ যাতনা পাইয়া অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে। তাঁহারা অশ্রুপূর্ণ নয়নে ইহা দেখিয়া, আবার বিপত্তিপূর্ণ পথ অতিবাহনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পলাতকদিগের পলায়ন-বৃত্তান্ত এইরূপ শোচনীয়ভাবে পরিপূর্ণ। যাঁহারা ফৈজাবাদ হইতে নৌকায় আরোহণপূর্বক প্রস্থান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একটি কুলমহিলা আপনার কতিপয় শিশুসন্তানের সহিত নৌকা পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করেন। ইনি আপনার পলায়ন-বৃত্তান্তের বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনাতেও পূর্বোক্ত বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে। ইনি কখনোও অনাবৃত স্থলে রাত্রিযাপন করিয়াছেন কখনোও অনলকণা-সদৃশ রৌদ্রতাপে নিপীড়িত হইয়াছেন, কখনও পানীয় বা আহার্যের অভাবে একান্ত

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:16 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। ইহাঁর সন্তানগুলি পীড়িত হইয়া, ইহাঁকে অধিকতর কষ্ট দিয়াছে। পল্লীবাসিদিগের কেহ কেহ উত্তেজিত সিপাহিদিগের ভয়ে ইহাঁর সাহায্য করিতে অসম্মত হইয়াছে। কেহ কেহ বলবতী দয়ার আকর্ষণ পরিহার করিতে না পারিয়া, সভয়চিত্তে ইহাঁকে উপযুক্ত আশ্রয়স্থল, সুখাদ্য আহারীয় ও সুশীতল পানীয় দিয়াছে। ইহাঁর শিশুসন্তানদিগকে একান্ত অবসন্ন দেখিয়া, দয়াবতী ধাত্রী উহাদের পরিচর্যা করিয়াছে। রাজা মানসিংহ ইহাঁর সাহায্য করিয়াছেন। এইরূপ নানা কষ্টভোগ করিয়া ইনি ভারতবাসীর অনন্ত দয়ার এবং সৌজন্যে প্রাণ রক্ষা করেন। কোনো কোনো পলাতক গোরক্ষপুরের অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিলেন। পথে ইহাঁরা অবরুদ্ধ হন। অবরোধকারিগণ ইহাঁদিগকে উত্তেজিত সিপাহিগণের হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। এমন সময়ে মহম্মদ হোসেন খাঁ নামক এক ব্যক্তির অনুচরগণ ইহাঁদিগকে রক্ষা করেন। মহম্মদ হোসেন খাঁ ইহাঁদিগকে আশ্রয় দেন, পরে গোরক্ষপুরের মাজিস্ট্রেট ইহাঁদিগকে আনিবার জন্য রক্ষক পাঠাইয়া দেন। ফৈজাবাদ হইতে যে মহিলা শিশুসন্তান লইয়া পলাইয়াছিলেন, তাঁহার সহিত আরও কতিপয় পলাতক সম্মিলিত হন। ইহাঁদের দুর্দশার একশেষ হইয়াছিল। ইহাঁদের একজনের একটি সন্তানের মৃত্যু হয়। ইহাঁদের নিকটে সমাধি দিবার কোনোরূপ উপকরণ ছিল না। ইহাঁরা হাত দিয়া গর্ত করিয়া, কোনোরূপে এই শিশুর সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন করেন। যাঁহারা উপস্থিত বিপ্লবে প্রাণের দায়ে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, আশ্রয়স্থানপ্রাপ্তির আশায় নানাদিকে ধাবিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অদৃষ্টে এইরূপ কষ্ট, এইরূপ যাতনা, এইরূপ শোকতাপ ভিন্ন আর কিছুই ঘটে নাই।

ফৈজাবাদের দেওয়ানি-বিভাগের চারিজন ইংরেজ কর্মচারী আত্মরক্ষার জন্য নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। বিপ্লবের সময়ে ইহাঁরা, অনুচর এবং কুলকামিনী ও বালক-বালিকাদিগের সহিত মানসিংহের সাহায্যপ্রাপ্তির আশায় ১১ই জুন শাহগঞ্জে উপনীত হন। এই সময়ে মানসিংহ শাহগঞ্জে ছিলেন না, সিপাহিদিগের উত্তেজনায় কি ঘটিতেছে, জানিবার জন্য অযোধ্যায় গিয়াছিলেন। এই স্থান হইতে তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, কুলকামিনী ও বালক-বালিকারা তাঁহার আশ্রয়ে থাকিতে পারে, কিন্তু তিনি পুরুষদিগকে আশ্রয় দিতে পারিবেন না। পুরুষেরা যেন শীঘ্রই প্রস্থান করেন, যেহেতু সিপাহিরা ইউরোপীয়দিগের অনুসন্ধানের জন্য কল্য তাঁহার বাড়িতে যাইবে। সিপাহিদিগের আসিবার দিনেই নৌকা সংগৃহীত হইল। আটত্রিশজন নদীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইহাঁদের ঊনত্রিশজন নৌকায় চড়িয়া সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে ফৈজাবাদের নয় মাইল দূরে গমন করিলেন। নদীতটে আসিবার সময়ে অপর নয়জনের গাড়ি ভাঙিয়া গেল। সুতরাং ইহাঁরা নৌকা ধরিতে না পারিয়া, শাহগঞ্জে ফিরিয়া গেলেন। অতঃপর ইহাঁদিগকে গোরক্ষপুরে পাঠানো হয়। এ দিকে নৌকারোহিগণ গোপালপুরের রাজার সাহায্যে নিরাপদে দানাপুরে উপনীত হন।

ইউরোপীয়দিগের পলায়ন-বিবরণে ভারতবর্ষীয়দিগের এইরূপ দয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। এ সময়ে ভারতের দুঃখিনী নারীরাও আপনাদের জীবন সংকটাপন্ন করিয়া বিপন্নদিগের উদ্ধারসাধনে যত্নবতী হইয়াছে। একদিকে যেমন নরহত্যা, নর-শোণিত-প্রবাহের

Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ভয়ঙ্কর ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, অপরদিকে সেইরূপ অসামান্য দয়া, অপরিসীম কোমলতা এবং অপরিমেয় সমবেদনার দৃশ্য পরিস্ফুট হইয়াছে। এই শেষোক্ত প্রকারের একটি ঘটনা এস্থলে বিবৃত হইতেছে।

ফৈজাবাদের ডেপুটি কমিশনর কাছারিতে গিয়া শুনিলেন, সেনা-নিবাসের সিপাহিগণ যুদ্ধোম্মুখ হইয়াছে। তিনি এই সংবাদ শুনিবামাত্র একজন বিশ্বস্ত চাপরাশী দ্বারা, আপনার স্ত্রীকে, অবিলম্বে সমুদয় সম্পত্তি পরিত্যাগপূর্বক, নদীতটে যাইতে বলিয়া পাঠাইলেন। এই চাপরাশী তাঁহার স্ত্রীর সহিত যাইবার জন্য আদিষ্ট হইল। সহধর্মিণীর নিকটে সংবাদ পাঠাইয়া, ডেপুটি কমিশনর কার্যানুরোধে সেনা-নিবাসে গমন করিলেন। এদিকে কমিশনরের পত্নী শিবিকারোহণে বিশ্বস্ত ভৃত্যের সহিত নদীকূলের অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। সিপাহিগণ এই সময়ে সম্পত্তি লুণ্ঠনের নিমিত্ত চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ভীতা ও অসহায়া ইংরেজ মহিলা সন্ধ্যা-সমাগমে কোনো-এক পল্লীতে প্রবেশ করিলেন। একটি দয়াশীলা পল্লীবাসিনী আপনার জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও তাঁহাকে স্বকীয় গৃহে আশ্রয় দিয়া, একটি অব্যবহার্য তুন্দুরের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। এদিকে বাহকগণ শিবিকা নদীকূলে রাখিয়া প্রস্থান করিল। কমিশনরের পত্নী ভয়-বিহ্বল-চিত্তে সমস্ত রাত্রি, সেই তুন্দুরের মধ্যে লুক্কায়িত রহিলেন। রাত্রিকালে সিপাহিরা উক্ত গ্রামে প্রবেশ করিয়া, চারিদিকে পলায়িত ইংরেজ-পুরুষ ও ইংরেজ-রমণীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল এবং পলায়িত আশ্রিতদিগকে বাহির করিয়া না দিলে, প্রাণসংহার করা হইবে বলিয়া, গ্রামবাসিদিগকে ভয় দেখাইতে লাগিল। আপনার জীবনহানির সম্ভাবনা জানিয়াও, কোমলহৃদয়া আশ্রয়দাত্রী নিরাশ্রয়া ইংরেজ মহিলাকে উত্তেজিত সিপাহিদিগের হস্তে সমর্পণ করিল না। যখন ঐ রমণী গ্রামে প্রবেশ করেন, তখন গ্রামের পুরুষেরা কৃষিক্ষেত্রের কার্যে ব্যাপৃত ছিল, সুতরাং তাঁহাদের অনেকে ঐ বিষয় অবগত ছিল না। কিন্তু গ্রামের অধিকাংশ মহিলা ঐ বিষয় জানিত, তথাপি তাহাদের কেহই উহা প্রকাশ করিল না। ভয়ব্যাকুলা বিদেশিনী, দরিদ্রা আশ্রয়দাত্রীর অনুগ্রহে তুন্দুরের অভ্যন্তরে নীরবে সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন। ক্রমে ভয়াবহ কোলাহলের শান্তি হইল, সিপাহিগণ স্থানান্তরে চলিয়া গেল। রাত্রি প্রভাত হইলে, ডেপুটি কমিশনরের বিশ্বস্ত ভৃত্য, মহারাজ মানসিংহের নিকটে গিয়া একখানি নৌকা প্রার্থনা করিল। মানসিংহ বিপন্নের উদ্ধারার্থে ভৃত্যের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। ডেপুটি কমিশনরের পত্নী ও অপর কয়েকটি ইউরোপীয় মহিলা আপনাদের সন্তানবর্গের সহিত নৌকার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। বহির্ভাগে সমভি-ব্যাহারি কতিপয় বিশ্বস্ত ভৃত্য ও সিপাহী বসিয়া রহিল, এবং উহা তীর্থযাত্রীর নৌকা বলিয়া, সাধারণের নিকটে ভাণ করিতে লাগিল। দুই-একস্থানে ইহাদের সহিত উত্তেজিত সিপাহিদিগের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কিন্তু নৌকার অভ্যন্তরে পলাতক ইউরোপীয় আছে, ইহা সিপাহিগণ বুঝিতে পারে নাই। সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে, নৌকা কোনো নিরাপদ স্থানে লাগাইয়া, কয়েকজন ভৃত্য দুগ্ধ ও রুটির জন্য নিকটবর্তী পল্লীতে গমন করিল। এস্থানেও পল্লীবাসিগণ বিপন্ন পলাতকদিগের সাহায্য করিতে বিমুখ হইল না। একটি দয়াবতী রমণী শিশুগুলিকে ক্ষুধার্ত দেখিয়া, দ্রুতগতিতে গ্রামে প্রবেশ করিল, এবং

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

কয়েকটি দুগ্ধবতী ধাত্রী সঙ্গে করিয়া, নৌকার নিকটে উপস্থিত হইল। ইউরোপীয় মহিলাগণ আহ্লাদসহকারে ইহাদিগকে নৌকায় উঠাইলেন; ইহারা আপনাদের স্তন্যদানে শিশুদিগের তৃপ্তিসাধন করিল। সিপাহিগণ জানিতে পারিলে, এই আশ্রয়দাত্রী ও সাহায্য-কারিণী মহিলাদিগের প্রাণসংহার করিত। আপনাদের জীবন এইরূপ সংশয়াপন্ন করিয়াও, উক্ত রমণীগণ বিপন্নদিগের যথাশক্তি সাহায্য করে। এইরূপ সাহায্য পাইয়া, উক্ত কুলকামিনিগণ নিরাপদে এলাহাবাদে উপনীত হন। ডেপুটি কমিশনর ও তাঁহার সহধর্মিণী এই মহদুপকার বিস্মৃত হন নাই। যুদ্ধের অবসান হইলে, তাঁহারা উক্ত দয়াবতী মহিলাদিগকে যথোচিত পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।

সুলতানপুর

সুলতানপুর জেলার প্রধান নগর সুলতানপুর গোমতীর দক্ষিণভাগে অবস্থিত। এই স্থানে ১৫-সংখ্যক অনিয়মিত অশ্বারোহি-দলের শিবির ছিল। এতদ্ব্যতীত ৮-সংখ্যক অনিয়মিত পদাতিক-দল এবং কতকগুলি অস্ত্রধারী পুলিশ প্রহরী অবস্থিতি করিতেছিল। কর্নেল ফিসার ইহাঁদের অধিনায়ক ছিলেন। ৫ই জুন সুলতানপুরের দেওয়ানি-বিভাগের প্রধান কর্মচারী সংবাদ পাইলেন যে, স্থানান্তরের উত্তেজিত সিপাহিগণ সুলতানপুরের সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া, ইউরোপীয়দিগের নিধনের চেষ্টা করিতেছে। তৎপরদিনেও এইরূপ আতঙ্কজনক সংবাদ সুলতানপুরে পৌঁছিল! কর্নেল ফিসার ৭ই তারিখে দুইজন অফিসরকে সঙ্গে দিয়া, কুলমহিলাদিগকে এলাহাবাদে পাঠাইলেন। ৯ই জুন প্রাতঃকালে সৈনিকেরা ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইল। কর্নেল ত্বরিতগতিতে সৈনিকবাসে গিয়া, সিপাহিদিগকে প্রশান্তভাবে ও স্নেহসহকারে আপনাদের কর্তব্যসাধনের জন্য বুঝাইতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে একজন নজীব কর্নেলের পৃষ্ঠদেশে গুলির আঘাত করিল। কর্নেল আপনার সৈনিকদিগের সম্মুখে সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া পড়িয়া গেলেন। যাহারা তাঁহার স্নেহের পাত্র ছিল, যাহাদিগকে তিনি কর্তব্যসম্পাদনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবার জন্য ধীরভাবে উপদেশ দিতেছিলেন, তাহারা এইরূপে তদীয় উপদেশের সম্মান রক্ষা করিল। তাহাদের কেহই এ সময়ে আসন্ন-মৃত্যু অধিনায়কের সাহায্যের জন্য উপস্থিত হইল না। টুকার নামক একজন সেনানায়ক কর্নেলকে ডুলির মধ্যে স্থাপন করিলেন। এই ডুলির পার্শ্বেই আর-একজন সেনানায়ক নিহত হইলেন। এদিকে কর্নেল ফিসারেরও মৃত্যুযাতনার অবসান হইল। সিপাহিরা এইরূপে আপনাদের অধিনায়কদিগের শোণিতপাত করিয়া, টুকর সাহেবকে পলাইতে কহিল। টুকার অশ্বারোহণপূর্বক প্রাণের-দায়ে গোমতীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। গোমতীতটে দাঁড়িয়া নামক স্থানে রোস্তম শাহ নামক একজন তালুকদারের একটি দুর্গ ছিল। চারিদিকে বহুবিস্তৃত নিবিড় জঙ্গলে এই দুর্গ পরিবেষ্টিত ছিল। ভূমির অভিনব বন্দোবস্তে রোস্তম শাহ নিরতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। রাজপুরুষেরা তাঁহার অনেক জমি অন্যায়পূর্বক অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজ রাজপুরুষদিগের অন্যায়াচরণেও এই ধীরপ্রকৃতি তালুকদারের হৃদয়ে ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষভাব উদ্দীপিত হয় নাই। যাঁহাদের বিচারে তাঁহার ক্ষতি হইয়াছিল, দয়া ও সৌজন্যের বশীভূত হইয়া, তিনি এ সময়ে তাঁহাদেরই উপকার-সাধনে উদ্যত হন।

Generated on 2019-02-07 14:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

নিরাশ্রয় ও বিপন্ন টুকার সাহেব তাঁহার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহাঁর সহিত আরও কতিপয় পলাতক সম্মিলিত হন। আশ্রয়দাতা তালুকদারের সদয় ব্যবহারে আশ্রিতদিগের সর্ববিষয়ে শান্তিলাভ হয়। বারাণসীর কমিশনর হেনরি টুকার অতঃপর ইহাঁদিগকে আপনার নিকটে আনয়ন করেন। কিন্তু সুলতানপুরের দেওয়ানি-বিভাগের কর্মচারিদিগের অদৃষ্ট এইরূপ প্রসন্ন হয় নাই। দুইজন কর্মচারী সুলতানপুরের জাসিন খাঁ নামক একজন জমিদারের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জাসিন খাঁ বাহিরে ইহাঁদের প্রতি বন্ধুত্ব ও সদয়ভাব প্রকাশে ত্রুটি করে নাই। কিন্তু শেষে তাহার বিশ্বাসঘাতকতা পরিস্ফুট হয়। আশ্রয়দাতা আশ্রিতদিগকে আপনার গৃহ হইতে বাহির করিয়া দেয়। তাহার ইচ্ছানুসারে উভয় কর্মচারী বন্দুকের গুলিতে নিহত হন। অযোধ্যার ভূস্বামিদিগের পক্ষে এইটি কেবল বিশ্বাসঘাতকতার একমাত্র দৃষ্টান্ত, রাজপুরুষদিগের গোচর হইয়াছিল।

এইরূপে সুলতানপুরে ইউরোপীয়দিগের প্রাধান্য অন্তর্হিত হইল। অন্যান্য স্থানের উত্তেজিত লোকে আপনাদের কৃতকার্যতায় উৎফুল্ল হইয়া যেরূপ উৎসব করিয়াছিল, ইউরোপীয়দিগের নিধনে ও অপসারণে সুলতানপুরেও তাহার অধিষ্ঠান হইল। ইংরেজদিগের বাসগৃহ ভস্মীভূত এবং দ্রব্যাদি বিলুণ্ঠিত হইল। গৃহদাহজনিত প্রজ্বলিত অনলস্তূপ কিয়ৎকালের জন্য উত্তেজিত সিপাহি-দলের আমোদ বর্ধন করিল। এইরূপ আমোদের পর সিপাহিরা নবাবগঞ্জের অভিমুখে প্রস্থান করিল।

ফৈজাবাদ বিভাগের আর-একটি স্থানে সৈনিক-নিবাস ছিল। অযোধ্যার ১-সংখ্যক পদাতিক-দলের প্রধান অংশ সলোনিতে অবস্থিতি করিতেছিল। মে মাস এবং জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত এ স্থলে কোনোরূপ গোলযোগ ঘটে নাই। সিপাহিগণ প্রশান্তভাবে ছিল। লোকে ধীরভাবে আপনাদের নির্দিষ্ট কর্ম করিতেছিল। জমিদারগণ নিয়মিতভাবে গবর্নমেণ্টের প্রাপ্য খাজনা দিতেছিলেন। প্রগাঢ় শান্তির সময়ে লোকে যেভাবে থাকে, যেরূপ কর্ম করে, যে নিয়মে সংসারযাত্রা নির্বাহে অগ্রসর হয়, সলোনির অধিবাসিদিগের মধ্যে তাহাই পরিলক্ষিত হইতেছিল। সুতরাং কর্তৃপক্ষ সহসা কোনোরূপ বিপ্লবের আশঙ্কা করেন নাই। কিন্তু যখন তাঁহারা সংবাদ পাইলেন যে, ফৈজাবাদ ও সুলতানপুরের সিপাহিগণ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তখন তাঁহাদের স্পষ্ট বোধ হইল যে, সলোনির সিপাহিগণ দীর্ঘকাল বিশ্বস্তভাবে থাকিবে না। ৯ই জুন এই সিপাহিদিগের মধ্যে উত্তেজনার নিদর্শন লক্ষিত হয়। ১০ই জুন ইহারা প্রকাশ্যভাবে ব্রিটিশ কোম্পানির বিপক্ষ হইয়া উঠে। কিন্তু উত্তেজিত সিপাহিদিগের বিপক্ষতার অন্যান্য স্থানে যে ভয়াবহ ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, সলোনিতে তাহা অনুষ্ঠিত হয় নাই। এই স্থানে কোনো ইউরোপীয়ের জীবনহানি ঘটে নাই। কোনো ইউরোপীয় আপনার সমক্ষে প্রীতিভাজন বন্ধুজনকে বিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে দেহত্যাগ করিতে দেখেন নাই। এই স্থানের সিপাহিগণ আপনাদের প্রাধান্য ঘোষণা করে। কারাগারের কয়েদিদিগকে বিমুক্ত করিতে অগ্রসর হয়। কিন্তু তাহারা অফিসরদিগের অমূল্য জীবন রক্ষা করিতে ত্রুটি করে নাই। তাহারা অফিসরগণের রক্ষকস্বরূপ হইয়া নগরের বহির্ভাগ পর্যন্ত গমন করে। কুড়িজন বিশ্বস্ত সিপাহী

সলোনি

Generated on 2019-02-07 14:17 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

এই সময়ে আপনাদের অধিনায়ককে পরিত্যাগ করে নাই। ইউরোপীয়গণ এইরূপ বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, দরাওপুর নামক স্থানের দুর্গে উপনীত হন। এই দুর্গ রাজা হনুমন্ত সিংহ নামক একজন তালুকদারের অধিকৃত ছিল। রুস্তম সাহের ন্যায় রাজা হনুমন্ত সিংহও ভূমিঘটিত বন্দোবস্তে সাতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। রুস্তম শাহের ন্যায় তিনিও এ সময়ে বিপন্ন ইংরেজদিগের প্রতি অপরিসীম প্রীতি প্রকাশ করেন। তাঁহার উদারতা, তাঁহার হিতৈষিতা, তাঁহার মহানুভবতা, এ সময়ে পরিস্ফুট হয়। যে জাতির লোক তাঁহাকে উৎসন্নপ্রায় করিয়াছিল, উপস্থিত সঙ্কটকালে তাঁহার যত্নে সেই জাতির বিপন্ন ব্যক্তিদিগের বিঘ্ন-বিপত্তি দূর হয়। তিনি সালোনির বিপন্ন ইউরোপীয়দিগকে আপনার দুর্গে আশ্রয় দেন। তিনি ইহাঁদের পরিচর্যার দিকে দৃষ্টি রাখেন। তিনি ইহাঁদের সহিত দেখা করিয়া, সমুদয় বিষয়ের বন্দোবস্ত করেন। যখন ইউরোপীয়গণ ইহাঁর নিকট বিদায় গ্রহণ করেন, তখন তাঁহাদের একজন ইহাঁকে কহিলেন যে, বিপ্লবের শান্তি হইলে তিনি তদীয় প্রণষ্ট বিষয়ের উদ্ধারে সহায়তা করিবেন। এই কথায় উদার তালুকদার সোজাভাবে দাঁড়াইয়া উত্তর করিলেন,—'সাহেব ! আপনাদের দেশের লোকে এই দেশে আসিয়া আমাদের রাজাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। আপনারা আমাদের ভূসম্পত্তির দলিল-পরীক্ষার জন্য আপনাদের কর্মচারিদিগকে চারিদিকে পাঠাইয়াছেন। যে সম্পত্তি স্মরণাতীত কাল হইতে আমার বংশের দখলে রহিয়াছিল, আপনারা তাহা লইয়াছেন। আমি আপনাদের আদেশের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হই নাই। এখন সহসা আপনাদের অদৃষ্ট পরিবর্তিত হইয়াছে। এই দেশের লোকে আপনাদের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। আপনারা যাহাকে সম্পত্তিচ্যুত করিয়াছেন এখন তাহারই নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন। আমি আপনাদিগকে রক্ষা করিয়াছি। কিন্তু এখন—এখন আমি আমার সশস্ত্র অনুচরদিগকে লইয়া লক্ষ্ণৌ যাইব এবং আপনাদিগকে এই দেশ হইতে তাড়াইতে চেষ্টা করিব*।' রাজা হনুমন্ত সিংহ গম্ভীরভাবে এই কথা কহিয়া, আশ্রিত ইউরোপীয়দিগকে বিদায় দিয়াছিলেন। সন্তোষের বিষয় এই যে, বিপ্লবের শান্তি হইলে এই সদাশয় তালুকদারকে তাঁহার সম্পত্তি ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সলোনীর ইউরোপীয়গণ রাজা হনুমন্তের সাহায্যে নিরাপদে এলাহাবাদে উপনীত হন। এই সময়ে অপরাপর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও বিপন্নদিগের যথোচিত সাহায্য করিয়াছিলেন।

বহরইচ বিভাগের মধ্যে বহরইচ, গণ্ডা এবং মোল্লাপুর বা মলাপুর জেলা। প্রথম দুইটি ঘর্ঘরা নদীর বাম তটে এবং তৃতীয়টি উহার দক্ষিণ তটে অবস্থিত। উপস্থিত সময়ে চার্লস উইঙ্গফীল্ড (পরে স্যার চার্লস্ উইঙ্গফীল্ড) এই এই বিভাগের কমিশনর ছিলেন। ইনি বহরইচে থাকিতেন। এই স্টেশন ব্যতীত পশ্চিমে মটপুর, দক্ষিণে সিক্রোরা, দক্ষিণ-পশ্চিমে গণ্ডা অবস্থিত। ইহার মধ্যে সিক্রোরা প্রধান সৈনিক স্টেশন। ১৮৫৭ অব্দের মে মাসে সিক্রোরার সৈনিক-নিবাসে একদল অশ্বারোহী, একদল পদাতিক এবং অযোধ্যার অনিয়মিত সৈনিক-দলের গোলন্দাজ সৈনিক ছিল। কাপ্তেন বোলিও এই সকল সৈনিক-দলের অধিনায়ক ছিলেন।

বহরইচ

---

* *Mulleson, Indian Mutiny, Vol. I, p. 407, note.*

Digitized by Google   Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:17 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

যখন মীরাট এবং দিল্লীর সংবাদ বহরইচে উপস্থিত হয়, তখন তত্রত্য সৈনিকদিগের মধ্যে কোনোরূপ অসন্তোষ বা উত্তেজনা দেখা যায় নাই। সিপাহিরা পূর্বের ন্যায় রাজ-ভক্তির পরিচয় দিতেছিল, পূর্বের ন্যায় বিশ্বস্তভাবে আপনাদের কর্ম সম্পাদন করিতেছিল, পূর্বের ন্যায় সন্তোষসহকারে আপনাদের অধিনায়কদিগের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতেছিল। কিন্তু কেবল মীরাট এবং দিল্লীর ঘটনায় উপস্থিত বিপ্লবের পরিসমাপ্তি হয় নাই। মীরাটে যাহার আবির্ভাব হইয়াছিল, দিল্লীতে যাহার বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল, তাহা অন্যান্য সৈনিক-নিবাসেও পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এক সৈনিক-নিবাস হইতে আর-এক সৈনিক-নিবাসে এই বিপ্লবের সংবাদ উপস্থিত হয়। প্রতি সৈনিক-নিবাস উহাতে আন্দোলিত হইয়া উঠে। এইরূপ বিপ্লবের অভিঘাতে বহরইচ-বিভাগেরও সন্তাড়িত হইবার সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং কমিশনর সাহেব নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া, মহিলা ও বালক-বালিকাদিগকে উপযুক্ত রক্ষক সঙ্গে দিয়া, লক্ষ্ণৌতে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি স্বধর্মাবলম্বীদিগের রক্ষার জন্যও নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। অযোধ্যা ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকৃত হওয়াতে তালুকদারদিগের যার-পর-নাই ক্ষতি হইয়াছিল। এখন এই তালুকদারগণই উপস্থিত সংকটকালে ব্রিটিশ কর্মচারিদিগের প্রধান রক্ষক হইলেন। পূর্বে এইরূপ কতিপয় তালুকদারের মহানুভাবতার বিষয় বিবৃত হইয়াছে। বহরইচ-বিভাগের কমিশনরও আপনাদের রক্ষার জন্য তালুকদার-দিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইহাঁদের মধ্যে বলরামপুরের রাজা স্যার দিগ্বিজয় সিংহ প্রধান। ইনি কমিশনর সাহেবের বন্ধু ছিলেন। ইনি ইংরেজদিগের বিপদে উৎফুল্ল হন নাই। ইংরেজদিগকে অধিকতর বিপন্ন করিতে ইনি যত্ন বা উৎসাহের পরিচয় দেন নাই। উইঙ্গফীল্ড সাহেবের প্রার্থনা-পূরণে ইহাঁর আগ্রহ পরিস্ফুট হয়। কমিশনর সাহেব আপনাদের বিপত্তিকালে ইহাঁকে প্রধান সহায় মনে করিয়া আশ্বস্ত হন*।

একদা সহসা রাত্রিকালে জনরব উঠিল যে, সিপাহিগণ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে উদ্যত হইয়াছে। মহিলা ও বালক-বালিকাগণ লক্ষ্ণৌতে প্রেরিত হইলে অফিসরেরা কমিশনরের গৃহে শয়ন করিতেন। এখন সিপাহিদিগের সমুত্থানবার্তা শুনিয়া, ইহাঁরা গভীর নিশীথের অন্ধকারের মধ্যে সৈনিক-নিবাসের দিকে ধাবিত হইলেন। গোলন্দাজেরা তাঁহাদের আদেশপালনে অগ্রসর হইল। কিন্তু এ সময়ে সিপাহিদিগের বিরুদ্ধাচরণের কোনো চিহ্ন দেখা গেল না। অফিসরেরা আপনাদের শয়নগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সৈনিক-নিবাস নিশীথের নিস্তব্ধভাবের মধ্যে নিমগ্ন রহিল।

এই স্থানের সিপাহিদিগের উত্তেজনা সম্বন্ধে অন্যরূপ কথার উল্লেখ হইয়া থাকে। সিপাহিদিগের মধ্যে আশঙ্কা জন্মিয়াছিল যে, রাত্রিকালে যখন তাহারা নিদ্রিত থাকিবে, তখন তাহাদিগকে গুলি করিয়া বধ করা হইবে। এইরূপ কাল্পনিক আশঙ্কায় তাহারা সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে। উদ্বেগের আবেগ ক্রমে উত্তেজনায় পরিণত হয়। ইহাতে অধিনায়কের স্পষ্ট বোধ হইল যে, সৈনিক-দল তাঁহার বশবর্তী থাকিবে না। তিনি প্রতি মুহূর্তে ঘোরতর বিপ্লবের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। স্যার হেনরি লরেন্স দেওয়ানি

* দিগ্বিজয় সিংহ অতঃপর কে. সি. এস. আই. উপাধিতে ভূষিত এবং গবর্নর জেনেরলের কাউন্সিলের সদস্য হন।

Generated on 2019-02-07 14:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

এবং সৈনিক-বিভাগের অধ্যক্ষদিগের নিকট লিখিয়াছিলেন যে, যদি বিপ্লব ঘটে, তাহা হইলে আপনাদিগকে নিরাপদ করিবার জন্য তাঁহাদের সকল বিষয়ে স্বাধীনতা থাকিবে। সর্বাগ্রে কমিশনর উইঙ্গফীল্ড সাহেব এই উপদেশের সম্মান রক্ষা করিলেন। তিনি অশ্বারোহণপূর্বক সায়ন্তন বায়ুসেবনচ্ছলে বহির্গত হইয়া, সবেগে গণ্ডার অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

গণ্ডা

এই সময়ে গণ্ডায় কোনোরূপ গোলযোগ ঘটে নাই। কাছারিতে বিচারকগণ নিরুদ্বেগে কর্ম করিতেছিলেন। সৈনিক-নিবাসের সিপাহিগণ প্রশান্তভাবে ছিল। মে মাসের শেষ পর্যন্ত এইরূপ প্রশান্তভাব অব্যাহত থাকে। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে সাধারণের মধ্যে ভাবান্তর লক্ষিত হইতে থাকে। কিন্তু ইহাতে কোনো বিষয়ে কোনোরূপ অশৃঙ্খলা বা কোনোরূপ গোলযোগের সূত্রপাত হয় নাই। সিপাহিগণ দৃঢ়তার সহিত কহে যে, তাহারা কখনো নিমকের সম্মান রক্ষায় ঔদাস্য প্রকাশ করিবে না। কিন্তু যখন উইঙ্গফীল্ড সাহেব ফৈজাবাদ ও সিক্রোরায় সংবাদ লইয়া উপস্থিত হইলেন, তখন গণ্ডার সিপাহিদিগের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের সন্দেহ জন্মিল। সিপাহিরা যদিও বিশ্বস্তভাবে থাকিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল, তথাপি অধিনায়কদিগের সন্দেহ দূর হইল না। উইঙ্গফীল্ড সাহেব দেওয়ানি-কর্মচারীর সহিত বলরামপুরের অভিমুখে পলায়ন করিলেন। বলরামপুররাজ ইহাঁদিগকে আশ্রয় দিলেন, এবং কয়েকদিন পরে উপযুক্ত রক্ষক সঙ্গে দিয়া, গোরক্ষপুরে পাঠাইয়া দিলেন। পথে অন্য একজন সদয় প্রকৃতি রাজার সাহায্যে ইহাঁরা নিরাপদে গোরক্ষপুরে উপনীত হইলেন। গণ্ডার সৈনিক-দলের অধিনায়ক এবং তাঁহার সহযোগী আপনার লোকদিগকে প্রশান্তভাবে ঐ স্থানে রাখিলেন। কিন্তু পরে যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, তাঁহাদের প্রয়াস কোনো অংশে সফল হইবে না, তখন তাঁহারা ঐ স্থানে না থাকিয়া, পরদিন সিক্রোরার কতিপয় অফিসরের সহিত বলরামপুরের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে গণ্ডা ও সিক্রোয়া হইতে শ্বেতপুরুষগণ আপনাদের প্রাণের দায়ে পলায়ন করিলেন। কেবল একজন মাত্র সাহসী সেনানায়ক—বনহাম আপনাদের প্রাধান্য রক্ষার আশায় শেষোক্ত স্থলে রহিলেন। এই অধিনায়কগণ গোলন্দাজ-দলে অধ্যক্ষতা করিতেন। ইহাঁর সৈনিকগণ আপাততঃ ইহাঁর প্রতি অনুরক্ত রহিল, ইহাঁর আদেশ পালনে আগ্রহ দেখাইতে লাগিল, ইহাঁর বিপত্তি নিবারণে সতর্কতার পরিচয় দিতে লাগিল। কমিশনর অন্য স্থানের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন। পদাতিক-দলের অফিসরেরা স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছিলেন*, ব্রিটিশ কোম্পানির আধিপত্যের চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছিল। এইরূপ সঙ্কটময় স্থানে, এইরূপ উত্তেজিতপ্রায় সৈনিকদিগের মধ্যে গোলন্দাজ সেনানায়ক অবস্থিতি

* সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস লেখক কে সাহেব শুনিয়াছিলেন যে, পূর্বদিন সন্ধ্যাকালে অফিসরেরা আপনাদের সৈনিকগণ কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। প্রাতঃকালে পাহারা বদলি না হওয়াতে রক্ষকেরা সৈনিক-নিবাসে চলিয়া যায়। এই সুযোগে অফিসরগণ অশ্বারোহণে বলরামপুরে পলায়ন করেন।—*Kaye, Sepoy War, Vol. III, p. 476. note.*

Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:17 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

করিতে লাগিলেন। সিপাহিগণ বিশ্বস্তভাবে থাকিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, তাঁহাকে আপনাদের অধিনায়ক হইতে বলিল। তিনি সম্মত হইলেন এবং পদাতিক ও গোলন্দাজদিগকে সঙ্গে লইয়া, লক্ষ্নৌ যাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু অধিনায়কের আশা ফলবতী হইল না। সিপাহিদিগের প্রতিশ্রুতিও রক্ষিত হইল না। পদাতিকগণ কথার অবাধ্য হইয়া উঠিল। গোলন্দাজদিগেরও ভাবান্তর ঘটিল। অধিনায়ক ইহাতেও বিচলিত না হইয়া, আপনার কামানের পার্শ্বে রহিলেন। যখন পদাতিকগণ তাঁহার দিকে অগ্রসর হইল, তখন তিনি গুলি করিতে গোলন্দাজদিগকে আদেশ দিলেন। তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইল না। অধিকন্তু তাঁহার লোকেই তাঁহার দিকে বন্দুক উঠাইল। কিন্তু এ সময়ে সকলেই সমভাবে তাঁহার বিরোধী হয় নাই। প্রভুভক্তি অনেককে এ সময়েও প্রভুর প্রতি সদাচরণে প্রবর্তিত করিয়াছিল। ইহারা অধিনায়কের জন্য ঘোড়া আনে, টাকার যোগাড় করে, এবং যাঁহার জীবন রক্ষার্থে এইরূপ আয়োজনে তৎপর হইয়াছিল, তাঁহাকে পলাইতে কহে। সিক্রোরার গোলন্দাজদিগের অধিনাক আর কোনো উপায় না দেখিয়া, সন্তপ্ত হৃদয়ে আপনার চির-পরিচিত ও চির-আদরণীয় কামান ছাড়িয়া, লক্ষ্নৌতে প্রস্থান করেন।

পলায়ন সময়ে এই অধিনায়ককে বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, তিনি যেন নদী পার হইবার সময়ে, বৈরাম ঘাটের দিকে অগ্রসর না হন, যেহেতু ঐ ঘাটে উত্তেজিত সিপাহিদিগের অধিকাংশ অবস্থিতি করিতেছে। পলাতক সেনানায়ক এজন্য সাবধান হইয়াছিলেন। কিন্তু বহরইচের ইউরোপীয়দিগকে কেহই এইরূপ সাবধান করিয়া দেয় নাই। ঐ স্থানের সেনানায়ক এবং ডেপুটি কমিশনর ও তাঁহার সহকারী অশ্বারোহণে নওপাড়ার অভিমুখে ধাবিত হন। কিন্তু এই স্থানে তাঁহারা আশ্রয় পাইলেন না। নওপাড়ার অধিপতি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। যিনি তাঁহার সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন, ইংরেজের প্রতি তাঁহার সমবেদনা ছিল না। যাহা হউক, পলাতকগণ এ স্থানে আশ্রয় না পাইলেও কোনোরূপে বিপন্ন হইলেন না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইহাঁরা উত্তেজিত সিপাহিদিগের অবস্থিতিস্থল বৈরাম ঘাটের দিকে গমন করিলেন। পলাতকগণ এতদ্দেশীয়দিগের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছিলেন। এইরূপ ছদ্মবেশে ইহাঁরা ঘাটে উপস্থিত হইয়া, আপনাদের ঘোড়াগুলি নৌকায় তুলিয়া দিলেন। এই সময়ে কতিপয় সিপাহী, ফিরিঙ্গি পলাইতেছে বলিয়া, চীৎকার করিয়া উঠিল। অমনি অপর সিপাহিগণ নদীতটে উপনীত হইয়া, আরোহিদিগের উপর গুলি চালাইতে লাগিল। ডেপুটি কমিশনর ও সেনানায়ক নিহত হইলেন। ডেপুটি কমিশনরের সহকারীকে নৌকার বাহিরে আনা হইল। সহচরদিগের অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল, কয়েকদিন পরে ইহাঁর অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিল। কথিত আছে, বহরইচের সেনানায়ক, ফজল আলি নামক একজন দস্যুকে ধরিয়াছিলেন। বিচারে এই দস্যুর প্রাণদণ্ড হয়। ইহাকে ধরিবার সময়ে যে সকল সিপাহী উক্ত সেনানায়কের সাহায্য করিয়াছিল, তাহারা এখন কোম্পানির বিরোধী হইয়া, ১৭-সংখ্যক পদাতিক-দলকে বলিয়া পাঠাইল যে, ফজল আলির নিধনের জন্য সেনানায়কের সম্বন্ধে কি করিতে হইবে। উক্ত পদাতিকগণ উত্তর দিল,—'উহার শিরশ্ছেদ কর'। অবিলম্বে এই সেনানায়ক এবং তাঁহার

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:17 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

একজন সহচর ধৃত ও নিহত হইলেন* ।

মোল্লাপুর বা মলাপুরে কোনও সিপাহী ছিল না, সুতরাং ঐ স্থানে সহসা কোনোরূপ বিপদ ঘটিবে বলিয়া কেহ আশঙ্কা করেন নাই। কিন্তু কিছুদিন পরে উচ্ছৃঙ্খল লোকের জন্য শান্তির ব্যাঘাত হয়। রাজপুরুষেরা শান্তি-রক্ষায় অসমর্থ হইয়া পলায়ন করেন। পথে সীতাপুর এবং অন্যান্য স্থানের পলাতকেরা ইহাঁদের সহিত সম্মিলিত হন। ইহাঁরা প্রথমে নৌকায় চড়িয়া পলাইতেছিলেন, কিন্তু ইহাতে বিপদের সম্ভাবনা আছে জানিয়া, নৌকা পরিত্যাগপূর্বক স্থলপথে যাত্রা করেন। পথে ইহাঁদিগকে দওড়িয়া নামক স্থানের রাজার মতিয়ারিস্থিত ভবনে প্রায় দুই মাস অবস্থিতি করিতে হয়। ইহার পর কেহ কেহ শত্রুহস্তে পতিত হন। কেহ কেহ নেপালের পাহাড়ে পলায়ন করেন। ঐ স্থানের একজন রাজা পলাতক-দিগকে আশ্রয় দেন। কিন্তু ইহাতেও হতভাগ্যদিগের জীবনরক্ষা হয় নাই। নেপাল-তরাইর অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুর পরাক্রমে অনেকের প্রাণান্ত ঘটে। কেবল একজন মাত্র পীড়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়া, জঙ্গ্ বাহাদুরের গোরক্ষপুরস্থিত শিবিরে উপনীত হন।

মোল্লাপুর

লক্ষ্ণৌ-বিভাগের অন্তর্গত দরীয়াবাদে অযোধ্যার ৫-সংখ্যক পদাতিক-দল অবস্থিতি করিতেছিল। মে মাসে ইহাদের মধ্যে কোনোরূপ গোলযোগ ঘটে নাই। কাপ্তেন ইহাদের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতেন। ইহারাও কাপ্তেনকে ভালোবাসিত এবং ধীরভাবে কাপ্তেনের আদেশ পালন করিত। সুতরাং কাপ্তেনের বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার স্নেহের পাত্রগণ শেষ সময় পর্যন্ত তাঁহার প্রতি অনুরক্ত থাকিবে। প্রায় তিনলক্ষ টাকা দরীয়াবাদের ধনাগারে ছিল। এই অর্থরাশি উপস্থিত সময়ে গোলযোগের কারণ-স্বরূপ হইয়াছিল; পদাতিক-দলের কাপ্তেন প্রথমতঃ এই টাকা লক্ষ্ণৌতে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অনুপস্থিতিতে দরীয়াবাদের অন্যান্য ইউরোপীয়ের বিঘ্ন ঘটিবে বলিয়া, তিনি এ বিষয়ে নিরস্ত হন; শেষে ঐ অর্থ স্থানান্তরিত করাই সিদ্ধান্ত হইল। কাপ্তেন সমস্ত টাকা ধনাগার হইতে, এবং সমস্ত কয়েদীকে কারাগার হইতে সৈনিক-নিবাসে আনিলেন। কয়েদীরা কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, পাছে কোনরূপ গোলযোগ ঘটায়, এই আশঙ্কায় উত্তমরূপ ব্যবস্থা হইল। ৯ই জুন সমস্ত টাকা গাড়িতে বোঝাই করা হইল। সিপাহীরা আনন্দসূচক ধ্বনি করিয়া, সৈনিক-নিবাস হইতে যাত্রা করিল। কিন্তু অর্ধ মাইল পথ অতিক্রম করিতে-না-করিতে তাহাদের ভাবান্তর ঘটিল। তাহারা আপনাদের অধিনায়কের সমক্ষে উচ্ছৃঙ্খল-ভাবের পরিচয় দিল। কিন্তু এ সময়ে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রভুভক্তিতে বিসর্জন দেয় নাই। যখন তাহাদের সতীর্থগণ ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়, তখন তাহারা উহাতে বাধা দেয়। সিপাহিদিগের এইরূপ বিপক্ষতায় ইউরোপীয়গণ হতাশ্বাস

দরীয়াবাদ

* *Mutiny of the Bengal Army, By one who served under Sir Charles Napier*, p. 82

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:17 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

হইলেন। গাড়িবোঝাই টাকা আবার দরীয়াবাদে ফিরাইয়া আনা হইল। ইউরোপীয়গণ উপায়ান্তর না দেখিয়া, পলায়নে উদ্যত হইলেন।

উদ্যম সফল হইল। কেহ কেহ একায় চড়িয়া লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হইলেন। কেহ কেহ অশ্বারোহণে পলায়ন করিলেন। সিপাহিগণ কাপ্তেনের প্রতি গুলি চালাইলেও কাপ্তেন অশ্বারোহণে অক্ষতশরীরে লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হইলেন। সিপাহিরা কয়েকদিন দরীয়াবাদে রহিল। পরে তাহাদের প্রধান আড্ডা নবাবগঞ্জের অভিমুখে ধাবিত হইল। ইংরেজেরা এইরূপে দরীয়াবাদ হইতে নিষ্কাশিত হইলেন। সমগ্র বিভাগে অযোধ্যার নবাবের প্রাধান্য ঘোষিত হইল।

এইরূপে অযোধ্যার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে, ভিন্ন ভিন্ন সৈনিকদলে গোলযোগ ঘটে। এ সম্বন্ধে সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস-লেখক কে সাহেব এইভাবে লিখিয়াছেন,—'এই সকল ঘটনায় ইংরেজের জীবন এবং ইংরেজের সম্পত্তির যেরূপ অনিষ্ট ঘটিয়াছে, সেইরূপ আমাদের জাতীয় গৌরবেরও হানি হইয়াছে। প্রত্যেক স্থানেই আমাদের প্রাধান্য অন্তর্হিত হইয়াছে। প্রত্যেক স্থানেই আমাদের স্বজাতিগণ শৃগাল-শকুনি প্রভৃতির ভক্ষ্য না হইলেও, আপনাদের প্রাণনাশের ভয়ে উদ্ভ্রান্তভাবে পলায়ন করিয়াছে এবং কিছুকাল পূর্বে যে সকল লোকে সভয়ে তাঁহাদের আদেশ পালন করিয়াছে, তাহাদের নিকটে কাতরভাবে করুণা ভিক্ষা করিয়াছে। ··· ইহাদের কেহ কেহ বহুকষ্টে লক্ষ্ণৌতে উপনীত হইয়াছে, কেহ কেহ গোরক্ষপুরে পলায়ন করিয়াছে, কেহ কেহ বা ভাগ্যক্রমে এলাহাবাদে গিয়া, আপনাদিগকে নিরাপদ ভাবিয়াছে। অবশিষ্ট পলাতকেরা পথে জীবন বিসর্জন করিয়াছে। যেরূপ দুর্ঘটনার মধ্যে ইহাদের প্রাণরক্ষা হইয়াছে, যেরূপ যাতনাভোগের পর ইহারা দেহত্যাগ করিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বিবৃত হয় নাই*।'

এ স্থলে কতিপয় পলাতক রাজপুরুষের শোচনীয় অদৃষ্টের কথা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। উপস্থিত সময়ের ভয়ঙ্কর বিপ্লবে ইংরেজদিগের কিরূপ দশাবিপর্যয় ঘটিয়াছিল, তাহা এই বর্ণনায় বুঝা যাইবে। সীতাপুরের স্যার্ মাউণ্ট্ ষ্টুয়ার্ট্ জ্যাক্সন্ নামক একজন সিবিলিয়ান্ আপনার দুইটি ভগিনীর সহিত উক্ত স্থানের দুর্ঘটনা হইতে কোনোরূপে পরিত্রাণ পাইয়া পলায়ন করেন। পলায়নের গোলযোগে একটি ভগিনী আপনার ভ্রাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। জাক্সন সাহেব একটি মাত্র ভগিনীর সহিত আশ্রয়স্থানের অভিমুখে ধাবিত হন। পথে আরও কতিপয় পলাতকের সহিত ইহাঁদের সাক্ষাৎ হয়। সকলেই মিথৌলীতে গমন করেন। এইস্থানে মোহমদীর সহকারী ডেপুটি কমিশনর কাপ্তেন অর্ আপনার স্ত্রী এবং সন্তানদিগকে পাঠাইয়াছিলেন। অযোধ্যার ৯-সংখ্যক অনিয়মিত সৈনিক-দলের সুবাদার ঈশ্বরী সিংহ ইহাঁদের রক্ষক ছিলেন। মিথৌলীর রাজা লুনী সিংহ কাপ্তেন অরের নিকটে অনেক বিষয়ে ঋণী ছিলেন। এইজন্য কাপ্তেন আপনার প্রণয়িনী ও স্নেহাস্পদ সন্তানদিগকে ঐ স্থানে পাঠাইতে সাহসী হইয়াছিলেন। বিবি অর্ সমস্ত রাত্রি পথ অতিবাহন করিয়া পূর্বাহ্ণ আটটার সময় মিথৌলীতে উপস্থিত হন। রাজা এই সময়ে নিদ্রিত ছিলেন। বিবি অরের উপস্থিতির দুইঘণ্টা পরে রাজার নিদ্রাভঙ্গ

* *Kaye, Sepoy War, Vol. III, pp. 481, 482.*

Generated on 2019-02-07 14:17 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

হয়। রাজা বিবি অর্‌কে আপনার দুর্গে স্থান না দিয়া, কাচিয়ানি-নামক স্থানের দুর্গে পাঠাইয়া দেন। যেহেতু ঐ স্থান রাজার নিকটে অধিকতর নিরাপদ বোধ হইয়াছিল। বিবি অর্ কাচিয়ানির দুর্গে উপনীত হইলেন। দুর্গটি মৃত্তিকানির্মিত। উহার চারিদিকে নিবিড় জঙ্গল। এই স্থানে জনসমাগম নাই। শ্বাপদকুলের বিহারভূমি—মৃন্ময় দুর্গে উপস্থিত হইয়া, বিবি অর্ যেরূপ বিরক্ত, যেরূপ দুঃখিত, সেইরূপ শঙ্কিত হইলেন। দুর্গে ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যাদি ছিল না। সুতরাং নানা বিষয়ে বিবি অরের অসুবিধা ঘটিল। সন্ধ্যাকালে রাজা স্বয়ং দুর্গে আসিয়া, বিবি অরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং উপস্থিত সঙ্কটকালে তাঁহাকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। জ্যাক্‌সন সাহেব, তাঁহার ভগিনী, কাপ্তেন অর্ এবং অপর কয়েকজন পলাতকও এই দুর্গে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মিথৌলীর রাজা ইহাঁদিগকেও আশ্রয় দেন। তিনি উত্তেজিত সিপাহি-দিগের জন্য ভীত হইলেও, ইহাঁদের নিকটে খাদ্য-সামগ্রী প্রেরণ করেন। কাচিয়ানির জঙ্গল বন্য জন্তুতে এরূপ পরিপূর্ণ ছিল যে, শ্বাপদকুলকে দূরে রাখিবার জন্য পলাতকদিগকে রাত্রিকালে খোলা জায়গায় আগুন জ্বালাইয়া থাকিতে হয়।

সীতাপুর হইতে আরও কতিপয় পলাতক এই স্থানে আসিয়াছিলেন। ইহাঁদেরও দুরবস্থার একশেষ হইয়াছিল। ইহাঁদের পরিচ্ছদ ছিন্ন হইয়াছিল। ইহাঁদের পায়ের জুতা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। জঙ্গলের কণ্টকময় পথ অতিক্রম করিতে ইহাঁদের পদদেশ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছিল*। পথশ্রমে, আহার্য ও পানীয়ের অভাবে ইহাঁরা একবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এইরূপ দুঃসহ যাতনায় ইহাঁদিগকে কাচিয়ানির জঙ্গলে থাকিতে হয়।

ইহার মধ্যে কাপ্তেন অর্ ঐ দুর্গে সমাগত হন। কিছুকাল সকলে সেই গভীর আরণ্য প্রদেশে, সেই শ্বাপদ পরিবৃত মৃন্ময় দুর্গে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। জুন মাস অতীত হইল। জুলাই মাসও দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল। কিন্তু পলাতকদিগের দুর্গতি দূর হইল না। ক্রমে আগস্ট মাস সমাগত হইল। এখন মিথৌলীর রাজা বিপন্ন ইউরোপীয়-দিগের অধিকতর বিপদের হেতুভূত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নিকটে উত্তেজিত সিপাহিরা পলাতকদিগের সন্ধান পাইল। কিন্তু সিপাহিগণ ঐ নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিল না। রাজার আদেশে পলাতকেরা আপনাদের অরণ্যময় বাসস্থল পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহারা কোথায় যাইবেন, কাহার হস্তে সমর্পিত হইবেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা ভাবিলেন, আতপতাপে, বৃষ্টিপাতে অথবা শ্বাপদের আক্রমণে তাঁহাদের যাবতীয় কষ্টের অবসান হইবে। কিন্তু অদৃষ্টদোষে তাঁহাদের কষ্টের শেষ হইল না। তাঁহাদের কেহ কেহ পথশ্রমে অবসন্ন হইলেন। কেহ কেহ জঙ্গলের জ্বরে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের কেহ অপরের কোনোরূপ সাহায্য করিতে পারিলেন না। কেবল পরস্পর সজলনয়নে ও নির্বাক্‌ভাবে পরস্পরের কষ্ট দেখিতে লাগিলেন। রৌদ্র নিবারণের জন্য তাঁহাদের মাথার উপর কোনোরূপ আচ্ছাদন ছিল না। পথের কণ্টক বা কঠিন মৃত্তিকাস্তূপের সংঘর্ষ হইতে পদদেশ রক্ষার জন্য কোনরূপ আবরণ ছিল না। পরিধানের পরিচ্ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড ব্যতীত,

* *English Captive in Oudh. Edited by M. Wylie, p. 14,*

Generated on 2019-02-07 14:17 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

জলবায়ুর পরাক্রম হইতে তাঁহাদের দেহরক্ষারও কোনোরূপ সম্বল ছিল না। কেহ একখানি সামান্য কাপড় নিজের ব্যবহারের জন্য চাহিলে, পাষণ্ড রক্ষকেরা অনুমতির বিনিময়ে আঘাত করিত। এইরূপ কষ্টে অসহায় জীবগণ দুর্গম অরণ্য হইতে নিষ্কাশিত হন। জঙ্গলের বাহিরে দুইখানা গাড়ি ছিল। সকলকে ঐ গাড়িতে স্তূপাকারে রাখা হয়। এই গাড়িবোঝাই স্তূপীকৃত জীব অতঃপর আপনাদের অপরিজ্ঞাত স্থানের অভিমুখে যাত্রা করে।

মিথৌলীর রাজার কর্মচারী জহির উল্ হুসেন এই সময়ে এইরূপ শোচনীয় ঘটনার স্থলে উপস্থিত হয়। অসহায় ইউরোপীয়গণ এতক্ষণ নানারূপ যাতনা ভোগ করিলেও অবন্ধভাবে যাইতেছিলেন। জহির উল্ হুসেন এখন পুরুষদিগকে শৃংখলাবন্ধ করে। কিছুক্ষণ পরে ইউরোপীয়েরা বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদিগকে লক্ষ্ণৌতে লইয়া যাওয়া হইতেছে। দেড়শত অস্ত্রধারী লোক ও একটি কামান ইহাঁদের পুরোভাগে এবং অপর দেড়শত অস্ত্রধারী লোক ও একটি কামান ইহাঁদের পশ্চাদ্ভাগে যাইতে থাকে। যৎসামান্য খাদ্য-দ্রব্য ইহাঁদের সম্মুখে ফেলিয়া দেওয়া হইত। পানীয় অনিচ্ছার সহিত অনেক বিলম্বে প্রদত্ত হইত। এইরূপ যাতনাময় সুদীর্ঘ ছয়দিনের পর ইহাঁদিগকে লক্ষ্ণৌ-র কৈশরবাগের অভিমুখে লইয়া যাওয়া হয়। প্রাসাদের কিছু দূরে ইহাঁরা গাড়ি হইতে নামিয়া নির্দিষ্ট স্থলে যাত্রা করেন। ইহাঁদের দেহ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। অনাহারে, অনিদ্রায় ও নিদারুণ পিপাসায় ইহাঁরা মুমূর্ষুপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। একজন (স্যার মাউণ্ট্ স্টুয়ার্ট জ্যাক্সন) পথে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন। সামান্য ভৃত্যগণ ইহাঁকে চারপায়ায় তুলিয়া লইল। দুইটি কুলমহিলা জলের জন্য কাতরকণ্ঠে চীৎকার করিতে লাগিলেন। ইহাঁদিগকে এরূপ অপরিষ্কার পাত্রে জল দেওয়া হইল যে, ইহাঁরা উহা মুখে দিতে সম্মত হইলেন না। ইউরোপীয়গণ এইরূপ শোচনীয়ভাবে কেশরবাগে উপনীত হন। বাগের সীমার মধ্যে অনেকগুলি ছোট-বড় ঘর ছিল। আস্তাবলের একটি ছোট ঘরে অবরুদ্ধ ইউরোপীয়দিগকে স্থান দেওয়া হয়।

এ সময়ে নরদানবদিগের পার্শ্বে নরদেবদিগেরও আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। নির্মম, নির্দয় ও নিরতিশয় কঠোর প্রকৃতি লোকের মধ্যে দয়াশীল মানবের হৃদয়নিহিত কোমলতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল। প্রহরিদিগের মধ্যে এইরূপ একটি কোমল-প্রকৃতি লোক ছিলেন। ইহাঁর নাম মীর ওয়াজিদ আলি। রাজ্যভ্রষ্ট নবাবের নামে ইহাঁর নাম হইলেও ইনি নবাবের প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশায় বিমুগ্ধ হন নাই। ওয়াজিদ আলি এই দুঃসময়ে অবরুদ্ধদিগের প্রধান সহায় হন। রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে অবরুদ্ধদিগকে আর-একটি গৃহে লইয়া যাওয়া হয়। এই গৃহে পূর্বাপেক্ষা অনেক ভালো ছিল।

অবরুদ্ধদিগের অদৃষ্টে পরে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বুঝাইবার জন্য, লক্ষ্ণৌ-র দরবারের বিষয় সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। নবাব ওয়াজিদ আলির বেগম হজরৎ মহলের ব্রিজিস্ কাদের নামক একটি চতুর্দশবর্ষ বয়স্ক (কোনো কোনো মতে একাদশবর্ষ বয়স্ক) পুত্রকে নবাব করা হয়। হজরৎ মহল ইহাঁর নামে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হন। চাকলাদার, নাজীর প্রভৃতি কর্মচারিগণ ইহাঁর নামে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে রাজকীয় কর্ম সম্পাদন করিতে

Generated on 2019-02-07 14:17 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

থাকেন। ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের তালুকদারদিগকে লক্ষ্ণৌর দরবারে আসিতে অনুরোধ করা হয়। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট অযোধ্যা অধিকার পূর্বক বার-দল সৈন্য প্রস্তুত করেন। এই সৈন্যের অধিকাংশ পূর্বে নবাবের সরকারে কর্ম করিত। এই সৈন্য এবং কয়েক রেজিমেন্ট্ অশ্বারোহী 'অযোধ্যার অনিয়মিত সৈনিক-দল' নামে পরিচিত। প্রধানতঃ এই সকল সৈন্য লক্ষ্ণৌ অবরোধ করে এবং ইহারাই ব্রিজিস্ কাদেরকে নামমাত্র নবাব করিয়া, স্বপ্রধানভাবে থাকে। দারোগা মম্মু খাঁ হজরৎ মহলের প্রধান সহায় ছিলেন। পূর্বোক্ত ওয়াজিদ আলি দরবারের রাজস্ববিভাগে কর্ম করিতেছিলেন। কিন্তু উদ্ধত সৈনিকদিগের প্রাধান্যে ইহাঁদের ক্ষমতা অনেকাংশে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। ইহার মধ্যে একজন ধর্মোন্মত্ত মৌলবীর আবির্ভাব হয়। এ ব্যক্তি সিপাহিদিগের মধ্যে এরূপ প্রাধান্য বিস্তার করেন যে, উহাতে লক্ষ্ণৌর দরবারকেও বিব্রত হইতে হয়। ইহাঁর কথা বৈচিত্র্যপূর্ণ।

এই মৌলবীর নাম আহম্মদ উল্লা শাহ। ১৮৫৭ অব্দের জানুয়ারি মাসে আহম্মদ উল্লা কতিপয় সশস্ত্র অনুচর লইয়া ফৈজাবাদের মস্জিদে ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা আরম্ভ করেন। কর্তৃপক্ষ ইহাঁকে যাবতীয় অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ দেন। মৌলবী এই আদেশ পালনে অসম্মত হন। কর্তৃপক্ষ অগত্যা বল প্রকাশ করেন। গোলযোগে মৌলবী স্বয়ং আহত এবং তাঁহার দুই-তিনজন অনুচর নিহত হয়। প্রথম বারে মৌলবীর বিচারে লক্ষ্ণৌর প্রধান আদালত, অধস্তন আদালতের ব্যবস্থা নামঞ্জুর করেন। দ্বিতীয় বারের বিচারে বিলম্ব ঘটে। ইহার মধ্যে ফৈজাবাদে বিপ্লব উপস্থিত হয়। মৌলবী কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, উত্তেজিত সিপাহিদিগের অধ্যক্ষ হন। কিন্তু তিনদিন পরে সিপাহিরা ইহাঁর কর্তৃত্বে এরূপ বিরক্ত হয় যে, তাহারা তিনশত টাকা দিয়া, ইহাঁকে বিদায় দেয়। মৌলবী লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হন। হজরৎ মহল ইহাঁর অভ্যর্থনা করেন। ব্যয় নির্বাহের জন্য ইহাঁকে প্রতিদিন বহু অর্থ দেওয়া হয়। ইংরেজের পরাক্রমে অনেক সিপাহী দিল্লী হইতে তাড়িত হইয়া, লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হইতে থাকে। ইহারা মৌলবীর অধীনতা স্বীকার করে। এইরূপে বলসম্পন্ন হইয়া, মৌলবী গোমতী-তটে—গোঘাটে অযোধ্যার পূর্বতন মন্ত্রী আলি নকি খাঁর বিস্তৃত বাসভবনে অবস্থিতি পূর্বক উদ্দীপনাময়ী ভাষায় ঘোষণাপত্র প্রচার করিতে থাকেন। এই ঘোষণাপত্রে সর্ব-বিষয়ে তাঁহার কর্তৃত্ব বিশদরূপে পরিব্যাপ্ত হয়। দরবার হইতে যে আদেশপত্র প্রচারিত হয়, মৌলবী তাহার বিরোধী হওয়াতে অবরুদ্ধ হন। শেষে দিল্লীর সিপাহিরা ইহাঁকে ছাড়িয়া দেয়। মৌলবী অতঃপর আপনার ক্ষমতায় বহুসংখ্যক সশস্ত্র লোকের অধিনায়ক হইয়া উঠেন।

ওয়াজিদ আলির ন্যায় মহারাজ মানসিংহও কৈশরবাগে অবরুদ্ধ ইংরেজদিগের প্রতি সদয়ভাব প্রকাশ করেন। মানসিংহের কর্মচারী অনন্তরাম অবরুদ্ধদিগকে বিমুক্ত করিতে সবিশেষ মনোযোগী হন। যাঁহারা শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিলেন, ওয়াজিদ আলির চেষ্টায়, তাঁহাদের শৃঙ্খল অপসারিত হয়। মৌলবী সন্দিগ্ধ হইয়া, এই বিষয় জানিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু ওয়াজিদ আলি চরদিগকে অর্থ দিয়া, এরূপ

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:17 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

পরিতোষিত করেন যে তাহারা মৌলবীকে প্রকৃত সংবাদ জানাইতে নিরস্ত থাকে। যে দিন সেনাপতি হাবেলক্ ও আউট্রাম লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হন, সেই দিন মৌলবীর আদেশে উনিশজন ইংরেজের প্রাণনাশ হয়। জ্যাক্‌সন্ সাহেবের যে ভগিনী পথে তাঁহার ভ্রাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি ইহাঁদের মধ্যে ছিলেন*। ওয়াজিদ আলি এবং রাজা মানসিংহ ইহাঁদের প্রাণরক্ষার জন্য গোপনে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মৌলবী এবং তাহার অধীন সিপাহিদিগের (ইহারা দিল্লী হইতে আসিয়াছিল) জন্য কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। ওয়াজিদ আলির উপর মৌলবীর সন্দেহ জন্মিয়াছিল। ওয়াজিদ আলি প্রকাশ্যভাবে চেষ্টা করিলে নিঃসন্দেহ তাঁহার প্রাণ যাইত।

২৬শে অক্টোবর হইতে ১৬ই নভেম্বর পর্যন্ত মম্মু খাঁ প্রায়ই কয়েদিদিগের সহিত দেখা করিতেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, কাপ্তেন অর্ দ্বারা তিনি সেনাপতি আউট্রামের নিকটে এইভাবে পত্র লিখাইবেন যে, যদি ইংরেজেরা একবারে অযোধ্যা পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে দরবার কয়েদিদিগকে ছাড়িয়া দিবেন। জ্যাক্‌সন্ সাহেব এবং কাপ্তেন অর্ উভয়েই এইভাবে পত্র লিখিতে অসম্মত হন। পরে মম্মু খাঁ ইহাঁদিগকে রেসিডেন্সির অবরোধকারী সিপাহিদিগের অধিনায়ক হইতে বলেন। অফিসরেরা ঘৃণা ও বিরক্তির সহিত এই প্রস্তাবেও অসম্মতি প্রকাশ করেন। উভয় প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল দেখিয়া, মম্মু খাঁ কয়েদিদিগের নিকট হইতে চলিয়া গেলেন। কয়েদিরা ভাবিলেন যে, তাঁহাদের অন্তিমকাল নিকটবর্তী হইয়াছে।

পরিশেষে তাঁহারা যাহা ভাবিতেছিলেন, যাহার জন্য অস্থির হইয়াছিলেন, ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া ধীরভাবে যাহার আলিঙ্গনে প্রস্তুত ছিলেন, তাহা তাঁহাদের নিকটবর্তী হইল। ১০ই নভেম্বর কয়েদিরা দূরে কামানের গভীর গর্জন শুনিতে পাইলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, প্রধান সেনাপতি স্যার কোলিন্ কাম্পবেল লক্ষ্ণৌর উদ্ধারার্থে আসিতেছেন। পরদিন দুশ্চিন্তায় অতিবাহিত হইল। এই দুইদিন কৈশরবাগে এরূপ গোলযোগ ঘটিল যে, দূরবর্তী কামানের ধ্বনি অবরুদ্ধদিগের শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইল না। ১৬ই নভেম্বর বেলা নয়টার সময় ৭১-সংখ্যক দলের কতকগুলি সিপাহী অস্ত্রাদিতে সজ্জিত হইয়া সাহেবদিগকে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে আসিল। ইহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না। পুরুষেরা ধীরতার বিসর্জন দিলেন না। কাপ্তেন অর্ সংসারে যাহা তাঁহার প্রিয়তম, যাহা তাঁহার পরমস্নেহাস্পদ, তাহার নিকটে সজলনয়নে বিদায় লইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে দূরে বন্দুকের শব্দ শুনা গেল। রক্ষকগণ অবরুদ্ধ মহিলাদিগকে বুঝাইল যে, কয়েকটি এতদ্দেশীয় কয়েদীকে গুলি করা হইতেছে। কিন্তু শেষে সমুদয় প্রকাশ পাইল। মহিলাগণ রক্ষকশূন্য হইলেন। স্বামী, ভ্রাতা ও অভিভাবকেরা ঘাতকের অস্ত্রাঘাতে দেহত্যাগ করিলেন। এই ঘটনার পর রোগে একটি বালিকার মৃত্যু হয়। প্রহরীদিগের একব্যক্তি দয়া করিয়া, এবং অপর ব্যক্তি টাকা পাইয়া, রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে কোনোরূপে বালিকাটির সমাধি দেয়। এখন দুইটি মহিলা, একটি বালিকা অবশিষ্ট থাকে।

* বলা বাহুল্য যে, ইহাঁরা কাচিয়ানির অবরুদ্ধ ইংরেজ নহেন।

Generated on 2019-02-07 14:17 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

এই সময় লক্ষ্ণৌবাসিনী একটি দয়াশীলা নারী বালিকার জীবনরক্ষার জন্য যত্নবতী হইয়া উঠে। অযত্নসম্ভূত স্নেহে আকৃষ্ট হইয়া, এই অবলা আর্তপরিত্রাণরূপ পবিত্র কর্ম সম্পাদনের জন্যে ওয়াজিদ আলির সহিত সম্মিলিত হয়। ওয়াজিদ আলি ইহাকে অবরুদ্ধ মহিলাদিগের কর্মে নিযুক্ত করেন।

দরবারের হাকিম সদয়প্রকৃতি ও পরোপকারী ছিলেন। অবরুদ্ধ কুলনারী দুইটির অবস্থা দেখিয়া, তিনি সাতিশয় দুঃখিত হন। ওয়াজিদ আলির মন্ত্রণার তিনি দরবারের কর্তৃপক্ষকে কহেন যে, কয়েদীদিগের বালিকাটি একান্ত পীড়িত হইয়াছে। হাকিম প্রত্যহ এই সংবাদ দরবারের গোচর করিতে থাকেন। প্রত্যহ দরবারের প্রধান কর্মচারিরা হাকিমের নিকটে অবগত হন যে, বালিকাটির অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতেছে। কিন্তু এ সময়ে হাকিমের ন্যায় প্রহরিদিগের অধ্যক্ষকেও বশীভূত করা আবশ্যক হইয়াছিল। নচেৎ ওয়াজিদ আলির সংকল্প প্রকাশিত হইয়া পড়িত। ইহার মধ্যে দরবারের আদেশে প্রহরিদিগের অধিনায়ক অন্য কর্মে নিয়োজিত হইল। ইহার স্থানে যে ব্যক্তি আসিল, ওয়াজিদ আলি তাহাকে এবং তাহার লোকদিগকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিলেন। এই সময়ে পূর্বোক্ত হাকিম দরবারে জানাইলেন যে, বালিকাটির মৃত্যু হইয়াছে। এখন লক্ষ্ণৌর উক্ত নারী বালিকার উদ্ধারে উদ্যত হইল। সে উহার গায়ে রং মাখাইয়া দিল, উহাকে কাপড়ে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করিল, পরে উহাকে লইয়া, এইভাবে রোদন করিতে করিতে যাইতে লাগিল যে, সে যেন আপনার মৃত শিশু-সন্তানকে সমাধি দিবার জন্য লইয়া যাইতেছে। এইরূপে উক্ত দয়াবতী নারী প্রহরিদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, আপনার স্নেহময় বহনীয় পদার্থ রাজা মানসিংহের গৃহে লইয়া যায়। কিছুদিন পরে বালিকাটি নিরাপদে আলমবাগের ইংরেজশিবিরে সমানীত হয়।

ইহার পর পূর্বোক্ত অবরুদ্ধ মহিলা দুইটি আপনাদের পরিত্রাণের উপায় দেখিতে থাকেন। এ সময়ে যদিও চারিদিকে ইংরেজের জয়লাভ হইতে ছিল, তথাপি লক্ষ্ণৌ শহরে এবং উহার প্রান্তভাগে উত্তেজিত সিপাহিগণ দলবদ্ধ ছিল। কিন্তু ওয়াজিদ আলি মহিলা দুইটিকে রক্ষা করিতে উদাসীন ছিলেন না। তিনি পাল্‌কিতে করিয়া ইহাদিগকে অনেক কষ্টে কৈশরবাগের অন্য গৃহে লইয়া যান। এই সময়ে প্রহরিরা এরূপ সাবধান হইয়াছিল যে, ওয়াজিদ আলিকে ছদ্মবেশে কয়েদীদিগের সহিত দেখা করিতে হইত। ওয়াজিদ আলি কয়েদীদিগকে বিমুক্ত করিতে পারিলে, সেনাপতি আউট্রাম তাঁহাকে একলক্ষ টাকা পারিতোষিক দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। ইহাতে গবর্নমেণ্টেরও সম্মতি ছিল। ওয়াজিদ আলি অবরুদ্ধ মহিলাদ্বয়ের সমক্ষে আপনার সন্তানদিগের মাথায় হাত দিয়া শপথ করিয়াছিলেন যে, তিনি এ বিষয়ে যথাশক্তি চেষ্টা করিবেন। যাহা হউক, পূর্বোক্ত স্থল নিরাপদ বোধ না হওয়াতে ওয়াজিদ আলি মহিলাদ্বয়কে অন্য বাটীতে আনয়ন করেন। ওয়াজিদ আলির পরিবারবর্গ এই স্থানে থাকিত। মহিলারা, ওয়াজিদ আলির স্ত্রী এবং সন্তানদিগের সহিত অবস্থিতি করেন। এই স্থানে তাঁহাদের যাবতীয় অভাবের মোচন হয়। বিবি অর্ এই স্থান হইতে একখানি পত্র লিখিয়া ওয়াজিদ আলির একজন আত্মীয়ের হস্তে এই বলিয়া সমর্পণ করেন যে, প্রথমে যে ইংরেজ

Generated on 2019-02-07 14:17 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

অফিসরকে পাওয়া যাইবে, তাঁহাকেই যেন উক্ত পত্র দেওয়া হয়। বিধাতা এ সময়ে অনুকূল হইলেন। পত্রবাহক বাড়ি হইতে বহির্গত হইয়াছেন, এমন সময় একদল গুর্খা ও দুইজন ইংরেজ অফিসরকে দেখিতে পাইলেন। পত্র সমর্পিত হইল। অফিসরেরা ত্বরিতগতিতে মহিলা দুইটির উদ্ধারে যাত্রা করিলেন। নির্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইয়া, ইহাঁরা আপনাদের কুলকামিনিদিগকে পাল্‌কিতে তুলিয়া দিলেন। বাহক উপস্থিত ছিল না। অফিসরদিগের ভৃত্য এবং কতিপয় গুর্খা বাহক হইল। অফিসরেরা শহরের সঙ্কীর্ণ পথ অতিক্রম পূর্বক উক্ত পাল্‌কি সেনাপতি ম্যাক্‌গ্রেগরের শিবিরে লইয়া গেলেন। পরদিন মহিলা দুইটি সেনাপতি আউট্রামের শিবিরে উপনীত হইলেন। যে দেশের এক শ্রেণীর লোকে ইহাঁদের দুঃসহ যাতনার কারণ হইয়াছিল, ইহাঁদিগকে প্রিয়তম আত্মীয়জন হইতে জন্মের মতো বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল, সেই দেশের অন্য শ্রেণীর লোকেরই অনন্ত করুণায় এইরূপে ইহাঁদের জীবন রক্ষা হইল*।

অযোধ্যার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে, ভিন্ন ভিন্ন সৈনিক-দলের মধ্যে এইরূপ উত্তেজনা এবং তৎপ্রযুক্ত এইরূপ ভয়াবহ বিপ্লব ঘটাতে প্রধান কমিশনর স্যার হেন্‌রি লরেন্স সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। কিন্তু উদ্বেগের আবেগে তিনি কর্তব্য-সম্পাদনে নিরস্ত থাকেন নাই। অপ্রতিবিধেয় বিপদের আশঙ্কায় তাঁহার উদ্যম ও অধ্যবসায় অন্তর্হিত হয় নাই। অযোধ্যার কর্মভার গ্রহণ করার পরে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছিল। তাঁহার দেহ দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছিল। তাঁহার দৃঢ়তাব্যঞ্জক প্রসন্ন মুখশ্রী দিন দিন পরিম্লান হইয়া যাইতেছিল, তথাপি তিনি কর্তব্য-কর্ম-সম্পাদনে পরিশ্রম করিতে বিরত হন নাই। ১১ই জুন পর্যন্ত সমগ্র উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের মধ্যে অযোধ্যার রাজধানী এবং কানপুর,—এই দুইস্থান ইংরেজের অধিকারে ছিল। ১২ই জুনের পর হইতে লক্ষ্ণৌ রক্ষার জন্য স্যার হেন্‌রি লরেন্সের অধিকতর উদ্যমের নিদর্শন পরিদৃষ্ট হয়। রাত্রিতে প্রায়ই তাঁহার নিদ্রা ছিল না। তিনি প্রায়ই ছদ্মবেশে নগরের নানাভাগ পরিদর্শন করিতেন। সময়ে সময়ে কামানের পার্শ্বে শয্যা পাতিয়া গোলন্দাজ সৈনিকদিগের সহিত অবস্থিতি করিতেন। কিন্তু এ শয্যাও তাঁহার নিদ্রার জন্য প্রস্তুত হইত না। তিনি শয্যায় থাকিয়া, নগর-রক্ষার প্রণালী অবধারণ করিতেন। কিরূপে আত্মবলের বৃদ্ধি ও বিপক্ষবলের ক্ষয় করিতে হইবে, তাহার নির্ধারণের জন্য গভীর চিন্তায় নিযুক্ত থাকিতেন। সংক্ষেপে আপনার রক্ষণীয় নগরে তিনি সর্বব্যাপী ছিলেন। সকল স্থানেই তাঁহাকে দেখা যাইত**।

নগরে সামরিক আইন অনুসারে লোকের দণ্ড বিধান হইতেছিল। মচ্ছিভবনের পার্শ্বে কতকগুলি ফাঁশি কাষ্ঠ স্থাপিত হইয়াছিল। যাহারা ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধাচারী বলিয়া ধৃত হইত, এই স্থানে তাহাদের যাবতীয় বাসনার পরিসমাপ্তি ঘটিত। স্যার হেন্‌রি লরেন্স নরহত্যার একান্ত বিরোধী ছিলেন। যাহাতে লোকের জীবনরক্ষা হয়, তৎপ্রতি তাঁহার সবিশেষ দৃষ্টি ছিল। দুর্ঘটনার গুরুত্বে বাধ্য হইয়া, তিনি

---

* *English Captive in Oudh : Edited by M. Wylie, pp. 29 47.*

** *Rees, Siege of Lucknow, p. 39.*

Generated on 2019-02-07 14:17 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

নিরতিশয় মনঃকষ্টের সহিত এইরূপ দণ্ডের অনুমোদন করিতে লাগিলেন। সৈনিক প্রহরিগণ ইউরোপীয় অধিনায়কদিগের অধীনে থাকিয়া শান্তি রক্ষা করিতে লাগিল। ইউরোপীয়গণ নিয়মিতরূপে আপনাদের দৈনন্দিন কর্ম নির্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এদিকে যাহার উপর যাবতীয় গুরুতর কর্মের ভার সমর্পিত হইয়াছিল, যিনি প্রবল-বাত্যাতাড়িত মহাসমুদ্রে তরণীর একমাত্র কর্ণধার ছিলেন, তাঁহার স্বাস্থ্যের কোনোরূপ উন্নতি হইল না। স্যার হেনরি লরেন্স ক্রমেই ক্ষীণ—ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। সুতরাং প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পাদনের জন্য একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। গাবিন্স সাহেব এই সমিতির অধ্যক্ষ হইলেন। তিনদিন মাত্র সমিতির অধিবেশন হইল। কিন্তু এই তিনদিনেই বিপদ গুরুতর হইয়া উঠিল।

৩০শে মে'র ঘটনার পর গাবিন্স সাহেব সমগ্র সিপাহিদলের নিরস্ত্রীকরণে কৃতসংকল্প লইয়াছিলেন। কিন্তু প্রধান কমিশনর এ বিষয়ে তাহার একান্ত বিরোধী ছিলেন। এ সময়ে তিনি ভারতবাসীর সকলকেই শত্রুভাবে দেখিতে ইচ্ছা করেন নাই। কৃষ্ণবর্ণ অপরাপর ইংরেজের ভয়ের কারণ হইলেও, স্যার হেনরির পক্ষে উহা অনেক সময়ে সাহসের আশ্রয়, আশার অবলম্বন এবং বিপত্তিনিবারণের প্রধান উপায় স্বরূপ ছিল। তিনি ভারতবাসীর প্রভুভক্তিতে বিশ্বাস করিতেন। ঘটনাচক্রে পড়িয়া, সিপাহিরা তাঁহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র পরিগ্রহ করিলেও তিনি মনে করিতেন যে, ঐ সিপাহিদিগের মধ্যেও প্রভু-ভক্ত লোকের অভাব নাই। এই বিশ্বাসপ্রযুক্ত তিনি সমুদয় সিপাহিকে সৈনিক-দল হইতে নিষ্কাশিত করিতে চাহেন নাই। কিন্তু গাবিন্স সাহেব কয়েকদিনের জন্য শাসন-সমিতির অধ্যক্ষ হইয়া, আপনার সংকল্প অনুসারে কার্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার কথায় ভিন্ন ভিন্ন দলের অধিনায়ক সিপাহিদিগকে অস্ত্রশস্ত্র হইতে বিচ্যুত করিলেন এবং তাহাদিগকে নবেম্বর মাস পর্যন্ত বিদায় দিয়া, আপন আপন বাটিতে যাইতে কহিলেন। এই বিষয় অবিলম্বে স্যার হেনরি লরেন্সের গোচর হইল। স্যার হেনরি অমনি রোগশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। মুহূর্ত মধ্যে রুগ্ন শরীরে সৈন্যাধ্যক্ষের কার্যভার গ্রহণপূর্বক সমিতির অনুমতি রহিত করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার আদেশে সিপাহিদিগকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য লোক প্রেরিত হইল। প্রায় পাঁচশত নিরস্ত্র সিপাহী প্রফুল্লভাবে—সহাস্য-বদনে ফিরিয়া আসিয়া, আপনাদের চিরাভ্যস্ত সৈনিক-ব্রত গ্রহণ করিল। ইহারা অবরোধের সময়ে প্রভুভক্তির সবিশেষ পরিচয় দিয়াছিল*। রেসিডেন্সি রক্ষার জন্য ইংরেজদিগের পর্যাপ্ত পরিমাণে সৈন্য ছিল না। বিশ্বস্ত সিপাহিগণ প্রত্যাবৃত্ত ও সামরিক পরিচ্ছদে পুনরায় সজ্জিত হইলেও, স্যার হেনরি লরেন্সের বলবৃদ্ধি হয় নাই। এই জন্য স্যার হেনরি অন্যরূপ ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হইলেন ; এই ব্যবস্থাতেও তাঁহার কৃষ্ণবর্ণের প্রতি অপরিসীম প্রীতি ও বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া গেল। যে সকল সিপাহী দীর্ঘকাল কোম্পানির কর্ম করিয়া আপনাদের আবাসপল্লীতে পেন্সন ভোগ করিতেছিল, তাহাদিগকে আহ্বান করা হইল। প্রধান কমিশনরের সাদর আহ্বানে প্রায় পাঁচশত জরাগ্রস্ত সিপাহী লক্ষ্ণৌতে আসিল। স্যার হেনরি ইহাদের যথোচিত আদর ও অভ্যর্থনা করিলেন।

* *Kaye, Sepoy War, Vol. III, p. 499.*

Generated on 2019-02-07 14:17 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

ইহাদের অনেকে কোম্পানির কার্যসাধনের জন্য সমরক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে বিকলাঙ্গ হইয়াছিল। কাহারও চক্ষু গিয়াছিল, কাহারও হস্ত নষ্ট হইয়াছিল, কেহ কেহ বার্ধক্যপ্রযুক্ত হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। তথাপি ইহারা, এক সময়ে যাহাদের প্রদত্ত সামরিক ভূষণে শোভিত ছিল, যাহাদের জন্য সমরক্ষেত্রে দেহপাতেও উদ্যত ছিল, উপস্থিত বিপত্তিকালে আবার তাহাদেরই জন্য এই বার্ধক্যকালে—এইরূপ বিকলাঙ্গ দেহে লক্ষ্ণৌতে সমাগত হইল। স্যার হেনরি লরেন্স এই প্রভুভক্ত ও বিশ্বস্ত সিপাহিদিগের মধ্যে একশত সত্তরজনকে বাছিয়া লইলেন। ইতঃপূর্বে বিভিন্ন দল হইতে শিখ-সৈনিকদিগকে একত্র করা হইয়াছিল। এইরূপে প্রায় আটশত এতদ্দেশীয় সৈনিক-পুরুষ লক্ষ্ণৌ রক্ষার জন্য সংগৃহীত হইল।

১২ই জুন বিপদের সূচনা হইল। যে সৈনিক-দল পুলিশের কর্মে নিয়োজিত ছিল, তাহার পদাতিকগণ ১১ই জুন গবর্নমেণ্টের বিরোধী হইয়া উঠিল। পরদিন অশ্বারোহিগণ ইহাদের পথে পদার্পণ করিল। ইহারা সুলতানপুরের অভিমুখে যাত্রা করিল। একজন ইংরেজ সেনানায়ক কতিপয় সৈন্য লইয়া, ইহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। ইহাদের অধিনায়কও ইহাদিগকে বুঝাইতে গেলেন। অধিনায়ক উপস্থিত হইয়া, আপনার লোকদিগকে বুঝাইতে চাহিলেন। কিন্তু কেহ তাঁহার কথা শুনিতে চাহিল না। এই সময়ে যে ব্যক্তি তাহাদের পরিচালক হইয়াছিল, সে নিষ্কোষিত তরবারির আস্ফালন করিতে করিতে ইহাতে বাধা জন্মাইতে লাগিল। একজন সিপাহী আপনাদের ইংরেজ সেনানায়ককে মারিবার জন্য বন্দুক ঠিক করিল। অমনি এই বন্দুক ফেলিয়া দিতে আর বারোটি বন্দুক উত্তোলিত হইল। বারোজনে বন্দুক তুলিয়া, সন্ধানকারীকে বাধা দিয়া কহিল,—'কে এইরূপ সাহসিক ব্যক্তির প্রাণ সংহার করে* ?' অধিনায়ক অক্ষত শরীরে ফিরিয়া গেলেন।

এই সময়ে সেনাপতি স্যার হিউ হুইলার সাতিশয় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিপদ হইতে মুক্তিলাভের আশায় তিনি স্যার হেনরি লরেন্সের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করেন। গাবিন্স সাহেব কানপুরের উদ্ধারের জন্য সৈন্য প্রেরণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু ইহাতে অপর কেহ সম্মতি প্রকাশ করেন নাই। স্যার হেনরি লরেন্সও ইহাতে অমত প্রকাশ করেন। তাঁহার সৈনিক-বল অল্প ছিল। ঈদৃশ বিপত্তির সময়ে তিনি নিজেই আত্মবলের অল্পতায় চিন্তিত হইয়াছিলেন। অধিকন্তু গঙ্গার তটদেশে বহুসংখ্যক সিপাহী অবস্থিতি করিতেছিল। সুতরাং গঙ্গা পার হওয়া অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। অল্পমাত্র সৈন্য গঙ্গা পার হইয়া, সিপাহিদিগের বিপুল শ্রেণী ভেদ করিয়া যাইতে পারে, এমন সম্ভাবনা ছিল না। এই হেতু স্যার্ হেনরি লরেন্স্ নিরতিশয় ক্ষোভের সহিত কানপুরের সেনাপতির প্রার্থনাপূরণে অসম্মত হন। যাঁহারা বর্তমান সময়ের অবস্থার পর্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা এ বিষয়ে স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সের দয়া বা সমবেদনার অভাব দেখিতে পাইবেন না। তিনি যে যুক্তি দেখাইয়াছিলেন, কেহই উহার খণ্ডন করিতে পারেন নাই। এ সময়ে প্রায় সকল স্থানেই ইংরেজদিগকে অল্পমাত্র সৈন্যের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। একস্থান নিরাপদ করিতে হইলে, অন্য স্থানের বলক্ষয় হইত। গন্তব্য পথ বিঘ্নসঙ্কুল ছিল। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি

* *Rees, Siege of Lucknow, p. 61.*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:17 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

কানপুরের সেনাপতির সাহায্যার্থে অল্পসংখ্যক সৈন্য পাঠাইলে বহুসংখ্যক সিপাহী গঙ্গা পার হইয়া আসিবে। অধিকন্তু তাঁহার নিজেরও বলক্ষয় হইবে। ইহা ভাবিয়া, তিনি গভীর দুঃখের আবেগে কানপুরের বিপন্ন স্বজাতির জন্য দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, এবং দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত ঘোরতর বিপত্তির মধ্যে আপনার রক্ষণীয় স্থানের সুবন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার উদারতা ও সমবেদনা, এ সময়ে তদীয় বিপক্ষদলের স্বদেশবাসিদিগেরও দয়া আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহার সমবেদনা প্রযুক্ত লক্ষ্ণৌ কানপুর হইতে পারে নাই। ভারতবাসিগণের অনেকে এ সময়ে বিশ্বস্তভাবে স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সের পক্ষ-সমর্থনে উদ্যত হইয়াছিল। যখন অযোধ্যা অধিকৃত হয়, তখন নবাব-সরকারের কয়েক শত গোলন্দাজ ব্রিটিশ কোম্পানির চাকরি করিতে সম্মত হয় নাই। এখন ইহারা ইচ্ছাপূর্বক আপনাদের অধিনায়ক মীর ফরন্দাজ আলীর সহিত ইংরেজের সৈনিকশ্রেণীতে প্রবেশ করিবার জন্য উপস্থিত হয়। ইহাদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয় নাই। অবরোধের সময়ে ইহারা আপনাদের বিশ্বস্ততার সবিশেষ পরিচয় দিয়াছিল। ইহারা ইংরেজের পক্ষসমর্থনের জন্য দেহবিসর্জনে কাতর হয় নাই। উত্তেজিত সিপাহীরা ফরন্দাজ আলীর গৃহস্থিত বহুমূল্য সামগ্রী লুণ্ঠন করিয়াছিল। গবর্নমেণ্ট ক্ষতিপূরণ না করিলে ফরন্দাজ আলী আপনার অপরিসীম প্রভুভক্তির বিনিময়ে কোনো ফল লাভ করিতে পারিতেন না*।'

রামদীন নামক একজন অযোধ্যাবাসী প্রাচীন ব্রাহ্মণ এই দুঃসময়ে ইংরেজদিগের যথোচিত সাহায্য করেন। ইনি রাস্তার ওবারসিয়রের কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। বিপ্লব-প্রযুক্ত ইহাঁর কর্ম বন্ধ হয়। ইনি ছয়জন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সহিত লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হন। ইহাঁদিগকে পদাতিক-সৈন্যের শ্রেণীতে নিবিষ্ট করা হয়। এই কর্মে ইহাঁরা যথোচিত সাহস, উদ্যম ও রণকৌশলের পরিচয় দেন। রাত্রিতে ইহাঁরা কামানরক্ষার আয়োজন করিতেন। দিবসে ইহাঁরা বিপক্ষদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতেন। যুদ্ধে রামদীন এবং তাঁহার দুইজন আত্মীয় নিহত হন। অবশিষ্ট আত্মীয়েরা জীবিত থাকেন। গবর্নমেণ্ট পেন্সন দিয়া, ইহাঁদের অসামান্য রাজভক্তির গৌরব রক্ষা করেন। রামদীন এবং তাঁহার আত্মীয়গণ ব্যতীত পিরাণ নামক একজন মিস্ত্রী দ্বারা এই বিপত্তির সময়ে অনেক কাজ হয়। গাবিন্স্ সাহেব ইহার বিষয়ে লিখিয়াছেন,—'এই ব্যক্তি অত্যুৎকৃষ্ট কারিগর ছিল। ইহার এবং রামদীনের সাহায্য না পাইলে, আমরা যে সকল গাঁথনির কাজ আরম্ভ করিয়াছিলাম, তৎসমুদয় কখনো সম্পন্ন হইত না। আমি দেখিয়াছি, পিরাণ যেমন একখানি ইট হাতে তুলিয়া বসাইতেছিল, অমনি বিপক্ষের নিক্ষিপ্ত গুলির আঘাতে উহা তাহার হস্ত হইতে স্খলিত হইয়াছে**।' অবরোধের পূর্বে গোলাপ নামক একজন কারিগর ইঞ্জিনিয়রের কার্যবিভাগে নিয়োজিত ছিল। উক্ত বিভাগের কর্তা ইহাকে ইহার ইচ্ছানুসারে কর্মস্থলে থাকিতে বা গৃহে যাইতে কহিয়াছিলেন। গোলাপ

* *Gubbins, Mutinies in Oudh, p. 190.*

** *Ibid, pp. 190-91*

Generated on 2019-02-07 14:17 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

গৃহে না গিয়া, বিপত্তিময় কর্মস্থলে থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। এই ব্যক্তি বিপদে কাতরতা প্রকাশ করে নাই। কোনো সময়ে কর্তব্য-কর্মে ইহার ঔদাস্য দেখা যায় নাই। গুরুতর বিপত্তিকালে কর্মকুশল ও প্রভুভক্ত গোলাপ আপনার প্রভুর উপকারের জন্য কর্মশীলতার একশেষ দেখাইয়াছিল। যে দিন লক্ষ্ণৌর উদ্ধারার্থে ইংরেজ সৈনিক-দল রেসিডেন্সিতে প্রবেশ করে, সেইদিন গোলার আঘাতে এই পরমবিশ্বস্ত, কর্তব্যপরায়ণ কর্মচারীর মৃত্যু হয়*। এইরূপে ভারতবাসিগণ ধীরভাবে ইংরেজের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিল। তাহারা বিদেশী প্রভুর প্রাণরক্ষার জন্য স্বদেশবাসীর হস্তে প্রাণবিসর্জনেও কাতর হয় নাই।

ইংরেজেরা যখন এইরূপে আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, ভারতবাসিগণ যখন এইরূপে আপনাদের বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তির একশেষ দেখাইতেছিলেন, তখন গ্রীষ্মপ্রধান দেশের নিদারুণ গ্রীষ্মাতিশয্যে ইংরেজদিগের যার-পর-নাই কষ্ট হয়। তাঁহারা প্রবল বিপক্ষের পরাক্রমনাশে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃতির পরাক্রম নিরোধ করিতে পারেন নাই। জুন মাসের প্রারম্ভে ও মধ্যভাগে বৃষ্টি না হওয়াতে রেসিডেন্সিতে বসন্ত ও বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। ইউরোপীয় সৈনিকদিগের মহিলারা ও বালক-বালিকাগণ এই রোগে পীড়িত হইয়া পড়ে। স্থানের অল্পতা হেতু অনেককে একঘরে অবস্থিতি করিতে হইত, এইজন্য রোগ ক্রমে প্রবল হইয়া উঠে। সৌভাগ্যক্রমে ২৮শে জুন বৃষ্টি হওয়াতে রোগের প্রাদুর্ভাব কমিয়া যায়। ইংরেজেরা যখন দুরন্ত রোগের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাওয়াতে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন, তখন স্থানান্তরের দুঃসংবাদে তাঁহারা দুর্ভাবনায় একান্ত বিষণ্ণ হইয়া উঠেন। কানপুরের ইংরেজ সেনাপতি স্যার্ হিউ হুইলারের আত্ম-সমর্পণের পর বহুসংখ্যক সিপাহী দলবদ্ধ হইয়া লক্ষ্ণৌর কুড়িমাইল দূরবর্তী নবাবগঞ্জ বড়বাকি নামক স্থানে উপস্থিত হয়। এই স্থান হইতে তাহারা লক্ষ্ণৌর অভিমুখে যাত্রা করে। ২৯শে জুন প্রধান কমিশনরের নিকটে সংবাদ উপস্থিত হয় যে, সিপাহিদিগের অগ্রগামী দল লক্ষ্ণৌর আটমাইল দূরে চিনহাট নামক স্থানে উপস্থিত হইয়াছে। অবিলম্বে এই সংবাদের সত্যতা-নিরূপণ এবং সমাগত সিপাহিদিগের সংখ্যা নির্ধারণের জন্য একদল অশ্বারোহী প্রেরিত হয়। কিন্তু ইহারা যথাযথ সংবাদ দিতে পারে নাই। স্যার্ হেনরি লরেন্স্ প্রকৃত সংবাদ না জানিয়া, স্বয়ং অল্প মাত্র সৈন্য লইয়া, বিপক্ষদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিতে উদ্যত হন। ৩০শে জুন বেলা পূর্বাহ্ণ ছয়টার সময়ে ইংরেজ-সৈন্য লক্ষ্ণৌ হইতে প্রস্থান করে। চিনহাট একটি বৃহৎ পল্লী। উহা একটি বিস্তীর্ণ ঝিলের পার্শ্বে অবস্থিত। লক্ষ্ণৌ এবং চিনহাটের মধ্যে কোক্রইল নামে একটি ক্ষুদ্র নদী আছে। লক্ষ্ণৌ হইতে ফৈজাবাদের পথে কোক্রইলের সেতু অতিক্রম করিলে চিনহাটে উপস্থিত হওয়া যায়। ইংরেজ-সৈন্য এই সেতুর নিকটে উপনীত হয়। কুক্ষণে স্যার্ হেনরি লরেন্স্ ইহাদিগকে বিপক্ষের সম্মুখে যাইবার জন্য আদেশ দেন। সেনাপতির আদেশে সৈনিকেরা বিপক্ষের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। চিনহাট পল্লীর বামভাগে বিপক্ষদিগের শিবির ছিল। ইংরেজ-সৈন্য যে পথে চিনহাটের দিকে অগ্রসর হয়, সেই পথের বামপার্শ্বে ইসমাইলপুর

* *Gubbins, Mutinies in Oudh, p. 191*

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:17 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

নামে একটি পল্লী অবস্থিত। এই পল্লীতে সিপাহিদিগের সহিত ইংরেজ-সৈন্যের যুদ্ধ ঘটে। সিপাহিরা ইংরেজদিগের গন্তব্যপথের মধ্যে কামানগুলি সাজাইয়া রাখিয়াছিল। ইংরেজ-সৈন্য দৃষ্টিপথবর্তী হইবামাত্র বিপক্ষেরা এই সকল কামান হইতে তীব্রবেগে গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। ইহার পর অশ্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজগণ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া, ইংরেজদিগের উভয় দিকে আসিয়া পড়িল। ইংরেজ-সৈন্য এইরূপে দুইদিকে বিপক্ষদিগের দুইটি প্রবল দল-কর্তৃক আক্রান্ত হওয়াতে শৃঙ্খলাশূন্য হইয়া পড়িল। তাহারা কিছুতেই সিপাহিদিগের আক্রমণ নিরস্ত করিতে পারিল না। যে সকল ইউরোপীয় আপনাদের ইচ্ছায় সৈনিক-দলে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহারা অধিনায়কের আদেশে অগ্রসর হইল বটে, কিন্তু সৈনিকের কর্মে তাহাদের পারদর্শিতা ছিল না। শিখেরাও এই সময়ে রণস্থলে স্থিরভাবে থাকিতে পারিল না। ব্রিটিশ পদাতিকগণ বিপক্ষদিগকে তাড়াইয়া দিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু তাহাদের অধিনায়ক বিপক্ষের গুলিতে ভূপতিত হইলেন। তাহারা আপনাদের অধ্যক্ষের পতন দেখিয়া, সহসা একটি তরঙ্গ-ভঙ্গীবৎ উচ্চ ভূমির অন্তরালে গিয়া আশ্রয় লইল। বিপক্ষদিগের পরাক্রমে ইংরেজ-সৈন্য চারিদিকে এইরূপ শৃঙ্খলাশূন্য হওয়াতে, তাহাদিগকে প্রত্যাবর্তন করিতে আদেশ দেওয়া হইল। স্যার্ হেন্রি লরেন্সের আদেশে লেপ্টেনেণ্ট বন্হাম কামান লইয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু কামান যে হস্তী দ্বারা লইয়া যাওয়া হইতেছিল, উহা গোলাবর্ষণে ভীত ও উন্মত্ত হইয়া উঠিল। বন্হাম্ও বিপক্ষের গুলিতে আহত হইলেন। ইংরেজের কামান শত্রুপক্ষের হস্তগত হইল এদিকে ইংরেজ বীরপুরুষগণের অনেকেই রণক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিলেন। স্যার্ হেন্রি লরেন্স্ যুদ্ধের সময়ে সকলের পুরোভাগে থাকিয়া, উৎসাহ দিতেছিলেন, যেখানে বলক্ষয় ঘটিতেছিল, সেইখানেই তাঁহার আবির্ভাব হইতেছিল। কিন্তু তাঁহার এইরূপ উৎসাহ, এইরূপ উদ্যম, এইরূপ সাহসেও কোনো ফল হইল না। বিপক্ষের সংখ্যাধিক্যে অল্পমাত্র ইংরেজ-সৈন্য হতোদ্যম হইয়া, উদ্ভ্রান্তভাবে লক্ষ্ণৌর অভিমুখে ধাবিত হইল। আহতদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত কোনো সুবিধা ছিল না, যেহেতু ডুলির বাহকদিগের কয়েকজন নিহত হওয়াতে সকলেই পলায়ন করিয়াছিল। জয়লাভের কোনো সুযোগ ছিল না; যেহেতু যাহারা জল দিবার জন্য নিয়োজিত ছিল, তাহারাও রণস্থল পরিত্যাগ করিয়াছিল। এদিকে প্রচণ্ড মার্তণ্ডের তাপে ও নিদারুণ গ্রীষ্মে ইউরোপীয় সৈন্য একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। বিপক্ষের অস্ত্রাঘাত হইতে যাহারা পরিত্রাণ পাইয়াছিল, নিদারুণ পিপাসায় তাহাদেরও প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। এই ঘোর বিপত্তিকালে এতদ্দেশীয় পদাতিক দ্বারা ইংরেজপক্ষের সবিশেষ সাহায্য হইয়াছিল। ইহারা দুঃসহ আতপতাপেও বিচলিত হয় নাই, স্বদেশীয়দিগের ভয়ঙ্কর আক্রমণেও পবিত্র কর্তব্য-কর্মের অবমাননা করে নাই। ইহাদের যত্নাতিশয়ে আহত ইউরোপীয় সৈনিকগণ শান্তিলাভ করে। ইহারা আপনাদের স্বদেশীয় সৈনিকদিগের প্রতি দৃক্পাত না করিয়া, ইউরোপীয় সৈনিকদিগের শুশ্রূষায় মনোযোগী হয়। এক সময়ে ইহাদের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সন্দেহ করা হইয়াছিল, এখন এই সন্দেহ সর্বাংশে তিরোহিত হয়। এই সৈনিকগণ আপনাদের স্বদেশের উত্তেজিত সিপাহিদিগের উপর গুলিবৃষ্টি করিয়া, অপরিসীম

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:17 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

বিশ্বস্তভাবের পরিচয় দেয়।

প্রাতঃকালে কোক্রইলের সেতু হইতে ইংরেজ-সৈন্য উৎসাহের সহিত বিপক্ষদিগের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল, এখন তাহারা নিরুৎসাহ ও নিরুদ্যম হইয়া, একান্ত অবসন্নভাবে সেই সেতুর সমীপবর্তী স্থানে উপস্থিত হইল। সেতুর নিকটে বিপক্ষ অশ্বারোহি-দল গমনপথ নিরোধ করিয়াছিল। অতিকষ্টে এই পথ উন্মুক্ত হইল। পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত সৈনিকেরা লক্ষ্ণৌর প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলে স্থানীয় স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা, ধনী, নির্ধন, সমভাবে প্রত্যাবর্তিত ও আহত সৈনিকদিগের নিকটে আসিয়া সুশীতল জল দিয়া তাহাদের তৃপ্তি সাধন করিল।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, রেসিডেন্সি রক্ষার জন্য সৈনিক-দল নিতান্ত অল্প ছিল। চিনহাটের যুদ্ধে এই অল্পসংখ্যক সৈনিকদিগের মধ্যেও একশত উনিশজন বিপক্ষদিগের অস্ত্রাঘাতে বা মার্তণ্ডের মারাত্মক তাপে দেহত্যাগ করে। এখন সিপাহিদিগের আক্রমণ করিবার কোনো উপায় রহিল না। সিপাহিদিগের সমক্ষে আত্মরক্ষা করাও দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। চিনহাটের যুদ্ধে জয়লাভ হওয়াতে উত্তেজিত সিপাহিরা দলে দলে গোমতীর তটে উপস্থিত হইতে লাগিল।

লৌহময় সেতুর পথে কামান স্থাপিত ছিল। প্রস্তরময় সেতুও কামান দ্বারা সুরক্ষিত করা হইয়াছিল। গোমতী পার হইবার এই দুইপথ ভীষণ আগ্নেয় অস্ত্রের বলে অবরুদ্ধ ছিল। কিন্তু সেতু ব্যতীত নদী পার হইবার অন্য উপায় রহিয়াছিল। সিপাহিরা এই উপায় অবলম্বন করিল। তাহারা নৌকা সংগ্রহপূর্বক নদী পার হইতে লাগিল। মধ্যাহ্নের পূর্বে ইংরেজদিগের আশ্রয়স্থল—ফৈজাবাদ, সীতাপুর, সুলতানপুর প্রভৃতি স্থানের উত্তেজিত সিপাহিগণ কর্তৃক অবরুদ্ধ হইল। লোকারণ্যের কোলাহল না থাকাতে কোনো কোনো লেখক লক্ষ্ণৌকে একটি প্রধান নীরব নগর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এখন কামানের গভীর গর্জনে, বন্দুকের কঠোর শব্দে, যুদ্ধের ভৈরবরবে এই নগরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল। সিপাহিদিগের সাহস পূর্ণমাত্রায় বিকাশ পাইল। তাহাদের আগমন-পথ কোনো অংশে অবরুদ্ধ রহিল না। তাহারা ওয়াজিদ আলীর চিরপ্রসিদ্ধ রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া, ইংরেজদিগের বাসস্থল রেসিডেন্সি ও মচ্ছিভবনের নিকটবর্তী গৃহসকল অধিকার করিল এবং ঐ সকল গৃহ হইতে এরূপ তীরবেগে গুলিবৃষ্টি আরম্ভ করিল যে, রাত্রিদিন কিছুতেই উহার বিরাম হইল না।

স্যার হেনরি লরেন্স এখন সাহায্যপ্রাপ্তির আশায় স্থানান্তরে আপনাদের দুরবস্থার সংবাদ পাঠাইলেন। বারানসীর কমিশনরের নিকট ব্রিগেডিয়ার হাবেলকের নামে একখানি পত্র প্রেরিত হইল। উক্ত পত্রে স্যার হেনরি এইভাবে আপনাদের দুর্দশার বর্ণনা করিলেন,—'আমরা অদ্য প্রাতঃকালে বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য আটমাইল দূরে গিয়াছিলাম। আমরা যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছি। এতদ্দেশীয় গোলন্দাজদিগের অসঙ্গত ব্যবহারে আমাদিগের পাঁচটি কামান বিপক্ষদিগের হস্তগত হইয়াছে। বিপক্ষগণ এই স্থান পর্যন্ত আমাদের অনুসরণ করিয়াছে। চারিঘণ্টা কাল হইল, তাহারা আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। সম্ভবতঃ অদ্য রাত্রিতেই আমরা চারিদিকে অবরুদ্ধ হইব।

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:17 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

বিপক্ষগণ সাতিশয় সাহসসম্পন্ন। আমাদের ইউরোপীয়দিগের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। গতকল্য আমাদের যে অবস্থা ছিল, আজ তাহার দশগুণ মন্দ দেখিতেছি।...আপনি যদি শীঘ্র অর্থাৎ পনর বা কুড়িদিনের মধ্যে উপস্থিত না হন, তাহা হইলে আমাদের আত্মরক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে।' স্যার হেন্‌রি লরেন্স যাহার আশঙ্কা করিয়াছিলেন কার্যতঃ তাহাই ঘটিল। জুলাই মাস আসিতে-না-আসিতে ইংরেজেরা চারিদিকে সিপাহিগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন। ৩০শে জুন চিনহাটে তাঁহাদের পরাজয় ঘটিয়াছিল। ১লা জুলাই তাঁহাদের অধিকৃত নগরের এরূপ দশান্তর ঘটিল যে, মচ্ছিভবন পরিত্যাগ পূর্বক রেসিডেন্সিতে সকলের সমবেত হওয়া আবশ্যক হইয়া উঠিল। একদিনের মধ্যেই লক্ষ্ণৌতে ইংরেজের প্রাধান্য অন্তর্হিত-প্রায় হইল।

মচ্ছিভবনে বিবিধ যুদ্ধোপকরণ ছিল। উহার রক্ষার জন্য ইউরোপীয় সৈনিকগণ ত্রিশটি কামান লইয়া অবস্থিতি করিতেছিল। গোলাগুলি প্রভৃতি অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া অসাধ্য হইয়াছিল। সুতরাং যুদ্ধোপকরণ নষ্ট করিবার প্রস্তাব হইল। অনেক কৌশলে এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইল। রেসিডেন্সি ও মচ্ছিভবনের মধ্যভাগে বিপক্ষ সিপাহিগণ রহিয়াছিল। রেসিডেন্সি হইতে মচ্ছিভবনে লোক পাঠাইলে সম্ভবতঃ ঐ লোক সিপাহিদিগের হাতে পড়িত এবং ইংরেজদিগের প্রস্তাব তাঁহাদের গোচর হইত। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারেরা মচ্ছিভবনস্থিত স্বদেশীয়দিগকে আপনাদের প্রস্তাব জানাইতে উদাসীন রহিলেন না। তাঁহারা রেসিডেন্সির ছাদের উপরে উঠিয়া, একরূপ সঙ্কেতের উদ্ভাবন করিলেন। এই সঙ্কেত অনুসারে মচ্ছিভবনের লোকে বুঝিতে পারিল যে, বারুদ প্রভৃতি উড়াইয়া দিয়া, তাঁহাদিগকে রাত্রিকালে বিপক্ষদিগের অজ্ঞাতসারে রেসিডেন্সিতে যাইতে হইবে। সঙ্কেত অনুসারে কার্য হইল রেসেডেন্সির ইংরেজেরা উদ্বেগ ও আশঙ্কার সহিত মচ্ছিভবনের দিকে উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরেই তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা, স্তম্ভের আকারে উপরে উঠিতেছে। পরমুহূর্তেই গভীর শব্দ তাঁহাদের শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইল। তৎসঙ্গে ধূমস্তূপে দৃশ্যমান আকাশ পরিব্যাপ্ত হইল। ইহা দেখিয়া, রেসিডেন্সির ইংরেজেরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের সঙ্কেত অনুসারে কার্য হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে বারুদ ও অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ এবং প্রচুর খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি ভস্মীভূত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে মচ্ছিভবনের ইংরেজেরা অক্ষতশরীরে রেসিডেন্সিতে সমাগত হইলেন। রেসিডেন্সির লোকে পুনঃ পুনঃ আনন্দধ্বনি করিয়া, ইহাঁদের হৃদয় উৎফুল্ল করিয়া তুলিল।

চিনহাটের যুদ্ধে ইংরেজ-সৈন্যের পরাজয়ের পর হইতে সিপাহিগণ প্রভূত বিক্রম ও সাহসের সহিত লক্ষ্ণৌ অবরোধ করে। সিপাহিরা চিনহাটে ইংরেজদিগকে পরাজিত করিয়াছে, যখন এই সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইল, তখন দুর্বৃত্ত লোকে অসংসাহসিক কার্যসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিল। এদিকে সিপাহিরা ইংরেজদিগের আবাসগৃহের দিকে গোলাবর্ষণে নিরস্ত থাকিল না। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ৩০শে জুন চিনহাটের যুদ্ধে তাহারা জয়লাভ করে। ১লা জুলাই হইতে ইংরেজেরা লক্ষ্ণৌতে অবরুদ্ধ এবং এবং সিপাহিদিগের আগ্নেয়-অস্ত্রের বিষয়ীভূত হন। একদিন অতীত হইতে-না-হইতে

Digitized by Google　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:17 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

তাহাদের নিক্ষিপ্ত গোলায়* এরূপ বিপদ ঘটে যে, উহাতে সমগ্র ইংরেজজাতি কাতর হইয়া পড়ে। ১লা জুলাই রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে মচ্ছিভবনের যুদ্ধোপকরণের ভাণ্ডার বিনষ্ট হয়। ২রা জুলাই প্রাতঃকালে স্যার হেন্‌রি লরেন্স সৈন্যসন্নিবেশ ও কামান স্থাপন প্রভৃতি বিষয়ের বন্দোবস্ত করেন। সূর্যের উত্তাপ যখন প্রখর হয়, তখন তিনি বহির্দেশ হইতে রেসিডেন্সিতে আসিয়া, আপনার বসিবার ঘরে একখানি কৌচে শয়ন করেন। আর একখানি কৌচে তাঁহার পার্শ্বে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শয়ানভাবে ছিলেন। স্যার হেন্‌রির একজন সহকারী একহাঁটু তাঁহার কৌচে রাখিয়া, তাঁহারই সম্মুখে দাঁড়াইয়া, একখানি সরকারী কাগজ পড়িতেছিলেন। এতদ্ব্যতীত একটি এতদ্দেশীয় ভৃত্যও ঐ ঘরে ছিল। এমন সময়ে একটা ভারিদ্রব্য ভাঙার শব্দের মতো আওয়াজ হইল। পরক্ষণে ধূম ও বালুকায় সমস্ত ঘর পরিপূর্ণ হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণের জন্য গৃহের কিছুই কাহারও পরিদৃষ্ট হইল না। প্রধান কমিশনরের সহকারী ঘরের মেজেতে পড়িয়া গেলেন। পরক্ষণেই তিনি উঠিয়া, চীৎকার করিয়া কহিলেন,—'স্যার হেনরি! তুমি কি আঘাত পাইয়াছ?' প্রথমে কোনো উত্তর শোনা গেল না। কিছুক্ষণ পরে প্রধান কমিশনর অতি ক্ষীণস্বরে কহিলেন,—'আমি মরিলাম।' যখন ধূমরাশি তিরোহিত হইল, তখন দেখা গেল যে, স্যার হেনরি লরেন্সের কৌচ তদীয় দেহনিঃসৃত শোণিতে রঞ্জিত হইয়াছে। সিপাহিরা চিনহাটে ইংরেজপক্ষের যে হাউইটজার নামক কামান অধিকার করিয়াছিল, সেই কামানের একটা গোলা স্যার হেনরি লরেন্সের গৃহে পড়িয়া ফাটিয়া যায় এবং উহার একখণ্ডে তাঁহার বাম উরুর উপরিভাগ আহত হয়।

অবিলম্বে ডাক্তার ফেরারকে আনা হইল। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, আঘাত সাংঘাতিক হইয়াছে। স্যার হেনরি লরেন্স যেরূপ রুগ্ন ও ক্ষীণ ছিলেন, তাহাতে উরুদেশ কাটিয়া ফেলিলে কোনো ফল হইত না। সুচিকিৎসকের চিকিৎসাকৌশলে যাহা হইতে পারে, স্যার হেনরির অন্তিম সময়ের যাতনা দূর করিবার জন্য তাহা হইল। আঘাত-প্রাপ্তিমাত্রেই স্যার হেনরি লরেন্স স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার মৃত্যুসময় নিকটবর্তী হইয়াছে। তাঁহার যার-পর-নাই যাতনা হইয়াছিল। রুধিরস্রাবে তাঁহার ক্ষীণ দেহ অধিকতর ক্ষীণ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি এই দুঃসহ যাতনাতেও ধীরতায় বিসর্জন দিলেন না। মেজর ব্যাঙ্কস তাঁহার স্থলে প্রধান কমিশনর হইলেন। কর্নেল ইংলিস প্রধান সেনাপতির কার্যভার গ্রহণ করিলেন। স্যার হেনরি লরেন্স মৃত্যুশয্যায় থাকিয়া, ইহাঁদিগকে যথাযোগ্য উপদেশ দিলেন। তিনি যে গৃহে ছিলেন, উহা বিপক্ষদিগের কামানের সম্মুখে থাকাতে তাঁহাকে অতিযত্নে এবং অতিধীরভাবে রেসিডেন্সির সীমার মধ্যে ডাক্তার ফেরারের বাসগৃহে লইয়া যাওয়া হইল। এইস্থানে তিনি সর্বদর্শী ভগবানে নির্ভর করিয়া, অন্তিম সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অন্তিমকালে তিনি এই অভিপ্রায়

* এই গোলার ইংরেজী নাম শেল্‌। উহার অন্তর্ভাগ ফাঁপা। উহাতে নানা দাহ্যপদার্থ থাকে। এই গোলা কামান হইতে নিক্ষিপ্ত হইলে ফাটিয়া যায় এবং উহার অন্তর্ভাগের দাহ্যপদার্থ চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। ঐই সকল পদার্থের আঘাতে গৃহাদি ভগ্ন এবং লোকের জীবন নষ্ট হয়।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:17 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহার সমাধিস্তম্ভে এইকথা যেন ক্ষোদিত হয়,—'এইখানে হেনরি লরেন্স রহিয়াছেন, যিনি আপনার কর্তব্য-সম্পাদনে চেষ্টা করিয়াছিলেন'। ইহার পর তিনি কহিলেন যে, তাঁহার সমাধিকালে যেন কোনোরূপ আড়ম্বর না হয়। এইরূপে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া, সকলের নিকটে প্রীতির সহিত, স্নেহের সহিত বিদায় লইয়া, ৪ঠা জুলাই প্রাতঃকালে স্যার হেনরি লরেন্স প্রশান্তভাবে দেহত্যাগ করিলেন।

এইরূপে লক্ষ্ণৌর বিপন্ন ইংরেজদিগের আশার অদ্বিতীয় অবলম্বন-স্বরূপ রক্ষক-শ্রেষ্ঠের দেহাত্যয় হয়! স্যার হেনরি লরেন্সের মৃত্যুসংবাদ কয়েকদিন গোপনে রাখা হইয়াছিল। স্যার হেনরি লরেন্স ক্রমে আরোগ্যলাভ করিতেছেন, এই সংবাদই রেসিডেন্সিতে প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত সংবাদ দীর্ঘকাল গোপনে রহিল না। অবিলম্বে এই শোচনীয় ঘটনার বিষয় রেসিডেন্সির লোকের পরিজ্ঞাত হইল। যে এই সংবাদ শুনিতে লাগিল, সেই আপনাকে নিঃসহায় ও নিরবলম্ব ভাবিয়া গভীর শোকে, দুঃসহ দুঃখে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। স্যার হেনরি লরেন্সের চরিত্র অপরের মানসপটে অঙ্কিত করিয়া দেওয়া দুঃসাধ্য। পৃথিবীতে যে সকল মহাপুরুষ মানবের মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন, স্যার হেনরি তাঁহাদের সহিত তুলনীয় হইতে পারেন। তাঁহার চরিত্রের যতই প্রশংসা করা যাউক না কেন, কিছুতেই সে প্রশংসা পর্যাপ্ত বোধ হয় না। স্যার হেনরি কর্তব্য-সম্পাদনের জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কর্তব্য-সম্পাদনেই আপনার অমূল্য জীবনের উৎসর্গ করিয়াছেন। এই কর্তব্য-সম্পাদনেই আপনার অমূল্য জীবনের উৎসর্গ করিয়াছেন। এই কর্তব্যপরায়ণ মহাপুরুষের যোগ্যতা সম্বন্ধে কেহই সন্দিহান হন নাই। কোম্পানির ডিরেক্টরেরা স্যার হেনরির মৃত্যুসংবাদ জানিতে না পারিয়া, ২২শে জুলাই এই প্রস্তাব ধার্য করিয়াছিলেন যে, লর্ড কানিঙের মৃত্যুতে বা পদত্যাগে গবর্নর জেনেরলের পদ শূন্য হইলে স্যার হেনরি লরেন্স সেইপদে নিয়োজিত হইবেন। স্যার হেনরি লরেন্স এইরূপে আপনার কর্মক্ষমতায় ও সদাশয়তায় ভারতের নিম্নতন অধিবাসী হইতে বিলাতের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বরণীয় হইয়াছিলেন। টড যেমন রাজপুতদিগের, মাকফার্সন যেমন খন্দদিগের আউট্রাম যেমন ভীলদিগের, স্যার হেনরি লরেন্স সেইরূপ শিখদিগের—এমন কি সমগ্র ভারতবাসীর ছিলেন। কি শোণিতময় যুদ্ধস্থলে, কি শান্তিময় কর্মক্ষেত্রে স্যার হেনরি সর্বত্র আপনার মহত্ত্ব দেখাইয়াছেন। দুর্দশাগ্রস্ত, পরাধীন জাতির প্রতি কিরূপে সমবেদনা দেখাইতে হয়, তাহা বোধহয়, স্যার হেনরির মতো কেহই জানিতেন না। এই চিরস্মরণীয় মহাপুরুষ আপনার সমাধিস্তম্ভে স্বয়ং যে কথার বিন্যাস করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, সেই কথা চিরকাল তাঁহার উদার প্রকৃতির পরিচয় দিবে। স্যার হেনরি কেবল কর্তব্য-সম্পাদন-চেষ্টাতে প্রাণ বিসর্জন করেন নাই, যথারীতি কর্তব্য সম্পাদন করিয়াও, অতীতদর্শী ঐতিহাসিকদিগের অপরিসীম শ্রদ্ধা ও প্রীতির অদ্বিতীয় পাত্র হইয়াছেন।

স্যার হেনরি লরেন্স দেহত্যাগ করিলেন। এদিকে উত্তেজিত সিপাহিগণ অধিকতর উৎসাহের সহিত গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। লক্ষ্ণৌ এখন সিপাহিগণের প্রধান কর্মস্থল হইয়াছিল। ইংরেজদিগের অদ্বিতীয় আশ্রয়ক্ষেত্র রেসিডেন্সি এখন সিপাহিদিগের মারাত্মক অস্ত্রের লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছিল। নগরের শান্তি তিরোহিত, শৃঙ্খলা বিনষ্ট

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

পারিপাট্য অন্তর্হিত হইয়াছিল। রাজপথে জনসমাগম ছিল না। লোকে সভয়চিত্তে রেসিডেন্সি হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছিল। ঘোড়াগুলি আরোহীশূন্য হইয়া ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতেছিল। হাতি ও উটগুলিকে উহাদের পরিচালকগণ তাড়াতাড়ি স্থানান্তরে লইয়া গিয়াছিল। নদীস্থিত নৌকাগুলি রেসিডেন্সি হইতে অপসারিত হইয়াছিল। এইরূপে রেসিডেন্সির নিকটবর্তী স্থানের লোকের দৈনন্দিন কর্ম প্রায় বন্ধ হইয়াছিল। দিনের-পর-দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। অবরোধকারী সিপাহিদিগের গোলাবৃষ্টি প্রতিদিন অধিকতর ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিতে লাগিল। বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই। গোলাবৃষ্টিতে রেসিডেন্সির লোকে উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। তাহাদের বাসস্থলে গোলযোগের একশেষ ঘটিল। কুলমহিলা ও বালক-বালিকারা প্রাণরক্ষার জন্য রেসিডেন্সিতে উপস্থিত হইয়াছিল। এ দিকে যে সকল ভৃত্য ইউরোপীয়দিগের পরিচর্যা করিত, তাহারা পলায়ন করিয়াছিল। যাঁহারা এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আসিয়া অপরের পরিচর্যায় পরিতোষিত হইতেন, গৃহকর্মে অপরের উপর নির্ভর করিয়া, সুখে ও শান্তিতে কালযাপন করিতেন, তাঁহারা এখন স্বহস্তে আপনাদের গৃহ পরিষ্কার করিতে লাগিলেন, কূপ হইতে আপনাদের জল তুলিয়া লইতে লাগিলেন, আপনাদের খাদ্য-দ্রব্য পাক করিতে লাগিলেন, এবং বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া লইতে লাগিলেন। এইরূপে জীবনধারণের জন্য যাহা যাহা আবশ্যক, তৎসমুদয়ই তাঁহারা নিজে করিতে লাগিলেন। রেসিডেন্সিতে লোক-সংখ্যা অনুসারে অবস্থিতি গৃহের-সংখ্যা-অধিক ছিল না। অনেকে একঘরে একত্র বাস করিতে লাগিল। অনেককে আস্তাবল আশ্রয় করিতে হইল। এ দিকে হাসপাতালের দৃশ্য সাতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিল। ইংরেজেরা এক সময়ে যে বিস্তৃত গৃহে আহার-পানে পরিতৃপ্ত হইতেন, তাহাই এখন হাসপাতাল হইল। উক্ত গৃহ সহসা আহতগণে পরিপূর্ণ হওয়াতে, উহা ইংরেজের সাতিশয় মর্মপীড়ার উদ্দীপক হইয়া উঠিল। কুল-মহিলারা সমুদয় কর্ম পরিত্যাগ পূর্বক আহতদিগের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ইঁহারা এই দুর্দশাগ্রস্ত জীবদিগকে সুশীতল পানীয় দিতে লাগিলেন, পাখার বাতাস দিয়া ইহাদের শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন। আহতস্থানে পটি বাঁধিয়া, যথানিয়মে ঔষধ দিয়া, শান্তিবিধানে যত্নবতী হইলেন এবং স্নেহশীল আত্মীয়ের ন্যায়, প্রীতিময় পরিজনের ন্যায় অপরিসীম স্থিরভাব দেখাইয়া, সন্তুষ্টিসাধনে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন*।

এ দিকে সিপাহিদিগের অসামান্য সাহস ও পরাক্রমের পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। ইংরেজদিগের আশ্রয়স্থল ভেদ করিবার জন্য যে কোনো স্থানে কামান স্থাপিত হইতে পারে, সেই স্থলেই উক্ত মারাত্মক অস্ত্র সন্নিবেশিত হইল। মসজিদের চূড়া, বাড়ির ছাদ ও প্রাচীর প্রভৃতির উন্নত স্থলে লক্ষ্যভেদ-কুশল বিপক্ষগণ অবস্থিতি করিতে লাগিল। যখনই শ্বেতকায়গণ তাহাদের দৃষ্টিপথবর্তী হইতে লাগিল, তখনই তাহারা ঐ সকলের অন্তরালে থাকিয়া, আপনাদের অভ্যস্ত কৌশলের পরিচয় দিতে লাগিল। সিপাহিদিগের কামান হইতে মারাত্মক গোলা নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। সূর্যোদয়ের পর তিনঘণ্টা কাল পর্যন্ত তাহারা অবিরত গোলা-গুলির বৃষ্টি করিত! মধ্যাহ্নকালে উহার প্রভাব কিয়দংশে শিথিল

* *Rees, Siege of Lucknow, p. 92.*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

হইত। অপরাহ্নকালে আবার উহার তীব্রতা বাড়িয়া উঠিত*।

এ দিকে ইংরেজেরা আত্মরক্ষার জন্য যথাশক্তি প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কর্মকুশল ও অধ্যবসায়সম্পন্ন মানবের চেষ্টায় এ সময়ে যাহা হইতে পারে, তাহার কিছুই অসম্পন্ন রহিল না। গুলি-বৃষ্টি-নিরোধের জন্য ইংরেজেরা বিপক্ষের সম্মুখে প্রাচীর দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রাচীর প্রস্তুত করিবার উপকরণ না থাকিলেও, তাঁহাদের উদ্যম ভঙ্গ হইল না। মেহগনি কাঠের টেবিল ও অন্যান্য আসবাব, বাক্স সিন্দুক, বগী, গোযান, অফিসের রাশিকৃত কাগজপত্র, অধিক কি কাপ্তেন হে সাহেবের পুস্তকালয়স্থিত বহুমূল্য হস্তলিখিত ও মুদ্রিত পুস্তক এখন অবরুদ্ধদিগের আত্মরক্ষার জন্য প্রাচীর প্রস্তুত করিবার উপকরণ হইল। এক সময়ে তাঁহারা যে সকল দ্রব্যে আমোদিত হইতেন, যে সকল দ্রব্যে আবশ্যক কর্ম সম্পাদন করিতেন, যে সকল দ্রব্যে পরিতৃপ্ত থাকিতেন, এখন সেই সকল দ্রব্য বিপক্ষদিগের সম্মুখে স্থাপিত হইল।

অন্যান্য স্থানে বিপন্ন ইংরেজদিগের মধ্যে যেরূপ উদ্যমের নিদর্শন পরিস্ফুট হইয়াছিল, লক্ষ্ণৌর রেসিডেন্সিতেও তাহা পূর্ণমাত্রায় পরিদৃষ্ট হইল। দেওয়ানি-বিভাগের কর্মচারিরা সৈনিক-বিভাগের কর্মচারীর ন্যায় বিপক্ষের আক্রমণ-নিরোধে, অস্ত্রপ্রয়োগে, আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বনে উৎসাহ ও একাগ্রতার একশেষ দেখাইতে লাগিলেন। দিন অতিবাহিত, রাত্রি সমাগত হইতে লাগিল, ইহাঁদের সৈনিকব্রতের উদ্‌যাপন হইল না। ইহাঁরা দিন-রাত্রি আপনাদের অবলম্বিত কর্ম সম্পাদনের জন্য বিপত্তিময় কার্যক্ষেত্রে সমান উদ্যম, সমান উৎসাহ ও সমান একাগ্রতা দেখাইতে লাগিলেন। বিপক্ষেরা তাঁহাদের সম্মুখে যেরূপ ক্ষমতার পরিচয় দিতে লাগিল, দুরন্ত রোগও তাঁহাদের মধ্যে সেইরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। ওলাউঠা, জ্বর, অতিসার, বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাবে তাঁহারা একান্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের একান্ত অভাব হইল। অনেক সময় তাঁহাদিগকে আপনাদের প্রতিপালিত এবং আপনাদের শকট-সংযোজিত বৃষগুলির মাংসে উদরাগ্নির নির্বাপণ করিতে হইল। প্রখর উত্তাপে গতাসু অশ্বের দেহনিঃসৃত পূতিগন্ধে, দৌরাত্ম্যকর মশা-মাছিতে তাঁহারা নিরতিশয় আকুল হইয়া পড়িলেন। অবরোধকারিগণ তাঁহাদের উপর প্রতিদিন গোলা-গুলি-বৃষ্টি করিতে লাগিল; তাঁহারাও নিত্যদৃষ্ট ও নিত্যসঙ্ঘটিত বিষয় মনে করিয়া, প্রতিদিন উহাতে ভয়শূন্য হইয়া উঠিতে লাগিলেন এবং প্রতিদিন ঐ ভয়ঙ্কর অগ্নিবৃষ্টিতেও উপেক্ষা করিয়া, স্থিরভাবে আপনাদের কর্মে ব্যাপৃত রহিলেন। গোলা সকল তাঁহাদের পদদেশের সম্মুখে পড়িতে লাগিল, তাঁহারা ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন। গুলি সকল তাঁহাদের কেশাগ্রের উপর দিয়া যাইতে লাগিল, ঐ বিষয়ে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি রহিল না। আসন্ন মৃত্যু হইতে মুক্তিলাভ এরূপ সাধারণ ঘটনার মধ্যে পরিগণিত হইল যে, উহাতে মহিলাগণ ও বালক-বালিকাদিগেরও মনোযোগ রহিল না। জুলাই এবং আগস্ট মাসে জন্ম ও মৃত্যু, উভয়ই সমভাবে অবরুদ্ধদিগের মর্মপীড়ার কারণ হইয়া উঠিল। এই সময়ে অনেক শিশু-সন্তানের মৃত্যু হইল। অনেকে জন্মগ্রহণ

* *Lucknow and its Memorials &c. p. 2.*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

করিল*। কিন্তু বিপক্ষগণ নিরন্তর ভয়াবহ কর্মসাধনে ব্যাপৃত থাকাতে প্রসূতির ও সদ্যঃপ্রসূত সন্তানের পরিচর্যার একান্ত ব্যাঘাত ঘটিল। কাহারও স্বামী নিহত হইয়াছিল। নবপ্রসূত সন্তানের জীবনরক্ষার জন্য দুগ্ধের সংস্থান ছিল না। প্রসূতি কাতরভাবে অপরের নিকট দুগ্ধ ভিক্ষা করিতে লাগিল**। কোনো সময়ে অবরুদ্ধদিগের শান্তি ছিল না। তাঁহারা প্রশান্তভাবে ঈশ্বরের আরাধনাতেও অভিনিবিষ্ট হইতে পারিতেন না। এ সময়েও তাঁহাদের গৃহদ্বারে গোলা পড়িয়া ফাটিয়া যাইত, উহার ভয়ঙ্কর শব্দে তাঁহাদের প্রশান্তভাব তিরোহিত হইত***। একদিন গোলার আঘাতে রেসিডেন্সির ছাদের কিয়দংশ ভাঙিয়া পড়াতে ছয়জন সৈনিক চাপা পড়িল। ইহাদের মধ্যে কেবল দুইজনকে জীবিত অবস্থায় বাহির করা হইল****। খাদ্য ও পানীয় এরূপ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছিল যে মূল্যের দিকে কাহারও দৃক্‌পাত ছিল না। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সের দ্রব্যাদি বিক্রয়কালে একডজন ব্রাণ্ডি দুইশত টাকায় এবং চারিখানি ছোট পিষ্টক পঁচিশ টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল*****। এক একটি ডিম আটআনা বা একটাকার কমে পাওয়া যাইত না। কাপড় পরিষ্কার করিবার কোনো সুবিধা ছিল না। ধোপা বারখানি মাত্র কাপড় কাচিতে দশ টাকা চাহিত******।

এইরূপে সকল দিকেই অবরুদ্ধদিগের যাতনার একশেষ ঘটিল। বিপক্ষেরা গোলাগুলি-বৃষ্টি ব্যতীত ইহাদের বসতিস্থলের বিধ্বংসের জন্য কুল্যা খনন করিতে লাগিল। ইহাঁরা আত্মরক্ষার জন্য প্রতিকুল্যা খনন করিতে লাগিলেন। এইরূপে জুনের পর জুলাই, জুলাইর পর আগস্ট মাস অতিবাহিত হইল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্রে বা দুরন্ত রোগে প্রায় প্রতিদিনই ইংরেজদিগের লোকক্ষয় হইতে লাগিল। তাঁহাদের প্রধান ইঞ্জিনিয়র নিহত হইলেন। প্রধান কমিশনরের পতন হইল। তাঁহাদের প্রধান গোলন্দাজ—সিক্রোরার প্রসিদ্ধ অধিনায়ক আহত হইয়া পড়িয়া রহিলেন। এ সময়ে পুরুষমাত্রেই সৈনিকব্রত অবলম্বন করিয়াছিল। তথাপি তাহাদের বলবৃদ্ধি হয় নাই। রেসিডেন্সি রক্ষার জন্য ১,৬৯২ জন নিয়োজিত ছিল। ইহার মধ্যে ৯২৭ জন ইউরোপীয় এবং ৭৬৫ জন ভারতবর্ষীয়। অবরোধের-কালে ৩৫০ জন ইউরোপীয় এবং ১৩৩ জন ভারতবর্ষীয় হত ও আহত হয়*******। এতদ্ব্যতীত রোগে বহুসংখ্যক বালক-বালিকা দেহত্যাগ করে********। ২৩০ জন ভারতবর্ষীয় পলাইয়া যায়। বহুসংখ্যক বিপক্ষের আক্রমণে বাধা দিতে এই অল্পসংখ্যক লোকের সামর্থ্য রহিল না। ইহারা আশান্বিত

* *Mrs. Casa, Day by day at Lucknow. pp. 144, 171.*

** *Ibid. p. 152.*

*** *Ibid, p. 133.*

**** *A Lady's Diary of the Siege of Lucknow, p. 99.*

***** *Mrs. Casa. Day by day etc. p 172.*

****** *Ibid, p. 187.*

******* *Lucknow and its Memorials of the Mutiny. p. 3.*

******** *Lieut. Innes, Rough Narrative of the Siege of Lucknow, p. 13.*

Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

হৃদয়ে স্থানান্তর হইতে সাহায্য প্রাপ্তির প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমার্ধ অতীত হইল। কিন্তু সাহায্যকারী সৈনিকদিগের সমাগম হইল না। এই সময়ে অঙ্গদ নামক একজন বিশ্বস্ত সিপাহী ইহাদের চরের কর্মে নিয়োজিত ছিল। অঙ্গদ দীর্ঘকাল সৈনিক-বিভাগে কর্ম করিয়া, ব্রিটিশ কোম্পানির নিকটে পেন্সন পাইতেছিল। বিশ্বস্ত অঙ্গদ এখন অতিগোপনে স্থানান্তর হইতে সংবাদ আনিয়া দিতে লাগিল। উপস্থিত সময়ে অপরে বুঝিতে না পারে, এই জন্য গ্রীক প্রভৃতি ভাষায় পত্রাদি লিখিত হইত। কিন্তু সকলের মধ্যে এই প্রাচীন ভাষার আলোচনা ছিল না। এজন্য ইংরেজেরা অতি ক্ষুদ্র কাগজে অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে স্বদেশীয় ভাষায় পত্র লিখিতেন। চরেরা এই পত্র অতিগোপনে নির্দিষ্ট স্থলে লইয়া যাইত। কোনো কোনো সময়ে হাঁসের পেনের ভিতরে এই পত্র পুরিয়া দেওয়া হইত। পত্রবাহক উহা কানে গুঁজিয়া বা অন্য কোন স্থানে গোপন করিয়া, লইয়া যাইত। লক্ষ্ণৌর অবরুদ্ধ ইংরেজেরা বিশ্বস্ত চর অঙ্গদের নিকটে অবগত হইলেন যে, সেনানায়ক হাবেলক কানপুর হইতে লক্ষ্ণৌর উদ্ধারার্থে যাত্রা করিয়াছেন। এই সংবাদে লক্ষ্ণৌর ইংরেজেরা উৎফুল্ল হইলেন, উৎফুল্লভাবে—আশ্বস্তহৃদয়ে প্রতিদিন হাবেলকের আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে তাঁহাদের আশা বলবতী হইল। প্রায় তিনমাসের পর, তাঁহারা দূর হইতে সাহায্যকারী সৈনিকদিগের সমাগম-চিহ্ন দেখিতে পাইলেন। এই সময়ে সমগ্র নগর বায়ুসন্তাড়িত সাগরের ন্যায় সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। লোকে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতে লাগিল। অনেকে আপনাদের বাঞ্ছনীয় দ্রব্য লইয়া, পলায়নের উদ্‌যোগ করিল। অবরোধকারী সিপাহিরা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর তীব্রভাবে গুলিবৃষ্টি আরম্ভ করিল। এদিকে হাবেলকের সৈন্য নগরের পথে পথে বিপক্ষদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া, রেসিডেন্সির সম্মুখে উপস্থিত হইল*। ইহাদের বন্দুকের শব্দে, ইহাদের উৎসাহব্যঞ্জক আনন্দধ্বনিতে অবরুদ্ধ ইংরেজেরা উৎফুল্লভাবে রেসিডেন্সির চারিদিক হইতে বহির্গত হইতে লাগিলেন। বিপক্ষেরা তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিবে, তৎপ্রতি দৃক্‌পাত নাই। বিপক্ষদিগের অস্ত্রাঘাতে প্রাণান্ত ঘটিবে তদ্বিষয়ে চিন্তা নাই। তাঁহারা কামানের পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে, ভগ্ন গৃহের অন্তরাল হইতে, প্রাচীরের অন্তর্ভাগ হইতে বহির্গত হইতে লাগিলেন। মহিলারা রেসিডেন্সির সঙ্কীর্ণ কুঠরী, তয়খানা এবং আত্মগোপনের অন্যান্য স্থল হইতে বাহিরে আসিলেন। আহতগণ হাঁসপাতাল হইতে হামাগুড়ি দিয়া বাহির হইল। উত্থানশক্তি-রহিত পীড়িতগণ আপনাদের শয্যায় উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল। সমগ্র রেসিডেন্সি যেন অপূর্ব যাদুমন্ত্রবলে আপনার সমগ্র অংশ হইতে সজীব মূর্তি বাহির করিতে লাগিল। হাবেলক এবং আউট্রাম ২৫শে সেপ্টেম্বর আপনার সৈনিক-দল লইয়া অবরুদ্ধদিগের সম্মুখে সমাগত হইলেন।

* ২৫শে সেপ্টেম্বর মধ্যাহ্নকালে সাহায্যকারী সৈনিকদিগের আগমনের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। বেলা অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় এই সৈনিকেরা রেসিডেন্সির পুরোবর্তী পথ দিয়া উপস্থিত হয়। সেনানায়ক নীল এইপথে নিহত হন। এখন এই পথের নাম নীল রোড হইয়াছে।—*Lucknow and its Memorials of the Mutiny*, p. 3.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

হাইলাণ্ডার সৈনিকগণ সবেগে মহিলাদিগের সমক্ষে উপনীত হইয়া, করমর্দনপূর্বক তাঁহাদের পরমস্নেহের ধনগুলিকে ক্রোড়দেশ হইতে ছিনাইয়া লইল, এবং উহাদিগকে আপনাদের বাহুদেশে রাখিয়া, প্রগাঢ় প্রীতিভরে মুখ চুম্বন করিতে লাগিল। এইরূপে শিশুগুলি এক সৈনিকের বাহুদেশ হইতে আর-এক সৈনিকের বাহুদেশে যাইতে লাগিল*। অবরুদ্ধগণ উৎফুল্লভাবে করমর্দন পূর্বক সমাগত অধিনায়কদিগের সম্বর্ধনা করিল এবং সর্বলোকপালক ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া, এই ঘোর বিপত্তিকালে আপনাদের সাহায্যকারিদিগের উপর নির্ভর করিয়া রহিল।

* *Marshman, Memoirs of Sir Henry Havelock, p. 414.*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

দিল্লী

দিল্লীতে ইংরেজ-পক্ষের সৈন্যের সমাগম—নগর আক্রমণের বন্দোবস্ত—সেনাপতির ঘোষণাপত্র—নগর আক্রমণ—সিপাহিদিগের পরাক্রম—ইংরেজ-সৈন্যের উচ্ছৃঙ্খলভাব—রাজপ্রাসাদ অধিকার—মোগল ভূপতির স্থানান্তরে প্রস্থান—তাঁহার অবরোধ—শাহাজাদাদিগের নিধন—কাপ্তেন হড্‌সনের কার্যের সমালোচনা—দিল্লীর অধিবাসিদিগের ফাঁশি—নিকল্‌সনের দেহত্যাগ।

সেনাপতি হাবেলক যে দিন স্যার্ জেম্‌স্ আউট্রামের সহিত লক্ষ্ণৌর অবরুদ্ধ স্বদেশীয়দিগের উদ্ধারার্থে সমাগত হন, তাহার কয়েক দিন পূর্বে সেনাপতি উইল্‌সন্-কর্তৃক মোগলের চিরপ্রসিদ্ধ রাজধানী অধিকৃত হয়। আগস্ট মাসের শেষ পর্যন্ত ইংরেজ-সৈন্য দিল্লী অধিকার করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অধিক ছিল না। যুদ্ধোপকরণেও তাহাদের বল বৃদ্ধি হয় নাই। তাহারা দিল্লী অবরোধ করিতে গিয়া, আপনারাই বিপক্ষগণ-কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছিল। শেষে তাহাদের সংখ্যা বর্ধিত হয়। যুদ্ধোপকরণেও তাহারা অধিকতর বলসম্পন্ন হইয়া উঠে। পঞ্জাবের প্রধান কমিশনর তাহাদের সাহায্যার্থে সৈন্য ও কামান ইত্যাদি পাঠাইয়া দেন। প্রসিদ্ধ যুদ্ধবীর নিকল্‌সন্ তাহাদের উদ্ধারার্থে আত্মজীবনের উৎসর্গ করিবার জন্যই যেন দিল্লীতে উপস্থিত হন। সাহসী সেনানায়ক নির্বিল চেম্বার্‌লেন্ যদিও আহত হইয়াছিলেন, তথাপি এখন সংকল্পিত কার্যসাধনের জন্য পূর্বের ন্যায় উৎসাহযুক্ত এবং পূর্বের ন্যায় শ্রমপরায়ণ হন। ৬ই সেপ্টেম্বর মীরাট হইতে একদল সৈন্য আগমন করে। রাজা গোলাপ সিংহ জম্মু হইতে যে সৈন্য পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহা তদীয় তনয় কর্তৃক প্রেরিত হয়। মীরাটের সৈনিক-দলের উপস্থিতির দুইদিন পরে ঐ সাহায্যকারী সৈনিকগণ ইংরেজের শিবিরে পদার্পণ করেন। এইরূপে সহায়সম্পন্ন হইয়া, সেনাপতি দিল্লী অধিকার করিবার জন্য যাবতীয় বিষয়ের আয়োজন করেন। সৈন্য, গোলা-গুলি, বন্দুক, কামান প্রভৃতির যাহা-কিছু এ সময়ে স্থানান্তর হইতে প্রেরিত হইতে পারে, সমুদয়ই ইংরেজের শিবিরে পেঁ ছে। সেপ্টেম্বর মাসের প্রারম্ভে এইরূপে যাবতীয় বাঞ্ছনীয় বিষয়ের সমাগম হয়। সেপ্টেম্বর মাসের প্রারম্ভেই ইংরেজ-সৈন্য প্রকৃতরূপে মোগলের রাজধানী অবরোধ করে।

প্রধান ইঞ্জিনিয়ার বেয়ার্ড্ স্মিথ নগর আক্রমণের সমুদয় ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; প্রধান সেনাপতি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, সৈনিকদিগের প্রতি আদেশ-পত্র প্রচার করিলেন। এই পত্রে তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, এখন সৈনিকদিগের যথোচিত সাহস, কর্মক্ষমতা ও বীরত্বপ্রকাশের সহিত ধীরতা-প্রদর্শনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। সৈনিকেরা যেন আপনাদের এই সকল অভ্যস্ত গুণ হইতে বিচ্যুত না হয়। তাহারা যেন

Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

সর্বদা ইঞ্জিনিয়ারদিগের সাহায্য করে; পরিখা খননই হউক, কামান সন্নিবেশেই হউক, প্রাচীর নির্মাণেই হউক, কোনো বিষয়েই যেন কোনোরূপ উদাসীন্য জন্মে। গোলন্দাজেরা ইতিঃপূর্বে সবিশেষ পরিশ্রম ও কৌশলের সহিত আপনাদের কর্তব্য-সম্পাদন করিয়াছে। এখনও যেন পূর্বাপেক্ষা অধিততর শ্রমসাধ্য এবং পূর্বাপেক্ষা অধিকতর কৌশলময় কর্ম সম্পাদনে প্রস্তুত গাকে। ইহার পর তিনি সৈনিকদিগকে এইভাবে সন্নধান করিয়া দিলেন যে, তাহারা যেন কোনো সময়ে উত্তেজনায় অধীর না হয়। বিপক্ষগণ সাতিশয় নির্দয় ভাবে নরহত্যা প্রভৃতি করিয়াছে বটে, কিন্তু ইহা মনে করিয়া, তাহারা যেন অসহায় নারী ও বালক-বালিকার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার না করে এবং কোনরূপে যেন তাহাদের জীবননাশে উদ্যত না হয়।

অতঃপর ইংরেজ আপনাদের অভ্যস্ত কর্মপটুতার পরিচয় দিতে উদ্যত হইলেন। সময়ের পরিবর্তনে সামরিক প্রণালীর পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। বিজ্ঞান এ বিষয়ের উন্নতিসাধনের প্রধান সহায় হইয়াছিল। যাঁহারা সভ্য ও পণ্ডিত বলিয়া জগতে আদর লাভ করিয়াছেন, বিজ্ঞান আজ্ঞাবাহক পরিচারকের ন্যায় নানা বিষয়ে তাঁহাদের অভীষ্ট-কর্মসাধনে সাহায্য করিতেছে। জগতের যাবতীয় উন্নতিসাধক কর্মের ন্যায় সভ্য মানব আপনাদের স্বশ্রেণীর সংহারেও বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। উপস্থিত সংকটকালে ইংরেজ, বিপক্ষের বলক্ষয়ের জন্য বৈজ্ঞানিক কৌশলের সহিত কার্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের দলে ৬,৫০০ জন সৈনিক ছিল। ইহার মধ্যে তাঁহাদের স্বজাতির সংখ্যা ১,২০০। এই সৈনিক-দল প্রায় ৩০,০০০ হাজার বিপক্ষের ক্ষমতানাশে উদ্যত হইল*।

পূর্বে দিল্লীর যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে উহার অবস্থিতিস্থল, উহার প্রাচীর, উহার ভিন্ন ভিন্ন তোরণের বিষয় বিবৃত হইয়াছে**। ইংরেজ ভিন্ন ভিন্ন তোরণের দিকে কামানস্থাপনে উদ্যত হইলেন। কাশ্মীর এবং মোরী দরওয়াজা তাঁহাদের লক্ষ্য হইল। ৭ই সেপ্টেম্বর রাত্রিকালে কামান সন্নিবেশিত হইবে বলিয়া স্থির হইল। ঐ দিন সেনাপতি উইলসন্ সৈনিকদিগের মধ্যে উদ্দীপনাময়ী ভাষায় পূর্বোক্ত আদেশপত্র প্রচার করিলেন ঐ দিন সায়ংকালে ইঞ্জিনিয়ারেরা নির্দিষ্ট কর্মসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন***। রাত্রিকালে কামানস্থাপনের সরঞ্জাম উটে বোঝাই করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। গোরুর গাড়িতে গোলা বারুদ ইত্যাদি প্রেরিত হইল। পশ্চাতে বৃহৎ কামান সমূহের এক-একটি চল্লিশটি বলদে পরিচালিত হইতে লাগিল। কামানের গাড়ির শব্দে, চালকদিগের কোলাহলে অতিশয় গোলযোগ ঘটিল। বিপক্ষেরা এই গোলযোগেও আক্রমণকারিদিগের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল না। তাহাদের কামার সকল নীরবে রহিল। তাহাদের বন্দুক নিশ্চেষ্টভাবে থাকিল। তাহাদের পরিচালকগণ যেন কিছুই হয় নাই ভাবিয়া, সর্বপ্রকার ঔদাস্যের পরিচয় দিল। বিপক্ষের এইরূপ নিশ্চেষ্টভাব দেখিয়া, ইংরেজেরা উৎসাহযুক্তহৃদয়ে চারিস্থানে কামান স্থাপন করিলেন। এই সকল

* *Major-General Handcock, Siege of Delhi in, 1857 p.20.*

** উপস্থিত গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ দ্রষ্টব্য।

*** *Handcock, Siege of Delhi, p. 18.*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

কামান হইতে নগরের দিকে গোলাবৃষ্টির আরম্ভ হইল। ১৩ই সেপ্টেম্বরের অপরাহ্ণ পর্যন্ত এরূপ তীব্রবেগে গোলাবৃষ্টি হইল যে, উহাতে প্রাচীরের দুইস্থান ভগ্ন হইয়া গেল। অতঃপর ঐ ভগ্ন স্থান দিয়া, সৈনিক-দলের অভিযানের প্রস্তাব হইল। প্রস্তাবানুসারে কার্য করিতে বিলম্ব ঘটিল না। সৈনিকগণ পাঁচদলে বিভক্ত হইল। চারিদলের চারিজন অধিনায়ক আপনাদের সৈন্য লইয়া, ভিন্ন ভিন্ন দিকে যাত্রা করিলেন। সর্বশেষে অর্থাৎ পঞ্চমদল প্রথম দলের সাহায্যার্থে রহিল।

বিপক্ষেরা সংখ্যায় অধিক ছিল। অস্ত্রাদিতেও তাহারা শক্তিসম্পন্ন ছিল। তাহাদের অধিনায়ক বখৎ খাঁও সামরিক কৌশলে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ছিল না। বৈজ্ঞানিক কৌশলে তাহাদের বলবৃদ্ধি হয় নাই। ইংরেজসৈন্য অপেক্ষা নানা বিষয়ে হীনবল হইলেও, সিপাহিরা যুদ্ধস্থলে আপনাদের যথোচিত সাহস ও বীরত্ব দেখাইয়াছিল। তাহারা আপনাদের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন স্থানের উত্তেজিত সিপাহিদলকে আহ্বান করিয়াছিল। আমন্ত্রণপত্রে তাহাদের কবিত্বের নিদর্শনও পরিব্যক্ত হইয়াছিল। ভাবুক কবির ন্যায় তাহারা বিভিন্ন স্থানের সিপাহিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল যে, বসন্ত ব্যতিরেকে যেমন গোলাপ বিকশিত হয় না, দুগ্ধ ব্যতিরেকে যেমন শিশুর উৎফুল্লভাব থাকে না, তোমাদের সমাগম ব্যতিরেকে আমাদের হৃদয়ও সেইরূপ উৎফুল্ল হইতেছে না। এইরূপ কবিত্বময়ী গাথা রচনা করিয়া, তাহারা স্থানান্তরের ভিন্ন ভিন্ন দলকে মোগলের প্রসিদ্ধ রাজধানীতে আসিতে অনুরোধ করিয়াছিল। তাহাদের চেষ্টায় মহিমান্বিত মোগলের সমক্ষে বিশাল সৈন্যসাগরের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। এই সৈনিকেরা আপনাদের শিক্ষাদাতা ইংরেজের সমক্ষে শিক্ষার সবিশেষ পরিচয় দিতে ত্রুটি করে নাই। ইংরেজ ইহাদের সাহস, ইহাদের রণকৌশল, ইহাদের বীরত্ব দেখিয়া পুলকিত হন এবং ইহাদের পরাজয়েও প্রশংসা করিয়া, বীরপুরুষোচিত উদার প্রকৃতির পরিচয় দেন**।

১৪ই সেপ্টেম্বর রাত্রি তিনটার সময়ে ইংরেজের ভিন্ন ভিন্ন সৈনিক-দল প্রস্তুত হইল। উষাকালে ইহারা নগরের ভিন্ন ভিন্ন তোরণের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, ব্রিটিশ সৈনিক-পুরুষের পার্শ্বে তেজস্বী শিখ, সাহসী সিপাহী, দৃঢ়কায় গুর্খা আপনাদের সমরকৌশলের পরিচয় দিবার জন্য স্থান পরিগ্রহ করিয়াছিল। যাহারা এক সময়ে চিনিয়াবালার চিরপ্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, তাহারাও এখন ইংরেজের রাজ্যশাসনগুণে সেই শত্রুতা বিস্মৃত হইয়া, ইংরেজের জন্যই আত্মজীবনের উৎসর্গ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল***। ইংরেজ এইরূপে স্বদেশের ন্যায়

---

* *Martin, Indian Empire. Vol. 11. p. 216.*

** *Kaye, Sepoy War. Vol, III, p. 610,*

*** *Twelve Years of a Soldier's Life in India. p. 289.* খাঁ সিংহ নামক একজন শিখ-সর্দার চিনিরাবালায় ইংরেজের বিপক্ষে যুদ্ধ করেন।—*Kaye, Sepoy Wor. Vol. III, p. 6]0.*

বিদেশের বীরপুরুষগণে বলসম্পন্ন হইয়া, পরাক্রান্ত বিপক্ষের সম্মুখীন হইলেন* ।

সেনানায়ক নিকল্সনের আদেশে প্রথম ও দ্বিতীয় দল নগরের অভিমুখে অগ্রসর হইল। সিপাহিরা এমন তীব্রবেগে গোলাবৃষ্টির আরম্ভ করিল, এমন পরাক্রমের সহিত ইট ও পাথর নিক্ষেপ করিতে লাগিল, যে ইংরেজ-সৈন্য পরিখার নিচে মই রাখিয়া প্রাচীরের ভগ্নস্থানে উঠিতে প্রথমে সমর্থ হইল না, শেষে তাহাদের প্রয়াস সফল হইল। দুই-তিনখানি মই ফেলিয়া সাহসিক সৈনিকদিগের কেহ কেহ প্রাচীরে উঠিতে লাগিল। সিপাহিদিগের গুলিতে ইহাদের একজনের পতন হইলেও অপরে নিরস্ত হইল না। ইহারা কাশ্মীর তোরণের নিকটবর্তী এই ভগ্ন স্থান অধিকারপূর্বক মেইনগার্ডে উপস্থিত হইল। দ্বিতীয়-দল এই সময়ে কাবুল দরওয়াজার দিকে অগ্রসর হইয়া বিপক্ষদিগের পরাক্রম খর্ব করিয়া ফেলিল। এইস্থানে ইংরেজ-সৈন্য যার-পর-নাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। সিপাহিরা এরূপ পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল যে তাহাদের নিক্ষিপ্ত গুলির-পর-গুলির আঘাতে ইংরেজপক্ষের সৈনিকদিগের অনেকে দেহত্যাগ করিয়াছিল। তথাপি শেষে ইংরেজ-সৈন্য অভীষ্ট স্থান অধিকার করে।

* দিল্লির যুদ্ধে যে সকল শিখ সৈনিক দেহত্যাগ করে, তাহাদের মধ্যে সুবাদার রতন সিংহ সবিশেষ প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছেন। রতন সিংহ পাতিয়ালাবাসী শিখ। স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে ইনি গবর্নমেণ্টের সৈনিক-দল হইতে অবসর লইয়াছিলেন। যখন পঞ্জাবের প্রথম পদাতিক-দল দিল্লীর নিকটবর্তী হয়, তখন উক্ত দলের অধিনায়ক দেখিলেন যে রতন সিংহ দুইখানি তরবারি হস্তে লইয়া, পথের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। রতন সিংহ সৈনিক-দলের সঙ্গে যাইতে চাহিলেন! অধিনায়ক প্রথমে সম্মত হইলেন না। রতন সিংহ কহিলেন,—'কি ! আমার পুরাতন-দল আমাকে ফেলিয়া দিল্লীতে যুদ্ধ করিতে যাইবে? আশা করি, আপনি আমার পুরাতন শিখদিগের পরিচালনার জন্য আমাকে পুনর্বার যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে দিবেন। আমি আপনাদের জন্য এই দুইখানি তরবারি ভাঙিব।' অধিনায়ক বৃদ্ধ শিখের এইরূপ তেজস্বিতা ও প্রভুভক্তি দেখিয়া, তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। এই বৃদ্ধ সুবাদার যুদ্ধে যার-পর-নাই সাহস দেখাইয়াছিলেন। ১লা ও ২রা আগস্ট যখন সিপাহিরা অবিশ্রান্তভাবে গুলিবৃষ্টি করিতে থাকে, সুবাদারের দলের ইংরেজ অধিনায়ক যখন দেহত্যাগ করেন, তখন বৃদ্ধ সুবাদার সেই গুলিবৃষ্টির মধ্যে এক লম্ফে প্রাচীরে উঠিয়া বিপক্ষদিগকে কহিয়াছিলেন ঃ—'যদি কেহ যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করে, সে কাপুরুষের ন্যায় একস্থানে দাঁড়াইয়া গুলিবৃষ্টি না করিয়া, এইখানে উপস্থিত হউক। আমি পাতিয়ালার রতন সিংহ।' ইহা কহিয়া তিনি প্রাচীর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া, আপনার দলের লোকের সহিত বিপক্ষদিগের মধ্যে গিয়াছিলেন। বিপক্ষগণ তৎকর্তৃক তাড়িত হইয়াছিল।

যেদিন প্রাতঃকালে দিল্লী আক্রান্ত হয়, সেইদিনেও বৃদ্ধ সুবাদার একদল আক্রমণকারী সৈনিকের পুরোভাগে ছিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি সাংঘাতিক আঘাতপ্রাপ্ত হন। তাঁহার দলের জমাদার দয়াল সিংহ তাঁহার পার্শ্বে দেহত্যাগ করেন।—*Lord Roberts, Forty one years in India, Vol. I. 254, note.*

Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

কাবুল দরওয়াজা অধিকৃত হইলে, নিকলসন লাহোর দরওয়াজার দিকে অগ্রসর হন। এই দরওয়াজার পথের উভয় পার্শ্ববর্তী বাড়িতে সিপাহিগণ অবস্থিতি করিতেছিল। উক্ত পথে যাইবার সময়ে সাহসী যুদ্ধবীরগণের অনেকেই দেহত্যাগ করিল। সেনানায়ক নিকলসনও সাঙ্ঘাতিকরূপে আহত হইলেন। তাঁহাকে সৈনিক-নিবাসের চিকিৎসালয়ে লইয়া যাওয়া হইল।

এদিকে তৃতীয়-দল বারুদে কাশ্মীর দরওয়াজা উড়াইয়া দিবার আয়োজন করিল। হোম, স্মিথ, কারমাইকেল, হাবিলদার মধু প্রভৃতি সাহসী সৈনিকেরা বারুদের বস্তা দরওয়াজার নিচে রাখিল। এই কার্যে কারমাইকেল নিহত এবং হাবিলদার মধু আহত হইল। অতঃপর সলকেল্ড নামক একজন সৈনিক-পুরুষ সন্নিবেশিত বারুদস্তূপে আগুন দিবার জন্য দেশলাই হাতে লইয়া, প্রস্তুত হইল। কিন্তু উহা প্রজ্বলিত হইতে-না-হইতে সেও সাঙ্ঘাতিক আঘাত পাইল। ভূপতিত হইবার সময়ে এই সাহসী সৈনিক-পুরুষ আর একজনের হাতে দেশলাই দিল। এই সৈনিকের নিকটে অন্য একজন দাঁড়াইয়াছিল, গুলির আঘাতে তাহার পতন হইল। যাহার হাতে দেশলাই দেওয়া হইয়াছিল, বিপক্ষের নিক্ষিপ্ত গুলিতে তাহারও প্রাণান্ত হইল। অন্য সৈনিক দেশলাই জ্বালাইয়া বারুদে দিল। মুহূর্ত মধ্যে দরওয়াজা নষ্ট হইল। বারুদের আগুনে অনেক সিপাহী দেহত্যাগ করিল। সলকেল্ডের পার্শ্বে হাবিলদার তিলক সিংহ আহত হইয়াছিল। রামহেত নামক একজন সৈনিক দেহত্যাগ করিয়াছিল। এত ব্যতীত অন্য ছয়জন ভারতবাসী সৈনিক আপনাদের সাহসের একশেষ দেখাইয়াছিল। এই কার্যসাধনে ইংরেজ-সৈনিকের পার্শ্বে ভারতবর্ষীয় সৈনিকেরাও স্থিরভাবে যুদ্ধ করিতে করিতে আহত হইয়াছিল, কেহ কেহ সেই যুদ্ধস্থলে অনন্তনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল*।

কিন্তু চতুর্থ-দল তৃতীয়-দলের ন্যায় কৃতকার্য হয় নাই। ইহারা নগরের উপকণ্ঠবর্তী কৃষ্ণগঞ্জ নামক স্থান হইতে বিপক্ষদিগকে তাড়িত করিয়া লাহোর দরওয়াজা অধিকার করিতে অসমর্থ হয়। জম্মুর সৈনিক-দল সর্বপ্রথম এইস্থানের আক্রমণে নিয়োজিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা সাতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পলায়ন করে। সেনানায়ক রীড গুর্খাদিগের সহিত কামান লইয়া, বিপক্ষদিগের সম্মুখে আগমন করেন। কিন্তু তিনিও আহত ও পরাজিত হন। নীবিল চেম্বার্লেন স্বয়ং আহত হইয়াও এই সময়ে সিপাহিদিগকে বাধা দিবার আয়োজন করেন। তাঁহার আদেশে সশস্ত্র রক্ষকেরা হিন্দুরাওর গৃহের ছাদে সন্নিবেশিত হয়। অনেক আহত সৈনিক বন্দুক হস্তে করিয়া, ঐ স্থানে থাকে। সিপাহিগণ রীডকে পরাজিত করিয়াছে, এমন সময়ে অন্যতম সেনানায়ক হোপ্ গ্রাণ্ট সেনাপতি উইল্সনের আদেশে কয়েক শত শিখ ও ইউরোপীয় সৈনিক লইয়া তাঁহার সাহায্যার্থে অগ্রসর হন। বিপক্ষ সিপাহিরা আপনাদের সাহস ও পরাক্রমের একশেষ প্রদর্শন করে। সুশিক্ষিত ইংরেজ বীরপুরুষেরা ইহাদের অসামান্য সাহস ও অদ্ভুত রণকৌশল দেখিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হন। ক্রমে সিপাহিদিগের কামান হইতে গোলাবৃষ্টি কমিয়া আসে। শেষে তাহারা ইংরেজ-পক্ষের চতুর্থ-দলকে বাধা দিতে নিরস্ত হয়।

---

* *Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 442.*

Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

এইরূপে ১৪ই সেপ্টেম্বর ইংরেজ-সৈন্যের প্রয়াস অনেকাংশে সফল হয়। তাহারা প্রাচীর ভেদ পূর্ব্বক নগরে প্রবেশ করে। সেনাপতি উইল্‌সন্‌ অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক একহস্তে দিল্লীর মানচিত্র লইয়া নগরে সমাগত হন। প্রধান ইঞ্জিনিয়ারও উৎফুল্লভাবে নগরে গমন করেন। সেনাপতি এবং তাঁহার সহচরবর্গ নগরমধ্যবর্ত্তী স্কিনারের গৃহে সেই রাত্রি যাপন করেন*।

পরদিন যুদ্ধের গোলযোগ—কামানের গর্জ্জন, বন্দুকের শব্দ, ধূমজনিত অন্ধকার, গোলা-গুলি-বৃষ্টির ভয়াবহ দৃশ্য প্রায় অন্তর্হিত হয়। এইদিনে ইংরেজের সৈনিকেরা অন্যরূপে আপনাদের জিগীষার তৃপ্তিসাধন করে। মোগলের প্রসিদ্ধ রাজধানী অনেক বহুমূল্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ ছিল। স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, বস্ত্র প্রভৃতি মূল্যবান্‌ পদার্থে উহার সমৃদ্ধি বহুকাল হইতে লোকসমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। এই সমৃদ্ধি বিজয়ী সৈনিকদিগের পক্ষে লোভনীয় বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু রজত, কাঞ্চন প্রভৃতি অংশতঃ স্থানান্তরিত বা সংগোপিত হইয়াছিল। যাহারা দিল্লী হইতে পলায়নে উদ্যত হইয়াছিল, তাহারা উহা সঙ্গে লইয়াছিল। কেহ কেহ পুনঃপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় উহা মাটিতে পুতিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু অন্য এক পদার্থের সংগোপনে ইহাদের তাদৃশ মনোযোগ হয় নাই। কাল, সাদা বা সবুজ রঙের সুরাপূর্ণ বোতল অধিবাসিদিগের অনাদরণীয় হইলেও ইংরেজ-পক্ষের সৈনিকদিগের সাতিশয় লোভনীয় ছিল। যে পানীয়ে এক সময়ে তাহাদের অবসাদ অন্তর্হিত, উদ্যম উদ্দীপিত ও সাহস সংবর্দ্ধিত হইত, অন্য সময়ে তাহাতেই তাহারা সর্ব্বাংশে নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয় ও জড়ভাবাপন্ন হইয়া পড়িত। ১৫ই সেপ্টেম্বর মহানগরী দিল্লীতে ইংরেজ-পক্ষের সৈনিক-দলের এই দশা ঘটিল। দিল্লীর কিয়দংশ অধিকার করিয়াই, এই সকল সৈনিক দোকানপাট লুট করিতে লাগিল এবং বিলুণ্ঠিত সুরা আগ্রহসহকারে উদরস্থ করিয়া, উহার তীব্রতেজে প্রায় জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। ইংরেজ সৈনিকদিগের ন্যায় পঞ্জাবের দৃঢ়কায় শিখেরাও সুরাপানে প্রমত্ত হইল। ইহাদের মধ্যে কোনোরূপ শৃঙ্খলা রহিল না, অধিনায়কের আদেশানুসারে কার্য্য করিতে আগ্রহ দেখা গেল না। সুরাপানে সকলেই উচ্ছৃঙ্খল, সকলেই স্বপ্রধান, সকলেই নীতি-জ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়িল। একজন ইংরেজ অধিনায়ক (কাপ্তেন হড্‌সন) লিখিয়া গিয়াছেন,—'আমার জীবনে এই প্রথমবার ইংরেজ-সৈনিকদিগকে বারংবার তাহাদের অধিনায়কের অনুসরণে অসম্মত হইতে দেখিয়াছি**।' অন্য একজন সদাশয় ইংরেজ এ সময়ে স্বয়ং সুরাপ্রমত্ত ইংরেজদিগের উচ্ছৃঙ্খলভাব দেখিয়া, ঘৃণা ও লজ্জার সহিত উহার

* স্কিনার নামক একজন ফিরিঙ্গী কর্ত্তৃক এই গৃহ নির্ম্মিত হয়। স্কিনার প্রথমে মোগল সম্রাটের দরবারে কর্ম্ম করিতেন। লর্ড লেক্‌ দিল্লী অধিকার করিলে, স্কিনার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৈনিক-বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ক্রমে ইঁহার পদোন্নতি হয়।—*Lord Roberts, Forty-One years in India, Vol. I, p. 241, note.*

** *Twelve Years of a Soldier's Life in India, p. 296.*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন*। সেনাপতি উইল্‌সন্ সৈনিকদিগের মধ্যে এইরূপ শৃঙ্খলা-হানি দেখিয়া চিন্তিত হন। সেনাপতি হাবেলক কানপুরে আপনার সৈনিকদিগকে সুশৃঙ্খলভাবে রাখিবার জন্য মদের বোতল সকল কমিশরিয়েটের কর্মচারিদিগের হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন। সেনাপতি উইল্‌সন্ ইহা না করিয়া ১৬ই সেপ্টেম্বর যাবতীয় সুরা নষ্ট করিতে আদেশ দিলেন। দিল্লীর রাজপথে সুরাস্রোত প্রবাহিত হইল। সুরাপূর্ণ শত শত বোতল ভগ্ন হইয়া রহিল। উহার মধ্যস্থিত তরল পদার্থে পথ কর্দমাক্ত হইল। যে দ্রব্য চিকিৎসালয়ের রুগ্ন ও আহতদিগের নিরতিশয় আবশ্যক ছিল, তাহা পথের ধূলিরাশিতে বিলীন হইল**।

* *Martin; Indian Empire, Vol. II, p. 444.*

** রবার্টস্ নামক একজন সৈনিক (পরে লর্ড রবার্টস্; ইনি ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি হইয়াছিলেন) এই সময়ে দিল্লীর সৈনিক-দলে ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, কেহ কেহ উত্তাপে এবং অত্যধিক পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া সুরাপান করিয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি এইদিন কাহাকেও সুরাপানে প্রমত্ত হইতে দেখেন নাই। *—Lord Roberts, Forty-One years in India. Vol. I, p. 243, note.*

কিন্তু অপর লেখকেরা সাধারণতঃ সৈনিকদিগের প্রমত্ত ভাবেরই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ১৪ই সেপ্টেম্বর নগরের অন্যান্য জনবহুল স্থান সিপাহিদিগের অধিকারে ছিল। *—Lord Roberts. Forty-One yeaars in India. Vol. I, p. 240-41.*

বৃদ্ধ মোগল ভূপতির একজন কর্মচারী (ইহাঁর বিষয় স্থানান্তরে বিবৃত হইবে) এই সময়ে দিল্লীতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—'১৪ই সেপ্টেম্বর ইংরেজ-সৈন্য কাশ্মীর-তোরণ দিয়া নগরে প্রবেশ করে। তাহারা কোতওয়ালি এবং জুম্মা মসজিদ্ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। কতিপয় সওয়ার কোতওয়ালি হইতে ইংরেজ-পক্ষের অগ্রগামী সৈনিকদিগের মধ্যে গোলা চালাইয়াছিল। উহাতে পঞ্চাশজন হত ও আহত হয়। সিপাহিরা জুম্মা মসজিদে থাকিয়া, ইংরেজ-সৈন্যের গতিরোধ করে। ইহাতে উক্ত সৈনিকগণ কাশ্মীর-তোরণে ফিরিয়া যায়।*—Two Native Narratives of the Mutiny in Delhi, p. 70.*

জুম্মা মসজিদ নগরের মধ্যভাগে অবস্থিত। সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক উহা নির্মিত হয়। ইংরেজ-সৈন্য কর্তৃক দিল্লী অধিকৃত হইলে একব্যক্তি অসন্তোষের সহিত উক্ত মসজিদের প্রাচীরে চক্ দিয়া এইভাবে একটি কবিতা লিখিয়া গিয়াছিল।—

'আহব ঘোষণাপরে দেখি ঘোর রণ,
ভগবানে, সৈন্যগণে ডাকে ঘন ঘন।
কিন্তু শেষে জয়লাভ হলে যুদ্ধস্থলে,
না স্মরে ঈশ্বরে, নাহি মানে সৈন্যদলে।'

এই সুদৃশ্য মসজিদ অতঃপর বিনষ্ট করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু লর্ড লরেন্সের চেষ্টায় এই অসঙ্গত প্রস্তাব কার্যে পরিণত হয় নাই।*—Address on Ancient Buildings in India by Lord Curzon, at the Annual meeting of the Asiatic Society of Bengal, 7th February, 1900.*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

১৫ই সেপ্টেম্বর ইংরেজের সৈনিক-দল উত্তেজক মদিরার প্রভাবে এইরূপ প্রমত্তভাবে ছিল। বিপক্ষ সিপাহিগণ যদি সুযোগ বুঝিয়া, অভীষ্টসাধনে উদ্যত হইত, যদি ইংরেজ-পক্ষের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, কিছু বুদ্ধিকৌশলের পরিচয় দিত, তাহা হইলে ১৫ই সেপ্টেম্বর তাহাদের অভিলষিত কর্মসম্পাদনের সুযোগ ঘটিত। তাহাদের এই সুযোগে ইংরেজকে যার-পর-নাই বিপদাপন্ন হইতে হইত। কৃষ্ণগঞ্জ এখনো তাহাদের অধিকারে ছিল। লাহোর-তোরণ এবং মহানগরীর মধ্যবর্তী বহুসংখ্যক বাড়ি তাহাদের হস্তে রহিয়াছিল। পাহাড়ের উপরিস্থিত সৈনিক-নিবাসে ইংরেজের অতি অল্পমাত্র সৈনিক অবস্থিতি করিতেছিল। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ পীড়িত ছিল। এদিকে নগরের মধ্যভাগে ইংরেজের সৈনিক-দল বিশৃঙ্খলভাবে রহিয়াছিল। উপযুক্ত সেনাপতির প্রতিভাবলে পরিচালিত হইলে, সিপাহিগণ ইংরেজের সমগ্র সৈনিক-দলকে বিপন্ন করিয়া, বৃদ্ধ মোগলের জয়পতাকা স্থাপনে বোধহয়, অসমর্থ হইত না। ফলতঃ ১৫ই সেপ্টেম্বর দিল্লীস্থিত ইংরেজের সম্মুখে করাল-কাদম্বিনীর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। এই মেঘমালা হইতে অশনিপাত হওয়া অসম্ভব ছিল না। ইংরেজের ভাগ্যবলে এই কাদম্বিনীর করাল ছায়ার বিলয় হয়। বিপক্ষ সিপাহিদিগের জয়লাভ শেষে তাহাদেরই পরাজয়ের সোপান-স্বরূপ হইয়া উঠে।

১৫ই সেপ্টেম্বর বিনা বিপত্তিতে অতিবাহিত হইল। সেনাপতি উইলসন্ অপর সাহায্যকারী সৈনিক-দল ব্যতিরেকে দিল্লীর অন্যান্য স্থান আক্রমণ করিবেন কিনা, ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সহযোগিরা পশ্চাদগমনের একান্ত বিরোধী ছিলেন। একশত বৎসর পূর্বে লর্ড ক্লাইভ ভারতে ইংরেজের আধিপত্য স্থাপন প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—'এক-স্থানে স্থিরভাবে থাকা বিপত্তিজনক, পশ্চাদগমন সর্বনাশের কারণ।' দিল্লীর ইংরেজ সেনাপতি এখন এই কথার গুরুত্ব বুঝিলেন, সুতরাং তিনি সৈনিকদিগকে অভীষ্টকর্ম-সাধনে অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। ১৬ই সেপ্টেম্বরের প্রভাতকাল ইংরেজের সমক্ষে প্রশান্তভাবে দেখা দিল। দিল্লীর ইংরেজেরা এইদিনে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর আশ্বস্ত হইলেন। দুইদিন পূর্বে বিপক্ষ সিপাহিগণ ইংরেজের চতুর্থ সৈনিক-দলকে পরাভূত করিয়া, কৃষ্ণগঞ্জ হইতে হটাইয়া দিয়াছিল। ১৬ই সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে তাহারা ঐস্থান পরিত্যাগ করিয়াছিল। কৃষ্ণগঞ্জ ইংরেজের অধিকৃত হইল। উহার নানাবিধ অস্ত্রপূর্ণ অস্ত্রাগার ইংরেজের অধিকারে আসিল। ১৭ই সেপ্টেম্বর সায়ংকালে ইংরেজ-সৈন্য দিল্লীর পথে পথে যুদ্ধ করিতে করিতে সম্রাটের প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সিপাহিরা ইহাদিগকে বাধা দিতে নিরস্ত থাকিল না। গৃহের ছাদ, জানালা, দরওয়াজা প্রভৃতি হইতে ইহাদের উপর তীব্রবেগে গুলিবৃষ্টি হইতে লাগিল। ১৮ই লাহোর দরওয়াজা অধিকার করিবার চেষ্টা হইল। কিন্তু সিপাহিগণ বাড়ির উপর হইতে অলক্ষ্য-ভাবে গুলিবৃষ্টি করাতে ইউরোপীয় সৈন্য এরূপ ভীত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহারা অগ্রসর হইতে সম্মত হইল না। ইহাতে সেনাপতি উইলসন্ চিন্তিত হইলেন। তাঁহার মস্তিষ্কের প্রত্যেক ভাগ, ধমনীর প্রত্যেক অংশ, শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ অবসন্ন হইয়া পড়িল। একদিন্ তাঁহার এইরূপ অবসাদ, এইরূপ অশান্তির অবসান হইল। ২০শে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

সেপ্টেম্বর ইংরেজ লাহোর দরওয়াজা, জুম্মা মসজিদ, আজমীর দরওয়াজা অধিকার করিলেন। ঐদিন সম্রাটের প্রাসাদে তাঁহাদের জয়পতাকা উড্ডীন হইল।

যদিও দিল্লীর স্থানে স্থানে বিপক্ষ সিপাহিগণ অবস্থিতি করিতেছিল, তথাপি ঐ মহানগরীতে ইংরেজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় কোনোরূপ ব্যাঘাত হইল না। ২০শে সেপ্টেম্বর ইংরেজ মোগলের চিরপ্রসিদ্ধ রাজধানীর অধিপতি হইলেন। তাঁহারা আপনাদের জয়-লাভের জন্য পৃথিবীর অমরনিকেতনে—প্রসিদ্ধ দেওয়ান-ই-খাসে পানভোজন করিয়া আমোদিত হইলেন*।

দিল্লী অধিকৃত হইল। বিপক্ষ সিপাহিগণ ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল। অধিবাসিগণ আপনাদের মূল্যবান দ্রব্যাদি লইয়া স্থানান্তরে যাইতে উদ্যত হইল। ইংরেজ সৈনিকগণ এখন প্রতিহিংসাতৃপ্তির সুযোগ দেখিতে লাগিল। যে স্থানে তাহাদের অসহায় কুল-কামিনীদিগের শোণিতপাত হইয়াছিল, স্নেহাস্পদ সন্তানদিগের দেহাংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহারা এখন সেইস্থানের অধিকারী হইয়াছিল। তাহাদের সশস্ত্র বিপক্ষগণের অনেকে এখন সেইস্থানে মৃত্যুমুখে পাতিত বা সেইস্থান হইতে নিষ্কাশিত হইয়াছিল। তাহারা এখন যাহাকে সম্মুখে পাইল, তাহারা প্রতি অস্ত্রপ্রয়োগে কাতর হইল না। এদিকে শিখ-সৈনিকেরাও সম্পত্তি-লুণ্ঠনে বা অধিবাসীদিগের নিধনে তাহাদের দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইল। মোগলের রাজধানী ইংরেজদিগের ন্যায় শিখদিগেরও বিদ্বেষভাবের উদ্দীপক হইয়াছিল। মোগলের আদেশে তেগবাহাদুর যে স্থানে নিহত হইয়াছিলেন, গোবিন্দসিংহ যে স্থানের অধিবাসিদিগের বিপক্ষতায় একান্ত নিপীড়িত হইয়াছিলেন, বাঁদা যে স্থানে কষ্টের একশেষ ভোগ করিয়া, আত্মবিসর্জন করিয়াছিলেন, সেই স্থানের বিষয় তাহারা বিস্মৃত হয় নাই। আপনাদের চিরমান্য, চিরভক্তিভাজন ধর্মগুরুদিগের শোচনীয় দশার সহিত দিল্লী এবং মোগলের নাম তাহাদের মানসপটে একসূত্রে গ্রথিত ছিল। তাহারা দিল্লী এবং মোগলের নামে উত্তেজিত হইত, ঘৃণার ভাব প্রকাশ করিত এবং প্রতিহিংসার আবেগে অধীর হইয়া পড়িত। সুতরাং ইংরেজ ও শিখ, সমভাবে আপনাদের বলবতী হিংসার পরিতর্পণে অগ্রসর হইল। যাহারা এক সময়ে ইংরেজের নিধনে লিপ্ত ছিল, কুলনারী ও বালক-বালিকার শোণিতে যাহাদের হস্ত কলঙ্কিত হইয়াছিল, ন্যায়ানুসারে তাহারা দয়ার পাত্র না হইতে পারে। কিন্তু যাহারা কখনোও ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করে নাই, ইংরেজের নিষ্কাশনে বা নিধনে আগ্রহ প্রকাশ করে নাই, সংসারের শান্তিময় পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হয় নাই ; যাহারা আপনাদের উত্তেজিত, সশস্ত্র স্বজাতিগণ কর্তৃক নিপীড়িত ও হৃতসর্বস্ব হইয়াছিল, জন্মভূমির প্রতি অপরিসীম অনুরাগ প্রযুক্ত যাহারা সভয়ে, উদ্বিগ্ন-

* মোগল সম্রাটদিগের খাস দরবার-গৃহ—দেওয়ান-ই-খাস শ্বেতমর্মর প্রস্তরে নির্মিত এবং বিবিধ কারুকার্যে খচিত। ছাদের স্তম্ভগুলিও মর্মর প্রস্তরের। এই দরবারগৃহে সুপ্রসিদ্ধ ময়ূরসিংহাসন স্থাপিত ছিল। দেওয়ান-ই-খাসে এই কথা খোদিত হইয়া-ছিল,—'যদি পৃথিবীতে স্বর্গ থাকে, তাহা হইলে উহা এই, উহা এই, উহা এই'—*Two Native Narratives of the Mutiny in Delhi*, p. 11.

Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

চিত্তে এবং একান্ত কাতরভাবে উচ্ছৃঙ্খল, সৈনিকগণে পরিপূর্ণ বিপত্তিময় নগরে বাস করিতেছিল, তাহাদের জীবনের দিকে দৃষ্টি রাখা এ সময়ে ইংরেজ সৈনিক-পুরুষদিগের একান্ত কর্তব্য ছিল। কিন্তু এই পবিত্র কর্তব্যের পালনে সকলে সমভাবে মনোযোগী হয় নাই। প্রচণ্ড বিপ্লবের সংঘাতে অসৎ ব্যবস্থার সহিত অনেক সৎ ব্যবস্থাও বিলুপ্ত হয়। উদ্ধত লোকের সহিত অনেক নিরীহ লোকেরও শোণিতপাত হইয়া থাকে। প্রায় সকল দেশের বিপ্লবেই এই ভয়াবহ মারাত্মকভাবের নিদর্শন লক্ষিত হয়। দিল্লীর বিপ্লবে ইহা বিশিষ্টরূপে লক্ষিত হইয়াছিল। যাহারা কোনোরূপে শান্তির ব্যাঘাত জন্মায় নাই, ইংরেজ-সৈনিকের সঙ্গীনে তাহাদের হৃদয় বিদ্ধ, তরবারিতে দেহ বিচ্ছিন্ন বা বন্দুকের গুলিতে মস্তিষ্ক বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। দিল্লীর প্রাচীরের মধ্যে যাহারা বাস করিতেছিল, তাহারা সকলেই এখন ইংরেজ-পক্ষের ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় সৈনিকদিগের নিকটে শত্রু। সুতরাং বধ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল*। শান্ত-অশান্ত, উদ্ধত ও অনুদ্ধত, অপরাধী ও নিরপরাধ, সকলকেই সমভাবে এই মহাপাপের ফলভোগ করিতে হইয়াছিল। দিল্লীর অধিকারের পর প্রথম কয়েকদিন এবরূপে নিরীহ, নির্দোষ লোক বন্দুকের গুলিতে বা অন্যরূপে মৃত্যুমুখে পাতিত হয়। সাহস ও রণকৌশলে প্রসিদ্ধ ইংরেজ বীর-পুরুষগণের মধ্যে অনেকে এই নিন্দনীয় কর্মের ভার স্বয়ং গ্রহণ না করিলেও, উহার অনুমোদন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই**। যুদ্ধে যাহারা বিকলাঙ্গ এবং রোগে যাহারা একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের প্রতিও এ সময়ে দয়া প্রদর্শিত হয় নাই। বিপক্ষগণ প্রায় একশত আহত ও রুগ্ন সিপাহিকে আপনাদের শিবিরে ফেলিয়া গিয়াছিল। কাপ্তেন হডসনের সৈনিকেরা এই নিঃসহায় জীবদিগের সকলকেই বধ করে। কতকগুলি আহত সিপাহী মোগলের প্রসিদ্ধ দরবারগৃহের বারান্দায় শুইয়াছিল। ইংরেজের সঙ্গীনের আঘাতে ইহাদের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। একজন ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার এই সময়ে লিখিয়াছিলেন,—'তরবারির আঘাতে একজন সিপাহির দুইহাত কাটা গিয়াছিল, শরীরে বন্দুকের গুলি প্রবিষ্ট হইয়াছিল। পেটের দুইস্থানে সঙ্গীনের আঘাত লাগিয়া-ছিল। এই ব্যক্তি তখনও জীবিত ছিল। একজন ইংরেজ-সৈনিক বন্দুকের গুলিতে এইরূপ দুর্দশাগ্রস্ত এবং এইরূপ নিঃসহায় ও নিরবলম্ব লোকেরও মস্তিষ্ক বাহির করিয়া দেয়। ইহা দেখিয়া আমার যে কিরূপ ঘৃণা ও লজ্জার উদ্রেক হইয়াছিল, তাহা বলিবার নয়***।' কিন্তু সৈনিকেরা এতদ্দেশীয় মহিলাদিগের প্রতি কোনোরূপ অত্যাচার করে নাই। অজ্ঞাতসারে কোনো কোনো নারীর উপর গুলি নিক্ষিপ্ত হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞাতসারে কোনোরূপ অত্যাচার ঘটে নাই। পক্ষান্তরে উত্তেজিত মুসলমানেরা মসজিদ প্রভৃতি নিভৃত স্থলে লুক্কায়িতভাবে থাকিয়া ইংরেজ-সৈন্যের উপর গুলি চালাইয়াছিল। ইহাদের নিক্ষিপ্ত গুলিতে কতিপয় ইংরেজ ও এতদ্দেশীয় সৈনিকের প্রাণান্ত হয়। ইহাদের

* *Lord Roberts, Forty One years in India, Vol. I, p. 245.*

** *Kaye, Sepoy War, Vol. III, p. 636.*

*** *Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 445.*

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

আত্মগোপনের স্থল বিধ্বস্ত এবং ইহারা ধৃত ও নিহত হয়। এই ঘটনায় দিল্লীর লোকে এরূপ শঙ্কিত হয় যে, অতঃপর কেহ ইংরেজ-পক্ষের কোনো ব্যক্তির প্রাণনাশের চেষ্টা করে নাই।

দিল্লীর প্রাসাদ অধিকৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখন বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ ইংরেজের হস্তে পতিত হন নাই। ১৪ই সেপ্টেম্বর তাঁহার রাজধানী আক্রান্ত হয়। ১৯শে সেপ্টেম্বর রাত্রিতে ইংরেজ যখন চাঁদনির চক প্রভৃতি অধিকার করেন, তখন সেনাপতি বখত খাঁ আর কোনো উপায় না দেখিয়া, পলায়নে কৃতসঙ্কল্প হন। তিনি প্রাসাদে গিয়া, বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে কহেন যে, যদিও তাঁহার রাজধানী বিপক্ষের হস্তে পতিত হইয়াছে, তথাপি এখনো অনেক স্থানে তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির পথ সুগম রহিয়াছে। তাঁহার নামে এবং তাঁহার উপস্থিতিতে অনেকে উৎসাহযুক্ত হইয়া বিপক্ষদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইবে। সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস-লেখক কর্নেল মালিসন এ সম্বন্ধে এইভাবে লিখিয়াছেন যে, যদি বাহাদুর শাহ আপনার পূর্বপুরুষ বাবর বা হুমায়ুন অথবা আকবরের ন্যায় দৃঢ়তাসম্পন্ন ও উদ্যমশীল হইতেন, তাহা হইলে বখত্ খাঁর অনুরোধ ব্যর্থ হইত না। কিন্তু বাহাদুর শাহের কিছুমাত্র তেজস্বিতা বা দৃঢ়তা ছিল না। বার্ধক্যে তিনি একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। যুদ্ধের সময়ে তিনি সম্ভবতঃ অপরের হস্তে ক্রীড়া-পুত্তল-স্বরূপ রহিয়াছিলেন। অবরোধের সময়ে সিপাহিদিগের অধিনায়কেরা তাঁহার উপর কর্তৃত্ব করিত। তাহাদের পয়াজয়ের সঙ্গে এই কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হয়*।

ইংরেজ ঐতিহাসিক এইভাবে বৃদ্ধ বাহাদুর শাহের দুরবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন। বখত্ খাঁ বিফলমনোরথ হইলেন। তিনি পরদিন দেখা করিবেন বলিয়া, বাহাদুর শাহের নিকটে বিদায় লইলেন। এই সময়ে অন্য এক প্রধান ব্যক্তি কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ইনি বখত্ খাঁর পথে না গিয়া, বৃদ্ধ বাহাদুরকে আপনার দিকে রাখিতে উদ্যত হইলেন।

মীর্জা এলাহি বক্স বাহাদুর শাহের আত্মীয় ছিলেন। ভূপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা বখতের সহিত ইহাঁর কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। বখত্ খাঁ চলিয়া গেলে এলাহি বক্স বৃদ্ধ ভূপতিকে আপনার বাড়িতে আনিলেন। এইস্থানে তিনি ভূপতিকে বুঝাইলেন যে, উত্তেজিত সিপাহিদিগের সঙ্গে তাঁহার যাওয়া উচিত নহে, গেলে তাঁহার পরাজয় এবং অনিষ্ট ঘটিবে। দুর্দশাগ্রস্ত বৃদ্ধ তাঁহার কথা শুনিলেন। অতঃপর তিনি এলাহি বক্সের বাড়ি হইতে জীন্নৎ মহল ও তাঁহার পঞ্চদশবর্ষ বয়স্ক পুত্রের সহিত হুমায়ুনের সমাধিভবনে উপনীত হইলেন। তিনি রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া দুঃখ ও দুর্গতির একশেষ ভোগ করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, মন্ত্রিদিগের ষড়যন্ত্রে রাজভোগের সুখ হইতে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহাদের দেহ এই স্থানের মৃত্তিকাগর্ভে শায়িত রহিয়াছিল। হুমায়ুন ব্যতীত গাজিউদ্দীন কর্তৃক নিহত দ্বিতীয় আলমগীর এইস্থানে রহিয়াছিলেন। এখন এইস্থানে সর্বশেষ মোগল ভূপতিরও যাবতীয় আশার অবসান হইল।

* *Malleson, Indian Munity, Vol. II, p. 72.*

Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

পূর্বে রজীব আলীর কথা বলা হইয়াছে। এই ব্যক্তি হডসন সাহেবের দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ ছিল। দিল্লীর কোথায় কি হইতেছে, বিশ্বস্ত রজীব আলী তাহার সংবাদ লইয়া, হডসন সাহেবকে জানাইত। এ সময়ে দিল্লীর অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইংরেজদিগের পক্ষে ছিলেন। মুন্সী জীবনলাল এই দুঃসময়ে ইংরেজের যথোচিত উপকার করিয়াছিলেন*। যাহা হউক বৃদ্ধ ভূপতি হুমায়ুনের সমাধিক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতেছেন শুনিয়া, রজীব আলী মীর্জা এলাহি বক্সকে কহিল যে তিনি যেন চব্বিশ ঘণ্টাকাল ভূপতিকে ঐ স্থানে রাখেন। এলাহি বক্স দেখিয়াছিলেন যে, ইংরেজের পরাক্রম অনিবার্য। তাঁহাদের জয়লাভ হইয়াছে। এ সময়ে ভূপতিকে ইংরেজের হস্তে সমর্পণ করিতে পারিলে, তিনি বিজয়ী ইংরেজের সন্তোষসাধনে সমর্থ হইবেন। সুতরাং রজীব আলীর সহিত তাঁহার সহজেই সম্মিলন ঘটিল। তিনি রজীব আলীর কথায় সম্মত হইলেন। এ দিকে রজীব আলী কাপ্তেন হডসনকে এই সংবাদ দিল। হডসন সাহেব অবিলম্বে ভূপতিকে ধরিবার জন্য সেনাপতি উইলসনের অনুমতি চাহিলেন। সেনাপতি এই বলিয়া অনুমতি দিলেন যে, ভূপতির প্রতি যেন কোনোরূপ অসৎ ব্যবহার এবং তাঁহার জীবনের যেন কোনোরূপ হানি না করা হয়। কাপ্তেন হডসন তাঁহার পঞ্চাশজন মাত্র সৈন্য লইয়া, রজীব আলীর সহিত অশ্বারোহণে হুমায়ুনের সমাধিক্ষেত্রের অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

নির্দিষ্ট স্থলের নিকটে উপনীত হইয়া, কাপ্তেন হডসন আপনার সৈনিকদিগকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলেন। অতঃপর রজীব আলী এবং তাহার একজন সহচর জীনৎ মহলের নিকটে গমন করিল। দুই ঘণ্টাকাল উদ্বিগ্নভাবে চরের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার উদ্বেগ দূর হইল। জীনৎ মহল দেখিয়াছিলেন যে, যদি তাঁহাদের জীবন রক্ষা হয়, তাহা হইলে এ সময়ে আত্মসমর্পণ করাই শ্রেয়ঃ। তিনি এ বিষয়ে ভূপতিকে সম্মত করাইয়াছিলেন। সুতরাং রজীব আলীর অভীষ্ট সিদ্ধ হইল! রজীব আলী আসিয়া সংবাদ দিল, হডসন যদি নিজমুখে বলেন যে, গবর্নমেণ্ট ভূপতিকে কোনোরূপে বিপদগ্রস্ত করিবেন না, তাহা হইলে তিনি আত্মসমর্পণ করিবেন। কাপ্তেন হডসন সম্মত হইলেন।

অবিলম্বে বস্ত্রাচ্ছাদিত যানে জীনৎ মহল বহির্গত হইলেন। তরুণ বয়স্ক জোয়ান বখত্ তাঁহার অনুগমন করিলেন! তাহার পর বৃদ্ধ ভূপতির পালকি ধীরে ধীরে আসিতে লাগিল। কাপ্তেন হডসন নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে লইয়া, ইহাঁদের প্রতীক্ষায় সমাধি-ভবনের দ্বারদেশে উপস্থিত ছিলেন। তৈমুরের বংশধর এখন ভীতচিত্তে, কাতরভাবে তাঁহার নিকটে সমাগত হইলেন। এই দৃশ্য মানবের প্রধান শিক্ষার বিষয়। যাঁহারা মোগলের ক্ষমতা, মোগলের আধিপত্য, মোগলের সমৃদ্ধি, মোগলের সুখ-সৌভাগ্যের বিষয় ভাবিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা এইদৃশ্যে নশ্বর মানবের অদৃষ্টচক্রের অভাবনীয় আবর্তন দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। লোকে যাঁহার নামে সর্ববিষয়ে উৎসাহিত হইত, যাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শনে ব্যগ্র হইয়া উঠিত, যাঁহার গৌরবে আপনাদিগকে গৌরবযুক্ত বোধ করিত, বার্ধক্যে

* *A Short account ot the Life of Rai Jeewanlal, Bahadur. By his son,*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ঘটনাবলির অভিঘাতে, সর্বোপরি অনিবার্য নিয়তির অপরিবর্তনীয় বিধানে যিনি পূর্বতন ক্ষমতা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। যিনি অপরের ক্ষমতা ও উৎসাহের অদ্বিতীয় অবলম্বন-স্বরূপ ছিলেন, তিনি এখন প্রীতিময়ী প্রণয়িনী, পরম স্নেহাস্পদ পুত্র এবং আপনার জীবনভিক্ষার জন্য সাতিশয় দীনভাবে একটি অধস্তন ইংরেজ সৈনিক-পুরুষের নিকটে সমাগত হইলেন। যাঁহার উদ্দেশে একসময়ে 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' ধ্বনিতে চারিদিক পরিপূর্ণ হইত, সেই মহাপরাক্রান্ত, সর্বজনমান্য সম্রাটের বংশধর এখন এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় পাতিত হইলেন। লোকে ইংরেজের অসীম শক্তিতে স্তম্ভিত হইল। বৃদ্ধ ভূপতির বহুসংখ্যক অনুচর কোনোরূপে বাধা না দিয়া সেই মহাশক্তির নিকটে ভীতিবিহ্বলচিত্তে মস্তক অবনত করিল।

কাপ্তেন হড্‌সন্, বাহাদুর শাহকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে কহিলেন। ভূপতি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি হড্‌সন্ সাহেব কি না? এই প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর প্রদত্ত হইল। অতঃপর ভূপতি তাঁহার এবং তদীয় স্ত্রী ও পুত্রের জীবনরক্ষা সম্বন্ধে যে প্রতিশ্রুতি করা হইয়াছিল, হড্‌সন্ সাহেবকে তাহা নিজমুখে বলিতে অনুরোধ করিলেন। অনুরোধ রক্ষিত হইল। এই সময়ে হড্‌সন্ সাহেব দৃঢ়তার সহিত কহিলেন যে ভূপতি যদি পলায়নের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে কুকুরের মতো মারিয়া ফেলিবেন*। ভূপতি অতঃপর কাপ্তেন হড্‌সনের হস্তে দুইখানি তরবারি সমর্পণ করিলেন। কাপ্তেন হড্‌সন উহা আপনার আরদালির হস্তে দিলেন। অনন্তর বাহাদুর শাহ, জীন্নৎ মহল এবং জোয়ান বখ্‌তকে নগরে আনা হইল। ইহাঁদের পাল্কির পার্শ্বে বহুসংখ্যক অনুচর ছিল। ইহারা ক্রমে সরিয়া গেল। দিল্লীর প্রসিদ্ধ চাঁদনি চক দিয়া যখন পাল্কি যাইতে লাগিল, তখন লোকে বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া নির্বাকভাবে উহার প্রতি দৃষ্টিযোজনা করিয়া রহিল। ভূপতি স্ত্রীপুত্রের সহিত নগরে সমানীত এবং প্রধান সিবিল কর্মচারী সণ্ডার্স সাহেবের হস্তে সমর্পিত হইলেন।

কাপ্তেন হড্‌সন্ যদি ধীরভাবে ও সৌজন্যসহকারে ভূপতিকে বন্দী করিতেন এবং তাঁহার কার্য যদি ঐখানেই পরিসমাপ্ত হইত, তাহা হইলে তিনি ইতিহাসে সম্মান লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি কর্তব্য সম্পাদনে ধীরতা ও সৌজন্যের পরিচয় দিতে পারেন নাই। ইংরেজ ঐতিহাসিক এ সম্বন্ধে এইভাবে লিখিয়াছেন,—"বাহাদুর শাহকে কুকুরের মতো গুলি করিয়া মারিতে বা কসাইখানার ষাঁড়ের মতো নিপাতিত করিতে আদেশ দিতে এই সাহসী সৈনিকের হৃদয় উৎফুল্ল হইতে পারে। কিন্তু তাঁহাকে তদীয় প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম সম্পাদন করিতে দেওয়া হয় নাই। তাঁহার বন্দী শোচনীয়-দশাগ্রস্ত এবং অক্ষম, বৃদ্ধ পুরুষ। ইনি কুপরামর্শে পরিচালিত ও ঘটনাস্রোতে-ভাসমান হইয়াছিলেন। ঐ স্রোত সংযতভাবে রাখিতে ইহাঁর কোনো ক্ষমতা ছিল না। তাঁহার নামে অনিষ্টকর কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এইরূপ ক্ষীণপ্রাণ জীবের প্রতি পাশবিক অত্যাচার করা,

* *Hudson, Twelve Years in India, p. 506.*

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

নারীহত্যা অপেক্ষা অধিকতর পুরুষোচিত কর্ম নয়*।' অন্য একজন ঐতিহাসিকও কাপ্তেন হড্‌সনের এইরূপ ব্যবহারের নিন্দা করিয়াছেন। কাপ্তেন হড্‌সন্ ভূপতির প্রতি অসম্মান প্রদর্শনে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এইরূপ প্রতিষেধের প্রতি মনোযোগী হন নাই**। হড্‌সন্ সাহেব নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, ভূপতি বৃদ্ধ এবং অক্ষম।, তাঁহার নামে তদীয় পুত্রেরা অসভ্যজনোচিত অত্যাচার করিয়াছিল। তথাপি কাপ্তেন হড্‌সন্ এই বৃদ্ধ এবং অক্ষম ব্যক্তিকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় আনিতে চাহিয়াছিলেন***। তিনি বাহাদুর শাহের নিকটে যে তরবারি পাইয়াছিলেন, তাহার একখানি পরাক্রান্ত নাদির শাহের ছিল। আর একখানি সম্রাট্ জাহাঙ্গীর ব্যবহার করিতেন। কাপ্তেন হড্‌সন্ দ্বিতীয়খানি শ্রীশ্রীমতী মহারানীকে উপহার দিবার জন্য রাখিলেন****।

কিন্তু কাপ্তেন হড্‌সনের মৃগয়ানুরাগ ইহাতেই অন্তর্হিত হইল না। এখনও বৃদ্ধ ভূপতির পুত্রগণ অথবা নিকট আত্মীয়গণ লুক্কায়িতভাবে ছিলেন। হড্‌সন্ সাহেব, বিশ্বস্ত চর—একচক্ষু রজীব আলীর নিকটে ইহাঁদের সংবাদ পাইলেন। এ দিকে এলাহি বক্স ইহাঁদিগকে বন্দী করিবার আয়োজন করিলেন। এই উভয় ব্যক্তি দিল্লীর সম্রাট্-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এবং দিল্লীর সম্রাটের সহিত আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ ছিল। এখন এই দুইজনই তাহাদের আত্মীয়দিগের অধোগতির পথ উম্মুক্ত করিয়া দিল*****। তিনজন শাহজাদা—মীর্জা খাজের সুলতান মীর্জা মোগল, এবং মীর্জা আবুবখর, বৃদ্ধ মোগল ভূপতির অবরোধের স্থল—সমাধিভবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন, কাপ্তেন হড্‌সন্ ইহাঁদিগকে ধরিবার জন্য সেনাপতি উইল্‌সনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। সেনাপতি কাপ্তেন হড্‌সনের প্রকৃতি জানিতেন। সুতরাং তিনি অনুমতি দিতে দোলায়মান-চিত্ত হইলেন, শেষে সেনানায়ক নিকল্‌সনের আগ্রহে অনেক কষ্টে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত অনুমতি দিলেন। কাপ্তেন হড্‌সন্ একশত সৈনিক পুরুষ এবং তাঁহার সহযোগীর সহিত পুনর্বার হুমায়ুনের সমাধিভবনের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। রজীব আলী ও এলাহি বক্স অশ্বারোহণে উক্ত স্থলে গমন করিল। শাহজাদাদিগের মুক্তির কোনো উপায় রহিল না। ইহাঁদের অনেকগুলি সশস্ত্র অনুচর ঐ স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। সর্বাপেক্ষা সাহসিক শাহজাদা আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে চাহিলেন। কিন্তু এই প্রস্তাব অপর দুইজনের মনঃপূত হইল না। বৃদ্ধ পিতার দৃষ্টান্ত ইহাঁদিগকে জীবনরক্ষার জন্য কাপ্তেন হড্‌সনের নিকটে করুণাভিক্ষায় প্রবর্তিত করিল। দুই ঘণ্টাকাল ইহাঁরা বিজেতার নিকটে কাতরভাবে এইরূপ প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু কাপ্তেন হড্‌সন কিছুতেই এই প্রার্থনাপূরণে সম্মত হইলেন না। অবশেষে তিনজন শাহজাদা বিজেতার মহানুভবতার উপর নির্ভর করিয়া, আত্মসমর্পণে প্রস্তুত হইলেন।

* *Kaye, Sepoy War. Vol. III pp. 647-48.*
** *Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 447.*
*** *Twelve Years in India, p. 300.*
**** *Ibid, pp. 301-08.*
***** *Kaye, Sepoy War, Vol. III, p. 649, note.*

Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

রথের মতো গোবাহিত বস্ত্রাচ্ছাদিত যানে তিনটি রাজকুমার আপনাদের অবস্থিতিস্থল হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহারা কাপ্তেন হড্‌সনের নিকটে আগমনপূর্বক বাহিরে কোনোরূপ ভয়ের চিহ্ন না দেখাইয়া, কাপ্তেনকে গম্ভীরভাবে সেলাম করিয়া কহিলেন যে, অবশ্য আদালতে তাঁহাদের বিষয়ে রীতিমতো বিচার হইবে। কাপ্তেন হড্‌সন্ প্রত্যভিবাদন করিলেন, কিন্তু কোনো উত্তর দিলেন না। তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, রাজকুমারগণ তাঁহাদের অসহায় বালক-বালিকা এবং কুলনারীর শোণিতপাত করিয়াছেন। সুতরাং তিনি তাঁহাদের শোণিতপাতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। বলবতী প্রতিহিংসার আবেগে তাঁহার কোমল মনোবৃত্তি এ সময়ে নিতান্ত অকার্যকর হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি সর্বপ্রথম অনুগমনকারী, সশস্ত্র লোকদিগের অস্ত্রগ্রহণে উদ্যত হইলেন। এ সময়ে ইংরেজের ক্ষমতা দর্শনে লোকের সাহস অন্তর্হিত হইয়াছিল। লোকে সম্রাটের প্রাসাদে ইংরেজের জয়-পতাকা উড্ডীন দেখিয়াছিল, সুতরাং ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করা অসংসাহসিক কর্ম বলিয়া মনে করিয়াছিল। হড্‌সন্ সাহেব অনুচরদিগকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হইল। কাপ্তেনের সৈনিকেরা ইহাদের পরিত্যক্ত অস্ত্র, ঘোটক ও যানাদি প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একত্র করিল।

অবশেষে কাপ্তেন হড্‌সন্ চালকদিগকে নগরের অভিমুখে রথ চালাইতে আদেশ দিলেন। তাঁহার সৈনিক যানের পার্শ্বে যাইতে লাগিল। বহুসংখ্যক লোক নির্বাক্‌ভাবে ইহাঁদের অনুগমন করিল। রথ নগরের সমীপবর্তী হইল। কাপ্তেন হড্‌সন্ আপনার সৈনিকদিগকে সম্বোধন পূর্বক পার্শ্ববর্তী লোক শুনিতে পায়, এইভাবে চীৎকার করিয়া কহিলেন, এই শাহজাদারা নরঘাতক। ইহারা আমাদের কুলমহিলা ও বালক-বালিকাদিগকে বধ করিয়াছে। গবর্নমেন্টের ইচ্ছানুসারে এখন ইহাদিগকে শাস্তিভোগ করিতে হইবে। ইহা কহিয়া, তিনি শাহজাদাদিগকে রথ হইতে নামিয়া, নিম্নভাগের গাত্রচ্ছদ খুলিতে আদেশ দিলেন। শাহজাদারা কম্পিতহৃদয়ে আদেশ পালন করিলেন। অবশেষে তাঁহা-দিগকে পুনর্বার রথে চড়িতে আদেশ দেওয়া হইল। অনন্তর কাপ্তেন হড্‌সন্ আপনার উদ্দেশ্যসাধনে উদ্যত হইলেন। তাঁহার সওয়ারগণ তদীয় আদেশ পালন না করিতে পারে, ইহা ভাবিয়াই হউক, অথবা তিনি স্বয়ং আততায়ী বধ করিয়া, প্রতিহিংসার তৃপ্তিতে আমোদিত হইবেন, এই ইচ্ছাতেই হউক, কাপ্তেন হড্‌সন্ একজন সওয়ারের হস্ত হইতে পিস্তল লইলেন এবং আপনার নিরস্ত্র বন্দীদিগকে নিজ হস্তে গুলি করিয়া বধ করিলেন। অতঃপর তিনি আপনার শিকার লইয়া হৃষ্টচিত্তে নগরে প্রবিষ্ট হইলেন। সাধারণে দেখিতে পায়, এই জন্য কোতওয়ালির সম্মুখে নিহত রাজকুমারদিগের দেহ রাখা হইল। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের আদেশে শিখগুরু তেগ বাহাদুরের বিচ্ছিন্ন দেহ যেস্থানে স্থাপিত হইয়াছিল, শাহজাদাদিগের শবও সেইস্থানে সাধারণের দৃষ্টিপথবর্তী হইল। ইহাতে জিঘাংসু শিখগণ যেরূপ সন্তুষ্ট হইল, কাপ্তেন হড্‌সনের ন্যায় হিংসাশীল ইংরেজও সেইরূপ সন্তোষ লাভ করিলেন। শব কয়েক দিন কোতওয়ালিতে রহিল, অবশেষে উহা গলিত ও পূতিগন্ধময় হইলে স্বাস্থ্যের অনুরোধে স্থানান্তরিত ও সমাহিত হইল।

Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

কাপ্তেন হড্‌সন নিঃসন্দেহ প্রতিহিংসার আবেগে এই কর্ম করিয়াছিলেন, আত্মপক্ষের নিধনে যাহারা একান্ত সন্তাপিত হয়, তাহারা যদি আততায়ীর গুরুতর অপরাধের প্রতিশোধের জন্য একান্ত অধৈর্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহাদের নিকটে প্রায়ই কোমল মানসিকবৃত্তির সম্মান থাকে না। কাপ্তেন হড্‌সনের নিকটেও দয়া, মহানুভাবতা প্রভৃতির এইরূপ সম্মানহানি ঘটিয়াছিল। কাপ্তেন হড্‌সন্ সাহসী বীর পুরুষ। শাহজাদাদিগের একজনের প্রস্তাব যদি কার্যে পরিণত হইত, কাপ্তেন হড্‌সন্ যদি সম্মুখসমরে অরাতি নিপাত করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলিবার ছিল না। সর্বপ্রথম তিনি যে কার্য করিয়াছিলেন, তাহাতে তদীয় বীরত্বের নিদর্শন পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তিনি রাজকুমারদিগকে অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের সশস্ত্র অনুচরগণের নিরস্ত্রীকরণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি ঐ সকল অনুচরকে রাজকুমারদিগের যান হইতে দূরে রাখিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি যদি অবরুদ্ধদিগকে বৃদ্ধ ভূপতির ন্যায় রাজপুরুষের হস্তে সমর্পণ করিতেন, তাহা হইলে তদীয় অসামান্য-সাহসসহকৃত-বীরত্ব গৌরবান্বিত হইত। কিন্তু তিনি সাতিশয় নির্দয়ভাবে আপনার নিরস্ত্র, নিঃসহায় ও একান্ত নিরবলম্ব বন্দীদিগের প্রাণসংহার করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার বীরত্বগৌরব রক্ষিত হয় নাই। তাঁহার কর্মে কোনো কোনো রাজপুরুষ সে সময়ে উত্তেজনাপ্রযুক্ত সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে*, কিন্তু তিনি স্বদেশের সকলের নিকটে প্রশংসা লাভ করিতে পারেন নাই। উত্তেজনার সময়ে যাঁহারা এ জন্য আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, ধীরতার সময়ে তাঁহারাও দুঃখিত হইয়াছিলেন। কর্নেল মালিসন্ সাহেব এ সম্বন্ধে এইভাবে লিখিয়াছেন,—'ইহা অপেক্ষা অধিকতর পাশবিক এবং অধিকতর অনাবশ্যক অত্যাচার আর হইতে পারে না। ইহা যেরূপ গুরুতর ভ্রম, সেইরূপ গুরুতর পাপের মধ্যে পরিগণিত। আমাদের শিবিরে এইরূপ জনরব উঠিয়াছিল যে, এইসকল রাজকুমার মে মাসে আমাদের স্বদেশীয় নরনারীদিগের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন, কিন্তু এই অপরাধ প্রতিপন্ন করিবার জন্য কোনোরূপ প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই। বিচারালয়ে এই সকল বিষয় প্রকাশিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। যদি প্রমাণের বলে কুমারেরা অপরাধী হইতেন, তাহা হইলে, তাঁহাদের যথোপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে বলিয়া, ইংলণ্ডের লোকে সন্তোষ প্রকাশ করিত। কুমারেরা আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, অনুচরদলের মধ্যে কেহই তাঁহাদিগকে বিমুক্ত করিতে চেষ্টা করে নাই, যখন হড্‌সন্ সাহেব তাঁহার বধ্য জীবদিগকে গাড়ি হইতে নামিয়া গায়ের কাপড় খুলিতে বলেন, তখন কেহই কোনোরূপ উত্তেজনার চিহ্ন দেখায় নাই। যাঁহার সাহস ও দৃঢ়তা অপেক্ষাকৃত অল্প, তিনি চারিদিকে বহুসংখ্যক লোক দেখিয়া, হয় তো নৈরাশ্যে অধীর হইয়া, বন্দীদিগের প্রাণ সংহার করিতেন। কিন্তু কাপ্তেন হড্‌সনের

---

* পঞ্জাবের প্রধান বিচারক (পরে অযোধ্যার প্রধান কমিশনর) রবার্ট মণ্টোগোমারি সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়া, কাপ্তেন হড্‌সনের নিকটে পত্র লিখিয়াছিলেন।— *Twelve Years in India, p. 316, note., Comp. Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 449.*

Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

প্রত্যেক ধমনী যেন লৌহময় ছিল। তাঁহার বুদ্ধিবৈকল্যও ঘটে নাই। দিল্লীর ভূপতিকে বধ করিবার আদেশ না পাওয়াতে হড্‌সন দুঃখিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পাশবিক প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করা আবশ্যক হইয়াছিল। তিনি এইরূপ ভীরুজনোচিত নরহত্যায় উহার তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন।

'নিতান্ত দুঃখের বিষয়ে যে, হড্‌সন্ তাঁহার প্রবৃত্তির উত্তেজনার বশীভূত হইয়া, এই কাজ করিয়াছিলেন। ন্যায়ের সম্বন্ধে ইহা দুঃখজনক, যেহেতু এইরূপ নরহত্যা নিতান্ত অনাবশ্যক কর্ম। সাধারণের সম্বন্ধে ইহা দুঃখের বিষয়, যেহেতু প্রকাশ্যভাবে রাজকুমার-দিগের বিচার হইলে ঘটনাপ্রসঙ্গে অনেক রহস্য সাধারণের গোচর হইবার সম্ভাবনা ছিল। হড্‌সনের সুনামের বিষয়ে ইহা শোচনীয়, যেহেতু লোকের শোণিত উষ্ণ থাকিলে যদিও এইরূপ কার্যে তাঁহাদের দৃক্‌পাত হয় না বটে, কিন্তু শেষে যখন তাঁহারা প্রকৃতিস্থ হইবেন, তখন হড্‌সন্ তাঁহাদের নিকটে চিরকালের জন্য চিহ্নিত পুরুষ বলিয়া পরিচিত হইবেন। উপস্থিত বিদ্রোহের ইতিহাসে তাঁহার নামের সহিত যে সকল ঘটনার সংস্রব আছে, এই ঘটনা অপেক্ষা তাহার কিছুই অধিকতর কষ্টের উদ্দীপক নহে*।'

কে সাহেবও এইভাবে আপনার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এই ঐতিহাসিক উল্লেখ করিয়াছেন,—'তিনি (কাপ্তেন হড্‌সন্) আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া, ২৩শে সেপ্টেম্বর লিখিয়াছিলেন—"আমি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তৈমুরের বংশের প্রধান ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে কাজ শেষ করিয়া ফেলিয়াছি। আমি নিষ্ঠুর নহি। কিন্তু আমি স্বীকার করি যে, পৃথিবীকে এই সকল নরপিশাচগণ হইতে বিমুক্ত করিবার সুযোগ ঘটাতে আমার আহ্লাদের সঞ্চার হইয়াছে।"…হড্‌সন্ সাহেব এই নরহত্যায় আমোদ লাভ করিয়াছিলেন, এবং ইহা মনে করিয়া গর্বিত হইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার কোনোরূপ কষ্টবোধ হয় নাই। তিনি ইহার সমর্থন করাও আবশ্যক বোধ করেন নাই। কিন্তু তাঁহা অপেক্ষা অধিকতর সাধুভাবসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ রাজকুমারদিগের নিধন সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্থাপন করিতে পারেন, এজন্য তিনি এই দুইটি যুক্তি দেখাইয়াছিলেন—প্রথমতঃ সেনাপতি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, বন্দীদিগের জন্য তিনি বিরক্ত হইতে ইচ্ছা করেন না। দ্বিতীয়তঃ, যদি তিনি বন্দীদিগকে বধ না করিতেন, তাঁহাদের অনুরক্ত লোক তাঁহাকে বধ করিত। কিন্তু রাজকুমারদিগকে কিছুমাত্র বিচারবিতর্ক না করিয়াই, বধ করিতে হইবে, সেনাপতি উইল্‌সন্ এরূপ আভাস দেন নাই। তিনি সম্ভবতঃ এইভাবে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহা-দিগকে দেওয়ানি-বিভাগের কর্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। দ্বিতীয় যুক্তি অপেক্ষাকৃত প্রবল। কিন্তু লোকে সে সময়ে নিতান্ত নির্জীব ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা হড্‌সনের আদেশে হুমায়ুনের সমাধিক্ষেত্রে অস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়াছিল; ইহাতে তাহাদের দুর্বলতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

'…প্রকৃত কথা এই যে, দিল্লী অধিকারের সময়ে যখন আমাদের লোকের শোণিত

---

* *Malleson, Indian Mutiny Vol. II, pp. 80-81.*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ক্রোধে ও ঘৃণায় উষ্ণ হইয়াছিল, এবং শত্রুপক্ষের অসংখ্য অত্যাচার মনে হওয়াতে যখন তাহাদের মুখে লজ্জা ও বিরাগের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছিল, তখন আমাদের ভারতপ্রবাসী স্বদেশীয়দিগের মধ্যে যাঁহারা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টগুণসম্পন্ন ও জ্ঞানী, তাঁহারা প্রথমে উত্তেজনার আবেগে যাহার অনুমোদন করিয়াছিলেন, শেষে প্রশান্তভাবের সময়ে তাহারই জন্য দুঃখিত হইয়াছিলেন। যদিও একসময়ে কাপ্তেন হড্‌সনের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, সমগ্র জাতি ইহাতে আহ্লাদিত হইবে, তথাপি আমি নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলিতে পারি যে, ইংলণ্ডের লোকে এজন্য ঘৃণার সহিত সাতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল। কেহ ইহার অনুমোদন করিয়াছে, আমি তাহা শুনি নাই ; অধিক কি, কেহ ইহার সমর্থন করিয়াছে, তাহাও আমার শ্রুতিপ্রবিষ্ট হয় নাই* ।'

ঐতিহাসিক মার্টিন সাহেবও এই বিষয়ের অনুমোদন করেন নাই**। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, লর্ড রবার্ট্‌স্‌ উপস্থিত সময়ে দিল্লীর সৈনিক-দলে ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,—'আমি অপরাপর লোকের সহিত দিল্লীর ভূপতিকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তাঁহাকে যার-পর-নাই দুর্দশাগ্রস্ত বোধ হইয়াছিল। ফিরিয়া আসিবার সময়ে ভূপতির দুইটি পুত্র এবং একটি পৌত্রের শব দেখিয়া চমকিত হইয়াছিলাম। উহা কোতওয়ালির সম্মুখে পাথরের বেদীর উপর পড়িয়া রহিয়াছিল***।' ইহার পর তিনি এই শাহজাদাদিগের নিধনের বিবরণ দিয়া, তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

সে সময়ে ইংরেজদিগের অনেক এরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, একজন সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন,—'স্ত্রীলোক এবং বালক-বালিকাদিগের জীবনরক্ষা করিতে হুকুম দেওয়া সেনাপতির ভুল হইয়াছিল। ইহারা মনুষ্য নহে—দানব বা বন্যজন্তু। ইহাদিগকে কুকুরের মতো মারিয়া ফেলাই উচিত****।' ২১শে সেপ্টেম্বর দিল্লীর যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল এই লেখক তাহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন,—'সমুদয় বিদ্রোহী দিল্লী ছাড়িয়া গিয়াছিল। আমাদের সৈনিকগণ ব্যতীত অতি অল্প লোককেই নগরে দেখিতে পাওয়া যাইত। যখন আমাদের সৈন্য নগরে প্রবেশ করে, তখন যে সকল লোককে পাওয়া গিয়াছিল, তাহাদের সকলকেই সঙ্গীনে বধ করা হইয়াছিল। কোনো কোনো ঘরে ৪০।৫০ জন লুকাইয়াছিল। ইহাতেই আপনি বুঝিতে পারেন যে, নিহত লোকের সংখ্যা কত অধিক। ইহারা বিদ্রোহী নহে, নগরের অধিবাসী। ইহাদের আশা ছিল যে, আমাদের সর্বপ্রকার কঠোরতাশূন্য শাসনে ইহাদিগকে ক্ষমা করা হইবে। আমি আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে, ইহারা এ বিষয়ে হতাশ হইয়াছিল। …বিজয়ী সৈনিকেরা দুইদিন পর্যন্ত দিল্লীতে এইরূপ যথেচ্ছাচারের পরিচয় দেয়। নরহত্যা ও

* *Kaye, Sepoy War, Vol. III, pp. 652-54.*

** *Martin, Indian Empire. Vol. II, p. 448.*

*** *Lord Roberts, Forty-One Years in India. Vol. 1, pp. 249-50.*

**** *Martin, Indian Empire. Vol. II, p, 449.*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

সম্পত্তি বিলুণ্ঠন তাহাদের প্রধান কর্তব্যকর্মের মধ্যে পরিগণিত হয়*। এই সময়ে বিলাতের বিখ্যাত টাইম্স নামক সংবাদপত্রের বোম্বাইস্থিত সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন, 'যে-দিন নাদির শাহ চাঁদনি চকের ক্ষুদ্র মস্‌জিদে থাকিয়া, অধিবাসীদিগকে নিহত হইতে দেখিয়াছিলেন, সেই দিনের পর হইতে শাহজাহানের নগরে এইরূপ দৃশ্য লোকের দৃষ্টিপথবর্তী হয় নাই**।'

* বিলুণ্ঠিত সম্পত্তির সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল। একজন ইংরেজ এ সময়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বয়ং দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, রাইফল্ নামক দলের একজন সৈনিক বিলুণ্ঠিত সম্পত্তি এবং পারিতোষিকে দশ হাজার টাকারও অধিক লইয়া ইংলণ্ডে যাইবে।—*Times, November 21st, 1858, quoted in the Indian Empire. Vol. II, p. 449, note.*

সৈনিকদিগের ন্যায় ইংরেজপক্ষের সাধারণ লোকেও বিলুণ্ঠনে প্রমত্ত ছিল। লর্ড রবার্টস লিখিয়াছেন,—'যখন আমি অশ্বারোহণে কাশ্মীরতোরণ দিয়া আমার কার্যে যাইতেছিলাম, তখন দেখিলাম, পথের পার্শ্বে একখানি ডুলি রহিয়াছে, বেহারা নাই; স্পষ্ট বোধ হইল, উহাতে আহত লোক রহিয়াছে। আমি দেখিবার জন্য অশ্ব হইতে নামিলাম; যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার যুগপৎ দুঃখ ও ভয় হইল। ব্রিগেডিয়ার জন নিকল্‌সন্ আহত হইয়া, ডুলির মধ্যে ছিলেন। তিনি আমাকে কহিলেন যে, বেহারারা ডুলি নামাইয়া লুঠতরাজ করিতে গিয়াছে। তাঁহার অতিশয় কষ্ট হইতেছে, তাঁহাকে হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। তিনি ডুলিতে পিঠ দিয়া শুইয়াছিলেন; আঘাত দেখা যাইতেছিল না। আমি কহিলাম, আঘাত, বোধ-হয়, গুরুতর হয় নাই। তিনি উত্তর করিলেন—আমি মরিতেছি। আমার আর কোনো আশা নাই। ঈদৃশ মহৎ ব্যক্তিকে এইরূপ অসহায় এবং এইভাবে মৃত্যুমুখে পতিতপ্রায় দেখিয়া, আমার অসহনীয় কষ্ট হইল। আমার চারিদিকে অনেক লোক মরিতেছিল; আমার বন্ধুগণ—সহযোগিগণ আমারই পার্শ্বে দেহত্যাগ করিতেছিলেন, তখন আমার মনের অবস্থা এরূপ হয় নাই। সে সময়ে বোধ হইয়াছিল যে, নিকল্‌সন্‌কে হারাইলে সকলই হারাইতে হইবে।

ডুলির বেহারাগণ পল্টনের পরিচারক ও অনুচরদিগের সহিত নিকটবর্তী বাড়ি, এবং দোকানপাট লুঠ করিতেছিল। ইহারা যাহা কিছু হাতে পাইতেছিল, তাহাই লুঠিয়া লইতে ছিল। আমি কষ্টে চারিজন বেহারা সংগ্রহ করিলাম, ৬১-সংখ্যক দলের একজন সার্জেণ্টের (এক শ্রেণীর সৈনিক) নাম লিখিয়া লইলাম, তাহাকে ডুলির মধ্যে কে আছেন, জানাইয়া, উক্ত ডুলি হাসপাতালে লইয়া যাইতে বলিলাম। নিকল্‌সনের সহিত এই আমার শেষ দেখা। আমি কয়েক বার হাসপাতালে গিয়া, তাঁহার বিষয়ে, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহাকে আর দেখিবার অনুমতি পাই নাই।—*Lord Roberts, Forty-one Years in India, Vol. I, p. 236.*

** *Bombay Correspondent, Times, November 16th, 1857, quoted in the Indian Empire. Vol. II, p. 45o.*

Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

চিত্তে এবং একান্ত কাতরভাবে উচ্ছৃঙ্খল, সৈনিকগণে পরিপূর্ণ বিপত্তিময় নগরে বাস করিতেছিল, তাহাদের জীবনের দিকে দৃষ্টি রাখা এ সময়ে ইংরেজ সৈনিক-পুরুষদিগের একান্ত কর্তব্য ছিল। কিন্তু এই পবিত্র কর্তব্যের পালনে সকলে সমভাবে মনোযোগী হয় নাই। প্রচণ্ড বিপ্লবের সংঘাতে অসৎ ব্যবস্থার সহিত অনেক সৎ ব্যবস্থাও বিলুপ্ত হয়। উদ্ধত লোকের সহিত অনেক নিরীহ লোকেরও শোণিতপাত হইয়া থাকে। প্রায় সকল দেশের বিপ্লবেই এই ভয়াবহ মারাত্মকভাবের নিদর্শন লক্ষিত হয়। দিল্লীর বিপ্লবে ইহা বিশিষ্টরূপে লক্ষিত হইয়াছিল। যাহারা কোনোরূপে শান্তির ব্যাঘাত জন্মায় নাই, ইংরেজ-সৈনিকের সঙ্গীনে তাহাদের হৃদয় বিদ্ধ, তরবারিতে দেহ বিচ্ছিন্ন বা বন্দুকের গুলিতে মস্তিষ্ক বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। দিল্লীর প্রাচীরের মধ্যে যাহারা বাস করিতেছিল, তাহারা সকলেই এখন ইংরেজ-পক্ষের ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় সৈনিকদিগের নিকটে শত্রু। সুতরাং বধ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল*। শান্ত-অশান্ত, উদ্ধত ও অনুদ্ধত, অপরাধী ও নিরপরাধ, সকলকেই সমভাবে এই মহাপাপের ফলভোগ করিতে হইয়াছিল। দিল্লীর অধিকারের পর প্রথম কয়েকদিন এবরূপে নিরীহ, নির্দোষ লোক বন্দুকের গুলিতে বা অন্যরূপে মৃত্যুমুখে পাতিত হয়। সাহস ও রণকৌশলে প্রসিদ্ধ ইংরেজ বীর-পুরুষগণের মধ্যে অনেকে এই নিন্দনীয় কর্মের ভার স্বয়ং গ্রহণ না করিলেও, উহার অনুমোদন করিতে সংকুচিত হন নাই**। যুদ্ধে যাহারা বিকলাঙ্গ এবং রোগে যাহারা একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের প্রতিও এ সময়ে দয়া প্রদর্শিত হয় নাই। বিপক্ষগণ প্রায় একশত আহত ও রুগ্ন সিপাহিকে আপনাদের শিবিরে ফেলিয়া গিয়াছিল। কাপ্তেন হডসনের সৈনিকেরা এই নিঃসহায় জীবদিগের সকলকেই বধ করে। কতকগুলি আহত সিপাহী মোগলের প্রসিদ্ধ দরবারগৃহের বারান্দায় শুইয়াছিল। ইংরেজের সঙ্গীনের আঘাতে ইহাদের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। একজন ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার এই সময়ে লিখিয়াছিলেন,—'তরবারির আঘাতে একজন সিপাহির দুইহাত কাটা গিয়াছিল, শরীরে বন্দুকের গুলি প্রবিষ্ট হইয়াছিল। পেটের দুইস্থানে সঙ্গীনের আঘাত লাগিয়াছিল। এই ব্যক্তি তখনও জীবিত ছিল। একজন ইংরেজ-সৈনিক বন্দুকের গুলিতে এইরূপ দুর্দশাগ্রস্ত এবং এইরূপ নিঃসহায় ও নিরবলম্ব লোকেরও মস্তিষ্ক বাহির করিয়া দেয়। ইহা দেখিয়া আমার যে কিরূপ ঘৃণা ও লজ্জার উদ্রেক হইয়াছিল, তাহা বলিবার নয়***।' কিন্তু সৈনিকেরা এতদ্দেশীয় মহিলাদিগের প্রতি কোনোরূপ অত্যাচার করে নাই। অজ্ঞাতসারে কোনো কোনো নারীর উপর গুলি নিক্ষিপ্ত হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞাতসারে কোনোরূপ অত্যাচার ঘটে নাই। পক্ষান্তরে উত্তেজিত মুসলমানেরা মস্‌জিদ প্রভৃতি নিভৃত স্থলে লুক্কায়িতভাবে থাকিয়া ইংরেজ-সৈন্যের উপর গুলি চালাইয়াছিল। ইহাদের নিক্ষিপ্ত গুলিতে কতিপয় ইংরেজ ও এতদ্দেশীয় সৈনিকের প্রাণান্ত হয়। ইহাদের

* *Lord Roberts, Forty One years in India, Vol. I, p. 245.*

** *Kaye, Sepoy War, Vol. III, p. 636.*

*** *Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 445.*

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

আত্মগোপনের স্থল বিধ্বস্ত এবং ইহারা ধৃত ও নিহত হয়। এই ঘটনায় দিল্লীর লোকে এরূপ শঙ্কিত হয় যে, অতঃপর কেহ ইংরেজ-পক্ষের কোনো ব্যক্তির প্রাণনাশের চেষ্টা করে নাই।

দিল্লীর প্রাসাদ অধিকৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখন বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ ইংরেজের হস্তে পতিত হন নাই। ১৪ই সেপ্টেম্বর তাঁহার রাজধানী আক্রান্ত হয়। ১৯শে সেপ্টেম্বর রাত্রিতে ইংরেজ যখন চাঁদনির চক প্রভৃতি অধিকার করেন, তখন সেনাপতি বখত খাঁ আর কোনো উপায় না দেখিয়া, পলায়নে কৃতসংকল্প হন। তিনি প্রাসাদে গিয়া, বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে কহেন যে, যদিও তাঁহার রাজধানী বিপক্ষের হস্তে পতিত হইয়াছে, তথাপি এখনো অনেক স্থানে তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির পথ সুগম রহিয়াছে। তাঁহার নামে এবং তাঁহার উপস্থিতিতে অনেকে উৎসাহযুক্ত হইয়া বিপক্ষদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইবে। সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস-লেখক কর্নেল মালিসন এ সম্বন্ধে এইভাবে লিখিয়াছেন যে, যদি বাহাদুর শাহ আপনার পূর্বপুরুষ বাবর বা হুমায়ুন অথবা আকবরের ন্যায় দৃঢ়তাসম্পন্ন ও উদ্যমশীল হইতেন, তাহা হইলে বখত্ খাঁর অনুরোধ ব্যর্থ হইত না। কিন্তু বাহাদুর শাহের কিছুমাত্র তেজস্বিতা বা দৃঢ়তা ছিল না। বার্ধক্যে তিনি একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। যুদ্ধের সময়ে তিনি সম্ভবতঃ অপরের হস্তে ক্রীড়া-পুত্তল-স্বরূপ রহিয়াছিলেন। অবরোধের সময়ে সিপাহিদিগের অধিনায়কেরা তাঁহার উপর কর্তৃত্ব করিত। তাহাদের পরাজয়ের সঙ্গে এই কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হয়*।

ইংরেজ ঐতিহাসিক এইভাবে বৃদ্ধ বাহাদুর শাহের দুরবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন। বখত্ খাঁ বিফলমনোরথ হইলেন। তিনি পরদিন দেখা করিবেন বলিয়া, বাহাদুর শাহের নিকটে বিদায় লইলেন। এই সময়ে অন্য এক প্রধান ব্যক্তি কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ইনি বখত্ খাঁর পথে না গিয়া, বৃদ্ধ বাহাদুরকে আপনার দিকে রাখিতে উদ্যত হইলেন।

মীর্জা এলাহি বক্স বাহাদুর শাহের আত্মীয় ছিলেন। ভূপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা বখতের সহিত ইহাঁর কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। বখত্ খাঁ চলিয়া গেলে এলাহি বক্স বৃদ্ধ ভূপতিকে আপনার বাড়িতে আনিলেন। এইস্থানে তিনি ভূপতিকে বুঝাইলেন যে, উত্তেজিত সিপাহিদিগের সঙ্গে তাঁহার যাওয়া উচিত নহে, গেলে তাঁহার পরাজয় এবং অনিষ্ট ঘটিবে। দুর্দশাগ্রস্ত বৃদ্ধ তাঁহার কথা শুনিলেন। অতঃপর তিনি এলাহি বক্সের বাড়ি হইতে জীনৎ মহল ও তাঁহার পঞ্চদশবর্ষ বয়স্ক পুত্রের সহিত হুমায়ুনের সমাধিভবনে উপনীত হইলেন। তিনি রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া দুঃখ ও দুর্গতির একশেষ ভোগ করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, মন্ত্রিদিগের ষড়যন্ত্রে রাজভোগের সুখ হইতে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহাদের দেহ এই স্থানের মৃত্তিকাগর্ভে শায়িত রহিয়াছিল। হুমায়ুন ব্যতীত গাজিউদ্দীন কর্তৃক নিহত দ্বিতীয় আলমগীর এইস্থানে রহিয়াছিলেন। এখন এইস্থানে সর্বশেষ মোগল ভূপতিরও যাবতীয় আশার অবসান হইল।

---

* *Malleson, Indian Munity, Vol. II, p. 72,*

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:18 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

পূর্বে রজীব আলীর কথা বলা হইয়াছে। এই ব্যক্তি হডসন সাহেবের দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ ছিল। দিল্লীর কোথায় কি হইতেছে, বিশ্বস্ত রজীব আলী তাহার সংবাদ লইয়া, হডসন সাহেবকে জানাইত। এ সময়ে দিল্লীর অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইংরেজদিগের পক্ষে ছিলেন। মুন্সী জীবনলাল এই দুঃসময়ে ইংরেজের যথোচিত উপকার করিয়াছিলেন*। যাহা হউক বৃদ্ধ ভূপতি হুমায়ুনের সমাধিক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতেছেন শুনিয়া, রজীব আলী মীর্জা এলাহি বক্সকে কহিল যে. তিনি যেন চব্বিশ ঘণ্টাকাল ভূপতিকে ঐ স্থানে রাখেন। এলাহি বক্স দেখিয়াছিলেন যে, ইংরেজের পরাক্রম অনিবার্য। তাঁহাদের জয়লাভ হইয়াছে। এ সময়ে ভূপতিকে ইংরেজের হস্তে সমর্পণ করিতে পারিলে, তিনি বিজয়ী ইংরেজের সন্তোষসাধনে সমর্থ হইবেন। সুতরাং রজীব আলীর সহিত তাঁহার সহজেই সম্মিলন ঘটিল। তিনি রজীব আলীর কথায় সম্মত হইলেন। এ দিকে রজীব আলী কাপ্তেন হডসনকে এই সংবাদ দিল। হডসন সাহেব অবিলম্বে ভূপতিকে ধরিবার জন্য সেনাপতি উইলসনের অনুমতি চাহিলেন। সেনাপতি এই বলিয়া অনুমতি দিলেন যে, ভূপতির প্রতি যেন কোনোরূপ অসৎ ব্যবহার এবং তাঁহার জীবনের যেন কোনোরূপ হানি না করা হয়। কাপ্তেন হডসন তাঁহার পঞ্চাশজন মাত্র সৈন্য লইয়া, রজীব আলীর সহিত অশ্বারোহণে হুমায়ুনের সমাধিক্ষেত্রের অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

নির্দিষ্ট স্থলের নিকটে উপনীত হইয়া, কাপ্তেন হডসন আপনার সৈনিকদিগকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলেন। অতঃপর রজীব আলী এবং তাহার একজন সহচর জীন্নৎ মহলের নিকটে গমন করিল। দুই ঘণ্টাকাল উদ্বিগ্নভাবে চরের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার উদ্বেগ দূর হইল। জীন্নৎ মহল দেখিয়াছিলেন যে, যদি তাঁহাদের জীবন রক্ষা হয়, তাহা হইলে এ সময়ে আত্মসমর্পণ করাই শ্রেয়ঃ। তিনি এ বিষয়ে ভূপতিকে সম্মত করাইয়াছিলেন। সুতরাং রজীব আলীর অভীষ্ট সিদ্ধ হইল! রজীব আলী আসিয়া সংবাদ দিল, হডসন যদি নিজমুখে বলেন যে, গবর্নমেণ্ট ভূপতিকে কোনোরূপে বিপদগ্রস্ত করিবেন না, তাহা হইলে তিনি আত্মসমর্পণ করিবেন। কাপ্তেন হডসন সম্মত হইলেন।

অবিলম্বে বস্ত্রাচ্ছাদিত যানে জীন্নৎ মহল বহির্গত হইলেন। তরুণ বয়স্ক জোয়ান বখত্ তাঁহার অনুগমন করিলেন! তাহার পর বৃদ্ধ ভূপতির পালকি ধীরে ধীরে আসিতে লাগিল। কাপ্তেন হডসন নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে লইয়া, ইহাঁদের প্রতীক্ষায় সমাধি-ভবনের দ্বারদেশে উপস্থিত ছিলেন। তৈমুরের বংশধর এখন ভীতচিত্তে, কাতরভাবে তাঁহার নিকটে সমাগত হইলেন। এই দৃশ্য মানবের প্রধান শিক্ষার বিষয়। যাঁহারা মোগলের ক্ষমতা, মোগলের আধিপত্য, মোগলের সমৃদ্ধি, মোগলের সুখ-সৌভাগ্যের বিষয় ভাবিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা এইদৃশ্যে নশ্বর মানবের অদৃষ্টচক্রের অভাবনীয় আবর্তন দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। লোকে যাঁহার নামে সর্ববিষয়ে উৎসাহিত হইত, যাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শনে ব্যগ্র হইয়া উঠিত, যাঁহার গৌরবে আপনাদিগকে গৌরবযুক্ত বোধ করিত, বার্ধক্যে

* *A Short account ot the Life of Rai Jeewanlal, Bahadur. By his son,*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ঘটনাবলির অভিঘাতে, সর্বোপরি অনিবার্য নিয়তির অপরিবর্তনীয় বিধানে যিনি পূর্বতন ক্ষমতা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। যিনি অপরের ক্ষমতা ও উৎসাহের অদ্বিতীয় অবলম্বন-স্বরূপ ছিলেন, তিনি এখন প্রীতিময়ী প্রণয়িনী, পরম স্নেহাস্পদ পুত্র এবং আপনার জীবনভিক্ষার জন্য সাতিশয় দীনভাবে একটি অধস্তন ইংরেজ সৈনিক-পুরুষের নিকটে সমাগত হইলেন। যাঁহার উদ্দেশে একসময়ে 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' ধ্বনিতে চারিদিক পরিপূর্ণ হইত, সেই মহাপরাক্রান্ত, সর্বজনমান্য সম্রাটের বংশধর এখন এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় পাতিত হইলেন। লোকে ইংরেজের অসীম শক্তিতে স্তম্ভিত হইল। বৃদ্ধ ভূপতির বহুসংখ্যক অনুচর কোনোরূপে বাধা না দিয়া সেই মহাশক্তির নিকটে ভীতিবিহ্বলচিত্তে মস্তক অবনত করিল।

কাপ্তেন হড্‌সন্, বাহাদুর শাহকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে কহিলেন। ভূপতি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি হড্‌সন্ সাহেব কি না? এই প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর প্রদত্ত হইল। অতঃপর ভূপতি তাঁহার এবং তদীয় স্ত্রী ও পুত্রের জীবনরক্ষা সম্বন্ধে যে প্রতিশ্রুতি করা হইয়াছিল, হড্‌সন্ সাহেবকে তাহা নিজমুখে বলিতে অনুরোধ করিলেন। অনুরোধ রক্ষিত হইল। এই সময়ে হড্‌সন্ সাহেব দৃঢ়তার সহিত কহিলেন যে ভূপতি যদি পলায়নের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে কুকুরের মতো মারিয়া ফেলিবেন*। ভূপতি অতঃপর কাপ্তেন হড্‌সনের হস্তে দুইখানি তরবারি সমর্পণ করিলেন। কাপ্তেন হড্‌সন উহা আপনার আরদালির হস্তে দিলেন। অনন্তর বাহাদুর শাহ, জীনৎ মহল এবং জোয়ান বখ্‌তকে নগরে আনা হইল। ইহাঁদের পালকির পার্শ্বে বহুসংখ্যক অনুচর ছিল। ইহারা ক্রমে সরিয়া গেল। দিল্লীর প্রসিদ্ধ চাঁদনি চক দিয়া যখন পালকি যাইতে লাগিল, তখন লোকে বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া নির্বাকভাবে উহার প্রতি দৃষ্টিযোজনা করিয়া রহিল। ভূপতি স্ত্রীপুত্রের সহিত নগরে সমানীত এবং প্রধান সিবিল কর্মচারী সণ্ডার্স সাহেবের হস্তে সমর্পিত হইলেন।

কাপ্তেন হড্‌সন্ যদি ধীরভাবে ও সৌজন্যসহকারে ভূপতিকে বন্দী করিতেন এবং তাঁহার কার্য যদি ঐখানেই পরিসমাপ্ত হইত, তাহা হইলে তিনি ইতিহাসে সম্মান লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি কর্তব্য সম্পাদনে ধীরতা ও সৌজন্যের পরিচয় দিতে পারেন নাই। ইংরেজ ঐতিহাসিক এ সম্বন্ধে এইভাবে লিখিয়াছেন,—"বাহাদুর শাহকে কুকুরের মতো গুলি করিয়া মারিতে বা কসাইখানার ষাঁড়ের মতো নিপাতিত করিতে আদেশ দিতে এই সাহসী সৈনিকের হৃদয় উৎফুল্ল হইতে পারে। কিন্তু তাঁহাকে তদীয় প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম সম্পাদন করিতে দেওয়া হয় নাই। তাঁহার বন্দী শোচনীয়-দশাগ্রস্ত এবং অক্ষম, বৃদ্ধ পুরুষ। ইনি কুপরামর্শে পরিচালিত ও ঘটনাস্রোতে-ভাসমান হইয়াছিলেন। ঐ স্রোত সংযতভাবে রাখিতে ইহাঁর কোনো ক্ষমতা ছিল না। তাঁহার নামে অনিষ্টকর কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এইরূপ ক্ষীণপ্রাণ জীবের প্রতি পাশবিক অত্যাচার করা,

* *Hudson, Twelve Years in India, p. 506.*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:21 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

নারীহত্যা অপেক্ষা অধিকতর পুরুষোচিত কর্ম নয়*।' অন্য একজন ঐতিহাসিকও কাপ্তেন হড্‌সনের এইরূপ ব্যবহারের নিন্দা করিয়াছেন। কাপ্তেন হড্‌সন্ ভূপতির প্রতি অসম্মান প্রদর্শনে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এইরূপ প্রতিষেধের প্রতি মনোযোগী হন নাই**। হড্‌সন্ সাহেব নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, ভূপতি বৃদ্ধ এবং অক্ষম। তাঁহার নামে তদীয় পুত্রেরা অসভ্যজনোচিত অত্যাচার করিয়াছিল। তথাপি কাপ্তেন হড্‌সন্ এই বৃদ্ধ এবং অক্ষম ব্যক্তিকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় আনিতে চাহিয়াছিলেন***। তিনি বাহাদুর শাহের নিকটে যে তরবারি পাইয়াছিলেন, তাহার একখানি পরাক্রান্ত নাদির শাহের ছিল। আর একখানি সম্রাট্ জাহাঙ্গীর ব্যবহার করিতেন। কাপ্তেন হড্‌সন্ দ্বিতীয়খানি শ্রীশ্রীমতী মহারানীকে উপহার দিবার জন্য রাখিলেন****।

কিন্তু কাপ্তেন হড্‌সনের মৃগয়ানুরাগ ইহাতেই অন্তর্হিত হইল না। এখনও বৃদ্ধ ভূপতির পুত্রগণ অথবা নিকট আত্মীয়গণ লুক্কায়িতভাবে ছিলেন। হড্‌সন্ সাহেব, বিশ্বস্ত চর—একচক্ষু রজীব আলীর নিকটে ইহাঁদের সংবাদ পাইলেন। এ দিকে এলাহি বক্স ইহাঁদিগকে বন্দী করিবার আয়োজন করিলেন। এই উভয় ব্যক্তি দিল্লীর সম্রাট্-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এবং দিল্লীর সম্রাটের সহিত আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ ছিল। এখন এই দুইজনই তাহাদের আত্মীয়দিগের অধোগতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল*****। তিনজন শাহজাদা—মীর্জা খাজের সুলতান মীর্জা মোগল, এবং মীর্জা আবুবখর, বৃদ্ধ মোগল ভূপতির অবরোধের স্থল—সমাধিভবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন. কাপ্তেন হড্‌সন্ ইহাঁদিগকে ধরিবার জন্য সেনাপতি উইল্‌সনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। সেনাপতি কাপ্তেন হড্‌সনের প্রকৃতি জানিতেন। সুতরাং তিনি অনুমতি দিতে দোলায়মান-চিত্ত হইলেন, শেষে সেনানায়ক নিকল্‌সনের আগ্রহে অনেক কষ্টে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত অনুমতি দিলেন। কাপ্তেন হড্‌সন্ একশত সৈনিক পুরুষ এবং তাঁহার সহযোগীর সহিত পুনর্বার হুমায়ুনের সমাধিভবনের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। রজীব আলী ও এলাহি বক্স অশ্বারোহণে উক্ত স্থলে গমন করিল। শাহজাদাদিগের মুক্তির কোনো উপায় রহিল না। ইহাঁদের অনেকগুলি সশস্ত্র অনুচর ঐ স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। সর্বাপেক্ষা সাহসিক শাহজাদা আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে চাহিলেন। কিন্তু এই প্রস্তাব অপর দুইজনের মনঃপূত হইল না। বৃদ্ধ পিতার দৃষ্টান্ত ইহাঁদিগকে জীবনরক্ষার জন্য কাপ্তেন হড্‌সনের নিকটে করুণাভিক্ষায় প্রবর্তিত করিল। দুই ঘণ্টাকাল ইহাঁরা বিজেতার নিকটে কাতরভাবে এইরূপ প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু কাপ্তেন হড্‌সন কিছুতেই এই প্রার্থনাপূরণে সম্মত হইলেন না। অবশেষে তিনজন শাহজাদা বিজেতার মহানুভবতার উপর নির্ভর করিয়া, আত্মসমর্পণে প্রস্তুত হইলেন।

---

* *Kaye, Sepoy War. Vol. III pp. 647-48.*

** *Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 447.*

*** *Twelve Years in India, p. 300.*

**** *Ibid, pp. 301-08.*

***** *Kaye, Sepoy War, Vol. III, p. 649, note.*

Generated on 2019-02-07 14:20 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

যুদ্ধের মতে গোলাইত্ত বস্ত্রাচ্ছাদিত যানে তিনটি রাজকুমার আপনাদের অবস্থিতিস্থল হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহারা কাপ্তেন হড্সনের নিকটে আগমনপূর্ব্বক বাহিরে কোনোরূপ ভয়ের চিহ্ন না দেখাইয়া, কাপ্তেনকে গম্ভীরভাবে সেলাম করিয়া কহিলেন যে, অবশ্য আদালতে তাঁহাদের বিষয়ে রীতিমত বিচার হইবে। কাপ্তেন হড্সন্ প্রত্যভিবাদন করিলেন, কিন্তু কোনো উত্তর দিলেন না। তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, রাজকুমারগণ তাঁহাদের অসহায় বালক-বালিকা এবং কুলনারীর শোণিতপাত করিয়াছেন। সুতরাং তিনি তাঁহাদের শোণিতপানে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। বলবতী প্রতিহিংসার আবেগে তাঁহার কোমল মনোবৃত্তি এ সময়ে নিতান্ত অকার্য্যকর হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি সংপ্রথম অনুগমনকারী সমস্ত লোকদিগের অস্ত্রগ্রহণে উদ্যত হইলেন। এ সময়ে ইংরেজের ক্ষমতা দর্শনে লোকের সাহস অন্তর্হিত হইয়াছিল। লোকে সম্রাটের প্রাসাদে ইংরেজের জয়-পতাকা উড্ডীন দেখিয়াছিল, সুতরাং ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করা অসমসাহসিক কর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়াছিল। হড্সন্ সাহেব অনুচরদিগকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হইল। কাপ্তেনের সৈনিকেরা ইহাদের পরিত্যক্ত অস্ত্র, ঘোটক ও যানাদি প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একত্র করিল।

অবশেষে কাপ্তেন হড্সন্ চালকদিগকে নগরের অভিমুখে রথ চালাইতে আদেশ দিলেন। তাঁহার সৈনিক যানের পার্শ্বে যাইতে লাগিল। বহুসংখ্যক লোক নির্বাক্ভাবে ইহাঁদের অনুগমন করিল। রথ নগরের সমীপবর্ত্তী হইল। কাপ্তেন হড্সন্ আপনার সৈনিকদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক পার্শ্ববর্ত্তী লোক শুনিতে পায়, এইভাবে চীৎকার করিয়া কহিলেন, এই শাহজাদারা নরঘাতক। ইহারা আমাদের কুলমহিলা ও বালক-বালিকাদিগকে বধ করিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছানুসারে এখন ইহাদিগকে শাস্তিভোগ করিতে হইবে। ইহা কহিয়া, তিনি শাহজাদাদিগকে রথ হইতে নামিয়া, নিম্নভাগের গাত্রচ্ছদ খুলিতে আদেশ দিলেন। শাহজাদারা কম্পিতহৃদয়ে আদেশ পালন করিলেন। অবশেষে তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার রথে চড়িতে আদেশ দেওয়া হইল। অনন্তর কাপ্তেন হড্সন্ আপনার উদ্দেশ্যসাধনে উদ্যত হইলেন। তাঁহার সওয়ারগণ তদীয় আদেশ পালন না করিতে পারে, ইহা ভাবিয়াই হউক, অথবা তিনি স্বয়ং আততায়ী বধ করিয়া, প্রতিহিংসার তৃপ্তিতে আমোদিত হইবেন, এই ইচ্ছাতেই হউক, কাপ্তেন হড্সন্ একজন সওয়ারের হস্ত হইতে পিস্তল লইলেন এবং আপনার নিরস্ত্র বন্দীদিগকে নিজ হস্তে গুলি করিয়া বধ করিলেন। অতঃপর তিনি আপনার শিকার লইয়া হৃষ্টচিত্তে নগরে প্রবিষ্ট হইলেন। সাধারণে দেখিতে পায়, এই জন্য কোতওয়ালির সম্মুখে নিহত রাজকুমারদিগের দেহ রাখা হইল। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের আদেশে শিখগুরু তেগ বাহাদুরের বিচ্ছিন্ন দেহ যেস্থানে স্থাপিত হইয়াছিল, শাহজাদাদিগের শবও সেইস্থানে সাধারণের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইল। ইহাতে জিঘাংসু শিখগণ যেরূপ সন্তুষ্ট হইল, কাপ্তেন হড্সনের ন্যায় হিংসাশীল ইংরেজও সেইরূপ সন্তোষ লাভ করিলেন। শব কয়েক দিন কোতওয়ালিতে রহিল, অবশেষে উহা গলিত ও পূতিগন্ধময় হইলে স্বাস্থ্যের অনুরোধে স্থানান্তরিত ও সমাহিত হইল।

Digitized by Google   Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:20 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

কাপ্তেন হড্‌সন নিঃসন্দেহ প্রতিহিংসার আবেগে এই কর্ম করিয়াছিলেন, আত্মপক্ষের নিধনে যাহারা একান্ত সন্তাপিত হয়, তাহারা যদি আততায়ীর গুরুতর অপরাধের প্রতিশোধের জন্য একান্ত অধৈর্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহাদের নিকটে প্রায়ই কোমল মানসিকবৃত্তির সম্মান থাকে না। কাপ্তেন হড্‌সনের নিকটেও দয়া, মহানুভাবতা প্রভৃতির এইরূপ সম্মানহানি ঘটিয়াছিল। কাপ্তেন হড্‌সন্ সাহসী বীর পুরুষ। শাহজাদাদিগের একজনের প্রস্তাব যদি কার্যে পরিণত হইত, কাপ্তেন হড্‌সন্ যদি সম্মুখসমরে অরাতি নিপাত করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলিবার ছিল না। সর্বপ্রথম তিনি যে কার্য করিয়াছিলেন, তাহাতে তদীয় বীরত্বের নিদর্শন পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তিনি রাজকুমারদিগকে অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের সশস্ত্র অনুচরগণের নিরস্ত্রীকরণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি ঐ সকল অনুচরকে রাজকুমারদিগের যান হইতে দূরে রাখিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি যদি অবরুদ্ধদিগকে বৃদ্ধ ভূপতির ন্যায় রাজপুরুষের হস্তে সমর্পণ করিতেন, তাহা হইলে তদীয় অসামান্য-সাহসসহকৃত-বীরত্ব গৌরবান্বিত হইত। কিন্তু তিনি সাতিশয় নির্দয়ভাবে আপনার নিরস্ত্র, নিঃসহায় ও একান্ত নিরবলম্ব বন্দীদিগের প্রাণসংহার করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার বীরত্বগৌরব রক্ষিত হয় নাই। তাঁহার কর্মে কোনো কোনো রাজপুরুষ সে সময়ে উত্তেজনাপ্রযুক্ত সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে*, কিন্তু তিনি স্বদেশের সকলের নিকটে প্রশংসা লাভ করিতে পারেন নাই। উত্তেজনার সময়ে যাঁহারা এ জন্য আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, ধীরতার সময়ে তাঁহারাও দুঃখিত হইয়াছিলেন। কর্নেল মালিসন্ সাহেব এ সম্বন্ধে এইভাবে লিখিয়াছেন,—'ইহা অপেক্ষা অধিকতর পাশবিক এবং অধিকতর অনাবশ্যক অত্যাচার আর হইতে পারে না। ইহা যেরূপ গুরুতর ভ্রম, সেইরূপ গুরুতর পাপের মধ্যে পরিগণিত। আমাদের শিবিরে এইরূপ জনরব উঠিয়াছিল যে, এইসকল রাজকুমার মে মাসে আমাদের স্বদেশীয় নরনারীদিগের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন, কিন্তু এই অপরাধ প্রতিপন্ন করিবার জন্য কোনোরূপ প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই। বিচারালয়ে এই সকল বিষয় প্রকাশিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। যদি প্রমাণের বলে কুমারেরা অপরাধী হইতেন, তাহা হইলে, তাঁহাদের যথোপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে বলিয়া, ইংলণ্ডের লোকে সন্তোষ প্রকাশ করিত। কুমারেরা আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, অনুচরদলের মধ্যে কেহই তাঁহাদিগকে বিমুক্ত করিতে চেষ্টা করে নাই, যখন হড্‌সন্ সাহেব তাঁহার বধ্য জীবদিগকে গাড়ি হইতে নামিয়া গায়ের কাপড় খুলিতে বলেন, তখন কেহই কোনোরূপ উত্তেজনার চিহ্ন দেখায় নাই। যাঁহার সাহস ও দৃঢ়তা অপেক্ষাকৃত অল্প, তিনি চারিদিকে বহুসংখ্যক লোক দেখিয়া, হয় তো' নৈরাশ্যে অধীর হইয়া, বন্দীদিগের প্রাণ সংহার করিতেন। কিন্তু কাপ্তেন হড্‌সনের

* পঞ্জাবের প্রধান বিচারক (পরে অযোধ্যার প্রধান কমিশনর) রবার্ট মণ্টোগোমারি সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়া, কাপ্তেন হড্‌সনের নিকটে পত্র লিখিয়াছিলেন।—*Twelve Years in India, p. 316, note., Comp. Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 449.*

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:20 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

প্রত্যেক ধমনী যেন লৌহময় ছিল। তাঁহার বুদ্ধিবৈকল্যও ঘটে নাই। দিল্লীর ভূপতিকে বধ করিবার আদেশ না পাওয়াতে হড্‌সন দুঃখিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পাশবিক প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করা আবশ্যক হইয়াছিল। তিনি এইরূপ ভীরুজনোচিত নরহত্যায় উহার তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন।

'নিতান্ত দুঃখের বিষয়ে যে, হড্‌সন্ তাঁহার প্রবৃত্তির উত্তেজনার বশীভূত হইয়া, এই কাজ করিয়াছিলেন। ন্যায়ের সম্বন্ধে ইহা দুঃখজনক, যেহেতু এইরূপ নরহত্যা নিতান্ত অনাবশ্যক কর্ম। সাধারণের সম্বন্ধে ইহা দুঃখের বিষয়, যেহেতু প্রকাশ্যভাবে রাজকুমার-দিগের বিচার হইলে ঘটনাপ্রসঙ্গে অনেক রহস্য সাধারণের গোচর হইবার সম্ভাবনা ছিল। হড্‌সনের সুনামের বিষয়ে ইহা শোচনীয়, যেহেতু লোকের শোণিত উষ্ণ থাকিলে যদিও এইরূপ কার্যে তাঁহাদের দৃক্‌পাত হয় না বটে, কিন্তু শেষে যখন তাঁহারা প্রকৃতিস্থ হইবেন, তখন হড্‌সন্ তাঁহাদের নিকটে চিরকালের জন্য চিহ্নিত পুরুষ বলিয়া পরিচিত হইবেন। উপস্থিত বিদ্রোহের ইতিহাসে তাঁহার নামের সহিত যে সকল ঘটনার সংস্রব আছে, এই ঘটনা অপেক্ষা তাহার কিছুই অধিকতর কষ্টের উদ্দীপক নহে*।'

কে সাহেবও এইভাবে আপনার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এই ঐতিহাসিক উল্লেখ করিয়াছেন,—'তিনি (কাপ্তেন হড্‌সন্) আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া, ২৩শে সেপ্টেম্বর লিখিয়াছিলেন—"আমি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তৈমুরের বংশের প্রধান ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে কাজ শেষ করিয়া ফেলিয়াছি। আমি নিষ্ঠুর নহি। কিন্তু আমি স্বীকার করি যে, পৃথিবীকে এই সকল নরপিশাচগণ হইতে বিমুক্ত করিবার সুযোগ ঘটাতে আমার আহ্লাদের সঞ্চার হইয়াছে।"…হড্‌সন্ সাহেব এই নরহত্যায় আমোদ লাভ করিয়াছিলেন, এবং ইহা মনে করিয়া গর্বিত হইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার কোনোরূপ কষ্টবোধ হয় নাই। তিনি ইহার সমর্থন করাও আবশ্যক বোধ করেন নাই। কিন্তু তাঁহা অপেক্ষা অধিকতর সাধুভাবসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ রাজকুমারদিগের নিধন সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্থাপন করিতে পারেন, এজন্য তিনি এই দুইটি যুক্তি দেখাইয়াছিলেন—প্রথমতঃ সেনাপতি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, বন্দীদিগের জন্য তিনি বিরক্ত হইতে ইচ্ছা করেন না। দ্বিতীয়তঃ, যদি তিনি বন্দীদিগকে বধ না করিতেন, তাঁহাদের অনুরক্ত লোক তাঁহাকে বধ করিত। কিন্তু রাজকুমারদিগকে কিছুমাত্র বিচারবিতর্ক না করিয়াই, বধ করিতে হইবে, সেনাপতি উইল্‌সন্ এরূপ আভাস দেন নাই। তিনি সম্ভবতঃ এইভাবে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহা-দিগকে দেওয়ানি-বিভাগের কর্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। দ্বিতীয় যুক্তি অপেক্ষাকৃত প্রবল। কিন্তু লোকে সে সময়ে নিতান্ত নির্জীব ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা হড্‌সনের আদেশে হুমায়ুনের সমাধিক্ষেত্রে অস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়াছিল; ইহাতে তাহাদের দুর্বলতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

'…প্রকৃত কথা এই যে, দিল্লী অধিকারের সময়ে যখন আমাদের লোকের শোণিত

---

* *Malleson, Indian Mutiny Vol. II, pp. 80-81.*

Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2019-02-07 14:21 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ক্রোধে ও ঘৃণায় উষ্ণ হইয়াছিল, এবং শত্রুপক্ষের অসংখ্য অত্যাচার মনে হওয়াতে যখন তাহাদের মুখে লজ্জা ও বিরাগের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছিল, তখন আমাদের ভারতপ্রবাসী স্বদেশীয়দিগের মধ্যে যাঁহারা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টগুণসম্পন্ন ও জ্ঞানী, তাঁহারা প্রথমে উত্তেজনার আবেগে যাহার অনুমোদন করিয়াছিলেন, শেষে প্রশান্তভাবের সময়ে তাহারই জন্য দুঃখিত হইয়াছিলেন। যদিও একসময়ে কাপ্তেন হড্‌সনের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, সমগ্র জাতি ইহাতে আহ্লাদিত হইবে, তথাপি আমি নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলিতে পারি যে, ইংলণ্ডের লোকে এজন্য ঘৃণার সহিত সাতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল। কেহ ইহার অনুমোদন করিয়াছে, আমি তাহা শুনি নাই ; অধিক কি, কেহ ইহার সমর্থন করিয়াছে, তাহাও আমার শ্রুতিপ্রবিষ্ট হয় নাই*।'

ঐতিহাসিক মার্টিন সাহেবও এই বিষয়ের অনুমোদন করেন নাই**। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, লর্ড রবার্ট্‌স্‌ উপস্থিত সময়ে দিল্লীর সৈনিক-দলে ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,—'আমি অপরাপর লোকের সহিত দিল্লীর ভূপতিকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তাঁহাকে যার-পর-নাই দুর্দশাগ্রস্ত বোধ হইয়াছিল। ফিরিয়া আসিবার সময়ে ভূপতির দুইটি পুত্র এবং একটি পৌত্রের শব দেখিয়া চমকিত হইয়াছিলাম। উহা কোতওয়ালির সম্মুখে পাথরের বেদীর উপর পড়িয়া রহিয়াছিল***।' ইহার পর তিনি এই শাহজাদাদিগের নিধনের বিবরণ দিয়া, তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

সে সময়ে ইংরেজদিগের অনেক এরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, একজন সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন,—'স্ত্রীলোক এবং বালক-বালিকাদিগের জীবনরক্ষা করিতে হুকুম দেওয়া সেনাপতির ভুল হইয়াছিল। ইহারা মনুষ্য নহে—দানব বা বন্যজন্তু। ইহাদিগকে কুকুরের মতো মারিয়া ফেলাই উচিত****।' ২১শে সেপ্টেম্বর দিল্লীর যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল এই লেখক তাহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন,—'সমুদয় বিদ্রোহী দিল্লী ছাড়িয়া গিয়াছিল। আমাদের সৈনিকগণ ব্যতীত অতি অল্প লোককেই নগরে দেখিতে পাওয়া যাইত। যখন আমাদের সৈন্য নগরে প্রবেশ করে, তখন যে সকল লোককে পাওয়া গিয়াছিল, তাহাদের সকলকেই সঙ্গীনে বধ করা হইয়াছিল। কোনো কোনো ঘরে ৪০।৫০ জন লুকাইয়াছিল। ইহাতেই আপনি বুঝিতে পারেন যে, নিহত লোকের সংখ্যা কত অধিক। ইহারা বিদ্রোহী নহে, নগরের অধিবাসী। ইহাদের আশা ছিল যে, আমাদের সর্বপ্রকার কঠোরতাশূন্য শাসনে ইহাদিগকে ক্ষমা করা হইবে। আমি আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে, ইহারা এ বিষয়ে হতাশ হইয়াছিল। ...বিজয়ী সৈনিকেরা দুইদিন পর্যন্ত দিল্লীতে এইরূপ যথেচ্ছাচারের পরিচয় দেয়। নরহত্যা ও

* *Kaye, Sepoy War, Vol. III, pp. 652-54.*

** *Martin, Indian Empire.* Vol. *II, p. 448.*

*** *Lord Roberts, Forty-One Years in India.* Vol. *1, pp. 249-50.*

**** *Martin, Indian Empire.* Vol. *II, p, 449.*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

সম্পত্তি বিলুণ্ঠন তাহাদের প্রধান কর্তব্যকর্মের মধ্যে পরিগণিত হয়*। এই সময়ে বিলাতের বিখ্যাত টাইমস্ নামক সংবাদপত্রের বোম্বাইস্থিত সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন, 'যে-দিন নাদির শাহ চাঁদনি চকের ক্ষুদ্র মস্জিদে থাকিয়া, অধিবাসিদিগকে নিহত হইতে দেখিয়াছিলেন, সেই দিনের পর হইতে শাহজাহানের নগরে এইরূপ দৃশ্য লোকের দৃষ্টিপথবর্তী হয় নাই**।'

* বিলুণ্ঠিত সম্পত্তির সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল। একজন ইংরেজ এ সময়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বয়ং দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, রাইফল্ নামক দলের একজন সৈনিক বিলুণ্ঠিত সম্পত্তি এবং পারিতোষিকে দশ হাজার টাকারও অধিক লইয়া ইংলণ্ডে যাইবে।—*Times, November 21st, 1858, quoted in the Indian Empire. Vol. II, p. 449, note.*

সৈনিকদিগের ন্যায় ইংরেজপক্ষের সাধারণ লোকেও বিলুণ্ঠনে প্রমত্ত ছিল। লর্ড রবার্টস লিখিয়াছেন,—'যখন আমি অশ্বারোহণে কাশ্মীরতোরণ দিয়া আমার কার্যে যাইতেছিলাম, তখন দেখিলাম, পথের পার্শ্বে একখানি ডুলি রহিয়াছে, বেহারা নাই; স্পষ্ট বোধ হইল, উহাতে আহত লোক রহিয়াছে। আমি দেখিবার জন্য অশ্ব হইতে নামিলাম; যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার যুগপৎ দুঃখ ও ভয় হইল। ব্রিগেডিয়ার জন নিকল্সন্ আহত হইয়া, ডুলির মধ্যে ছিলেন। তিনি আমাকে কহিলেন যে, বেহারারা ডুলি নামাইয়া লুঠতরাজ করিতে গিয়াছে। তাঁহার অতিশয় কষ্ট হইতেছে, তাঁহাকে হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। তিনি ডুলিতে পিঠ দিয়া শুইয়াছিলেন, আঘাত দেখা যাইতেছিল না। আমি কহিলাম, আঘাত, বোধ-হয়, গুরুতর হয় নাই। তিনি উত্তর করিলেন—আমি মরিতেছি। আমার আর কোনো আশা নাই। ঈদৃশ মহৎ ব্যক্তিকে এইরূপ অসহায় এবং এইভাবে মৃত্যুমুখে পতিতপ্রায় দেখিয়া, আমার অসহনীয় কষ্ট হইল। আমার চারিদিকে অনেক লোক মরিতেছিল; আমার বন্ধুগণ—সহযোগিগণ আমারই পার্শ্বে দেহত্যাগ করিতেছিলেন, তখন আমার মনের অবস্থা এরূপ হয় নাই। সে সময়ে বোধ হইয়াছিল যে, নিকল্সনকে হারাইলে সকলই হারাইতে হইবে।

ডুলির বেহারাগণ পল্টনের পরিচারক ও অনুচরদিগের সহিত নিকটবর্তী বাড়ি, এবং দোকানপাট লুঠ করিতেছিল। ইহারা যাহা কিছু হাতে পাইতেছিল, তাহাই লুঠিয়া লইতে ছিল। আমি কষ্টে চারিজন বেহারা সংগ্রহ করিলাম, ৬১-সংখ্যক দলের একজন সার্জেণ্টের (এক শ্রেণীর সৈনিক) নাম লিখিয়া লইলাম, তাহাকে ডুলির মধ্যে কে আছেন, জানাইয়া, উক্ত ডুলি হাসপাতালে লইয়া যাইতে বলিলাম। নিকল্সনের সহিত এই আমার শেষ দেখা। আমি কয়েক বার হাসপাতালে গিয়া, তাঁহার বিষয়ে, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহাকে আর দেখিবার অনুমতি পাই নাই।—*Lord Roberts, Forty-one Years in India, Vol. I, p. 236.*

** *Bombay Correspondent, Times, November 16th, 1857, quoted in the Indian Empire. Vol. II, p. 450.*

Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2019-02-07 14:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494 / Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

যাহারা সংসারজালে আবদ্ধ, যাহারা প্রবৃত্তির একান্ত বশীভূত, তাহারা যে, আত্মীয়-স্বজন বা স্বদেশবাসিদিগের নিধনে জ্ঞানশূন্য হইয়া, এইরূপে প্রতিহিংসার তৃপ্তিসাধন করিয়াছে, তাহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। মানব সংসারক্ষেত্রে প্রায়শঃ এইভাবেই আত্ম-প্রকৃতির পরিচয় দিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা এ সময়ে বিদেশের নির্দোষ ও নিরীহ ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করিতে যত্নশীল হইয়াছেন এবং আপনাদের লোকদিগকে বিদেশীয়দিগের প্রতি অযথারূপে অস্ত্রচালনা করিতে দেখিয়া, ঘৃণায় তাহাদের অপকর্মের নিন্দা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সাধারণ মানবের শ্রেণীতে নিবেশিত করা সঙ্গত নহে। তাঁহারা নিঃসন্দেহ নরলোকে দেবতাস্বরূপ। নিরতিশয় সুখের বিষয়, এই উত্তেজনার সময়ে, অনেক ইংরেজ এইরূপ দেবপ্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন।

যে দিন সেনাপতি হাবেলক এবং আউট্রামের উপস্থিতিতে লক্ষ্ণৌর অবরুদ্ধ ইংরেজেরা আহ্লাদে উৎফুল্ল হন,—বালকবালিকারা পর্যন্ত আনন্দে অধীর হইয়া, মাতার মুখ চুম্বন করিতে করিতে ভগবানের অসীম দয়ার কথা বলিতে থাকে, তাহার কয়েকদিন পূর্বে, দিল্লীর নিরীহ অধিবাসীরা নৈরাশ্যে অধীর হইয়া, সংসারে যে কর্ম সর্বাপেক্ষা কঠোর, সর্বাপেক্ষা শোচনীয়, সর্বাপেক্ষা নির্দয়ভাবের উদ্দীপক, তাহারই অনুষ্ঠান করে। পাছে ইহাদের প্রাণাধিক প্রণয়িনী এবং দুহিতারা বিজয়োন্মত্ত সৈনিকদিগের হস্তে পতিত হয়, এই আশঙ্কায় ইহারা স্বহস্তে তাহাদের প্রাণ সংহার করে। একজন পরিদর্শক লিখিয়া গিয়াছেন,—'আমি চৌদ্দটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ দেখিলাম। দেহগুলি শালে ঢাকা ছিল। প্রত্যেক স্ত্রীলোকের গলদেশ, কর্ণের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। আমি সেই স্থানের একজনকে ধরিলাম। সে কহিল,—'পাছে ইহারা আপনাদের হাতে পড়ে, এই আশঙ্কায় ইহাদের স্বামিগণ ইহাদিগকে এইরূপে বধ করিয়াছে।' ইহা কহিয়া, ঐ ব্যক্তি ইহাদের স্বামীদিগের শব দেখাইয়া দিল। তাহারা আপনাদের অভীষ্ট কর্ম সম্পাদনপূর্বক শেষে আত্মহত্যা করিয়াছিল*।' দিল্লীর অধিবাসীদিগের এই আশঙ্কা অমূলক হইলেও, তাহারা সন্ত্রাসে জ্ঞানশূন্য হইয়া, এইরূপ কঠোরতার পরিচয় দিয়াছিল। দিল্লীর সদাশয় কমিশনর গ্রিথেড সাহেব নগরের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার পত্নীর নিকটে এইভাবে লিখিয়াছিলেন,—'যদি ভূপতি আপনার পরিবারবর্গের এবং নিজের জীবন রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে আমাদের হস্তে তাঁহার প্রাসাদ সমর্পণ করা উচিত ছিল। এরূপ হইলে আমি এই লোকহত্যা নিবারণ করিতাম। বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক আমাদের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া, আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। ইহারা নিরাপদে স্থানান্তরে গিয়াছিল। এই হতভাগ্য যাত্রীর দল শোচনীয়ভাবের উদ্দীপক হইয়াছিল। অনেকে শিশুসন্তান এবং বৃদ্ধদিগকে লইয়া, হাঁটিতে অসমর্থ ছিল**।'

দিল্লীর উন্মত্ত লোকের হস্তে ইউরোপীয়দিগের প্রাণান্ত ঘটিয়াছে। উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকদিগের হস্তে শেষে দিল্লীর লোকেও প্রাণ বিসর্জন করিয়াছে। হিংসা প্রাচীনকাল

* *Times, November 19th, 1857. quoted in the Indian Empire. Vol. II, p. 460.*

** *Greathed, Letters. p. 285.*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

হইতেই মোগলের সমৃদ্ধিময়ী রাজধানীকে বারংবার এইরূপ নরশোণিতপ্রবাহে রঞ্জিত করিয়াছে। এই প্রবল বৃত্তির উত্তেজনা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, শেষে সকলে সেই সর্ব-মঙ্গলময়, সর্বসাক্ষী, সর্বপ্রকার-পক্ষপাতশূন্য-বিচারকের সমক্ষে উপনীত হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টান—প্রধান-অপ্রধান—সকলেই সমভাবে সেই মহাবিচারকের করুণার উপর নির্ভর করিয়াছে। সহৃদয়গণ যেন এখন রক্তমাংসের কথা ছাড়িয়া, ইহাদের সদ্গতির জন্য প্রার্থনা করেন।

দিল্লীতে ইংরেজের প্রাধান্য স্থাপিত হইল। ইংরেজের যাবতীয় বিঘ্নবিপত্তি দূরে হইয়া গেল। বৃদ্ধ মোগল ভূপতি ইংরেজের বন্দী হইলেন। তাঁহার সুবিস্তৃত রাজধানীর অধিকাংশ স্থান ভগ্নস্তূপে পরিণত হইল। সৈনিকদিগের জিঘাংসা এবং লুণ্ঠনপ্রবৃত্তির তৃপ্তিলাভ হইল। যে রাজপুরুষ এক সময়ে ভয়ে আত্মগোপন করিয়াছিলেন, তিনি এখন কর্মস্থলে আসিয়া, অভীষ্ট কর্ম সম্পাদনে ব্যাপৃত হইলেন। দিনের-পর-দিন, সপ্তাহের-পর-সপ্তাহ, মাসের-পর-মাস অতিবাহিত হইল। প্রতিদিন, প্রতি-সপ্তাহে, প্রতিমাসে মাজিস্ট্রেট্ স্যার টমাস মেট্কাফের বিচারে, অবাধে লোকের ফাঁশি হইতে লাগিল*। দিল্লী উত্তেজিত সিপাহিদিগের আশার উদ্দীপক ছিল। বৃদ্ধ মোগল তাহাদের একাগ্রতা, তাহাদের উৎসাহ, তাহাদের ব্যবসায়ের প্রধান অবলম্বনস্বরূপ ছিলেন। এখন এই অবলম্বনের অধঃপতন ঘটিল। সিপাহিদিগেরও মোহভঙ্গ হইল। এই মহীয়সী সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে ইংরেজ যার-পর-নাই ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাঁহাদের ৩,৮৩৭ জন সৈনিক হত আহত ও নিরুদ্দেশ হয়। তাঁহাদের প্রায় ৬১,00000 টাকা ব্যয় হইয়া যায়**। ইহার উপর তাঁহাদের একজন প্রসিদ্ধ যুদ্ধবীরের দেহত্যাগে তাঁহারা একান্ত শোকগ্রস্ত হন। ১৪ই সেপ্টেম্বর সেনানায়ক নিকলসন্ যুদ্ধে আহত হইয়াছিলেন। ২৩শে সেপ্টেম্বর এই আঘাতে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। দিল্লীর অধিকারে এবং নিকল্সনের দেহত্যাগে ইংরেজের হর্ষে বিষাদ ঘটে। এক নগর হইতে আর-এক নগরে, এক সৈনিক-নিবাস হইতে আর-এক সৈনিক-নিবাসে ইংরেজের সমক্ষে এই সংবাদ উপস্থিত হয় যে, দিল্লী অধিকৃত হইয়াছে; বৃদ্ধ মোগল ভূপতি বন্দী হইয়াছেন, কিন্তু নিকল্সন্ দেহত্যাগ করিয়াছেন; এই সংবাদে ইংরেজ যেরূপ পুলকিত হন, সেইরূপ দুঃখের আবেগে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন।

---

* *Martin, Indian Empire,* Vol. II, pp. 451-52.

** *Ibid*, Vol. II, p. 450.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

নারীহত্যা অপেক্ষা অধিকতর পুরুষোচিত কর্ম নয়*।' অন্য একজন ঐতিহাসিকও কাপ্তেন হড্‌সনের এইরূপ ব্যবহারের নিন্দা করিয়াছেন। কাপ্তেন হড্‌সন্ ভূপতির প্রতি অসম্মান প্রদর্শনে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এইরূপ প্রতিষেধের প্রতি মনোযোগী হন নাই**। হড্‌সন্ সাহেব নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, ভূপতি বৃদ্ধ এবং অক্ষম।, তাঁহার নামে তদীয় পুত্রেরা অসভ্যজনোচিত অত্যাচার করিয়াছিল। তথাপি কাপ্তেন হড্‌সন্ এই বৃদ্ধ এবং অক্ষম ব্যক্তিকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় আনিতে চাহিয়াছিলেন***। তিনি বাহাদুর শাহের নিকটে যে তরবারি পাইয়াছিলেন, তাহার একখানি পরাক্রান্ত নাদির শাহের ছিল। আর একখানি সম্রাট্ জাহাঙ্গীর ব্যবহার করিতেন। কাপ্তেন হড্‌সন্ দ্বিতীয়খানি শ্রীশ্রীমতী মহারানীকে উপহার দিবার জন্য রাখিলেন****।

কিন্তু কাপ্তেন হড্‌সনের মৃগয়ানুরাগ ইহাতেই অন্তর্হিত হইল না। এখনও বৃদ্ধ ভূপতির পুত্রগণ অথবা নিকট আত্মীয়গণ লুক্কায়িতভাবে ছিলেন। হড্‌সন্ সাহেব, বিশ্বস্ত চর—একচক্ষু রজীব আলীর নিকটে ইহাঁদের সংবাদ পাইলেন। এ দিকে এলাহি বক্স ইহাঁদিগকে বন্দী করিবার আয়োজন করিলেন। এই উভয় ব্যক্তি দিল্লীর সম্রাট্-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এবং দিল্লীর সম্রাটের সহিত আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ ছিল। এখন এই দুইজনই তাহাদের আত্মীয়দিগের অধোগতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল*****। তিনজন শাহজাদা—মীর্জা খাজের সুলতান মীর্জা মোগল, এবং মীর্জা আবুবখর, বৃদ্ধ মোগল ভূপতির অবরোধের স্থল—সমাধিভবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন, কাপ্তেন হড্‌সন্ ইহাঁদিগকে ধরিবার জন্য সেনাপতি উইল্‌সনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। সেনাপতি কাপ্তেন হড্‌সনের প্রকৃতি জানিতেন। সুতরাং তিনি অনুমতি দিতে দোলায়মান-চিত্ত হইলেন, শেষে সেনানায়ক নিকল্‌সনের আগ্রহে অনেক কষ্টে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত অনুমতি দিলেন। কাপ্তেন হড্‌সন্ একশত সৈনিক পুরুষ এবং তাঁহার সহযোগীর সহিত পুনর্বার হুমায়ুনের সমাধিভবনের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। রজীব আলী ও এলাহি বক্স অশ্বারোহণে উক্ত স্থলে গমন করিল। শাহজাদাদিগের মুক্তির কোনো উপায় রহিল না। ইহাঁদের অনেকগুলি সশস্ত্র অনুচর ঐ স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। সর্বাপেক্ষা সাহসিক শাহজাদা আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে চাহিলেন। কিন্তু এই প্রস্তাব অপর দুইজনের মনঃপূত হইল না। বৃদ্ধ পিতার দৃষ্টান্ত ইহাঁদিগকে জীবনরক্ষার জন্য কাপ্তেন হড্‌সনের নিকটে করুণাভিক্ষায় প্রবর্তিত করিল। দুই ঘণ্টাকাল ইহাঁরা বিজেতার নিকটে কাতরভাবে এইরূপ প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু কাপ্তেন হড্‌সন কিছুতেই এই প্রার্থনাপূরণে সম্মত হইলেন না। অবশেষে তিনজন শাহজাদা বিজেতার মহানুভবতার উপর নির্ভর করিয়া, আত্মসমর্পণে প্রস্তুত হইলেন।

---

* *Kaye, Sepoy War. Vol. III pp. 647-48.*
** *Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 447.*
*** *Twelve Years in India, p. 300.*
**** *Ibid, pp. 301-08.*
***** *Kaye, Sepoy War, Vol. III, p. 649, note.*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

রথের মতো গোবাহিত বস্ত্রাচ্ছাদিত যানে তিনটি রাজকুমার আপনাদের অবস্থিতিস্থল হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহারা কাপ্তেন হড্‌সনের নিকটে আগমনপূর্বক বাহিরে কোনোরূপ ভয়ের চিহ্ন না দেখাইয়া, কাপ্তেনকে গম্ভীরভাবে সেলাম করিয়া কহিলেন যে, অবশ্য আদালতে তাঁহাদের বিষয়ে রীতিমতো বিচার হইবে। কাপ্তেন হড্‌সন্ প্রত্যভিবাদন করিলেন, কিন্তু কোনো উত্তর দিলেন না। তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, রাজকুমারগণ তাঁহাদের অসহায় বালক-বালিকা এবং কুলনারীর শোণিতপাত করিয়াছেন। সুতরাং তিনি তাঁহাদের শোণিতপাতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। বলবতী প্রতিহিংসার আবেগে তাঁহার কোমল মনোবৃত্তি এ সময়ে নিতান্ত অকার্যকর হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি সর্বপ্রথম অনুগমনকারী, সশস্ত্র লোকদিগের অস্ত্রগ্রহণে উদ্যত হইলেন। এ সময়ে ইংরেজের ক্ষমতা দর্শনে লোকের সাহস অন্তর্হিত হইয়াছিল। লোকে সম্রাটের প্রাসাদে ইংরেজের জয়-পতাকা উড্ডীন দেখিয়াছিল, সুতরাং ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করা অসংসাহসিক কর্ম বলিয়া মনে করিয়াছিল। হড্‌সন্ সাহেব অনুচরদিগকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হইল। কাপ্তেনের সৈনিকেরা ইহাদের পরিত্যক্ত অস্ত্র, ঘোটক ও যানাদি প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একত্র করিল।

অবশেষে কাপ্তেন হড্‌সন্ চালকদিগকে নগরের অভিমুখে রথ চালাইতে আদেশ দিলেন। তাঁহার সৈনিক যানের পার্শ্বে যাইতে লাগিল। বহুসংখ্যক লোক নির্বাক্‌ভাবে ইহাঁদের অনুগমন করিল। রথ নগরের সমীপবর্তী হইল। কাপ্তেন হড্‌সন্ আপনার সৈনিকদিগকে সম্বোধন পূর্বক পার্শ্ববর্তী লোক শুনিতে পায়, এইভাবে চীৎকার করিয়া কহিলেন, এই শাহজাদারা নরঘাতক। ইহারা আমাদের কুলমহিলা ও বালক-বালিকাদিগকে বধ করিয়াছে। গবর্নমেণ্টের ইচ্ছানুসারে এখন ইহাদিগকে শাস্তিভোগ করিতে হইবে। ইহা কহিয়া, তিনি শাহজাদাদিগকে রথ হইতে নামিয়া, নিম্নভাগের গাত্রচ্ছদ খুলিতে আদেশ দিলেন। শাহজাদারা কম্পিতহৃদয়ে আদেশ পালন করিলেন। অবশেষে তাঁহা-দিগকে পুনর্বার রথে চড়িতে আদেশ দেওয়া হইল। অনন্তর কাপ্তেন হড্‌সন্ আপনার উদ্দেশ্যসাধনে উদ্যত হইলেন। তাঁহার সওয়ারগণ তদীয় আদেশ পালন না করিতে পারে, ইহা ভাবিয়াই হউক, অথবা তিনি স্বয়ং আততায়ী বধ করিয়া, প্রতিহিংসার তৃপ্তিতে আমোদিত হইবেন, এই ইচ্ছাতেই হউক, কাপ্তেন হড্‌সন্ একজন সওয়ারের হস্ত হইতে পিস্তল লইলেন এবং আপনার নিরস্ত্র বন্দীদিগকে নিজ হস্তে গুলি করিয়া বধ করিলেন। অতঃপর তিনি আপনার শিকার লইয়া হৃষ্টচিত্তে নগরে প্রবিষ্ট হইলেন। সাধারণে দেখিতে পায়, এই জন্য কোতওয়ালির সম্মুখে নিহত রাজকুমারদিগের দেহ রাখা হইল। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের আদেশে শিখগুরু তেগ বাহাদুরের বিচ্ছিন্ন দেহ যেস্থানে স্থাপিত হইয়াছিল, শাহজাদাদিগের শবও সেইস্থানে সাধারণের দৃষ্টিপথবর্তী হইল। ইহাতে জিঘাংসু শিখগণ যেরূপ সন্তুষ্ট হইল, কাপ্তেন হড্‌সনের ন্যায় হিংসাশীল ইংরেজও সেইরূপ সন্তোষ লাভ করিলেন। শব কয়েক দিন কোতওয়ালিতে রহিল, অবশেষে উহা গলিত ও পূতিগন্ধময় হইলে স্বাস্থ্যের অনুরোধে স্থানান্তরিত ও সমাহিত হইল।

Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

কাপ্তেন হড্‌সন নিঃসন্দেহ প্রতিহিংসার আবেগে এই কর্ম করিয়াছিলেন, আত্মপক্ষের নিধনে যাহারা একান্ত সন্তাপিত হয়, তাহারা যদি আততায়ীর গুরুতর অপরাধের প্রতিশোধের জন্য একান্ত অধৈর্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহাদের নিকটে প্রায়ই কোমল মানসিকবৃত্তির সম্মান থাকে না। কাপ্তেন হড্‌সনের নিকটেও দয়া, মহানুভাবতা প্রভৃতির এইরূপ সম্মানহানি ঘটিয়াছিল। কাপ্তেন হড্‌সন্ সাহসী বীর পুরুষ। শাহজাদাদিগের একজনের প্রস্তাব যদি কার্যে পরিণত হইত, কাপ্তেন হড্‌সন্ যদি সম্মুখসমরে অরাতি নিপাত করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলিবার ছিল না। সর্বপ্রথম তিনি যে কার্য করিয়াছিলেন, তাহাতে তদীয় বীরত্বের নিদর্শন পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তিনি রাজকুমারদিগকে অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের সশস্ত্র অনুচরগণের নিরস্ত্রীকরণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি ঐ সকল অনুচরকে রাজকুমারদিগের যান হইতে দূরে রাখিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি যদি অবরুদ্ধদিগকে বৃদ্ধ ভূপতির ন্যায় রাজপুরুষের হস্তে সমর্পণ করিতেন, তাহা হইলে তদীয় অসামান্য-সাহসসহকৃত-বীরত্ব গৌরবান্বিত হইত। কিন্তু তিনি সাতিশয় নির্দয়ভাবে আপনার নিরস্ত্র, নিঃসহায় ও একান্ত নিরবলম্ব বন্দীদিগের প্রাণসংহার করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার বীরত্বগৌরব রক্ষিত হয় নাই। তাঁহার কর্মে কোনো কোনো রাজপুরুষ সে সময়ে উত্তেজনাপ্রযুক্ত সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে*, কিন্তু তিনি স্বদেশের সকলের নিকটে প্রশংসা লাভ করিতে পারেন নাই। উত্তেজনার সময়ে যাঁহারা এ জন্য আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, ধীরতার সময়ে তাঁহারাও দুঃখিত হইয়াছিলেন। কর্নেল মালিসন্ সাহেব এ সম্বন্ধে এইভাবে লিখিয়াছেন,—'ইহা অপেক্ষা অধিকতর পাশবিক এবং অধিকতর অনাবশ্যক অত্যাচার আর হইতে পারে না। ইহা যেরূপ গুরুতর ভ্রম, সেইরূপ গুরুতর পাপের মধ্যে পরিগণিত। আমাদের শিবিরে এইরূপ জনরব উঠিয়াছিল যে, এইসকল রাজকুমার মে মাসে আমাদের স্বদেশীয় নরনারীদিগের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন, কিন্তু এই অপরাধ প্রতিপন্ন করিবার জন্য কোনোরূপ প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই। বিচারালয়ে এই সকল বিষয় প্রকাশিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। যদি প্রমাণের বলে কুমারেরা অপরাধী হইতেন, তাহা হইলে, তাঁহাদের যথোপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে বলিয়া, ইংলণ্ডের লোকে সন্তোষ প্রকাশ করিত। কুমারেরা আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, অনুচরদলের মধ্যে কেহই তাঁহাদিগকে বিমুক্ত করিতে চেষ্টা করে নাই, যখন হড্‌সন্ সাহেব তাঁহার বধ্য জীবদিগকে গাড়ি হইতে নামিয়া গায়ের কাপড় খুলিতে বলেন, তখন কেহই কোনোরূপ উত্তেজনার চিহ্ন দেখায় নাই। যাঁহার সাহস ও দৃঢ়তা অপেক্ষাকৃত অল্প, তিনি চারিদিকে বহুসংখ্যক লোক দেখিয়া, হয় তো' নৈরাশ্যে অধীর হইয়া, বন্দীদিগের প্রাণ সংহার করিতেন। কিন্তু কাপ্তেন হড্‌সনের

* পঞ্জাবের প্রধান বিচারক (পরে অযোধ্যার প্রধান কমিশনর) রবার্ট মণ্টোগোমারি সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়া, কাপ্তেন হড্‌সনের নিকটে পত্র লিখিয়াছিলেন।— *Twelve Years in India, p. 316, note., Comp. Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 449.*

Generated on 2019-02-07 14:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

প্রত্যেক ধমনী যেন লৌহময় ছিল। তাঁহার বুদ্ধিবৈকল্যও ঘটে নাই। দিল্লীর ভূপতিকে বধ করিবার আদেশ না পাওয়াতে হড্‌সন দুঃখিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পাশবিক প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করা আবশ্যক হইয়াছিল। তিনি এইরূপ ভীরুজনোচিত নরহত্যায় উহার তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন।

'নিতান্ত দুঃখের বিষয়ে যে, হড্‌সন্ তাঁহার প্রবৃত্তির উত্তেজনার বশীভূত হইয়া, এই কাজ করিয়াছিলেন। ন্যায়ের সম্বন্ধে ইহা দুঃখজনক, যেহেতু এইরূপ নরহত্যা নিতান্ত অনাবশ্যক কর্ম। সাধারণের সম্বন্ধে ইহা দুঃখের বিষয়, যেহেতু প্রকাশ্যভাবে রাজকুমার-দিগের বিচার হইলে ঘটনাপ্রসঙ্গে অনেক রহস্য সাধারণের গোচর হইবার সম্ভাবনা ছিল। হড্‌সনের সুনামের বিষয়ে ইহা শোচনীয়, যেহেতু লোকের শোণিত উষ্ণ থাকিলে যদিও এইরূপ কার্যে তাঁহাদের দৃক্‌পাত হয় না বটে, কিন্তু শেষে যখন তাঁহারা প্রকৃতিস্থ হইবেন, তখন হড্‌সন্ তাঁহাদের নিকটে চিরকালের জন্য চিহ্নিত পুরুষ বলিয়া পরিচিত হইবেন। উপস্থিত বিদ্রোহের ইতিহাসে তাঁহার নামের সহিত যে সকল ঘটনার সংস্রব আছে, এই ঘটনা অপেক্ষা তাহার কিছুই অধিকতর কষ্টের উদ্দীপক নহে*।'

কে সাহেবও এইভাবে আপনার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এই ঐতিহাসিক উল্লেখ করিয়াছেন,—'তিনি (কাপ্তেন হড্‌সন্) আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া, ২৩শে সেপ্টেম্বর লিখিয়াছিলেন—"আমি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তৈমুরের বংশের প্রধান ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে কাজ শেষ করিয়া ফেলিয়াছি। আমি নিষ্ঠুর নহি। কিন্তু আমি স্বীকার করি যে, পৃথিবীকে এই সকল নরপিশাচগণ হইতে বিমুক্ত করিবার সুযোগ ঘটাতে আমার আহ্লাদের সঞ্চার হইয়াছে।"…হড্‌সন্ সাহেব এই নরহত্যায় আমোদ লাভ করিয়াছিলেন, এবং ইহা মনে করিয়া গর্বিত হইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার কোনোরূপ কষ্টবোধ হয় নাই। তিনি ইহার সমর্থন করাও আবশ্যক বোধ করেন নাই। কিন্তু তাঁহা অপেক্ষা অধিকতর সাধুভাবসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ রাজকুমারদিগের নিধন সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্থাপন করিতে পারেন, এজন্য তিনি এই দুইটি যুক্তি দেখাইয়াছিলেন—প্রথমতঃ সেনাপতি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, বন্দীদিগের জন্য তিনি বিরক্ত হইতে ইচ্ছা করেন না। দ্বিতীয়তঃ, যদি তিনি বন্দীদিগকে বধ না করিতেন, তাঁহাদের অনুরক্ত লোক তাঁহাকে বধ করিত। কিন্তু রাজকুমারদিগকে কিছুমাত্র বিচারবিতর্ক না করিয়াই, বধ করিতে হইবে, সেনাপতি উইল্‌সন্ এরূপ আভাস দেন নাই। তিনি সম্ভবতঃ এইভাবে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহা-দিগকে দেওয়ানি-বিভাগের কর্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। দ্বিতীয় যুক্তি অপেক্ষাকৃত প্রবল! কিন্তু লোকে সে সময়ে নিতান্ত নির্জীব ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা হড্‌সনের আদেশে হুমায়ুনের সমাধিক্ষেত্রে অস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়াছিল; ইহাতে তাহাদের দুর্বলতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

'…প্রকৃত কথা এই যে, দিল্লী অধিকারের সময়ে যখন আমাদের লোকের শোণিত

---

* *Malleson, Indian Mutiny Vol. II, pp. 80-81.*

ক্রোধে ও ঘৃণায় উষ্ণ হইয়াছিল, এবং শত্রুপক্ষের অসংখ্য অত্যাচার মনে হওয়াতে যখন তাহাদের মুখে লজ্জা ও বিরাগের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছিল, তখন আমাদের ভারতপ্রবাসী স্বদেশীয়দিগের মধ্যে যাঁহারা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টগুণসম্পন্ন ও জ্ঞানী, তাঁহারা প্রথমে উত্তেজনার আবেগে যাহার অনুমোদন করিয়াছিলেন, শেষে প্রশান্তভাবের সময়ে তাহারই জন্য দুঃখিত হইয়াছিলেন। যদিও একসময়ে কাপ্তেন হড্‌সনের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, সমগ্র জাতি ইহাতে আহ্লাদিত হইবে, তথাপি আমি নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলিতে পারি যে, ইংলণ্ডের লোকে এজন্য ঘৃণার সহিত সাতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল। কেহ ইহার অনুমোদন করিয়াছে, আমি তাহা শুনি নাই ; অধিক কি, কেহ ইহার সমর্থন করিয়াছে, তাহাও আমার শ্রুতিপ্রবিষ্ট হয় নাই* ।'

ঐতিহাসিক মার্টিন সাহেবও এই বিষয়ের অনুমোদন করেন নাই**। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, লর্ড রবার্ট্‌স্‌ উপস্থিত সময়ে দিল্লীর সৈনিক-দলে ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,—'আমি অপরাপর লোকের সহিত দিল্লীর ভূপতিকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তাঁহাকে যার-পর-নাই দুর্দশাগ্রস্ত বোধ হইয়াছিল। ফিরিয়া আসিবার সময়ে ভূপতির দুইটি পুত্র এবং একটি পৌত্রের শব দেখিয়া চমকিত হইয়াছিলাম। উহা কোতওয়ালির সম্মুখে পাথরের বেদীর উপর পড়িয়া রহিয়াছিল***।' ইহার পর তিনি এই শাহজাদাদিগের নিধনের বিবরণ দিয়া, তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

সে সময়ে ইংরেজদিগের অনেক এরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, একজন সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন,—'স্ত্রীলোক এবং বালক-বালিকাদিগের জীবনরক্ষা করিতে হুকুম দেওয়া সেনাপতির ভুল হইয়াছিল। ইহারা মনুষ্য নহে—দানব বা বন্যজন্তু। ইহাদিগকে কুকুরের মতো মারিয়া ফেলাই উচিত****।' ২১শে সেপ্টেম্বর দিল্লীর যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল এই লেখক তাহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন,—'সমুদয় বিদ্রোহী দিল্লী ছাড়িয়া গিয়াছিল। আমাদের সৈনিকগণ ব্যতীত অতি অল্প লোককেই নগরে দেখিতে পাওয়া যাইত। যখন আমাদের সৈন্য নগরে প্রবেশ করে, তখন যে সকল লোককে পাওয়া গিয়াছিল, তাহাদের সকলকেই সঙ্গীনে বধ করা হইয়াছিল। কোনো কোনো ঘরে ৪০।৫০ জন লুকাইয়াছিল। ইহাতেই আপনি বুঝিতে পারেন যে, নিহত লোকের সংখ্যা কত অধিক। ইহারা বিদ্রোহী নহে, নগরের অধিবাসী। ইহাদের আশা ছিল যে, আমাদের সর্বপ্রকার কঠোরতাশূন্য শাসনে ইহাদিগকে ক্ষমা করা হইবে। আমি আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে, ইহারা এ বিষয়ে হতাশ হইয়াছিল। ...বিজয়ী সৈনিকেরা দুইদিন পর্যন্ত দিল্লীতে এইরূপ যথেচ্ছাচারের পরিচয় দেয়। নরহত্যা ও

* *Kaye, Sepoy War, Vol. III, pp. 632-54.*

** *Martin, Indian Empire. Vol. II, p. 448.*

*** *Lord Roberts, Forty-One Years in India. Vol. 1, pp. 249-50.*

**** *Martin, Indian Empire. Vol. II, p, 449.*

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

সম্পত্তি বিলুণ্ঠন তাহাদের প্রধান কর্তব্যকর্মের মধ্যে পরিগণিত হয়*। এই সময়ে বিলাতের বিখ্যাত টাইম্‌স নামক সংবাদপত্রের বোম্বাইস্থিত সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন, 'যে-দিন নাদির শাহ চাঁদনি চকের ক্ষুদ্র মস্‌জিদে থাকিয়া, অধিবাসিদিগকে নিহত হইতে দেখিয়াছিলেন, সেই দিনের পর হইতে শাহজাহানের নগরে এইরূপ দৃশ্য লোকের দৃষ্টিপথবর্তী হয় নাই**।'

* বিলুণ্ঠিত সম্পত্তির সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল। একজন ইংরেজ এ সময়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বয়ং দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, রাইফল্‌ নামক দলের একজন সৈনিক বিলুণ্ঠিত সম্পত্তি এবং পারিতোষিকে দশ হাজার টাকারও অধিক লইয়া ইংলণ্ডে যাইবে।—*Times, November 21st, 1858, quoted in the Indian Empire. Vol. II, p. 449, note.*

সৈনিকদিগের ন্যায় ইংরেজপক্ষের সাধারণ লোকেও বিলুণ্ঠনে প্রমত্ত ছিল। লর্ড রবার্টস লিখিয়াছেন,—'যখন আমি অশ্বারোহণে কাশ্মীরতোরণ দিয়া আমার কার্যে যাইতেছিলাম, তখন দেখিলাম, পথের পার্শ্বে একখানি ডুলি রহিয়াছে, বেহারা নাই; স্পষ্ট বোধ হইল, উহাতে আহত লোক রহিয়াছে। আমি দেখিবার জন্য অশ্ব হইতে নামিলাম; যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার যুগপৎ দুঃখ ও ভয় হইল। ব্রিগেডিয়ার জন নিকল্‌সন্‌ আহত হইয়া, ডুলির মধ্যে ছিলেন। তিনি আমাকে কহিলেন যে, বেহারারা ডুলি নামাইয়া লুঠতরাজ করিতে গিয়াছে। তাঁহার অতিশয় কষ্ট হইতেছে, তাঁহাকে হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। তিনি ডুলিতে পিঠ দিয়া শুইয়াছিলেন, আঘাত দেখা যাইতেছিল না। আমি কহিলাম, আঘাত, বোধ-হয়, গুরুতর হয় নাই। তিনি উত্তর করিলেন—আমি মরিতেছি। আমার আর কোনো আশা নাই। ঈদৃশ মহৎ ব্যক্তিকে এইরূপ অসহায় এবং এইভাবে মৃত্যুমুখে পতিতপ্রায় দেখিয়া, আমার অসহনীয় কষ্ট হইল। আমার চারিদিকে অনেক লোক মরিতেছিল; আমার বন্ধুগণ—সহযোগিগণ আমারই পার্শ্বে দেহত্যাগ করিতেছিলেন, তখন আমার মনের অবস্থা এরূপ হয় নাই। সে সময়ে বোধ হইয়াছিল যে, নিকল্‌সনকে হারাইলে সকলই হারাইতে হইবে।

ডুলির বেহারাগণ পল্টনের পরিচারক ও অনুচরদিগের সহিত নিকটবর্তী বাড়ি, এবং দোকানপাট লুঠ করিতেছিল। ইহারা যাহা কিছু হাতে পাইতেছিল, তাহাই লুঠিয়া লইতে ছিল। আমি কষ্টে চারিজন বেহারা সংগ্রহ করিলাম, ৬১-সংখ্যক দলের একজন সার্জেণ্টের (এক শ্রেণীর সৈনিক) নাম লিখিয়া লইলাম, তাহাকে ডুলির মধ্যে কে আছেন, জানাইয়া, উক্ত ডুলি হাসপাতালে লইয়া যাইতে বলিলাম। নিকল্‌সনের সহিত এই আমার শেষ দেখা। আমি কয়েক বার হাসপাতালে গিয়া, তাঁহার বিষয়ে, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহাকে আর দেখিবার অনুমতি পাই নাই।—*Lord Roberts, Forty-one Years in India, Vol. I, p. 236.*

** *Bombay Correspondent, Times, November 16th, 1857, quoted in the Indian Empire. Vol. II, p. 450.*

Digitized by Google　　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

যাহারা সংসারজালে আবদ্ধ, যাহারা প্রবৃত্তির একান্ত বশীভূত, তাহারা যে, আত্মীয়-স্বজন বা স্বদেশবাসিদিগের নিধনে জ্ঞানশূন্য হইয়া, এইরূপে প্রতিহিংসার তৃপ্তিসাধন করিয়াছে, তাহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। মানব সংসারক্ষেত্রে প্রায়শঃ এইভাবেই আত্ম-প্রকৃতির পরিচয় দিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা এ সময়ে বিদেশের নির্দোষ ও নিরীহ ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করিতে যত্নশীল হইয়াছেন এবং আপনাদের লোকদিগকে বিদেশীয়দিগের প্রতি অযথারূপে অস্ত্রচালনা করিতে দেখিয়া, ঘৃণায় তাহাদের অপকর্মের নিন্দা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সাধারণ মানবের শ্রেণীতে নিবেশিত করা সঙ্গত নহে। তাঁহারা নিঃসন্দেহ নরলোকে দেবতাস্বরূপ। নিরতিশয় সুখের বিষয়, এই উত্তেজনার সময়ে, অনেক ইংরেজ এইরূপ দেবপ্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন।

যে দিন সেনাপতি হাবেলক এবং আউট্রামের উপস্থিতিতে লক্ষ্ণৌর অবরুদ্ধ ইংরেজেরা আহ্লাদে উৎফুল্ল হন,—বালকবালিকারা পর্যন্ত আনন্দে অধীর হইয়া, মাতার মুখ চুম্বন করিতে করিতে ভগবানের অসীম দয়ার কথা বলিতে থাকে, তাহার কয়েকদিন পূর্বে, দিল্লীর নিরীহ অধিবাসীরা নৈরাশ্যে অধীর হইয়া, সংসারে যে কর্ম সর্বাপেক্ষা কঠোর, সর্বাপেক্ষা শোচনীয়, সর্বাপেক্ষা নির্দয়ভাবের উদ্দীপক, তাহারই অনুষ্ঠান করে। পাছে ইহাদের প্রাণাধিক প্রণয়িনী এবং দুহিতারা বিজয়োন্মত্ত সৈনিকদিগের হস্তে পতিত হয়, এই আশঙ্কায় ইহারা স্বহস্তে তাহাদের প্রাণ সংহার করে। একজন পরিদর্শক লিখিয়া গিয়াছেন,—'আমি চৌদ্দটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ দেখিলাম। দেহগুলি শালে ঢাকা ছিল। প্রত্যেক স্ত্রীলোকের গলদেশ, কর্ণের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। আমি সেই স্থানের একজনকে ধরিলাম। সে কহিল,—'পাছে ইহারা আপনাদের হাতে পড়ে, এই আশংকায় ইহাদের স্বামিগণ ইহাদিগকে এইরূপে বধ করিয়াছে।' ইহা কহিয়া, ঐ ব্যক্তি ইহাদের স্বামীদিগের শব দেখাইয়া দিল। তাহারা আপনাদের অভীষ্ট কর্ম সম্পাদনপূর্বক শেষে আত্মহত্যা করিয়াছিল*।' দিল্লীর অধিবাসীদিগের এই আশঙ্কা অমূলক হইলেও, তাহারা সন্ত্রাসে জ্ঞানশূন্য হইয়া, এইরূপ কঠোরতার পরিচয় দিয়াছিল। দিল্লীর সদাশয় কমিশনর গ্রিথেড সাহেব নগরের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার পত্নীর নিকটে এইভাবে লিখিয়াছিলেন,—'যদি ভূপতি আপনার পরিবারবর্গের এবং নিজের জীবন রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে আমাদের হস্তে তাঁহার প্রাসাদ সমর্পণ করা উচিত ছিল। এরূপ হইলে আমি এই লোকহত্যা নিবারণ করিতাম। বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক আমাদের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া, আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। ইহারা নিরাপদে স্থানান্তরে গিয়াছিল। এই হতভাগ্য যাত্রীর দল শোচনীয়ভাবের উদ্দীপক হইয়াছিল। অনেকে শিশুসন্তান এবং বৃদ্ধদিগকে লইয়া, হাঁটিতে অসমর্থ ছিল**।'

দিল্লীর উন্মত্ত লোকের হস্তে ইউরোপীয়দিগের প্রাণান্ত ঘটিয়াছে। উচ্ছৃংখল সৈনিকদিগের হস্তে শেষে দিল্লীর লোকেও প্রাণ বিসর্জন করিয়াছে। হিংসা প্রাচীনকাল

* *Times, November 19th, 1857. quoted in the Indian Empire. Vol. II, p. 460.*

** *Greathed, Letters. p. 285.*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

হইতেই মোগলের সমৃদ্ধিময়ী রাজধানীকে বারংবার এইরূপ নরশোণিতপ্রবাহে রঞ্জিত করিয়াছে। এই প্রবল বৃত্তির উত্তেজনা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, শেষে সকলে সেই সর্ব-মঙ্গলময়, সর্বসাক্ষী, সর্বপ্রকার-পক্ষপাতশূন্য-বিচারকের সমক্ষে উপনীত হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টান—প্রধান-অপ্রধান—সকলেই সমভাবে সেই মহাবিচারকের করুণার উপর নির্ভর করিয়াছে। সহৃদয়গণ যেন এখন রক্তমাংসের কথা ছাড়িয়া, ইহাদের সদ্গতির জন্য প্রার্থনা করেন।

দিল্লীতে ইংরেজের প্রাধান্য স্থাপিত হইল। ইংরেজের যাবতীয় বিঘ্নবিপত্তি দূর হইয়া গেল। বৃদ্ধ মোগল ভূপতি ইংরেজের বন্দী হইলেন। তাঁহার সুবিস্তৃত রাজধানীর অধিকাংশ স্থান ভগ্নস্তূপে পরিণত হইল। সৈনিকদিগের জিঘাংসা এবং লুণ্ঠনপ্রবৃত্তির তৃপ্তিলাভ হইল। যে রাজপুরুষ এক সময়ে ভয়ে আত্মগোপন করিয়া-ছিলেন, তিনি এখন কর্মস্থলে আসিয়া, অভীষ্ট কর্ম সম্পাদনে ব্যাপৃত হইলেন। দিনের-পর-দিন, সপ্তাহের-পর-সপ্তাহ, মাসের-পর-মাস অতিবাহিত হইল। প্রতিদিন, প্রতি-সপ্তাহে, প্রতিমাসে মাজিস্ট্রেট্ স্যার টমাস মেট্‌কাফের বিচারে, অবাধে লোকের ফাঁশি হইতে লাগিল*। দিল্লী উত্তেজিত সিপাহিদিগের আশার উদ্দীপক ছিল। বৃদ্ধ মোগল তাহাদের একাগ্রতা, তাহাদের উৎসাহ, তাহাদের ব্যবসায়ের প্রধান অবলম্বনস্বরূপ ছিলেন। এখন এই অবলম্বনের অধঃপতন ঘটিল। সিপাহিদিগেরও মোহভঙ্গ হইল। এই মহীয়সী সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে ইংরেজ যার-পর-নাই ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাঁহাদের ৩,৮৩৭ জন সৈনিক হত আহত ও নিরুদ্দেশ হয়। তাঁহাদের প্রায় ৬১,০০০০০ টাকা ব্যয় হইয়া যায়**। ইহার উপর তাঁহাদের একজন প্রসিদ্ধ যুদ্ধবীরের দেহত্যাগে তাঁহারা একান্ত শোকগ্রস্ত হন। ১৪ই সেপ্টেম্বর সেনানায়ক নিকলসন্ যুদ্ধে আহত হইয়াছিলেন। ২৩শে সেপ্টেম্বর এই আঘাতে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। দিল্লীর অধিকারে এবং নিকল্‌সনের দেহত্যাগে ইংরেজের হর্ষে বিষাদ ঘটে। এক নগর হইতে আর-এক নগরে, এক সৈনিক-নিবাস হইতে আর-এক সৈনিক-নিবাসে ইংরেজের সমক্ষে এই সংবাদ উপস্থিত হয় যে, দিল্লী অধিকৃত হইয়াছে; বৃদ্ধ মোগল ভূপতি বন্দী হইয়াছেন, কিন্তু নিকল্‌সন্ দেহত্যাগ করিয়াছেন; এই সংবাদে ইংরেজ যেরূপ পুলকিত হন, সেইরূপ দুঃখের আবেগে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন।

---

* *Martin, Indian Empire,* *Vol. II, pp. 451-52.*

** *Ibid*, Vol. *II*, *p. 450.*

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইংরেজ সেনাপতির লক্ষ্ণৌতে যাত্রা

সেনাপতি হাবেলকের কানপুরে উপস্থিতি—তাঁহার লক্ষ্ণৌতে যাত্রার আয়োজন—তাঁহার মঙ্গলোয়ারে উপস্থিতি—উনাও এবং বসিরথগঞ্জের যুদ্ধ—হাবেলকের কানপুরে প্রত্যাবর্তনের উদ্‌যোগ—সেনানায়ক নীলের বিরক্তি—হাবেলকের পুনর্বার লক্ষ্ণৌর দিকে যাত্রা—বসিরথগঞ্জের দ্বিতীয় যুদ্ধ—হাবেলকের আবার কানপুরে প্রত্যাবর্তনের উদ্‌যোগ—তাঁহার মঙ্গলোয়ারে প্রত্যাবর্তন—লক্ষ্ণৌর পথে পুনর্বার যাত্রা—বসিরথগঞ্জের তৃতীয় যুদ্ধ—হাবেলকের কানপুরে প্রত্যাবর্তন—বিঠুরের যুদ্ধ—আউট্রামের কানপুরে উপস্থিতি—তাঁহার বিজ্ঞাপন-পত্র—হাবেলক, আউট্রাম এবং নীলের লক্ষ্ণৌতে যাত্রা—তাঁহাদের আলমবাগে উপস্থিতি—চারবাগের সেতুপথে যুদ্ধ—ছত্রমঞ্জিল ও ফরিদবক্স—খাসবাজার—নীলের নিধন—হাবেলক ও আউট্রামের রেসিডেন্সিতে উপস্থিতি

এতদিন দিল্লী উত্তেজিত সিপাহিদিগের প্রধান আড্ডা ছিল। বিভিন্ন স্থানের সিপাহিগণ নানা দিক হইতে দিল্লীতে সমবেত হইয়াছিল। দিল্লীর বর্ষীয়ান্‌ ভূপতির নামে তাহারা যেরূপ উৎসাহযুক্ত, সেইরূপ অধ্যবসায় সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা বৃদ্ধ মোগলের নামে স্বাধীনভাবে সমুদয় কার্য করিত। সুতরাং দিল্লীতে তাহাদের প্রাধান্য অব্যাহত, তাহাদের ক্ষমতা অপ্রতিহত, তাহাদের বাসনা অসংযত ছিল। এখন দিল্লী তাহাদের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইল। বৃদ্ধ ভূপতি তাহাদের হস্ত হইতে পরিভ্রষ্ট হইলেন। দিল্লীতে তাহাদের আশাভঙ্গ হইল। তাহারা স্থানান্তরে প্রস্থান করিল। অনেকে লক্ষ্ণৌতে গিয়া, অভিনব অধিনায়কের অধীন হইল।

দিল্লী অধিকৃত হওয়াতে লোকে ইংরেজের ক্ষমতার পরিচয় পাইল বটে, কিন্তু ইহাতে বিপ্লবের শান্তি হইল না। উদ্ধত লোকেও অসংসাহসিক কর্মসাধনে নিরস্ত থাকিল না। এখনও নানা স্থানে সিপাহিগণ দলবদ্ধ হইয়া রহিয়াছিল। নানা স্থানে সাহসী অধিনায়কগণ ইহাদিগকে ইংরেজের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিতেছিলেন। বেরিলীতে খাঁ বাহাদুর খাঁর প্রাধান্য ছিল। ফরক্কাবাদের নবাবের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণভাবে রহিয়াছিল। অযোধ্যার নানা স্থানে উত্তেজিত সিপাহিদিগের উত্তেজনার নিদর্শন পরিদৃষ্ট হইতেছিল। কুমার সিংহের পরাক্রমে সমগ্র বিহার, এমন কি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থান আন্দোলিত হইয়াছিল। ঝাঁসীর রানী ইংরেজের ক্ষমতানাশে উদ্যত হইয়াছিলেন। তাত্যা টোপে ইংরেজ-সৈন্যকে বিব্রত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। মধ্যপ্রদেশে, দক্ষিণাপথে, বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে সিপাহিদিগের প্রভুভক্তি এবং সাধারণ লোকের প্রশান্তভাব অন্তর্হিত হইয়াছিল। এ সময়ে ভারতের নানা স্থানের সিপাহিগণ একসূত্রে নিবদ্ধ হইয়াছিল। নানা স্থানের লোকেও একরূপ কার্যপ্রণালীর অনুবর্তন করিয়াছিল। এক স্থানে যাহা সম্পন্ন হইয়াছিল, অপর স্থানে তাহাই ঘটিয়াছিল। এইরূপ বৈচিত্র্যহীন ঘটনাবলি সংক্ষেপে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

বর্ণনীয়। উপস্থিত বিপ্লব সম্বন্ধে এপর্যন্ত যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে পাঠকবর্গ বোধ-হয়, বিপ্লবের প্রকৃতি এবং উহার পরিব্যাপ্তির বিষয় বুঝিতে পারিয়াছেন। এখন বারংবার একবিধ ঘটনার একরূপ বর্ণনায় তাঁহাদের বিরক্তি ও ধৈর্যচ্যুতি ঘটিতে পারে। যে সকল বিষয় বৈচিত্র্যপূর্ণ, তৎসমুদয়ের বর্ণনা পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করা হইয়াছে। পরাক্রান্ত কুমার সিংহ প্রভৃতির ন্যায় ঝাঁসীর রানী ও তাত্যা টোপের কথা বৈচিত্র্যপূর্ণ. ইহাঁদের বিচিত্র ইতিহাস যথাস্থানে বিবৃত হইবে। এই কথা বলিবার পূর্বে অপরাপর স্থানে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

যখন দিল্লী অধিকৃত হয়, তখন ইংরেজেরা লক্ষ্ণৌর রেসিডেন্সিতে অবরুদ্ধভাবে ছিলেন। ইহাঁদের সাহায্যের জন্য সেনাপতি হাবেলক এবং আউট্রাম ২৫শে সেপ্টেম্বর লক্ষ্ণৌতে সমাগত হন। ইহাঁদের উদ্ধারের কথা বুঝিবার পূর্বে কানপুরের কথা একবার মনে করা উচিত। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, সেনাপতি হাবেলক নানা সাহেবকে পরাজিত করিয়া, কানপুরে শান্তি স্থাপন করেন। তিনি সেনানায়ক নীলকে কানপুরে রাখিয়া, লক্ষ্ণৌর অবরুদ্ধদিগের উদ্ধারার্থে যাত্রা করেন। তাঁহার সৈন্যসংখ্যা অল্প ছিল। তাঁহার গন্তব্যপথে বিপক্ষ সিপাহিরা অবস্থিতি করিতেছিল। বর্ষার প্রাদুর্ভাবপ্রযুক্ত স্থলপথে যাত্রায় অনেক অসুবিধা ঘটিয়াছিল। কিন্তু সেনাপতি অসুবিধার দিকে দৃক্‌পাত করেন নাই। ২১শে জুলাই প্রাতঃকালে বৃষ্টি হইতে থাকে। বর্ষার আবির্ভাবে ভাগীরথীরও পরিপুষ্টি ঘটে। এই দুর্দিনে হাবেলকের কামান এবং সৈনিকগণের কিয়দংশ একখানি ছোট স্টীমারের সাহায্যে গঙ্গার অপর তটে পৌঁছে। সমুদয় সৈন্য পার করিতে চারিদিন অতিবাহিত হয়। ২৪শে জুলাই সেনাপতি স্বয়ং ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রিকালে সৈনিকগণের সহিত লক্ষ্ণৌর পথে মঙ্গলোয়ার নামক পল্লীতে উপনীত হন। গাড়ি এবং রসদ প্রভৃতির সংগ্রহের জন্য সেনাপতিকে এই স্থানে চারিদিন থাকিতে হয়। অতঃপর সেনাপতি ২৯শে তারিখ উনাওর অভিমুখে অগ্রসর হন। তিনি তিনমাইল পথ অতিক্রম করিয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার পথে বিপক্ষগণ পরিদৃষ্ট হইল। তাঁহার দক্ষিণভাগে জলাভূমি ছিল। তাঁহার পুরোভাগে—উনাও এবং ব্রিটিশ সৈন্যের মধ্যে—অনেকগুলি বাগানের উন্নত প্রাচীরের শ্রেণী ছিল। এই প্রাচীর যে পল্লী পর্যন্ত গিয়াছিল, উহা হইতে উনাও পর্যন্ত একটি সঙ্কীর্ণ পথ ছিল। পল্লীর বাড়িগুলিতে বিপক্ষ সিপাহিগণ অবস্থিতি করিতেছিল। ইহারা জানালা, দরওয়াজা বা ভগ্ন স্থান দিয়া, ইংরেজ-সৈন্যের উপর গুলি চালাইবার জন্য প্রস্তুত ছিল*। সেনাপতি হাবেলক সাহসসহকারে অগ্রসর হইলেন। বিপক্ষগণ তাড়িত হইল বটে, কিন্তু উনাও তাহাদের অধিকারে রহিল। কিন্তু এই স্থানেও তাহারা পরাজিত হইয়া, পনেরটি কামান ফেলিয়া, পলায়ন করিল।

অতঃপর সেনাপতি সৈনিকদিগকে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিতে আদেশ দিলেন। যখন খাদ্য দ্রব্যাদির পাক হইতেছিল, তখন তিনি শত্রুপক্ষ হইতে অধিগত কামানগুলি সঙ্গে লইয়া যাইবার সুবিধা না হওয়াতে, অকর্মণ্য করিয়া ফেলিলেন। বিশ্রাম ও আহারে তিন ঘণ্টা অতীত হইল। তিন ঘণ্টার পর সেনাপতি আবার আপনার লক্ষ্য স্থানের অভিমুখে

* *Marshman, Memoirs of Sir Henry Havelock, p. 329.*

Generated on 2019-02-07 14:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার সৈনিক-দল ছয়মাইল পর্যন্ত গিয়াছে, এমন সময়ে তাহাদের অগ্রভাগে বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে প্রাচীরবেষ্টিত একটি পল্লী দৃষ্টিগোচর হইল। এই পল্লীর নাম বাসিরথগঞ্জ। উহার সম্মুখে একটি বিস্তৃত ঝিল বর্ষার প্রাদুর্ভাব প্রযুক্ত নদীর মতো হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌর পথে আর-একটি ঝিল দেখা যাইতেছিল। লোকের গমনাগমনের জন্য উহার উপর বাঁধ ছিল। পল্লীর প্রবেশপথে মৃত্তিকানির্মিত উচ্চ স্থানের উপর চারিটি কামান স্থাপিত হইয়াছিল। সিপাহিরা এই স্থানে ইংরেজ সেনাপতিকে বাধা দিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা কৃতকার্য হইতে পারিল না। যুদ্ধে তাহাদের বিলক্ষণ সাহস ও ক্ষমতা প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু শেষে তাহারা পূর্বোক্ত বাঁধের সাহায্যে ইংরেজ-সৈন্যের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিল। এইরূপে ইংরেজ-সেনাপতি আপনার অভীষ্ট স্থলে যাইবার পথে দুই স্থানের—উনাও এবং বাসিরথগঞ্জের—যুদ্ধে জয়ী হইলেন।

কিন্তু জয়লাভেও সেনাপতির হৃদয় আশ্বস্ত বা প্রফুল্ল হইল না। যখন দুই যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল, তখন তিনি দেখিলেন, তাঁহার পদাতিক-দলের মধ্যে সাড়ে-আটশতের বেশি সৈনিক নাই। এতদ্ব্যতীত যাহারা পীড়িত হইয়াছিল, তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইবার কোনো সুবিধা ছিল না। তাঁহার সৈন্যসংখ্যা এত অধিক ছিল না যে, তিনি ইহাদিগকে উপযুক্ত রক্ষকের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া যাইতে পারেন। তিনি জানিতেন যে, লক্ষ্ণৌর অভিমুখে যাত্রা করিতে হইলে, তাঁহাকে আরও অনেকস্থলে বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। এখনোও লক্ষ্ণৌ তাঁহা হইতে ছত্রিশ মাইল দূরে ছিল। বর্ষার আবির্ভাবে অনেক স্থান জলে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। বৃষ্টি ও জলীয় বায়ু হইতে দেহরক্ষার জন্য যথোপযুক্ত পরিচ্ছদ ছিল না। একদিকে সূর্যের প্রখর তাপ, অপরদিকে বৃষ্টি ও পল্বলময় পথের আর্দ্রতার মধ্যে থাকাতে তাঁহার সৈনিক-দলে বিসূচিকা ও অতিসারের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। এদিকে নানা সাহেবের অশ্বারোহিগণ কানপুরের দিকে তাঁহার প্রত্যাবর্তনের পথ অবরোধ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। নানাদিকে এইরূপ বিঘ্ন দেখিয়া, সেনাপতি কানপুরে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। তিনি ৩০শে জুলাই উনাও এবং তৎপর দিন মঙ্গলোয়ারে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই স্থান হইতে রুগ্ন ও আহতদিগকে কানপুরে পাঠাইয়া দিলেন, এবং সেনানায়ক নীলের নিকটে এইভাবে পত্র লিখিলেন যে, লক্ষ্ণৌ যাইতে হইলে, তাঁহার আরও এক হাজার সৈনিক এবং কামানের সহিত একদল গোলন্দাজ সৈন্য আবশ্যক হইবে।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, সেনাপতি নীল কানপুরে শান্তিস্থাপনে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁহার সাহস ও উদ্ধত প্রকৃতির বিষয় পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। সেনাপতি হাবেলকের পত্র এই উদ্ধতপ্রকৃতি সৈনিক-পুরুষের হস্তগত হইল। পত্র পাইয়া, কানপুরের সেনানায়ক নিরতিশয় বিরক্ত হইলেন। তাঁহার উদ্বোধ হইল যে, সেনাপতি হাবেলক যখন ফিরিয়া আসিয়াছেন, তখন সাধারণে তাঁহার জয়লাভের কথায় বিশ্বাস করিবে না; সেনাপতির সাহায্যের জন্য একদল সৈনিক এবং কয়েকটি কামান প্রেরিত হইল বটে, কিন্তু নীল কঠোর ভাষায় হাবেলকের পত্রের উত্তর দিতে নিরস্ত থাকিলেন না। নীল হাবেলকের অধস্তন কর্মচারী ছিলেন। নীলের পত্রের উত্তরে হাবেলক লিখিয়াছিলেন যে, তিনি জীবনে

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

কখনো এইরূপ পত্র পড়েন নাই*। যাহা হউক, হাবেলকের বিশ্বাস ছিল যে, কলিকাতা হইতে তাঁহার সাহায্যের জন্য দুইদল সৈন্য প্রেরিত হইবে। কিন্তু এ সময়ে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ন্যায় বিহার প্রদেশেও বিপ্লব ঘটিয়াছিল। হাবেলক যে সৈন্যের প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা ঐ প্রদেশের বিপ্লব নিবারণের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। হাবেলক এখন যে সৈন্য ও কামান পাইলেন, তাহা লইয়া, ৪ঠা আগস্ট, দ্বিতীয় বার অবরুদ্ধ রেসিডেন্সির অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি শুনিতে পাইলেন যে, বিপক্ষ সিপাহিগণ আবার বসিরথগঞ্জে সমবেত হইয়াছে। এই স্থানে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ ঘটিল। সিপাহিরা পুনর্বার পরাজিত হইয়া হটিয়া গেল। কিন্তু বিপক্ষের পরাজয়েও ইংরেজ সেনাপতির উদ্দেশ্যে সিদ্ধ হইল না। সেনাপতি পূর্বে গোলন্দাজ-দলের অধ্যক্ষকে সিপাহিদিগের পনেরটি কামান অকর্মণ্য করিয়া ফেলিতে আদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু সকলগুলি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় নাই। উহার দুইটি বিপক্ষেরা পুনর্বার হস্তগত করিয়া, স্বকার্যসাধনে উদ্যত হইয়াছিল। এদিকে সেনাপতির শিবিরে বিসূচিকারোগের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। বসিরথগঞ্জের যুদ্ধে কামানের গোলা, বারুদ প্রভৃতির এক-চতুর্থাংশ খরচ হইয়া গিয়াছিল। পথের মধ্যে সই নামক একটি গভীর নদী ছিল। এতদ্ব্যতীত আরও তিনস্থানে বহুসংখ্যক সিপাহী অবস্থিত করিতেছিল। অধিকন্তু গোবালিয়রের উত্তেজিত সৈনিক-দল তাহাদের মহারাজের শাসন না মানিয়া, কাল্পীর অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল। কাল্পী, কানপুরের ছেচল্লিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থান হইতে সহজে কানপুর আক্রমণ এবং এলাহাবাদের পথ অবরোধ করিবার সম্ভাবনা ছিল। এই সকল ভাবিয়া সেনাপতি পুনর্বার কানপুরে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। তিনি ধীরভাবে অনেক ভাবিয়া, প্রত্যাবর্তনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। এই সময়ে বর্ষার প্রাদুর্ভাব প্রযুক্ত অনেক স্থান জলপ্লাবিত হইয়াছিল। হাতি, উট, গাড়ি প্রভৃতি অনেক কষ্টে সংগৃহীত হইত। গন্তব্য পথের অনেক স্থান বিপক্ষ সিপাহিগণ কর্তৃক অবরুদ্ধ ছিল। ইহাদের সহিত যুদ্ধে এবং ওলাউঠা প্রভৃতি রোগে সেনাপতির বলক্ষয় হইয়াছিল। তাঁহার উত্তরভাগে ফরাক্কাবাদের নবাব বহুসংখ্যক উত্তেজিত সিপাহীর অধিনায়ক হইয়া, ইংরেজের প্রাধান্যনাশের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার দক্ষিণভাগে গোবালিয়রের সৈনিক-দল কানপুরের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। লক্ষ্নৌ ইংরেজদিগের উদ্ধার করা এ সময়ে অবশ্য কর্তব্য ছিল বটে, কিন্তু অল্পমাত্র সৈনিক-বলে ঐ উদ্দেশ্যসিদ্ধির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। এই সকল কারণে সেনাপতি হাবেলকের কানপুরে প্রত্যাবর্তন সঙ্গত হইয়াছিল।

সেনাপতি মঙ্গলোয়ারে ফিরিয়া আসিলেন। এই স্থানে আপনার লোকদিগকে একত্র করিবার জন্য চারিদিন থাকিয়া, ১১ই আগস্ট গঙ্গা পার হইতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে শুনিলেন যে, বিপক্ষ সিপাহিরা পুনর্বার বসিরথগঞ্জে সমবেত হইয়াছে। ইহাদের একদল উনাওতে অগ্রসর হইয়া, গঙ্গা পার হওয়ার সময়ে তাঁহাকে বাধা দিবার সুযোগ দেখিতেছে। সুতরাং সেনাপতি বিপক্ষদিগকে তাড়াইবার জন্য আবার লক্ষ্নৌর পথে অগ্রসর হইলেন। বিপক্ষগণ উনাও হইতে তাড়িত হইল। রাত্রিকালে ইংরেজ সেনাপতি

* *Malleson, Indian Mutiny, Vol. I, p. 502, note,*

নগরের চারিদিক্ পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ১২ই আগস্ট প্রাতঃকালে তিনি কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে, বিপক্ষগণ বসিরথগঞ্জের পুরোভাগে মৃন্ময় প্রাচীরের পশ্চাতে দলবদ্ধ রহিয়াছে। বসিরথগঞ্জে তৃতীয়বার যুদ্ধ ঘটিল। এই যুদ্ধেও সিপাহিরা তাড়িত ও পরাজিত হইল। সেনাপতি হাবেলক ১৩ই আগস্ট গঙ্গা পার হইয়া, কানপুরে উপস্থিত হইলেন। তিনি আপনার পরিশ্রান্ত সৈনিকদিগকে দুইদিন বিশ্রাম করিতে আদেশ দিলেন। ১৬ই তারিখ ঊষাকালে সেনানায়ক নীলের অধীনে একশত সৈনিক রাখিয়া, তিনি বিঠূরের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এইস্থানে বিভিন্নদলের বহুসংখ্যক সিপাহী অবস্থিতি করিতেছিল। নানা সাহেবের অনুচরগণ দুইটি কামান লইয়া, ইহাদের মধ্যে ছিল। সমুদায়ে প্রায় চারিহাজার সশস্ত্র লোক ইংরেজের বিরুদ্ধে সমবেত হইয়াছিল। এই সিপাহিরা ইংরেজ সেনাপতি কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া যথোচিত সাহস ও রণদক্ষতার পরিচয় দিয়াছিল। ইহারা এরূপ পরাক্রমে আপনাদের কামান রক্ষা করিয়াছিল, এরূপ সাহসে ইংরেজ-সৈন্যের ব্যূহভেদে অগ্রসর হইয়াছিল, এরূপ কৌশলে খাদ্য দ্রব্যাদি আটক করিতে গিয়াছিল যে, ইংরেজও তাহাদের প্রশংসাবাদে নিরস্ত থাকেন নাই। কিন্তু শেষে তাহাদের পরাজয় হইল। সেনাপতি ১৭ই আগস্ট কানপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ৫ই আগস্টের কলিকাতা গেজেট এই স্থানে তাঁহার হস্তগত হইল। তিনি গেজেটে দেখিতে পাইলেন যে, স্যার্ জেম্স্ আউট্রাম লক্ষ্ণৌর উদ্ধারের জন্য তাঁহার স্থলে সেনাপতির-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

লর্ড কানিঙ্ বোধহয়, হাবেলকের প্রত্যাবর্তনে দুঃখিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যদি ঘটনাস্থল এবং সময়ের অবস্থার পূর্বাপর পর্যালোচনা করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে বোধহয়, হাবেলক তৎকর্তৃক অধঃকৃত হইতেন না। যাহা হউক, সেনানায়ক আউট্রামের জন্য এ বিষয়ে কোনো গোলযোগ ঘটিল না। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, আউট্রাম ১লা আগস্ট কলিকাতায় উপনীত হইয়াছিলেন*। উহার চারিদিন পরে তিনি অযোধ্যার প্রধান কমিশনরের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। অবিলম্বে তিনি কলিকাতা হইতে যাত্রা করেন। পথে বিপক্ষ সিপাহিদিগের দল ভঙ্গ করিয়া, আউট্রাম্ ১৬ই সেপ্টেম্বর কানপুরে উপস্থিত হন। গবর্নমেণ্ট তাঁহাকে সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু আউট্রাম দেখিলেন, এই পদ গ্রহণ করিলে সেনাপতি হাবেলকের যার-পর-নাই মনঃক্ষোভ জন্মিবে। তিনি বিপক্ষের আশা ভঙ্গ করিতে গিয়া, স্বপক্ষের প্রধান ব্যক্তির উৎসাহভঙ্গের কারণ হইবেন। আউট্রাম উদারতার বশবর্তী হইয়া, অবিলম্বে এই বলিয়া বিজ্ঞাপনপত্র প্রচার করিলেন যে, সেনাপতি হাবেলক, যে কার্য করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সবিশেষ সন্তোষ জন্মিয়াছে। তিনি দেওয়ানী বিভাগের কর্মচারিরূপে অযোধ্যার কর্মস্থলে উপস্থিত থাকিয়া, নিজের ইচ্ছায় সৈনিক-বিভাগে সেনাপতির সাহায্য করিবেন। আউট্রামের এইরূপ স্বার্থত্যাগের পরিচয় পাইয়া, প্রধান সেনাপতি সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

এইরূপে হাবেলক, লক্ষ্ণৌর অধিকারের জন্য যে সৈনিক-দল প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার প্রধান অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন। আউট্রাম তাঁহার সহকারী হইলেন।

* এই ইতিহাসের ৪র্থ ভাগ, ১২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

Generated on 2019-02-07 14:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

এই সৈনিক-দলের একভাগের কর্তৃত্ব নীলের উপর সমর্পিত হইল। তিনজন সাহসী ইংরেজ-সেনাপতি স্বজাতির উদ্ধারার্থে লক্ষ্ণৌ যাত্রায় উদ্যত হইলেন। গঙ্গা পার হওয়ার জন্য নৌসেতু প্রস্তুত হইতে লাগিল। ১৯শে সেপ্টেম্বর সেতু নির্মাণ শেষ হয়। ঐ দিন হইতে সৈনিক-দল গঙ্গা পার হইতে থাকে। তৎপর দিন কামান প্রভৃতি অপর পারে লইয়া যাওয়া হয়। সৈনিক-দল ২১শে সেপ্টেম্বর কানপুরের অপর তট হইতে যাত্রা করিয়া, পূর্বের ন্যায় মঙ্গলোয়ারে উপস্থিত হয়। মঙ্গলোয়ারে বিপক্ষ সিপাহিগণ অবস্থিতি করিতেছিল। ইহারা ঐ স্থান হইতে তাড়িত হয়। অনন্তর সৈনিকগণ উনাওতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পরদিন বসিরথগঞ্জে পৌঁছে। তাহারা অবিরত বৃষ্টিপাতের মধ্যে এই স্থান হইতে ষোল মাইল অতিক্রম করিয়া, বানি নামক পল্লীতে গমন করে। বানি হইতে লক্ষ্ণৌ যাইতে হইলে সই নদী পার হইতে হয়। নদী পার হওয়ার কোনো অসুবিধা ছিল না। উহার উপর ইষ্টক নির্মিত সেতু ছিল। সৈনিক-দল নদী পার হইয়া আলমবাগের অভিমুখে অগ্রসর হইল। এই বিস্তৃত বাগানে বিপক্ষ সিপাহিরা ছয়টি কামান লইয়া অবস্থিতি করিতেছিল। ২৩শে সেপ্টেম্বর কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ইংরেজ-সৈন্য ইহাদের অভিমুখে ধাবিত হইল। সেনানায়ক নীল পার্শ্ববর্তী পল্লী হইতে কতকগুলি বিপক্ষকে তাড়াইয়া দিলেন। বিপক্ষগণ আলমবাগ এবং উহার নিকটবর্তী একটি বাড়িতে থাকিয়া, বিলক্ষণ পরাক্রমের সহিত আগন্তুক ইংরেজ-সৈন্যের গতিরোধ করিল। কিন্তু শেষে তাহারা এই স্থান হইতে তাড়িত হইল। সন্ধ্যা হওয়াতে সেনাপতি হাবেলক সৈনিকদিগকে বিশ্রাম করিতে আদেশ দিলেন। তাহারা যথাস্থানে কামান সন্নিবেশ করিয়া, বিশ্রাম করিতে লাগিল। কিন্তু সহসা তাহাদের মধ্যে গোলযোগ ঘটিল। পলায়মান সিপাহিরা নূতন কামান আনিয়া, তাহাদের উপর গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। এই সময়ে প্রবলবেগে বৃষ্টি হইতেছিল। সমুদয় স্থান অন্ধকারময় হইয়া উঠিয়াছিল। পথ হাতি-ঘোড়া-বলদ প্রভৃতি চতুষ্পদের সহিত দ্বিপদ মানুষ এবং কামান প্রভৃতি অচল আগ্নেয়াস্ত্রে পরিপূর্ণ ছিল। যাহা হউক, সিপাহিদিগের এই উদ্যমও সফল হইল না; আলমবাগ ইংরেজ-সৈন্যের অধিকারে রহিল। শেষে সিপাহিদিগের সন্নিবেশস্থলও তাহাদের অধিকৃত হইল। তাহাদের একদল, একহাঁটু কাদা ভাঙিয়া আপনাদের অবস্থিতিস্থলের চারিদিক পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। এই সময়ে বৃষ্টিপাত বন্ধ হইয়াছিল। এই সময়ে দিল্লীর অধিকারের সংবাদও শিবিরে প্রচারিত হইয়াছিল। ইংরেজ-সৈন্য এই সংবাদ পাইয়া, লক্ষ্ণৌর পুরোভাগে কামানের ধ্বনি করিয়া, হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল। পরদিন তাহারা আপনাদের শক্তিসঞ্চয়ের জন্য বিশ্রাম করিল। আলমবাগে তাহাদের দ্রব্যাদি রহিল। আড়াইশত সশস্ত্র রক্ষক উহার পাহারা দিতে লাগিল।

২৫শে জুন প্রাতঃকালে হাবেলক আউট্রামের সহিত পরামর্শ করিয়া, সোজা পথের পরিবর্তে একটু ঘুরিয়া রেসিডেন্সির অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা চারবাগের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন এমন সময় তথাকার সিপাহিগণ প্রবলবেগে গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। তাহারা চারবাগের সেতুর অপর ভাগে স্থাপিত কামান হইতে এমন বেগে গোলা চালাইতে লাগিল যে, ইংরেজের কামানের গোলা অকার্যকর হইয়া পড়িল। সেনাপতির তরুণবয়স্ক পুত্র হাবেলক দেখিলেন যে, সেতুর নিকটে তাঁহার পিতা বা আউট্রাম, কেহই

Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:19 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

উপস্থিত নাই। তাঁহার পিতা যেখানে ছিলেন, তিনি ত্বরিতগতিতে সেই স্থানের দিকে গেলেন, তিন-চারি মিনিটের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া নীলকে কহিলেন যে, সৈনিকদিগকে সেতুপথে অগ্রসর হইবার জন্য তাঁহাকে আদেশ দিতে হইবে। সেনানায়ক নীলের আদেশে পঁচিশজন সৈনিক অগ্রসর হইল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে তাহাদের শরীর ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। সেনাপতির পুত্র কোনোরূপে রক্ষা পাইলেন। সেনাপতি হাবেলক এই সময়ে উপস্থিত হইয়া, নিষ্কোশিত তরবারির আস্ফালন করিতে করিতে সৈনিকদিগকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিতে লাগিলেন। সৈনিকগণ নির্ভীকচিত্তে কামানের গোলার সম্মুখে সেতু পার হইল। তাহারা কামানগুলি অধিকার করিল, সঙ্গীনে বিপক্ষদিগের অনেকের প্রাণান্ত করিয়া ফেলিল, এবং বিপুল-বিক্রমে লক্ষ্ণৌ শহরে প্রবেশলাভ করিল।

সৈনিকগণ অতঃপর কৈশরবাগের দিকে অগ্রসর হইল। বিপক্ষেরা এই স্থান হইতেও গোলাবৃষ্টি করিয়া, তাহাদের সাতিশয় ক্ষতি করিতে লাগিল। এইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও, তাহারা সেতুপথে একটি নালা পার হইয়া, ছত্রমঞ্জিল এবং ফরিদবক্স প্রাসাদ অধিকার করিল। পশ্চাদগামী সৈনিক-দলের সহিত একত্র হইবার জন্য আউট্রাম অগ্রগামী সৈনিক-দলকে ছত্রমঞ্জিলে কয়েক ঘণ্টা রাখিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু হাবেলক এই প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া, অবরুদ্ধ রেসিডেন্সির অভিমুখে অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। ইতঃপূর্বে আউট্রামের বাহুতে বন্দুকের গুলি লাগিয়াছিল, রুধিরস্রোত বন্ধ করিবার জন্য তিনি বাহুতে রুমাল বাঁধিয়াছিলেন। একজন তাঁহাকে আহত স্থানে পটি বাঁধিবার জন্য অশ্ব হইতে নামিতে কহিলে, আউট্রাম উত্তর করিলেন,—'যে পর্যন্ত রেসিডেন্সিতে উপস্থিত না হই, সে পর্যন্ত এইভাবে থাকিব।' রেসিডেন্সিতে যাত্রাকালে হাইলাণ্ডার সৈন্য সর্বাগ্রে স্থাপিত হইল। তৎপশ্চাতে শিখগণ এবং তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে মাদ্রাজের সৈনিকগণ রহিল। এইরূপে ব্যবস্থিত হইয়া, ইংরেজ-সৈন্য শহরের সংকীর্ণ গলি দিয়া রেসিডেন্সির অভিমুখে যাইতে লাগিল। গলির পার্শ্বস্থিত উচ্চগৃহসমূহে সিপাহিগণ অবস্থিতি করিতেছিল। হাবেলকের সৈন্য এইরূপ বিপত্তিময় পথে খাসবাজার নামক স্থানে উপনীত হইল। এই স্থানের গৃহগুলি বিপক্ষ সিপাহিগণে পূর্ণ ছিল। ইংরেজ-সৈন্য খাসবাজারের তোরণের নিকট উপস্থিত হইলে আবার সিপাহিগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয়। সেনানায়ক নীল ইঁহাদের পরিচালনা করিতেছিলেন। তিনি তোরণ অতিক্রম করিয়া আপনার সহচরকে কহিলেন যে, কামানগুলি ভিন্ন পথে গিয়াছে, উহা ফিরাইয়া আনিতে হইবে। এই আদেশ দিয়া, তিনি অশ্বের রশ্মি সংযত করিয়া, কামান আসিতেছে কিনা, দেখিবার জন্য মুখ ফিরাইয়া রহিলেন; এমন সময়ে একজন সিপাহী তোরণের উপর হইতে তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া, গুলি করিল। গুলি মস্তক ভেদ করিয়া বাম কর্ণের নিম্নভাগে প্রবিষ্ট হইল। নীল এই আঘাতে গতাসু ও অশ্ব হইতে পতিত হইলেন। কিন্তু সৈনিকেরা ইহাতে সাহসে বিসর্জন দিল না। তাহারা হাবেলক এবং আউট্রামের কথায় উৎসাহিত হইয়া, গুলিবৃষ্টির মধ্যে রেসিডেন্সির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। অবশেষে ইহাদের অনেকে ২৫শে সেপ্টেম্বর, রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে মহোল্লাসে নির্দিষ্ট স্থানে সমাগত হইল*। ইহাদের

* *Marshman, Memoirs of Sir Henry Havelock, pp. 412-13.*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:20 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

আগমনে রেসিডেন্সির যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে ২৫শে সেপ্টেম্বর সমুদয় সৈন্য রেসিডেন্সিতে প্রবেশ করিতে পারে নাই। অধিকাংশ তৎপর দিন প্রাতঃকালে উপস্থিত হয়। পশ্চাদগামী সৈনিক-দল পীড়িত ও আহতদিগকে লইয়া, কর্নেল নেপিয়ারের (পরে লর্ড নেপিয়ার, ইনি ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি হইয়াছিলেন) তত্ত্বাবধানে রেসিডেন্সিতে পদার্পণ করে। এইরূপ বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম পূর্বক সেনাপতি হাবেলক ও আউট্রাম লক্ষ্নৌর রেসিডেন্সিতে সমাগত হন। পথে সেনানায়ক নীল দেহ-ত্যাগ করেন। সৈনিকদিগের অনেকে রোগের আক্রমণে নির্জীব হইয়া পড়ে। অনেকে সিপাহিদিগের আক্রমণে হত ও আহত হয়।

Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:20 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

তৃতীয় অধ্যায়

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা

সেনাপতি গ্রিথেডের দিল্লী হইতে যাত্রা—গাজীউদ্দীন নগর—বুলন্দশহর—মালঘর—খুর্জা—মৌনীসন্ন্যাসী—আলীগড়—আকবরাবাদ—আ গ্রা—মৈ ন পু রী—সেনাপতি—আউট্রামের পত্র—কালীনদীর তীরে যুদ্ধ—প্রধান সেনাপতি স্যার্ কোলিন্ কাম্প্‌বেলের যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা—কাজোয়ার যুদ্ধ—প্রধান সেনাপতির অযোধ্যায় প্রবেশ—জঙ্গ্‌বাহাদুর—প্রধান সেনাপতির লক্ষ্মৌতে প্রবেশ—তাঁহার সহিত সেনাপতি হাবেলক ও আউট্রামের সম্মিলন—সেনাপতি হাবেলকের দেহত্যাগ—আউট্রামের আলমবাগে অবস্থিতি—প্রধান সেনাপতির কানপুরে যাত্রা

সেনাপতি উইল্‌সনের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল। দিল্লী অধিকৃত হইলে উইলসন্ হিমগিরির শীতল সমীরে সুস্থ হইবার জন্য সিমলায় গিয়াছিলেন। দিল্লী পরিত্যাগের পূর্বে তিনি গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী ভূখণ্ড হইতে বিপক্ষ সিপাহিদিগকে নিষ্কাশিত করিবার জন্য সৈন্য পাঠাইবার বন্দোবস্ত করেন। সাতশত পঞ্চাশজন ইংরেজ, এবং একহাজার নয়শতজন এতদ্দেশীয় সৈনিক প্রস্তুত হয়। লেপ্টেনেন্ট কর্নেল গ্রিথেড্ এই সৈনিক-দলের অধ্যক্ষ হন। ২৪শে সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে ইহারা দিল্লী হইতে যাত্রা করে। এই সময়ে মহিমান্বিত মোগলের জনকোলাহলময় রাজধানী মহাশ্মশানের মতো হইয়াছিল। পথে লোকসমাগম ছিল না। যুদ্ধযাত্রী ইংরেজ সৈনিকদিগের পদশব্দ ব্যতীত আর কোনো শব্দ সে সময়ে শ্রুতিগোচর হয় নাই। নানাস্থানে মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছিল। গলিত শবের দুর্গন্ধে চারিদিকের বায়ু দূষিত হইয়া উঠিয়াছিল। কোনো স্থানে কুক্কুর একজনের বিচ্ছিন্ন দেহাংশ আগ্রহের সহিত উদরস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কোনো স্থলে শকুনি চঞ্চুপুট দ্বারা আপনার অভীষ্ট খাদ্য তুলিয়া লইতেছিল, সৈনিক-দিগের সমাগমে ক্ষুধার্ত বিহঙ্গ দূরে সরিয়া গেলেও, সেই ভোজ্য দ্রব্যের দিকে সতৃষ্ণভাবে দৃষ্টিযোজনা করিয়া রহিয়াছিল। কোনো কোনো স্থানে শবগুলি যেন জীবন্তভাবের অনুরূপ ছিল। কোনো কোনো শবের হস্তস্থিত অস্ত্র পূর্ববৎ উত্তোলিত রহিয়াছিল। ইংরেজ সৈনিকদিগের ন্যায় অশ্বগুলিও এই ভয়ংকর দৃশ্যে চমকিত হইয়াছিল। যুদ্ধ যাত্রিগণ নীরবে এই ভয়াবহ শ্মশান অতিক্রম পূর্বক নগরের বহির্ভাগে উপস্থিত হইল।

উক্ত বীভৎস দৃশ্য ও দুর্গন্ধ বায়ু পরিহার করিয়া সৈনিকগণ যখন বিস্তৃত স্থলের বিশুদ্ধ ও বিমুক্ত বায়ুর মধ্যে আসিল, তখন তাহাদের আহ্লাদের অবধি রহিল না। তাহারা সুখস্পর্শ সমীরে উৎফুল্ল হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। এগার মাইল পথ গিয়া, তাহারা গাজীউদ্দীন নগরে উপস্থিত হইল। বিপক্ষ সিপাহিরা এই স্থান ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল। কতিপয় সিবিলিয়ান, যে দিন দিল্লী অধিকৃত হয়, তাহার পরদিন ঐ নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে বুলন্দশহরের সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট লায়াল সাহেব

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:20 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ছিলেন*। সিবিলিয়ানেরা পুনরায় কর্মস্থলে যাইবার জন্য সৈনিকদিগের সহিত সম্মিলিত হইলেন।

যাহা হউক, কর্নেল গ্রিথেড্ ২৮শে সেপ্টেম্বর উষাকালে বুলন্দশহরে যাত্রা করিলেন। অগ্রগামী সৈনিক-দল সূর্যোদয়সময়ে চারিটি পথের সন্ধিস্থলে উপনীত হইল। এই চৌমাথা হইতে একটি পথ বুলন্দশহরের দিকে, একটি মালঘরের দিকে গিয়াছিল। চৌমাথার ঘাঁটিতে বিপক্ষ সওয়ারগণ অবস্থিতি করিতেছিল। ইংরেজ-পক্ষের অগ্রগামী সৈন্য বুলন্দশহরে পৌঁছিতে-না-পৌঁছিতেই ইহারা চলিয়া যায়। সেনানায়ক গ্রিথেড্ বুলন্দশহর আক্রমণ করেন। প্রধানতঃ ইংরেজদিগের অশ্বারোহী এবং গোলন্দাজেরা এই যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকে। বিপক্ষেরা পরাজিত ও তাড়িত হয়। তাহাদের তিনশত সৈনিক রণক্ষেত্রে দেহত্যাগ করে। ইংরেজ-পক্ষের সাতচল্লিশজন হত ও আহত হয়। সিপাহিদিগের তিনটি কামান এবং অনেক যুদ্ধোপকরণ বিজয়ী সৈনিকেরা অধিকার করে। বুলন্দ-শহরের যুদ্ধের পর সেনাপতি একমাইল দূরে কালীনদীর তীরে শিবির সন্নিবেশ করেন। ঐ দিন অপরাহ্নকালে তাঁহার সৈনিকেরা মালঘরে উপস্থিত হয়। মালঘরের নবাব ওয়ালিদাদ খাঁ দিল্লীর বৃদ্ধ মোগলের নামে উক্ত জনপদ শাসন করিতেছিলেন। ইংরেজ-সৈন্যের উপস্থিতিতে তিনি প্রস্থান করেন। তাঁহার দুর্গে নানাবিধ দ্রব্য ছিল। ১লা অক্টোবর এই দুর্গ বিনষ্ট করা হয়। দুর্গ ধ্বংসকালে প্রজ্বলিত বারুদস্তূপে একজন ইংরেজ সৈনিক দেহত্যাগ করে। গ্রিথেডের সৈনিক-দল, আহতদিগকে মীরাটে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিবার জন্য চারিদিন বুলন্দশহরে থাকে। লায়েল সাহেব পুনর্বার এই স্থানের শান্তিরক্ষায় ব্যাপৃত হন। দুই-তিনদিন পরে ইহাঁর সাহায্যার্থে মীরাট হইতে কতিপয় সৈনিক উপস্থিত হয়। বুলন্দশহরের পশ্চিমে রোহিলখণ্ডের বিস্তৃত ভূভাগ অবস্থিত। এই ভূভাগ সিপাহিদিগের অধিকারে ছিল। সিপাহিরা রোহিলখণ্ড হইতে অনেক বার বুলন্দশহরে উপস্থিত হয়। লায়েল সাহেবের সাহায্যকারী সৈনিকগণ ইহাদের আক্রমণ নিরোধের জন্য সজ্জিত থাকে।

গ্রিথেডের সৈন্য ৩রা অক্টোবরে বুলন্দশহর পরিত্যাগ করে। তাহারা ঐ দিন অপরাহ্নকালে খুর্জা নামক স্থানে উপনীত হয়। খুর্জা আলীগড়ের পথে অবস্থিত। এই স্থানে প্রধানতঃ মুসলমানের বাস। ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের সওয়ারদিগের কেহ কেহ এই স্থানের অধিবাসী। সৈনিকেরা খুর্জায় প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, পথের পার্শ্বে একটি নরকঙ্কাল রহিয়াছে। উহার মস্তক নাই। ভগ্ন অস্থিগুলিতে আঘাতের চিহ্ন রহিয়াছে। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া উহা উহা কোনো ইউরোপীয় নারীর কঙ্কাল বলিয়া নির্দেশ করেন। এই কথায় ইংরেজ-সৈন্য সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া, স্থানীয় লোকের সমুচিত শাস্তিবিধানের সঙ্কল্প করে। ইহাদিগকে অনেক বুঝাইয়া শান্ত করা হয়। অধিবাসীরা স্পষ্টভাবে কহে যে, তাহাদের কোনো দোষ নাই, তাহারা গবর্নমেন্টের আজ্ঞাবহ

* ইনি পরে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনেন্ট গবর্নরের পদে প্রতিষ্ঠিত ও স্যার আলফ্রেড লায়াল নামে অভিহিত হন।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:20 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ভৃত্যমাত্র। এ সময় অতি সামান্য সূত্রে ইংরেজ-সৈনিকের জিঘাংসা কিরূপ প্রবল হইয়া উঠিত, তাহা এই বিবরণে বুঝা যাইতেছে।

আর-একটি বিষয়ে ইংরেজ-সৈনিকদিগের মধ্যে সহসা উত্তেজনার সঞ্চার হয়। যে স্থানে শিবির সন্নিবেশিত ছিল, তাহার নিকটবর্তী বৃক্ষতলে একজন সন্ন্যাসী বসিয়া ছিল, এই সন্ন্যাসী মৌনী, সুতরাং সৈনিকদিগের কথার কোনো উত্তর না দিয়া, আপনার সমক্ষে, যে ছোট বারকস্ ছিল, উহা পরীক্ষা করিতে সংকেত করিল। কিয়ৎক্ষণ পূর্বে এই বারকস্‌খানিতে খাদ্যদ্রব্য ছিল। প্রথমে উহাতে কোনোরূপ অস্বাভাবিক বিষয় পাওয়া গেল না। সূক্ষ্মরূপে পরীক্ষার পর দেখা গেল যে, বারকসের নিচে ছিদ্র আছে, ছোট একখানি চতুষ্কোণ কাঠে ঐ ছিদ্র ঢাকা হইয়াছে; কাঠখানি খোলা হইলে ছিদ্রের মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র জড়ান কাগজ পাওয়া গেল। উহা সেনাপতি হাবেলকের গ্রীক ভাষায় লিখিত পত্র। উহাতে সেনাপতি লিখিয়াছিলেন যে, তিনি লক্ষ্ণৌর ইংরেজদিগের উদ্ধারার্থে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার সৈন্য সংখ্যা অল্প। গাড়ি ইত্যাদি নাই। এ সময়ে অপর সৈনিকগণের সাহায্যগ্রহণ একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। যে কোনো ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষের হস্তে এই পত্র পড়িবে, তিনি যেন তাঁহার সাহায্যার্থে উপস্থিত হন। সেনানায়ক গ্রিথেড্ এই পত্র পাইয়া অবিলম্বে কানপুরে যাইতে ইচ্ছা করিলেন*। এ সময়ে, ইংরেজদিগকে স্থানান্তরে সংবাদ পাঠাইতে এবং স্থানান্তর হইতে সংবাদ আনিতে চরের উপর নির্ভর করিতে হইত। তাঁহারা সাধারণের অজ্ঞাত ভাষায় পত্র লিখিয়া, চরের হস্তে সমর্পণ করিতেন। চরেরা ঐ পত্র নানাকৌশলে প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়া, নানাবেশে নির্দিষ্ট স্থানে যাত্রা করিত। অনেক সময়ে ইহারা বিপক্ষ সিপাহিদিগের শিবিরে গিয়া তাহাদের সংবাদ আনিয়া দিত। লক্ষ্ণৌর অবরোধকালে ইংরেজদিগকে যে, এইরূপ চরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে।

ইংরেজ-সৈন্য অতঃপর আলীগড়ে উপস্থিত হয়। সিপাহিরা পূর্বেই এইস্থান পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। যখন সৈনিক-দল অগ্রসর হয়, তখন উচ্ছৃংখল লোকে শিঙা বাজাইয়া ঢোল পিটিয়া, অশ্রাব্য ভাষা উচ্চারণ করিতে করিতে ইংরেজ-সৈন্যকে বাধা দিবার চেষ্টা করে, কিন্তু যখন দ্রুতগামী অশ্বগণ কামান লইয়া তাহাদের সমক্ষে উপস্থিত হয়, তখন ঐ সকল লোকের সাহসের সহিত বাচালতার অন্তর্ধান করে। ইহারা দুইটি কামান ফেলিয়া নগরে প্রবেশ পূর্বক উহার দ্বাররোধ করে, এবং আক্রমণকারিদিগের ভয়ে অপর দিক দিয়া বাহির হইয়া যায়। সৈনিকগণ ইহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হয়। ইহাদের অনেকে ধান্যক্ষেত্রে আত্মগোপন করে। ইংরেজ-পক্ষের অশ্বারোহিগণ প্রত্যাবর্তনকালে ইহাদিগকে দেখিতে পাইয়া অনেককে বধ করে। ইংরেজ সেনাপতির সমাগমে আলীগড়ের অধিবাসিগণ আহ্লাদিত হয়। এতদিন নানারূপ অশান্তিতে তাহারা নিরতিশয় বিব্রত ছিল; এখন শান্তিময় শাসনের ফলভোগ করিতে পাইবে বলিয়া, তাহারা সৈনিকদিগের আবশ্যক দ্রব্যাদির সংগ্রহে আগ্রহযুক্ত হয়।

* *Lord Roberts, Forty-One years in India, Vol. I, pp. 164-65.*

Generated on 2019-02-07 14:20 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

আলীগড়ের চৌদ্দ মাইল দূরে কানপুরের দিকে আকবরাবাদ অবস্থিত। সেনানায়ক গ্রিথেড্ আলীগড় রক্ষার জন্য কতিপয় সৈনিক রাখিয়া, আকবরাবাদ যাত্রা করেন। আকবরাবাদে মঙ্গল সিংহ এবং মহাতাপ সিংহ, এই দুই যমজ ভ্রাতা কর্তৃত্ব করিতেছিলেন। এই রাজপুত ভ্রাতৃদ্বয় গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধ-পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহাদিগকে ধরিবার চেষ্টা করা হয়। সন্ধ্যাকালে ইংরেজ-পক্ষের অশ্বারোহিগণ উক্ত পল্লী অবরোধ করে। পলায়নকালে রাজপুত ভ্রাতৃদ্বয় নিহত হন। ইহাদের গৃহে তিনটি ছোট কামান এবং ইউরোপীয় কুলনারীদিগের ব্যবহৃত নানাবিধ দ্রব্য পাওয়া যায়।

গ্রিথেড্ যখন উক্তরূপ অদ্ভুত উপায়ে সেনাপতি হাবেলকের লিখিত পত্র প্রাপ্ত হন, সেই সময়ে আগ্রা হইতেও অনেক পত্র তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হয়। এই সকল পত্র ইউরোপের প্রাচীন ও আধুনিক ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। আগ্রার দুর্গস্থিত ইংরেজেরা পত্রে সাতিশয় কাতরভাবে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সুতরাং গ্রিথেড্ কানপুরের পরিবর্তে আগ্রায় যাইতে উদ্যত হইলেন।

লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর কলবিন্ সাহেবের দেহত্যাগ পর্যন্ত আগ্রার ঘটনা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। কলবিনের দেহত্যাগের পর রীড্ সাহেব কিছু দিনের জন্য তৎপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু এই সময়ে সৈনিক-বিভাগের কর্মচারীর কর্তৃত্বের উপর নির্ভর করা একান্ত আবশ্যক হওয়াতে রীড সাহেবের স্থলে কর্নেল ফ্রেজার নিয়োজিত হন। কর্তৃপক্ষ আগ্রা বা তৎপার্শ্ববর্তী ভূখণ্ডে শান্তি স্থাপনে সমর্থ হন নাই। তাঁহাদের প্রাধান্য অন্তর্হিত হইয়াছিল। যাবতীয় শৃঙ্খলা সাধনের জন্য কেহ কোনোরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিতেন না। সকলেই স্থানান্তরের সিপাহিদিগের আক্রমণের আশঙ্কায় একান্ত ব্যাকুল ছিলেন। কলবিন্ সাহেবের দেহত্যাগের পূর্বে এই সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল যে, গোবালিয়রের উত্তেজিত সিপাহিরা মৌহিদপুর, মালব, ভূপাল প্রভৃতি স্থানের সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া আগ্রা আক্রমণ করিবে। গোবালিয়রের সিপাহিরা যেরূপে উত্তেজনার পরিচয় দেয়, মহারাজ শিন্দে যেরূপে তাহাদিগকে নিজের রাজধানীতে কিছু-কালের জন্য রাখেন, দূরদর্শী দিনকর রাও এই আকস্মিক বিপদের শান্তি করিতে বুদ্ধি-কৌশলের পরিচয় দেন তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু উত্তেজিত সৈনিক-দল দীর্ঘকাল গোবালিয়রে অবস্থিতি করে নাই। তাহারা মহারাজের শাসন না মানিয়া উচ্ছৃঙ্খলভাবে নানাস্থানে প্রধাবিত হয়। ক্রমে মধ্য ভারতবর্ষের পূর্বোক্ত জনপদ সমূহের উত্তেজিত সিপাহিদিগের সম্মিলনে তাহাদের বলবৃদ্ধি ঘটে। ১৪ই সেপ্টেম্বর ইংরেজ-সৈন্য চির-স্মরণীয় মোগলের চির-প্রসিদ্ধ রাজধানীতে প্রবেশ করে। উহার চারদিন পরে যখন দিল্লীতে তাহাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন অনেক সিপাহী হতাশ হইয়া, দিল্লী পরিত্যাগ করে। ফিরোজ শাহ নামক একজন শাহজাদা ইহাদিগের অধিনায়ক হইয়া ২৬শে সেপ্টেম্বর মথুরায় উপনীত হন। এই স্থানে হিরা সিংহ নামক একজন সুবাদার কর্তৃক পরিচালিত ৭২-সংখ্যক এতদ্দেশীয় পদাতিক-দলের সহিত ইহাদের সম্মিলন ঘটে। শেষে সম্মিলিত-দল মধ্য ভারতবর্ষের সিপাহিদিগের সহিত একত্র হয়। এই বিশাল সৈনিক-দলের আক্রমণ-ভয়ে আগ্রার দুর্গস্থিত ইংরেজেরা আত্মহারা হইয়া পড়েন। তাঁহারা এই জন্য

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:20 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

নানা ভাষায় পত্র লিখিয়া গ্রিথেডের নিকটে পাঠাইয়া দেন। গ্রিথেড্ কালবিলম্ব না করিয়া, আগ্রার অভিমুখে অগ্রসর হন।

গ্রিথেড্ ৭ই অক্টোবর বিজয়গড় নামক স্থানে উপস্থিত হন। পরদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে যাত্রা করিয়া, ১০ই তারিখ প্রাতঃকালে নৌসেতু দ্বারা যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া, আগ্রার দুর্গ-প্রাচীরের সমীপে সমাগত হন। ইংরেজ-সৈন্য সবিশেষ সত্বরতা-সহকারে নির্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়াছিল। সূর্যতাপে ইহাদের মুখ বিবর্ণ হইয়াছিল। পথের ধূলিরাশিতে ইহাদের পরিচ্ছদ নিরতিশয় মলিন হইয়াছিল। ইহারা যখন দুর্গপ্রান্তে উপস্থিত হয়, তখন যাঁহারা ইহাদের সম্বর্ধনার জন্য দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন, তাঁহারা ইহাঁদিগকে স্বদেশীয় লোক বলিয়া চিনিতে পারেন নাই। একটি কুলনারী সমীপবর্তী রেইক্‌স সাহেবকে কহিয়াছিলেন,—'এই ভীমদর্শন লোকগুলি নিশ্চয়ই আফগান।' রেইক্‌স্ সাহেবও সর্বপ্রথম ইহাদিগকে ইংরেজ-সৈন্য বলিয়া চিনিতে পারেন নাই*। আতপতাপে নিপীড়িত হইয়া, ধূলি ও কর্দম তুচ্ছ বোধ করিয়া, ইহারা বিশ্রাম-ব্যতিরেকে আটচল্লিশ মাইল অতিক্রম পূর্বক এইরূপ অপরিচ্ছন্নভাবে, এইরূপ বিবর্ণ-বদনে স্বদেশীয়দিগের উদ্ধারার্থে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের রাজধানীতে পদার্পণ পূর্বক দুর্গের পুরোভাগে প্রকাশ্যপথে অবস্থিতি করিতে লাগিল। এ দিকে ইহাদের অধিনায়ক, কোথায় শিবির সন্নিবেশ করিতে হইবে, কর্তৃপক্ষের নিকটে জিজ্ঞাসা করিলেন। দুই ঘণ্টাকাল, তাঁহার সহিত আগ্রার কর্তৃপক্ষের এই বিষয়ে তর্কবিতর্ক হইল। দুই ঘণ্টাকাল পরিশ্রান্ত সৈনিকেরা দুর্গের সম্মুখ-পথে রহিল। অবশেষে কাওয়াজের বিস্তৃত ক্ষেত্র ইহাদের শিবির সন্নিবেশের জন্য নির্দিষ্ট হইল। এই ক্ষেত্রের যে-যে স্থানে তাঁবু ফেলা হইবে তাহা চিহ্নিত হইল। ঘোটকগুলি নির্দিষ্ট স্থলে সন্নিবেশিত রহিল। সৈনিকেরা খাদ্যের আয়োজন করিতে লাগিল। কোনো কোনো অফিসর তাড়াতাড়ি দুর্গে গমন করিলেন। দুর্গবাসিদিগের অনেকে সাহায্যকারী সৈন্যের আগমনে আশ্বস্ত হইয়া, বহির্দেশে উপস্থিত হইলেন। প্রাচীরবেষ্টিত দুর্গের অভ্যন্তরে অবরুদ্ধভাবে থাকাতে ইহাদের সাতিশয় কষ্টবোধ হইয়াছিল। এখন বহির্ভাগের বিস্তৃত ক্ষেত্রের বিমুক্তবায়ু ইহাদিগকে স্পর্শে স্পর্শে উৎফুল্ল করিয়া তুলিতে লাগিল। এদিকে শিবিরের লোকে তাড়াতাড়ি ভোজন করিয়া নানা কর্মে ব্যাপৃত হইল। কেহ কেহ যে সকল জিনিসপত্র পশ্চাতে ধীরে ধীরে আসিতেছিল, তৎসমুদয়ের প্রতীক্ষা করিতে করিতে ভূমিশয্যায় নিদ্রিত হইল। কেহ কেহ সমীপোপবিষ্ট বন্ধুগণের সহিত নানা কথা কহিতে লাগিল। কেহ কেহ যে কয়েকটি তাঁবু পেঁছিয়াছিল, তৎসমুদয় খাটাইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। কেহ কেহ বৃক্ষতলে বসিয়া পথশ্রান্তি-জনিত অবসাদ দূর করিতে লাগিল। মোগলের রাজধানী যাহাদিগ-কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে, বৃদ্ধ মোগল ভূপতি যাহাদের হস্তে বন্দী হইয়াছেন, তাহাদিগকে দেখিবার জন্য আগ্রার দেড় লক্ষ অধিবাসীর দুই-তৃতীয়াংশ কৌতূহলের আবেগে দলে দলে কাওয়াজের বিস্তৃত-ক্ষেত্রে আসিতে লাগিল। যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে, ততদূর পর্যন্ত আকাশের প্রশান্তভাবের কোনো ব্যত্যয় দেখা গেল

* *Raikes, Note on the Revolt &c p. 70.*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:20 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

না। পরিবর্ধিত শস্যের কাণ্ড এবং পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষগুলি কেবল বায়ুবেগে আন্দোলিত হইতেছিল। দূরে—অতিদূরে বিপক্ষদিগের অবস্থিতি বা আগমনের কোনো নিদর্শন পরিব্যক্ত হইল না। আগ্রার কর্তৃপক্ষ সমাগত সেনাপতিকে জানাইলেন যে, দিল্লীর সৈনিকদিগের সমাগমবার্তা শুনিয়া, বিপক্ষেরা নয় মাইল দূরে কালী নদীর অপর পারে গিয়াছে। তাহারা দৃঢ়তার সহিত আপনাদের কথার সত্যতা প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, আগ্রায় কোনোরূপ শাসন-শৃঙ্খলা ছিল না। কর্তৃপক্ষ যাবতীয় বিষয় অবগত হইয়া, সুনিয়মে আবশ্যক কর্ম-সম্পাদনে সমর্থ ছিলেন না। এখন এইরূপ শৃঙ্খলাবিপর্যয়, এইরূপ অনভিজ্ঞতার ফল প্রত্যক্ষীভূত হইল।

যখন গ্রিথেডের সৈনিকেরা নিরুদ্বেগে বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছিল, তখন চারি ব্যক্তি নাগরা বাজাইতে বাজাইতে সহসা কাওয়াজের ক্ষেত্রে প্রহরী সৈনিকদিগের সমক্ষে উপস্থিত হইল। একজন প্রহরী ইহাদিগকে চলিয়া যাইতে কহিল। অমনি ইহাদের একজন পরিচ্ছদের মধ্যস্থিত তরবারি বাহির করিয়া, তাহাকে কাটিয়া ফেলিল। অন্য একজন প্রহরী সহযোগীর সাহায্যার্থে আসিল। কিন্তু সেও আহত হইল। শেষে ক্ষেত্রস্থিত সৈনিকদিগের অস্ত্রাঘাতে এই চারিব্যক্তিই দেহত্যাগ করিল। কিন্তু এই সংবাদ পশ্চাদ্ভাগের সৈনিক-দলে প্রচারিত হইতে-না-হইতেই কামানের গভীর শব্দ শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইল। পরমুহূর্তেই প্রজ্বলিত লৌহপিণ্ড সকল প্রবলবেগে শিবিরে পড়িতে লাগিল। যাহারা তৃণশয্যায় নিদ্রাসুখ ভোগ করিতেছিল, যাহারা বন্ধুজনের সহিত নানা কথায় আমোদিত হইতেছিল, যাহারা তরুতলে বসিয়া, নিশ্চিন্তমনে শারীরিক অবসাদ দূর করিতেছিল, যাহারা তাঁবু ফেলিবার, দ্রব্যাদি সাজাইবার, বাহনগুলিকে যথাস্থানে রাখিবার কর্মে ব্যাপৃত ছিল, তাহারা সকলেই এই আকস্মিক ব্যাপারে অতিমাত্র চমকিত হইল। সৈনিকেরা শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল, আপনাদের অস্ত্র হাতে লইল, কেহ কেহ অশ্বে আরোহণ করিল। মুহূর্তমধ্যে সৈন্য ও কামান, উভয়ই বিপক্ষদিগের পরাক্রমনাশের জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু এই মুহূর্তকালের মধ্যেই শিবিরের ভৃত্যগণ, সৈনিকগণ, স্থানান্তর হইতে আগত পরিদর্শকগণ বিপক্ষের কামানের গোলায় একান্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িল।

যে সকল অফিসর (ইহাঁদের মধ্যে লর্ড রবার্টস ছিলেন) দুর্গে গিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রসন্নচিত্তে দুর্গস্থিত কুলমহিলাদিগের সহিত যেমন ভোজনস্থলে উপবিষ্ট হইয়াছেন, অমনি কামানের গভীর শব্দ তাঁহাদের শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইল। একবারের পর আর-বার, তৎপর আর-একবার, এইরূপে বারংবার সেই ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্রের ভয়ঙ্কর গর্জন দুর্গবাসিদিগের হৃদয়ে সন্ত্রাসের সঞ্চার করিল। ভোজনস্থলে উপবিষ্ট ব্যক্তিগণ সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং একজন অপরকে আশ্বস্ত করিবার জন্য কহিলেন,—'এ কি! ইহা কখনো বিপক্ষের কামানধ্বনি নহে।' কিন্তু এই কথা আশ্বাসদায়ক হইল না। বিপক্ষগণই সহসা গ্রিথেডের শিবির আক্রমণ করিয়াছিল। তাহাদের কামানই এইরূপ ভয়ঙ্করভাবে গর্জন করিতেছিল। অফিসরগণ মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া, গৃহের সিঁড়ির দিকে ধাবিত হইলেন, এবং একলম্ফে সজ্জিত অশ্বে উঠিয়া দুর্গ হইতে বাহির হইয়া, যে দিকে কামানের শব্দ হইতেছিল, সেই দিকে সবেগে অধিষ্ঠিত অশ্বের চালনা করিলেন। তাঁহারা অর্ধপথ

Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:20 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

অতিক্রম করিয়াছিলেন, এমন সময়ে বিষম গোলযোগে বিব্রত হইয়া পড়িলেন। লর্ড রবার্টস এইভাবে উপস্থিত দৃশ্যের বর্ণনা করিয়াছেন,—

'নানা বর্ণের নানা শ্রেণীর লোক—বালক-বালিকা, স্ত্রী-পুরুষ ; নানাশ্রেণীর ইতর জীব—হাতি-ঘোড়া, উট-বলদ ; নানাপ্রকার জিনিসপত্র, নানাপ্রকার যান একস্থানে আসিয়া পড়িল। লোকে যেরূপ ভীত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল, যেন দৈত্য বা দানবেরা তাহাদের পশ্চাতে আসিতেছে। যাহারা সাহায্যকারী সৈনিকদিগের সমাগমে প্রফুল্ল হইয়া, দুর্গের বহির্ভাগে আসিয়াছিল, তাহারা পুনর্বার দুর্গে ফিরিয়া যাইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিল। যাহারা কৌতূহলী হইয়া, নগর হইতে শিবিরে যাইতেছিল, তাহারা তাড়াতাড়ি পুনর্বার নগরে যাইতে উদ্যত হইল। কামানের প্রথম বারের গর্জনে ইহারা উদ্‌ভ্রান্তভাবে ধাবিত হইয়া, যে সকল যান বা বাহনে গ্রিথেডের দ্রব্যাদি, রুগ্ন বা আহতগণ আসিতেছিল, তৎসমুদরে মধ্যে পড়িল। সকলেই তাড়াতাড়ি গন্তব্য স্থানের দিকে যাইতে উদ্যত ; সকলেই তাড়াতাড়ি আপনার পথ পরিষ্কার করিয়া লইতে ব্যস্ত। গাড়িতে হাতির পথ রুদ্ধ হইল। মানুষ হাতি দেখিয়া, এ উহার গায়ে গিয়া পড়িতে লাগিল। উটগুলির সহিত বলদগুলির সংঘর্ষ ঘটিল। অতিমাত্র গোলযোগে ও অশৃংখলায় সকলের গন্তব্য পথই রুদ্ধপ্রায় হইয়া পড়িল। অথচ সকলেই আপনাদের পথ বিমুক্ত করিবার জন্য পরস্পর ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল। কামানের গর্জনে মাহুতের ন্যায় হস্তীগুলিও ভীত হইয়া উঠিয়াছিল। উহারা ভয়প্রযুক্ত—অধিকন্তু অঙ্কুশের তাড়নায় বিকট রব করিতে লাগিল। গোযানের পরিচালকগণ, বলদগুলির অধিকতর বেগ জন্মাইবার জন্য, সবলে উহাদের লেজ মুচড়াইতে লাগিল। উটগুলিকে ঘোড়ার মতো বেগে চালাইবার জন্য পরিচালকগণ এরূপ ব্যস্ত হইল যে, টানাটানিতে উহাদের নাসাবিদ্ধ রজ্জু ছিঁড়িয়া গেল।'

এইরূপে সকলেই তাড়িতবেগে নির্দিষ্টস্থানে উপস্থিত হইবার জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিল। অফিসরেরা অতিকষ্টে গন্তব্য পথ পরিষ্কার পূর্বক শিবিরে উপস্থিত হইয়া তাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহাদের অতিমাত্র বিস্ময় জন্মিল। সমগ্র শিবির যেন ঘোরতর দ্বন্দ্বযুদ্ধের ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল। একস্থানে দুইজন অশ্বারোহী পরস্পর অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিল। অন্য স্থানে একজন সঙ্গীন, অপরজন তরবারি লইয়া, পরস্পরকে মারিবার চেষ্টা করিতেছিল। স্থানান্তরে বিপক্ষদলের কতকগুলি অশ্বারোহী ইংরেজ-পক্ষের একটি কামান কিছুদূরে লইয়া গিয়াছিল। কোনো স্থানে ইংরেজ-সৈনিকগণ সামরিকবেশে সজ্জিত হইবার অবসর পায় নাই—তাহারা জামা মাত্র গায়ে দিয়াই, বিপক্ষ অশ্বারোহিদিগের আক্রমণ-নিরোধে অগ্রসর হইয়াছিল। এই সৈনিকদিগের কিয়দ্দূরে—বামভাগে ইংরেজ-পক্ষের গোলন্দাজগণ কামানের গোলা চালাইতেছিল। ইহারাও সামরিক পরিচ্ছদ ধারণের সময় পায় নাই। এদিকে সহিসেরা সবিশেষ সত্বরতাসহকারে ঘোটকগুলি সজ্জিত করিতেছিল। ভিন্ন ভিন্ন দলের পদাতিকগণ আপনাদের অস্ত্রাদি লইতে ব্যস্ত হইয়াছিল। সেনাপতি গ্রিথেড্‌ সিপাহিদিগের এইরূপ আকস্মিক আক্রমণের কয়েক মিনিট পরেই ঘটনাস্থলে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি আক্রান্ত সৈনিকদিগকে অগ্রসর হইতে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:20 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

আদেশ দিলেন। সিপাহিরা সহসা ইংরেজের শিবির আক্রমণ করিয়াই হটিয়া গেল। ইংরেজ-সৈন্য ইহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। ইহারা কামান ফেলিয়া, কালী নদীর অপর পারে চলিয়া গেল। ইহাদের পরিত্যক্ত তেরটি কামান ইংরেজের অধিকৃত হইল।

গ্রিথেডের সৈনিক-দল ১৩ই অক্টোবর পর্যন্ত আগ্রায় রহিল। ১৪ই অক্টোবর ইহারা আগ্রা হইতে যাত্রা করিয়া, মৈনপুরীর অভিমুখে অগ্রসর হইল। পথে ইহাদের অধিনায়কের পরিবর্তন হইল। কর্তৃপক্ষের আদেশে কর্নেল হোপ্ গ্রান্ট্, গ্রিথেডের স্থলে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। তিনি দিল্লী হইতে গ্রিথেডের শিবিরে উপস্থিত হইয়া, আপনার কর্মভার গ্রহণ করিলেন। মৈনপুরীর ঘটনা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। মৈনপুরী-রাজ গবর্নমেণ্টের বিপক্ষতা করিয়াছিলেন। তাঁহার একজন আত্মীয়ের চেষ্টায় ধনাগার রক্ষিত হইয়াছিল। ইংরেজ-সৈন্যের উপস্থিতির একদিন পূর্বেই তিনি কামান বারুদ ইত্যাদি ফেলিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছিলেন। ইংরেজ-সৈন্য উপস্থিত হইয়া, তাঁহার দুর্গ বিনষ্ট করে, বারুদ উড়াইয়া দেয়। মৈনপুরীর সিবিল কর্মচারিগণ বিপ্লবের কালে পলায়নপূর্বক আগ্রার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন তাঁহারা এই সৈনিক-দলের সহিত কর্মস্থলে আসিয়া, আপনাদের কর্মে ব্যাপৃত হন। অতঃপর সৈনিক-দল বিওয়ার নামক স্থানে উপস্থিত হয়। এই স্থানে মীরাট, আগ্রা, ফতেগড় এবং কানপুরের পথ পরস্পর সংযোজিত হইয়াছে। ইংরেজ-সেনাপতি, বিওয়ারে স্যার জেমস্ আউট্রামের পত্র পাইলেন। এই সেনাপতির পত্রও হাবেলকের পত্রের ন্যায় গ্রীকভাষায় লিখিত হইয়াছিল। পত্রখানি একখণ্ড পেনের অভ্যন্তরে পুরিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পত্রবাহক ঐ পেন আপনার হাতছড়ির অন্তর্ভাগে প্রবেশিত করিয়া লইয়া আসিয়াছিল। চরগণ কিরূপ সুকৌশলে এবং কিরূপ সাবধানে ইংরেজের শিবিরে পত্রাদি লইয়া আসিত, তাহা এই ঘটনায় প্রতিপন্ন হইতেছে। সেনাপতি আউট্রাম দিল্লীর সেনা-নায়কের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সুতরাং সেনাপতি সত্বর লক্ষ্ণৌর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি ২২শে অক্টোবর বিওয়ার পরিত্যাগ পূর্বক আটাশ মাইল দূরবর্তী গুরুসাহিগঞ্জে উপস্থিত হইলেন, এবং তৎপরদিন কান্যকুব্জের প্রান্তবর্তী মিরণ-কি-সরাই নামক স্থানে পৌঁছিলেন।

এইদিন বিপক্ষ সিপাহিদিগের সহিত ইংরেজ-সৈন্যের ক্ষুদ্র যুদ্ধ ঘটে। সিপাহিরা আপনাদের কামান লইয়া, নদীর অপর পারে উত্তীর্ণ হয়। এপার হইতে ইংরেজ-সৈন্য গোলাবৃষ্টির আরম্ভ করিলে, তাহারা কামান ফেলিয়া যায়। হোপ্ গ্রাণ্টের সৈন্য নদী পার হইয়া, তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হয়। তাহাদের পদাতিকগণ অদৃশ্য হয়। তাহাদের অশ্বারোহিগণ সবেগে গঙ্গার জলে গিয়া পড়ে। অনেকে স্রোতোবেগে ভাসিয়া যায়। কেহ কেহ অপর তটে উত্তীর্ণ হয়। ২৬শে অক্টোবর হোপ্ গ্রাণ্টের সৈনিক-দল কানপুরে পৌঁছে। ৩১শে তাহারা আলমবাগ এবং বানিসেতুর মধ্যভাগের প্রান্তরে উপস্থিত হয়। প্রধান সেনাপতির উপস্থিতি পর্যন্ত তাহারা এইস্থানে অবস্থিতি করে।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, স্যার কোলিন্ কাম্পবেল ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতির পদে নিয়োজিত হইয়া, ১৩ই আগস্ট ইংলণ্ড হইতে কলিকাতায় পৌঁছেন। এই সময়ে

Generated on 2019-02-07 14:20 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

চারিদিক বিপ্লবময় ছিল। সমগ্র অযোধ্যা-প্রদেশ উত্তেজিত সিপাহিদিগের যথেচ্ছাচারের ক্ষেত্র হইয়াছিল। রোহিলখণ্ডে ইংরেজের প্রাধান্য অন্তর্হিত হইয়াছিল। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ ভূভাগে ভয়াবহ বিপ্লবের পূর্ণবিকাশ ঘটিয়াছিল। মোগলের রাজধানীর পুরোভাগে ইংরেজ-সৈন্য অবরুদ্ধভাবে অবস্থিতি করিতেছিল। মধ্য ভারতবর্ষ উত্তেজিত লোকের উত্তেজনা-তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়াছিল। অনেক স্থানে সংবাদ-প্রেরণের পথ অবরুদ্ধ ছিল। এইরূপ সংকটকালে স্যার কোলিন্ কাম্পবেল প্রধান সেনাপতির কর্মভার গ্রহণ করেন। তিনি কিরূপে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত ভয়ংকর অগ্নিস্তূপের নির্বাপণে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে।

সর্বপ্রথম প্রধান সেনাপতি বিপ্লবের ক্ষেত্রে সৈন্য পাঠাইবার বন্দোবস্ত করেন। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, চীনদেশে যে সৈন্য যাইতেছিল, তাহা ভারতের বিপ্লব নিবারণে নিয়োজিত হয়। রণতরীর অধ্যক্ষ কাপ্তেন পীল আপনার নৌসেনা ও কামান লইয়া, কলিকাতায় উপস্থিত হন। মরীচ দ্বীপ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন উপনিবেশ হইতে সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ সংগৃহীত হয়। এইরূপে বিভিন্ন স্থানের সৈনিক-পুরুষগণ এখন গবর্নমেণ্টের বিলুপ্ত-প্রায় প্রাধান্যের পুনঃস্থাপনের জন্য বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয়। স্যার কোলিন্ কাম্পবেল ২৭শে অক্টোবর কলিকাতা হইতে যাত্রা করেন, রাত্রিদিন ঘোড়ার ডাকে গিয়া, ১লা নবেম্বর এলাহাবাদে উপস্থিত হন। তৎপর দিন তিনি ফতেপুরে পেঁছেন। প্রধান সেনাপতি যখন এইরূপ সত্বরতার সহিত যুদ্ধক্ষেত্রের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন কানপুরের পথে কাপ্তেন পীল সিপাহিদিগের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করেন। ভারতের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানে এই যুদ্ধ হয়। ফতেপুরের প্রায় চব্বিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে কাজোয়া নামক পল্লী অবস্থিত। ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দে আওরঙ্গজেব এইস্থানে তাঁহার ভ্রাতা সুলতান সুজার সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ভারত সাম্রাজ্যের অধিকারে প্রতিদ্বন্দিশূন্য হইয়াছিলেন। দানাপুরের বহুসংখ্যক সিপাহী কাজোয়ায় সমবেত হইয়াছিল। ১লা নভেম্বর ইংরেজ-সৈন্য ইহাদের সম্মুখীন হয়। যুদ্ধে ইংরেজ সেনানায়ক নিহত হন, কিন্তু রণতরীর অধ্যক্ষ কাপ্তেন পীলের কৌশলে সিপাহিদিগের দলভঙ্গ হয়। এই যুদ্ধের একদিন পরে অর্থাৎ ৩রা নবেম্বর প্রধান সেনাপতি কানপুরে উপনীত হন। এই সময়ে লক্ষ্ণৌর দিকে তাঁহার তীক্ষ্ন দৃষ্টি ছিল। তিনি সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, লক্ষ্ণৌতে তাঁহার স্বদেশীয়ের নিকটে যে খাদ্য দ্রব্যাদি আছে, তাহাতে নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত চলিবে। খাদ্যের অভাবে অধিকন্তু পরাক্রান্ত বিপক্ষের অস্ত্রবর্ষণে, তাঁহাদের সৈনিকগণ, বালক-বালিকাগণ, কুল-মহিলাগণ একান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িবে। তিনি ইহা ভাবিয়া সর্বাগ্রে লক্ষ্ণৌর বিপন্ন স্বদেশীয়দিগের উদ্ধারে কৃতসংকল্প হন। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, সেনাপতি হোপ্ গ্রাণ্ট আপনার সৈনিক-দল লইয়া আলমবাগ এবং বানিসেতুর মধ্যভাগের বিস্তৃত প্রান্তরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। প্রধান সেনাপতি আপনার প্রধান সহকারী ব্রিগেডিয়ার মানস্-ফীল্ডের* সহিত ৯ই নবেম্বর এইস্থানে সমাগত হন। তাঁহার আদেশে সেনানায়ক ওয়াইণ্ড্হাম কানপুর রক্ষার জন্য ঐ স্থানে থাকেন।

* ইনি অতঃপর লর্ড উপাধি পাইয়া, লর্ড সাণ্ডহর্স্ট্ নামে অভিহিত হন।

Generated on 2019-02-07 14:20 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

স্যার কোলিন্ কাম্পবেলের সৈনিকগণ যখন অযোধ্যায় প্রবেশ করে, তখন তাহাদের চারিদিকে ভয়ঙ্কর বিপ্লবের ফল পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। পথে মানবের সমাগম ছিল না। উদ্দাম কুক্কুর ভিন্ন আর কোনো জীবিত প্রাণীকে বিচরণ করিতে দেখা যাইত না। লোকালয়ে লোকবসতি ছিল না। সেনাপতি হাবেলকের উপস্থিতির সময়েই পল্লীবাসিগণ আপনাদের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। জনবহুল পল্লী, লোকপূর্ণ রাজপথ, কৃষিবলপূর্ণ কৃষিক্ষেত্রসমূহ—সমস্তই নিস্তব্ধভাবে ছিল। এইরূপ জন-সম্পর্ক-শূন্য-স্থান অতিক্রম করিয়া, প্রধান সেনাপতি ওয়াজিদ আলীর রাজধানীর প্রান্তভাগে উপনীত হন। তিনি কেবল স্বদেশীয় সৈনিকগণে বলসম্পন্ন হন নাই। নেপালের প্রধান মন্ত্রী জঙ্গ্বাহাদুর সিপাহী বিপ্লবের প্রারম্ভে গবর্নমেণ্টের সাহায্যার্থে নেপালী সৈন্য পাঠাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাব প্রথমে লর্ড কানিঙের অনুমোদিত হইয়াছিল। জঙ্বাহাদুর স্বয়ং তিনহাজার সৈন্য লইয়া, আপনাদের সমুন্নত পার্বত্য ভূখণ্ড হইতে ভারতের সমতল ক্ষেত্রের অভিমুখে অগ্রসর হন। জঙ্গ্বাহাদুর ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের অবস্থা-দর্শনে তাঁহার উদ্বোধ হইয়াছিল যে, ইংরেজ ভারতবর্ষে আপনাদের প্রাধান্যরক্ষায় কখনোও অসমর্থ হইবেন না*। উপস্থিত সময়ে জঙ্গ্বাহাদুর প্রকৃতরূপে নেপালের শাসনদণ্ডের পরিচালক ছিলেন। ইংরেজ গবর্নমেণ্টের উপর তাঁহার যেমন অনুরাগ, সিপাহিদিগের উপর তাঁহার সেইরূপ বিদ্বেষভাব ছিল। সুতরাং তিনি এই সময়ে ইংরেজের উপকার এবং সিপাহিদিগের শোণিতপাত করিবার জন্য আগ্রহযুক্ত হইলেন। কিন্তু জঙ্গলময় তরাই অতিক্রমের পর, তাঁহার নিকটে সংবাদ আসিল যে, ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করা হইবে কি না, তদ্বিষয়ের বিবেচনা করিতেছেন। তাঁহার সৈন্য ১৫ই জুনের মধ্যে অযোধ্যায় পেঁাছিবে বলিয়া, আশা করিয়াছিল। কিন্তু গবর্নমেণ্টের কথায় তাহারা পুনর্বার আপনাদের রাজধানী কাঠমুণ্ডের দিকে যাত্রা করিল। আরণ্য ভূভাগের অস্বাস্থ্য-কর জলবায়ুতে তাহাদের অনেকেই পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা এইরূপ কষ্টভোগ পূর্বক আপনাদের রাজধানীতে পদার্পণ করিয়াছে, এমন সময়ে কলিকাতা হইতে সংবাদ পেঁাছিল যে, গবর্নমেণ্ট তাহাদের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন। সুতরাং ২৬শে জুন গুর্খা সৈন্য পুনর্বার নেপালের পার্বত্য ভূখণ্ড পরিত্যাগ পূর্বক নিবিড় জঙ্গল অতিবাহনে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা যে সময়ে ব্রিটিশাধিকৃত জনপদে উপস্থিত হয়, তাহার কয়েক দিন পূর্বে স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং স্যার হিউ হুইলার উত্তেজিত সিপাহীর অস্ত্রাঘাতে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন। গবর্নমেণ্টের এইরূপ ব্যবহারে জঙ্গ্বাহাদুর নিরতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি আপনার একজন ইংরেজ বন্ধুকে কহিয়াছিলেন,—'আপনি দেখুন আমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে। এইরূপ শাসনকর্তারা যখন রাজ্যশাসন করিতেছেন, তখন আপনারা কিরূপে ভারতবর্ষ রক্ষার আশা করিতে পারেন**। কিন্তু যাঁহার হস্তে এ সময়ে ভারতবর্ষের শাসনদণ্ড সমর্পিত ছিল, তাহাকে সাবধানে প্রত্যেক কর্মে হস্তক্ষেপ করিতে হইতেছিল। গুর্খাদিগের উপর

* *William Digby, A friend in need : Friendship forgotten, p. 43.*

** *Mead, Sepoy Revolt, p. 87.*

Generated on 2019-02-07 14:20 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

লর্ড ডালহৌসীর তাদৃশ বিশ্বাস ছিল না। যখন ইউরোপে যুদ্ধ উপস্থিত হইত, তখনই গুর্খাগণ অস্ত্রাদির সংগ্রহে ব্যাপৃত হইত। তাহাদের মধ্যে এই সময়ে শত্রুতাচরণের নিদর্শন দেখা যাইত*। ইহা ভাবিয়াই, লর্ড ক্যানিঙ্ নেপাল-গবর্নমেণ্টের সাহায্যগ্রহণ সম্বন্ধে প্রথমে দোলায়মানচিত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষে পুনর্বার বিবেচনার পর তিনি ইহাদের সাহায্যগ্রহণে কৃতসংকল্প হন। স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স দৃঢ়তাসম্পন্ন গুর্খাদিগকে তাহাদের পর্বতময় বসতিক্ষেত্র হইতে শীঘ্র আনিবার জন্য গবর্নর-জেনেরলের নিকটে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন। কেহ কেহ নির্দেশ করিয়াছেন যে, যদি গুর্খা সৈন্য যথাসময়ে লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হইত, তাহা হইলে স্যার হেন্‌রি লরেন্স বিপক্ষ সিপাহিদিগকে তাড়াইয়া স্যার হিউ হুইলারের উদ্ধারসাধনে সমর্থ হইতেন**। যাহা হউক, ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট প্রথমে নেপাল গবর্নমেণ্টের উপর সন্দিগ্ধ হইলেও উক্ত গবর্নমেণ্টের দৃঢ়কায়, সাহসী সৈনিকগণ ইংরেজের পক্ষসমর্থনে কিছুমাত্র ঔদাস্য বা কিছুমাত্র অস্থিরতার পরিচয় দেন নাই। তাহারা পরমবিশ্বস্ত যুদ্ধবীরের ন্যায় সিপাহিদিগের সহিত যুদ্ধে সাহস ও পরাক্রমের একশেষ দেখাইয়াছিল। ঐতিহাসিকগণ আহ্লাদ ও প্রীতির সহিত তাহাদের অসামান্য বীরত্বের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই কথা বলিবার পূর্বে প্রধান সেনাপতির আগমনের পূর্বে ওয়াজিদ আলীর রাজধানীতে কি ঘটিতেছিল, তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

সেনাপতি হাবেলক এবং আউট্রাম বিপক্ষ সিপাহিদিগকে লক্ষ্ণৌ হইতে একবারে নিষ্কাশিত করিতে পারেন নাই। তাঁহারা যে, লক্ষ্ণৌর অবরুদ্ধদিগের উদ্ধারসাধন করিয়াছেন, ইতিহাসের সূত্রানুসারে ইহা প্রকৃত নহে। তাঁহাদের আগমনে অবরুদ্ধদিগের বল বৃদ্ধি হইয়াছিল মাত্র। ওয়াজিদ আলীর রাজধানীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তখনও সিপাহীরা আপনাদের প্রাধান্য রক্ষা করিতেছিল। সেনাপতি আউট্রাম সিপাহিদিগের দল বিচ্ছিন্ন করিয়া কানপুরে যাইবার পথ পরিষ্কার করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, আউট্রাম প্রথমে সৈনিকদিগের অবস্থিতির জন্য নদীতীরবর্তী তারাকুঠী, ছত্রমঞ্জিল, ফরিদ-বক্স প্রাসাদ অধিকার করিতে উদ্যত হন। ২৬শে সেপ্টেম্বর এই সকল স্থান অধিকৃত হয়। ৬ই নভেম্বর তাঁহার নিকটে সংবাদ পেঁছে যে, হোপ গ্রাণ্ট্ আপনার সৈনিক-দল লইয়া, আলমবাগের নিকটবর্তী প্রান্তরে উপস্থিত হইয়াছেন। এইখানে তিনি প্রধান সেনাপতির আগমন প্রতীক্ষায় শিবির-সন্নিবেশ করিয়া রহিয়াছেন।

স্যার জেমস্ আউটট্রাম প্রধান সেনাপতিকে লক্ষ্ণৌর অবস্থা এবং আপনাদের সৈন্য সন্নিবেশের বিবরণ প্রভৃতি জানাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু উপস্থিত সময়ে এই সংকল্প কার্যে পরিণত করা একান্ত দুঃসাধ্য ছিল। পথে সিপাহিগণ অবস্থিতি করিতে-ছিল। ইহাদের বিপুল ব্যূহ ভেদ করিয়া যাওয়া, এ সময়ে একান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হইয়াছিল। হেন্‌রি কাবেনা নামক দেওয়ানী বিভাগের একজন কর্মচারী এই অসম্ভব কর্ম সাধনে উদ্যত হইলেন। ইংরেজের অবয়বে সচরাচর যে সকল বিশেষ লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, কাবেনার দেহে তৎসমুদয়ের কিছুরই অভাব ছিল না। তাহার দেহ দীর্ঘ,

* *Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 278.*

** *Mead, Sepoy Revolt, p. 86.*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:20 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

বর্ণ গৌর, কেশগুচ্ছ তাম্ররাগযুক্ত ছিল। এই সকল লক্ষণ ছদ্মবেশধারণের একান্ত অন্তরায় হইয়াছিল। স্যার জেম্‌স্‌ আউট্রাম যদিও সাহসিক কর্মসাধনে উৎসাহদাতা ছিলেন, তথাপি কাবেনার অবয়বগত লক্ষণ দেখিয়া, দোলায়মানচিত্ত হইলেন। কিন্তু কাবেনা স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন, তিনি আউট্রামের কথায় নিরস্ত হইলেন না। যাবতীয় বিপদের মধ্যেও সংকল্পিত কর্মসাধনে তাঁহার দৃঢ়তা ও আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। আউট্রাম তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া তাঁহাকে যাইতে অনুমতি দিলেন। কাবেনা পরস্বাপহারক বদমায়েশের বেশ পরিগ্রহণ করিলেন। তিনি চুলগুলি ছোট করিয়া ছাঁটিয়া ফেলিলেন, রেশমী কাপড়ে আঁটা পায়জামা, মসলিনের আঁটা শার্ট পরিলেন। শার্টের উপর হরিদ্রাবর্ণের অঙ্গরক্ষা রহিল। কোমরে শ্বেতবর্ণ কোমরবন্ধ, এবং কাঁধে একখানি রঙ্গীন কাপড় রাখা হইল। মাথায় শ্বেতবর্ণের পাগড়ি শোভা পাইল। কাঁধ পর্যন্ত দেহের সমুদয় উর্ধ্বভাগ এবং কনুই সমুদয় হাতে তৈলমিশ্রিত কাল রঙ লেপিয়া দেওয়া হইল। এই অপূর্ব বেশ পরিগ্রহের পর কাবেনা একহাতে ঢাল, আর-একহাতে তরবারি লইয়া, কানোজী লাল নামক একজন বিশ্বস্ত চরের সহিত ৯ই নবেম্বর রাত্রি নয়টার সময়ে প্রধান সেনাপতির শিবিরে উপনীত হইলেন। কাবেনার এইরূপ সাহসে, আউট্রামের নির্দিষ্ট যাবতীয় বিষয় স্যার কোলিনের গোচর হইল। প্রধান সেনাপতি যখন আলমবাগের পুরোবর্তী প্রান্তরে হোপ্‌ গ্রাণ্টের সহিত সম্মিলিত হন, তখন বিপক্ষগণ স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া, এবং স্থানে স্থানে কামান সন্নিবেশ করিয়া, তাঁহাকে বাধা দিবার সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিল। আউট্রাম, কাবেনার সহিত যেভাবে প্রধান সেনাপতির গন্তব্য পথ নির্দেশ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, প্রধান সেনাপতি প্রায় তদনুসারে আপনার পথ ঠিক করিয়া লইলেন। তিনি ১১ই নভেম্বর অপরাহ্নকালে আপনার সৈনিক-দল পরিদর্শন করিলেন। পরদিন সূর্যোদয় সময়ে তাঁহার সৈন্য রেসিডেন্সির অভিমুখে যাত্রা করিল।

১৩ই নভেম্বর প্রধান সেনাপতি আলমবাগ এবং দেলকোশা বাগানের মধ্যবর্তী জেলালাবাদ নামক স্থানের মৃন্ময় দুর্গ অধিকার করেন। পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহার সৈন্য দেলকোশা বাগানে উপস্থিত হয়। ইংরেজ-সৈন্য এই বাগান এবং মার্টিনিয়ার কলেজ অধিকার করে। মার্টিনিয়ার হইতে তাঁহারা সেকন্দরবাগের মধ্যবর্তী পল্লীতে উপনীত হন। এই পল্লীর সংকীর্ণ গলি দিয়া, তাহারা সেকেন্দরবাগের অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। সিপাহিরা সেকেন্দরবাগের মধ্যবর্তী দোতলা বাড়ির জানালা প্রভৃতি হইতে এরূপ তীব্রবেগে গুলিবৃষ্টি আরম্ভ করে যে, উহাতে ইংরেজ-সৈন্য সাতিশয় বিব্রত হইয়া পড়ে। এই সময়ে শিখদিগের সাতিশয় সাহস ও পরাক্রম পরিস্ফুট হয়। কামানের গোলায় সেকেন্দরবাগের প্রাচীর যখন ভগ্ন হয়, তখন হাইলাণ্ডার, শিখ, পঞ্জাবের মুসলমান প্রভৃতি সকলেই অভ্যন্তরভাগে প্রবেশের জন্য আপনাদের সাহসের পরিচয় দিতে উৎসুক হইয়া উঠে। প্রথমে একজন হাইলাণ্ডার, ভগ্ন প্রাচীরে উঠিয়া যেমন ভিতরে লাফাইয়া পড়ে, অমনি গুলির আঘাতে তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। পঞ্জাবের ৪-সংখ্যক পদাতিক-দলের একজন শিখ তাহার অনুসরণ করে। কিন্তু অবিলম্বে তাহারও ঐ দশা ঘটে। অতঃপর ইংরেজ-পক্ষের অন্য সৈনিকেরা অগ্রসর হয়। গোকুল সিংহ নামক শিখ সুবাদার

Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:20 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ঐ পথে আপন দলের সৈন্যের পরিচালনা করেন। উক্ত দলের মোকারব খাঁ নামক একজন পঞ্জাবী মুসলমান যার-পর-নাই সাহস ও পরাক্রম প্রদর্শন করে। সেকেন্দরবাগের বৃহৎ দ্বার যখন অবরুদ্ধ করিবার চেষ্টা হয়, তখন মোকারব খাঁ উহাতে বাধা দিবার জন্য আপনার বাম হস্ত উভয় দ্বারের মধ্যদেশে প্রবেশ করাইয়া দেয়। তরবারিতে ঐ হস্ত আহত হইলে, মোকারব উহা টানিয়া আনিয়া আপনার দক্ষিণ হস্ত প্রবেশিত করে। তরবারির আঘাতে ঐ হাত কনুই পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, কিন্তু মোকারবের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। দ্বারদেশ উন্মুক্তভাবে থাকে। ঐ উন্মুক্ত পথে ইংরেজ পক্ষের ভিন্ন ভিন্ন সৈনিক-দল সেকেন্দরবাগে প্রবেশ করে*। এই যুদ্ধে প্রধান সেনাপতির উরুদেশ আহত হইয়াছিল। কিন্তু আঘাত গুরুতর হয় নাই।

যে সকল সৈনিক-পুরুষ এই সময়ে প্রধান সেনাপতির দলে ছিলেন, তাহাদের কেহ কেহ উপস্থিত যুদ্ধের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। ৯৩-সংখ্যক হাইলাণ্ডার-দলের ফরবস্ মিচেল নামক একজন সার্জেণ্ট নির্দেশ করিয়াছেন যে, সেকেন্দরবাগের মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ পিপুলবৃক্ষ ছিল। উহার শাখাগ্র ঘনসন্নিবিষ্ট পত্রাবলীতে সমাচ্ছন্ন। উহার নিম্নদেশে শীতল জলপূর্ণ কয়েকটি জালা রহিয়াছিল, যখন যুদ্ধ শেষ হয়, তখন কতিপয় ইংরেজ-সৈনিক উহার শীতল ছায়ায় শ্রান্তিবিনোদন এবং জালার শীতল জলে পিপাসা-শান্তির জন্য বৃক্ষতলে উপস্থিত হইল। ঐ স্থলে আপনাদের দলের কতিপয় সৈনিকের মৃতদেহ তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। তাহাদের একজন শবগুলির আঘাতের স্থান পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিল যে, বৃক্ষের উপরিভাগ হইতে নিক্ষিপ্ত গুলিতে ইহাদের প্রাণান্ত হইয়াছে। ইহা ভাবিয়া, সেই ব্যক্তি বৃক্ষের উপরিভাগে কেহ রহিয়াছে কিনা, পর্যবেক্ষণের জন্য অপর একজনকে অনুরোধ করিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি ঊর্ধ্বমুখে নিরীক্ষণ-পূর্বক উচ্চৈস্বরে বলিল, 'হাঁ! আমি দেখিতে পাইয়াছি', ইহা বলিয়াই সেই ব্যক্তি লক্ষ্য নির্দেশ-পূর্বক বন্দুক ছুঁড়িল। অমনি বৃক্ষের উপরিভাগ হইতে একটি সুসজ্জিত ও গতাসু দেহ ভূপতিত হইল। উহার পরিধানে গোলাপী রঙের রেশমী কাপড়ের আঁটা পায়জামা, এবং অঙ্গরক্ষা ছিল। ভূপতনে বক্ষোদেশের দিকে অঙ্গরক্ষার কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। অনাবৃত বক্ষঃস্থল দর্শনে উহা নারীদেহ বলিয়া বোধ হইল। এই নারী দুটি পিস্তল লইয়াছিল। একটি গুলিভরা পিস্তল তাহার কটিদেশে আবদ্ধ ছিল। যে ব্যক্তি বন্দুক ছুঁড়িয়াছিল, সে যখন এই বিষয় জানিতে পারিল, তখন গলদশ্রুমোচনে বলিল,—'আমি যদি ইহাকে পূর্বে নারী বলিয়া জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে সহস্রবার মরিলেও ইহার প্রতি অস্ত্রাঘাত করিতাম না**।' সেকেন্দরবাগের বাটী অতঃপর বিধ্বস্ত হয়। এখন একখানি ছোট বাগানবাড়ি ব্যতীত এই গৃহের কোনো চিহ্ন নাই। এইরূপে এক সময়ে বিপ্লব-ঘটিত যাবতীয় নিদর্শন বিনষ্ট করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। অনেকের ইচ্ছা ছিল যে, দিল্লীর পাহাড়ের স্মৃতিচিহ্ন সমূহ এবং লক্ষ্মৌর সুদৃশ্য রেসিডেন্সি সমভূমিতে পরিণত হয়। কিন্তু দূরদর্শী ব্যক্তিগণের নিকট এইরূপ প্রস্তাব সমীচীন বোধ হয় নাই।

* *Lord Roberts, Forty-One Years in India, Vol. 1, pp, 326-27.*

** *Farbes-Mitchell, Reminiscences of the Great Mutiny pp. 57-85.*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:20 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

এই সকল চিহ্ন শ্রীশ্রীমতী মহারানীর প্রজাবর্গের অসামান্য বীরত্ব-সহকৃত রাজভক্তির সাক্ষীস্বরূপ। ইংরেজ এবং এতদ্দেশীয়গণ যে সমভাবে আপনাদের কর্তব্য পালন করিয়াছে, তাহা এই সকল চিহ্ন দর্শকের মানসপটে সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত করিয়া দেয়। অধিকন্তু এই সকল চিহ্ন শাসকবর্গকে প্রজালোকের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়া থাকে। বস্তুতঃ এইরূপ চিহ্ন যেমন ইংরেজ ও ভারতবাসীর বীরত্বের দ্যোতক এবং রাজভক্তির উদ্দীপক, সেইরূপ ঘটনাবৈগুণ্যে মানবের প্রকৃতি কিরূপ শ্বাপদভাবে পরিণত হয়, তাহারও পরিচায়ক। এইরূপে এই সকল বিপ্লবঘটিত চিহ্ন হইতে নানা বিষয়ে উপদেশ লাভ হয়। লর্ড লরেন্সের ন্যায় মনস্বী ব্যক্তি জুম্মামসজিদের ধ্বংসসাধন করিতে দেন নাই। লর্ড রবার্টসের ন্যায় বীরপুরুষ এইরূপ অসভ্যভাবের সমর্থন করেন নাই*।

১৬ই নভেম্বর অপরাহ্নকালে ইংরেজ-পক্ষের হতাবশিষ্ট সৈনিকগণ পুনর্বার রেসিডেন্সির অভিমুখে অগ্রসর হইল। ইহাদের বামভাগে প্রায় এগারশত গজ পর্যন্ত খোলা ময়দান; ময়দানের পার্শ্বে একটি মাত্র ক্ষুদ্র পল্লী; দক্ষিণভাগে প্রায় তিনশত গজ পর্যন্ত একটি ক্ষুদ্র প্রান্তর; তৎপরে প্রায় চারিশত গজ পর্যন্ত ক্ষুদ্র ঝোপ—মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র কুটীর এবং বাগান, ইহার পর নবাব গাজিউদ্দীন হাইদরের প্রসিদ্ধ সমাধি-মন্দির শাহনজিফ্**। এই সমাধি মন্দির শ্বেত প্রস্তরের গম্বুজে সুশোভিত; উহার বিস্তৃত প্রাঙ্গণ উন্নত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। শাহনজিফের কিয়দ্দূরে কদমরসুল*** নামক একটি ক্ষুদ্র মস্‌জিদ্‌।

ইংরেজ-পক্ষের পদাতিকগণ যখন পূর্বোক্ত পল্লী অধিকার করে, তখন তাহারা তাদৃশ বাধা প্রাপ্ত হয় নাই। ইহার পর গোলন্দাজেরা শাহনজিফ্‌ এবং কদমরসুলের দিকে গোলা বর্ষণ করিতে থাকে। শিখ পদাতিকগণ শেষোক্ত মস্‌জিদ্‌ অধিকার করে। কিন্তু শাহনজিফ্‌ অধিকার করা সর্বাপেক্ষা কষ্টকর হইয়া উঠে। এই মস্‌জিদের নিকটবর্তী জঙ্গলে এবং উহার উন্নত প্রাচীরের অন্তর্ভাগে অবস্থিতি করিয়া, সিপাহিগণ গুলিবৃষ্টি করিতে থাকে। প্রধান সেনাপতি অশ্বপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত হইয়া সাতিশয় উদ্বেগের সহিত ঐ মস্‌জিদের দিকে দৃষ্টিযোজনা করিয়া থাকেন। তদীয় সহযোগীরা তাঁহার নিকটে অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়া, উদ্বিগ্নভাবে আত্মপক্ষের সৈনিকদিগের কার্যকলাপ পরিদর্শন করেন। প্রথমে যাহারা মস্‌জিদ আক্রমণে নিয়োজিত ছিল, তাহাদের সাহায্যের জন্য আরও পদাতিক প্রেরিত হয়। কিন্তু এইরূপ বলবৃদ্ধিতেও তাদৃশ সুবিধা ঘটে নাই। সিপাহিগণ তিনঘণ্টাকাল সমান উদ্যম, সমান ক্ষিপ্রকারিতা, সমান পরাক্রমের সহিত আক্রমণকারিদিগকে বাধা দেয়। তাহাদের কামানে, তাহাদের বন্দুকে, ইংরেজ-পক্ষের

* *Lord Roberts, Forty-One years in India, Preface, p. IX.*

** ধর্মপ্রচারক মহম্মদের জামাতা আলীর সমাধিমন্দির নজফ্‌ পাহাড়ের উপর অবস্থিত। শাহনজিফ এই সমাধি-মন্দিরের প্রতিকৃতি-স্বরূপ।

*** কদমরসুল মহম্মদের পদচিহ্ন। আরব হইতে মহম্মদের পদাঙ্কযুক্ত একখানি প্রস্তর আনিয়া এই মস্‌জিদে রাখা হইয়াছিল। বিপ্লবের সময়ে এই পবিত্র প্রস্তর স্থানান্তরিত হয়। —*Forty-One years in India, Vol. I, p, 330, note,*

Generated on 2019-02-07 14:20 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

যার-পর-নাই ক্ষতি হয়। প্রধান সেনাপতি আত্মপক্ষের বলক্ষয় দেখিয়া, চিন্তিত হন। তাঁহার একজন পার্শ্বচরের বাহুদেশ ছিন্ন হয়, অন্য একজন আহত হন। একজন সেনানায়কের বাহন নিহত হওয়াতে তিনি ভূপতিত হন। এদিকে রাত্রি সমাগত এবং চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে থাকে। এই সকল কারণে প্রধান সেনাপতি সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন, উদ্বেগে তাঁহার ললাটরেখা আকুঞ্চিত হয়, মুখভঙ্গীতে গভীর দুশ্চিন্তার নিদর্শন অভিব্যক্ত হইতে থাকে। বিপক্ষদিগের পরাক্রম পর্যুদস্ত করা তাঁহার নিকটে এখন অসম্ভব বোধ হইল। তাঁহার সৈন্য অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল না; পশ্চাৎ হটিয়া যাইতেও ইচ্ছা করিল না। তাহারা যেমন অগ্রসর হইতে উদ্যত হইল, অমনি সমুন্নত প্রাচীরের রন্ধ্রদেশ হইতে গুলির-পর-গুলি আসিয়া তাহাদের অনেকের প্রাণ-নাশ করিতে লাগিল। ইংরেজ-সৈন্য বহুকষ্টে প্রাচীরের সমীপবর্তী হইল বটে, কিন্তু তাহারা যেখানে উপস্থিত হইল, সেখানে দ্বারদেশ তাহাদের পরিদৃষ্ট হইল না। তাহাদের সঙ্গে মই ছিল না। সুতরাং উন্নত প্রাচীরে উঠিবার কোনো সুবিধা দেখা গেল না। কামানের গোলায় সদৃঢ় প্রাচীর ভাঙিবার চেষ্টা হইল। কিন্তু প্রকাণ্ড প্রাচীরের দৃঢ়তা এই ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্রকেও পরাজিত করিল। চেষ্টা ব্যর্থ হইল দেখিয়া, কাপ্তেন পীল কামান ফিরাইয়া আনিতে আদেশ দিলেন। এদিকে প্রধান সেনাপতি হত ও আহতদিগকে লইয়া আসিবার জন্য সেনানায়ক হোপ্ গ্রাণ্টের নিকটে আদেশ পাঠাইলেন। এবরূপে পশ্চাৎ হটিয়া যাওয়াই একরূপ সিদ্ধান্ত হইল।

যিনি সেনাপতির আদেশ লইয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার সহিত পরামর্শের পর সেনানায়ক হোপ্ স্থির করিলেন যে, সেনাপতির আদেশ পালনের পূর্বে প্রাচীরের কোনো স্থান দিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায় কি না, দেখিতে হইবে। ইহাঁরা দুইজনে জঙ্গলের অন্তরাল দিয়া অন্যান্য স্থান পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। ইহাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। ইহাঁরা প্রাচীরের একস্থানে ফাটল দেখিতে পাইলেন। এই স্থান দিয়া, উভয়ে অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করিলেন। অন্যান্য সৈনিকও ঐ পথে ভিতরে প্রবেশ করিল। ইহাঁদের গতিরোধ হইল না। সিপাহিরা পূর্বেই শাহনজিফ্ হইতে প্রস্থান করিয়াছিল। আক্রমণকারিগণ বিনা বাধায় অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্বক প্রাচীরের দ্বার খুলিয়া দিল এবং প্রধান সেনাপতিকে জানাইল যে, পশ্চাদ্গমনের প্রয়োজন নাই। এই দুরধিগম্য স্থান তাহাদের অধিকৃত হইয়াছে।

ইংরেজ-সৈন্য সন্ধ্যার পর শাহনজিফে প্রবেশ করে। সিপাহিরা আপনাদের খাদ্য-দ্রব্যাদি ফেলিয়া, তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিয়াছিল। সৈনিকেরা অন্তর্ভাগে প্রবেশ করিয়া দেখে যে, প্রদীপ যথাস্থানে জ্বলিতেছে, চাপাটি প্রস্তুত রহিয়াছে, ডাল তখনও হাঁড়িতে ফুটিতেছে। যাহা হউক, শাহনজিফের পর আরও দুইটি স্থান অধিকারের প্রয়োজন হয়। এদিকে রেসিডেন্সির সেনানায়কগণও নিশ্চেষ্টভাবে থাকেন নাই। যাহাতে প্রধান সেনাপতি সহজে তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইতে পারেন, তাঁহারা তজ্জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতে থাকেন। সেনাপতি হাবেলক যখন জানিলেন যে, সেকেন্দরবাগ প্রধান সেনাপতির অধিকৃত হইয়াছে তখন তিনি কুল্যা দ্বারা ফরিদবক্স প্রাসাদের বাহিরের প্রাচীর উড়াইয়া

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:20 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

দিলেন এবং ঐ ভগ্ন স্থানে কামান সন্নিবেশ করিয়া, বিপক্ষদিগের উপর গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে তাঁহার পদাতিকগণ ফরিদবক্স এবং মতিমহলের মধ্যবর্তী দুইখানি বাড়ি আক্রমণ ও অধিকার করিল। ইহাতে প্রধান সেনাপতির পথ অধিকতর সুগম ও উহার দূরত্ব অধিকতর অল্প হইয়া উঠিল। ১৬ই নভেম্বর এই ঘটনা হয়। ১৭ই নভেম্বর উষাকালের পূর্বে স্যার্ কোলিনের সৈনিকগণ বিপক্ষদিগের নাগরার শব্দ ও ঘণ্টাধ্বনিতে জাগরিত হইয়া খোর্সেদমঞ্জিল* আক্রমণে প্রস্তুত হইতে থাকে। শাহনজিফ্ অধিকার করিতে স্যার্ কোলিনের প্রভূত বলক্ষয় হইয়াছিল। এই জন্য স্যার্ কোলিন্ অতিসাবধানে আপনার দল হইতে সৈনিক নির্বাচন করিয়া, তাহাদিগকে এই কর্মে নিয়োজিত করেন। খোর্সেদমঞ্জিল অধিকৃত হয়। সিপাহিরা ঐ স্থান হইতে মতিমহলে পৌঁছে। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, সেনাপতি হাবেলক মতিমহল পর্যন্ত স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। মতিমহল অধিকৃত হইলেই, অবরুদ্ধদিগের সহিত তাহাদের উদ্ধারকারী সৈনিক-দলের সম্মিলনের সুযোগ ঘটে। এই সুযোগও দূরবর্তী হইল না। সিপাহিরা মতিমহল রক্ষার জন্য যথোচিত ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিল। কিন্তু শেষে তাহাদের ক্ষমতা পর্যুদস্ত হইল। সূর্যাস্তের পূর্বে ইংরেজ-সৈন্য মতিমহল অধিকার করিল।

যখন খোর্সেদমঞ্জিল অধিকৃত হয়, তখন প্রধান সেনাপতি, রবার্ট্‌স্‌কে আপন দলের পতাকা উক্ত গৃহের উপরে স্থাপন করিতে আদেশ দেন। তাঁহারা কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা আউট্রামকে জানাইবার জন্য এইরূপ আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। রবার্ট্‌স্, প্রধান সেনাপতির একজন পার্শ্বচর এবং অন্য একটি সৈনিক-পুরুষের সাহায্যে খোর্সেদমঞ্জিলের উপর আপনাদের পতাকা স্থাপন করেন। বিপক্ষদিগের একজন জমাদার কৈশরবাগ হইতে উক্ত পতাকার দিকে কামান ঠিক করিয়া গোলা নিক্ষেপ করে। নিক্ষিপ্ত গোলায় পতাকা পড়িয়া যায়। রবার্ট্‌স্ উহা তুলিয়া পুনর্বার পূর্বোক্ত স্থলে স্থাপন করেন। সিপাহিদিগের কামানের গোলায় পুনর্বার উহা ভূপতিত হয়। কিন্তু রবার্ট্‌স্ ইহাতেও হতোদ্যম না হইয়া, তৃতীয় বার আপনাদের জয়পতাকা স্থাপন করেন**। ভারতের পূর্বতন প্রধান সেনাপতি (লর্ড রবার্ট্‌স্) এক সময়ে এইরূপ সাহস ও কর্মকুশলতার পরিচয় দিয়াছিলেন। যে জমাদারের নিক্ষিপ্ত গোলায় ইংরেজের জয়পতাকা অধঃপাতিত হইয়াছিল, বিপক্ষগণ তদীয় লক্ষ্যভেদকৌশলে পরিতুষ্ট হইয়া, তাহাকে পাঁচশত টাকা পারিতোষিক দিয়াছিল***।

মতিমহল অধিকৃত হইলেও সিপাহিদিগের উদ্যমভঙ্গ হইল না। তাহারা কৈশরবাগ হইতে মতিমহল ও খোর্সেদমঞ্জিলের মধ্যভাগে গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। প্রধান

* খোর্সেদ—সূর্য ; মঞ্জিল—গৃহ। লক্ষ্ণৌপ্রবাসী ইংরেজদিগের নিকটে এই বাড়ি খানাঘর নামে পরিচিত। ৩২-সংখ্যক পদাতিকদলের সৈনিকেরা এই গৃহে ভোজনাদি করিত।

** *Forbes-Mitchell, Reminiscences of the Great Mutiny, p. 101. Comp. Forty-One years in India, Vol. I, p. 337.*

*** *The English Captives in Oudh, p. 38.*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:20 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

সেনাপতি, খোর্সেদমঞ্জিলে ছিলেন। রেসিডেন্সির সৈনিকেরা গোলাবৃষ্টির মধ্যেও মতিমহল হইতে খোর্সেদমঞ্জিলে যাইতে লাগিল। স্যার্ হেন্‌রি হাবেলক, স্যার্ জেমস্ আউট্রাম অক্ষতদেহে গিয়া, খোর্সেদমঞ্জিলের নিম্নাবনত ভূমিতে স্যার্ কোলিনের সহিত সম্মিলিত হইলেন। কর্নেল নেপিয়ার (পরে ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি লর্ড নেপিয়ার) যাইবার সময়ে আঘাত পাইলেন। হাবেলকের পার্শ্বচর সেই ভীষণ গোলাবৃষ্টি অতিক্রমপূর্বক খোর্সেদমঞ্জিলে গিয়া, হাবেলককে কহিলেন যে, তদীয় তনয়ও আহত হইয়াছেন। হাবেলক কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া, প্রধান সেনাপতির সহিত ধীরভাবে কথা কহিতে লাগিলেন। শেষে তিনি জানিতে পারিলেন যে, তনয়ের আঘাত সাংঘাতিক হয় নাই। এইরূপে প্রধান সেনাপতি আলমবাগের নিকটবর্তী প্রান্তর হইতে পাঁচদিনে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হন। এই অভিযানে তিনি যার-পর-নাই ক্ষতি স্বীকার করেন। তাঁহার পঁয়তাল্লিশ জন অফিসর এবং একশত ছিয়ানব্বুই জন সৈনিক অর্থাৎ তদীয় সমগ্র সৈনিক-দলের এক-দশমাংশের অধিক-ভাগ হত বা আহত হয়*।

প্রধান সেনাপতি অতঃপর বালক-বালিকা ও কুলমহিলাদিগকে লইয়া রেসিডেন্সি পরিত্যাগে কৃতসংকল্প হইলেন। হাবেলক ইহাতে আপত্তি করিতে লাগিলেন, আউট্রাম ইহাতে অমত প্রকাশ করিলেন, অন্যান্য পুরাতন সেনানায়কও ইহার বিরোধী হইলেন। তাঁহারা প্রায় পাঁচমাস কাল, যেস্থানে থাকিয়া বহুসংখ্যক বিপক্ষের সম্মুখে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, এখন সহসা সেই স্থান পরিত্যাগের প্রস্তাব হওয়াতে তাহাদের যেরূপ মনঃক্ষোভ, সেইরূপ বিস্ময় জন্মিল। তাহারা বিপক্ষদিগকে একেবারে নিষ্কাশিত করিয়া, অযোধ্যার রাজধানীতে আপনাদের প্রাধান্য বদ্ধমূল করিতে চাহিয়াছিলেন। সেনানায়ক ইংলিস এইজন্য প্রধান সেনাপতির নিকটে কেবল ছয়শত মাত্র সৈনিকের জন্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু প্রধান সেনাপতি তাঁহাদের এইরূপ প্রার্থনায়, এইরূপ আপত্তি প্রকাশে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। লক্ষ্ণৌতে আসিতে তাঁহার বলক্ষয় হইয়াছিল। এদিকে কানপুরের সংবাদ না পাওয়াতে তিনি নিরতিশয় চিন্তিত হইয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌর রেসিডেন্সি তাঁহার নিকটে আপনাদের উদ্দেশ্যসাধনের অনুপযোগী বোধ হইয়াছিল। সুতরাং তিনি কাহারো কথা না শুনিয়া, রেসিডেন্সি পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন। রেসিডেন্সি হইতে প্রথমে দেলকোশায় যাওয়া স্থির হইল। এই পথের দূরত্ব পাঁচমাইলের কম হইবে না। মতিমহল হইতে শাহনজিফ্ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ প্রান্তর অবস্থিত। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, সিপাহিগণ কৈশরবাগ হইতে গোলাবৃষ্টি করিতেছিল। সুতরাং খোলা ময়দান দিয়া যাইবার সময়ে, তাহাদের নিক্ষিপ্ত গোলায় ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। এজন্য এই প্রান্তরে তাড়াতাড়ি মৃৎপ্রাচীর নির্মিত এবং উহাতে কামান স্থাপিত হইল। কামান হইতে সিপাহিদিগের অধ্যুষিত স্থানে গোলা নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। এদিকে ১৬ই নবেম্বর মহিলা ও বালক-বালিকারা দেলকোশার অভিমুখে অগ্রসর হইল। ইহাদের জন্য গাড়ি, পাল্‌কি প্রভৃতির কোনোরূপ বন্দোবস্ত ছিল না। নানারূপ অশৃংখলায় নানারূপ গোলযোগ ঘটিল। সূর্যাস্তকালে ইহারা সেকেন্দরবাগে উপনীত হইল। এইস্থানে

* *Reminiscences of the Great Mutiny*, p. 102.

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:20 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

অবস্থিতি করারও সুবিধা হইল না। সেকেন্দরবাগে প্রায় দুইহাজার সিপাহী দেহত্যাগ করিয়াছিল। ইউরোপীয় সৈনিকদিগের দেহ সমাহিত হইয়াছিল। শিখেরা আপনাদের স্বজাতির শবগুলি গোমতীর তটে দগ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু সিপাহিদিগের মৃতদেহগুলির সৎকার হয় নাই। এই কর্ম সম্পাদনে ইংরেজ-পক্ষের সৈনিকদিগেরও কোনোরূপ সুযোগ ঘটে নাই। সুতরাং সিপাহিদিগের দেহগুলি শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য হইয়াছিল। উহার পূতিগন্ধ এখন ইংরেজদিগের অসহ্য হইয়া উঠিল। ১৮৫৮ অব্দের মার্চ মাসে ইংরেজ-সৈনিকেরা যখন সেকেন্দরবাগে উপস্থিত হয়, তখন ঐ হতভাগ্য জীবদিগের শ্বেতবর্ণ কঙ্কালগুলি তাহাদের পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। সিপাহিদিগের নিধনের ছয়মাস পরে তাহাদের অস্থিগুলি সমাহিত হয়*।

কুলনারী ও বালক-বালিকাগণ নিরাপদে দেলকোশায় পঁছে। ২০শে, ২১শে, ২২শে—এই তিনদিন যান ইত্যাদি সংগৃহীত হয়। এইস্থানে নবাব-পরিবারের প্রায় পঁচিশ লক্ষ টাকার হীরাজহরত প্রভৃতি পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য ব্যবহারোপযোগী পদার্থ অধিকৃত হয়**। কিন্তু এইস্থানে একটি ঘটনায় ইংরেজেরা যার-পর-নাই সন্তাপিত হন। ২০শে নবেম্বর সেনাপতি হাবেলকের অতিসার রোগ জন্মে। পরদিন রাত্রিকালে তাঁহাকে ডুলিতে দেলকোশায় আনা হয়। তিনি এইস্থানে একটি স্বতন্ত্র তাঁবুতে উক্ত ডুলির মধ্যে অবস্থান করেন। • ক্রমে তাঁহার রোগ প্রবল হইয়া উঠে। তাঁহার পুত্র বাহুদেশে আহত হইয়াছিলেন। আহত বাহু এ সময়ে পটিতে আবদ্ধ হইয়া গলদেশে ঝুলিতেছিল। তথাপি পিতৃভক্ত পুত্র অন্য হস্তে পিতার যাবতীয় অভাব মোচন করিতে লাগিলেন। কিন্তু রোগ ভালো হইল না। ২৪শে নবেম্বর সেনাপতি হাবেলক ঐ ডুলিতেই দেহত্যাগ করিলেন। তিনি সৈনিক-কর্মে এরূপ যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বদেশীয়গণ তৎপ্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শনে বিমুখ হন নাই। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ ইংলণ্ডে পেঁছিবার পূর্বে তত্রত্য কর্তৃপক্ষ আবার তাঁহাকে সম্মানসূচক উপাধি দিয়া, বার্ষিক বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেন। ইংলণ্ডের লোকে যখন তাঁহার দেহত্যাগের বিষয় অবগত হয়, তখন তাহারা সাতিশয় শোকগ্রস্ত হইয়া উঠে। সেনাপতির স্বদেশীয়গণ চাঁদা করিয়া, তদীয় স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের উদ্‌যোগ করে। হাবেলকের প্রতিমূর্তি প্রসিদ্ধ নৌ-সেনাপতি নেলসনের পার্শ্বে স্থাপিত হয়***।

২২শে নবেম্বর নিশীথকালে সৈনিকগণ রেসিডেন্সি হইতে যাত্রা করে, সুতরাং ঐ তারিখে লক্ষ্ণৌর ইংরেজদিগের বীরত্ব এবং ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের প্রধান পরিচয়স্থল সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়। সকলে রেসিডেন্সি পরিত্যাগ পূর্বক আলমবাগে পেঁছে। সিপাহিরা ২৩শে তারিখের পূর্বে ইংরেজ-সৈন্যের প্রস্থানের বিষয় জানিতে পারেন নাই। সুতরাং ইংরেজ-সৈন্যকে ইহাদের আক্রমণে তাদৃশ বিব্রত হইতে হয় নাই। সেনাপতি হাবেলকের শব আলমবাগে আনীত ও সমাহিত হয়। প্রধান সেনাপতি সেনানায়ক

* *Reminiscences &tc.; p. 106.*

** *Lord Roberts, Forty-One years in India, Vol. I, p. 347.*

*** *Marshman, Memoirs of Sir Henry Havelock; p. 450.*

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:20 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

আউট্রামকে চারহাজার সৈন্য ও পঁচিশটি কামানের সহিত আলমবাগে রাখিয়া, ২৭শে নভেম্বর কানপুরে যাত্রা করেন। তাঁহার সঙ্গে তিনহাজার সৈন্য ছিল। মহিলা, বালক-বালিকা এবং পীড়িত ও রুগ্ন ব্যক্তিগণে প্রায় দুইহাজার রক্ষণীয় জীব তাঁহার সহযাত্রী হইয়াছিল।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, সেনাপতি ওয়াইণ্ডহাম কানপুররক্ষায় নিয়োজিত ছিলেন। প্রধান সেনাপতি তাঁহাকে এই আদেশ দিয়াছিলেন যে, তিনি কখনো কানপুর হইতে স্থানান্তরে যাত্রা করিবেন না। তাঁহাকে কানপুরের মৃন্ময় দুর্গ সুদৃঢ় করিতে হইবে। যদি গোবালিয়রের সৈনিক-দল উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তিনি এই দুর্গে থাকিয়া, আত্মরক্ষা করিবেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহাকে নৌসেতু রক্ষা করিতে হইবে। এইরূপ আদেশ দিয়া, প্রধান সেনাপতি লক্ষ্ণৌতে যাত্রা করেন। কিন্তু এই আদেশ উপেক্ষা করাতে কানপুরের ইংরেজ সেনানায়ককে বিপদাপন্ন হইতে হয়। স্যার কোলিন্ কাম্পবেল যখন লক্ষ্ণৌ হইতে কানপুরে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তিনি সেনানায়ক ওয়াইণ্ডহাম্‌কে গোবালিয়রের সিপাহিদিগের পরাক্রমে পরাজিত ও সাতিশয় বিব্রত দেখেন।

এই কথা বলিবার পূর্বে প্রধান সেনাপতির কানপুরে প্রত্যাবর্তনকালের একটি কৌতুকাবহ ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রধান সেনাপতির সৈনিক-দলের দ্রব্যাদি বোঝাই গাড়িগুলি যখন আলমবাগের সেতু অতিক্রম করিয়া, লক্ষ্ণৌর পথে উপস্থিত হয়, তখন একখানি বিস্কুট বোঝাই গাড়ি উল্‌টিয়া পড়ে এবং উহার চাকা ভাঙিয়া যায়। কমিসরিয়েট বিভাগের হীরালাল চট্টোপাধ্যায় নামক একটি বিংশতিবর্ষবয়স্ক বাঙালী যুবকের উপর এই খাদ্যদ্রব্য-রক্ষার ভার ছিল। হীরালাল আপনার রক্ষণীয় পদার্থ শৃঙ্খলার সহিত রাখিবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু হাইলাণ্ডার সৈনিকেরা তাহাকে একপার্শ্বে ফেলিয়া দিল, এবং বিস্কুটের থলিগুলি খুলিয়া, যে যত পারিল, লইতে লাগিল। এই সময়ে প্রধান সেনাপতি ঘটনাস্থলে উপনীত হইলেন। হীরালাল সবেগে তাঁহার নিকটে গিয়া কহিলেন,—'ধর্মাবতার! আপনি আমার মা বাপ! আপনাকে বলিব কি, এই উচ্ছৃংখল হাইলাণ্ডারগণ আমার কথা শুনে না, ইহারা এ ভাবে কমিসরিয়েটের বিস্কুট চুরি করিয়া লইতেছে, যেন ইহারা মজা করিতেছে।' প্রধান সেনাপতি অশ্বের রশ্মি সংযত করিয়া, কোনো অফিসর নিকটে আছেন কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। নিরুপায় বাঙালী যুবক উত্তর করিলেন,—'না ধর্মাবতার! কোনো অফিসর নাই। কেবল একজন করূপোরেল (নিম্নপদস্থ সৈনিক-পুরুষ) আছেন। তিনি আমাকে কহিলেন,—'থলিয়া বন্ধ কর, নচেৎ আমি তোমাকে গুলি করিব।' ইহা শুনিয়া, পূর্বোক্ত সৈনিক-পুরুষ প্রধান সেনাপতির নিকটে উপস্থিত হইয়া অভিবাদনপূর্বক কহিলেন,—'তাঁহার দলের প্রায় সমুদয় অফিসর আহত হইয়াছেন। কেবল একজন অক্ষতশরীরে আছেন। কিন্তু তিনি সৈনিক-দলের অগ্রভাগে রহিয়াছেন। গাড়ি ভাঙিয়া যাওয়াতে বিস্কুটগুলি রাখিবার কোনো উপায় ছিল না। এই জন্য সৈনিকেরা উহা মাটিতে না ফেলিয়া, আপনাদের সঙ্গের থলিয়াতে রাখিয়াছে। হীরালাল ইহা শুনিয়া, জোড়হাতে কহিলেন,—'যদি এক গাড়ি বিস্কুট কম হয়, তাহা হইলে কমিসরিয়েটের কর্তা আমার কথা

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:20 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

শুনিবেন না। আমাকে ত্রিশ ঘা বেত মারিতে আদেশ দিবেন। এই বন্য হাইলাণ্ডারদিগের সম্মুখে একজন গরীব বাঙালী কি করিতে পারে।' প্রধান সেনাপতি হাসিয়া কহিলেন,—'হাঁ বাবু! আমি জানি, এই হাইলাণ্ডারগণ যখন ক্ষুধার্ত হয়, তখন ইহারা সাতিশয় দুর্দান্ত হইয়া উঠে। ইহাদিগকে বিস্কুট দাও।' ইহা কহিয়া তিনি হীরালালকে এইভাবে একখানি রসিদ দিবার জন্য আপনার পার্শ্বচরকে আদেশ দিলেন যে, একখানি বিস্কুটের গাড়ি ভাঙিয়া যাওয়াতে সমুদয় বিস্কুট প্রধান সেনাপতির আদেশানুসারে পশ্চাদ্ভাগের সৈনিকদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর তিনি সৈনিকদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—'আমি তোমাদিগকে এই বিস্কুট দিলাম। তোমরা উহা ভাগ করিয়া, তোমাদের অগ্রভাগের সহযোগিদিগকে দাও। কিন্তু আমার নিকটে তোমাদিগকে এক বিষয়ে প্রতিশ্রুত হইতে হইবে। যদি রমের গাড়ি ভাঙিয়া যায়, তাহা হইলে তোমরা উহা লইতে পারিবে না।' সৈনিকেরা উত্তর করিল,—'না, আমরা কখনো রম স্পর্শ করিব না।'—'উত্তম, মনে রাখিও যে, তোমাদের উপর আমার বিশ্বাস আছে.' ইহা কহিয়া, প্রধান সেনাপতি আপনার অধিষ্ঠিত বাহন চালাইয়া দিলেন*।

---

* শ্রীযুক্ত হীরালাল চট্টোপাধ্যায় এখন মাকনীল কোম্পানির কার্যালয়ে খাজাঞ্চির কর্ম করিতেছেন। উপস্থিত লেখক ইহাঁর নিকট হইতে বিপ্লব-সংক্রান্ত অন্যান্য বিবরণও সংগ্রহ করিয়াছেন।

Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2019-02-07 14:20 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

চতুর্থ অধ্যায়

তাত্যা টোপে

তাত্যা টোপে—তাঁহার যুদ্ধকৌশল—পাণ্ডুনদীর তীরে তাঁহার সহিত ওয়াইণ্ড্-হামের যুদ্ধ—তাঁহার জয়লাভ—তাঁহার কানপুরে অবস্থিতি ও ব্যূহরচনা—স্যার কোলিন্ কাম্প্বেলের কানপুরে উপস্থিতি—তাঁহার সহিত যুদ্ধে তাত্যা টোপের পরাজয়

২৯শে নভেম্বর প্রাতঃকালে প্রধান সেনাপতি কানপুরের নৌসেতু উত্তীর্ণ হন। এই সময়ে কানপুরের ইংরেজ-সৈন্য নিরতিশয় উদ্বেগের সহিত তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। সেনানানায়ক ওয়াইণ্ড্হাম মৃণ্ময় দুর্গে থাকিয়া, সিপাহিদিগের আক্রমণ নিরস্ত করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। এখন গবর্নমেণ্টের ঘোড়ার সাজসরঞ্জামের কারখানা যে স্থানে আছে, সেই স্থানে—নৌসেতুর প্রান্তভাগে উক্ত দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল। কাপ্তেন মৌব্রে টমসন্* কানপুরের দুরাচার আজিম উল্লার ষড়যন্ত্রমূলক লোমহর্ষণ ঘটনা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া, এখন পুনর্বার আপনাদের শোচনীয় দশার নিদর্শনস্থলে আত্ম-সংরক্ষণকর্মে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে চারিহাজার কুলি প্রতিদিন সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দুর্গ নির্মাণ করিতেছিল। সেনাপতি হুইলার বিপক্ষ-দিগের ষড়যন্ত্র বুঝিতে না পারিয়া, আপনাদের আত্মরক্ষার স্থান পরিত্যাগ পূর্বক বহু-সংখ্যক রক্ষণীয় লোকের সহিত প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন। সেনাপতি ওয়াইণ্ড্হাম আত্মক্ষমতার গর্বে অধীর হইয়া, নিজের ইচ্ছায় কানপুর পরিত্যাগ পূর্বক বহুসংখ্যক সৈনিকের জীবনাশের কারণ হন। ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতায় হুইলারের পতন হইয়াছিল। গর্ব ও অসমীক্ষ্যকারিতায় ওয়াইণ্ড্হামের পরাজয় ঘটিল। ছলনাপর, জিঘাংসু সৈনিকেরা হুইলারের নিরস্ত্র ও একান্ত নিঃসহায় লোকের শোণিতপাত করিয়া কাপুরুষতার পরিচয় দিয়াছিল। একজন রণকুশল বীরের পরাক্রমে সম্মুখসমরে ওয়াইণ্ড্হামের সশস্ত্র সৈনিক-গণের অধঃপতন হইল।

এই যুদ্ধকুশল বীরপুরুষের নাম তাত্যা টোপে। ইনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। আহম্মদ-নগরে ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি নানা সাহেবের প্রধান পার্শ্বচর ছিলেন। প্রতিপালক প্রভুর প্রতি ইহাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। ইনি প্রভুর কর্মসাধনে বিশ্বস্ততা ও অধ্যবসায়ের একশেষ দেখাইয়াছিলেন। উপস্থিত সময়ে ইঁহার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইয়াছিল। ইহাঁর উন্নত দেহ, বৃহৎ মস্তক, বিস্তৃত ললাট, সুগঠিত কলেবর, প্রতিভাব্যঞ্জক মুখশ্রী, অসামান্য কৌশল-সহকৃত-বীরত্বের পরিচায়ক ছিল। ইনি প্রতিপালক প্রভুর জন্য ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন, এবং আপনার ক্ষমতায় ও রণপাণ্ডিত্যে ইংরেজ বীরপুরুষের ন্যায় ইংরেজ ঐতিহাসিকেরও বরণীয় হন।

এই প্রসিদ্ধ বীরপুরুষ গোবালিয়রের সৈনিক-দলের অধিনায়ক হইয়াছিলেন। উক্ত

* মৌব্রে টম্সনের আত্মরক্ষার কথা উপস্থিত গ্রন্থের তৃতীয়ভাগে বর্ণিত হইয়াছে।

Generated on 2019-02-07 14:20 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

সৈনিক-দল যেরূপ সুশিক্ষিত সেইরূপ পরাক্রমশালী। ইতঃপূর্বে কোনো স্থানের যুদ্ধে ইহারা পরাজিত হয় নাই। মহারাজ শিন্দে এবং তাঁহার সুবিজ্ঞ মন্ত্রীও ইহাদিগকে সংযত-ভাবে রাখিতে পারেন নাই। কানপুরের সেনানায়ক ওয়াইন্ডহামের দলে দুইহাজার চারিশত সৈনিক ছিল। ওয়াইন্ডহাম ভাবিয়াছিলেন যে, তিনি এই সৈনিক-দলের সাহায্যে বিপক্ষদিগকে পরাজিত ও তাড়িত করিতে পারিবেন। বিপক্ষেরা কানপুরের সাতমাইল দূরে পান্ডুনদীর তটবিভাগে উপনীত হইয়াছে, এই কথা যখন তাঁহার গোচর হইল, তখন তিনি ঐ স্থল হইতে তাহাদের নিষ্কাশনে কৃতসংকল্প হইলেন।

সেনাপতি ওয়াইন্ডহাম ২৬শে নভেম্বর পান্ডুনদীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এদিকে তাত্যা টোপে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তিনি ৯ই নভেম্বর কাল্পীতে উপনীত হন। কাল্পী যমুনার দক্ষিণভাগে, কানপুরের ছেচল্লিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। কাল্পী ও কানপুরের পথে ভোগনীপুর এবং সুচন্ডী পল্লী রহিয়াছে। সুচন্ডী হইতে কানপুর চৌদ্দ মাইল দূরে অবস্থিত। এই পথ পান্ডুনদী এবং গঙ্গার খাল,—এই দুইটি জলপ্রবাহে দুইস্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। সুচন্ডী হইতে চারমাইল পথ অতিক্রম করিলে পান্ডুনদী এবং আর চারমাইল গেলে গঙ্গার খাল পাওয়া যায়। অন্য একটি পথ অবলম্বন করিলে কাল্পী হইতে কানপুরের কিছু উত্তর-পূর্বে উপনীত হওয়া যায়। এই পথের একশাখা আকবরপুরে গিয়াছে। আকবরপুর হইতে কিছু উত্তর দিকে সিওলী নামক স্থানে পান্ডুনদীর সহিত উহার সংযোগ ঘটিয়াছে। তৎপরে চারমাইল উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গার খাল দ্বারা উহা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। এই খাল অতিক্রম পূর্বক দুই-মাইল গেলে শিবরাজপুর নামক পল্লীতে উপনীত হওয়া যায়। উক্ত পল্লী ট্রাঙ্ক্ রোডের পার্শ্বে, গঙ্গার সরাইঘাটের প্রায় তিনমাইল অন্তরে এবং কানপুরের প্রায় একুশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

চতুর মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি কানপুরের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময়ে এই সকল পথের দিকে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। চরের সাহায্যে স্যার্ কোলিন্ কাম্পবেলের অভিযানের যাবতীয় সূক্ষ্ম বিবরণ তাঁহার গোচর হইয়াছিল। তিনি তিনহাজার সৈনিক এবং কুড়িটি কামানে কাল্পী সুরক্ষিত করেন। তাঁহার গন্তব্য পথ বিমুক্তভাবে ছিল। তিনি ১০ই নভেম্বর যমুনা পার হন, অনন্তর ভোগনীপুরে উপস্থিত হইয়া, তথায় এক-হাজার দুইশত সৈন্য এবং চারিটি কামান রাখেন। ইহার পর আকবরপুর দিয়া সিওলী এবং শিবরাজপুরে উপনীত হন। আকবরপুরে দুইহাজার সৈন্য ও ছয়টি কামান, সিওলীতে দুইহাজার সৈন্য ও চারটি কামান, এবং শিবরাজপুরে একহাজার সৈন্য ও চারটি কামান রাখা হয়। এইরূপে মারাঠা সেনাপতি ১০ই হইতে ১৯শে নভেম্বর পর্যন্ত, অর্থাৎ নয়দিনের মধ্যে বিনাবাধায় বিভিন্ন স্থল অধিকার এবং বিভিন্ন স্থানে সৈন্য ও কামান সন্নিবেশ করেন। কানপুরের পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিমদিকের জনপদ হইতে তত্রত্য ইংরেজ-শিবিরে রসদ ইত্যাদি যাইত। তাত্যা টোপের ব্যবস্থাকৌশলে রসদ আসিবার এই সকল পথ সর্বাংশে অবরুদ্ধ হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতির এইরূপ সৈন্যসন্নিবেশের বিবরণ কানপুরের ইংরেজ সেনানায়কের অবিদিত ছিল না। ওয়াইন্ডহাম্ ২০শে নভেম্বর

Digitized by Google   Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:20 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

কাল্পী হইতে শিবরাজপুর পর্যন্ত সৈন্য-সন্নিবেশের বিষয় অবগত হন। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি আকবরপুর; ভোগনীপুর, সিওলী, এবং শিবরাজপুর অধিকার করিয়াছিলেন। শেষোক্ত দুই পল্লীর মধ্যে গঙ্গার খাল রহিয়াছে। ওয়াইন্ড্হাম্ রাত্রিকালে এই খাল দিয়া কতিপয় সৈন্য ও কামান সিওলী বা শিবরাজপুর আক্রমণের জন্য পাঠাইতে ইচ্ছা করিলেন। এইরূপ ব্যবস্থায় আকবরপুর হইতে বিপক্ষ-সৈন্যের আগমনের পূর্বেই ইংরেজ-সৈন্যের কানপুরে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা ছিল।

ওয়াইন্ড্হাম্ আপনার সংকল্পিত বিষয় লক্ষ্ণৌতে প্রধান সেনাপতির নিকটে লিখিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু উহার কোনো উত্তর আসিল না। পথ অবরুদ্ধ হইয়াছিল। ওয়াইন্ড্হাম কালবিলম্ব না করিয়া, গোবালিয়রের সৈনিক-দলের রণকুশল অধ্যক্ষকে বাধা দিতে উদ্যত হইলেন। তিনি ২৪শে নভেম্বর প্রাতঃকালে অগ্রসর হইয়া, কাল্পী যাইবার পথে, গঙ্গার খালের সেতুর নিকটবর্তী স্থানে শিবির স্থাপন করিলেন। তাত্যা টোপে ওয়াইন্ড্হামকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া বুঝিলেন যে, ইংরেজ-সেনাপতি তাঁহাকে বাধা দিতে আসিয়াছেন। সুতরাং তিনিও প্রতিপক্ষের ক্ষমতারোধে প্রস্তুত হইলেন। ঐ দিনেই তাঁহার আকবরপুরস্থ সৈন্য সুচণ্ডীর অভিমুখে যাত্রা করিল। এই শেষোক্ত পল্লী এবং গঙ্গার খালের মধ্যভাগে পাণ্ডুনদী রহিয়াছে। গোবালিয়রেয় সৈন্য ২৫শে [নভেম্বর] তারিখে পাণ্ডুর তটে উপনীত হইল। এই সংবাদ পাইয়াই, ইংরেজ সেনাপতি যে, ২৬শে তারিখে পাণ্ডুনদীর অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র সরিতের তটবিভাগে এখন তাঁহার সহিত মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতির যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

২৬শে নভেম্বর সূর্যোদয়ের পূর্বে ওয়াইন্ড্হাম আপনাদের দ্রব্যাদি রক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া, বিপক্ষদিগের ব্যূহপরিদর্শনের জন্য কিছুদূর অগ্রসর হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, বিশুষ্কপ্রায় পাণ্ডুনদীর তটে বিপক্ষদিগের দুইহাজার পাঁচশো পদাতিক, পাঁচশো অশ্বারোহী, ছয়টি বৃহৎ কামান রহিয়াছে। ইংরেজ সেনাপতি ইহাদিগকে আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন। সিপাহিদিগের সম্মুখে ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষশ্রেণী ছিল। যখন ইংরেজ-সৈন্য অগ্রসর হইল, তখন তাহারা আপনাদের দক্ষিণ ভাগে সরিয়া গেল। অতঃপর বৃক্ষতলে সন্নিবেশিত কামান হইতে গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইল। এদিকে ইংরেজ-পক্ষের কামানও নিশ্চেষ্টভাবে থাকিল না। এই কামানের গোলা অধিকতর কার্যকর হইয়া উঠিল। উহা বিপক্ষদিগের কামান নিশ্চেষ্ট করিয়া ফেলিল। তিনটি কামান ইংরেজ-পক্ষের অধিকৃত হইল। অতঃপর সিপাহিরা যুদ্ধস্থল হইতে হটিয়া গেল। ইংরেজ সেনাপতি আপনার সৈনিকগণের সহিত নগরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ওয়াইন্ড্হামকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যাইতে দেখিয়া, গোবালিয়রের সিপাহিদিগের মধ্যে সাহসের সঞ্চার হইল। তাহাদের অশ্বারোহিগণ পুনর্বার অগ্রসর হইল। ইংরেজ-সেনাপতি ইহা দেখিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু বিপক্ষগণ তাঁহার সৈনিকদিগকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিল না। সুতরাং সেনাপতি পশ্চাদ্ গমন পূর্বক কাল্পী পথের নিকটে কতকগুলি ইটের পাঁজার সম্মুখে শিবির স্থাপন করিলেন। তাঁহার দলে বিরানব্বুই জন হত ও আহত হইয়াছিল। বিপক্ষ-দিগের দলে ইহা অপেক্ষা অধিক লোক দেহত্যাগ করিয়াছিল। যাহা হউক, এই সময়ে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:20 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

প্রধান সেনাপতির নিকট হইতে ওয়াইণ্ড্‌হামের শিবিরে এইভাবের একখানি পত্র উপস্থিত হইল যে, লক্ষ্ণৌর সমুদয় গোলযোগ শেষ হইয়াছে। প্রধান সেনাপতির সৈনিকেরা কানপুরের অভিমুখে আসিতেছে। কানপুরের ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ ভাবিলেন যে, বিপক্ষেরা পাণ্ডুর তটে যেরূপ ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে, তাহাতে আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে অন্ততঃ প্রধান সেনাপতির উপস্থিতি পর্যন্ত, তাহাদের বিলম্ব হইতে পারে। ইহা ভাবিয়া, ওয়াইণ্ড্‌হাম আপনার শিবিরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

কিন্তু মরাঠা সেনাপতি নির্বোধ বা রণকৌশলে অনভিজ্ঞ ছিলেন না। তাঁহার স্বদেশীয় বীরপুরুষেরা যেরূপ যুদ্ধের প্রণালী নির্ধারণ করিতেন, যেভাবে বিপক্ষের ব্যূহভেদে অগ্রসর হইতেন, যেরূপ কৌশলে পরাক্রান্ত অরাতির সম্মুখে আত্মরক্ষা করিতেন, তাহা তাঁহার অবিদিত ছিল না। তিনি রণচাতুরীতে অভ্যস্ত, অগ্রগমনে বা পশ্চাদ্ধাবনে কৌশল-সম্পন্ন, ব্যূহরচনায় এবং বিপক্ষের অধিকৃত স্থলের আক্রমণে সুদক্ষ ছিলেন। ইংরেজ-সেনাপতির সহিত প্রথম যুদ্ধে ভীত না হইয়া, বরং তাঁহার সামরিক কৌশলের ত্রুটিতে তিনি অধিকতর সাহস-সম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সৈন্য পশ্চাৎ হটিয়া গিয়াছিল। ইহাতেও ইংরেজ সেনাপতি যখন নগরে প্রত্যাবর্তনে উদ্যত হইলেন, তখন তাঁহার প্রতিভা তাঁহাকে কৌশলময় কর্মসাধনে প্রবর্তিত করিল। তিনি জানিতেন, যে সেনাপতির সম্মুখে বিপক্ষেরা থাকিতে না পারিয়া হটিয়া যায়, তিনি কখনো আপনার সন্নিবেশের স্থল পরিত্যাগ পূর্বক প্রত্যাবর্তনে উদ্যত হন না। এ স্থানে তিনি দেখিলেন যে, ইংরেজ সেনাপতি তাঁহার কামান অধিকার পূর্বক কেবল প্রত্যাবর্তনে মনোনিবেশ করিলেন না। তাঁহার অশ্বারোহিদিগেরও অগ্রসর হইবার সুবিধা করিয়া দিলেন। এতদ্ব্যতীত সেনাপতি যুদ্ধের প্রাক্কালে যেস্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন, সেইস্থান পরিত্যাগ পূর্বক নগরের অধিকতর নিকটবর্তী স্থানে সৈন্য সমাবেশ করিলেন। অভিজ্ঞ পাঠকের মানসপটে পঠিত গ্রন্থের বিষয় যেমন সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত হয়, তাত্যা টোপেও সেইরূপ ওয়াইণ্ড্‌-হামের এই ত্রুটি বুঝিতে পারিলেন। এইরূপ সুযোগ তাঁহাকে অধিকতর উদ্যমশীল করিয়া তুলিল। তিনি এই সুযোগে প্রকৃত সেনাপতির ন্যায় স্বকীয় প্রতিভাবলে অভীষ্ট-সাধনে উদ্যত হইলেন*।

যুদ্ধকুশল মরাঠা সেনাপতি আপনার প্রতিপক্ষের অধিনায়ককে চব্বিশ ঘণ্টাও অবসর দিলেন না। তিনি এই আদেশ দিলেন যে, সৈনিক-দলের যে ভাগ ২৬শে [নভেম্বর] তারিখ যুদ্ধে নিয়োজিত ছিল, তাহারা পরদিন প্রাতঃকালে অস্ত্রাদিতে সজ্জিত থাকিবে। সিওলী এবং শিবরাজপুরে যে সৈনিক-দল অবস্থিতি করিতেছে, তাহারা ২৬শে তারিখ রাত্রিকালে পৌঁছিয়া ইংরেজ-সৈন্যের দক্ষিণভাগে যখন গুলি চালাইতে থাকিবে, তখন পূর্বোক্ত সৈনিকগণ প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করিবে। এইরূপ আদেশ দিয়া, চতুর মরাঠা সেনাপতি যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইলেন। বিপক্ষগণ যখন তাঁহার দৃষ্টিপথবর্তী হইল, তখন তাঁহার কামান হইতে গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। ইংরেজ-পক্ষের কামানও নিশ্চেষ্ট থাকিল না।

* কর্নেল মালিসনও এইভাবে তাত্যা টোপের বুদ্ধির প্রশংসা করিয়াছেন।—*Indian Mutiny. Vol. II, p. 237.*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:20 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

কিন্তু মুহূর্তকাল পরেই প্রতিপক্ষের কামান সকল এরূপ ভয়ঙ্করভাবে সংহারকার্য আরম্ভ করিল যে, উহাতে ওয়াইণ্ড্হামের সৈন্য একান্ত বিব্রত হইয়া পড়িল। তাত্যা টোপে সবিশেষ বুদ্ধি-কৌশল প্রকাশ পূর্বক ব্যূহ সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে কেবল কামান দ্বারা ওয়াইণ্ড্হামের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন। তাঁহার পদাতিক-দল পশ্চাদ্ভাগে অর্ধচন্দ্রাকারে স্থাপিত ছিল। ইংরেজ-সেনাপতি যদি এই ব্যূহভেদে অগ্রসর হইতেন, তাহা হইলে অর্ধবৃত্তাকারে সন্নিবেশিত পদাতিকশ্রেণী তাঁহাকে পরিবেষ্টন-পূর্বক তদীয় ক্ষমতা পর্যুদস্ত করিয়া ফেলিত। পাঁচঘণ্টা-কাল যুদ্ধের পর ইংরেজ সেনাপতি জানিতে পারিলেন যে, বিপক্ষগণ নগরে প্রবেশ করিয়াছে। ওয়াইণ্ড্হাম আর কোনো উপায় না দেখিয়া, সৈনিকদিগকে আপনাদের মৃণ্ময় দুর্গে ফিরিয়া যাইতে আদেশ দিলেন। প্রত্যাবর্তনকালে সৈনিক-দল বিপক্ষের কামানের গোলায় যেরূপ সন্ত্রস্ত, সেইরূপ উচ্ছৃংখল হইয়া পড়িল। তাহাদের শিবিরের পরিচারক ও অনুচরগণ পলায়ন করিয়াছিল। তাহাদের অনেক দ্রব্য বিপক্ষের হস্তগত হইয়াছিল। তাহাদের প্রায় তিনশত লোক যুদ্ধস্থলে দেহত্যাগ করিয়াছিল। তাহারা এইরূপ ভীত হইয়াছিল যে, তাহাদের মধ্যে কিছুমাত্র শৃংখলা ছিল না। তাহারা উদ্‌ভ্রান্তভাবে মালগুদাম খুলিল, পীড়িতদিগের জন্য যে সুরা সংরক্ষিত ছিল, তাহা পান করিল, মদিরায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া, আপনাদের অফিসরদিগের বাক্সগুলি ভাঙিয়া ফেলিল। একজন প্রাচীন শিখসর্দার দুর্গদ্বারে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি ইংরেজ-সৈনিকদিগকে নিরতিশয় ভীতচিত্তে এবং উচ্ছৃংখলভাবে দুর্গে আসিতে দেখিয়া, শৃংখলারক্ষার জন্য তাহাদিকে থামাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যখন তাঁহারা বৃদ্ধ সর্দারকে একদিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দুর্গে প্রবেশ করিতে লাগিল, তখন তিনি হাত তুলিয়া তাহাদিগকে কহিলেন,—'যাহারা খালসাসৈন্যকে পরাজিত ও পঞ্জাব অধিকার করিয়াছে, তোমরা তাই নও,' বৃদ্ধ সর্দার ইহা কহিয়া, পলায়মান সৈন্যের পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন এবং কাহারো কাহারো পিঠ চাপড়াইয়া কহিলেন,—'দৌড়িও না, কোনো ভয় নাই; এখানে তোমাদিগকে কেহ মারিতে পারিবে না*।' তাত্যা টোপের রণকৌশলে ইংরেজ-সৈন্য ২৭শে নভেম্বর এইরূপ উদ্‌ভ্রান্তভাবে পলায়ন করিল। ওয়াইণ্ড্হামকে মহারাষ্ট্রীয় বীরের বীরত্বচাতুরীতে এইরূপে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল।

ইংরেজ সেনাপতি এই সময়েও মৃৎপ্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে ইচ্ছা না করিয়া গঙ্গা এবং নগরের মধ্যবর্তী বৃক্ষবহুল স্থানে রহিলেন। এই স্থানের গির্জাঘর এবং অন্যান্য গৃহগুলিতে পাঁচশত নূতন তাঁবু, এগারহাজার টোটা, ঘোড়ার সাজ, সৈনিকদিগের পরিচ্ছদ প্রভৃতি সংক্ষেপে পাঁচ লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের দ্রব্য ছিল। ইংরেজ-সেনাপতি এগুলি ২৭শে তারিখ রাত্রিকালে দুর্গে লইয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে মনোযোগী হন নাই। বোধহয়, তাঁহার ধারণা ছিল যে, তিনি আপনার সন্নিবেশস্থলে থাকিয়াই ঐ সকল দ্রব্যের ভাণ্ডার রক্ষা করিতে পারিবেন। পরদিন প্রাতঃকালে তাত্যা টোপে নগর অধিকার করিলেন। বিবিঘর পর্যন্ত গঙ্গার তটভাগে তাঁহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল। নগরের পুরোভাগে কামান সকল স্থাপিত হইল। এই সকল কামান হইতে এরূপ

* *Russell, Diary, Vol. I, p. 206.*

Generated on 2019-02-07 14:20 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

তীব্রবেগে গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল যে, সন্ধ্যাসমাগমের পূর্বে ইংরেজ-সৈন্য পলায়ন করিয়া, মৃৎপ্রাচীরে মধ্যে আশ্রয় লইল। এ দিকে পূর্বোক্ত দ্রব্যাদির ভাণ্ডার বিপক্ষদিগের হস্তগত হইল। এই ভাণ্ডারের যে সকল দ্রব্য তাহারা অনাবশ্যক বোধ করিল, তৎসমুদয় ভস্মীভূত হইল। সৈনিকদিগের পরিচ্ছদাদি, যন্ধোপকরণ প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া গেল। কর্নেল্ নেপিয়ার (অতঃপর লর্ড নেপিয়ার) ইঞ্জিনিয়ার বিভাগের কর্মে ব্যাপৃত হইয়া, বহু পরিশ্রমে যে সকল কাগজপত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ও এইসঙ্গে ভস্মীভূত হইল। সর্বভূক্ অনল যখন ঐ সকল বিভিন্ন পদার্থ গ্রাস করিতেছিল, উহার প্রচণ্ড জ্বালাময়ী শিখা যখন ধূমস্তূপ ভেদ করিয়া, আকাশে উত্থিত হইতেছিল, তখন প্রধান সেনাপতির সৈনিক-দল কানপুরের সম্মুখে উপস্থিত হয়।

সেনাপতি ওয়াইণ্ড্‌হামের সৈন্যের মধ্যে কোনো কোনো দল বিপক্ষের প্রবল পরাক্রম খর্ব করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল, কিন্তু তাত্যা টোপের সৈনিক-দলের মধ্যভাগস্থ কামান হইতে এরূপ গোলাবৃষ্টি হইয়াছিল যে, তাহাদের অধিনায়কগণ কিছুতেই ঐ আক্রমণ নিরস্ত করিতে পারেন নাই। বৃদ্ধ বৃগেডিয়ার উইল্‌সনের বাহন হত হইল। শেষে রণস্থলে তাঁহারও দেহত্যাগ ঘটিল। আরও দুইজন অধিনায়ক নিহত হইলেন। কিন্তু ইহাঁদের সাহসে বিপক্ষগণের অগ্রসর হওয়ার তাদৃশ সুবিধা ঘটিল না। বিপক্ষেরা নৌসেতু বিনষ্ট করে নাই, কিংবা গঙ্গার খালও পার হয় নাই; সুতরাং লক্ষ্ণৌ হইতে কানপুরে আসিবার পথ এবং কানপুর হইতে এলাহাবাদ যাইবার পথ বিমুক্তভাবে ছিল। যাহা হউক, ২৭শে তারিখ বিপক্ষদিগের পরাক্রমদর্শনে কানপুরের ইংরেজ-সৈন্য নিরতিশয় চিন্তিত হইল। রাত্রিকালে এবং তৎপর দিন তাহাদের অদৃষ্টে কি ঘটিবে, তাহারা উদ্বিগ্নচিত্তে তাহাই ভাবিতে লাগিল, কিন্তু রাত্রিসমাগমের পূর্বেই তাহাদের উদ্বেগ দূর হইল। যখন মার্তণ্ড আপনার রশ্মিজাল সংযত করিয়া, জাহ্নবীর প্রান্তভাগে আত্মগোপনে উদ্যত হইলেন, তখন নৌসেতুর সম্মুখে প্রধান সেনাপতির আবির্ভাব হইল।

স্যার কোলিন্ কাম্পবেল লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ পূর্বক পরিশেষে সত্বরতাসহকারে কানপুরের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। ২৬শে নভেম্বর যখন তাত্যা টোপের বলবহুলতা ওয়াইণ্ড্‌হামের দৃষ্টিগোচর হয়, তখন তিনি স্যার কোলিন্ কাম্পবেল অথবা কানপুরের পথে অন্য যে কোনো ইংরেজ সেনানায়ক উপস্থিত থাকেন, তাঁহার নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পত্র পাঠাইয়াছিলেন। একজন এতদ্দেশীয় পত্রবাহক স্যার কোলিনের দলের একটি সৈনিক-পুরুষের হস্তে এই পত্র সমর্পণ করে। পত্র পড়িয়া স্যার কোলিন্ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, কানপুর আক্রান্ত হইয়াছে। সুতরাং তিনি যত শীঘ্র পারেন, কানপুরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভাগীরথীতটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, নৌসেতু অব্যাহত রহিয়াছে। তাঁহার শিবির কানপুরের অপর পারে সন্নিবেশিত হইল। তিনি স্বয়ং নৌসেতু অতিক্রম পূর্বক ওয়াইণ্ড্‌হামের মৃৎপ্রাচীরবেষ্টিত দুর্গে যাত্রা করিলেন। যাহারা প্রাচীরে ছিল, তাহারা প্রধান সেনাপতিকে দেখিতে পাইয়া, উল্লাসধ্বনি করিতে লাগিল। মুহূর্তমধ্যে প্রাচীরে লোকের-পর-লোক উঠিতে লাগিল। প্রধান সেনাপতি দুর্গে গিয়া, ওয়াইণ্ড্‌হামের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই সময়ে ওয়াইণ্ড্-

Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:20 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

হামের বুদ্ধিচাতুরী, রণপাণ্ডিত্য, সৈন্য-পরিচালনা-কৌশল, সমস্তই তাত্যা টোপের নিকট ব্যর্থ হইয়াছিল। প্রধান সেনাপতি কানপুরের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। তিনি ওয়াইণ্ডহামকে আপনার সঙ্কল্পিত বিষয় জানাইয়া, শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। সমস্ত রাত্রি কামান, জিনিসপত্র, মহিলা, বালক-বালিকা এবং রুগ্ন লোক তাঁহার শিবিরে পেঁছিতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকলে তাত্যা টোপে দেখিলেন যে, জাহ্নবীর অপর তটে ইংরেজ-পক্ষের অপর সৈনিক-দলের শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছে। তিনি ইহা দেখয়া, ঐ সৈনিকদিগের উত্তরণের পথ বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইলেন। বৃহৎ কামান সকল সেতুর সম্মুখে স্থাপিত হইল। কিন্তু কাপ্তেন পীলের কামান হইতে এমন তীব্রবেগে গোলাবর্ষণ হইতে লাগিল যে, তাত্যা টোপের সৈনিকদিগের কামান কার্যকর হইল না। প্রধান সেনাপতির সৈনিক-দল নৌসেতু দিয়া কানপুরে উপস্থিত হইতে লাগিল। তাহাদের পশ্চাৎ জিনিসপত্র এবং বালক-বালিকা পীড়িত প্রভৃতি রক্ষণীয় জীবগণের গাড়ি, ডুলি প্রভৃতি যাইতে লাগিল। ২৯শে নভেম্বর অপরাহ্ণ তিনটার সময়ে ইহাদের দল কানপুরের দিকে যাত্রা করিয়াছিল। সমস্ত অপরাহ্ণকাল, তৎপরবর্তী রাত্রি, তৎপরদিন অপরাহ্ণ ছয়টা পর্যন্ত, ইহারা দলে দলে দলে নৌসেতুপথে ভাগীরথী অতিক্রম করে। সেতু অতিক্রম সময়ে ইহাদের তাদৃশ বাধা ঘটে নাই। ৩০শে নভেম্বর অপরাহ্ণ ছ'টার সময়ে ইহারা সকলে কানপুরে পদার্পণ করে। গঙ্গার খালের অপর দিকে—বিস্তৃত প্রান্তরে ইহাদের শিবির স্থাপিত হয়। পাঁচমাস পূর্বে নিঃসহায় ইউরোপীয়গণ আপনাদের বৃদ্ধ সেনাপতির সহিত ঘাতকের হস্তে দেহবিসর্জনের জন্য দুঃসহ দুঃখের নিদর্শনস্বরূপ যে মৃৎপ্রাচীরবেষ্টিত স্থান হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, এখন ইহারা সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চিরস্মরণীয় স্থানের নিকটে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

এই সময়ে বিপক্ষগণ পূর্বের ন্যায় সমগ্র নগর এবং ভাগীরথীর তটদেশ আপনাদের অধিকারে রাখিয়াছিল। সংখ্যায় তাহারা শক্তিসম্পন্ন ছিল। দুর্ধর্ষ কামানে তাহারা দুরাক্রম্য হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার উপর জয়লাভে তাহারা অধিকতর সাহসী এবং আত্মবলের পরিচয় দিবার জন্য অধিকতর আগ্রহযুক্ত হইয়াছিল। ব্যূহসন্নিবেশে তাহাদের বুদ্ধিচাতুরী প্রদর্শিত হইয়াছিল। তাহাদের বামে—জাহ্নবী ও নগরের মধ্যবর্তী স্থলে—বৃক্ষবহুল উন্নত ভূখণ্ড, অনেকগুলি ভগ্নপ্রায় বাড়ি এবং নালা ছিল। তাহাদের মধ্যভাগে বহুবিস্তৃত নগর রহিয়াছিল। উহার বহুসংখ্যক সঙ্কীর্ণ গলি চারিদিকে বক্রভাবে থাকাতে তাহাদের আত্মরক্ষার সুযোগ ঘটিয়াছিল। তাহাদের দক্ষিণে—গঙ্গার খালের অপরদিকে বিস্তৃত প্রান্তর ছিল। এই প্রান্তরে গোবালিয়রের প্রসিদ্ধ সৈনিক-দলের শিবির স্থাপিত হইয়াছিল। খালের সেতু ইহাদের অধিকারে ছিল, এবং ইহাদের নিকটে কাল্পীর পথ বিমুক্তভাবে রহিয়াছিল। এই বহুদলে বিভক্ত, বহুস্থানে সন্নিবেশিত, বহুবিধ যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যেদের বিশ্বাস ছিল যে, স্যার্ কোলিন কাম্প্বেল তাহাদের নিষ্কাশনে সমর্থ হইবেন না। কিন্তু স্যার্ কোলিন বীরোচিত গুণে অলংকৃত ছিলেন। উপস্থিত কর্ম দুরূহ হইলেও তাঁহার নিকটে অসাধ্য বোধ হইল না। তিনি যখন পরাক্রান্ত বিপক্ষের সন্নিবেশস্থল দেখিলেন, তখন সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, তাহাদের বামভাগ ও

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:20 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

মধ্যস্থল যেরূপ সুরক্ষিত, দক্ষিণভাগ সেরূপ নহে। বামে ভাগীরথী এবং ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষশ্রেণী ও গৃহাদিতে তাহাদের আত্মরক্ষার সুযোগ ঘটিয়াছে। মধ্যভাগে নগরের বক্রাকার সংকীর্ণ গলি এবং উন্নত গৃহসমূহে তাহাদের পক্ষ সুরক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু দক্ষিণভাগে তাহাদের সম্মুখে বিস্তৃত প্রান্তর রহিয়াছে। এই প্রান্তরে কোনোরূপ আবরণ নাই। এইদিকে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে, কেন্দ্রস্থল ও বামভাগ হইতে অপরাপর দলের আগমনের পূর্বে, তাহাদের পরাজয় সুসাধ্য হইবে। এইস্থান যদি অধিকৃত হয়, তাহা হইলে কাল্পীর পথে গমনের ব্যাঘাত জন্মিবে, বামভাগ ও কেন্দ্রস্থল হইতে বিপক্ষেরা এইদিকে আসিলে, ঐ দুইস্থানে তাহারা হীনবল হইয়া পড়িবে।

প্রধান সেনাপতি প্রতিভাবলে ইহা স্থির করিলেন, কিন্তু তিনি সহসা বিপক্ষের ব্যূহভেদে অগ্রসর হইলেন না। এ সময়ে অনেক সহায়শূন্য লোক তাঁহার রক্ষণীয় হইয়াছিল। তিনি লক্ষ্ণৌ হইতে আপনাদের কুলমহিলা, শিশু-সন্তান, রুগ্ন ও আহত-দিগকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। ইহাদের দুরবস্থায় তাঁহার মনে সাতিশয় কষ্ট জন্মিয়াছিল। ইহাদের কেহ কেহ অভিভাবকশূন্য হইয়াছিল, কেহ কেহ সংসারের প্রিয়জন হইতে জন্মের মতো বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, কেহ কেহ গুরুতর আঘাত পাইয়া বিকলাঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিল কেহ কেহ দুরন্ত রোগে একান্ত অবসন্ন হইয়াছিল। স্যার্ কোলিন্ ইহাদের জন্য নিরতিশয় চিন্তিত হইয়াছিলেন। ১লা, ২রা এবং ৩রা ডিসেম্বর ইহাদিগকে এলাহাবাদে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করা হয়। শেষোক্ত তারিখ রাত্রিকালে, ইহারা এলাহাবাদে যাত্রা করে। এই কয়েকদিন সিপাহিরা মধ্যে মধ্যে ইংরেজ-পক্ষের ঘাঁটি আক্রমণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা কৃতকার্য হইতে পারে নাই। যাহা হউক, প্রধান সেনাপতি পীড়িত-দিগকে এলাহাবাদে পাঠাইয়া দুশ্চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। এখন তিনি বলবহুল, পরাক্রান্ত বিপক্ষের সমক্ষে আপনাদের প্রাধান্যস্থাপনে উদ্যত হইলেন। তাঁহার পাঁচ-হাজার পদাতিক, ছয়শত অশ্বারোহী, এবং পঁয়ত্রিশটি কামান ছিল। তাঁহার প্রতিপক্ষগণ পঁচিশহাজার সৈন্য এবং চল্লিশটি কামান লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদের মধ্যে চৌদ্দহাজার সৈন্য সুশিক্ষিত ছিল। চারি-দল গোলন্দাজ, দুই-দল অশ্বারোহী, সাত-দল পদাতিক—সমুদয়ে সাতহাজার লোক গোবালিয়রের সৈনিকশ্রেণীভুক্ত ছিল। নানা সাহেবের অনুচর এবং বুন্দেলখণ্ড ও মধ্য ভারতবর্ষের সিপাহিগণে বিপক্ষ-দলের পরিপুষ্টি ঘটিয়াছিল। তাত্যা টোপে সমুদয় সৈন্যের অধ্যক্ষ ছিলেন। নানা সাহেব সৈনিক-দলের বামভাগ অর্থাৎ তাঁহার অধীন সৈন্য ও অনুচরদিগের পরিচালনা করিতেছিলেন*।

৬ই ডিসেম্বর প্রাতঃকালে উভয় পক্ষে যুদ্ধারম্ভ হইল। তাত্যা টোপে ও নানা সাহেব সিপাহিদিগের পরিচালনা করিতে লাগিলেন। প্রধান সেনাপতি এবং ওয়াইন্ডহাম্, ওয়ালপোল্ প্রভৃতি সেনানায়কগণ কর্তৃক ইংরেজ-পক্ষের সৈন্য পরিচালিত হইল। প্রায় সমস্ত দিন উভয় পক্ষ পরস্পরের পরাক্রমনাশের জন্য সবিশেষ সাহস ও রণকৌশলের

* মার্টিন সাহেব নির্দেশ করিয়াছেন যে নানা সাহেবের ভ্রাতা বাল সাহেব ইহাঁদের মধ্যে ছিলেন।—*Indian Empire, Vol. II, p. 474.*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:22 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

পরিচয় দিল। কাপ্তেন পীলের পরিচালিত কামান এ সময়ে সবিশেষ কার্যকর হইল। তাত্যা টোপে পরাজিত হইলেন। তাঁহার বিপুল বাহিনী পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইল। ইংরেজ-সৈন্য প্রায় চৌদ্দ মাইল পর্যন্ত ইহাদের পশ্চাৎ গমন করিল। বিপক্ষদিগকে এইরূপে তাড়িত করিয়া, ইহারা নিশীথকালে কানপুরে প্রত্যাগত হইল।

গোবালিয়রের সৈন্য এরূপ তাড়াতাড়ি আপনাদের শিবির পরিত্যাগ পূর্বক চলিয়া গিয়াছিল যে, তাহারা কোনো দ্রব্য সঙ্গে লইয়া যাইতে পারে নাই। বিজয়ী ইংরেজ-সৈন্য যখন তাহাদের শিবিরে উপস্থিত হয়, তখন তাহারা দেখিয়াছিল যে, 'চপাটি আগুনে গরম হইতেছে, ষাঁড়গুলি গাড়ির পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পীড়িত ও আহতগণ চিকিৎসালয়ে অবস্থিতি করিতেছে'*। এইরূপে সমুদয় যথাবৎ রহিয়াছে, কেবল সৈনিকগণ ও তাহাদের পরিচারকগণ উপস্থিত নাই। কাল্পীর পথের সমীপবর্তী স্থানে গোবালিয়রের সৈন্য তাহাদের মধ্যস্থল এবং বামভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। এই দুই-ভাগের সিপাহিদিগের সম্মুখে কেবল বিঠুরের পথ ছিল। এইপথ অবরুদ্ধ হইলে তাহারা আর কোনো দিকে হটিয়া যাইতে পারিত না। সেনাপতি মান্স্ফীল্ড উক্ত পথ অবরুদ্ধ করিবার ভার প্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। সিপাহিগণ কানপুর পরিত্যাগপূর্বক বিঠুরের পথে ধাবিত হয়। পাছে ইহারা শিবরাজপুরের তিনমাইল দূরে সরাই ঘাটে গঙ্গা পার হইয়া, অযোধ্যার দিকে অগ্রসর হয়, এই আশঙ্কায় প্রধান সেনাপতি, সেনানায়ক হোপ্ গ্রাণ্টকে ইহাদের বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দেন। সিপাহিরা আপনাদের কামান ইত্যাদি লইয়া, সরাইঘাটে গঙ্গা পার হইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে হোপ্ গ্রাণ্ট উপস্থিত হইয়া ইহাদিগকে পরাজিত করেন। ইহাদের পনেরটি কামান তৎকর্তৃক অধিকৃত হয়। ৯ই ডিসেম্বর এই যুদ্ধ ঘটে। এইরূপে ৬ই এবং ৯ই ডিসেম্বর, এই দুইদিনে দুইস্থানে পরাজিত হইয়া, সিপাহিদিগের দুইদল পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। গোবালিয়রের সৈন্য কাল্পীতে গিয়া সমবেত হয়। তাত্যা টোপে পুনর্বার ইহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। নানা সাহেব বিঠুরে উপস্থিত হন। কিন্তু ইংরেজ-সৈন্যের উপস্থিতির সংবাদ পাইয়া, তিনি সরাই ঘাটের যুদ্ধের পূর্বেই আপনার কামান ও অনুচরবর্গকে লইয়া, অযোধ্যার দিকে প্রস্থান করেন**। জুলাই মাসে সেনাপতি হাবেলক বিঠুরে নানা সাহেবের প্রাসাদ-ধ্বংসের কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। এখন এই বিধ্বংস ব্যাপার শেষ হয়। প্রধান সেনাপতির আদেশে হোপ্ গ্রাণ্ট ১১ই ডিসেম্বর বিঠুরে

---

* *Blackwood's* Magazine, *October, 1858, quoted in Malleson's Indian Mutiny, Vol. II, p. 271. note.*

** ৯৩-সংখ্যক হাইলাণ্ডার সৈনিক-দলের সার্জেণ্ট্ ফরবস্-মিচেল স্যার্ কোলিন্ ক্যাম্প্-বেলের সৈন্যের মধ্যে ছিলেন। তিনি সিপাহি যুদ্ধের কালে আপন দলের যে কার্য-বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে নির্দেশ আছে যে, সরাই ঘাটে যখন সিপাহিদিগের নৌকা-গুলি আক্রান্ত হয়, তাহার পূর্বেই নানা সাহেবের নৌকা গঙ্গার অপর পারে যায়। নানা সাহেব অযোধ্যার দিকে নিরাপদে অগ্রসর হন।—*Forbes-Mitchell, Reminiscences &tc. p, 150.*

Generated on 2019-02-07 14:22 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

গিয়া, তোপে মন্দির উড়াইয়া দেন, প্রাসাদ দগ্ধ করিয়া ফেলেন। বিশ্বাসঘাতক আজিমউল্লা খাঁ যে গৃহে অবস্থিতি করিত, সেই গৃহে কতিপয় পত্র পাওয়া যায়*। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি বিচিত্র দ্রব্য অধিকৃত হয়। নানা সাহেব, ত্রিশলক্ষ টাকা, বারুদ ও গোলাগুলির বাক্সে বন্ধ করিয়া, একটি বৃহৎ কূপে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ঐ কূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। চরমুখে এই সংবাদ পাইয়া, ইংরেজ-সৈন্য ১৫ই হইতে ২৬শে ডিসেম্বর পর্যন্ত রাত্রিদিন ঐ বহুমূল্য দ্রব্যের উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করে। মুদ্রা ও বাসন ইত্যাদি পাওয়া যায়, কিন্তু সৈনিকগণ এই গুরুতর পরিশ্রমের পুরস্কার-স্বরূপ কিছুই প্রাপ্ত হয় নাই।

লর্ড রবার্টস্ লিখিয়া গিয়াছেন যে, অর্জুন তেওয়ারি নামক তাঁহার একজন চর ছিল। এইব্যক্তি ১-সংখ্যক পদাতিকদলে সিপাহির কর্ম করিত। সিপাহি যুদ্ধের সময়ে অর্জুন তেওয়ারি ইংরেজদিগের প্রতি অপরিসীম বিশ্বস্ততা দেখায়। বাঁদার গোলযোগের সময়ে এইব্যক্তি একজন ইউরোপীয় কেরানী এবং তাহার স্ত্রীকে রক্ষা করে। ইহার পর অর্জুন তেওয়ারি চরের কর্মে নিয়োজিত হইয়া, ইংরেজ সেনাপতি-দিগের পত্রাদি নির্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাইত। উপস্থিত সময়ে রবার্টস্ এই বিশ্বস্ত চরের নিকটে নানা সাহেবের সংবাদ জানিতে ইচ্ছা করেন। অর্জুন তেওয়ারি পর-দিন তাঁহার সহিত দেখা করিবে বলিয়া, বিঠুরে চলিয়া যায়। ৮ই ডিসেম্বর প্রভুভক্ত চর রবার্টসের নিকট উপস্থিত হইয়া, এই সংবাদ দেয় যে, নানা সাহেব পূর্বরাত্রিতে বিঠুরে শয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের আগমনবার্তা শুনিয়া, কামান এবং অনুচরবর্গের সহিত অযোধ্যায় যাইবার জন্য কয়েক মাইল দূরে গঙ্গা পার হইবার চেষ্টা করিতেছেন। যুদ্ধের অবসান হইলে লর্ড রবার্টসের চেষ্টায় অর্জুন তেওয়ারি গবর্নমেণ্ট হইতে আপনার জীবিতকাল পর্যন্ত বার্ষিক বারশত টাকা পেন্সন পাইয়াছিল।—*Forty-One years &tc. Vol. I, p. 375; note.*

* দুইখানি পত্র লাফো নামক একজন ফরাসী কর্তৃক ফরাসীভাষায় লিখিত। উহা চন্দননগরে ফরাসীদিগের উপনিবেশ-সংক্রান্ত-বিষয় ঘটিত। অনেকগুলি পত্র ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত। আজিমউল্লা খাঁ সুপুরুষ। তাঁহার রূপমাধুরী দর্শনে ইংলণ্ডের একটি যুবতী তাঁহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য ভারতবর্ষে আসিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। অনেক পত্র ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্তবংশের নারীর লিখিত। একটি প্রৌঢ়া স্বকীয় পত্রে, পূর্বদেশীয় প্রিয় পুত্র বলিয়া, আজিমউল্লার সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। কয়েকখানি পত্র আজিমউল্লার হস্তলিখিত। দুইখানি পত্র, কন্স্টাণ্টি-নোপলের ওমরপাশার নামে সিপাহিদিগের অসন্তোষ এবং ভারতবর্ষের বর্তমান গোলযোগ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল।—*Forty-One years, &tc. Vol. I, pp. 427-29.*

Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:21 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

পঞ্চম অধ্যায়

ফতেগড় অধিকার—প্রধান সেনাপতির লক্ষ্ণৌ যাত্রার উদ্‌যোগ

ফতেগড় অধিকার—স্যার কোলিন্ কাম্পবেলের বেরেলীতে যাত্রার ইচ্ছা—গবর্ণর জেনেরলের ভিন্ন মত—স্যার কোলিনের লক্ষ্ণৌতে যাত্রার উদ্‌যোগ—তাঁহার সৈনিক-দলের উনাওতে অবস্থিতি—ইংরেজ-সৈন্যের শিবিরে চরের উপস্থিতি—তাহার অবরোধ—তাহার বিচিত্র আত্মবিবরণ—তাহার ফাঁশি।

গোবালিয়রের সুশিক্ষিত ও সাহসিক সৈনিক-দলের আক্রমণ হইতে কানপুর বিমুক্ত হইল। কিন্তু এখনও গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী বিস্তৃত ভূভাগের অনেক স্থলে উত্তেজিত সিপাহি-দিগের প্রাধান্য ছিল। সেনাপতি গ্রিথেড এবং হোপ্ গ্রাণ্ট ভিন্ন ভিন্ন স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সর্বাংশে বিপ্লবের শান্তি করিতে পারেন নাই। সিপাহিরা দলবদ্ধ হইয়া, পুনর্বার ইংরেজের প্রাধান্য বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। মৈনপুরী, ফতেগড় প্রভৃতি স্থানে ইহাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্যার কোলিন্ কাম্পবেল এই সকল স্থানের পুনরধিকারে উদ্যত হন। তিনি দোয়াব অধিকার পূর্বক রোহিলখণ্ড হইতে বিপক্ষদিগকে তাড়াইবার ইচ্ছা করেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের তিনটি প্রধান স্থান তাঁহাদের অধিকৃত হইয়াছিল। তাঁহারা উত্তর-পশ্চিমে দিল্লী, দক্ষিণ-পূর্বে এলাহাবাদ এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী আগ্রায় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ফতেগড়ে ফরাক্কাবাদের নবাব স্বপ্রধান ছিলেন। প্রধান সেনাপতি সর্বপ্রথম ঐ স্থানে যাত্রার আয়োজন করিলেন। তিনি মৈনপুরী পর্যন্ত অধিকারের জন্য ব্রিগেডিয়ার ওয়াল্‌পোলকে পাঠাইয়া দিলেন। কর্নেল সীটনের তত্ত্বাবধানে দোয়াবের উত্তরভাগ হইতে রসদ ইত্যাদি আসিতে-ছিল। ইনি মৈনপুরীর নিকটে ওয়াল্‌পোলের সহিত সম্মিলিত হইতে আদিষ্ট হইলেন। অতঃপর এই উভয় অধিনায়কের সৈনিক-দল পরস্পর সম্মিলিত হইয়া, ফতেগড়ে যাত্রা করিবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হইল।

কর্নেল সীটন রসদ ইত্যাদির রক্ষায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ৯ই ডিসেম্বর দিল্লী হইতে যাত্রা করেন। বিপক্ষেরা আলীগড় বিভাগে রহিয়াছে, এই সংবাদ ইতঃপূর্বে তাঁহার গোচর হইয়াছিল। তিনি আলীগড়ে রসদ ইত্যাদি এবং উহার রক্ষার জন্য উপযুক্ত সৈনিক ও কামান রাখিয়া, বিপক্ষদিগের অভিমুখে অগ্রসর হন। ডিসেম্বর মাসের মধ্য-ভাগে খাসগঞ্জ এবং পাতিয়ালীতে বিপক্ষেরা পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে দিল্লীর প্রসিদ্ধ কাপ্তেন হডসন্ আপনার অশ্বারোহিদিগের সহিত ইংরেজ সেনানায়কের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। অতঃপর ইংরেজের সৈনিক-দল মৈনপুরীতে যাত্রা করে। মৈনপুরী-রাজ তেজসিংহ ইহাদিগকে বাধা দিবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার প্রয়াস বিফল হয়। ২৭শে ডিসেম্বর ইংরেজ-সৈন্য মৈনপুরীর যুদ্ধে জয়ী হয়। এদিকে ব্রিগেডিয়ার ওয়ালপোল্ আকবরপুর এবং এটোয়া হইয়া মৈনপুরীর নিকটে বেওয়ার নামক স্থানে কর্নেল সীটনের সহিত সম্মিলিত হন। সম্মিলিত সৈনিক-দল অতঃপর ফতেগড়ের অভিমুখে যাত্রা করে।

Generated on 2019-02-07 14:23 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

এদিকে ২৪শে ডিসেম্বর প্রধান সেনাপতি কানপুর পরিত্যাগ করেন। ৩১শে তারিখ তিনি গুরসাহিগঞ্জে উপস্থিত হন। কাপ্তেন হডসন্ সেনানায়ক ওয়ালপোল্ এবং সীটনের পূর্বেই প্রধান সেনাপতির শিবিরে পদার্পণ করেন। গুরসাহিগঞ্জের পনর মাইল অন্তরে মীরণ-কা-সরাই নামক স্থানে প্রধান সেনাপতির শিবির ছিল। প্রথমোক্ত স্থান হইতে পাঁচমাইল দূরে কালী নদী প্রবাহিত হইতেছে। বিপক্ষ সিপাহিদিগের যদি কিছুমাত্র বুদ্ধি-কৌশল থাকিত, তাহা হইলে তাহারা পূর্বেই কালী নদীর সেতু ভগ্ন করিয়া, প্রধান সেনাপতির আগমনে বাধা দিতে পারিত। কিন্তু বিপদের সময়ে তাহাদের এইরূপ প্রত্যুৎপন্নমতি প্রকাশ পায় নাই। ইংরেজ-সৈন্য গুরসাহিগঞ্জে উপস্থিত হইলে তাহারা তাড়াতাড়ি সেতু ভাঙিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে। চেষ্টা বিফল হয়। প্রধান সেনাপতির ইচ্ছা ছিল যে, যাবৎ ওয়ালপোল্ এবং সীটনের সৈন্য সম্মিলিত না হয়, তাবৎ তিনি ফতেগড়ের দিকে অগ্রসর হইতে নিরস্ত থাকিবেন। কিন্তু সেতু ভাঙার সংবাদে প্রধান সেনাপতি আপনার সঙ্কল্প ত্যাগ করেন। নববর্ষের প্রথম দিন (১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি) তাঁহার হৃদয়ে অভিনব আশা ও উৎসাহ সঞ্চারিত করে। তিনি আশায় অধ্যবসায়সম্পন্ন এবং উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া, খোদাগঞ্জ পল্লীর নিকটে কালী নদীর সেতুর সম্মুখে উপস্থিত হন। অবিলম্বে ইঞ্জিনিয়ারগণ সেতুর ভগ্ন অংশের মেরামত করিতে থাকেন। অল্প সময়ের মধ্যে এই কর্ম সম্পন্ন হয়। পরদিন নিবিড় কুজ্ঝটিকার মধ্যে বিপক্ষগণ ফতেগড় হইতে বহির্গত হইয়া, ইংরেজ-সৈন্যের গতিরোধের জন্য কালী নদীর তটবিভাগে উপনীত হয়। কুজ্ঝটিকা তিরোহিত হইলে দেখা গেল যে, ফরক্কাবাদের নবাবের বহুসংখ্যক সিপাহী খোদাগঞ্জ পল্লীতে সমবেত হইয়াছে। ইংরেজ-সৈন্য সেতুপথে নদী উত্তীর্ণ হয়। নদীর তটে খোদাগঞ্জ পল্লীতে ২রা জানুয়ারি উভয়পক্ষে যুদ্ধে ঘটে। সিপাহিরা যথোচিত দৃঢ়তা ও পরাক্রমের সহিত আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়াছিল। তাহাদের একটি কামান সেতুর সন্নিকটবর্তী টোলঘরের পশ্চাদ্ভাগে সন্নিবেশিত ছিল। এই কামানের গোলায় ইংরেজ-পক্ষের অনেকে দেহত্যাগ করে। উক্ত কামানকে নিশ্চেষ্ট করিবার জন্য কাপ্তেন পীলের কামান সন্নিবেশিত হয়, এই কামানের গোলা প্রবলবেগে টোল ঘরে পড়িতে থাকে। উহাতে বিপক্ষদিগের অনেকে নিহত হয়। তাহাদের কামানও বিপর্যস্ত হইয়া যায়। তাহারা ইংরেজের আগ্নেয়াস্ত্রের সম্মুখে স্থির-ভাবে থাকিতে না পারিয়া, ফতেগড়ের অভিমুখে তিন-চার মাইল শৃঙ্খলার সহিত গমন করে। অতঃপর তাহাদের মধ্যে সাহসের সঞ্চার হয়। তাহারা আবার যুদ্ধের জন্য ফিরিয়া দাঁড়ায়, কিন্তু ইংরেজ-পক্ষের অশ্বারোহিদিগের অস্ত্রাঘাতে, শিখদিগের বন্দুকের গুলিতে, বর্শাধারিদিগের বর্শাপ্রয়োগে তাহাদের দলের বহুসংখ্যক সৈনিক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শবরাশিতে বিস্তৃত প্রান্তরের অনেক স্থান আচ্ছন্ন হইয়া উঠে। হতাবশিষ্ট সিপাহিগণ তাড়াতাড়ি ফতেগড় পরিত্যাগ পূর্বক ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া, রহিলখণ্ডে পলায়ন করে।

পরদিন স্যার কোলিন্ কাম্পবেল দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হন। কামানের গোলায় দুর্গদ্বার ভগ্ন হয়। ইংরেজ-সৈন্য বিনা বাধায় দুর্গে প্রবেশ করে। সিপাহিরা প্রায়

Generated on 2019-02-07 14:21 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

যাবতীয় দ্রব্য ফেলিয়া প্রস্থান করিয়াছিল। দুর্গে কামানের গাড়ির জন্য অনেক সেগুন কাঠ সংগৃহীত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ইঞ্জিন, নানাপ্রকার কামান, সৈনিকদিগের বহু-সংখ্যক পরিচ্ছদ—সর্বসমষ্টিতে প্রায় দশলক্ষ টাকার দ্রব্য ছিল। সিপাহিরা এগুলি ভস্মীভূত করে নাই। গঙ্গার উপরে যে নৌসেতু ছিল, তাহাও বিনষ্ট হয় নাই। এখন, পূর্বোক্ত বহুমূল্য দ্রব্য গবর্নমেণ্টের অধিকৃত হইল। গঙ্গার সেতুও সুরক্ষিত রহিল।

গোবালিয়রের সৈনিক-দলের পরাজয়ের পর গঙ্গার দক্ষিণভাগের জনপদে সামরিক আইনের পরিবর্তে সাধারণ আইন জারি হইয়াছিল। এখন সাধারণ বিভাগের কর্মচারিগণ লোকের জীবন ও সম্পত্তির রক্ষণ বা হরণের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে জনরব উঠিয়াছিল যে, ফরক্কাবাদের নবাব নগরে রহিয়াছেন। ইংরেজ বিচারক ঘোষণা করিলেন যে, যদি নবাব ধৃত না হন, তাহা হইলে ইংরেজ সৈন্য নগরে লুঠতরাজ করিবে। কিছুক্ষণ পরে নবাব ধৃত ও বিচারকের সমক্ষে আনীত হন। কিন্তু ইনি প্রকৃত নবাব নন। নবাবের সম্পর্কীয় ব্যক্তি। ইহার নাম নাজীর খাঁ। ইহাঁর অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল, সার্জেণ্ট ফরবস মিচেল তাহার এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন,—'একখানি সামান্য চারপায়ায়, এই নবাব বংশীয় সর্দারের* হস্তপদ আবদ্ধ ছিল। কুলিগণ চারপায়া লইয়া আসিয়াছিল, কি প্রণালীতে অপরাধীর বিচার হইয়াছিল, তাহা আমি জানি না। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, কোনো জুরি বা উকীল ছিল না। আমি জানি যে, প্রথমে তাঁহার দেহ শূকরের চর্বিতে পরিলিপ্ত করা হয়, পরে ধাঙড়েরা তাঁহাকে কঠোরভাবে বেত্রাঘাত করে, অনন্তর তাঁহার ফাঁশি হয়'**। কর্নেল আলিসন নামক অন্য একজন সৈনিক কর্মচারী এইভাবে লিখিয়া গিয়াছেন,—'৪ঠা ইহাঁর (নাজীর খাঁর) ফাঁশি হয়। ফাঁশির পূর্বে ইহাঁর প্রতি অনর্থক নির্দয়তা প্রকাশ করা হইয়াছিল। ইহাঁকে বলপূর্বক শূকরের মাংস খাওয়ান হয়। ধাঙড়েরা ইহাঁকে কঠোররূপে বেত্রাঘাত করে। এই কার্য একটি মহৎ ও বিজয়ী জাতির অযোগ্য'***। রেইক্স সাহেব লিখিয়াছিলেন যে, ইংরেজদিগের হত্যাপরাধে ২৬শে জানুয়ারি ফরাক্কাবাদের দুইজন নবাবের ফাঁশি হয়। ইহাঁদের নাম নির্দেশ করা হয় নাই। মাজিস্ট্রেট ইহাঁদিগকে ফাঁশি দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহাঁরা প্রকৃত অপরাধী কিনা, তদ্বিষয়ের নির্ধারণে সাবধান হন নাই****। ইংরেজ বিচারক নিঃসন্দেহ উত্তেজনার বশীভূত হইয়া, এইভাবে বিচার-কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। বোধহয়, তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, উক্ত নবাব-বংশীয় ব্যক্তি কর্তৃক তাঁহার স্বজাতির লোকে নিহত হইয়াছে। এইরূপ নরহত্যাকারী, দানব বা পিশাচ। সুতরাং দানবেরভাবে বা পৈশাচিকরূপে

* লেখক ইহাঁকে ফরাক্কাবাদের নবাব বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইনি ফরাক্কাবাদের প্রকৃত নবাব নন। প্রকৃত নবাবের বিচারের কথা পরে বিবৃত হইবে।

** *Reminiscences, &tc. pp. 168-69.*

*** *Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 476.*

**** *Raikes, Notes on the Revolt &tc. p. 107. Comp. Indian Empire, Vol, II, p. 476.*

Generated on 2019-02-07 14:23 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

ইহাঁর শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু তাঁহার জানা উচিত ছিল যে, তদীয় স্বদেশের লোকের ধারণা তাঁহার ধারণার অনুরূপ হইবে না, এবং উত্তেজনার আবেগেও তাঁহার মতো ইহাঁরা অধীর হইয়া উঠিবেন না। তাঁহার স্বদেশে তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর সাধুতাসম্পন্ন, অধিকতর ন্যায়পরায়ণ, এবং অধিকতর ধীরপ্রকৃতির লোক আছেন। ইহাঁরা তৎকৃত কর্মের সমর্থন করেন নাই। তাঁহার কর্মে ইহাঁদের প্রশংসাবাদের পরিবর্তে অপরিসীম দুঃখ ও ঘৃণা প্রকাশ পাইয়াছিল*। আর যে গবর্নমেণ্ট তাঁহাকে ন্যায়ানুসারে বিচার করিবার জন্য বিচার-বিভাগের কর্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই গবর্নমেণ্টের নিকটেও প্রশংসাপ্রাপ্তির পরিবর্তে শাস্তিভোগ হইয়াছিল** ।

রেইক্স সাহেব লিখিয়াছিলেন যে, নবাবের প্রাসাদ বহুবিধ ভোগ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ ছিল। আয়না, ঝাড়-লণ্ঠন, ছবি, পুস্তক যথাস্থানে সন্নিবেশিত রহিয়াছিল। অন্তর্মহলের দুই-তিনটি বৃদ্ধা নারী ব্যতীত সমগ্র প্রাসাদে আর কোনো লোক ছিল না। কিন্তু বিড়াল, ময়না, কুকুরগুলি চীৎকার করিতে করিতে খাদ্যদ্রব্যের আশায় বিস্তৃত প্রাঙ্গণে

---

* টাইমসের সংবাদদাতা ডাক্তার রাসেল ১৮৫৮ অব্দের মে মাসে ফতেগড়ে উপস্থিত হন। তিনি উপস্থিত ঘটনা সম্বন্ধে এইভাবে লিখিয়াছিলেন,–'আমরা মিলনে সাহেবের সহিত একত্র ভোজন করিয়া, পুরাতন কথা বলিতে বা শুনিতে লাগিলাম। যে ঘরে আমাদের মন্দভাগ্য কুলমহিলাগণ নিহত হইয়াছিল, আমরা সেই ঘরে বসিয়াছিলাম। মিলনে সাহেব কহিলেন, দুইটি মহিলাকে যে কামানে উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল, এবং এতদ্দেশীয় ১০-সংখ্যক ও ৪১-সংখ্যক পদাতিক-দলের লোকে তাহাদের লক্ষ্যভেদ শিক্ষার স্থলে কতিপয় শিশুকে যে ভেদ লক্ষ্য-স্বরূপ রাখিয়াছিল, তদ্বিষয়ে তাঁহার কোনো সন্দেহ নাই। আমার মতে এগুলি বর্বর অসভ্যদিগের কাণ্ড। কিন্তু এই স্থানেই আমরা ফরাক্কাবাদের নবাবের সম্পর্কীয় একব্যক্তিকে নিরতিশয় জুগুপ্সিতভাবে ফাঁশি দিয়াছিলাম; একজন খ্রীস্ট ধর্মযাজক ঘটনাস্থলে দর্শকের শ্রেণীতে দণ্ডায়মান ছিলেন, আমাদের এই কর্ম কি খ্রীস্ট-ধর্মাবলম্বী-সভ্য-জনোচিত? ইহা যথার্থ যে, এই শোচনীয় দশাগ্রস্ত ব্যক্তি তাঁহার মৃত্যুর পূর্বদিন, আপনার প্রাসাদে ইংরেজ রেজিমেণ্টের এক বা দুইজন অফিসরকে ভোজ দিয়াছিলেন। তিনি আপনার নির্দোষিত্বের বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা উক্ত সৈনিক-পুরুষদিগের গ্রাহ্য হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার বোধ হইয়াছিল। কিন্তু অতিথি সৎকারের কয়েক ঘণ্টা পরেই, তিনি বিচারকের সমক্ষে উপনীত হন। তাঁহাকে এভাবে ফাঁশি দেওয়া হয় যে, দর্শকদিগের প্রত্যেকেই বিশেষতঃ স্যার উইলিয়ম পীল উহাতে একান্ত অসন্তুষ্ট হন। ফাঁশির পূর্বে মুসলমানদিগকে শূকরের চর্মে সেলাই করা, শূকরের চর্বি তাহাদের গায়ে লেপিয়া দেওয়া, তাহাদের শব দগ্ধ করা, এই সকল হিংসাসূচক অ-খ্রীস্টানের কর্ম সাতিশয় অগৌরবকর।–*Russell, Diary, Vol. II, pp. 42-43.*

** ম্যাজিস্ট্রেট পাওয়ার সাহেব বিচার করিয়াছিলেন। এইরূপ কঠোরতা এবং অন্যান্য কারণে ইহাঁকে সসপেণ্ড করা হয়।–*Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 456, note.*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:21 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

বেড়াইতেছিল ; ক্ষুধায় ক্লিষ্ট হইলেও ইহারা স্বাভাবিক সৌন্দর্য হইতে পরিভ্রষ্ট হয় নাই। একটি হস্তী শৃঙ্খলবিমুক্ত হইয়া, আপনার খাদ্যের আহরণে ব্যাপৃত হইয়াছিল। কিন্তু সুদৃশ্য অশ্বগুলি ইহার ন্যায় সৌভাগ্যশালী হয় নাই। উহারা আপনাদের অবস্থিতিস্থলে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ ছিল, এবং ক্ষুধায় কাতর হইয়া, বারংবার পদ দ্বারা মাটি খুঁড়িতেছিল। উহাদের অদূরে যে দানা রহিয়াছিল, তৎপ্রতি উহারা সতৃষ্ণভাবে দৃষ্টিপাত করিতেছিল। দৃঢ়রূপে আবদ্ধ থাকাতে উহারা আপনাদের অভীষ্ট খাদ্যদ্রব্যের নিকটে যাইতে সমর্থ ছিল না। কেহ ঐ দ্রব্য উহাদিগকে দিবার জন্য উপস্থিত হয় কি না, দেখিবার জন্য কাতরভাবে এক-একবার চারিদিকে নেত্র সঞ্চালন করিতেছিল। নীলগাই, বারশৃঙ্গ (যে হরিণের বারটি শৃঙ্গ বাহির হইয়াছে), হাঁস, বানর প্রভৃতি খাদ্যের জন্য অস্থির হইয়া বেড়াইতেছিল। রেইক্স সাহেব এই সকল অসহায় জীবদিগকে খাদ্য দিবার বন্দোবস্ত করেন*।

প্রধান সেনাপতি ফতেগড়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রোহিলখণ্ডে বহুসংখ্যক সিপাহী তাঁহার গতি ও কার্যপ্রণালীর পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। তাহারা যখন শুনিল যে, তিনি স্বয়ং রামগঙ্গার ভগ্ন সেতু পরীক্ষা করিতেছেন, তখন তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না। ফতেগড়ের দিক হইতে রোহিলখণ্ডে প্রবেশ করিতে হইলে রামগঙ্গা পার হইতে হয়। এখন রোহিলখণ্ডের সিপাহিরা ভাবিল যে ইংরেজ সেনাপতি তাহাদের অধ্যুষিত জনপদ আক্রমণের সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছেন। পাঁচহাজার সিপাহী পাঁচটি কামান লইয়া ফতেগড়ের প্রায় বারমাইল উত্তরে গঙ্গা পার হইয়া, ইংরেজের অধিকৃত সামসাবাদ আক্রমণ করিল। কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। তাহারা আক্রান্ত স্থান হইতে তাড়িত হইল। ইংরেজ সেনাপতি তাহাদের কামানগুলি অধিকার করিলেন। এই বিভাগের অন্তর্গত পালমহাউ নামক স্থান বিনা বাধায় অধিকৃত হইল। যিনি পূর্বে এই স্থানের তহশীলদার ছিলেন, তিনি উপস্থিত সময়ে আপনাকে দিল্লীর মোগল সম্রাটের অধীন রাজা বলিয়া, উত্তেজিত সিপাহিদিগের পরিচালক হইয়াছিলেন। এখন তাঁহার দশান্তর ঘটিল। গবর্নমেণ্টের বিরোধী বলিয়া, যাহারা সন্দেহের পাত্র হইয়াছিল, তাহাদের অনেকেই অবরুদ্ধ হইল। যাঁহারা আপনাদিগকে দিল্লীর মোগলের অধীন রাজা বা নবাব বলিয়া প্রাধান্য স্থাপনে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এখন উচ্চাসন হইতে অধঃপাতিত হইয়া, নিম্নশ্রেণীর অবরুদ্ধদিগের দলে স্থান পাইলেন। কি প্রণালীতে ইহাদের বিচার হইল, কিভাবে ইহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গৃহীত হইল, তাহা নির্দিষ্ট হয় নাই। ৯৩-সংখ্যক হাইলাণ্ডার সৈনিক-দলের সার্জেণ্ট ফরবস মিচেলের কথা ইতঃপূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। ফরবস মিচেল ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কেবল ইহাই দেখিয়াছিলেন যে, অবরুদ্ধদিগকে দলে দলে কোতয়ালীর প্রাঙ্গণের মধ্যবর্তী একটি বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। গলদেশে রজ্জুবদ্ধ হইয়া, ইহারা বৃক্ষের শাখায় বিলম্বিত হইতেছিল। অপরাহ্ণ তিনটা হইতে পরদিন সূর্যোদয় পর্যন্ত এই কার্য চলিয়াছিল। অবশেষে বৃক্ষশাখায় আর স্থান ছিল না। এইরূপে একশত ত্রিশজনের ফাঁশি হইয়াছিল। কাপ্তেন হডসনের কঠোর প্রকৃতির কথা ইতঃপূর্বে উক্ত হইয়াছে। এইরূপ ফাঁশিতেও

* *Raikes, Notes on the Revolt &tc. p. 107.*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:21 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

তাঁহার মনে ঘৃণা ও বিরাগের সঞ্চার হইয়াছিল। বিচারক ৯৩-সংখ্যক হাইলাণ্ডার দলের কেহ ফাঁশি দিবার কর্ম করিতে সম্মত আছে কি না, জিজ্ঞাসা করেন। তিনি এই বলিয়া লোভ দেখান যে, যিনি ফাঁশি দিবেন, তিনি দণ্ডিত ব্যক্তির অঙ্গুরী ও টাকাকড়ি পাইবেন। উক্ত সৈনিক-দলের কেহই বিচারকের প্রলোভনে ঐরূপ জুগুপ্সিত কর্মসাধনে সম্মত হইল না। শেষে বিচারক ঐ দলের একজন দীর্ঘকায় সৈনিক-পুরুষের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। এই সৈনিক-পুরুষ নিরতিশয় বিরাগের ভাব প্রকাশপূর্বক বিচারককে বলিল,— 'আপনি আমাদিগকে এ কি কথা বলিতেছেন? এই ৯৩-সংখ্যক দলের আমরা, সশস্ত্র লোকের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সৈনিক-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছি। ভারতবর্ষের যাবতীয় বিলুণ্ঠিত দ্রব্য পাইলেও, আমরা জল্লাদ হই না।' কাপ্তেন হডসন পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। সৈনিক-পুরুষের কথা শুনিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন,—'বেশ্ কথা বলিয়াছ, আমি তোমার করমর্দন করিতে ইচ্ছা করি।' অনন্তর তিনি উক্ত সৈনিকের করমর্দন পূর্বক সমীপবর্তী একজন কাপ্তেনের দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—'এইরূপ কর্মে আমার বড় বিরাগ জন্মিয়াছে। ঈদৃশ কর্মস্থলে যে, আমি কর্তব্যসম্পাদনে নিয়োজিত হই নাই, ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছি।' এই কথা বলিয়া, কাপ্তেন হড্সন্ অশ্বে আরোহণ পূর্বক চলিয়া গেলেন। অতঃপর কয়েকজন ডোম পাওয়া গেল। ইহারা ফাঁশির কর্মে নিয়োজিত হইল। পূর্বমতো বিচারে ফাঁশি হইতে লাগিল*।

স্যার্ কোলিন্ কাম্প্বেল প্রায় একমাস কাল ফতেগড়ে রহিলেন। সে সময়ে অনেক ইংরেজ এইরূপ বিলম্ব দেখিয়া, তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। ইংরেজী-সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ, তিনি নিরতিশয় অকর্মণ্য ও শিথিলপ্রকৃতি বলিয়া, নির্দেশ করিতেও সংকুচিত হন নাই। কিন্তু ইহাতেও প্রধান সেনাপতির প্রশান্তভাবের ব্যত্যয় হয় নাই। একজন ঐতিহাসিক নির্দেশ করিয়াছেন যে, গ্রিথেড প্রভৃতি সেনানায়কগণ তাড়াতাড়ি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়া, বিপক্ষদিগের পরাজয়-সাধন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহাতে সকল স্থানে সর্বাংশে শান্তি স্থাপিত হয় নাই। সেনানায়কদিগের গমনের পরে বিপক্ষেরা আবার বল সংগ্রহ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্ব-প্রধান হইয়াছিল। কিন্তু প্রধান সেনাপতি তাড়াতাড়ি একস্থান হইতে আর-একস্থানে যাত্রা করেন নাই। তিনি যে স্থানে গিয়াছেন, সেইস্থান সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হইয়াছে**। যাহা হউক, প্রধান সেনাপতি দীর্ঘকাল ফতেগড়ে থাকিয়া রোহিলখণ্ডের বিপুল বিপক্ষ-দলের গতি পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, তিনি ফতেগড় হইতে রোহিলখণ্ডে গমন করিবেন। কিন্তু এ বিষয়ে গবর্নর জেনেরলের মত হইল না। তিনি প্রধান সেনাপতিকে রোহিলখণ্ডের পরিবর্তে লক্ষ্ণৌতে যাইতে কহিলেন। লর্ড কানিঙ এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, সমগ্র উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের মধ্যে রোহিলখণ্ডে প্রাধান্য স্থাপন করা নিরতিশয় বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু সর্বাগ্রে লক্ষ্ণৌ অধিকার করা উহা অপেক্ষা অধিকতর বাঞ্ছনীয়। পূর্বে দিল্লীর উপর যেমন সাধারণের দৃষ্টি ছিল, এখন অযোধ্যার উপরেও সেইরূপ দৃষ্টি রহিয়াছে।

* *Reminiscences &c pp. 170-71.*

** *Holmes, Indian Mutiny. Appendix G, p. 581.*

Generated on 2019-02-07 14:21 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

অযোধ্যা সিপাহিদিগের শক্তিসঞ্চারের ক্ষেত্র। এই স্থানের কর্মের উপর তাহাদের যাবতীয় আশার উত্থান বা পতন নির্ভর করিতেছে। প্রধান সেনাপতি গবর্নর জেনেরলের কথায় সম্মত হইলেন। তিনি আপনার ধীরতা ও গাম্ভীর্য রক্ষা করিয়া, নির্দেশ করিলেন যে, কোন্ কোন্ স্থানে সৈন্য চালনা করিতে হইবে, কিভাবে যুদ্ধক্ষেত্র নির্দেশ করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে যুদ্ধগামী সৈনিক-দলের উপর গবর্নর জেনেরলের সর্বতোমুখী প্রভুতা আছে। এইরূপ নির্দেশ করিয়া, স্যার্ কোলিন্ লক্ষ্ণৌ যাইতে প্রস্তুত হইলেন। সৈনিকদিগের বেতন-নির্ধারণ সম্বন্ধে লর্ড ডালহৌসির সহিত স্যার্ চার্লস নেপিয়ারের অনৈক্য ঘটিলে, স্যার্ চাল্‌স প্রধান সেনাপতির কর্ম পরিত্যাগ পূর্বক স্বদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন*। কিন্তু স্যার্ কোলিন্ কাম্প্‌বেলের সহিত লর্ড কানিঙের অনৈক্য ঘটিলেও প্রধান সেনাপতি গবর্নর জেনেরলের প্রাধান্য-স্বীকারে বিমুখ হইলেন না। ৩রা ফেব্রুয়ারি তাঁহার সৈনিক-দল ফতেগড় পরিত্যাগ পূর্বক লক্ষ্ণৌতে যাত্রা করিল। ইহারা কানপুর হইয়া ৮ই ফেব্রুয়ারি উনাওতে উপস্থিত হইল। এই সময়ে গবর্নর জেনেরল এলাহাবাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন। প্রধান সেনাপতি কানপুর হইতে উক্ত স্থানে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অনন্তর ১০ই ফেব্রুয়ারি উনাওতে আসিয়া, লক্ষ্ণৌ যাত্রার আদেশ দিলেন।

লক্ষ্ণৌর অধিকারের জন্য সৈন্য-সংগ্রহের কোনোরূপ ত্রুটি হয় নাই। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষভাগে ভিন্ন ভিন্ন সৈনিক-দল উনাওতে সমবেত হইতে থাকে। ইংরেজ, শিখ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির বীরপুরুষগণ লক্ষ্ণৌর নিকটে থাকিয়া, পরাক্রান্ত বিপক্ষের ক্ষমতানাশের জন্য শক্তিসংগ্রহ করিতে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন অধিনায়কগণ এই বিপুল বাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন অংশের পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। কাপ্তেন পীল আপনার কামান ও নৌসৈন্য লইয়া, ইহাদের সহিত সম্মিলিত হন।

উনাওতে যখন এইরূপ সৈন্যসমাগম এবং শৃঙ্খলাসাধন হইতেছিল, কামানগুলি যথাস্থানে লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত হইতেছিল, রসদ ইত্যাদি রাশীকৃত হইতেছিল, বিবিধ যান, বিবিধ চতুষ্পদ, বহুসংখ্যক অনুচর ও পরিচারক, বহু বিস্তৃত শিবির সমাকুল করিয়া তুলিতেছিল, তখন একটি ঘটনায় শিবিরের কর্তৃপক্ষের সাবধানতা পরিস্ফুট হয়। মালিসন্ প্রভৃতির গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ নাই। কিন্তু ঘটনাটি ঐতিহাসিকদিগের উপেক্ষণীয় নহে। ৯৩-সংখ্যক হাইলাণ্ডার্ দলের একজন সার্জেণ্ট উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক সূত্রের অনুরোধে উহার সারাংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা আবশ্যক হইতেছে। ফর্‌বস্ মিচেল্ এইভাবে উহার উল্লেখ করিয়াছেন,—

'এই সময়ে আমাদের বিশেষ কোনো কর্ম ছিল না। আমি আমার তাঁবুতে শুইয়া, স্বদেশ হইতে আগত সংবাদপত্র পড়িতেছিলাম, এমন সময়ে একজনকে আমাদের শিবিরে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে শুনিলাম,—'চাই পিঠা, চাই আঙুর-কিস্‌মিসের-পিঠা, বড় ভালো পিঠা, কিনিবার আগে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।'... পিঠেওয়ালা পূর্ণযৌবনসম্পন্ন, দেখিতে বেশ সুন্দর, দাড়ি ও গোঁফ কৃষ্ণবর্ণ। কোম্পানির সিপাহিরা যেভাবে দাড়ি ও গোঁফের বিন্যাস করে, আগন্তুক বিক্রেতার দাড়ি গোঁফও

* উপস্থিত গ্রন্থের প্রথম ভাগ, ১৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:21 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

সেইভাবে বিন্যস্ত। তাহার ললাট বিস্তৃত, নাসা ঈষৎ বঙ্কিম, চক্ষু তীক্ষ্নবুদ্ধির পরিচায়ক। সংক্ষেপে শিবিরে অনুচর বা পরিচারকদিগের আকৃতি হইতে এই আগন্তুক ব্যবসায়ীর আকৃতি সর্বাংশে বিভিন্ন। কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার পিষ্টকের ঝুড়ি লইয়া আসিয়াছিল, তাহার আকৃতি দেখিলে, তাহাকে বদমায়েশ বলিয়া বোধহয়। রেজিমেণ্টের নির্দিষ্ট বাজার থাকিত। যাবতীয় দ্রব্য এই বাজার হইতে আনিতে হইত। যাহারা বাজারের দোকানদার নয়, তাহারা অধিনায়কের স্বাক্ষরযুক্ত পাশ ভিন্ন রেজিমেণ্টের শিবিরে কোনো দ্রব্য লইয়া আসিতে পারিত না। আমি পিষ্টক-বিক্রেতার নিকটে পাশের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। সে ইংরেজিতে কহিল,—'ব্রিগেডিয়ার আড্রিয়ান্ হোপ আমাকে পাশ দিয়াছেন। আমার নাম জেমি গ্রীন। আমি মেস্-খানসামা ছিলাম।' ··· জেমি গ্রীনের আকৃতি দর্শনের পর তাহার পরিশুদ্ধ ও সরল ইংরেজীর অনর্গল উচ্চারণ দেখিয়া, আমি বিস্মিত হইলাম। ইংরেজীতে তাহার অধিকার ছিল, যেহেতু সে আমার পার্শ্বে বসিল এবং আমার নিকটে সংবাদ-পত্র দেখিতে চাহিল। আমার বোধ হইল যে, উপস্থিত সিপাহী যুদ্ধ সম্বন্ধে বিলাতের পত্র-সম্পাদকদিগের কিরূপ অভিমত, জানিবার জন্য তাহার আগ্রহ জন্মিয়াছে। কথোপকথনকালে আমি তাহার অনর্গল ইংরেজী উচ্চারণের প্রশংসা করিলাম। সে কহিল, তাহার পিতা ইউরোপীয় রেজিমেণ্টের মেস্-খানসামা ছিল। সে বাল্যকাল হইতে ইংরেজী কহিতে শিখিয়াছে। রেজিমেণ্টের স্কুলে তাহার লেখাপড়ার অভ্যাস হইয়াছে। সে দীর্ঘকাল সৈনিক-দলের মধ্যে লেখাপড়ার কর্ম করিয়াছে। যাবতীয় হিসাব তৎকর্তৃক ইংরেজীতেই লিখিত হইত। জেমি গ্রীনের সহিত যখন এইরূপ কথা হইতেছিল, তখন পিষ্টকের মূল্য লইয়া একজনের সহিত জেমি গ্রীনের ভৃত্যের বচসা ঘটিল। আমি জেমি গ্রীনের ভৃত্যের রুক্ষ দৃষ্টির বিষয় কহিলাম। জেমি গ্রীন উত্তর করিল,—'ইহার সম্বন্ধে কিছু মনে করিবেন না। এই ব্যক্তি আইরিশ্, ইহার নাম মিকি। ইহার মাতা ৮৭-সংখ্যক আয়র্লণ্ডের সৈনিক-দলের বাজারে থাকে। পিতৃত্ব-সম্বন্ধে সার্জেণ্ট্ মেজরের বাবুর্চি পর্যন্ত সমগ্র রেজিমেণ্টের উপর ইহার দাবী আছে। সম্প্রতি এই ব্যক্তি পঞ্জাব হইতে আসিয়াছে। কানপুরের সৈন্যাধ্যক্ষের একটি যুবতী ভার্যা আছে। মিকির আকৃতি এই যুবতী নারীর প্রিয়দর্শন বলিয়া, সৈন্যাধ্যক্ষ ইহাকে কর্ম হইতে ছাড়াইয়া দিয়াছেন।' ইহার পর জেমি গ্রীন কহিল,—'তামাশা তো তামাশা, কিন্তু একজনের আঙুর-কিস্মিসের-পিষ্টক খাইয়া উহার মূল্য না দেওয়া হাইলাণ্ডারের তামাশা।' জেমি গ্রীনের এই বিদ্রূপবাক্য শুনিয়া তাঁবুর সকলে, যে ব্যক্তি মূল্য দিতে অসম্মত হইয়াছিল, তাহাকে নির্দিষ্ট মূল্য দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিল। সুতরাং ঐ ব্যক্তি দ্বিরুক্তি না করিয়া, মূল্য দিল। জেমি গ্রীন এবং মিকি অন্য তাঁবুতে চলিয়া গেল। যাইবার পূর্বে জেমি গ্রীন আমার নিকট হইতে কয়েকখানি সংবাদপত্র চাহিয়া লইল। এইরূপে পিষ্টক-বিক্রেতার সহিত প্রথম বারের দেখাশুনা শেষ হইল।

'দ্বিতীয় বারের আলাপ-পরিচয় ইহা অপেক্ষা অধিকতর কৌতূহলজনক এবং উহার পরিণাম অধিকতর শোচনীয়। যেদিন উক্ত পিষ্টক-বিক্রেতা আমাদের শিবিরে আসিয়া পিষ্টক বিক্রয় করে, সেইদিন সন্ধ্যাকালে শিবিরে পাহারা দিবার ভার আমার উপর ছিল।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:21 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

সূর্যাস্তসময়ে একজন সৈনিক আসিয়া আমাকে কহিল যে, আঙুর-কিস্‌মিসের পিঠেওয়ালা লক্ষ্ণৌর একজন চর বলিয়া ধৃত হইয়াছে। ⋯এখন রাত্রি হওয়াতে তাহার ফাঁশি হইবে না। তাহাকে আমার তত্ত্বাবধানে রাখা হইবে। শিবিরে পাহারা দিবার জন্য অতিরিক্ত প্রহরীও থাকিবে। এই সংবাদে আমি যে, সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলাম, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। যদিও চরেরা সকল সময়েই সৈনিক-দলের মধ্যে সাতিশয় ঘৃণা ও বিরক্তি জন্মাইয়া থাকে, এবং যদিও তাহাদের প্রতি কাহারো দয়া প্রকাশ হয় না, তথাপি ঐ ব্যক্তির প্রতি আমার সাতিশয় শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। অল্পক্ষণের আলাপেই আমি তাহার ক্ষমতা বুঝিয়াছিলাম। এইরূপ সৌম্যদর্শন ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি কিরূপে সামান্য অনুচর বা পরিচারকের ন্যায় নিম্নশ্রেণীর করণীয় কর্মভার গ্রহণ করিল, আমি তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। এখন বুঝিতে পারিলাম যে, চর বলিয়া এই ব্যক্তি উক্তরূপ সামান্যবেশে আসিয়াছিল।

'যাহারা আমাদের সহিত যুদ্ধে উদ্যত এবং আমাদের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহাদের উপর আমাদের যাবতীয় শ্রেণীর যে, কিরূপ বিদ্বেষভাব জন্মিয়াছিল, এস্থলে তাহার বর্ণনা করা অনাবশ্যক। কোনো ব্যক্তি চর বলিয়া ধৃত হইলে ইন্ধনযুক্ত অগ্নির ন্যায় ঐ ব্যক্তি নিরবচ্ছিন্ন বিদ্বেষভাবের উদ্দীপক হইত মাত্র। ইউরোপীয় জাতিসমূহের পরস্পরের সহিত যুদ্ধ অপেক্ষা এশিয়াবাসিদিগের সহিত যুদ্ধ সাতিশয় নির্দয়ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু আমি যে বিদ্রোহঘটিত যুদ্ধের কথা বলিতেছি, উহা এশিয়ার যুদ্ধ অপেক্ষা অধিকতর অপকৃষ্ট।⋯এই যুদ্ধ কেবল নরহত্যা মাত্র। যেখানে কোনো খ্রীস্টান বা কোনো শ্বেতপুরুষ বিদ্রোহিদিগের হস্তে পড়িয়াছে, সেইখানে তাহারা নির্দয়ভাবে নিহত হইয়াছে, এবং এতদ্দেশের যে কোনো ব্যক্তি উক্ত খ্রীস্টান বা ইউরোপীয়ের পলায়নের সুবিধা করিয়া দিয়াছে, সে ব্যক্তিও বিদ্রোহিদিগের হস্তে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছে। সামরিক বিভাগের বিচারকই হোন বা সাধারণ বিচারকই হোন, যেখানে কোনো বিদ্রোহীর দেখা পাইয়াছেন, অথবা কোনো এতদ্দেশীয়ের উপর কোনো সন্দেহ করিয়াছেন, সেইখানেই অবিলম্বে সেই হতভাগ্য ব্যক্তির অন্তিমকাল আসন্ন হইয়াছে। সাধারণ বিচারকগণ আমাদের ক্ষমতা-প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভে ভিন্ন ভিন্ন সৈনিক-দলের সঙ্গে থাকিয়া, যেভাবে বিচার-কার্য নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাহাতে যেরূপ ন্যায়পরতার অবমাননা ঘটিয়াছে, সেইরূপ নির্দয়তা প্রকাশ হইয়াছে। সামরিক আইন অনুসারে যে শাস্তি ঘটে, তাহা উচিত হোক, বা অনুচিত হোক, কালবিলম্ব-ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয়। কিন্তু যে সকল বিচারক বিদ্রোহি-দিগের বিচারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সৈনিক-দলের সঙ্গে ছিলেন, আমি যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে তাঁহারা সাতিশয় নির্দয়ভাবের পরিচয় দিয়াছেন। উক্ত বিচারকগণ নিঃসন্দেহে এইভাবে আপনাদের কর্ম উচিত মনে করিয়াছেন যে, তাঁহারা যুদ্ধ ও বিদ্রোহের নিবারণে নিয়োজিত হইয়াছেন। পক্ষান্তরে অপরাধিগণ সাতিশয় পাপজনক কর্ম সম্পন্ন করিয়াছে। প্রধান সেনাপতিও এইরূপ নরহত্যার বিরোধী ছিলেন. ⋯ফতেগড় হইতে কানপুরে প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে তিনি যখন কোনো এক আমের বাগানে প্রবেশ করেন, তখন ঐ বাগানের প্রত্যেক বৃক্ষের শাখা বিলম্বিত, গলিত শবে পরিপূর্ণ ছিল।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:21 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

তিনি ইহা দেখিয়া সাতিশয় বিরক্তি-সহকৃত-ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কয়েকদিন পূর্বে পূর্বোক্ত শ্রেণীর একজন বিচারক কোনো সৈনিক-দলের সহিত যাইবার সময়ে, এইভাবে ফাঁশির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন।

'এখন আমার কথা বলিতেছি। জেমি গ্রীন চর বলিয়া ধৃত হইয়াছে। এই সংবাদ শুনিবার পরক্ষণেই প্রোবোস্ট মার্শেলের* সহযোগিবর্গের মধ্যে কতিপয় সৈনিক-পুরুষ তাহাকে আমাদের তাঁবুতে আনিয়া, আমার হস্তে সমর্পণ পূর্বক প্রাতঃকাল পর্যন্ত সাবধানে রাখিতে কহিলেন। তাহার সহিত পিণ্টকের চুপড়ির পূর্বোক্ত বাহকও ছিল। সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, যে সকল লোক ১৮৫৭ অব্দের জুলাই মাসে কানপুরে ইউরোপীয় নর-নারীদিগকে বধ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এই ব্যক্তি ছিল। ... আমি যেমন কয়েদী দুইটির ভার গ্রহণ করিয়াছি, অমনি কতিপয় প্রহরী ইহাদের জাতিনাশের জন্য বাজার হইতে শূকর-মাংস আনিবার প্রস্তাব করিল। তখন ফাঁশি দিবার পূর্বে এইভাবে কার্য হইত। আমি এই প্রস্তাবের একান্ত বিরোধী হইলাম, এবং স্পষ্টাক্ষরে কহিলাম, আমি যে পর্যন্ত প্রহরীদিগের অধ্যক্ষ থাকিব, সে পর্যন্ত কিছুতেই ইহা করিতে দিব না। অপর প্রহরীদিগকে এই বলিয়া সাবধান করিয়া দিলুম যে, যদি কয়েদীদিগের ধর্মনাশের জন্য কেহ কোনোরূপ চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহার সৈনিক-চিহ্নের পরিচয়-সূচক-কোমরবন্ধ খুলিয়া লওয়া হইবে। আদেশপালন না করাতে এই ব্যক্তি আবদ্ধ থাকিবে। অপেক্ষাকৃত শান্তস্বভাব প্রহরীরা আমার প্রস্তাবের অনুমোদন করিল। যে হতভাগ্য আপনার নাম জেমি গ্রীন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিল, আমার এই আদেশ শ্রবণে তাহার মুখমণ্ডলে যেরূপ কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি হইল, তাহা আমি কখনো বিস্মৃত হইব না। সে কহিল যে, আমার নিকটে এইরূপ সদয়ভাবের কখনো প্রত্যাশা করে নাই। উহার জন্য সে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছে। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আল্লা যুদ্ধের সময়ে আমাকে যাবতীয় বিঘ্নবিপত্তি হইতে রক্ষা করিবেন। ... আমি কয়েদীর এইরূপ প্রার্থনার জন্য তাহাকে ধন্যবাদ দিলাম, এবং সে সায়ন্তন উপাসনা করিতে পারে, এজন্য তাহার হস্তের বন্ধন খুলিয়া দিলাম। আমার এইরূপ সদয় ব্যবহারে তাহার সহচরের কেবল রুক্ষভাব পরিস্ফুট হইল। কিন্তু সে স্বীকার করিল যে, সার্জেন্ট সাহেব মুসলমানের কৃতজ্ঞতার পাত্র। যেহেতু, তিনি তাহাকে শূকরের বসা-লেপন-হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

'কয়েদীদিগকে তাহাদের সায়ন্তন উপাসনা সাঙ্গ করিতে দিলাম। সময় ও অবস্থা অনুসারে যতটুকু স্বাধীনতা দেওয়া যাইতে পারে, তাহারা ততটুকু স্বাধীনতা পাইল। আমি বিনানিদ্রায় রাত্রিযাপনে কৃতসংকল্প হইলাম! যেহেতু, যদি কয়েদী দুইটির কেহ পলায়ন করে, তাহা হইলে উহা নিরতিশয় দোষের মধ্যে গণ্য হইবে। ... আমি রেজিমেন্টের বাজার হইতে একজন মুসলমানকে আনাইয়া, আমার ব্যয়ে কয়েদীদিগের উপযোগী খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতে কহিলাম। ইহাতে মুসলমান দোকানদার উত্তর করিল,—'আপনি যখন

* যে কর্মচারী সৈনিক-বিভাগে কয়েদীদিগের তত্ত্বাবধান, কর্তৃপক্ষের আদেশমতো অপরাধীদিগের শাস্তিবিধান, সৈনিক-বিভাগের নিয়মানুসারে শৃঙ্খলাসাধন প্রভৃতি পুলিশের কর্ম করেন।

Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2019-02-07 14:21 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

মুসলমানের ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থার সময়ে তাহার প্রতি এইরূপ দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন যদি আপনি ইহার জন্য আমাদিগকে একটি পয়সাও ব্যয় করিতে অনুমতি না দেন, তাহা হইলে আমাদের স্বধর্মের সম্মান হানি হইবে !'

'বাজার হইতে খাদ্য আসিল। জেমি গ্রীন উহা খাইয়া একখানি মাদুরের উপর বসিয়া হুঁকা টানিতে টানিতে বলিল,—'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তিনি আমাকে জীবনের এই শেষ রাত্রিতে এইরূপ দয়াশীল সাহেবের তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছেন।' ইহার পর সে আমাকে বলিল,—'আপনি আমাকে আমার জীবনের ঘটনা বলিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ইহা যথার্থ বটে যে, আমি চর। কিন্তু চর বলিলে সচরাচর যাহা বুঝায়, আমি কখনো সে শ্রেণীর লোক নহি। আমি সাধারণ চরের অন্তর্ভুক্ত নই। আমি লক্ষ্ণৌর বেগমের সৈনিক-দলের একজন কর্মচারী। আমাদের বিরুদ্ধে যে সৈন্য ও কামানাদি যাইতেছে, তাহাদের বলাবল সম্বন্ধে যাবতীয় বিবরণ জানিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। আমি লক্ষ্ণৌর সৈনিক-দলের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার। বিপক্ষদিগের অবস্থা ও গতিবিধির পর্যবেক্ষণের জন্য আসিয়াছি। কিন্তু আল্লা আমার কার্য সিদ্ধ হইতে দিলেন না। আমি আজ সন্ধ্যাকালে লক্ষ্ণৌতে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। যদি অদৃষ্ট প্রসন্ন হইত তাহা হইলে কল্য সূর্যোদয়ের পূর্বেই তথায় পৌঁছিতে পারিতাম। যেহেতু যাবতীয় অভীষ্ট বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু উনাও, লক্ষ্ণৌর পথে থাকাতে, আপনাদের কামান এবং গোলাগুলি বারুদ প্রভৃতি লক্ষ্ণৌতে যাইতেছে কিনা, দেখিবার জন্য আর-একবার এই-স্থানে আসিয়াছিলাম। কিন্তু একটি অসতীপুত্র আমাকে চর বলিয়া ধরাইয়া দিয়াছে। এই পাষণ্ড ফাঁশির কাঠ হইতে আপনার গলা বাঁচাইবার জন্য এইরূপে তাহার স্বদেশের এবং স্বধর্মের লোকদিগের জীবননাশের কারণ হইয়াছে। কিন্তু আল্লা সত্য, সেই ব্যক্তি জাহান্নমের (নরকের) আগুনে আপনার বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার পাইবে*।

'আপনি আমার নাম জানিতে চাহিয়াছেন। আমার দুর্ভাগ্যের বিবরণ স্কটলণ্ডে আপনার বন্ধুদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠাহবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। আমার নাম ইত্যাদি বলিতে কোনো আপত্তি নাই। ইংলণ্ডের—ইংলণ্ড অর্থে আমি স্কটলণ্ড সমেত ইংলণ্ড বলিতেছি—লোক ন্যায়পর। আল্লার এই ভৃত্যের অদৃষ্টলিপিতে তাহাদের কেহ কেহ দুঃখিত হইতে পারেন। আমি দুইবার লণ্ডন এবং এডিনবরা দেখিয়াছি। এই দুইস্থানে আমার অনেক বন্ধু আছেন। আমার নাম মহম্মদ আলী খাঁ। রোহিলখণ্ডের সম্ভ্রান্ত মুসলমান-বংশে আমার জন্ম। বেরিলী কলেজে আমার শিক্ষালাভ হইয়াছে। আমি সেখানে যাবতীয় ইংরেজি বিষয়ে পরীক্ষা দিয়া, প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছি। বেরিলী কলেজ হইতে রুড়কির গবর্নমেণ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া, সেখানে কোম্পানির চাকরি পাইবার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং শিখিয়াছি। এই কলেজের শেষ পরীক্ষায় সৈনিক এবং সাধারণ বিভাগের কর্মপ্রার্থী সমুদয় ইউরোপীয় ছাত্র অপেক্ষা অধিক নম্বর

* যে ব্যক্তি জেমি গ্রীনকে চর বলিয়া ধরাইয়া দেয়, বেরেলীর বিপ্লবকালে সে আপনার প্রতিপালক ইউরোপীয়কে বধ করে। এই অপরাধে পরবর্তী মে মাসে তাহার ফাঁশি হয়।

Generated on 2019-02-07 14:21 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

পাইয়াছি। কিন্তু ইহার ফল কি হইয়াছে? আমি কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ারদিগের মধ্যে জমাদারের কর্ম পাইয়াছি। আমাকে পাহাড়ের পথের কর্মে পাঠান হইয়াছে। একজন ইউরোপীয় আমার উপর কর্তৃত্ব করিয়াছেন। বোধহয়, কেবল পাশবিক শক্তি ব্যতীত এই ইউরোপীয় সর্বপ্রকারে আমা অপেক্ষা অপকৃষ্ট। ইহার কিছুমাত্র শিক্ষা হয় নাই। ইংলণ্ডে এইব্যক্তি কখনোও উচ্চপদ লাভ করিতে পারিত না। মূর্খের হস্তে ক্ষমতা ন্যস্ত হইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ এইব্যক্তি ইউরোপীয়দিগের সাধারণ দোষ—ঔদ্ধত্য, গর্ব এবং স্বার্থপরতার এরূপ পরিচয় দিত যে, উহাতে সহজে আমরা উত্তেজিত ও বিরক্ত হইতাম। এইরূপ লোক দ্বারা আপনাদের জাতীয় প্রতিপত্তির কতদূর ক্ষতি হইতেছে, আমাদের ভাষা না জানিলে এবং আমাদের দেশের সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের সহিত না মিশিলে, তাহা আপনারা কখনোও জানিতে পারিবেন না। আপনাদের জাতীয় স্বার্থপরতা এবং দাম্ভিকতা সম্বন্ধে আপনাদের ঘোরতর শত্রুরা যাহা বলিয়া থাকে, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য এইরূপ একটি দৃষ্টান্তই পর্যাপ্ত। ইহাতে লোকে আপনাদের উদারতা এবং সমবেদনা কেবল ভণ্ডামি বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে। আমি অর্থের জন্য কোম্পানির চাকরি গ্রহণ করি নাই। আমার সম্মান হইবে, কেবল এই আশাতেই চাকরি স্বীকার করিয়াছিলাম। কিন্তু প্রথমেই যাহাকে আমি ঘৃণা করি—কেবল ঘৃণা নয়, যাহার প্রতি একান্ত বিরক্তি প্রকাশ করি—তাহার অধীন হওয়াতে আমার অপমান ও অসম্মান ভিন্ন আর কিছুই ঘটে নাই। আমি পিতাকে এ বিষয় জানাইয়া, তাঁহার নিকটে চাকরি ছাড়িয়া দিবার অনুমতি চাহিয়াছিলাম। তিনি এ বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, রাজবংশীয়গণ এইভাবে কোম্পানির চাকরি করিতে পারেন না। আমি অযোধ্যার নবাব নসীরুদ্দীনের সরকারে কর্ম করিবার ইচ্ছা করিয়া, চাকরি ছাড়িয়া বাড়ি গেলাম। যখন আমি লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হই, তখন নেপালের জঙ্গ বাহাদুর ইংলণ্ডে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। তাঁহার একজন ইংরেজি-ভাষা-ভিজ্ঞ সেক্রেটারির প্রয়োজন হইয়াছিল। আমি অবিলম্বে এই কর্মের জন্য আবেদন করিলাম। অনেক রাজা এবং ইংরেজ রাজকর্মচারী আমার আবেদনের সমর্থন করিলেন। আমি মহারাজের সেক্রেটারি হইয়া, তাঁহার সহিত ইংলণ্ডে উপনীত হইলাম। অন্যান্য স্থানের মধ্যে এডিনবরায় গিয়াছিলাম। সে সময়ে মহারাজের সম্মানার্থে আপনাদের ৯৩-সংখ্যক হাইলাণ্ডার রেজিমেন্ট সামরিকবেশে সজ্জিত হইয়া, দণ্ডায়মান ছিল। যখন আমি হাইলাণ্ডার পরিচ্ছদধারী এই রেজিমেণ্ট দেখিলাম, তখন ইহা ভাবিনাই যে, হিন্দুস্থানের সমতল ক্ষেত্রে ইহাদের শিবিরে আমি বন্দী হইব। কিন্তু কে অদৃষ্টের কথা বলিতে পারে, এবং উহার হাত ছাড়াইতে পারে?

'আমি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া ১৮৫৪ অব্দ পর্যন্ত স্বদেশের ভিন্ন ভিন্ন রাজদরবারে চাকরি করি, ঐ অব্দে আজিম উল্লার সহিত পুনর্বার ইংলণ্ডে যাই। আপনি উপস্থিত বিপ্লব-প্রসঙ্গে আজিম উল্লার নাম অবশ্য শুনিয়াছেন। পেশওয়ের দেহত্যাগের পর নানা সাহেব আজিম উল্লাকে আপনার এজেণ্ট করেন। আমার ন্যায় আজিম উল্লা খাঁও কানপুরের গবর্নমেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক গঙ্গাদীনের প্রদত্ত শিক্ষাগুণে ইংরেজী ভাষায়

Generated on 2019-02-07 14:21 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে যদি তিনি ইংলণ্ডে যাইতে পারেন, তাহা হইলে তদীয় প্রভুর বিরুদ্ধে লর্ড্ ডালহৌসীর নিষ্পত্তি বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিতে পারিবেন। আজিম উল্লা সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারাজীবদিগকে নিযুক্ত করিবার জন্য এবং যদি আবশ্যক হয়, উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদিগকে উৎকোচ দিবার নিমিত্ত, বহু অর্থ লইয়া, ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। আপনি জানেন যে, লণ্ডনের সমাজে তাঁহার সম্মান লাভ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি আপনার রাজনীতি-সংক্রান্ত-কর্মে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। পাঁচলক্ষ টাকারও অধিক ব্যয় করিয়া, আমরা ১৮৫৫ অব্দে কনস্টাণ্টিনোপল দিয়া ভারতবর্ষে আসিবার জন্য ইংলণ্ড পরিত্যাগ করি কনস্টাণ্টিনোপল হইতে ক্রিমিয়া দেখিতে যাই। এই স্থানে ১৮ই জুন ইংরেজ-সৈন্যের আক্রমণ এবং পরাজয় আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। শিবাস্তোপলের পুরোভাগে উভয় সৈন্যের শোচনীয় অবস্থা দর্শনে আমাদের মানসিক-ভাবের পরিবর্তন ঘটে। আমরা কনস্টাণ্টিনোপলে প্রত্যাবৃত্ত হই। এই স্থানে কতিপয় ব্যক্তির সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়। ইহাঁরা রুশিয়ার রাজকর্মচারী বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন। ইহাঁরা আজিম উল্লা খাঁকে কহিয়াছিলেন যে, যদি তিনি ভারতবর্ষে বিদ্রোহ ঘটাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা কার্যতঃ যথোচিত সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত আছেন। এই সময়ে আমি এবং আজিম উল্লা কোম্পানির গবর্নমেণ্টের বিপর্যয়-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমরা এ বিষয়ে কৃতকার্য হইয়াছি। আপনি আমাকে যে সকল সংবাদপত্র দিয়াছেন, তৎসমুদয়ে দেখিলাম যে, কোম্পানির রাজত্ব গিয়াছে। তাহাদিগকে আর পরস্বহরণ বা পররাজ্য অধিকারের জন্য সনন্দ দেওয়া হইবে না। যদিও আমরা এই দেশ ইংরেজের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইতে পারিলাম না, তথাপি আমরা কিয়দংশে ভালো কাজ করিলাম। আমাদের জীবনেরও বৃথা উৎসর্গ হইল না; যেহেতু, আমার বিশ্বাস যে, শাসনকার্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পার্লামেণ্টের অধীন হইলে উহা কোম্পানির অধিকারে যেমন ছিল, তাহা অপেক্ষা অধিকতর ন্যায়ানুগত হইবে, এবং আমি দেখিয়া যাইতে না পারিলেও, আমার বিশ্বাস যে, আমার নিপীড়িত ও পদদলিত স্বদেশীয়গণ ভবিষ্যতে উন্নতিলাভ করিতে পারিবে।

'সাহেব! আপনার তোষামোদ বা আপনার অনুগ্রহ লাভের জন্য বলিতেছি না। আমি আপনার যথোচিত অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি। আমি জানি যে, আপনি ইহা অপেক্ষা আমার আর অধিক-কিছু সাহায্য করিতে পারিবেন না। উহা করিবার ইচ্ছা থাকিলেও, আপনার কর্তব্যজ্ঞান করিতে দিবে না। আমাকে নিশ্চয়ই মরিতে হইবে। আপনি আমার প্রতি যেরূপ অচিন্তপূর্ব দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেই আমার মনের কথা আপনাকে খুলিয়া বলিলাম। আমার হৃদয়ে আপনাদের প্রতি ঘৃণার ভাব নিহিত আছে। আমার মুখে, আপনাদের প্রতি প্রয়োগ করা যায়, এরূপ কঠোর কথাও রহিয়াছে। আমি এই ভাবেই আপনাদের শিবিরে উপস্থিত হইয়াছিলাম। কিন্তু আমার ন্যায় হতভাগ্যের প্রতি আপনার দয়া দেখিয়া, আমি লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগের পর এই দ্বিতীয়বার উপস্থিত বিপ্লব-ঘটিত অত্যাচারের জন্য লজ্জিত হইতেছি। কয়েকদিন পূর্বে কানপুরে থাকিতে একটি ঘটনায় প্রথমবার আমার লজ্জার উদ্রেক হইয়াছিল। যখন কর্নেল নেপিয়ার কানপুরের ঘাটে

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:21 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

কয়েকটি হিন্দু দেবমন্দির কামানে উড়াইয়া দিতে উদ্যত হন, তখন পাণ্ডারা তাঁহার নিকট গিয়া, মন্দির-রক্ষার জন্য প্রার্থনা করেন। কর্নেল নেপিয়ার এই প্রার্থনার উত্তরে তাঁহাদিগকে কহেন,—'এখন আমার কথা শুনুন। যখন আমাদের কুলনারীগণ, আমাদের বালক-বালিকাগণ নিহত হয়, তখন আপনারা সকলেই এখানে ছিলেন। আপনারা জানেন যে, আমরা প্রতিহিংসা প্রযুক্ত এই সকল মন্দিরের বিধ্বংসে প্রবৃত্ত হই নাই। নৌসেতু নিরাপদে রাখিবার জন্য মন্দিরগুলি বিনষ্ট করিতেছি। কিন্তু আপনাদের মধ্যে যদি কেহ এরূপ প্রমাণ দিতে পারেন যে, তিনি একটি খ্রীস্টধর্মাবলম্বী পুরুষ, স্ত্রী বা শিশু সন্তানের সম্বন্ধে কিয়দংশে দয়ার কার্য করিয়াছেন, অন্ততঃ তিনি যদি এরূপও প্রমাণ দেখাইতে পারেন যে, ইহাদের জীবন রক্ষার জন্য একটি কথাও বলিয়াছেন, আমি প্রতিশ্রুত হইতেছি, তিনি যে স্থানে দেবারাধনা করেন, আমি সেই স্থান যথাবৎ রাখিব'। আমি এই সময়ে জনতার মধ্যে কর্নেল নেপিয়ারের নিকটে দণ্ডায়মান ছিলাম। কর্নেল নেপিয়ার বেশ কথা বলিয়াছিলেন। কেহ এই কথার উত্তর দিল না। ব্রাহ্মণেরা নীরবে চলিয়া গেল। কর্নেল নেপিয়ার ইঙ্গিত করিলেন। মুহূর্তমধ্যে মন্দিরগুলি বায়ুস্তরের মধ্যে উড়িয়া গেল। নেপিয়ারের ন্যায়সঙ্গত কথায় আমি লজ্জাভরে অধোবদন হইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

'এই কথায় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'যখন বিদ্রোহ ঘটে, তখন আপনি কানপুরে ছিলেন কি না?' বন্দী উত্তর করিলেন,—'না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তখন আমি রোহিলখণ্ডে আপনার বাড়িতে ছিলাম। আমি কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে অরাতিনিপাত করিয়াছি। অন্যরূপে কাহারোও শোণিতে আমার হস্ত কলঙ্কিত হয় নাই। আমি বুঝিয়াছিলাম যে, ঝটিকার সঞ্চার হইয়াছে, সুতরাং স্ত্রী ও সন্তানদিগকে নিরাপদে রাখিবার জন্য বাড়ি গিয়াছিলাম। যখন আমি বাড়িতে ছিলাম; তখন মীরাট এবং বেরিলীর বিপ্লবের কথা আমার শ্রুতিগোচর হয়। আমি অবিলম্বে বেরিলীতে গিয়া তত্রত্য সৈনিক-দলের সহিত সম্মিলিত হই, এবং তাহাদের সহিত দিল্লীতে পদার্পণ করি। আমি দিল্লীতে প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের কর্মে নিয়োজিত হইয়া, নগর রক্ষার জন্য যাবতীয় বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। সেপ্টেম্বর মাসে ইংরেজেরা নগর অধিকার করেন। আমি ঐ পর্যন্ত দিল্লীতেই থাকি, পরে পরস্পর বিচ্ছিন্ন সিপাহিদিগের মধ্যে যাহাদিগকে একত্র করিতে পারিয়াছিলাম, তাহাদিগকে লইয়া, লক্ষ্ণৌ যাত্রা করি। আমরা প্রথমে মথুরায় উপনীত হই, সৈনিকদিগের পারের জন্য যমুনার উপর যে পর্যন্ত নৌসেতু প্রস্তুত না হয়, সে পর্যন্ত ঐ স্থানে থাকি। শাহজাদা ফিরোজ শাহ এবং সেনাপতি বখত খাঁর অধীনে এখনও ত্রিশ হাজার সৈন্য আছে। লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হইলে আমাকে প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের কর্ম দেওয়া হয়। নভেম্বর মাসে যখন আপনাদের সৈনিক-দল রেসিডেন্সির উদ্ধারের জন্য উপস্থিত হয়, তখন আমি লক্ষ্ণৌতে ছিলাম। আমি সেকেন্দরবাগের ভয়ঙ্কর নরহত্যা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যে দিন উহা আক্রান্ত হয়, তাহার পূর্বরাত্রিতে আমি উহার রক্ষার জন্য যাবতীয় বিষয়ের আয়োজনে ব্যাপৃত ছিলাম। যখন আপনারা শাহনজিফ আক্রমণ করেন, তখন ঐ স্থান হইতে আমি আপনাদের গতি পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলাম। আমি, লক্ষ্ণৌর সর্বাপেক্ষা সুশিক্ষিত

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:21 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

সৈনিকদিগের মধ্যে তিনহাজারের অধিক লোক সেকেন্দরবাগ রক্ষার জন্য সন্নিবেশ করিয়াছিলাম। ইহাদের একটিও রক্ষা পায় নাই। পূর্ব্বরাত্রিতে যখন আমার স্থাপিত দণ্ড হইতে আমাদের সবুজ পতাকা তুলিয়া আপনাদের হাইলাণ্ডারের টুপি বসান হয়, তখন আমি মূর্ছিতপ্রায় হইয়াছিলাম। আমার প্লীহা জল হইয়া গিয়াছিল। আমি বুঝিয়াছিলাম যে, আমাদের সমস্তই শেষ হইল। সেকেন্দরবাগে গোলাবর্ষণের জন্য শাহনজিফে কামান সন্নিবেশ করিয়াছিলাম। এই সময় হইতে আমি লক্ষ্ণৌ শহরে এবং উহার চারিদিকে, যেভাবে প্রাচীর প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহা ঠিক করি, এবং তৎসমুদয়ের নির্মাণকার্য্যের তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত থাকি। আপনি লক্ষ্ণৌ গেলে উহা দেখিতে পাইবেন। যদি সিপাহিরা এবং গোলন্দাজগণ উহার পশ্চাতে দৃঢ়তাসহকারে দণ্ডায়মান থাকে, তাহা হইলে লক্ষ্ণৌ অধিকারের পূর্ব্বে আপনাদের অনেক সৈন্য নষ্ট হইবে।'

'ইহার পর আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—আমাদের প্রথম পরিচয়কালে যাহার নাম তিনি মিকি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন, সে জুলাই মাসে কানপুরস্থিত স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদিগের নিধনের জন্য নানা সাহেবের নিয়োজিত লোকের মধ্যে ছিল কিনা ? বন্দী উত্তর করিলেন,—'আমার বিশ্বাস, ইহা সত্য। কিন্তু যখন আমি ইহাকে নিযুক্ত করি, তখন এ বিষয় আমার গোচর হয় নাই। এই ব্যক্তি বিশ্বাসী, ইহা শুনিয়া, ইহাকে সঙ্গে লইয়াছিলাম। যদি জানিতাম যে, এই ব্যক্তি স্ত্রীলোক এবং শিশু-সন্তানদিগকে বধ করিয়াছে, তাহা হইলে কখনোও ইহার সংস্রবে থাকিতাম না।' ...এই কথায় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, নিধনের পূর্ব্বে ইউরোপীয় কুলনারীদিগের সম্ভ্রম নষ্ট করা হইয়াছে। এই কথার সত্যতা-সম্বন্ধে তিনি কিছু জানেন কিনা ? বন্দী কহিলেন,—'সাহেব ! আপনি বিদেশী, তাহা না হইলে এইরূপ প্রশ্নের উত্থাপন করিতেন না। যিনি এই দেশের আচার-ব্যবহার এবং জাতিগত কঠোর নিয়ম অবগত আছেন, তিনি জানেন, এই কথা মিথ্যা। কেবল জাতিগত বিদ্বেষ বাড়াইবার জন্য ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। আমি স্বীকার করি যে, কুলনারীগণ এবং বালক-বালিকারা নিহত হইয়াছে। কিন্তু কাহারোও ইজ্জৎ নষ্ট হয় নাই। 'আমরা অসভ্যদিগের ইচ্ছার উপর রহিয়াছি। ইহারা যুবতী এবং বৃদ্ধা, সকলেরই সম্ভ্রম নষ্ট করিয়াছে' এইরূপ নানা কথা কানপুরের গৃহগুলির দেওয়ালে লিখিত হইয়াছে। এই সকল কথা এ দেশের ইংরেজী সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে। এ দেশের সংবাদপত্রের এই কথা বিলাতের সংবাদপত্রে স্থান পরিগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু কানপুরের দেওয়ালের ঐ সকল লেখা জালমাত্র। সেনাপতি আউট্রাম এবং হাবেলকের সৈন্য কানপুর পুনরধিকার করিলে দেওয়ালে উহা লিখিত হইয়াছিল। যদিও আমি সে সময়ে তথায় ছিলাম না, তথাপি যাহারা ছিল, তাহাদের কথাই আমি বলিতেছি। আমি যাহা কহিলাম, তাহা সত্য।'

'নানা সাহেব কি জন্য সাতিশয় নির্দ্দয়ভাবে উক্তরূপ পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, আমি বন্দীর নিকটে অতঃপর তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি উত্তর করিলেন,—'এশিয়াবাসিগণ দুর্ব্বল প্রকৃতি। তাহাদের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করা

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:21 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

যাইতে পারে না। কিন্তু পূর্বসঙ্কল্পিত বিশ্বাসঘাতকতা হইতে এইরূপ অব্যবস্থিততার উৎপত্তি হয় না। প্রধানতঃ কর্তব্যপালনে ঔদাস্যই ইহার কারণ। যখন তাহারা কোনো বিষয়ে প্রতিশ্রুত হয়, তখন তাহারা সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু অসুবিধা দেখিলেই উহা ভুলিয়া যায়। আমার বিশ্বাস, নানা সাহেবের সম্বন্ধে এইরূপ ঘটিয়াছিল। নানা সাহেব স্ত্রীলোক এবং বালক-বালিকাদিগের জীবন রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অন্তঃপুরে একটি দানবী অবস্থিতি করিতেছিল। এই নারী পূর্বে বাঁদী ছিল। নানা সাহেবের পার্শ্বচরদিগের মধ্যে অনেকে (আজিম উল্লা খাঁ ইহাদের মধ্যে একজন), যাহাতে নিষ্কৃতিলাভ অসম্ভব হয়, সেইভাবে উপস্থিত বিপ্লবে নানা সাহেবকে জড়াইতে ইচ্ছা করিয়াছিল। সুতরাং অনেকে দৃঢ়তার সহিত দানবীর ভয়ংকর প্রস্তাবের সমর্থন করিল। উক্ত দানবী ইংরেজ মহিলাদিগকে বধ করিবার অনুমতি পাইল। তখন ৬-সংখ্যক পদাতিক-দলের সিপাহিগণ এবং নানা সাহেবের প্রহরিগণ এই ভয়াবহ কর্মসাধনে অসম্মত হইল, তখন ঐ নারী কতিপয় দুরাত্মাকে আনিল। ইহাদিগ-কর্তৃক এই কর্ম সম্পাদিত হইল। আমি সেনাপতি তাত্যা টোপের নিকটে ইহা অবগত হইয়াছি। অনুমতি দেওয়ার জন্য তাত্যা টোপের সহিত নানা সাহেবের বিবাদ হইয়াছিল। আমি যাহা কহিলাম, তাহা সত্য। কানপুরে ইউরোপীয় মহিলা ও বালক-বালিকার নিধন নারীর কর্ম। নরদানব অপেক্ষা নারীদানবী অধিকতর ভয়ংকর। কিন্তু কি জন্য অভাগিনী মহিলাদিগের প্রতি ইহার শত্রুতা জন্মিয়াছিল, তাহা আমি জানি না। আমি কখনো এ বিষয়ের অনুসন্ধানও করি নাই*।'

'ইহার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সেনাপতি হুইলারের কন্যা পিস্তলের গুলিতে চার-পাঁচজনকে বধ করিয়া, শেষে কানপুরের কূপে ঝাঁপ দিয়াছিল। এই কথা এখন প্রচারিত হইয়াছে, ইহা সত্য কি না? বন্দী কহিলেন,—'এই সকল গল্প নিরবচ্ছিন্ন কল্পনামূলক। উহার মূলে কোনো সত্য নাই। সেনাপতি হুইলারের কন্যা এখনো জীবিত আছেন। তিনি এখন লক্ষ্মৌতে অবস্থিতি করিতেছেন। যে মুসলমান তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল, তিনি মুসলমানী হইয়া,মুসলমান-ধর্মানুসারে তাহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন।

'বন্দীর সহিত এইরূপ কথোপকথনে রাত্রি অতিবাহিত হইল। আমি বন্দীকে প্রাতঃকালের উপাসনা সমাপন করিতে দিলাম। উপাসনা শেষ করিয়া, তিনি এইরূপ দয়াপ্রদর্শনের জন্য আবার আমাকে ধন্যবাদ দিলেন। যখন তিনি কহিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী এবং তাঁহার দুইটি পুত্র রোহিলখণ্ডের বাড়িতে আছে, এখানে হতভাগ্য পিতার অদৃষ্টের বিষয় পুত্রদ্বয় জানিতে পারে নাই, তখন কেবল একবার মাত্র তাঁহার দৃঢ়তার পরিবর্তে দুর্বলতা দেখা গিয়াছিল। পরক্ষণেই তিনি এইভাবের গোপন করিয়া কহিলেন,—'আমি ইংলণ্ডের ইতিহাসের ন্যায় ফরাসীদেশের ইতিহাস পড়িয়াছি। দাঁতুনের বিষয় আমার মনে আছে। আমি কোনোরূপ দুর্বলতা দেখাইব না।' অনন্তর

* উপস্থিত গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে কানপুরের নিদারুণ শোচনীয় ঘটনা এইভাবেই বিবৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, তখন ফরবস্‌ মিচেল সাহেবের গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই।

Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:21 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

তিনি আপনার কেশগুচ্ছ-মধ্যে-লুক্কায়িত একটি স্বর্ণাঙ্গুরী বাহির করিয়া, আমাকে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ দিতে চাহিলেন। তিনি কহিলেন যে, এখন কেবল তাঁহার এই একটি মাত্র দ্রব্য আছে। ধৃত হইবার সময়ে অন্যান্য দ্রব্য তাঁহার নিকট হইতে লওয়া হইয়াছে। এই দ্রব্যটি অতি সামান্য। মূল্য দশ টাকার বেশী হইবে না। কিন্তু কনস্টান্টিনোপলের একটি সাধুপুরুষ তাঁহাকে এই অঙ্গুরী দিয়া কহিয়াছিলেন যে, ইহা ধারণ করিলে যাবতীয় বিপদ নিরাকৃত হইবে। আমি অঙ্গুরীটি গ্রহণ করিলাম। তিনি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, উহা আমার আঙুলে পরাইয়া দিলেন, এবং কহিলেন,—'যখন আপনি লক্ষ্ণৌতে থাকিবেন, তখনই এই অঙ্গুরীটি দেখিবেন এবং মহম্মদ আলী খাঁর নাম স্মরণ করিবেন। আপনার কোনোরূপ অনিষ্ট ঘটিবে না। এই কথা শেষ হইবার পরক্ষণেই একজন প্রহরী উপস্থিত হইল। আমি নিতান্ত দুঃখের সহিত তাহার হস্তে বন্দীকে সমর্পণ করিলাম।

'পরক্ষণে লক্ষ্ণৌ যাত্রার আদেশ প্রদত্ত হইল। মার্তণ্ড গগনের মধ্যভাগে উপস্থিত হইলে, আমরা আমাদের অবস্থিতির স্থল পরিত্যাগ করিলাম। পথবর্তী একটি বৃক্ষের তল দিয়া যাইবার সময়ে সভয়ে দেখিলাম যে, আমার বন্দী এবং তাহার সহচর ঐ বৃক্ষে বিলম্বিত রহিয়াছে। আমি ইহা দেখিয়া অতিকষ্টে অশ্রুবেগের সংবরণ করিলাম ১১ই মার্চ বেগমকুঠী আক্রমণকালে আমি মহম্মদ আলী খাঁকে স্মরণ করিয়াছিলাম এবং তৎপ্রদত্ত অঙ্গুরী দেখিয়াছিলাম। যুদ্ধের কালে আমার গায়ে একটি আঁচড়ও লাগে নাই··· বিপ্লবের কালে অনেকেই অনেক মূল্যবান দ্রব্য লুটিয়া লইয়াছিল। কেবল এই অঙ্গুরীয়টি মাত্র হস্তগত হইয়াছিল*।'

এইরূপে মহম্মদ আলী খাঁ'র কথা শেষ হইল। নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, মহম্মদ আলী যেরূপ সুশিক্ষিত, সেইরূপ দূরদর্শী ছিলেন না। তিনি ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, কনস্টান্টিনোপলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ক্রিমিয়ার রণক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এইরূপে ইংরেজের বসতিস্থলে, তুরুকদিগের রাজধানীতে, ইউরোপীয় সৈনিকদিগের বীর্যবহ্নির বিস্ফুরণক্ষেত্রে তাঁহার সমাগম হইয়াছিল। কিন্তু তিনি স্বকীয় শিক্ষার গুণে এই সকল স্থানেও প্রকৃত জ্ঞানের সংগ্রহে সমর্থ হন নাই। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি নিতান্ত অল্প ছিল। তিনি যে বীর পুরুষের সেক্রেটারি হইয়া সর্বপ্রথম ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, সেই বীর পুরুষের ন্যায় ইংরেজের শক্তি ও ক্ষমতার পরিমাণ করিতে পারেন নাই। ক্রিমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রের আকস্মিক ব্যাপারে তাঁহার মতিভ্রম হইয়াছিল। তিনি এই ভ্রমপ্রযুক্ত স্বদেশে ইংরেজের ক্ষমতার বিপর্যয়সাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। ইংরেজের প্রদত্ত কর্ম তাঁহার নিকটে অবমাননাকর বোধ হওয়াতে তিনি ইংরেজের প্রতি জাতবিদ্বেষ হইয়াছিলেন। এই বিদ্বেষভাবও তাঁহার উক্ত অসংসাহসিক ও অসাধ্য সংকল্পের পরিপোষণে সহায় হইয়াছিল। জঙ্গ বাহাদুর প্রকৃত বীর পুরুষ। তিনি বীর কুলের ক্ষমতা বুঝিয়াছিলেন। মহম্মদ আলী ইহা বুঝিতে না পারিয়া, অধঃপতনের পথে অগ্রসর হন। যৌবনকালেই সুশিক্ষিত ও কর্মক্ষম পুরুষের এইরূপ অদৃষ্ট-বিপর্যয় নিরতিশয় শোচনীয়ভাবের উদ্দীপক।

* *Reminiscences &c, pp. 174-93.*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:21 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ষষ্ঠ অধ্যায়

লক্ষ্ণৌ অধিকার—রোহিলখণ্ড ও অন্যান্য স্থানে বিপ্লবের শান্তি

লক্ষ্ণৌ অধিকার—ফৈজাবাদের মৌলবী—তাঁহার সহিত যুদ্ধ—তাঁহার মৃত্যু—রুইয়া—রোহিলখণ্ড—সাগর ও নর্মদা প্রদেশ—বোম্বাই প্রেসিডেন্সি—দক্ষিণাপথ

স্যার কোলিন্ ক্যাম্প্‌বেল যেরূপে লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হন, যেরূপে রেসিডেন্সির কুলমহিলা, বালক-বালিকা এবং রুগ্ন ও আহত প্রভৃতি অসমর্থ লোকদিগকে লইয়া, কানপুরে প্রত্যাবর্তন করেন, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। তিনি কেবল আপনাদের নিঃসহায় ও নিরুপায় ব্যক্তিদিগের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। ওয়াজিদ আলীর রাজধানী সর্বাংশে অধিকার করেন নাই। তাঁহাদের পূর্বাধিকৃত স্থানগুলি আবার সিপাহিদিগের আয়ত্ত হইয়াছিল। পদচ্যুত নবাবের বেগম হজরৎ মহল শাসনকার্যের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। যাঁহারা একসময়ে দুর্দশাগ্রস্ত ইউরোপীয়দিগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তাঁহারাও এই সময়ে নবাবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ তদীয় পত্নীর পক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন। মেন্দি হুসেন এবং তাঁহার আত্মীয় মহম্মদ হুসেন ইংরেজের বিপক্ষ হইয়াছিলেন। ফৈজাবাদের মহারাজ মানসিংহ যদিও যাবতীয় বিষয়ে ইংরেজের সাহায্য করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি হজরৎ মহলের পক্ষ একবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে উত্তেজিত সিপাহিদিগের পক্ষসমর্থনে বাধ্য হইতে হইয়াছিল*। সেনাপতি আউট্রাম আলমবাগে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সিপাহিগণ তাঁহার শিবির আক্রমণে নিরস্ত থাকে নাই। তাহারা ভাবিয়াছিল যে, তাহাদিগকে স্বধর্মরক্ষার জন্য এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। রামায়ণের বীরত্বময়ী কথা এ সময়ে তাহাদের হৃদয়ে অভূতপূর্ব শক্তির সঞ্চার করিয়াছিল। তাহারা রামায়ণ-কীর্তিত মহাবীরের বেশে রণক্ষেত্রে সমাগত হইয়াছিল। এবং পরাজিত হইলেও আপনাদের সাহসের পরিচয় দিয়াছিল**। বেগম হজরৎ মহল দরবারে

* রেসিডেন্সির অবরোধকালে মহারাজ মানসিংহ যদিও বেগমের পক্ষে থাকিয়া এক স্থানের অবরোধের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি সর্বদা অবরুদ্ধ ইংরেজদিগের সংবাদ লইতেন। যদি বিপক্ষ সিপাহিদিগের প্রতি তাঁহার অধিকতর অনুরাগ থাকিত. তাহা হইলে ইংরেজরা নিঃসন্দেহ অধিকতর বিপন্ন হইতেন। লক্ষ্ণৌ ইংরেজদিগের অধিকৃত হইলে মহারাজ মানসিংহ তাঁহার শাহগঞ্জের দুর্গে গমন করেন। এই স্থানে তিনি মেন্দি হুসেন এবং মহম্মদ হুসেন কর্তৃক আক্রান্ত হন। স্যার হোপ্ গ্রান্ট্ ১৮৫৮ অব্দের জুলাই মাসে আক্রান্ত দুর্গের উদ্ধার সাধন করেন।—*Carnegy, Historical Sketch of Fyzabad Tersil. Purgana Puchhimrath, p. 19.*

** ১৬ই জানুয়ারি সিপাহিরা আলমবাগ আক্রমণ করে। ইহাদের পরিচালক রামায়ণবর্ণিত হনুমানের বেশে সজ্জিত হইয়া, অশ্বারোহণে আসিয়াছিল। এই ব্যক্তি দেহের নানা স্থানে সাংঘাতিক আঘাত পাইয়া ইংরেজের শিবিরে আনীত হয়। ইহার বিচিত্র পাগড়ি ইউরোপীয় সৈনিকেরা এবং লাঙ্গুল শিখেরা অধিকার করে।—*Outram at the Alumbagh—Calcutta Review, March 1860, p. 4.*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:21 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

উপস্থিত হইয়া তালুকদার এবং সৈনিকদিগকে উৎসাহিত করিতেছিলেন। ২৫শে ফেব্রুয়ারি যখন আলমবাগ আক্রান্ত হয়, তখন হজরৎ মহল হস্তিপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত হইয়া সমরক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু বেগমের এইরূপ সাহস, এইরূপ উৎসাহ, এইরূপ আগ্রহে কোনো ফল হইল না। তাঁহার অধঃপতনকাল আসন্ন হইল। স্যার কোলিন্ কাম্পবেল একত্রিশ হাজার সৈন্য এবং একশত ষাটটি কামান লইয়া তাঁহার চিরপ্রিয় রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

স্যার কোলিন্ কাম্প্‌বেলের সৈন্য ও কামান অধিক ছিল বটে, কিন্তু প্রায় কুড়ি মাইল পরিধি-পরিমিত একটি বৃহৎ নগর অধিকারের জন্য উহা পর্যাপ্ত ছিল না। যাহা হউক, প্রধান সেনাপতির বুদ্ধিচাতুরীতে অভীষ্ট সিদ্ধির পথ কণ্টকিত হইল না। সিপাহি-দিগের সংখ্যাবল থাকিলেও তাদৃশ বুদ্ধিবল ছিল না। সেনাপতি হাবেলক এবং আউট্রাম যে পথে লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, স্যার কোলিন্ কাম্প্‌বেল যে পথ অবলম্বন পূর্বক লক্ষ্ণৌতে এই সেনাপতিদ্বয়ের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন, সিপাহীরা ভাবিয়াছিল যে, তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী সৈন্যের প্রধান অধিনায়ক দ্বিতীয় বারেও সেই পথে অগ্রসর হইবেন। এবারেও তাহারা ঐ সকল পথ অবরুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু স্যার কোলিন্ কাম্প্‌বেল গোমতীর উভয় তটে সৈনিক-দল প্রেরণ করেন। ইহাতে সিপাহিদিগের ব্যূহভেদ করিবার সুযোগ ঘটে। ২রা মার্চ নগর আক্রান্ত হয়। আক্রমণ-কারিগণ সেকন্দরবাগ এবং শাহনজিফ্ সহজে অধিকার করে। কৈশরবাগ এবং উহার নিকটবর্তী বেগমকুঠীতে বহুসংখ্যক সিপাহী অবস্থিতি করিতেছিল। এই দুই স্থান অধিকারের পূর্বে ইংরেজ-সৈন্য ঘোড়দৌড়ের মাঠের নিকটে একটি বাড়ি অধিকার করে। সিপাহিদিগের অনেকেই এই বাড়ি ছাড়িয়া গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন সৈনিক এরূপ তেজস্বিতা, নির্ভীকতা এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞতার সহিত উহা রক্ষা করিতেছিল যে, আক্রমণকারিগণ তাহাদিগকে তাড়িত করিতে একান্ত অসমর্থ হয়। ইহাদের অস্ত্রে আক্রমণকারিদিগের কয়েকজন দেহত্যাগ করে। কয়েকজন আহত হয়। এইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া, তাহারা ফিরিয়া আসে। অনন্তর সেনাপতি আউট্রামের আদেশে কামান আনা হয়। উহার গোলায় বিপক্ষ সিপাহিদিগের শক্তি হ্রাস হয়। এই সুযোগে শিখগণ অগ্রসর হইয়া বিপক্ষদিগের প্রায় সকলকেই বধ করে। কেবল একজন মাত্র দেহের নানাস্থানে আহত হইয়া, জীবিতাবস্থায়, আনন্দধ্বনির মধ্যে ইংরেজ-সৈন্যের সমক্ষে সমানীত হয়। একজন ইংরেজ অফিসর স্বয়ং উপস্থিত ঘটনা দেখিয়া, এইভাবে উহার বর্ণনা করিয়াছেন,—

'কতিপয় শিখ এবং ইংরেজ-সৈন্য প্রথমে হতভাগ্যের পা ধরিয়া দুইভাগে ছিঁড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ইহাতে অকৃতকার্য হওয়াতে তাহারা ইহার মুখে সঙ্গীনের আঘাত দিতে দিতে টানিয়া লইয়া যায়। তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কিয়দ্দূরে কয়েক-খানি ছোট কাঠ একত্র করিয়া আগুন জ্বালান হইয়াছিল, হতভাগ্যকে ঐ আগুনের মধ্যে ধরিয়া ইচ্ছাপূর্বক দগ্ধ করা হয়।' উক্ত অফিসর শেষে লিখিয়াছেন—'এই ঊনবিংশ শতাব্দীর, গর্বপূর্ণ সভ্যতা এবং লোকহিতৈষিতার সময়ে মানুষকে আগুনে পোড়াইয়া মারা হইবে, ইংরেজ এবং শিখগণ চারিপার্শ্বে থাকিয়া স্থিরভাবে উহা দেখিবে, ইহা

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:22 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

নিরতিশয় শোচনীয় বিষয়*।' সদাশয় ইংরেজ বীরপুরুষ স্বপক্ষের এইরূপ পাশবিক ব্যবহারে একান্ত সন্তপ্ত হইয়া বীরপুরুষোচিত মর্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। উপস্থিত সময়ে অনেক স্থলে দানব-প্রকৃতির পার্শ্বে এইরূপ দেব-প্রকৃতির আবির্ভাব হইয়াছিল।

১০ই মার্চ বেগমকুঠী আক্রান্ত হয় এই সময়ে স্যর কোলিন্ কাম্প্বেল জঙ্গ বাহাদুরের অভিনন্দনের জন্য দরবারের আয়োজনে ব্যাপৃত ছিলেন। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, জঙ্গ বাহাদুর গুর্খা সৈন্য লইয়া ব্রিটিশ-সৈন্যের সাহায্যার্থে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সৈন্য উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের যুদ্ধে সাতিশয় ক্ষমতার পরিচয় দেয়। গম্ভীর সিংহ নামক একজন গুর্খা সেনানায়ক স্বহস্তে পাঁচজন গোলন্দাজকে কাটিয়া একটি কামান অধিকার করেন। জঙ্গ বাহাদুর গোরক্ষপুর অধিকার এবং ফুলপুরে বিপক্ষ সিপাহিদিগের পরাজয় সাধন পূর্বক অযোধ্যায় উপস্থিত হন। স্যার কোলিন্ কাম্প্বেল দরবারস্থলে যখন তাঁহার অভ্যর্থনা করেন, তখন তাঁহার নিকটে সংবাদ উপস্থিত হয় যে, বেগমকুঠী অধিকৃত হইয়াছে। স্যার কোলিন্ এই সংবাদে প্রফুল্ল হইয়া, নেপালের প্রধান বীরপুরুষ ও প্রধান মন্ত্রীর নিকটে স্বপক্ষের সৈনিক-দলের প্রশংসা করেন।

যিনি দিল্লীর বৃদ্ধ মোগলকে বন্দী করিয়াছিলেন, এবং স্বহস্তে শাহজাদাদিগকে বধ করিয়া স্বদেশীয়দিগের নিকটে অপকীর্তির ভাগী হইয়াছিলেন, বেগমকুঠী আক্রমণকালে বিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। উক্ত কুঠীর ভিন্ন ভিন্ন গৃহে সিপাহিগণ অবস্থিতি করিতেছিল। সুতরাং ইংরেজ-সৈন্য ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন গৃহ আক্রমণ করে। একটি গৃহের দ্বারের একাংশ দিয়া দেখা গেল যে, অন্তর্ভাগে কতকগুলি সশস্ত্র সিপাহী রহিয়াছে। প্রজ্বলিত বারুদ দ্বারা ইহাদিগকে উড়াইয়া দিবার প্রস্তাব হইল। সুতরাং আক্রমণকারিগণ বারুদের বস্তার প্রতীক্ষায় রহিল। কিন্তু অসংসাহসিক হডসন অল্পক্ষণও বিলম্ব করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি নিষ্কোশিত তরবারি হস্তে করিয়া, অগ্রসর হইতে উদ্যত হইলেন। সার্জেন্ট্ ফরবস্ মিচেল তাঁহার নিকটে ছিলেন। তিনি বারণ করিলেন। কিন্তু হড্সন তাঁহার কথা শুনিলেন না। তিনি একপা অগ্রসর হইয়াছেন, ফরবস মিচেল তাঁহার স্কন্ধে হাত দিয়া, তাঁহাকে বহির্ভাগে আনিতে চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময়ে দুঃসাহসিক কাপ্তেন 'মা গো' বলিয়া পড়িয়া গেলেন। একজন সিপাহীর নিক্ষিপ্ত গুলিতে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ হইয়াছিল। কাপ্তেন হড্সন আপনার হঠকারিতা এবং দুঃসাহসের জন্য মৃত্যুমুখে পাতিত হইলেন।

মৌলবী আহমউদ্দৌল্লা এই সময়ে লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত ছিলেন। ইংরেজের প্রতি তাঁহার যেরূপ বিদ্বেষভাব ছিল, ইংরেজের ক্ষমতানাশে তিনি যেরূপ বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। ধর্মের নামে তিনি উত্তেজিত সিপাহিদিগকে অধিকতর উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। মুসলমানগণ তাঁহার উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায় স্বধর্মরক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গেও কাতর হয় নাই। কথিত আছে, তাঁহার হস্তে একটি কোড়া মাত্র থাকিত। তিনি যুদ্ধস্থলে এই কোড়া হস্তে করিয়া সিপাহিদিগকে উত্তেজিত করিয়া

* *Martin, Indian Empire. Vol II, p. 478.*

Generated on 2019-02-07 14:22 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

তুলিতেন। লক্ষ্ণৌতে লস্কর শাহ নামক একজন ফকির তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন। এই দুইজনের উত্তেজনায় সিপাহিরা অধিকতর সাহসী এবং অধিকতর বলসম্পন্ন হয়। ইংরেজ-সৈন্য ২১শে মার্চ মৌলবীর বিরুদ্ধে যাত্রা করে। মৌলবী এই সময়ে সাদতগঞ্জে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি প্রতিপক্ষের সমক্ষে এরূপ দৃঢ়তা এবং এরূপ সাহস প্রদর্শন করেন যে, সেনানায়ক লুগার্ড উহাতে অতিমাত্র বিস্মিত হন। ঈদৃশ অধ্যবসায় এবং সাহসসহকৃত দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা প্রায় তাঁহার দৃষ্টিপথবর্তী হয় নাই। তাঁহার দলের অনেকগুলি সৈনিক নিহত এবং অনেকগুলি গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়। অবশেষে মৌলবীর দল বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ইংরেজ-সৈন্য তাহাদের পশ্চান্ধাবিত হয়। মৌলবী স্বয়ং অক্ষতশরীরে প্রস্থান করেন।

২১শে মার্চের মধ্যে বিপক্ষ সিপাহিগণ লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ করে। ইংরেজেরা পুনর্বার ওয়াজিদ আলীর রাজধানীর অধীশ্বর হন। তেজস্বিনী হজরৎ মহল রাজধানী পরিত্যাগ পূর্বক স্থানান্তরে গিয়া, বিপক্ষের পরাক্রমনাশের চেষ্টা করিতে থাকেন। যে সকল পরাক্রান্ত তালুকদার গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা নানাস্থানে আত্ম-প্রাধান্য-রক্ষায় উদ্যত হন। কথিত আছে, রাজা মানসিংহের প্রায় দশহাজার সশস্ত্র লোক ছিল। ইহারা গবর্নমেণ্টের বিপক্ষতা করে নাই। লক্ষ্ণৌর প্রাসাদ অধিকৃত হইলে মানসিংহের নিকটে সংবাদ পেঁাছে যে, ইংরেজ-সৈন্য নবাবের অন্তঃপুরবাসিনীদিগের মর্যাদানাশে উদ্যত হইয়াছে। সংবাদপ্রাপ্তিমাত্রেই মানসিংহ লক্ষ্ণৌতে যাত্রা করেন। শেষে তিনি অবগত হন যে, সংবাদ অলীক। ইংরেজ-সৈন্য কখন অসহায় স্ত্রীলোক এবং বালকবালিকাদিগের প্রতি কোনোরূপ অত্যাচার করিতে উদ্যত হয় নাই। মানসিংহ এই সংবাদে সন্তুষ্ট হন। তিনি পদচ্যুত নবাবের নিমক খাইয়াছিলেন, সুতরাং নিমকের সম্মানরক্ষার জন্য তাঁহার উদ্যমশীলতা পরিস্ফুট হইয়াছিল।

মোগলের রাজধানীতে বিলুণ্ঠন-ব্যাপারের ভয়াবহ দৃশ্যের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইংরেজ, শিখ এবং গুর্খা সৈনিকেরা এই ভীষণ অভিনয়ের প্রধান অভিনেতা ছিল। ওয়াজিদ আলীর রাজধানীতেও এইরূপ দৃশ্য যবনিকার অন্তরালে লুক্কায়িতভাবে থাকে নাই। এখানেও ইংরেজ সৈনিকের পার্শ্বে গুর্খা ও শিখগণ রহিয়াছিল। এখানেও বহুমূল্য দ্রব্যাদি ইহাদের পরস্বহরণ প্রবৃত্তির উদ্দীপক হইয়াছিল। ইংরেজ-সৈন্য কৈশরবাগ প্রভৃতি স্থলে কেবল বিপক্ষদিগের ক্ষমতা নাশ করে নাই, তাহারা ঐ সকল স্থলে যাবতীয় বহুমূল্য দ্রব্যের বিলুণ্ঠন বা বিধ্বংসে প্রবৃত্ত হয়। বিলুণ্ঠনের দৃশ্য বর্ণনীয় নহে। উন্মত্ত সৈনিকেরা দ্রব্যাদির ভাণ্ডার ভাঙিয়া ফেলিল। স্বর্ণখচিত বস্ত্র, রৌপ্যময় পাত্র, বিবিধ প্রকার অস্ত্র, পতাকা, শাল, বাদ্যযন্ত্র, পুস্তক, প্রাঙ্গণে আনিয়া স্তূপাকার করিল। সকলেই সে সময়ে বিলুণ্ঠন প্রবৃত্তিতে প্রমত্ত হইয়াছিল। পিস্তল, তরবারী প্রভৃতিতে যে সকল মণিমাণিক্য সন্নিবেশিত ছিল, তাহারা তৎসমুদয় পাইবার জন্য ঐ সকল দ্রব্য ভাঙিয়া ফেলিল। স্বর্ণ-খচিত বস্ত্রাদি হইতে স্বর্ণ বাহির করিবার জন্য উহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। চীনেবাসন, কাচের দ্রব্যাদি বিচূর্ণিত হইতে লাগিল*।

---

* *Ressell, Diary in India, Vol. I, pp. 330-31.*

Generated on 2019-02-07 14:22 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

একজন লেখক (সার্জেণ্ট্ ফরব্স্ মিচেল) এইভাবে উক্ত বিলুণ্ঠন-ব্যাপারের বর্ণনা করিয়াগিয়াছেন,–

'সমগ্র নগর বিলুণ্ঠনকারিদিগের হস্তে পড়িয়াছিল। ইউরোপীয়, শিখ, গুর্খা সৈনিকেরা এবং শিবিরের পরিচালকগণ ও অনুচরবর্গ অধিকন্তু নগরের উচ্ছৃঙ্খল লোকে লুঠতরাজে প্রমত্ত হইয়াছিল। ইমামবাড়ী, কৈশরবাগ এবং হজরৎগঞ্জের দৃশ্য অধিকতর ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল। কোনোরূপ শৃঙ্খলার সম্মান ছিল না, কোনোরূপ সুনীতির বন্ধন ছিল না, সংক্ষেপে মানবের মানবোচিত গুণের কোনোরূপ নিদর্শন ছিল না। মানব যেন পশুভাবে পরিণত হইয়া পরস্পর কাড়াকাড়ি, হুড়াহুড়ি করিতেছিল। অপরে যাহা বহুমূল্য ভাবিয়া সযত্নে রক্ষা করিয়াছিল, তাহা অনাবশ্যক বোধে বিচূর্ণিত বা ভস্মীভূত হইতেছিল। একটি ইউরোপীয় সৈনিক লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের কোম্পানির কাগজ প্রজ্বলিত হুতাশন হইতে রক্ষা করে। অবশেষে উহা প্রকৃত অধিকারীর হস্তে সমর্পিত হয়। উদ্ধারকারী, পুরস্কারস্বরূপ মূল্যের উপর শতকরা পাঁচটাকা হিসাবে কমিশন প্রাপ্ত হয়। শিখ এবং গুর্খারা সর্বাংশে বিলুণ্ঠনের ফলভোগী হয়। ইংরেজ-সৈনিকেরা দ্রব্যাদির প্রকৃত মূল্যের পরিজ্ঞানে সমর্থ ছিল না। ইহারা একবোতল সুরা ও কয়েকটি টাকার বিনিময়ে বহুমূল্য পদার্থ অপরকে দিতে উদ্যত হয়*। বিলুণ্ঠনে উন্মত্ত ও উত্তেজনায় উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকেরা এবং তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবিত অনুচর বা পরিচারকেরা নিহতদিগের উপরেও আত্মপরাক্রম প্রকাশে সঙ্কুচিত হয় নাই। বারুদের বস্তায় প্রজ্বলিত দেশলাই ফেলিয়া, গৃহের অন্তর্ভাগস্থিত সিপাহিদিগকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা হইয়াছিল। যখন বারুদরাশি জ্বলিয়া উঠে, তখন আক্রমণকারিগণ গৃহের কাপড়, লেপ, তোষক প্রভৃতি দ্রব্য এবং কাঠের আসবাবে আগুন লাগাইয়া দেয়। অনল এই সকল পদার্থে প্রবর্ধিত হইয়া উঠে। যাহারা নিহত হইয়াছিল, তাঁহাদের দেহ প্রায় দগ্ধ হয়, যাহারা আহত হইয়াছিল, তাঁহারাও জীবিত থাকিতে উক্ত শবরাশির সহিত ভস্মীভূত হইয়া যায়। এই সকল গৃহের দুর্গন্ধ সাতিশয় ভীতিজনক হইয়া উটে। ঐতিহাসিকেরা নির্দেশ করেন যে, ফ্রান্সের অধিপতি নবম চার্লস্ মৃত শত্রুর গন্ধ ভালো বলিতেন। তিনি যদি ১৮৫৮ অব্দের মার্চ মাসে লক্ষ্নৌর পথগুলিতে একবার পদার্পণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার মত পরিবর্তিত হইয়া যাইত**।'

লক্ষ্নৌ আক্রমণকালে গবর্নর জেনেরলের অযোধ্যা-সম্বন্ধে ঘোষণাপত্র স্যার জেম্স্ আউট্রামের হস্তগত হয়। গবর্নর জেনেরল এই ঘোষণাপত্রে উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, গবর্নমেণ্টের পক্ষাবলম্বী ছয়জন নির্দিষ্ট ভূস্বামী ব্যতীত অন্য ভূস্বামিদিগের ভূসম্পত্তি

* একজন সৈনিক, কোনো অফিসর এবং টাইম্সের সংবাদদাতা রাসেল সাহেবকে মণি-মাণিক্যে পূর্ণ একটি রৌপ্য বাক্স এক বোতল রম্ এবং দুইটি মোহর লইয়া দিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু ইহঁারা কেহই উহা গ্রহণ করেন নাই। শেষে একজন অফিসর কোনো মণিকারের নিকটে ঐ সকল মণি পঁচাত্তর হাজার টাকায় বিক্রয় করে। *—Diary in India. Vol. I. p. 332.*

** *Reminiscences &tc, pp. 229-30.*

Generated on 2019-02-07 14:22 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

বাজেয়াপ্ত করা হইবে। যাহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইউরোপীয়দিগের নিধনে লিপ্ত থাকে নাই, এ সময়ে তাহারা যদি অবিলম্বে অস্ত্র পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে প্রাণদন্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। এইভাবে ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করিয়া গবর্নর জেনেরল স্যার জেমস্ আউট্রামের নিকটে লিখিয়াছিলেন যে, যাবৎ লক্ষ্ণৌ অধিকৃত না হয়, তাবৎ যেন এই ঘোষণাপত্র সাধারণের মধ্যে অপ্রকাশিত থাকে। স্যার জেম্স্ আউট্রাম এইরূপে ভূস্বামিদিগের ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার বিষয়ে আপত্তি প্রকাশ করেন। তিনি ঘোষণাপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার পূর্বক গবর্নর জেনেরলের নিকটে লিখিয়া পাঠান যে, ১৮৫৬ অব্দের ভূমির বন্দোবস্তে তালুকদারদিগের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা হইয়াছিল। তাঁহারা সম্পত্তিচ্যুত হইয়া, স্বার্থ রক্ষার জন্য এখন গবর্নমেন্টের বিরোধী হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে বিদ্রোহী না বলিয়া, বিপক্ষ বলাই সঙ্গত। এই আপত্তিতে ঘোষণাপত্র অংশতঃ পরিবর্তিত হয়। স্যার্ জেম্স্ আউট্রাম যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার উদারতা ও মহত্ব পরিস্ফুট হইয়াছিল। ইংলন্ডের অধিপতি জন্ যদি কিয়দংশে সমদর্শী হইতেন, তাহা হইলে বোধহয়, রানিমিডে মাগনাকার্টা স্বাক্ষরিত হইত, না। অযোধ্যার তালুকদার-দিগের প্রতি যদি কিয়দংশে উদারতা প্রদর্শিত হইত, তাহা হইলে বোধহয়, উপস্থিত বিপত্তিকালে লর্ড কানিংকে এইরূপ বিব্রত হইতে হইত না। বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের সভাপতি লর্ড এলেন্‌বরাও আউট্রামের ন্যায় এই ঘোষণাপত্রের বিরোধী হন। ইংলন্ডের লোকে লর্ড কানিঙের পক্ষ সমর্থন করাতে তাঁহাকে সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিতে হয়। যাহা হউক, লর্ড কানিঙ যখন ১৮৫৯ অব্দের অক্টোবর মাসে লক্ষ্ণৌতে গমন করেন, সমৃদ্ধ দরবারে তালুকদারগণ যখন তাঁহার সমক্ষে উপনীত হন, তখন তিনি এই ঘোষণাপত্রের প্রত্যাহার করেন। তালুকদারদিগের সহিত যে, অন্যায় ব্যবহার করা হইয়াছিল, ইহা তখন তাঁহার স্পষ্ট বোধহয়*। বস্তুতঃ এই ঘোষণাপত্র অনেকের অপ্রীতিকর হইয়াছিল।

লক্ষ্ণৌ অধিকৃত হইল বটে কিন্তু, উহা যে প্রদেশের রাজধানী, সেই প্রদেশের অনেক স্থান এখনও অধিকার-বহির্ভূত রহিল। প্রধান সেনাপতি অযোধ্যার ভিন্ন ভিন্ন স্থান অধিকারের জন্য তিনজন অধিনায়কের অধীনে তিনটি সৈনিক-দল পাঠাইয়া দিলেন। সেনানায়ক লুগার্ড যে, কুমারসিংহের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহা ইতঃপূর্বে লিখিত হইয়াছে**। যাহা হউক উক্ত সৈনিক-দল ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, প্রধান সেনাপতির সহিত সম্মিলিত হইলে, রোহিলখণ্ড আক্রমণ করা হইবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইল। এইকথা সংক্ষেপে বর্ণনীয়।

মৌলবী আহম্মদ উদ্দোল্লা লক্ষ্ণৌর একুশ মাইল দূরে বারি নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই স্থানে তিনি যে ভাবে সৈন্য সন্নিবেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তদীয় বুদ্ধিচাতুরী এবং রণকৌশলের প্রশংসা করিতে হয়। কিন্তু অশ্বারোহীদিগের অনবধানতায় সঙ্কল্পসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। মৌলবী বারি পরিত্যাগ পূর্বক শাহজাহান-

* *Lord Roberts, Forty-One years in India, Vol. I, p. 462.*

** উপস্থিত গ্রন্থের চতুর্থ ভাগ দ্রষ্টব্য।

Generated on 2019-02-07 14:22 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

পুরে গমন করেন। স্যার কোলিনের উপস্থিতি-সংবাদ শ্রবণে তাঁহাকে এই স্থানও পরিত্যাগ করিতে হয়। তিনি মোহমদীতে উপনীত হন। এইস্থানে তাঁহার নিকট সংবাদ পোঁছে যে, প্রধান সেনাপতি শাহজাহানপুর পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং মৌলবীও মোহমদী পরিত্যাগ পূর্বক শাহজাহানপুরে ইংরেজ-সৈন্যের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। যদি তিনি পথে বিশ্রাম না করিতেন, তাহা হইলে অভীষ্ট বিষয়ে কৃতকার্য হইতে পারিতেন। যখন শাহজাহানপুরের চারিমাইল অন্তরে তিনি বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন একজন রাজভক্ত পল্লীবাসী তাঁহার উপস্থিতি-সংবাদ শাহজাহানপুরের ইংরেজ-সৈন্যের অধিনায়ককে জানায়। সেনানায়ক নগর পরিত্যাগ পূর্বক জেলখানায় আত্মরক্ষা করিতে থাকেন। সমগ্র নগর মৌলবীর পদানত হয়। মৌলবী অপেক্ষাকৃত ধনী অধিবাসিদিগের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করেন। কিন্তু তৎকর্তৃক কেহ উৎপীড়িত হয় নাই। তিনি কেবল ইউরোপীয় যুদ্ধসংক্রান্ত নিয়মের অনুসরণ করিয়াছিলেন মাত্র। যাহা হউক, মৌলবী আঠারটি কামান যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া, ৩রা হইতে ১১ই মে পর্যন্ত প্রতিপক্ষ অধিনায়কের অভিমুখে তীব্রভাবে গোলাবৃষ্টি করিতে থাকেন। স্যার কোলিন্ কাম্পবেল এই সংবাদ পাইয়াই অবরুদ্ধ সেনানায়কের সাহায্যার্থে সৈন্য প্রেরণ করেন। এই সৈন্যের অধিনায়ক ১১ই মে শাহজাহানপুরের সহযোগিদিগের সহিত সম্মিলিত হন। কিন্তু মৌলবী অশ্বারোহী সৈন্যে বলসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার পরাজয় সুসাধ্য হইল না। এদিকে নানাস্থান হইতে তাঁহার সাহায্যার্থে সৈন্য আসিতে লাগিল। শাহজাদা ফিরোজশাহ তাঁহার সৈনিক-দলের সহিত সম্মিলিত হইলেন। বেগম হজরৎ মহল তাঁহার সাহায্যার্থে আগমন করিলেন। নানা সাহেবের সৈন্যে তাঁহার সৈন্যসংখ্যা বর্ধিত হল। মৌলবী ১৫ই মে ইংরেজ-সৈন্য আক্রমণ করিলেন। সমস্ত দিন যুদ্ধ হইল। কিন্তু জয়পরাজয় স্থির হইল না। এই সংবাদ পাইয়া, প্রধান সেনাপতি যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইলেন। পানহাট নামক স্থানের যুদ্ধে বিপক্ষেরা যথোচিত সাহস ও বীরত্ব দেখাইয়া হটিয়া গেল মাত্র। ইংরেজ-সৈন্য তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে অগ্রসর হইল না। মৌলবী প্রতিপক্ষের বশীভূত হইলেন না। প্রধান সেনাপতি স্বপক্ষের আর-একজন অধিনায়ককে তাঁহার অধীন সৈনিক-দলের সহিত আসিতে লিখিয়া পাঠাইলেন। তিনি আসিলে ২৪শে মে সমগ্র সৈন্য মৌলবীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল। মৌলবী মোহমদীতে ছিলেন। তাঁহার অশ্বারোহিগণ ইংরেজ-সৈন্যকে বাধা দিতে লাগিল। ইহাতে ইংরেজ-পক্ষের সৈনিকেরা কামান চালাইবার জন্য কিছুকাল বিলম্ব করিল, এই অবসরে মৌলবী যাবতীয় দুর্গ বিনষ্ট করিয়া, সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন। কাচিয়ানির অরণ্য-পরিবেষ্টিত মৃন্ময় দুর্গ এক সময়ে পলাতক ইউরোপীয়দিগের আশ্রয়স্থল হইয়াছিল, তাহাও বিধ্বস্ত হইল।

মৌলবী অতঃপর বলসম্পন্ন হইবার জন্য আবার অভিনব উপায়ের উদ্ভাবনে উদ্যত হইলেন। ইংরেজের উপর তাঁহার সাতিশয় বিদ্বেষভাব ছিল। কথিত আছে, যুদ্ধের প্রারম্ভে তিনি ভারতবর্ষের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া, নানা শ্রেণীর লোককে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, তিনি এখন অযোধ্যার বেগমের অর্থে প্রবল এবং আপনার ক্ষমতা ও প্রাধান্যে অটল হইয়া, ৫ই জুন অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ডের প্রান্ত-

Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2019-02-07 14:22 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494 / Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ভাগে—শাহজাহানপুরের তের মাইল উত্তর-পূর্বে পোয়াইন নামক নগরে যাত্রা করেন। এই স্থানের রাজা জগন্নাথ সিংহের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল। মৌলবীর ইচ্ছা ছিল যে, তিনি জগন্নাথ সিংহকে স্বপক্ষে আনিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। তিনি পোয়াইনে যাইবার পূর্বে রাজাকে আপনার সংকল্প জানাইয়াছিলেন। রাজাও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। সুতরাং মৌলবী আশ্বস্তহৃদয়ে পোয়াইনে গমন করিলেন। তিনি নির্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, নগরের দ্বার অবরুদ্ধ রহিয়াছে। প্রাচীরের উপর রাজা, তাঁহার ভ্রাতা এবং সশস্ত্র অনুচরগণ অবস্থিতি করিতেছে। এই অচিন্তপূর্ব দৃশ্যে মৌলবী চমকিত হইলেন। তাঁহার উদ্বোধ হইল যে যাবৎ তিনি স্বকীয় বক্তৃতার শক্তিতে রাজার হৃদয়ে ভয় ও বিস্ময়ের সঞ্চার করিতে না পারিবেন, তাবৎ তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। তিনি যে হস্তীতে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই হস্তী দ্বারা নগরের দ্বার ভাঙিয়া ফেলিতে আদেশ দিলেন। চালকের ইঙ্গিতে শক্তিশালী মাতঙ্গ অগ্রসর হইল এবং প্রকাণ্ড মস্তক দ্বারা দ্বারদেশ এমন বেগে ঠেলিতে লাগিল যে, কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই উহা ভগ্নপ্রায় হইল। রাজার ভ্রাতা ইহা দেখিয়া, মৌলবীর প্রতি বন্দুক ছুঁড়িলেন। নিক্ষিপ্ত গুলির আঘাতে মৌলবী দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার অনুচরেরা পলায়ন করিল। রাজা এবং তাঁহার ভ্রাতা অতঃপর মৌলবীর মস্তক, দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন, এবং ছিন্ন মস্তক কাপড়ে জড়াইয়া উহা সঙ্গে লইয়া, শাহজাহানপুরে প্রস্থান করিলেন। যখন তাঁহারা উপস্থিত হন, তখন ম্যাজিস্ট্রেট্ বন্ধুগণের সহিত ভোজন করিতে ছিলেন। অবিলম্বে বসনাবৃত মূল্যবান্ পদার্থ তাঁহাদের নিকটে স্থাপিত হইল, আবরণের উন্মোচনের পর তাঁহারা দেখিলেন, পরমশত্রু মৌলবীর রুধিরলিপ্ত ছিন্ন মস্তক তাঁহাদের পদতলে বিলুণ্ঠিত হইয়াছে। পরদিন সাধারণকে উৎসাহিত বা সন্ত্রাসিত করিবার জন্য উহা প্রকাশ্য স্থানে স্থাপিত হইল। গবর্নমেণ্ট রাজাকে মৌলবীর ছিন্ন মস্তকের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা পারিতোষিক দিলেন। একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক এইভাবে লিখিয়া গিয়াছেন,—'এই-রূপে ফৈজাবাদের মৌলবী আহম্মদ উল্লার মৃত্যু হইল। কেহ অন্যায় রূপে স্বাধীনতার বিধ্বংস দর্শনে সেই স্বাধীনতার পুনঃপ্রাপ্তির জন্য যুদ্ধ করিলে, যদি দেশহিতৈষী বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে মৌলবী নিঃসন্দেহ প্রকৃত দেশহিতৈষী। তিনি গুপ্তভাবে কাহাকেও বধ করিয়া, আপনার তরবারি কলঙ্কিত করেন নাই, তিনি নরহত্যাতেও লিপ্ত হন নাই। যে বৈদেশিকগণ তাঁহার দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের সহিত সম্মুখযুদ্ধে বিলক্ষণ দৃঢ়তার সহিত ন্যায়সঙ্গতভাবে পরুযোচিত পরাক্রমের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি সমুদয় জাতির সাহসী এবং হৃদয়বান্ লোকেরই বরণীয়*।'

* *Malleson, Indian Mutiny. Vol. II, p. 544.*
এই গ্রন্থের স্থানান্তরে (১৭২ পৃষ্ঠায়) লিখিত হইয়াছে, যে মৌলবীর আদেশে লক্ষ্নৌতে কতিপয় অবরুদ্ধ ইংরেজ নিহত হন। *English Captives in Oudh* গ্রন্থের লেখক মৌলবীর প্রতি এইরূপ দোষারোপ করিয়াছেন। (*pp. 35-38*) কিন্তু তখন দিল্লীর সিপাহীরা লক্ষ্নৌতে উপস্থিত ছিল। ইহাদিগ-কর্তৃক এই কর্ম সম্পাদিত হয়।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:22 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

এইরূপে ইংরেজ স্বজাতির পরম শত্রুরও প্রশংসা করিয়া অপরিসীম মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বস্তুতঃ উদ্ধৃত অংশ ইংরেজ জাতির অসামান্য মহানুভাবতার পরিচয়স্থল। স্বদেশপ্রেমিক ইংরেজ মৌলবীর কার্যে তদীয় স্বদেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস দেখিতে পারেন, বীরোচিত গুণে অলংকৃত ইংরেজের নিকটে মৌলবীর বীরত্ব প্রশংসনীয় হইতে পারে, কিন্তু এই বীরের তিরোভাবে যে, ইংরেজ এ সময়ে একটি পরাক্রান্ত শত্রুর হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মৌলবী প্রভৃত ক্ষমতাশালী, নির্ভীক, দৃঢ়তাসম্পন্ন এবং ইংরেজের প্রতিপক্ষের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার দেহ দীর্ঘ ও সুগঠিত, তাঁহার চক্ষু বৃহৎ, তাঁহার ললাট বিস্তৃত এবং তাঁহার নাসিকা উন্নত ছিল। তাঁহার প্রতিপক্ষ বীরপুরুষেরা তদীয় সমরচাতুরী, এবং সৈন্য-পরিচালনা-কৌশলের প্রশংসা করিতে নিরস্ত থাকেন নাই। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে দুইবার প্রধান সেনাপতি স্যার কোলিন্ কাম্পবেলের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। স্যার কোলিনের ন্যায় বীরপুরুষকেও তাঁহার সমরচাতুরীর প্রশংসা করিতে হইয়াছিল।

এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পূর্বে ইংরেজদিগের একটি পরাক্রান্ত বীরপুরুষের দেহাত্যয় হয়। ইতঃপূর্বে নৌসৈন্যাধ্যক্ষ কাপ্তেন পীলের ক্ষমতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ইঁনি লক্ষ্মৌতে আহত হন। ঐ স্থান অধিকৃত হইলে ইহাঁর কার্য শেষ হয়। ইঁনি লক্ষ্মৌ পরিত্যাগ পূর্বক কানপুরে উপনীত হন। এই স্থানে বসন্তরোগে ২৭শে এপ্রিল ইহাঁর মৃত্যু হয়। কাপ্তেন পীলের নৌসৈন্য উপস্থিত যুদ্ধে যথোচিত বীরত্ব দেখাইয়াছিল। কাপ্তেন পীল স্বয়ং এরূপ শৃংখলা ও ক্ষমতার সহিত আপনার সৈনিক-দলের পরিচালনা করিয়াছিলেন যে তাঁহার স্বদেশের লোকে তদীয় বীরত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বিমুখ হন নাই। তাঁহার স্মৃতি-চিহ্ন-স্বরূপ শ্বেতপ্রস্তরময়ী মূর্তি নির্মিত হয়। উহা ভারত-সাম্রাজ্যের রাজধানীতে ভাগীরথীর তটবর্তী প্রমোদোদ্যানে (ইডেন গার্ডেনে) স্থাপিত রহিয়াছে।

লক্ষ্মৌ অধিকৃত হইলে প্রধান সেনাপতি রোহিলখণ্ড অধিকারে কৃতসংকল্প হন। অনেক সিপাহী লক্ষ্মৌ ছাড়িয়া রোহিলখণ্ডে গিয়াছিল। বেরিলীতে খাঁ বাহাদুর খাঁর প্রাধান্য ছিল। ফিরোজ শাহের সৈনিক-দলে তাঁহার বলবৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি যাঁহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের ক্ষমতা, তাঁহাদের সৈনিক-বল, তাঁহাদের বুদ্ধি-কৌশল তাঁহার অবিদিত ছিল না। এজন্য তিনি বেরিলীতে সৈনিকদিগের মধ্যে এইভাবে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছিলেন,—'তোমরা কাফেরদিগের সহিত সম্মুখযুদ্ধে অগ্রসর হইও না, যেহেতু, তাহারা তোমাদিগের অপেক্ষা অধিকতর শৃংখলাসম্পন্ন, তাহাদের কামানও অনেক। তোমরা তাহাদের গতিপর্যবেক্ষণ করিও। নদীর ঘাটগুলি আটক করিয়া রাখিও। তাহাদের গমনা-গমনের-পথ অবরুদ্ধ করিও। তাহাদের রসদ ইত্যাদি বন্ধ করিও। তাহাদের ঘাঁটি এবং তাহাদের ডাকের পথ রুদ্ধভাবে রাখিও। সর্বদা তাহাদের শিবিরের চারিদিকে থাকিও। যাহাতে কোনো বিষয়ে তাহাদের শান্তিলাভ না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিও*।' খাঁ বাহাদুর খাঁ মরাঠাসৈন্যের প্রবর্তিত রীতির অনুসরণ করিয়া বুদ্ধির

* *Russell, Diary in India, Vol. I, p, 276.*

Generated on 2019-02-07 14:22 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

পরিচয় দিয়াছিলেন। যাহা হউক, যে সকল অধিনায়ক প্রধান সেনাপতি কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ব্রিগেডিয়ার ওয়ালপোল্ রুইয়ার অভিমুখে গমন করেন। রুইয়া লক্ষ্ণৌর একান্ন মাইল দূরে অবস্থিত। উহার দুর্গ উন্নত মৃৎপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত। উহার অধিপতি নৃপৎসিংহ তাদৃশ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন না, তিনি বৃদ্ধ ও পঙ্গু ছিলেন। ইংরেজ-সৈন্যের বিপক্ষে অগ্রসর হইতে তাঁহার কখনো ইচ্ছা হয় নাই। কথিত আছে, তিনি কেবল অযোধ্যার বেগমের আদেশপালনে উদ্যত হইয়াছিলেন। কতিপয় বিপ্লবকারী তাহার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। কাপ্তেন হডসনের দলের একজন সৈনিক এই দুর্গে অবরুদ্ধ ছিল। সে পলাইয়া আসিয়া, ব্রিগেডিয়ার ওয়াল্-পোলকে দুর্গের অবস্থা এবং নৃপৎসিংহের অভিসন্ধি জানায়। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার তাঁহার কথায় বিশ্বাস করেন নাই। তিনি দুর্গ-পর্যবেক্ষণেও অগ্রসর হন নাই, বিনা পরীক্ষায় দুর্গ আক্রমণের আদেশ দেন। ১৫ই এপ্রিল দুর্গ আক্রান্ত হয়। দুর্গস্থিত সৈনিকগণ আক্রমণকারিদিগকে বাধা দিতে নিরস্ত হয় নাই। তাহাদের নিক্ষিপ্ত গুলিতে অনেকে নিহত হয়। দুর্গের অন্তর্ভাগে একটি উন্নত বৃক্ষ ছিল। কথিত আছে, একজন ইউরোপীয় এই বৃক্ষে অবস্থিতি করিতেছিল। ইহার গুলিতে সেনানায়ক আড্রিয়ান্ হোপ্ দেহত্যাগ করেন। কেহ কেহ নির্দেশ করিয়াছেন যে, উপস্থিত বিপ্লবে বিপক্ষ সিপাহিদিগের দলে ইউরোপীয় ছিল*।

---

* যাঁহারা উপস্থিত বিপ্লব-সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে, বিপক্ষ সিপাহিদিগের মধ্যে ইউরোপীয় ছিল। রীজ সাহেব চিনহাটের যুদ্ধপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, কোক্রইল সেতুর নিকটে একজন ইউরোপীয় সিপাহিদিগের পরিচালনা করিয়াছিল। এই ব্যক্তি সুগঠিত ও সুশ্রী ছিল। বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর হইয়াছিল। মস্তকে জরির কাজকরা টুপি ছিল। রীজ সাহেব অনুমান করেন, এই ব্যক্তি রুশীয় বা স্বধর্মদ্রোহী খ্রীস্টান।

রুইয়ার দুর্গস্থিত বৃক্ষ হইতে যে ব্যক্তি আড্রিয়ান্ হোপকে গুলি করিয়াছিল, সেও ইউরোপীয় বলিয়া নির্ধারিত হয়। যেহেতু, তাহাকে বিশুদ্ধরূপে ইংরেজী কথা বলিতে শুনা গিয়াছিল। অধিকন্তু ফরবেস্ মিচেল সাহেব লিখিয়াছেন যে, বিপ্লবের পর তাঁহার অধীন কোনো কুঠীতে দ্বারবানের কাজ খালি হয়। জমাদার, পদপ্রার্থী কয়েক ব্যক্তিকে লইয়া আসে, ইহাদের মধ্যে দুর্গাসিংহ নামক এক ব্যক্তি নিয়োজিত হয়। দুর্গাসিংহ ১৮৫৭ অব্দের বিপ্লবে ৯-সংখ্যক পদাতিক-দলে ছিল। এই পদাতিক-দল অফিসরদিগের জীবনহানি করে নাই। দুর্গাসিংহ কহিয়াছে যে, সে স্বয়ং দুইজন ইউরোপীয়কে দেখিয়াছে। একজন মীরাটের উত্তেজিত সিপাহি-দলে ছিল। এই ব্যক্তি বুদলে-কা-সরাইর যুদ্ধে নিহত হয়। অপর ব্যক্তি রোহিলখণ্ডের বেরিলীর সিপাহি-দিগের সহিত দিল্লীতে উপস্থিত হয়। এই ব্যক্তি পদগৌরবে সেনাপতি বখ্ত খাঁর অব্যবহিত নিম্নে ছিল। দিল্লীর অবরোধকালে ইহার উপর কামান পরিচালনের ভার ছিল। কোথায় কি ভাবে কামান সন্নিবেশিত করিতে হইবে, কামান কত উচ্চ

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:22 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

এদিকে হতাবশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রত্যাবর্তিত হইল। রাত্রিকালে দুর্গস্থিত লোক পলায়ন করিল। পরদিন ইংরেজ সৈন্য দুর্গ ধ্বংস করিয়া ফেলিল। তাহারা ১৭ই এপ্রিল বিশ্রাম করিয়া, তৎপর দিন রোহিলখণ্ডের অভিমুখে যাত্রা করে। ২২শে এপ্রিল রামগঙ্গার তটবর্তী শীর্ষা নামক স্থানে ইহারা বিপক্ষদিগকে (ইহাদের মধ্যে নৃপৎসিংহের অনুচরগণও ছিল।) দেখিতে পায়। বিপক্ষগণ নৌসেতু দ্বারা রামগঙ্গা পার হইয়া পলায়ন করিতেছিল। কয়েকজন ইংরেজ-সৈনিক নদী উত্তীর্ণ হইয়া, ইহাদিগকে আক্রমণ করে। ইহারা পরাজিত হয়। অনেকে রামগঙ্গায় নিমজ্জিত হইয়া যায়। বিপক্ষগণ পরাজিত ও দলভ্রষ্ট হওয়াতে রামগঙ্গার নৌসেতু অব্যাহত থাকে। বেলা তিনটার সময়ে সহসা প্রকৃতির প্রশান্তভাবের ব্যাঘাত হয়। প্রচণ্ড ধূলিঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রবলবেগে বৃষ্টি হইতে থাকে। মধ্যে মধ্যে বজ্রনির্ঘোষে চারিদিকের জীবকুল ভীতিবিহ্বল হইয়া উঠে। অবিরল বারিপাতে রামগঙ্গার পরিপুষ্টি ঘটে। ইংরেজ-সৈন্যের যে অংশ অপর তটে ছিল, তাহারা তাঁবু এবং খাদ্যের অভাবে একান্ত বিব্রত হইয়া পড়ে। একটি পরিত্যক্ত পল্লী তাহাদের আশ্রয়স্থান হয়। বিপক্ষ সিপাহিগণ যে সকল নৌকা সংগ্রহ করিয়া, নদী পার হইয়াছিল, তৎসমুদায় প্রবল বাত্যাবেগে নিমজ্জিত বা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং পরিপুষ্ট রামগঙ্গার উত্তরণে একান্ত অসুবিধা ঘটে। এই দুঃসময়ে কমিশরিয়টের গোমস্তা পূর্বপরিচিত হীরালাল চট্টোপাধ্যায় অভীষ্ট পানীয়ের দ্বারা অপর তটস্থিত সৈনিকদিগের তৃপ্তিসাধনে উদ্যত হন। তিনি কাপড়ে চা বাঁধিয়া উক্ত কাপড় মাথায় জড়াইয়া রাখেন, এবং সন্তরণ দ্বারা নদী পার হইয়া সৈনিকদিগের সমক্ষে সমাগত হন। সৈনিকেরা এই চা দ্বারা আপনাদের অবসাদ দূর করে। অফিসরেরা হীরালালকে এইভাবে নদী পার হইতে

করিলে গোলাবৃষ্টির সুবিধা ঘটিবে, উক্ত ইউরোপীয় সৈনিক এই কর্মে ব্যাপৃত থাকিত। ১৪ই সেপ্টেম্বর এই ব্যক্তি সয়তানের ন্যায় অপূর্ব পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। দিল্লী অধিকৃত হইলে উক্ত ইউরোপীয় সেনানায়ক মথুরায় গিয়া, সিপাহিদিগের যমুনা পার হওয়ার বন্দোবস্ত করে। এই সময়ে প্রায় ত্রিশ হাজার সৈন্য বখত্ খাঁর এবং ফিরোজ শাহের অধীন ছিল। ইহাদের শৃংখলা-সম্বন্ধে গোলযোগ ঘটিয়াছিল। কিন্তু সিপাহিগণ বখত্ খাঁ ও ফিরোজ শাহ অপেক্ষা উক্ত ইউরোপীয়কেই অধিক মানিত। এই সিপাহিরা অযোধ্যায় উপনীত হয়। ইউরোপীয় সেনানায়ক তাহাদের সঙ্গে কিছুদিন থাকে। অতঃপর দুর্গাসিংহ ইহাকে রুইয়ায় দেখিতে পায়। ইহারই নিক্ষিপ্ত গুলিতে আড্রিয়ান্ হোপ্ দেহত্যাগ করেন। রুইয়া হইতে ঐ ব্যক্তি বেরিলীতে যায়। নবাবগঞ্জের যুদ্ধে বখত্ খাঁ নিহত হইলে, অনেক সিপাহী নেপালে যায়। অনেকে মহারানীর ঘোষণাপত্র অনুসারে আত্মসমর্পণে উদ্যত হয়। উক্ত ইউরোপীয় ইহাদিগকে পুনর্বার যুদ্ধে প্রবর্তিত করিতে অনেক চেষ্টা করে। কিন্তু তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অবশেষে সে অশ্রুপাত করিতে করিতে কহে যে, তাহার বাড়ি নাই, দেশ নাই, ফিরিয়া যাইবার কোনো স্থান নাই। দুর্গাসিংহের সহিত তাহার এই শেষ দেখা। ইহার পর তাহার অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছিল, জানা যায় নাই। *—Reminiscences &c. Appendix, B.*

Generated on 2019-02-07 14:22 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু হীরালাল তাহাতে নিরস্ত হন নাই। তরুণবয়স্ক বাঙালী যুবক আপনার কর্মপটুতায় অভীষ্ট বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহার সাহস, তাঁহার প্রভুভক্তি, তাঁহার উদ্যম উপস্থিত সময় সবিশেষ কার্যকর হয়।

২৭শে এপ্রেল ব্রিগেডিয়ার ওয়ালপোল প্রধান সেনাপতির সহিত সম্মিলিত হন। ইহাঁরা নৌসেতু দ্বারা রামগঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া, রোহিলখণ্ডে পদার্পণ করেন। যে বিস্তৃত জনপদ একসময়ে ইহাঁদের পদানত ছিল, ইহাঁদের আশ্রিত, অনুগত লোকে যে জনপদে একসময়ে নিরাপদে, নির্বিবাদে কালযাপন করিত, ইহাঁদিগকে এখন সেই জনপদে আধিপত্য স্থাপনের জন্য সৈনিক-দলের সহিত উপস্থিত হইতে হইল। ইহাঁদের সেই আশ্রিত, অনুগত লোকের জন্য এখন অস্ত্রবল আবশ্যক হইয়া উঠিল। স্যার কোলিন্ কাম্প্বেল নিরীহ অধিবাসিদিগের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য যত্নশীল ছিলেন। তিনি আদেশ দিয়াছিলেন যে, কেহ কাহারও সম্পত্তি লুণ্ঠন করিতে পারিবে না বা অকারণে কাহারও জীবনের হানি করিতে চেষ্টা করিবে না। রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত জেলালাবাদে একটি মৃন্ময় দুর্গ ছিল। বিপক্ষেরা পূর্বে এই দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকারে যিনি এই স্থানের তহশীলদার ছিলেন, কথিত আছে, বিপক্ষদলের সহিত তাঁহার সংযোগ ছিল। এই সময়ে একজন ইংরেজ অফিসর প্রতিশ্রুত হন যে, তহশীলদার আত্মসমর্পণ করিলে তাঁহার জীবনের কোনোরূপ অনিষ্ট করা হইবে না। তহশীলদার এই প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া, আত্মসমর্পণ করেন, কিন্তু মাজিস্ট্রেটের বিচারে তাঁহার ফাঁশি হয়। ফাঁশির পূর্বক্ষণে তিনি ধীরভাবে কহিয়াছিলেন যে, ইংরেজ অফিসরের অসত্য বাক্য তাঁহাকে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছে। স্যার্ কোলিন্ কাম্প্বেল মাজিস্ট্রেটের কর্মে সাতিশয় ঘৃণা ও বিরক্তি প্রকাশ করেন। শেষে দণ্ডিত ব্যক্তির অপরাধ সপ্রমাণ হওয়াতে লর্ড কানিঙ্ মাজিস্ট্রেটের কার্যের অনুমোদন করিয়াছিলেন।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, প্রধান সেনাপতি তিনজন সেনানায়ককে ভিন্ন ভিন্ন দিকে পাঠাইয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে প্রথমে ব্রিগেডিয়ার ওয়াল্পোলের সহিত তাঁহার সম্মিলন হয়। তৎপরে অন্য দুইজন অধিনায়ক অন্য দিক হইতে তাঁহার শিবিরে উপনীত হন। সম্মিলিত সৈন্য ৫ই মে বেরিলীর অভিমুখে অগ্রসর হয়। বেরিলীর সৈন্য যুদ্ধে সবিশেষ সাহস ও পরাক্রমের পরিচয় দিয়াছিল। অশ্বসাদী গাজীগণ এমন সুকৌশলে, এমন ক্ষিপ্রকারিতার সহিত তরবারি চালনা করিয়াছিল যে, তাহাদের অস্ত্রাঘাতে ইংরেজ-পক্ষের সাতিশয় ক্ষতি হইয়াছিল। ব্রিগেডিয়ার ওয়াল্পোল আহত হইয়াছিলেন, প্রধান সেনাপতির জীবনও সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। যদি একজন সৈনিক তাঁহার আদেশে আক্রমণকারি গাজীকে সঙ্গীনে বিদ্ধ না করিত, তাহা হইলে গাজীর তরবারি বিদ্যুদ্বেগে তাঁহার দেহে নিপতিত হইত। যখন গাজীগণ পরাজিত প্রায় হয়, তখন তাহাদের দলের পাঁচজন মাত্র অশ্বসাদী উন্মুক্ত তরবারি হস্তে লইয়া, এমন তীব্রবেগে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে যে, উহাতে তাহাদের অসীম সাহস ও হস্তলাঘব পরিস্ফুট হয়। পাঁচজনের তরবারির আঘাতে ইংরেজপক্ষের প্রায় একশতজন সৈনিক দেহত্যাগ করে। ইহারা এমন শক্তির

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:22 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

সহিত তরবারির চালনা করিয়াছিল যে, কাহারও মস্তক দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। কাহারও স্কন্ধ হইতে বক্ষঃস্থলের প্রান্তভাগ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। এইরূপে পাঁচজন সাহসী সওয়ার তরবারির প্রয়োগে অসামান্য কৌশলের পরিচয় দিয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে দেহপাত করে। ইংরেজের গোলন্দাজ-দলের একজন সুশিক্ষিত সৈনিক এসময় বিপক্ষদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল ; এই ব্যক্তি সাংঘাতিকরূপে আহত ও ইংরেজের শিবিরে সমানীত হয়। ইহাকে দেখিয়া, সহৃদয় ইংরেজ অফিসরগণ অশ্রুপাত করিতে করিতে কহিয়াছিলেন যে, এই ব্যক্তি এরূপ শিক্ষিত এবং এরূপ সাহসী ছিল যে, যখন তাঁহারা শত্রুপক্ষের নির্দিষ্ট কোনো তোপ বন্ধ করিতে আদেশ দিতেন, তখনই আদেশানুসারে এই সাহসী পুরুষ সেই নির্দিষ্ট তোপটি বন্ধ করিয়া দিত। তাঁহাদের নিকটে এইরূপে সুশিক্ষিত হইয়া, এই ব্যক্তি শেষে তাঁহাদেরই বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ইহা যেরূপ দুঃখজনক, সেইরূপ শোকোদ্দীপক। ৭ই মে বেরিলী অধিকৃত হয়। খাঁ বাহাদুর খাঁ পলায়ন করেন। এইরূপে দিল্লী লক্ষ্ণৌ, কানপুর এবং বেরিলীতে ব্রিটিশ সিংহের চিরজয়ী পতাকা উড্ডীন হয়। ১৮৫৮ অব্দের জুনমাসের মধ্যে বিপক্ষগণ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অন্যান্য স্থান হইতে তাড়িত হয়। তাঁহাদের দল-ভঙ্গ হইয়া যায়। তাঁহাদের বসতিস্থলে এবং তাঁহাদের আধিপত্যের ক্ষেত্রে পুনর্বার ব্রিটিশ কোম্পানির কর্মচারিগণ শাসনদণ্ডের পরিচালনায় প্রবৃত্ত হন।

রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত বিজনৌর জেলাতে গোলযোগ ঘটে। সেক্সপিয়ার এই জেলার মাজিস্ট্রেট ও কলেক্টর ছিলেন। আলীগড় নিবাসী সৈয়দ আহম্মদ সবজজের কর্ম করিতেছিলেন। উপস্থিত বিপ্লবে ইহাঁর যথোচিত রাজভক্তি ও কর্মক্ষমতা পরিস্ফুট হয়। ইহাঁর সাহায্যে ইংরেজেরা অক্ষতশরীরে পলায়নপূর্বক আত্মরক্ষা করেন। ইনি ইংরেজের অনুপস্থিতিকালে বিজনৌরের শাসনকার্যে ব্যাপৃত হন। শেষে বিজনৌরের গোলযোগ অন্তর্হিত হইয়া যায়। দেরাদুনে শান্তি উপস্থিত হয়। মীরাটের মাজিস্ট্রেট ডনলোপ্ সাহেব উত্তেজিত লোকের আক্রমণনিবারণ এবং আপনাদের প্রাধান্যস্থাপনের জন্য অভিনব অশ্বসাদী সৈনিক-দলের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাদের ধূসরবর্ণ সামরিক পরিচ্ছদের নাম খাকি হওয়াতে ইহারা খাকি-রেশেলা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে*। এইরূপে ১৮৫৮ অব্দের জুন মাসের মধ্যে উত্তর ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থান শান্তিপ্রবণ হয়। সাগর ও নর্মদা প্রদেশে, মধ্য-ভারতবর্ষ এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতেও ক্রমে লোকের উত্তেজনা এবং রাজ্যশাসনে নানারূপ অশৃঙ্খলার অবসান ঘটে।

সাগর ও নর্মদা প্রদেশ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অব্যবহিত দক্ষিণে অবস্থিত। ১৮৫৭ অব্দে এই প্রদেশ সাগর, জব্বলপুর, হুসেঙ্গাবাদ প্রভৃতি এগারটি জেলায় বিভক্ত ছিল। ১৮৪৩ অব্দে গোবালিয়রের দরবার যখন ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বিরোধী হন, মহারাজপুরের যুদ্ধে যখন এই বিরোধের পরিসমাপ্তি ঘটে, তখন অপরিচিত ও বিদেশীয় শাসনপ্রণালীতে বিরক্তি প্রযুক্তই হউক, অথবা গোবালিয়রের দরবারের প্ররোচনা প্রযুক্তই হউক, এই প্রদেশের

* *Dunlop, Service and Adventure with the Khakee Ressalah.*

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:22 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

সর্দারগণ এবং সাধারণ লোকে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়। তদানীন্তন গবর্নর জেনেরল লর্ড এলেন্‌বরা এই বিপ্লবের শান্তির জন্য কর্নেল স্লিমানকে নিযুক্ত করেন। স্লিমানের শাসন-প্রণালীর গুণে শান্তি স্থাপিত হয়, লোকেও সন্তুষ্ট হইয়া উঠে। কিন্তু শেষে এই প্রদেশ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের শাসনকর্তার অধীন হয়। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর টমাসন্ সাহেবের পরস্ব-গ্রহণ-বিষয়ণী প্রণালীর দোষে আবার লোকের মধ্যে বিরাগের সঞ্চার হয়। এস্থলে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। ১৮৪৩ অব্দের গবর্নমেণ্ট দিলহোরি নামক স্থানের গোণ্ডরাজার বিশ্বস্ততায় পরিতুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে একটি স্বর্ণপদক উপহার দেন। অমিতব্যয় প্রযুক্ত এই রাজার অনেক ঋণ হইয়াছিল। যখন সাগর ও নর্মদা প্রদেশ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের শাসনকর্তার অধীন হয়, তাহার কিছুকাল পরে রাজা সমস্ত ঋণ পরিশোধ করেন। কিন্তু এই প্রদেশের গবর্নমেণ্টের শাসনপ্রণালী ভিন্নরূপ ছিল। ১৮৫৫ অব্দে লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর দিলহোরির অধিপতির 'রাজা' উপাধির উচ্ছেদে এবং ভূসম্পত্তির গ্রহণে উদ্যত হন। যে বিভাগে রাজার ভূসম্পত্তি ছিল, কাপ্তেন টর্নান্ নামক একজন সহৃদয় রাজপুরুষ সেই বিভাগের শাসনকার্যে নিয়োজিত ছিলেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সিদ্ধান্ত করিলেন যে, রাজা আপন কার্যে অযোগ্যতা দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার 'রাজা' উপাধির উচ্ছেদ ঘটিবে। তদীয় জমিদারী প্রজাদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। তিনি প্রজাদিগের নিকট হইতে শতকরা কিছু উপস্বত্ব পাইবেন। কাপ্তেন টর্নান্ সমবেদনাপর ও উদারপ্রকৃতি ছিলেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের গবর্নমেণ্টের এইরূপ রাজনীতির প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত রাজাকে গবর্নমেণ্টের সিদ্ধান্ত জানাইলেন। বর্ষীয়ান্ পুরুষ সাতিশয় মনঃক্ষোভে গবর্নমেণ্ট প্রদত্ত পদক আপনার বক্ষঃস্থল হইতে খুলিয়া ফেলিলেন, এবং কাপ্তেনকে কহিলেন,–'যাঁহারা তাঁহাকে এই পদক দিয়াছেন, তাঁহারাই এখন তাঁহাকে তাঁহার স্বজাতির, স্ববংশের ও স্বদেশের সমক্ষে অপদস্থ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এই পদকটি যেন তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়।' কাপ্তেন অনেক কষ্টে তাঁহাকে শান্ত করিলেন। গোণ্ডবনের লোকে ভাবিল যে, বৃদ্ধ রাজা গবর্নমেণ্টের বিরোধী হইবেন। কিন্তু এইরূপ অবমাননাতেও ক্ষমতাপন্ন বর্ষীয়ান্ পুরুষের রাজনিষ্ঠা অটল রহিল। রাজার পক্ষসমর্থন করাতে কাপ্তেন টর্নান্ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্নর কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, এজন্য রাজা তাঁহার প্রতি বারংবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশেও ত্রুটি করেন নাই। ১৮৫৭ অব্দে যখন নরসিংহপুর জেলায় বিপ্লবের সূত্রপাত হয়, তখন কাপ্তেন টর্নান আপনার বাসগৃহ পরিত্যাগে সম্মত হন নাই। একদা প্রাতঃকালে তাঁহার গৃহ বহুসংখ্যক বন্দুকধারী লোকে পরিবেষ্টিত হয়। কাপ্তেন টর্নান্ দেখিলেন যে, ইহারা দিলহোরির লোক। তিনি অবিলম্বে দলপতিকে ডাকাইয়া আনিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দলপতি গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন,–'যখন আমাদের উপাধি এবং সম্পত্তি গৃহীত হয়, তখন আপনি আমাদের প্রতি সদয়ভাব দেখাইয়াছেন, এবং আমাদের জন্য যথোচিত চেষ্টা করিয়াছেন। এজন্য আপনাকে তিরস্কৃত হইতে হইয়াছে। এখন আমরা শুনিতেছি যে, গোলযোগ পাকিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং আপনার কার্যের

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:22 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

জন্য এখানে আসিয়াছি, আপনি যেমন আমাদের পক্ষে ছিলেন, আমরাও সেইরূপ আপনার পক্ষে থাকিব। এখন আমাদিগকে কি করিতে হইবে, বলুন।' কাপ্তেন টর্নান্ তাহাদের সাহায্য গ্রহণে সম্মতি প্রকাশ করেন। বিপ্লবের সময়ে এই বংশের যাবতীয় লোক গবর্নমেণ্টের পক্ষে থাকিয়া, যথোচিত রাজভক্তি প্রকাশ করে*।

দিলহেরির রাজার সম্বন্ধে যাহা ঘটিয়াছিল, সাগর এবং নর্মদাপ্রদেশের অধিকাংশ রাজার সম্বন্ধে তাহাই ঘটে, দিলহেরিরাজের রাজনিষ্ঠা ছিল। কিন্তু অন্যান্য রাজা সমভাবে এইরূপ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন নাই। ইহাঁদের মর্মবেদনা হইতে ভয়াবহ ঘটনার উৎপত্তি হয়। স্যার্ হিউ রোজ্ মধ্য-ভারতবর্ষে বিপ্লবের নিবারণে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। ইন্দোর হইতে কাল্পী পর্যন্ত এরূপ বিপ্লব ঘটে যে, উহার নিবারণের জন্য উক্ত ইংরেজ-সেনাপতিকে সবিশেষ প্রয়াস স্বীকার করিতে হয়। রথগড়, সাগর, চন্দেরি, জব্বলপুর প্রভৃতি স্থানে সৈনিক-বলে বিপ্লবের শান্তি ঘটে। রথগড় মধ্য-ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন গিরিদুর্গ। উহা সাগরের চব্বিশ মাইল দূরবর্তী। মহম্মদ ফাজিল খাঁ নামক এক ব্যক্তি, 'মুন্দেশ্বরের নবাব' উপাধি ধারণপূর্বক এই দুর্গে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের প্রতিপক্ষের পরিচালক হন। ১৮৫৮ অব্দের জানুয়ারি মাসে স্যার হিউ রোজ্ দুর্গ আক্রমণ করেন। প্রতিপক্ষের অধিকাংশ পলায়ন করে। ফাজিল খাঁ ধৃত হন। দুর্গের প্রধান দ্বারের নিকটে ইহাঁর ফাঁশি হয়। সাগরের দুর্গে মহিলা এবং বালক-বালিকায় দেড়শতের অধিক লোক অবরুদ্ধ ছিল। ১৮৫৮ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রারম্ভে এই দুর্গ অধিকৃত এবং অবরুদ্ধগণ বিমুক্ত হয়। বানপুরের সাহসী রাজা একসময়ে ইংরেজ পলাতকদিগকে আশ্রয় দিয়াও, শেষে ঘটনাক্রমে নিজের অনিচ্ছায় গবর্নমেণ্টের প্রতিপক্ষ হইয়াছিলেন। শাহগড়ের রাজাও বিপক্ষ-দলে মিশিয়াছিলেন। ইহাঁরা উভয়েই পরাজিত হন। মোগলসম্রাট্ আকবরের সময়ে চন্দেরি একটি প্রধান স্থান ছিল। 'যদি তুমি এমন কোনো নগর দেখিতে ইচ্ছা কর যে, উহার গৃহগুলি প্রাসাদের মতো, তাহা হইলে চন্দেরি দেখ', এই কথা আকবরের রাজত্বকালে প্রবাদ-বাক্য-স্বরূপ হইয়াছিল। ঐ সময়ে চন্দেরিতে ১৪,০০০ প্রস্তরনির্মিত প্রাসাদ, ৩৮৪টি বাজার, ৩৬০টি পান্থশালা এবং ১২,০০০ মস্জিদ ছিল। এই প্রসিদ্ধ নগর প্রতিপক্ষের হস্তগত হইয়াছিল। ১৮৫৮ অব্দের মার্চ মাসে উহা ইংরেজ-সৈন্যের অধিকৃত হয়। সেকেন্দর বেগম আপনার কন্যার নামে ভূপালের শাসনকার্য নির্বাহ করিতেছিলেন। ইহাঁর চেষ্টায় ভূপালে শান্তি অব্যাহত থাকে।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে দক্ষিণ-মহারাষ্ট্রের ভূস্বামিগণ ইনাম কমিশনে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন**। অধিকন্তু এই সময়ে নানা সাহেব এবং তাত্যা টোপের কার্যও ইহাঁদের গোচর হইয়াছিল। সুতরাং ভারতের পশ্চিম প্রান্ত সিপাহিদিগের উত্তেজনাতরঙ্গ হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। কিন্তু এ সময়ে লর্ড এল্‌ফিন্‌স্টোন বোম্বাই-এর গবর্নর ছিলেন। ইহাঁর কর্মকুশলতায় গোলযোগ নিরাকৃত হয়।

---

* *Malleson, Indian Mutiny of 1857, p. 256, note.*

** উপস্থিত গ্রন্থের প্রথম ভাগে ইনাম কমিশনের বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:22 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

দাক্ষিণাপথে হায়দরাবাদের নিজাম এবং তাঁহার চিরপ্রসিদ্ধ মন্ত্রী সলার্‌জঙ্গের কর্ম-ক্ষমতা ও রাজনিষ্ঠার গুণে শান্তির মঙ্গলময় বিধান বদ্ধমূল থাকে। এইরূপে অনেকস্থলে ইংরেজের ন্যায় এতদ্দেশীয়দিগেরও সাহসে, বুদ্ধিকৌশলে, রাজনিষ্ঠার গুণে এবং কর্ম-নৈপুণ্যে বিপ্লবের অবসান ঘটে। কিন্তু মধ্য-ভারতবর্ষের একটি স্থানের বিপ্লব-নিবারণে বহু সৈনিক বল এবং যুদ্ধাভিজ্ঞ সেনাপতির যুদ্ধকৌশল আবশ্যক হয়। ঝাঁশিতে বিপ্লবের পূর্ণবিকাশ ঘটে। রানী লক্ষ্মী বাঈর বীরত্বে ইংরেজ সেনাপতিকে বিব্রত হইতে হয়। পরবর্তী খণ্ডে এই বিষয় বিবৃত হইতেছে।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:22 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

ঝাঁশি—লক্ষ্মী বাঈ

ঝাঁশির সংস্থান—লক্ষ্মী বাঈ—তাঁহার বাল্যবিবরণ—তাঁহার বিবাহ—তাঁহার স্বামীর দেহত্যাগ—ঝাঁশিতে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের অধিকার স্থাপন—ঝাঁশির বিপ্লব—এসময়ে লক্ষ্মী বাঈর কার্য—ইংরেজ সেনাপতির ঝাঁশিতে যাত্রা—তাঁহার সহিত লক্ষ্মী বাঈর যুদ্ধের উদ্‌যোগ—ঝাঁশির দুর্গ আক্রমণ—লক্ষ্মী বাঈর বীরত্ব ও পরাক্রম—তাঁহার ঝাঁশি পরিত্যাগ—ঝাঁশির দুর্গে ইংরেজ-সেনাপতির অধিকারস্থাপন—রাও সাহেব ও তাত্যা টোপের সহিত লক্ষ্মী বাঈর সম্মিলন—কুঁচের যুদ্ধ—ইংরেজ-সৈন্যের কাল্পী অধিকার—রাও সাহেব প্রভৃতির গোবালিয়রে গমন—মহারাজ শিন্ধের পলায়ন—গোবালিয়রে রাও সাহেবের অধিকার স্থাপন—ইংরেজ সেনাপতির গোবালিয়রে যাত্রা—গোবালিয়রের যুদ্ধ—লক্ষ্মী বাঈর যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ—তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন—তাঁহার দেহত্যাগ—গোবালিয়রে মহারাজ শিন্দের পুনর্বার অধিকার-স্থাপন—দামোদর রাও

ঝাঁশি সাগর ও নর্মদা প্রদেশের অন্তর্গত। সাগর ও নর্মদা প্রদেশের উত্তরে ব্রিটিশাধিকৃত বাঁদা, এলাহাবাদ এবং মীর্জাপুর জেলা, দক্ষিণে নাগপুর ও নিজামের রাজ্য, পশ্চিমে গোবালিয়র ও ভূপালরাজ্য। এই প্রদেশের অধিকাংশ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের অধীন ছিল। উহার অন্তর্গত ঝাঁশিতেও লর্ড ডালহৌসীর আদেশক্রমে কোম্পানির আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল। ঝাঁশির বিপ্লবের বর্ণনা করিতে গেলেই ঝাঁশির চির প্রসিদ্ধ রানী লক্ষ্মী বাঈর কথা বলিতে হয়। থর্মাপলির নামে যেমন লিওনিদস, হলদিঘাটের নামে যেমন প্রতাপসিংহ, লোকের মানসপটে আবির্ভূত হন, ঝাঁশির নামে সেইরূপ লক্ষ্মী বাঈ লোকের মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকেন। ঝাঁশির বিপ্লবের প্রসঙ্গে এই বীররমণীর বিচিত্র বিবরণ বর্ণিত হইতেছে*।

কৃষ্ণরাও তাম্বে নামে একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ কৃষ্ণানদীর তীরবর্তী ওয়াঁঈ গ্রামে বাস করিতেন। পেশওয়েগণের অধীনে ইনি মামলতদারের (মাজিস্টেট ও কলেক্টর) পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইহাঁর পুত্র বলবন্তরাও পেশওয়ের সরকারে সেনানায়কের কর্ম করিতেন। বলবন্ত রাওয়ের দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মোরোপন্ত পিতার সহিত পুণায় থাকিতেন। ইনি শেষে পেশওয়ে বাজী রাওয়ের সহোদর চিমাজী আপ্পার সাতিশয় অনুগ্রহভাজন হইয়াছিলেন। বাজীরাও বিঠুরে গেলে চিমাজী আপ্পা কাশীধামে গিয়া বাস করেন। তাঁহার প্রিয় সহচর মোরোপন্ত তাম্বেও সপরিবারে কাশীবাসী হন। এখানে তিনি চিমাজীর দেওয়ানের কর্ম করিতেন।

---

* শ্রীযুত দত্তাত্রেয় বলবন্ত পারসনবীস মরাঠী ভাষায় লক্ষ্মী বাঈর জীবনী প্রণয়ন করিয়াছেন। উপস্থিত বিষয়ের সারাংশ ঐ গ্রন্থ হইতে সংকলিত হইল।

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:22 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

হিন্দুর এই চিরপবিত্র বারাণসীধামে ১৮৩৫ অব্দের ১৯শে নবেম্বর মোরোপন্ত তাম্বের একটি কন্যা ভূমিষ্ট হয়। এই কন্যা পিতৃগৃহে মনু বাঈ নামে পরিচিতা ছিলেন। মনুর বয়ঃক্রম তিন-চার বৎসর হইতে-না-হইতেই, তাঁহার মাতা ভাগীরথী বাঈ দেহত্যাগ করেন। এই সময়ে মোরোপন্তের প্রধান সহায় ও অভিভাবক চিমাজী আপ্পারও মৃত্যু হয়। সুতরাং মোরোপন্ত কাশী পরিত্যাগ পূর্বক বিঠুরে গিয়া, বাজী রাওয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। মাতৃহীন মনু বাঈ পিতার সাতিশয় স্নেহ ও আদরের পাত্রী ছিলেন। তিনি সর্বদা পিতার নিকটে থাকিতেন, পিতার অসামান্য স্নেহ-সহকৃত-আদরে মাতৃ-বিয়োগ-দুঃখ বিস্মৃত হইতেন, পিতৃসমীপে নানা ক্রীড়াকৌতুকে আমোদ লাভ করিতেন। গৃহে কোনো স্ত্রীলোক না থাকাতে বালিকার বাল্যকাল এইরূপে পিতৃসমীপে পুরুষদিগের মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছিল। মনুর লাবণ্যময় দেহ সুপরিস্ফুট গৌরকান্তি, সারল্যময় সদাচার দেখিয়া, বাজী রাওয়ের অনুচরবর্গ তাহাকে আদর করিয়া "ছবেলী" (ময়না) বলিয়া ডাকিতেন। পেশওয়ের দত্তক পুত্র নানা সাহেব ও রাও সাহেবের সহিত এই বালিকা সর্বদা নানা ক্রীড়া করিত। বালিকার প্রতি বাজী রাওয়ের নিরতিশয় স্নেহ ছিল। তাঁহার স্নেহাতিশয্যে বালিকার বাল-স্বভাব-সুলভ আবদার সহজে পূর্ণ হইত। নানা সাহেব যখন অশ্বারোহণে ভ্রমণার্থে বহির্গত হইতেন, তখন মনুও ঘোড়ায় চড়িয়া তাঁহার অনুসরণ করিতেন। নানা সাহেবকে অসিক্রীড়ায় প্রবৃত্ত দেখিলে, মনুও তাঁহার সহিত অসিক্রীড়ায় উদ্যত হইতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ঘুড়ি উড়াইতেন, চক্রক্রীড়া করিতেন, স্বয়ং রানী সাজিয়া, সঙ্গিনীদিগের মধ্যে কাহাকে দাসী, কাহাকেও সখী সাজাইতেন, কেহ তাঁহার আদেশ না মানিলে তাহাকে দণ্ড দিতেন। এইরূপ ক্রীড়ায় তাঁহার অধিকতর আমোদ লাভ হইত। পদচ্যুত পেশওয়ের পুত্রদিগের সহিত তিনি যেরূপ বীরোচিত ক্রীড়াকৌতুকে আমোদিত হইতেন, সেইরূপ লেখাপড়াতেও আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। বাল্যকালে সাধারণভাবে তাঁহার বর্ণপরিচয় হইয়াছিল। কথিত আছে যে, তিনি ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার দিন নানা সাহেবকে ভাইফোঁটা দিতেন। নিয়তির অপরিবর্তনীয় বিধানে সংসারক্ষেত্রে এই উভয়েরই পরিণাম প্রায় একরূপ হইয়াছিল।

একদা একজন জ্যোতিষী মনুর জন্মপত্রিকা দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি রাজমহিষী হইবেন। মোরোপন্ত জ্যোতিষীর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। ইতঃপূর্বে তিনি কন্যার জন্য উপযুক্ত পাত্রের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু সফলমনোরথ হন নাই, এখন জ্যোতিষীর কথায় তাঁর আস্থা জন্মিল না। কিন্তু জ্যোতিষী দৃঢ়তার সহিত বলিলেন যে, তাঁহার গণনার কখনোও অন্যথা হইবে না। এই সময়ে ঝাঁশির মহারাজ গঙ্গাধর রাওয়ের পত্নীবিয়োগ হইয়াছিল। জ্যোতিষী, মোরোপন্তকে তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিতে বলিলেন। মোরোপন্ত জ্যোতিষীর দৃঢ়তা দর্শনে তাঁহাকেই বাজী রাওয়ের অনুরোধপত্র দিয়া, ঝাঁশির অধিপতির নিকটে পাঠাইয়া দিলেন।

গঙ্গাধর রাও কন্যা দেখিবার জন্য একজন অমাত্য পাঠাইলেন। অতঃপর তিনি এই অমাত্যের মুখে মনুর রূপলাবণ্য ও গুণগৌরবের বিবরণ শুনিয়া, বাজী রাওয়ের কথায়

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:22 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

সম্মত হইলেন। ১৮৪২ অব্দের বৈশাখ মাসে মহাসমারোহে ঝাঁশির মহারাজের সহিত অষ্টমবর্ষীয়া মনু বাঈর পরিণয় হইল। জ্যোতিষী আপনার গণনা সফল হইল দেখিয়া, সন্তুষ্ট হইলেন। মোরোপন্ত মহারাজাকে গৌরীদান করিয়া, আপনাকে চরিতার্থ মনে করিলেন। পুরোহিত যখন গঙ্গাধর রাওর বস্ত্রাঞ্চলের সহিত মনুর বস্ত্রাঞ্চলের গ্রন্থিবন্ধন করেন, তখন মনু পুরোহিতকে বলিয়াছিলেন,—'ভালো করিয়া দৃঢ়রূপে গ্রন্থিবন্ধন করুন।' যিনি অতঃপর অপূর্ব তেজস্বিতার সহিত 'মেরি ঝাঁশি দেঙ্গী নেহি' বলিয়া, উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ রাজপুরুষের বিস্ময় জন্মাইয়াছিলেন, অষ্টমবর্ষ বয়সেই তাঁহার এইরূপ বাক্‌চাতুরী পরিস্ফুট হইয়াছিল।

নববধূ রাজবাটীতে প্রবেশ করিলে মহারাষ্ট্রীয় রীতিক্রমে শ্বশুরগৃহে বধূর নূতন নামকরণ হয়। মনুর দেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য নানাভূষণে অধিকতর রমণীয় হইয়াছিল। এই দিব্যকান্তি দর্শনে পুরবাসিদিগের আহ্লাদের অবধি রহিল না। তাহারা বধূকে মূর্তিমতী লক্ষ্মী বলিয়া মনে করিতে লাগিল। এজন্য লক্ষ্মী স্বরূপিণী বধূর নাম 'লক্ষ্মী বাঈ" রাখা হইল। মোরোপন্তের মনু বাঈ পেশওয়ের অনুচরদিগের ছবেলী এইরূপে লক্ষ্মী বাঈ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। বিবাহের পর লক্ষ্মী বাঈয়ের পিতা ঝাঁশির দরবারের অন্যতম সর্দার হইলেন। তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। তাঁহার দ্বিতীয় পত্নীর নাম চিমা বাঈ। ইহাঁর এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে*।

১৮৫০ খ্রীঃ অব্দের অগ্রহায়ণ মাসে লক্ষ্মী বাঈ এক পুত্র প্রসব করেন। নবকুমার লাভে গঙ্গাধর রাও নিরতিশয় আনন্দিত হন। নগরে মহোৎসবের অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু শিশুটির বয়স তিনমাস পূর্ণ হইতে-না-হইতেই, উহার দেহাত্যয় হইল। পুত্রশোকে লক্ষ্মী বাঈ কাতর হইলেন। গঙ্গাধর রাও হৃদয়ে এরূপ আঘাত পাইলেন যে, তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙিয়া গেল। বহু চিকিৎসাতেও তিনি আর সুস্থ হইতে পারিলেন না। দুরন্ত রোগ অবশেষে তাঁহার দুঃসহ শোকের শান্তি করিল। তাঁহার দেহত্যাগের পর ঝাঁশি রাজ্য যেরূপে ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকৃত হয়, তাহা এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে বিবৃত হইয়াছে। মৃত্যুর পূর্বে গঙ্গাধর যথাবিধানে দত্তক গ্রহণ করেন। এই দত্তক পুত্র দামোদর রাও নামে প্রসিদ্ধ হন।

ঝাঁশি ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকৃত হইলে দরবারের কর্মচারিগণকে বিদায় দেওয়া হয়। মোরোপন্ত এবং লক্ষ্মণরাও রানীর বিষয়কার্যের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন। দামোদর রাও সপ্তমবর্ষে (গর্ভাষ্টমে) পদার্পণ করিলে লক্ষ্মী বাঈ ১৮৫৫ অব্দের মাঘ মাসে তাঁহার উপনয়ন সমারোহের সহিত সমাপন করিবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু যথোপযুক্ত অর্থ না-থাকাতে তিনি দামোদর রাওয়ের নামে কোম্পানির সরকারের যে অর্থ গচ্ছিত ছিল, তাহার মধ্যে একলক্ষ টাকা প্রার্থনা করিলেন। গবর্নমেণ্ট ইহাতে এই উত্তর দিলেন যে, দামোদর রাও বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, ঐ টাকার দাবী করিলে, রানী উহা প্রত্যর্পণ করিবেন বলিয়া যদি প্রতিশ্রুত হন এবং তদ্বিষয়ে চারিজন পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত

* এই পুত্র ও কন্যা জীবিত আছেন। পুত্রের নাম চিন্তামণি রাও। ইহাঁদের নিকট হইতে লক্ষ্মী বাঈয়ের মহারাষ্ট্রীয় জীবনী-লেখক অনেক বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:22 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ব্যক্তিকে জামিন দিতে পারেন, তাহা হইলে ঐ টাকা দেওয়া যাইবে। গবর্নমেণ্টের এইরূপ উত্তরে লক্ষ্মী বাঈ সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। কিন্তু উপায়ান্তরের অভাবে তাঁহাকে ঐ প্রস্তাবেই সম্মত হইতে হইল। তিনি লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া, মহাসমারোহে পুত্রের উপনয়ন-সংস্কার সম্পন্ন করিলেন।

লক্ষ্মী বাঈ ধর্মানুষ্ঠানে ও ঈশ্বরচিন্তায় স্বকীয় মানসিক সন্তাপ বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করিতেন। তিনি রাত্রি চারিটার সময়ে শয্যাত্যাগ করিয়া, স্নানাদি কার্য সমাপন পূর্বক শিবপূজায় প্রবৃত্ত হইতেন। আটটার সময়ে তাঁহার শিবপূজা শেষ হইত। তাহার পর পরিচ্ছদাদি পরিধান পূর্বক প্রাসাদ প্রাঙ্গণে চার-পাঁচটি অশ্ব লইয়া প্রায় দুই ঘণ্টাকাল উহাদের চালনা করিতেন। এগারটার সময়ে পুনর্বার স্নান করিয়া শাস্ত্রানুমোদিত প্রাত্যহিক দানধর্মের অনুষ্ঠান পূর্বক ভোজন করিতেন। ভোজনান্তে বেলা তিনটা পর্যন্ত এগারশত রামনাম অষ্টপ্রকার চন্দনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজে লিখিতেন, এবং ঐ কাগজের খণ্ডগুলি গোধূমচূর্ণের গুটিকার মধ্যে পুরিয়া উহা মৎস্যদিগকে খাওয়াইতেন; সায়ংকাল হইতে রাত্রি আটটা পর্যন্ত পুরাণ শ্রবণ করিতেন। যাঁহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিত, তাহারা এইসময়ে সাক্ষাৎ করিত। অনন্তর পুনর্বার স্নান করিয়া, তিনি দেবার্চনায় বসিতেন: ইহার পর রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্বে শয়ন করিতেন। শ্রীমহালক্ষ্মী দেবীর প্রতি তাঁহার সবিশেষ ভক্তি ছিল, তিনি প্রতি শুক্রবার উপবাস করিয়া, সূর্যাস্তকালে মহালক্ষ্মীর মন্দিরে দেবীদর্শনে গমন করিতেন।

পতিবিয়োগের পর লক্ষ্মী বাঈ তিন বৎসরকাল এইরূপে কঠোর ব্রতাচরণে দুর্বহ জীবনভার বহন করিতেছিলেন। তিনি সহসা ব্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধাচরণে উদ্যত হন নাই। ব্রিটিশ কোম্পানির বিচারে তিনি দুঃখিত হইয়াছিলেন, ব্রিটিশ কোম্পানির কার্য নিরতিশয় ন্যায়বহির্ভূত বলিয়া, তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, এই কার্যের প্রতি-রোধের জন্য তিনি যথাশক্তি ন্যায়সম্মত যুক্তি দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু এইরূপ বিচারে, এইরূপ দুঃখের আবেগে, এইরূপ যুক্তিতর্কের মর্যাদাহানিতে তাঁহার হৃদয়নিহিত তুষানল প্রজ্বলিত-পাবকে পরিণত হয় নাই। উপস্থিত বিষয় সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কে সাহেব এইভাবে লিখিয়াছেন,—'ক্রমে অন্যান্য বিষয়ে রানীর যার-পর-নাই বিরক্তি জন্মে, ইহার মধ্যে ইংরেজদিগের অনষ্ঠিত গোহত্যা প্রধান। ধর্মপ্রাণ হিন্দুর নিকটে এই বিষয় সাতিশয় ধর্মহানিজনক। রানী ইহার প্রতিকারের জন্য ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের নিকট আবেদন করিলেন। ঝাঁশির লোকেও গবর্নমেণ্টকে এই বিষয় জানাইয়া প্রতিকারের প্রার্থনা করিল, কিন্তু এই আবেদনের উত্তর সন্তোষজনক হইল না। কর্তৃপক্ষ গোহত্যা-নিবারণে অসম্মত হইলেন; গবর্নমেণ্ট আবার রানীর বিরক্তি-বৃদ্ধির কারণ হইয়া উঠিলেন।' অতঃপর কে সাহেব রানীর সম্বন্ধে এইভাবে লিখিয়াছেন,—'ইহার পর রানীকে তাঁহার স্বামীর ঋণ পরিশোধ করিতে বলা হইল। রানী এই অসঙ্গত আদেশের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাইলেন। এবারেও ইন্দোরের রেসিডেণ্ট্ স্যার রবার্ট হ্যামিল্টন রানীর কথা রক্ষা করিতে লেপ্টেনেণ্ট গবর্নরকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর পূর্বের ন্যায় অটলভাবে রহিলেন। অতঃপর রানীর বৃত্তির কিয়দংশ রদ করা

Generated on 2019-02-07 14:22 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

হইল।* রানী যুক্তিসঙ্গতভাবে কহিলেন যে, তদীয় স্বামীর দেনা তাহার নিজের দেনা নহে, সুতরাং তিনি উহার জন্য দায়ী হইতে পারেন না। তিনি ঝাঁশি ছাড়িয়া পুণ্য-ক্ষেত্র বারাণসীতে বাস করিবার অনুমতি প্রার্থনার জন্য গবর্নমেণ্টের নিকটে আবেদন করিতে প্রস্তুত আছেন। রানীর সহিত যেরূপ ব্যবহার করা হইয়াছিল, তাহার পরিণামে যে কি হইবে, বলিতে পারি না। কিন্তু এ সম্বন্ধে যাবতীয় কার্য এরূপ অনুদারতামূলক এবং এরূপ ন্যায়বহির্ভূত যে, কল্‌বিন সাহেব যদি ইহার কুফলের বিষয় ভাবিতেন, তাহা হইলে তিনিও চমকিত হইতেন**। এইরূপে গবর্নমেণ্টের প্রতি রানীর বিরাগ ক্রমে ঘনীভূত হইতে লাগিল। তাঁহার যেরূপ পুরুষোচিত ক্ষমতা, সেইরূপ নারীজনোচিত হিংসা প্রবৃত্তি ছিল। তিনি ঝটিকা সঞ্চারের প্রতীক্ষায় রহিলেন। রানী নিশ্চিন্ত বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার সময় উপস্থিত হইবে। ১৮৫৭ অব্দে তাঁহার বয়স ঊনত্রিশ কি ত্রিশ বৎসর হইয়াছিল***। তাঁহার যেরূপ তীক্ষ্ন বুদ্ধি, সেইরূপ কর্তব্যসাধনে দৃঢ়তা বাক্‌কৌশল ও উৎকৃষ্ট যুক্তি-বিন্যাস-প্রণালী ছিল। তিনি কমিশনর বা গবর্নরের নিকটে আপনার বিষয় বিশদরূপে বলিতে পারিতেন; যখন ইংরাজ রাজপুরুষের সহিত কথা কহিতেন, তখন আপনার অন্তর্নিগূঢ় বিরক্তি বা ক্রোধ চাপিয়া রাখিতেন। তাঁহার বিরুদ্ধে নানা কথা প্রচারিত হইয়াছিল; কিন্তু এইরূপ বিরুদ্ধ কথা প্রচার করা আমাদের একটা রীতি। যখন কোনো রাজ্য অধিকৃত হয়, তখন রাজ্যভ্রষ্ট ভূপতি অথবা তাঁহার উত্তরা-ধিকারীর বিরুদ্ধে নানা কথা প্রচারিত হইয়া থাকে। কথিত আছে রানী অপরের ক্ষমতায় বশীভূত ও পরিচালিত বালিকামাত্র ছিলেন। তিনি অমিতাচারে অনুক্ষণ আসক্ত থাকিতেন। রানী যে, কেবল বালিকা নহেন, তাহা তাঁহার কথাবার্তাতে প্রকাশ পাইত। তাঁহার অমিতাচার অপরের কল্পনামূলক ব্যতীত আর কিছুই নহে****।'

---

* গবর্নমেণ্ট রানীকে মাসিক পাঁচ হাজার টাকা বৃত্তি দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। রানীর মহারাষ্ট্রীয় জীবনী-লেখক বলেন, রানী এই বৃত্তিগ্রহণে সম্মত হন নাই। তাঁহার যে কিছু অর্থ সঞ্চিত ছিল, তদ্দ্বারা তিনি কোনোরূপে দিনপাত করিতেন।

** মাংসে বিদ্ধ কন্টকের ন্যায় নিম্নলিখিত পরস্ব-গ্রহণ-কর্মেও অল্প উত্তেজনার উদ্দীপক নহে, ঝাঁশির পূর্বদিকে নগরপ্রাচীরের বহির্ভাগে লক্ষ্মীদেবীর মন্দির আছে। গঙ্গাধর রাওর পূর্বপুরুষ দেবসেবার জন্য দুইখানি গ্রামের উপস্বত্ব নির্দিষ্ট করিয়া গিয়াছিলেন। গঙ্গাধর রাওর মৃত্যু হইলে ডেপুটি কমিশনর এই বন্দোবস্ত পূর্বের ন্যায় রাখিতে গবর্নমেণ্টকে অনুরোধ করেন। কিন্তু গ্রাম দুইখানি অধিকার করিবার আদেশ দেওয়া হয়। রানী ইহার প্রতিবাদ করেন। এই বিষয় পুনর্বার গবর্নমেণ্টের বিচারের জন্য যায়। ইহার ফল পূর্ববৎ হয়। কিন্তু গবর্নমেণ্টের আদেশ কার্যে পরিণত হইতে-না-হইতেই ঝাঁশিতে বিপ্লব ঘটে।

*** উক্ত জীবনীতে উক্ত হইয়াছে যে, ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে লক্ষ্মীবাঈর জন্ম হয়। সুতরাং ১৮৫৭ অব্দে তাঁহার বয়স বাইশ বৎসরের অধিক হয় নাই।

**** *Kaye, Sepoy War, Vol. III, pp. 562-63*

স্যার জন্‌ মালকম্‌ও রানীর সুচরিত্রের যথোচিত প্রশংসা করিয়াছেন। উপস্থিত গ্রন্থের প্রথম ভাগে ইহা বিবৃত হইয়াছে।

Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:22 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

উপস্থিত সময়ে ঝাঁশিতে ১২-সংখ্যক এতদ্দেশীয় পদাতিক-দলের একাংশ, ১৪-সংখ্যক অনিয়মিত অশ্বারোহি-দলের একাংশ এবং কতিপয় গোলন্দাজ সৈনিক ছিল। কাপ্তেন ডনলূপ এই সকল সৈনিকের অধিনায়ক ছিলেন। ঝাঁশি যেদিন ব্রিটিশ-রাজ্যের সহিত সংযোজিত হয়, সেইদিন হইতে কাপ্তেন স্কীন কমিশনরের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ঝাঁশিতে যে কোনোরূপ গোলযোগ ঘটিবে, ইহাতে কাপ্তেন স্কীনের বিশ্বাস ছিল না। যখন মীরাটে গোলযোগ ঘটে, তখনও কাপ্তেন স্কীনের বিশ্বাস জন্মে নাই যে, ঝাঁশির সিপাহিরা গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবে, অথবা বাহিরের লোকে সিপাহিদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিবে। তিনি ১৮ই মে আগ্রায় এইভাবে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন,—'এইস্থানে যে কোনোরূপ আশঙ্কার কারণ আছে, তাহা আমার মনে হয় না। এখানকার সৈনিকেরা বিশ্বস্তভাবে আছে, এবং মীরাট ও দিল্লীর ঘটনায় অসীম ঘৃণা প্রকাশ করিতেছে। ইহারা কাপ্তেন ডনলোপের ন্যায় একজন উপযুক্ত অধিনায়কের অধীন রহিয়াছে। ইহাদিগকে কি ভাবে পরিচালিত করিতে হয়, তাহা তিনি জানেন। তিনি ইহাদের মধ্যে কোনোরূপ অসন্তোষের কারণ দেখিতে পাইতেছেন না।' মে মাস অতীত হইল। জুন মাসের প্রারম্ভে কমিশনর সাহেব সিপাহিদিগের এইরূপ অনুরক্তি ও প্রভু-ভক্তির বিষয়ে নিঃসন্দেহ রহিলেন। তিনি কোনোরূপ বিপদের আশঙ্কা করেন নাই। কিন্তু দেখিতে দেখিতে বিপদের পূর্বসূচনা ঘটিতে লাগিল।

কমিশনর সাহেব ৩রা জুন নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে সিপাহিদিগের প্রভুভক্তির বিষয় প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহার একদিন কি দুইদিন পরে দিবাভাগে সৈনিক-নিবাসের দুইখানি বাংলা পুড়িয়া গেল। ৫ই [জুন] দুর্গের দিকে বন্দুকের শব্দ হইতে লাগিল। কর্তৃপক্ষ আর কোনোদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, আর কোনো বিষয় না ভাবিয়া, আত্মরক্ষায় ও সম্পত্তি-রক্ষায় উদ্যত হইলেন। যুদ্ধাসমর্থ ইউরোপীয়গণ পরিবারবর্গ ও সম্পত্তি লইয়া নগরের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সিপাহিদিগের অফিসরগণ সৈনিক-নিবাসে রহিলেন। কাপ্তেন ডনলোপ এবং তাঁহার সহযোগিগণ সিপাহিদিগকে শান্তভাবে রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সিপাহিরা নিমকের মর্যাদা রক্ষা করিল না। পরদিন প্রাতঃকালে কাওয়াজ হইবে বলিয়া আদেশ প্রচারিত হইল। নির্দিষ্ট সময়ে এতদ্দেশীয় অফিসরগণ ঝাঁশির সিপাহিদিগের সহিত কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইলেন। সিপাহিগণ এ সময়ে কোনোরূপ উত্তেজনার পরিচয় দিল না। তাহারা প্রশান্তভাবে যথোচিত সম্মানসহকারে অধিনায়কের আদেশের অনুবর্তী হইল। কিন্তু এইরূপ প্রশান্তভাবে, এইরূপ সম্মান প্রদর্শনে কোনো ফল হইল না। ঝটিকার প্রারম্ভে প্রকৃতি যেমন প্রশান্তভাবে থাকে, সিপাহিদিগের বাহ্যভাবও সেইরূপ প্রশান্ত রহিল। এই সময়ে স্কীন এবং গর্ডন সাহেব সৈনিক-নিবাসে গিয়া, কাপ্তেন ডনলোপের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অনন্তর স্কীন সাহেব দুর্গে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। গর্ডন সাহেব আপনার গৃহে গিয়া, ভোজন সমাপন পূর্বক সাহায্য প্রাপ্তির প্রত্যাশায় পার্শ্ববর্তী সর্দারদিগের নিকটে পত্র লিখিলেন। কিন্তু বিপদ অনিবার্য হইয়া উঠিল। ঐ দিন প্রাতঃকালে সমগ্র সিপাহি-দল গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া, আপনাদের অফিসরদিগের উপর গুলি চালাইতে লাগিল। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে প্রায়

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:22 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

সকলেই নিহত হইলেন। কেবল একজন অধিনায়ক গুরুতররূপে আহত হইয়াও, কোনো-রূপে অশ্বারোহণ পূর্বক দুর্গে প্রস্থান করিলেন। উত্তেজিত সিপাহিগণ সৈনিক-নিবাস এইরূপে নরশোণিতে রঞ্জিত করিল। অতঃপর তাহারা কারাগারের কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দিল, কাছারিঘর পুড়াইয়া ফেলিল। অবশেষে উত্তেজিত সিপাহী, কারামুক্ত কয়েদী, বিশ্বাসঘাতক পুলিস প্রহরী, সকলে মিলিয়া, দুর্গ অবরোধ করিল।

৭ই জুন দুর্গবাসী ইউরোপীয়দিগের অদৃষ্টচক্র আবর্তিত হইল। চারিদিক করাল মেঘমালায় সমাবৃত হইয়াছিল ; প্রবলবেগে ঝটিকার সঞ্চার ঘটিয়াছিল। এই ভয়ঙ্কর ঝটিকাপাতের মধ্যে পলায়ন পূর্বক প্রাণরক্ষা করা ইউরোপীয়দিগের সুসাধ্য হইল না। সুতরাং তাঁহারা এখন নিরুপায় হইয়া, এক সময়ে যাঁহার প্রতি অন্যায় ব্যবহারের একশেষ করিয়াছিলেন, তাঁহারই শরণাগত হইলেন। ৭ই জুন প্রাতঃকালে কাপ্তেন স্কীন দুর্গ হইতে নিরাপদে স্থানান্তরে চলিয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত লক্ষ্মী বাঈর নিকটে কতিপয় কর্মচারী পাঠাইলেন। কথিত আছে, ইহাঁরা পথিমধ্যে অবরুদ্ধ ও রানীর নিকটে আনীত হইলেন। রানী ইহাঁদিগকে উত্তেজিত সিপাহিদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। এই সকল সিপাহির অস্ত্রাঘাতে ইহাঁদের প্রাণান্ত ঘটিল*। ঝাঁশির প্রধান সদর আমীন রানীর ভৃত্যগণ কর্তৃক নিহত হইলেন। স্কীন ও গর্ডন সাহেব সেইদিন রানীর নিকটে বারংবার পত্র লিখিলেন। কিন্তু ইহাঁদের পত্র কোথায় গেল, তাহার কোনো নিদর্শন পাওয়া গেল না। বেলা দুই ঘটিকার পর উত্তেজিত লোকে দুর্গ আক্রমণ করিল। কিন্তু ইহাতে দুর্গবাসিদিগের কোনোরূপ ক্ষতি হইল না। ৮ই জুন প্রাতঃকালে তাহারা আবার অধিকতর উৎসাহের সহিত আক্রমণ করিল। দুর্গের বহির্ভাগে সশস্ত্র লোকে যেমন ইউরোপীয়দিগের শোণিতপাতে সচেষ্ট হইয়াছিল, দুর্গের অভ্যন্তরেও সেইরূপ নিরস্ত্র বিশ্বাসঘাতকগণ তাঁহাদের অনিষ্টসাধনে অগ্রসর হইয়াছিল। আক্রমণকারিদিগের প্রবেশের জন্য দুর্গদ্বার খুলিয়া দিবার চেষ্টা হয়। সৌভাগ্যক্রমে উপযুক্ত সময়ে এইরূপ চেষ্টার প্রতিরোধ করা হয়। ইহাতে কিছুকালের জন্য দুর্গবাসিগণ অক্ষত-শরীরে থাকেন। কিন্তু আক্রমণ-কারিদিগের উদ্যম নিষ্ফল করিবার সুযোগ ঘটিল না। কাপ্তেন গর্ডন নিহত হইলেন। আহারসামগ্রী ও গোলাগুলি নিঃশেষ-প্রায় হইল। চারিদিকে আক্রমণকারিদিগের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সুতরাং আক্রমণকারিদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ ব্যতীত আর কোনো উপায় রহিল না। কাপ্তেন স্কীন অগত্যা সন্ধিসূচক শ্বেতপতাকা উড়াইয়া দিলেন।

সিপাহিদিগের অধ্যক্ষগণ ইহা দেখিয়া, দুর্গদ্বারে সমাগত হইল এবং কাপ্তেন স্কীনকে সন্ধিস্থাপনের জন্য গম্ভীরভাবে শপথ করিতে দেখিয়া, শালে মহম্মদ নামক একজন নেটিব ডাক্তারের দ্বারা জানাইলেন যে, যদি ইংরেজেরা অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক দুর্গ সমর্পণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করা হইবে না। এই প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল। দুর্গ-বাসিগণ অস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিলেন। দুর্গ হইতে যাত্রা করিবার আয়োজন হইতে

* ইহা ইংরেজ-লেখকদিগের কথা। লক্ষ্মী বাঈর জীবনী-লেখক যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে এরূপ ঘটনার উল্লেখ নাই।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:22 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

লাগিল। কিন্তু হতভাগ্যদিগের নিষ্কৃতিলাভ ঘটিল না। দুর্গদ্বার অতিক্রম করিতে-না-করিতেই সশস্ত্র সিপাহিগণ তাঁহাদের মধ্যে আসিয়া পড়িল, এবং হাত বাঁধিয়া তাঁহাদিগকে বন্দী করিল। এখন বাধা দিবার—আত্মরক্ষা করিবার আর কোনো উপায় রহিল না। আক্রান্তগণ নিরীহ মেষপালের ন্যায় স্থিরভাবে রহিলেন। অবরুদ্ধদিগকে রাজপথ দিয়া নগরের বহির্ভাগে লইয়া যাওয়া হইল। কতিপয় সওয়ার এই সময়ে আসিয়া কহিল, রেশেলাদারের হুকুম, অবরুদ্ধদিগকে বধ করিতে হইবে। অনন্তর এই শোচনীয় দশাগ্রস্ত জীবদিগকে বৃক্ষশ্রেণীর নিকটে শ্রেণীবদ্ধভাবে রাখা হইল। জেলের সুপারিনটেণ্ডেটের পরমবিশ্বাসের পাত্র দারোগা এই ভয়ঙ্কর কার্যের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিল। জেলদারোগা সর্বপ্রথম আপনার প্রাচীন মনিবের প্রাণ সংহার করিল। মহিলাগণ ও বালক-বালিকা-দিগকে পুরুষগণ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে রাখা হইল। ইহাঁদের সকলেই ঘাতকদিগের অস্ত্রাঘাতে দেহত্যাগ করিলেন। ইহাঁদের দেহ তিনদিন পর্যন্ত রাস্তায় ফেলিয়া রাখা হইল। পরে অতি সামান্যভাবে একভাগে পুরুষদিগের, অন্যভাগে নারীদিগের সমাধি হইল। এইরূপে পঞ্চাশ-ষাট জন নিরীহ ও নিরপরাধ খ্রীস্টধর্মাবলম্বীর শোণিতে নবাধিকৃত ঝাঁশি কলঙ্কিত হইল*।

মহামতি কে সাহেব এইভাবে ঝাঁশির শোচনীয় ঘটনার বিবরণ দিয়াছেন। ইহার পর তিনি লিখিয়াছেন,—'বিশ্বাস্য প্রমাণ অনুসারে জানা গিয়াছে যে, এই ভয়ঙ্কর নরহত্যার সময়ে রানীর ভৃত্যদিগের মধ্যে কেহই উপস্থিত ছিল না। প্রধানতঃ ইহা আমাদের পুরাতন লোকের কর্ম। অনিয়মিত অশ্বারোহিদল হইতে এই নরহত্যার আদেশ প্রচারিত হয়। জেলদারোগা ইহার কর্তৃত্ব গ্রহণ করে'**। কে সাহেবের এইরূপ উক্তিতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ঝাঁশির নরহত্যাকাণ্ডে রানী লক্ষ্মী বাঈ লিপ্ত ছিলেন না।

মহারাষ্ট্রীয় লেখকদিগের মতে পঁচাত্তরজন সাহেব, উনিশটি বিবি এবং তেইশটি বালক-বালিকা নিহত হয়। এইরূপ নৃশংস কর্মে রানীর কোনোরূপ সম্বন্ধ ছিল কি না, লক্ষ্মী বাঈর জীবনীতে তদ্‌বিষয় এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে,***—

জুন মাসের প্রারম্ভে ঝাঁশির সৈনিকদিগের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার দেখিয়া, ডেপুটি কমিশনর কাপ্তেন গর্ডন এবং অপর ইউরোপীয়গণ ঝাঁশির রানীর নিকটে আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় এবং ঝাঁশি রক্ষার জন্য সৈন্য প্রার্থনা করেন। রানী প্রার্থনাপূরণে সম্মত হন, কিন্তু তাঁহার সৈন্যসংখ্যা অধিক ছিল না, এজন্য তিনি সমাগত রাজপুরুষদিগের নিকটে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করেন। সে সময়ে এই প্রস্তাব রাজপুরুষদিগের অনুমোদিত হয়।

---

* *Kaye, Sepoy War, Vol. III, p. 369.*

** *Ibid.*

*** লক্ষ্মী বাঈর একজন পুরাতন কর্মচারী ঝাঁশির যুদ্ধ দেখিয়াছিলেন। ইনি উজ্জয়িনীতে গিয়া বাস করেন। উজ্জয়িনীর জজ রাও বাহাদুর চিন্তামণি নারায়ণ বৈদ্য এম্‌. এ.; এল-এল. বি. ঐ কর্মচারীর নিকট হইতে উপস্থিত বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

Generated on 2019-02-07 14:22 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

প্রথম দিন এইভাবে অতিবাহিত হইল। পরদিন গর্ডন সাহেব একাকী রানীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহাকে কেবল আপনাদের কুলমহিলাগণ ও বালক-বালিকাদিগের সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। রানী সম্মত হইলেন। তৎপরদিন ইংরেজ-রমণীগণ সন্তানদিগকে লইয়া, রানীর প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। রানী যথোচিত সৌজন্য প্রকাশ পূর্বক তাঁহাদের অবস্থিতির জন্য স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন, এবং তাঁহাদের রক্ষার জন্য উপযুক্ত প্রহরী নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু তাঁহারা দীর্ঘকাল রানীর তত্ত্বাবধানে থাকিলেন না। সিপাহিরা গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইল। ইংরেজেরা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, এবং আপনাদের আশ্রয়স্থল অধিকতর সুরক্ষিত ও নিরাপদ মনে করিয়া, কুলমহিলাগণ ও বালক-বালিকাদিগকে তথায় লইয়া গেলেন। মহিলারা রানীর প্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেও রানী দুই-তিনদিন পর্যন্ত প্রত্যহ রাত্রিকালে উত্তেজিত সিপাহিদিগের অজ্ঞাতসারে, তাঁহাদের আহারার্থে তিনমণ গমের রুটি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

অতঃপর তাঁহাদের অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা কে সাহেবের লিখিত বিবরণে পরিব্যক্ত হইয়াছে। উত্তেজিত লোকের অস্ত্রাঘাতে যত ইউরোপীয় স্ত্রী-পুরুষ ও বালক-বালিকা দেহত্যাগ করে, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। রানীর যদি উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্য ও সুদক্ষ কর্মচারী থাকিত, তাহা হইলে ৮ই জুন ঝাঁশিতে এই সকল অসহায় ইউরোপীয়ের শোণিতপাত হইত না। রানী, মুন্সী অযোধ্যা প্রসাদ দ্বারা কাপ্তেন গর্ডন সাহেবকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তিনি আদেশ পাইলে এই বিপত্তিকালে তাঁহাদের সাহায্যের জন্য ঠাকুর-জাতীয়-সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারেন। ইহার উত্তরে গর্ডন সাহেব কহিয়াছিলেন,—'আমরা আপনাদের সাহায্য গ্রহণের ইচ্ছা করি না। আমাদের বিষয় না ভাবিয়া, আপনারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করুন।' সুতরাং আক্রান্ত ইউরোপীয়দিগের রক্ষার জন্য রানীর সমক্ষে আর কোনো উপায় ছিল না। সিপাহিরা দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করিলে রানী ইউরোপীয়দিগের শবগুলির যথারীতি সৎকার করাইয়াছিলেন। দুইজন ইংরেজ এবং একটি ইংরেজ মহিলা এই ভয়ঙ্কর ঘটনা হইতে কোনোরূপে প্রাণ রক্ষা করেন। ইহাঁদের মধ্যে মার্টিন নামক একব্যক্তি আগ্রায় থাকেন। ইনি রানীর দত্তক পুত্র শ্রীযুত দামোদর রাওয়ের নিকটে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছিলেন,—'আপনার মাতৃদেবীর প্রতি সাতিশয় ন্যায়বিরুদ্ধভাবে এবং নির্দয়রূপে এ বিষয়ের দোষভার সমর্পিত হইয়াছে। আমি ব্যতীত আর কেহই প্রকৃত ঘটনা জানেন না। আপনার গরীব মাতাঠাকুরানী ১৮৫৭ অব্দের জুন মাসে ঝাঁশির ইউরোপীয় অধিবাসিদিগের নিধনব্যাপারে কোনো অংশে লিপ্ত ছিলেন না। ইউরোপীয়গণ দুর্গে গেলে তিনি দুই-দিন তাঁহাদের খাদ্যসামগ্রী পাঠাইয়া দেন। করেরা হইতে একশত বন্দুকধারী লোক আনিয়া, তাঁহাদের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। কিন্তু ইংরেজেরা এই সকল লোককে একদিন দুর্গে রাখিয়া, পরে বিদায় দেন। ইহার পর রানী মেজর স্কীন এবং কাপ্তেন গর্ডনকে পলায়ন পূর্বক দতিয়া নামক স্থানের রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিতে অনুরোধ

Digitized by Google		Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:22 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

করেন। এই অনুরোধও রক্ষিত হয় নাই। অবশেষে তাঁহারা আপনাদের সৈন্য ও পুলিশ প্রহরী প্রভৃতি কর্তৃক নিহত হন*।'

উত্তেজিত সিপাহিরা ইউরোপীয়দিগকে বধ করিল, ছাউনি লুঠিয়া লইল, ঝাঁশির দুর্গে—ঝাঁশির সৈনিক-নিবাসে স্বপ্রধান হইয়া উঠিল, ইহার পর রাজপ্রাসাদ তাহাদের লক্ষ্য হইল। তাহারা প্রাসাদ অবরোধ করিল। তাহাদের দলপতি রানীকে কহিল, তাহারা দিল্লীতে যাইতেছে, এখন তিনলক্ষ টাকা না পাইলে তোপে রাজপ্রাসাদ উড়াইয়া দিবে। রানীর যথোচিত প্রত্যুৎপন্নমতি ছিল। তিনি বিপদে অভিভূত না হইয়া, বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহার রাজ্য, তাঁহার সম্পত্তি, সমস্তই পরহস্তগত হইয়াছে। তিনি এখন দারিদ্র্যে নিপীড়িত, এখন পর-মুখ-প্রেক্ষিণী-অনাথা। তাঁহার ন্যায় দরিদ্র-অনাথার উপর অত্যাচার করা তাঁহার স্বদেশীয় সিপাহিদিগের উচিত নয়। কিন্তু সিপাহিরা এই কাতরোক্তিতে কর্ণপাত করিল না। এদিকে রানীর পিতা সিপাহিদিগকে শান্ত করিবার জন্য তাহাদের সর্দারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি অবরুদ্ধ হইলেন। সিপাহিরা কহিল, কিছু টাকা না পাইলে তাহারা রানীর দায়াদ সদাশিব রাও নারায়ণকে ঝাঁশির গদিতে প্রতিষ্ঠিত করিবে। রানী নিরুপায় হইলেন। তিনি পিতাকে বিমুক্ত করিতে কহিলেন; এবং আপনার সম্পত্তি হইতে অলংকারাদিতে একলক্ষ টাকা দিয়া, সিপাহিদিগকে শান্ত করিলেন। সিপাহিরা অর্থলাভে উৎফুল্ল হইয়া,—'মুলুক খোদাকা, মুলুক বাদশাহকা, অম্মল (আমল) রানী লক্ষ্মী বাঈকা'—এইরূপ ঘোষণা করিতে করিতে দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করিল। রানী এই বিষয় ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকটে লিখিয়া পাঠাইলেন।

কর্নেল মালিসন্ সাহেব এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, সিপাহিরা টাকা চাহিয়াছিল, রানী ঝাঁশির গদিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি অর্থের বিনিময়ে অভীষ্ট পদ লাভ করেন। সিপাহিরা উৎকোচে বশীভূত হইয়া, লক্ষ্মী বাঈ ঝাঁশির রানী বলিয়া, ঘোষণা করে**। কে সাহেবও এইভাবে লিখিয়া গিয়াছেন***। কিন্তু উল্লিখিত ঘটনায় প্রতিপন্ন হইবে যে, রানী ঝাঁশির গদি লাভের জন্য সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হন নাই। তিনি একান্ত নিরবলম্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন। অর্থদান ভিন্ন উত্তেজিত সিপাহিদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের আর কোনো উপায় ছিল না। সিপাহিদিগের দলভুক্ত হইলে তিনি আপনার অলঙ্কারাদি দিতেন না বা এই অর্থদানের বিষয় ইংরেজ

* মূল পত্রখানি পরিশিষ্টে উদ্ধৃত হইল। কে সাহেব লিখিয়াছেন (*Sepoy War, Vol. III, p. 365*) রানী ৬ই জুন অপরাহ্ণকালে পতাকা উড়াইয়া বহুসংখ্যক অনুচরের সহিত সিপাহিদিগের আবাসস্থলে উপনীত হন। আহসুন আলী নামক একজন মোল্লা স্বধর্মনিরত লোকদিগকে উপাসনার জন্য আহ্বান করেন। এইরূপে ইংরেজ-দিগের বিরুদ্ধাচরণের জন্য ইঙ্গিত করা হয়। কর্নেল মালিসনও এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন (*Indian Mutiny. Vol. I, p. 185*). কিন্তু রানীর বিমাতা বলেন যে, এই সময়ে রানী একবারও প্রাসাদ হইতে বহির্গত হন নাই।

** *Malleson, Indian Mutiny, Vol. I, pp. 190-91.*

*** *Kaye, Sepoy War,* Vol. III; *p. 370.*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

রাজপুরুষদিগের গোচর করিতেন না। ঘটনাচক্রের অভাবনীয় আবর্তন তাঁহাকে এইভাবে সিপাহিদিগের সন্তোষসাধনে প্রবর্তিত করিয়াছিল।

সিপাহিরা চলিয়া গেলে রানী গবর্নমেণ্টের নিয়োজিত ফৌজদারির সেরেস্তাদার গোপাল রাও প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে ডাকাইয়া, অতঃপর কর্তব্য নির্ধারণ সম্বন্ধে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। সাগর প্রদেশে এই সময়ে গোলযোগ ঘটে নাই। সুতরাং তথাকার কমিশনর সাহেবকে সাবধান করিবার জন্য ঝাঁশির ঘটনা জানাইতে হইবে, এবং ঝাঁশির সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করা উচিত, তদ্বিষয়ে তাঁহার আদেশ প্রার্থনা করা যাইবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হইল। তদনুসারে গোপাল রাও সমুদয় ঘটনা সাগরের কমিশনর সাহেবের নিকটে লিখিয়া পাঠাইলেন। রানীও স্বয়ং নানা স্থানের রাজপুরুষদিগকে যাবতীয় বিবরণ জানাইয়া, আত্মপক্ষসমর্থন করিলেন। ঝাঁশির কমিশনর কাপ্তেন পিঙ্কনে সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন,—'বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হওয়া গিয়াছে, রানী আমাদের স্বদেশীয়দিগের নিধনে দুঃখ প্রকাশ করিয়া, জব্বলপুরের কমিশনরের নিকটে পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রে উল্লেখ ছিল যে, এই ব্যাপারে তাঁহার কোনোরূপ সংস্রব ছিল না। যাবৎ ইংরেজ গবর্নমেণ্ট ঝাঁশির পুনরধিকারের বন্দোবস্ত না করেন, তাবৎ তিনি ঐ রাজ্য শাসন করিবেন. এইভাবে পত্র লিখিয়া, তিনি ইংরেজ গবর্নমেণ্টের সহিত মিত্রতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।' ইহাতে প্রতিপন্ন হয়, রানী ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধিস্বরূপ ঝাঁশি আপনার অধিকারে রাখিয়াছিলেন*। সে সময়ে ইংরেজ সরকার হইতে কোনো পত্র আসিলে ঝাঁশির কর্মচারিদিগের অব্যবস্থিততায় রীতিমত উহার উত্তর দেওয়া হইত না, সুতরাং অনেক সময়ে রানীর উদ্দেশ্য ইংরেজ রাজপুরুষদিগের গোচর হইত না। এইরূপ গোলযোগের মধ্যেও রানীর পূর্বোক্ত পত্র যথাস্থানে পেঁছিয়াছিল। কিন্তু বিধাতা রানীর অদৃষ্টলিপি পূর্বেই ঠিক করিয়াছিলেন। সুতরাং উহার বিপর্যয়সাধন হয় নাই। পূর্বে আগ্রা প্রবাসী মার্টিন সাহেবের পত্রের কথা লিখিত হইয়াছে। উক্ত পত্রের একস্থলে উল্লেখ আছে,—'তিনি (রানী) জব্বলপুরের কমিশনর মেজর এরস্কিন এবং আগ্রার প্রধান কমিশনর কর্নেল ফেজারের নিকটে খরিটা (পত্র) পাঠাইয়াছিলেন। আমি এই-পত্র স্বহস্তে আগ্রার প্রধান কমিশনরের নিকটে সমর্পণ করিয়াছিলাম। রানীর কথা শুনিয়া, কমিশনর কি বলেন, জানিতে আমার ঔৎসুক্য জন্মিয়াছিল। কিন্তু ঝাঁশির নাম পূর্বেই তাঁহাদের নিকটে কলঙ্কিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কোনো কথা না শুনিয়াই, রানী অপরাধিনী বলিয়া, সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল।'

এইরূপে অভাগিনীর অদৃষ্টচক্র আবার নিম্নাভিমুখে আবর্তিত হইল। তাঁহার বিশ্বস্ত কর্মচারিগণ অপসারিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা মোরোপন্ত তাদৃশ্য রাজনীতি-চতুর ছিলেন না। তাঁহার দেওয়ান লক্ষ্মণ রাও, অল্পদিন হইল, ঐ পদে

---

* কে সাহেব লিখিয়াছেন যে, তিনি জব্বলপুরের কমিশনর মেজর এরস্কিনের বিজ্ঞাপনীতে এরূপ কোনো কথা প্রাপ্ত হন নাই (*Sepoy War, Vol. III, p. 370.*) কিন্তু আগ্রা প্রবাসী মার্টিন সাহেব স্বয়ং ঘটনা দেখিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সহিত পিঙ্কনে সাহেবের উক্তির সাদৃশ্য আছে।

Digitized by Google   Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:25 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

উন্নীত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহারও তাদৃশ্য কর্মপটুতা বা অভিজ্ঞতা ছিল না। দেশের অবস্থাভিজ্ঞ এবং ইংরেজী-ভাষা-বিজ্ঞ কেহই এই সঙ্কটকালে তাঁহাকে সৎপরামর্শ দিতে বা সৎপথ দেখাইতে উপস্থিত ছিলেন না। ঝাঁশির নূতন বন্দোবস্ত কালে বোরছা প্রভৃতি স্থানের যে সকল লোক রাজ্য-শাসন-সংক্রান্ত-কর্মে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, রানীর সহিত তাঁহাদের তাদৃশ্য সদ্ভাব ছিল না। এইরূপে সকল দিকই অভাগিনীর নিকটে গাঢ় তমোজালে আচ্ছন্ন ছিল। নিঃসহায়, অনাথা তরঙ্গময় সংসারসাগরে একান্ত নিরবলম্ব-ভাবে ভাসিতেছিলেন। এই নিবিড় তমোরাশির ভেদে কোনোরূপ আলোকবর্তি তাঁহার সহায় হয় নাই। কেহই এই তরঙ্গান্দোলিত ভয়াবহ সাগর হইতে তাঁহার উদ্ধারের জন্য হস্ত প্রসারণ করেন নাই।

উত্তেজিত সিপাহিদিগের আক্রমণে ঝাঁশিতে ইংরেজের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়াছিল। রানী ঝাঁশির বিপ্লবের বিবরণ স্থানান্তরের ইংরেজ রাজপুরুষদিগকে জানাইয়াছিলেন। ইংরেজের অনুপস্থিতিতে তিনি ঝাঁশির শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার সম্পর্কীয় সদাশিব রাও নারায়ণ ঝাঁশির আধিপত্যগ্রহণে উদ্যত হন। সদাশিব ঝাঁশির ত্রিশ মাইল দূরবর্তী করেরা নামক একটি দুর্গ অধিকার করেন। তত্রত্য ইংরেজেরা তাড়িত হন। ইহার পর সদাশিব পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ অধিকার পূর্বক "ঝাঁশির মহারাজা" উপাধি পরিগ্রহণ করেন। লক্ষ্মী বাঈ তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। ইহারা করেরা দুর্গ অবরোধ করিলে সদাশিব মহারাজ শিন্দের রাজ্যে পলায়ন পূর্বক ঝাঁশি আক্রমণের জন্য সৈন্যসংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার বিরুদ্ধে আর-একদল সৈন্য প্রেরিত হয়। এবার সদাশিব বন্দিভাবে ঝাঁশিতে আনীত হন*। অতঃপর দুর্ধর্ষ ঠাকুর এবং বুন্দোলাগণ রানীর শাসনদক্ষতায় শান্তভাব অবলম্বন করে।

রানী এক শত্রুকে পরাজিত ও বন্দী করিলেন। অন্য এক পরাক্রান্ত শত্রু তাঁহার বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইলেন। ঝাঁশির দেড় মাইল দূরে বোরছা নামক জনপদ (নামান্তর তেহরী) অবস্থিত। এই রাজ্যের দেওয়ান নথে খাঁ ঝাঁশি আক্রমণের জন্য কুড়ি হাজার সৈন্য লইয়া, নগরের নিকটবর্তী বেত্রবতী নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে রানীর সৈন্যসংখ্যা অধিক ছিল না। ইংরেজ গবর্নমেণ্ট ঝাঁশি অধিকার পূর্বক সৈন্যসংখ্যা কমাইয়া দিয়াছিলেন, তোপ ও গোলাবারুদ প্রভৃতি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু রানী ইহাতেও ভীত বা কর্তব্যবিমুখ হইলেন না। তিনি অভিনব সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। তিনি গোলাবারুদ প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত করিবার কারখানা খুলিলেন। তিনি দুর্গমধ্যে প্রোথিত তিনটি এবং প্রাসাদমধ্যে লুক্কায়িত চারিটি কামান আনাইলেন। বসুধার গর্ভে বা নির্জন গৃহের অন্ধকারের মধ্যে থাকিলেও, এই সকল অস্ত্র এখন প্রয়োজনীয় কার্যসাধনের অনুপযোগী হইল না। এদিকে রানী বুন্দেলখণ্ডের সর্দার-

* করেরা অবরোধ এবং ঝাঁশি আক্রমণ অপরাধে সদাশিব ১৮৫৮ অব্দের ২৬শে জুন গবর্নমেণ্টের আদেশে আন্দামানে নির্বাসিত হন। ঐ স্থানে সাড়ে-আঠার বৎসর অবস্থিতির পর তাঁহার মুক্তিলাভ হয়। অতঃপর গবর্নমেণ্ট তাঁহাকে মাসিক কুড়ি টাকা বৃত্তি দেন। ১৮৮৮ অব্দে তাঁহার দেহাত্যয় হয়।

Generated on 2019-02-07 14:23 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

দিগকে আহ্বান করিলেন। তাঁহার সাদর আহ্বানে সর্দারগণ ঝাঁশিতে সমাগত হইয়া, ইংরেজ গবর্নমেন্টের আধিপত্য রক্ষার জন্য রানীর সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। রানী ইহাতে নিরতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার আদেশে কামান সকল দুর্গের প্রাচীরে স্থাপিত হইল। তাঁহার আক্রমণে ঝাঁশির সর্দারগণ সশস্ত্র অনুচর লইয়া, আগমন করিলেন। তাঁহার ইচ্ছাক্রমে প্রধান সেনাপতি নির্বাচিত হইলেন। সেনাপতি সৈনিকদিগকে যথাস্থানে সন্নিবেশ করিলেন। রানী পাঠানীবেশ পরিগ্রহপূর্বক দুর্গের প্রধান বুরুজের উপর রহিলেন। ঐ স্থানে ইংরেজের জয়পতাকা এবং পেশওয়ের নিশান স্থাপিত হইল। নথে খাঁ দুর্গ আক্রমণ করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। তাঁহার পরাজয় হইল। অতঃপর বোরছা সরকারের প্রস্তাবক্রমে উভয়পক্ষে সন্ধি ঘটিল। বোরছার রানী লড়ঘ্যী বাঈর সহিত ঝাঁশির রানী লক্ষ্মী বাঈর সখীভাব জন্মিল। লক্ষ্মী বাঈ, এই ঘটনা ইন্দোরের এজেন্ট স্যার রবার্ট হামিলল্টনের নিকটে লিখিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু পত্র হামিল্টন সাহেবের হস্তগত হইল না। নথে খাঁ পত্রবাহককে ধরিয়া, ঐ পত্র নষ্ট করিয়া ফেলিলেন, অধিকন্তু তিনি হামিল্টন সাহেবের নিকটে লিখিলেন যে লক্ষ্মী বাঈ উত্তেজিত সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হওয়াতে তাঁহাকে তদ্‌বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। সুতরাং প্রকৃত ঘটনা ইংরেজ-রাজপুরুষের গোচর হইল না। রানীর চারিদিকে পূর্বের ন্যায় নিবিড় তমোজাল রহিল। নিয়তির অপরিবর্তনীয় বিধান অপ্রতিহত থাকিল।

আগ্রা প্রবাসী মার্টিন সাহেব রানীর ঝাঁশি-রাজ্য-সংরক্ষণ সম্বন্ধে পূর্বোক্ত পত্রের একস্থানে এইভাবে লিখিয়াছেন,—'বিপ্লবকারী সৈনিকেরা ঝাঁশি পরিত্যাগ করিলে রানী তদীয় রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। দতিয়া এবং তেহরী রাজ্য অনায়াসে আমাদের লোকদিগকে রক্ষা করিতে পারিত। যদিও ঝাঁশির কাওয়াজের ক্ষেত্র হইতে বোরছা (তেহরী) রাজ্যের সীমা দেড় মাইল এবং দতিয়া ছয় মাইলের অধিক দূরবর্তী নহে, তথাপি এই উভয় রাজ্যের সীমান্তভাগে বহুসংখ্যক সশস্ত্র লোক আমাদের সৈন্য কার্য-পর্যবেক্ষণ করিলেও, উক্ত দুই রাজ্যের কেহই আমাদের সাহায্যের জন্য একটি অঙ্গুলিও উত্তোলন করে নাই। এই উভয় রাজ্যের শাসনকর্তারা ভাবিয়াছিলেন, যুদ্ধের জন্য রানীর কোনোরূপ আয়োজন নাই; তাঁহারা অনায়াসে তদীয় রাজ্য হস্তগত করিতে পারিবেন; এজন্য তাঁহাদের সম্মিলিত সৈন্য ঝাঁশি আক্রমণ করে, এবং অনেকবার উক্ত রাজ্যের সাহসিনী নারী কর্তৃক পরাজিত হয়।' এই উক্তিতে প্রতিপন্ন হইতেছে, রানী আপনার বাহুবলে ঝাঁশি রক্ষা করিতেছিলেন, পার্শ্ববর্তী দতিয়া এবং তেহরীর লোক সুযোগ বুঝিয়া, উক্ত রাজ্য আক্রমণ করিলেও কৃতকার্য হইতে পারে নাই। দতিয়া এবং তেহরী ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের অনুগ্রহভাজন হয়। কিন্তু ঝাঁশির অদৃষ্টলিপি অখণ্ডিত থাকে।

ঝাঁশি ইংরেজদিগের অধিকারচ্যুত হইলে রানী লক্ষ্মী বাঈ নয়-দশমাস কাল সুনিয়মে রাজ্য শাসন করেন। কি সৈনিক-শৃঙ্খলা, কি বিচারকার্য, কি শান্তি স্থাপন, প্রত্যেক বিষয়েই তাঁহার অসামান্য কর্মক্ষমতা পরিস্ফুট হয়। যৌবনের পূর্ণবিকাশে তাঁহার দেহ যেমন সুগঠিত ও সৌন্দর্যশালী ছিল, দয়াসৌজন্য প্রভৃতি গুণের সমবায়ে তাঁহার

Digitized by Google   Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:23 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

প্রকৃতিও সেইরূপ কমনীয় হইয়াছিল। তিনি কোনো বিষয়ে অবনত হইতেন না, কোনো অংশে দুর্বলতার পরিচয় দিতেন না বা কোনোরূপে অবলম্বিত ব্রতপালনে ঔদাস্য প্রকাশ করিতেন না। প্রজালোকে তাঁহার সৌন্দর্য-সহকৃত-কমনীয়ভাবে, তাঁহার অসামান্য দৃঢ়তা ও নির্ভীকতায় তৎপ্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা প্রকাশ করিত। তিনি যাহাদের শাসনে ও পালনে ব্যাপৃত ছিলেন, তাহাদের হৃদয়ের উপর তাঁহার এইরূপ আধিপত্য জন্মিয়াছিল। এই আধিপত্য, এই সাহসময় চরিত্রগত শক্তির জন্য তিনি অতঃপর ঘটনাচক্রে পড়িয়া, ইংরেজ সেনাপতির বিরুদ্ধাচরণে সমর্থ হইয়াছিলেন। অপেক্ষাকৃত অল্পক্ষমতাশালী সেনাপতি হইলে তাঁহার প্রয়াস সফল হইত। ইংরেজ ঐতিহাসিক এইভাবেই তাঁহার ক্ষমতার প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন*। যে যুদ্ধকুশল সাহসী সেনাপতি তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তিনিও তাঁহার ক্ষমতায় মোহিত হইয়া, লিখিয়াছিলেন,—'রানীর বংশগৌরব, সৈনিকগণ ও অনুচরদিগের প্রতি তাঁহার অপরিসীম উদারতা, তাঁহার সর্বপ্রকার বিঘ্ন-বিপত্তিতে অবিচলিত দৃঢ়তা, তাঁহাকে আমাদের প্রভূত ক্ষমতাপন্ন ও ভয়াবহ প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া তুলিয়াছিল**।'

রানী প্রতিদিন বেলা তিনটার সময় প্রায়শঃ পুরুষবেশে কখনো কখনো নারীবেশে সজ্জিত হইয়া, দরবারে উপস্থিত হইতেন। পায়ে পায়জামা, অঙ্গে বেগুনী রঙের অঙ্গরক্ষা, মাথায় টুপি, উহার উপর পাঠানী পাগড়ি, কোমরে জরির দোপাটা, উহাতে লম্বমান রত্নখচিত অসি। তাঁহার এইরূপ পুরুষবেশে তদীয় যৌবনোদ্ভাসিত গৌরকান্তি অধিকতর রমণীয় হইত। পতিবিয়োগের পর তিনি হাতে হীরার বালা, গলার মুক্তার মালা, এবং অনামিকায় হীরার অঙ্গুরী ভিন্ন, আর কোনো অলঙ্কার ধারণ করিতেন না। তাঁহার কেশ গ্রন্থিবদ্ধ থাকিত, শ্বেত শাটী ও শ্বেত কঞ্চুলিকা তাঁহার পরিচ্ছদ ছিল। এইরূপ নারীবেশে তাঁহাকে মূর্তিমতী গৌরী বলিয়া বোধ হইত। তিনি দরবার ঘরে বসিতেন না। তাঁহার বসিবার ঘর দরবারে ঘরের সংলগ্ন ছিল। এই গৃহের দ্বারদেশে পর্দা থাকিত। সুতরাং বাহিরের লোকে তাঁহাকে দেখিতে পাইত না। তিনি গদির উপর তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া সমুপস্থিত কর্মচারিদিগকে রাজ্যশাসন সম্বন্ধে যথাযোগ্য আদেশ দিতেন। কখনো কখনো আদেশপত্র তৎকর্তৃক লিপিবদ্ধ হইত। তাঁহার যেমন রাজ্যশাসন ক্ষমতা, সেইরূপ দেবভক্তি, আশ্রিত-জন-প্রতিপালন-প্রবৃত্তি ও দীন-দুঃখীদিগের প্রতি দয়া ছিল। নথে খাঁর সহিত যুদ্ধের সময়ে তাঁহার অসীম দয়ার্দ্রভাব পরিস্ফুট হইয়াছিল। তিনি আপনার আহত সৈনিকদিগের চিকিৎসাকালে অশ্রুপূর্ণনয়নে তাহাদের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতেন, স্নেহময়ী জননীর ন্যায় তাহাদের গায়ে হাত বুলাইতেন, প্রশংসাবাদে তাহাদের কষ্টের লাঘব করিতেন। এইরূপ সদয়ভাব, এইরূপ স্নিগ্ধ ব্যবহার, এইরূপ প্রীতিময় কোমলতায় তিনি প্রজালোকের মাতা ছিলেন। তাঁহার সভায় নানা দেশীয় গুণিজনের সমাগম হইত। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, আপনাদের উপাস্য দেবী শ্রীমহালক্ষ্মীর প্রতি তাঁহার অসীম ভক্তি

* *Malleson, Indian Mutiny. Vol. I, p. 191.*

** *Sir Hugh Rose's Despatch, April 30th, 1858, quoted in Martin's Indian Empire, Vol. II, p. 485, note.*

Generated on 2019-02-07 14:25 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

ছিল। তিনি প্রতি শুক্রবার ও মঙ্গলবার সন্ধ্যাকালে প্রিয়তম পুত্র দামোদর রাওকে সঙ্গে সঙ্গে লইয়া, সরোবর মধ্যাস্থিত মন্দিরে শ্রীমহালক্ষ্মীর দর্শনে যাইতেন।

এইরূপে লক্ষ্মী বাঈ আট-দশমাস কাল ঝাঁশি রক্ষা করেন। দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচার ভিন্ন রাজ্যরক্ষণ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ-নিবারণের জন্য অন্যান্য বিষয়েও তাঁহার সবিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাঁহার আদেশে টাকশালা স্থাপিত, দুর্গ প্রভৃতি আত্মরক্ষার স্থল সুরক্ষিত, সৈন্য সংগৃহীত, কামান নির্মিত হয়। এইরূপে ১৮৫৭ অব্দের জুন মাসে ক্ষমতাসম্পন্ন, সর্বাপেক্ষা কর্মকুশল, সর্বাপেক্ষা প্রজাপ্রিয় শাসনকর্তার ন্যায় সর্ববিষয়ে তাঁহার দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি ইংরেজের অনুপস্থিতিতে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, যেহেতু তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ইংরেজ উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাদের হস্তে শান্তিপূর্ণ এবং সুব্যবস্থিত রাজ্য সমর্পণ করিবেন। তিনি ঝাঁশির যাবতীয় ঘটনা ইংরেজ রাজপুরুষদিগের গোচর করিয়াছিলেন, যেহেতু তাঁহার ধারণা ছিল যে, রাজপুরুষেরা তাঁহার সদভিপ্রায় অবগত হইয়া, তৎপ্রতি সন্তুষ্ট হইবেন। তিনি ইংলণ্ডে দূত পাঠাইয়াছিলেন, যেহেতু তাঁহার আশা ছিল যে, ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ ন্যায়পরতার বশীভূত হইয়া, তদীয় পুত্রের স্বত্ব রক্ষা করিবেন! এইরূপে সকল বিষয়েই তাঁহার আশা ছিল। কিন্তু তাঁহার আশা ফলবতী হইল না। তাঁহার উপর রাজপুরুষদিগের সন্দেহ জন্মিয়াছিল। এই শত্রুভাবে পরিণত হইল। ইংরেজ সেনাপতি স্যার হিউ রোজ্ তাঁহার বিরুদ্ধে ঝাঁশির অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

স্যার হিউ রোজ্ ১৮৫৮ অব্দের ১৯শে মার্চ ঝাঁশির চৌদ্দ মাইল দূরবর্তী চঞ্চনপুর নামক স্থানে যাত্রা করেন। এই স্থান হইতে তিনি তৎপরদিন একদল অশ্বারোহী এবং কামানসমেত একদল গোলন্দাজকে ঝাঁশি পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠাইয়া দেন। ইংরেজ-সৈন্য ঝাঁশির অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে এই সংবাদ রাজপ্রাসাদে প্রচারিত হয়। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে ঝাঁশির দরবারে উপযুক্ত কর্মচারী ছিলেন না। নবীন দেওয়ান লক্ষ্মণ রাওয়ের তাদৃশ কর্মপটুতা ছিল না। সুতরাং এই সঙ্কটকালে কর্তব্যনির্ধারণ সম্বন্ধে গোলযোগ ঘটিল। একজন প্রাচীন কর্মচারী অভিনব দেওয়ানকে অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু দেওয়ান তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে তিনি গোপনে রানীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার নিকটে গবর্নমেণ্টকে তদীয় সদভিপ্রায় ও বিশ্বস্ততা জানাইবার জন্য, একজন সুচতুর দূত পাঠাইবার প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল। ঝাঁশি ইন্দোরের এজেণ্টের অধীন ছিল। রানী দেওয়ানকে প্রস্তাব অনুসারে উক্ত স্থানের এজেণ্ট স্যার রবার্ট হামিল্টনের নিকটে উপযুক্ত দূত পাঠাইতে কহিলেন। কিন্তু দেওয়ান নবীন কর্মচারিদিগের মধ্য হইতে একজন অনুপযুক্ত ও অকৃতকর্মা লোককে প্রেরণ করিলেন। এই ব্যক্তি নির্দিষ্ট স্থানে গেল না, এজেণ্ট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিল না, স্থানান্তরে থাকিয়া ঝাঁশির দরবারে অনেক অসত্য কথা লিখিয়া পাঠাইতে লাগিল। দরবারের লোক সন্তুষ্ট থাকিল। অভাগিনী রানীর পতনকাল আসন্ন হইল।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ইংরেজ-সৈন্য ঝাঁশির বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে দরবারে গোলযোগ ঘটিয়াছিল। ঝাঁশি ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের অধিকৃত হওয়াতে অনেক পুরাতন ভৃত্যের কর্ম

Digitized by Google　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494 / Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

গিয়াছিল। ইহারা নথে খাঁর সহিত যুদ্ধের সময়ে ঝাঁশির অভিনব সৈনিক-দলে প্রবেশ করিয়াছিল। এখন ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে ইহাদের আগ্রহ পরিস্ফুট হইল। নবীন কর্মচারিগণও ইহাদের মতানুবর্তী হইলেন। পুরাতন কর্মচারিগণ ইংরেজের সহিত মিত্রতা স্থাপনে পরামর্শ দিলেন। এ বিষয়ে রানীরও মত ছিল। রানীর এইরূপ মত সৈনিকগণ বা অভিনব কর্মচারিদিগের প্রীতিকর হইল না। ইংরেজের অধিকারে ইহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। সুতরাং ইংরেজের উপরে ইহাদের বিদ্বেষভাব দূর হইল না। ইহারা এখন এই বিদ্বেষভাবে উত্তেজিত হইয়া, যুদ্ধের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। রানী দুর্গমধ্যে অবস্থিতি করিতেন। প্রধান কর্মচারিগণ ব্যতীত আর-কেহ তাঁহার নিকটে যাইতে পারিত না। সুতরাং প্রকৃত বৃত্তান্ত তাঁহার গোচর হয় নাই। এ সময়ের কথা নানাভাবে পরিকীর্তিত হইয়া থাকে*। যাহা হউক, রানী ঘটনাচক্রে পড়িয়া যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হন। এ বিষয়ে বাবু কুমারসিংহের সহিত তাঁহার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণে কুমারসিংহের প্রবৃত্তি ছিল না। নানা প্রতিকূল ঘটনা তাঁহাকে তাঁহার অনিচ্ছাক্রমে যুদ্ধে প্রবর্তিত করিয়াছিল। লক্ষ্মী বাঈও এইরূপ প্রতিকূল ঘটনার অভিঘাতে আপনার লক্ষ্য বিষয় হইতে পরিভ্রষ্ট হন। তিনি যখন দেখিলেন যে, ইংরেজের সহিত সদ্ভাবরক্ষার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারিলেন না, অধিকন্তু তিনি যখন বুঝিলেন যে, যাঁহাদের জন্য তিনি এত প্রয়াস স্বীকার করিলেন, তাঁহারাই তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন যুদ্ধ ভিন্ন আর কোনো উপায় রহিল না। অভিমানিনী নারী অপমান-বিষে অধীর হইয়া, এখন যুদ্ধসজ্জার আয়োজনে ব্যাপৃত হইলেন।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুশিক্ষিত ইংরেজ-সৈন্যের সহিত যুদ্ধের ব্যবস্থা করা সহজ নহে। লক্ষ্মী বাঈ এই দুঃসাধ্য কর্ম সাধন করিলেন। তিনি এক সময়ে রাজ্যশাসনে দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন, এখন যুদ্ধক্ষেত্রে পরাক্রান্ত বিপক্ষের সমক্ষে প্রকৃত বীরোচিত গুণের পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার অনেক আফগণ ও বুন্দেলা সৈন্য ছিল বটে, কিন্তু সুশিক্ষিত সৈন্যের সংখ্যা অধিক ছিল না। ঐতিহাসিক মালিসন্ সাহেবের মতে রানীর সৈন্যসংখ্যা এগার হাজার ছিল। যাহা হউক, রানী এখন সৈনিক-দলের শৃঙ্খলা-সাধন পূর্বক স্বয়ং উহাদের পরিচালন-ভার গ্রহণ করিলেন, দুর্গের জীর্ণ-সংস্কার করাইলেন, তোপগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশ করিতে আদেশ দিলেন, নানা সাহেবের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া, তাঁহার নিকটে পণ পাঠাইলেন। এইরূপে প্রতি কার্যে তাঁহার উদ্যম ও

* কেহ কেহ বলেন, এ সময়ে ইংরেজ পক্ষ হইতে সংবাদ আসে যে, রানী অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক দেওয়ান প্রভৃতি মন্ত্রিদিগকে লইয়া ইংরেজের শিবিরে উপস্থিত হইলে ইংরেজের তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিবেন। এই কথা নাকি রানীর মনঃপূত হয় নাই। তাহাতেই যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। কেহ কেহ কহেন যে, ইংরেজেরা সংকল্প করিয়াছিলেন, রানী শিবিরে গেলে তাঁহারা তাঁহাকে বন্দী করিবেন, এইরূপ জনরব প্রচারিত হওয়াতে রানী যুদ্ধে উদ্যত হন। আবার কেহ কেহ বলেন, রানী ইংরেজদিগের নিকটে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া দূত পাঠাইয়াছিলেন, ইংরেজেরা তাঁহার ফাঁশি দিয়াছিলেন বলিয়া যুদ্ধ ঘটে। উপস্থিত বিষয়ে এইরূপ নানা কথার প্রচার হইয়াছিল।

Generated on 2019-02-07 14:23 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

অধ্যবসায় প্রকাশ পাইতে লাগিল ঝাঁশির বীর রমণীগণও যুদ্ধে আয়োজনে তাঁহার সহায়তা করিতে লাগিলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ শৃঙ্খলার সহিত যাবতীয় কর্মসম্পন্ন হইল যে, উহাতে অতঃপর ইংরেজকেও যার-পর-নাই বিস্ময় প্রকাশ হইয়াছিল।

গবর্নর জেনেরল লর্ড কানিঙ্ এবং বোম্বাই-র গবর্নর লর্ড এল্‌ফিন্‌স্টোন্, উভয়েই ঝাঁশি অধিকার করা নিরতিশয় আবশ্যক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ঝাঁশিতে তাঁহাদের আধিপত্য, তাঁহাদের প্রাধান্য, তাঁহাদের ক্ষমতার বিলোপ ঘটিয়াছিল, ঝাঁশিতে তাঁহাদের স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা নিরতিশয় নৃশংসভাবে নিহত হইয়াছিল, ঝাঁশির তেজস্বিনী রানীর উপর তাঁহাদের গভীর সন্দেহ জন্মিয়াছিল। সুতরাং যে কোনো রূপে হউক, ঝাঁশিতে তাঁহারা আপনাদের প্রাধান্যের পুনঃস্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সেনাপতি স্যার হিউ রোজ্ এই কর্ম সম্পাদনে নিয়োজিত হন। তিনি যে, অশ্বসাদী ও গোলন্দাজ সৈন্য ঝাঁশির পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠাইয়া দেন, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। অতঃপর তিনি স্বয়ং পদাতিক সৈন্য লইয়া, ২১শে মার্চ ঝাঁশিতে উপনীত হন।

স্যার হিউ রোজ্ যে স্থানে শিবির সন্নিবেশ করেন, সেই স্থান এবং নগর ও দুর্গের মধ্যভাগে কতকগুলি ভগ্নপ্রায় বাঙ্‌লো ছিল। নগরের নিকটে কতিপয় দেবমন্দির এবং তেঁতুল বৃক্ষের বন রহিয়াছিল। ইংরেজ সেনাপতির সৈন্য-সন্নিবেশ-স্থলের দক্ষিণ ভাগে পাহাড়ের শ্রেণী বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই পাহাড়ের মধ্য দিয়া কাল্পীর পথ গিয়াছিল। বাম ভাগে অন্যান্য পাহাড় এবং দতিয়ার পথ প্রসারিত ছিল। উত্তর দিকে উন্নত পর্বতের উপর ঝাঁশির প্রসিদ্ধ দুর্গ স্বকীয় দৃঢ়তা প্রকাশ করিতেছিল।

প্রকৃতির শক্তি এবং মানবের শিল্পনৈপুণ্য, উভয়েই ঝাঁশির দুর্গের বলবৃদ্ধি হইয়াছিল। উহা উন্নত পর্বতের উপর স্থাপিত, সুদৃঢ়ভাবে নির্মিত এবং চারিদিকে দুর্ভেদ্য প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। দুর্গের পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিকের কিয়দংশ ব্যতীত আর সকল দিকেই ঝাঁশিনগর প্রসারিত করিয়া, লোকারণ্যে আপনার অপূর্ব সজীবভাব দেখাইতেছিল।

ঝাঁশি নগরের পরিধি সাড়ে-চারি মাইল। উহা আঠার হইতে ত্রিশ ফিট পর্যন্ত উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। দুর্গপ্রাচীরের ন্যায় নগরপ্রাচীরে ও গুলি নিক্ষেপের রন্ধ্র এবং কামানসমূহের সন্নিবেশের স্থল নির্দিষ্ট ছিল। স্যার হিউ রোজ্ ২১শে মার্চ দুর্গ পর্যবেক্ষণ করেন। ঐ দিন সৈনিক-দল যথাস্থানে স্থাপিত এবং দুর্গের অভ্যন্তর-ভাগ পরিদর্শনের জন্য একটি উচ্চ মঞ্চ নির্মিত হয়। রাত্রিতে প্রথম ব্রিগেড অশ্বসাদী স্থানান্তর হইতে তাঁহার শিবিরে পদার্পণ করে। পরদিন অশ্বসাদী-দল কর্তৃক নগর এবং দুর্গ সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ হয়। রাত্রিকালে ইংরেজ-সৈন্য দুর্গ আক্রমণ করে। যুদ্ধের পূর্বে রানী এক বিষয়ে বুদ্ধিচাতুর্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি পার্শ্বর্তী স্থানের তৃণ-গুল্মাদি বিনষ্ট করিয়াছিলেন। সুতরাং ঘোটক প্রভৃতি পরিপোষণের জন্য কোথাও ঘাস প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয় নাই। কিন্তু তেহরীর রানী এবং মহারাজ শিন্দে এই অভাবের মোচন করেন। ইহাদের যত্নে ঘাস, জ্বালানি কাঠ, তরকারি প্রভৃতি পর্যাপ্ত-পরিমাণে সংগৃহীত হয়।

Digitized by Google   Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:23 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

এইরূপে ২৩শে মার্চ উভয় পক্ষে প্রকৃত প্রস্তাবে যুদ্ধের আরম্ভ হইল। প্রথম আক্রমণে ঝাঁশির গোলন্দাজদিগের পরাক্রমে আক্রমণকারিদিগের উদ্যম ব্যর্থ হইয়া গেল। রাত্রিকালে ইংরেজ-পক্ষ অবসর বুঝিয়া, অগ্রসর হইল। কিন্তু রানী নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাঁহার সৈনিক-দলের মধ্যে সমস্ত রাত্রি যুদ্ধের আয়োজন হইতেছিল। সমস্ত রাত্রি চারিদিক রণবাদ্যের ভৈরব রবে পরিপূর্ণ এবং সমগ্র নগর প্রজ্বলিত মশালের আলোকে উদ্ভাসিত ছিল। প্রভাত হইবামাত্র গোলন্দাজেরা দুর্গপ্রাচীর হইতে কামানের গোলা চালাইতে লাগিল। কিন্তু এই সকল গোলা কার্যকর হইল না। উহা ইংরেজ-সৈন্যের মাথার উপর দিয়া দূরে পড়িতে লাগিল। কিন্তু যখন 'ঘনগর্জ' নামক প্রসিদ্ধ তোপ হইতে গোলা-বৃষ্টি হইতে লাগিল, তখন ইংরেজ-সৈন্য স্থিরভাবে থাকিতে পারিল না। এই তোপ হইতে এমন বেগে গোলা বহির্গত হইল যে, বিপক্ষদিগের মধ্যে উহার পতনের পূর্বে তোপ হইতে সমুত্থিত ধূমরাশি তাহাদের দৃষ্টিপথবর্তী হইত না। সুতরাং তাহারা সতর্ক হইবার অবসর পাইত না*।

২৪শে তারিখ ইংরেজ-সৈন্য চারিটি তোপমঞ্চ প্রস্তুত করিয়া, নগরের দক্ষিণ দিকে গোলাবর্ষণে উদ্যত হইল। এই গোলায় ঝাঁশির তোপখানার কয়েক জন গোলন্দাজ দেহত্যাগ করিল। তাহাদের পরিচালিত তোপ বন্ধ হইল, এবং প্রাচীরের কিয়দংশ ভগ্ন হইয়া গেল। ইতঃপূর্বে ইংরেজ-সৈন্য নগরের সম্মুখে তোপমঞ্চ প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই। তৃতীয় দিবসে ইংরেজ সেনাপতি বুঝিতে পারিলেন যে, পশ্চিম দিক আক্রমণ করিলে, সহজে নগর অধিকৃত হইতে পারে। সুতরাং ঐ দিক আক্রান্ত হইল। ইংরেজ-সৈন্যের নিক্ষিপ্ত কুলূপী গোলা (ইংরেজী নাম শেল্, উহার অন্তর্ভাগ ফাঁপা) অবিরত প্রবলবেগে নগরে নিপতিত হইতে লাগিল। উহাতে নগরবাসিগণ নিরতিশয় ভীতিবিহ্বল হইয়া উঠিল। তাহাদের গমনাগমনের পথ রুদ্ধ হইল। অনেকের গৃহ ভস্মীভূত হইয়া গেল, অনেকে দেহত্যাগ করিল। এই দুঃসময়ে রানী অপরিসীম ক্ষমতা ও বদান্যতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। যেখানে বলক্ষয় ঘটিতেছিল, সেইখানেই তাঁহার আবির্ভাব হইতে লাগিল। তিনি আক্রান্তদিগের উৎসাহ বর্ধন করিতে লাগিলেন, গৃহহীন দরিদ্র লোকের জন্য আশ্রয়স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন, তাহাদের আহারের জন্য অন্নসত্র খুলিলেন। এইরূপে সকল বিষয়েই তাঁহার শ্রমশীলতা পরিস্ফুট হইতে লাগিল। একদিকে তিনি যেমন বিপক্ষের আক্রমণ নিবারণের জন্য প্রকৃত বীরের ন্যায় দৃঢ়তা দেখাইতে লাগিলেন ; অপর দিকে সেইরূপ কোমল প্রকৃতি মাতার ন্যায় স্নিগ্ধভাব দেখাইয়া, অনাথ দুঃখীদিগের হৃদয়ে শান্তিবিধানে ব্যাপৃত হইলেন।

২৫শে তারিখ দুর্গের দক্ষিণ দিক আক্রান্ত হইল। এই সময়ে রানীর গোলন্দাজ গোশ খাঁ দক্ষিণ দিকের বুরুজ হইতে এরূপ তীব্রবেগে গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল যে, উহাতে আক্রমণকারিদিগের তোপ বন্ধ হইয়া গেল। লক্ষ্মী বাঈ এই বীরপুরুষের উৎসাহ-বিধানে উদাসীন থাকেলেন না। তিনি একতোড়া টাকা পারিতোষিক দিয়া তাহাকে

* এজন্য ইংরেজেরা এই তোপের নাম 'হুইসলিং ডিক' রাখিয়াছিলেন।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:23 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

উৎসাহিত ও পরিতোষিত করিলেন। এইরূপে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত আক্রমণকারিগণ আক্রান্তদিগের সহিত তুল্যপরাক্রমে ও তুল্যসাহসে যুদ্ধ করিল। তাহারা যদিও আক্রমণকারিদিগের ন্যায় সুশিক্ষিত বা উৎকৃষ্ট অস্ত্রাদিতে বলসম্পন্ন ছিল না; তথাপি তাহাদের এরূপ পরাক্রম, এরূপ সাহস, এরূপ লক্ষ্যভেদ-কৌশল পরিস্ফুট হয় যে, উহাতে ইংরেজ সেনাপতি অতিমাত্র বিস্মিত হন। ৩১শে মার্চ পর্যন্ত বীররমণী বীরোচিত রণকৌশল প্রদর্শন পূর্বক প্রতিপক্ষের যাবতীয় উদ্যম ব্যর্থ করিয়া ফেলেন। তিনি সর্বদা সৈনিকদিগকে সুশৃঙ্খলভাবে রাখিতেন, সর্বদা উৎসাহবাক্যে তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতেন। তাঁহার ক্ষমতা-দর্শনে, তাঁহার উৎসাহ-বাক্য-শ্রবণে স্ত্রীলোক এবং বালকবালিকারা পর্যন্ত শক্তিসম্পন্ন ও উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহারা দুর্গপ্রাচীরের সংস্কারে সাহায্য করিত, যুদ্ধে ব্যাপৃত সৈনিকদিগের জন্য খাদ্য ও পানীয় আনিত, কোথায় কি অভাব ঘটিয়াছে, জানিয়া, তৎপূরণে উদ্যত থাকিত।

ঝাঁশির একজন সম্ভ্রান্ত অধিবাসী স্বয়ং এই ভয়াবহ যুদ্ধ দেখিয়াছিলেন। তিনি এইভাবে উহার বর্ণনা করিয়াছেন,—'প্রত্যহ রাত্রিকালে নগরে ও দুর্গে অজস্র গোলা পতিত হইত। সে দৃশ্য সাতিশয় ভয়ঙ্কর। ইংরেজদিগের তোপ হইতে নিঃসৃত পঞ্চাশ-ষাট সের ওজনের এক-একটি গোলা যখন বেগে ছুটিয়া আসিত, তখন কন্দুকের ন্যায় ক্ষুদ্র ও প্রজ্বলিত খদিরাঙ্গারের ন্যায় রক্তবর্ণ দেখাইত। দিবসের প্রখর সূর্যালোকে গোলাগুলি স্পষ্ট দেখা যাইত না; কিন্তু নৈশ অন্ধকারে সেগুলি রক্তবর্ণ ক্রীড়াকন্দুকের ন্যায় সবেগে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে দেখা যাইত। দুর্গের প্রত্যেকেই তদ্দর্শনে মনে করিত যে, গোলাটি আমার উপরেই আসিয়া পড়িবে, কিন্তু প্রায়ই উহা সাত-আটশত পদ দূরে গিয়া পড়িত। দিবসে ও রাত্রিতে, সমভাবে যুদ্ধ হইত; সর্বদা যুদ্ধ ব্যাপারে নগরবাসিরা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিত। পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিবসেও এইরূপে যুদ্ধ হয়। প্রায় দেড় প্রহর পর্যন্ত রানীর পক্ষীয়দিগের জয়লাভ হইত, ইংরেজদিগের সৈন্যক্ষয় ও তাঁহাদের তোপ বন্ধ হইয়া যাইত। কিয়ৎকাল পরে পুনর্বার ইংরেজদিগের জয় ও রানীর পরাজয় ঘটিত। রানীর তোপ বন্ধ হইত। সপ্তম দিবসে সূর্যাস্তের পর হইতে দুর্গের পশ্চিম দিকের তোপ বন্ধ হয়। ইংরেজ-পক্ষীয় কামানের অগ্নিবৃষ্টিতে কেহ স্থিরভাবে থাকিতে পারে নাই। এই গোলাবর্ষণে রানীর তোপমঞ্চও ভগ্ন হইয়া যায়। রানী রাত্রিকালে রাজমিস্ত্রী দ্বারা মঞ্চ নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। রাজমিস্ত্রী ও মজুরগণ কম্বলের দ্বারা সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া, রজনীর অন্ধকারের মধ্যে ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে ইষ্টকাদি বুরুজের উপর স্থাপন করে, এবং শয়ানভাবে থাকিয়া তোপমঞ্চ বাঁধিতে থাকে। এইরূপে প্রতিপক্ষের অলক্ষিতভাবে তোপমঞ্চ নির্মিত হইলে, দুর্গ হইতে গোলাবর্ষণ আরম্ভ হয়। ইংরেজ-সৈন্য অসতর্ক ও নিশ্চিন্ত ছিল; এজন্য এই আকস্মিক অগ্নিবর্ষণে তাহাদের সবিশেষ ক্ষতি হয়। প্রায় দুই প্রহর পর্যন্ত তাহাদের তোপ বন্ধ থাকে।

'অষ্টম দিবসে প্রাতঃকালে ইংরেজেরা পুনর্বার তোপ চালাইতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের নিকটে দুর্গ-পরিদর্শনের-উপযোগী যে সকল উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ যন্ত্র ছিল, তদ্দ্বারা তাঁহারা দুর্গমধ্যস্থিত জলের চৌবাচ্চা সকল লক্ষ্য করিয়া গোলা চালাইতে লাগিলেন। সাত-আট-

Generated on 2019-02-07 14:23 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

জন জলবাহী-ভৃত্য সেই সময়ে জল আনিতে গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে চারিজনের প্রাণান্ত ঘটিল; অবশিষ্ট জলবাহিরা বাঁক ফেলিয়া পলায়ন করিল। জলাভাবে দুর্গবাসিদিগের স্নানাদি প্রায় এক প্রহর পর্যন্ত বন্ধ থাকিল। এই সময়ে দুর্গের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের বুরুজের গোলন্দাজেরা জলের চৌবাচ্চা রক্ষার জন্য ইংরেজ গোলন্দাজদিগের উপর প্রবলবেগে গোলাবর্ষণ পূর্বক তাহাদের তোপ বন্ধ করিল। ইহাতে জলের চৌবাচ্চাগুলি পূর্বের ন্যায় সুরক্ষিত রহিল। উহার জলে দুর্গবাসিদিগের স্নানাদির সমাপন হইল। সকলে ভোজন করিতেছে, এমন সময়ে সহসা বিকট শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় ধূমরাশিতে ও ধূলিপটলে চারিদিক পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে ধূমরাশি অপগত হইলে জানা গেল যে, রাজপ্রাসাদের পুরোবর্তী প্রান্তরে বারুদের কারখানায় প্রতিপক্ষের একটি গোলা পতিত হওয়াতে এই ভয়ংকর শব্দ সমুত্থিত হয়। এই দুর্ঘটনায় ত্রিশটি পুরুষ ও আটটি রমণী নিহত এবং চল্লিশ-পঞ্চাশজন অর্ধদগ্ধ হয়।

'অষ্টম দিবসে নগরে সাতিশয় গোলযোগ ঘটিয়াছিল। সে দিনকার যুদ্ধও পূর্বাপেক্ষা ভয়ংকর হইয়াছিল। বীরপুরুষদিগের সিংহনাদে, বন্দুক ও কামানের ধ্বনিতে, ভেরী, শৃঙ্গ ও বিগুল প্রভৃতির শব্দে গগনমণ্ডল আপূরিত হইয়াছিল। ধূলিপটলে ও ধূমরাশিতে চারিদিক সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরেজ-সৈন্য সেদিন বীরত্বের সবিশেষ পরিচয় দিয়াছিল। নগরের সহস্রাধিক লোক নিহত হইয়াছিল। দুর্গপ্রাচীরে যে সকল গোলন্দাজ ও সিপাহী ছিল, তাহাদের মধ্যেও অনেকে দেহত্যাগ করিয়াছিল। লক্ষ্মী বাঈ অপর গোলন্দাজ ও সিপাহীর সমাবেশ পূর্বক সেই স্থান পূর্ণ করিয়াছিলেন। এই কয়েক দিনের যুদ্ধে তাঁহার নিরতিশয় শ্রম হইয়াছিল। তিনি চারিদিকে সমভাবে দৃষ্টি রাখিতেন, যেখানে যাহার অভাব লক্ষিত হইত, স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ তাহার পূরণ করিবার উপায় বিধান করিতেন। এজন্য তাঁহার সৈনিকগণ সাতিশয় উৎসাহসম্পন্ন হইয়া প্রতিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল। ইংরেজ-সৈন্য যদিও যথোচিত পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল, তথাপি ঝাঁশির দৃঢ়সংকল্প সৈনিকগণ, আপনাদের গোলাগুলি নিঃশেষপ্রায় হইলেও, ৩১শে মার্চ পর্যন্ত তাহাদিগকে দুর্গে প্রবেশ করিতে দেয় নাই।

যখন আক্রান্তগণ এইভাবে আক্রমণকারিদিগের পরাক্রমস্পর্ধী হইয়া উঠিয়াছিল, তখন ইংরেজ সেনাপতির সমক্ষে একটি অভিনব বিপত্তির সংবাদ উপস্থিত হয়। ৩১শে মার্চ স্যার্ হিউ রোজ অবগত হন যে, উত্তর দিক হইতে অবরুদ্ধদিগের উদ্ধারের জন্য সৈনিক-দল আসিতেছে। এই সৈন্য তাত্যা টোপে ইংরেজ-সেনানায়ক ওয়াইণ্ডহামের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, শেষে যেরূপে প্রধান সেপাতি স্যার কোলিন কাম্পবেল কর্তৃক পরাজিত হন, তাহা পাঠকের গোচর করা হইয়াছে। রাও সাহেবের আদেশে তাত্যা টোপে কাল্পীতে উপস্থিত হন। তিনি যখন চির্কারি নামক স্থান অধিকার করেন, তখন লক্ষ্মী বাঈর সাহায্য প্রার্থনার পত্র প্রাপ্ত হন। তাত্যা টোপে এ সম্বন্ধে রাও সাহেবের আদেশ জানিতে চান। রাও সাহেব সম্পূর্ণরূপে রানীর প্রার্থনার অনুমোদন করেন। সুতরাং তাত্যা টোপে কুড়ি হাজার সৈন্য ও আটাশটি কামান লইয়া ঝাঁশির অবরোধকারী ইংরেজ-সৈন্যের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:23 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

তাত্যা টোপে বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া ঝাঁশিতে আসিতেছেন শুনিয়া, স্যার্ হিউ রোজ্ চিন্তিত হইলেন। ঝাঁশির সুদৃঢ় দুর্গ তখনোও তাঁহার অধিকৃত হয় নাই। উহার সৈনিক-দল তখনোও তাঁহার নিকটে পরাজয় স্বীকার করে নাই। উহার তেজস্বিনী রক্ষয়িত্রী তখনোও তাঁহার সমক্ষে সাহসে বা উৎসাহে বিসর্জন দেন নাই। এই সঙ্কটকালে আবার অভিনব সৈনিক-দলের সহিত অন্য একজন রণকুশল বীরপুরুষের সমাগমবার্তায় ইংরেজ সেনাপতি চিন্তিত হইলেন বটে, কিন্তু কর্তব্যপালনে উদাসীন রহিলেন না। এই বিপ্লবময় ঘটনার অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে যে, প্রতিপক্ষগণ অধিকতর সৈনিক-বলে সহায়সম্পন্ন ও অধিকতর অস্ত্রবলে শক্তিসম্পন্ন হইয়াও, ইংরেজের নিকটে পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। ইংরেজ যেরূপ বুদ্ধিচাতুরী প্রকাশ করিয়াছেন, প্রতিপক্ষগণ সেরূপ বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারে নাই। ইংরেজ যেরূপ উদ্যমশীলতা দেখাইয়াছেন, প্রতিপক্ষগণ অনেক স্থলে সেইরূপ উদ্যমে কর্মপ্রবণ হইয়া উঠিতে পারে নাই। তাত্যা টোপে বেত্রবতীর তীরবর্তী প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রতিপক্ষের সৈন্য অল্প ভাবিয়া, তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। ঝাঁশির অবরোধ ভঙ্গের জন্য তৎকর্তৃক একদল সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু স্যার্ হিউ রোজ্ তাঁহার ন্যায় নিশ্চিন্তভাবে থাকেন নাই। তাঁহার সৈন্যসংখ্যা অল্প ছিল। তথাপি তিনি দুর্গ অবরোধের জন্য যথোপযুক্ত সৈন্য রাখিয়া, অবশিষ্ট সৈন্যের সহিত তাত্যা টোপের সৈনিক-দলের বিরুদ্ধে যাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। তাত্যা টোপের অগ্রগামী সৈনিক-দল তাঁহার আক্রমণে পরাজিত হইল। ইহাদিগকে পরাজিত দেখিয়া, তাত্যা টোপে শঙ্কিত হইলেন তাঁহার মুখ্য সৈনিক-দলও আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠিল। তিনি যে স্থানে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন, উহার পুরোভাগ জঙ্গলে আচ্ছন্ন ছিল। মার্তণ্ডের প্রখর তাপে জঙ্গল শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। তাত্যা টোপে জঙ্গলে আগুন লাগাইয়া দিলেন। শুষ্কপ্রায় বৃক্ষ ও তৃণগুল্মাদি সহজে জ্বলিয়া উঠিল। নিবিড় ধূমরাশিতে চারিদিক আচ্ছাদিত হইল। তাত্যা টোপে বিপক্ষের আগমন-পথ এইরূপ ধূমস্তূপ ও প্রজ্বলিত পাবকে বিপত্তিময় করিয়া, বেত্রবতী পার হইয়া কাল্পীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ইংরেজ-সৈন্য এই বিপত্তিময় পথেও তাঁহার পশ্চাধাবিত হইল। যুদ্ধে তাঁহার বহুসংখ্যক সৈন্য দেহত্যাগ করিল। তাঁহার প্রায় সমুদয় কামান প্রতিপক্ষের অধিকৃত হইল।

তাত্যা টোপের আগমনবার্তা শ্রবণ পূর্বক দুর্গবাসিগণ আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া, সমস্ত রাত্রি মশাল জ্বালিয়া, যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছিল। রণপারদর্শিনী রানী দুর্গবপ্রে থাকিয়া সৈনিকদিগকে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিতেছিলেন। তাত্যা টোপের পরাজয়েও তাহাদের উৎসাহ দূরীভূত বা উত্তেজনা তিরোহিত হইল না। ১লা এপ্রিল আবার তাঁহারা পূর্বের ন্যায় শক্তির পরিচয় দিতে লাগিল। পরবর্তী দুইদিন তাঁহাদের এইরূপ উদ্যম পরিস্ফুট হইল। তৃতীয় দিবসে অর্থাৎ ৩রা এপ্রিল ইংরেজ-সৈন্যের নগরপ্রবেশের সুবিধা ঘটিল। ইংরেজ-সৈন্য নগরে যাইবার প্রধান পথ বোর্ছা দরওয়াজা অধিকার করিল এবং অধিরোহিণীর সাহায্যে প্রাচীরে উঠিতে সচেষ্ট হইল*। যে সকল অধিরোহিণী তাহাদের

* লক্ষ্মী বাঈর জীবনী-লেখক বলেন, রানীর পক্ষের দলাজী ঠাকুর নামক একজন বুন্দেলা সর্দারের সহায়তায় ইংরেজ-সৈন্যের বোর্ছা দরওয়াজা অধিকার করিবার সুযোগ ঘটে।

Digitized by Google　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:23 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

নিকট ছিল, তৎসমুদয়ের কোনো কোনোখানি প্রাচীরের উচ্চতার পরিমাণ অনুসারে ছোট হইল। কোনো কোনোখানি আরোহীর দেহভারে ভাঙিয়া গেল। যাহা হউক, একজন সৈনিক একখানি অধিরোহিণীর সাহায্যে প্রাচীরে উঠিল। অপর সৈন্যগণ অবিলম্বে তাহার অনুগমন করিল। এইরূপে ইংরেজ-সৈন্য নগরে প্রবিষ্ট হইল। তাহারা নগরের যে পথে অগ্রসর হইল, উহার দুই পার্শ্বের গৃহগুলিতে আগুন লাগাইয়া দিল। হুতাশন প্রবলবেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এদিকে আক্রমণকারিদিগের অস্ত্রাঘাতে নগরবাসিদিগের প্রাণান্ত হইতে লাগিল। কোমলপ্রাণ বালকেরাও এই ভীষণ আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইল না*। অনেকে প্রাণের ভয়ে উদ্‌ভ্রান্তভাবে চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। কেহ কেহ সংকীর্ণ গলির মধ্যে আত্মগোপন করিল। কেহ কেহ গৃহের কোণে লুক্কায়িত হইল। কেহ কেহ গোঁপদাড়ি কামাইয়া নারীর বেশ পরিগ্রহ করিল। এইরূপে যে, যেরূপ সুযোগ পাইল, সে সেইরূপে প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল**।

স্যার্ হিউ রোজ্ নগরের মধ্যভাগস্থিত রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিলেন। যখন তাঁহার সৈন্য প্রাসাদের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়, তখন প্রহরী সৈনিকেরা তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। ইংরেজ-সৈন্য প্রাসাদের একগৃহ হইতে আর একগৃহ উপনীত হয়। প্রতিগৃহে প্রাসাদ-রক্ষক সৈনিকগণ সাহস, তেজস্বিতা ও ক্ষমতার একশেষ প্রদর্শন করেন। আক্রমণকারিগণ সঙ্গীনের সাহায্যে তাহাদের ক্ষমতা পর্যুদস্ত করিয়া ফেলে। এদিকে প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রাসাদ-রক্ষকগণ নিরুপায় হইয়া পড়ে। প্রাসাদ ইংরেজ সেনাপতির অধিকৃত হয়। প্রাসাদের অশ্বশালায় পঞ্চাশজন অশ্বারোহী ছিল, তাহারা সকলেই রানীর পক্ষসমর্থনে আত্মোৎসর্গ করে এবং সকলেই সেই রক্ষণীয় স্থানে যার-পর-নাই সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া, অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হয়। গবর্নর জেনেরল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্ রানীর স্বামী গঙ্গাধর রাওয়ের পিতামহকে তাঁহার বিশ্বস্ততার পুরস্কার-স্বরূপ আপনাদের জাতীয় পতাকা দিয়া কহিয়াছিলেন যে, তিনি কোনো স্থানে যাত্রাকালে এই পতাকা সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবেন। রাজপ্রাসাদ অধিকারকালে উক্ত পতাকা ইংরেজ-সৈন্যের হস্তগত হয়।

ইংরেজ-সৈন্য নগরে প্রবেশ করিলে, লক্ষ্মী বাঈ দুর্গে গিয়া অবস্থিতি করেন। প্রথমে ইংরেজ-সৈন্যের রসদ ইত্যাদি নিঃশেষিতপ্রায় হইয়া ছিল। ইংরেজ সেনাপতি তাত্যা টোপেকে পরাজিত করিয়া, তাঁহার রসদ প্রভৃতি অধিকার করেন; সুতরাং খাদ্য দ্রব্যে,

* এইরূপ নিধনব্যাপার ঝাঁশিতে 'বিজন' নামে পরিচিত হইয়াছে।

** নগরের মধ্যে 'ভিড়ের বাগ' নামে একটি উদ্যান ছিল। বহুসংখ্যক লোক এই উদ্যানে আশ্রয় লইয়াছিল। ইংরেজ-সৈন্য উদ্যানে প্রবেশ করিলে ইহারা কাতরভাবে জীবন-ভিক্ষা করিয়া কহে,—'যুদ্ধের সহিত আমাদের কোনোরূপ সংস্রব নাই। আমরা যোদ্ধা নহি, নিরপরাধ, নিরীহ প্রজা, প্রাণের দায়ে এইস্থানে আশ্রয় লইয়াছি।' ইংরেজ-সেনা-নায়ক শরণাগতদিগকে অভয় দিয়া, চারিদিকে প্রহরী নিযুক্ত করিলেন, এবং উদ্যানের দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া, বহির্ভাগ হইতে অন্তর্ভাগে লোকের গমনাগমন নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:23 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

যুদ্ধোপকরণে ইংরেজ-সৈন্য সহায়সম্পন্ন হইয়া উঠে। এই সময়ে প্রতিপক্ষকে বাধা দেওয়া রানীর অসাধ্য হইয়া উঠিল। তাঁহার নগরের অধিকাংশ ভস্মীভূত হইয়াছিল। তাঁহার সাহসিক গোলন্দাজগণ রণস্থলে একে একে দেহত্যাগ করিয়াছিল। তাঁহার বিশ্বস্ত সৈনিকগণের অনেকের প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছিল। সুতরাং তিনি এখন অন্য উপায় না দেখিয়া, আপনার প্রিয়তম-রাজ্য-পরিত্যাগে কৃতসংকল্প হইলেন। তদীয় সংকল্পসিদ্ধির কোনো ব্যাঘাত হইল না। তাঁহার পিতা মোরোপন্ত তাম্বে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচরগণ সজ্জিত হইল। তাঁহার অনুগতা পরিচারিকারা যাত্রার যাবতীয় আয়োজন করিল। তিনি স্বয়ং পুরুষবেশ পরিগ্রহ পূর্বক অশ্বপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত হইলেন। মোরোপন্ত তাম্বেও অশ্বে আরোহণ করিলেন। এক হাতির হাওদার মধ্যে মণিমাণিক্য প্রভৃতি পুরিয়া দেওয়া হইল। মণিমাণিক্য ব্যতীত রানীর আর-একটি ধন ছিল। এই ধনের জন্য তিনি আত্মোৎসর্গে কৃতনিশ্চয় ছিলেন। এখন এই প্রাণাধিক ধন দামোদর রাওকে তিনি স্বকীয় পৃষ্ঠদেশে রেশমী কাপড় দিয়া বাঁধিয়া লইলেন।

এইরূপে প্রস্তুত হইয়া, রানী সহচরদিগের সহিত প্রতিপক্ষের অলক্ষিতভাবে ৪ঠা এপ্রিল নিশীথকালে দুর্গের উত্তর দ্বার দিয়া বহির্গত হইলেন। তাঁহার প্রস্থানের সংবাদ অবগত হইয়া, ইংরেজ-সেনাপতি তাঁহাকে ধরিবার জন্য লেপ্টেনেণ্ট বোকারকে সৈনিকদলের সহিত পাঠাইয়া দিলেন। বোকার একুশ মাইল পথ অতিক্রম করিলেন, কিন্তু অভীষ্ট বিষয়ে কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। রানীর বেগগামী অশ্ব অদৃশ্য হইয়া গেল। ইংরাজ-সেনানী আহত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু রানীর পিতার অদৃষ্টে নিষ্কৃতিলাভ ঘটিল না। মোরোপন্ত হস্তীর সহিত যাইতেছিলেন। পথে সহসা তাঁহার নিজের তরবারির খোঁচায় তদীয় জঙ্ঘাদেশ কাটিয়া গেল। রুধিরস্রাবে তাঁহার পরিচ্ছদ পরিষিক্ত হইল। তিনি এই অবস্থায় দতিয়া রাজ্যে উপনীত হইলেন। রাজমন্ত্রী তাঁহাকে ধরিয়া ইংরেজদিগের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। স্যার রবার্ট হামিল্টনের আদেশে তাঁহার ফাঁশি হইল।

রানীর প্রস্থানের পর আবার ঝাঁশিতে ভয়াবহ 'বিজনে'র আরম্ভ হইল। কানপুর ও দিল্লীর ন্যায় ঝাঁশিও ইংরেজ-সৈন্যের তিরতিশয় উত্তেজনার উদ্দীপক ছিল। কানপুর এবং দিল্লীর ন্যায় এই স্থানেও তাহাদের অসহায় স্বজাতির শোণিতপাত হইয়াছিল। কানপুরে এবং দিল্লীতে যাহা ঘটিয়াছিল, ঝাঁশিতেও তাহাই ঘটিল। কথিত আছে, ইংরেজ-সৈন্য ঝাঁশির পাঁচ হাজার অধিবাসীকে বধ করিয়াছিল*। অনেকে মর্যাদাহানির আশংকায় নিজ হস্তে নিজের আত্মীয়-স্বজনের শোণিতপাতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অনেক মহিলা আত্মসম্ভ্রম রক্ষার জন্য কূপে ঝাঁপ দিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু ইংরেজ-সৈনিকেরা মহিলাদিগের প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ করে নাই। ঘটনাক্রমে কেহ কেহ নিহত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সাক্ষাৎসম্বন্ধে কেহই ইংরেজ-সৈন্যের অস্ত্রে প্রাণ বিসর্জন করে নাই। ঝাঁশির দুর্গ এবং নগর বিলুণ্ঠিত হয়। ইংরেজ সেনাপতি বিলুণ্ঠিত দ্রব্যাদি

* *Martin, Indian Empire. Vol. II, p. 485.*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:23 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

হইতে নিরন্ন দুঃখীদিগকে আহার্য দিতে অনুমতি করেন*। ৫ই এপ্রিল ঝাঁশির দুর্গ ইংরেজ-সৈন্যের অধিকৃত হয়। ঝাঁশির সৈনিকেরা আপনাদের রানীর জন্য তেরদিন অসীম-সাহস-সহকারে যুদ্ধে প্রমত্ত থাকে। তেরদিন পর্যন্ত তাহাদের বন্দুক, তাহাদের কামান আক্রমণকারিদিগের সমক্ষে যেন অগ্নিময় আস্তরণপট বিস্তার করে; উহার মধ্য হইতে প্রতিপক্ষের বিনাশের জন্য অবিরত গোলা-গুলি, প্রস্তর, সুদৃঢ় কাষ্ঠখণ্ড প্রভৃতির বৃষ্টি হইতে থাকে। একজন ইংরেজ লেখক** এই যুদ্ধের বর্ণনাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন,—'যুদ্ধকালে বোধ হইত যেন, যম এবং তাহার সর্পবেণীধারিণী, উগ্রপ্রকৃতি পরিচারিকাগণ আমাদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। দুর্গের অন্তর্ভাগে অবিরত ভেরী, টমটম প্রভৃতির গভীর শব্দ হইত; বহির্ভাগে বন্দুক এবং কামানের নির্ঘোষে চারিদিক সমাকুল হইতে থাকিত; সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু তাড়াতাড়ি আমাদের লোকদিগকে লইয়া যাইত।' এইরূপ তের দিন ঘোরতর যুদ্ধের পর ঝাঁশির সৈন্য পরাজয় স্বীকার করে। পরাজিত হইলেও, তাহারা বীরেন্দ্র-সমাজের বরণীয়; যে নারীর পরিচালনায় তাহাদের এইরূপ শূরত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে, তিনি অতীতদর্শী ঐতিহাসিকদিগের ন্যায় পৃথিবীর প্রতিভাশালী বীরপুরুষদিগেরও চিরস্মরণীয়।

এ দিকে রানী কাল্পীতে উপনীত হন। এই স্থানে রাও সাহেব এবং তাত্যা টোপে অবস্থিতি করিতেছিলেন। রানীর সঙ্গে সৈন্য ছিল না। সুতরাং তিনি রাও সাহেবের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। রাও সাহেব সৈনিক-দল পরিদর্শন করিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করিয়া তুলিলেন। তাহাদের পরিচালনের ভার তাত্যা টোপের উপর সমর্পিত হইল। যখন যাবতীয় সৈন্য একস্থানে সমবেত হইবে, তখন তাত্যা টোপে, রাও সাহেবের সহিত সম্মিলিত হইবেন বলিয়া, সংগৃহীত সৈন্য লইয়া, কাল্পীর চল্লিশ মাইল দূরে কুঁচ নামক নগরে গমন করিলেন। এইস্থানে স্যার হিউ রোজের সহিত যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় হইল। রানী যুদ্ধস্থলে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তাত্যা টোপে সৈনিক-দলের পরিচালনা-সম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। যাহা হউক, পরাজিত হইলেও, তাঁহাদের সৈনিক-দল এরূপ শৃঙ্খলা, এরূপ নৈপুণ্য, এরূপ কৌশলের সহিত পশ্চাদ্‌গমন করে যে, উহাতে বিজয়ী ইংরেজ-সৈন্য যার-পর-নাই বিস্মিত হইয়া উঠে। কর্নেল মালিসন্ সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাহারা যে প্রণালীতে পশ্চাদ্‌গমন করিয়াছিল, তাহা অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট প্রণালী আর হইতে পারে না***। যদিও

* যুদ্ধের পর দিল্লীতে এবং লক্ষ্নৌতে বিলুণ্ঠন ও বিধ্বংসের যেরূপ দৃশ্য ভয়ঙ্কর-ভাব প্রকাশ করিয়াছিল, ঝাঁশিতে তাহারও আবির্ভাব হয়। উন্মত্ত সৈনিকেরা সম্মুখে যাহা পায়, তাহাই ভাঙিয়া ফেলে। আয়না, ঝাড়-লণ্ঠন, চেয়ার, কার্পেট, সাটিনের বিছানা, রূপার পায়াওয়ালা খাট, হাতির দাঁতের দ্রব্যাদি সমস্তই বিনষ্ট এবং গৃহের চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। অবশেষে এই উচ্ছৃঙ্খল সৈনিক-দলে কিয়দংশে শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়।—*Lowe, Central India.*

** —*Ibid.*

*** *Indian Mutiny, Vol. III., p. 178.*

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:23 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

তাহাদের শ্রেণী দৈর্ঘ্যে দুই মাইল পর্যন্ত ছিল, তথাপি উহার কোনো অংশ বিচলিত বা শৃঙ্খলাচ্যুত হয় নাই। কোনো অংশে কোনোরূপ গোলযোগ ঘটে নাই। যুদ্ধসময়ে সৈনিক-শ্রেণীর মধ্যে যেরূপ শৃঙ্খলা থাকে, উহাদের মধ্যেও সেইরূপ শৃঙ্খলা রহিয়াছিল। একদল পশ্চাদ্ধাবনকারী প্রতিপক্ষদিগের দিকে বন্দুক ছুড়িল, এবং দৌড়িয়া দ্বিতীয় দলের নিকটবর্তী হইল। দ্বিতীয় দল আবার প্রথম দলের ন্যায় বন্দুক ছুড়িয়া দৌড়িতে লাগিল। এইরূপে সমগ্র দল শৃঙ্খলার সহিত হটিয়া গেল।

কুঁচের যুদ্ধের পর কাল্পীর ছয়মাইল দূরে যমুনার তীরবর্তী গলাবলী নামক স্থানে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বাঁদার নবাব দুই হাজার অশ্বসাদী এবং কতিপয় কামান লইয়া উপস্থিত ছিলেন। লক্ষ্মী বাঈ ইতঃপূর্বে রাও সাহেবকে সৈনিক-দলের শৃঙ্খলা করিতে বলিয়াছিলেন। রাও সাহেব স্ত্রীলোকের উপর সমগ্র সৈনিক-দলের পরিচালন-ভার না দিয়া, যশোলাভের জন্য স্বয়ং কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। রানী কেবল আড়াইশত মাত্র অশ্বারোহী সৈন্যের পরিচালন-ভার প্রাপ্ত হন। তাঁহাকে যমুনার দিক রক্ষা করিতে অনুরোধ করা হয়। তিনি আপনার সৈনিকদিগকে যথোপযুক্ত স্থলে সন্নিবেশ করিয়া, ঐ দিক রক্ষায় ব্যাপৃত থাকেন। ইংরেজ-সৈন্য গলাবলীর যুদ্ধে জয়ী হইয়া মে মাসের শেষভাগে কাল্পী অধিকার করে। গলাবলীর যুদ্ধে পরাভূত হইয়া, রাও সাহেব এবং বাঁদার নবাব প্রভৃতি পলায়নের পরামর্শ করিয়াছিলেন। কিন্তু রানী ইহাতে বাধা দিয়া তাঁহাদিগকে স্থিরভাবে রাখেন। তিনি কাল্পীর যুদ্ধে যথোচিত বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় দেন। তাঁহার পরাক্রমে ইংরেজ-সৈন্য একান্ত বিব্রত হইয়া পড়ে। তদীয় সৈনিকগণ এমন সাহস-সহকারে অগ্রসর হয়, এমন ক্ষিপ্রকারিতার সহিত অস্ত্রচালনা করে, এমন বীরত্ব-সহকৃত-যুদ্ধকৌশলের পরিচয় দেয় যে, প্রতিপক্ষগণ পরাজিত-প্রায় হয়। লক্ষ্মী বাঈ অশ্বারোহণে, এই সাহসী সৈনিকদিগকে লইয়া এমন পরাক্রমে ইংরেজ-সৈন্যের দক্ষিণ-ভাগ আক্রমণ করিয়াছিলেন যে, উহাতে তাহারা হটিয়া গিয়াছিল। অধিকন্তু তিনি এরূপ বেগে অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, তাঁহার নিকট হইতে প্রতিপক্ষের তোপ কুড়ি গজের অধিক দূরবর্তী ছিল না। এমন সময়ে ইংরেজ-পক্ষের অভিনব সৈনিক-দল উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার আশাভঙ্গ হয়। একজন ইংরেজ-সেনানায়ক যুদ্ধস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কর্নেল মালিসনের নিকটে উপস্থিত যুদ্ধের প্রসঙ্গে এইভাবে লিখিয়াছিলেন,–'আমরা প্রায় পরাজিত হইয়াছিলাম। এমন সময়ে উষ্ট্রারোহী সৈনিক-দল* এবং প্রায় দেড়শত নূতন সৈন্য উপস্থিত হওয়াতে ঘটনাস্রোত অন্য দিকে প্রবাহিত হয়। উষ্ট্রারোহী সৈন্যই স্যার্ হিউ রোজের সৈনিক-দলকে রক্ষা করে। বিপক্ষগণ আমাদের কামানের কুড়ি গজ দূরে উপস্থিত হইয়াছিল। আর পনর মিনিট অতীত হইলেই সংহারকার্য ঘটিত। এইদিন হইতে আমি উটকে স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকি।'

বস্তুতঃ এই যুদ্ধে লক্ষ্মী বাঈ কোনোরূপে প্রতিপক্ষের নিকটে পরাজয় স্বীকার করেন নাই। তিনি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমান বিক্রম–সমান তেজস্বিতার সহিত সৈনিক-দলের পরিচালনা করিয়াছিলেন। শেষে রাও সাহেব সৈন্য লইয়া পলায়ন করাতে

* ইহারা প্রধানতঃ তীরধনুকের সাহায্যে যুদ্ধ করিয়াছিল।

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:23 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

তাঁহাকেও রণস্থল-পরিত্যাগে বাধ্য হইতে হয়। তাত্যা টোপে কাল্পীতে গোলাগুলি প্রস্তুত করিবার কারখানা করিয়াছিলেন। কামান, বারুদ ইত্যাদি পর্যাপ্ত-পরিমাণে সংগৃহীত ছিল। এই স্থান ইংরেজের অধিকৃত হইলে রাও সাহেব প্রভৃতি গোবালিয়রের ছেচল্লিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে গোপালপুর নামক স্থানে প্রস্থান করেন।

অতঃপর কি করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে পরামর্শ হয়। এই স্থানে রাও সাহেব উপস্থিত ছিলেন। বাঁদার নবাব সমাগত হইয়াছিলেন। তাত্যা টোপে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সর্বোপরি ঝাঁশির তেজস্বিনী রানী রহিয়াছিলেন। প্রথম দুইজন কোনোরূপ কৌশলের উদ্ভাবনে সমর্থ ছিলেন না। তৃতীয় ব্যক্তিরও এ বিষয়ে তাদৃশ নৈপুণ্য ছিল না। কিন্তু যে যুবতী বীরাঙ্গনা ইহাঁদের মধ্যে ছিলেন, তাঁহার যেরূপ সাহস, সেইরূপ প্রতিভা ছিল*। প্রতিভাবলে তিনি অভিনব উপায়ের উদ্ভাবন করিলেন। পরাজয়েও তাঁহার তেজস্বিতা, তাঁহার অধ্যবসায়, তাঁহার বলবতী প্রতিহিংসা তিরোহিত হইল না। তিনি পরামর্শ দিলেন যে, কোনো দুর্গে থাকিয়া যুদ্ধ না করিলে, প্রতিপক্ষের ক্ষমতারোধ করা যাইবে না। গোবালিয়রের দুর্গ অধিকার পূর্বক ধর্ম ও স্বজাতিপ্রেমের নামে তত্রত্য সৈনিক-দলকে উত্তেজিত করিতে, ইংরেজের সমক্ষে আপনাদের প্রাধান্যরক্ষার সম্ভাবনা আছে। এইরূপ সংকল্প সর্বাপেক্ষা সাহসী এবং সর্বাপেক্ষা রণ-কৌশল-সম্পন্ন বীরপ্রবরের মস্তিষ্ক হইতে সমুৎপন্ন হইতে পারে। গোবালিয়রে মহারাজ জয়াজী রাও শিন্দে আধিপত্য করিতেছিলেন। বিচক্ষণ মন্ত্রী দিনকর রাও রাজ্যশাসনে ব্যাপৃত ছিলেন। গোবালিয়রের দুর্গ দুরারোহ পর্বতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কর্মদক্ষ মন্ত্রী কর্তৃক পরিচালিত পরাক্রান্ত মহারাজের ক্ষমতারোধ পূর্বক তাঁহার দুর্গ অধিকার করা নিঃসন্দেহ অসংসাহসিক কর্ম। কিন্তু প্রতিভা রানীকে এইরূপ অসংসাহসিক কর্মে প্রবর্তিত করিতে নিরস্ত থাকিল না। রানীর প্রস্তাবে রাও সাহেব সন্তুষ্ট হইলেন, তাত্যা টোপে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। ৩০শে মে ইহাঁরা গোবালিয়রে যাইবার জন্য গোপালপুর ত্যাগ করিলেন।

গোবালিয়রের বিচক্ষণ মন্ত্রী দিনকর রাও আত্মরক্ষার উপায়বিধানে নিশ্চেষ্ট থাকিলেন না। এ বিষয়ে কূট রাজনীতি তাঁহার অবলম্বনীয় হইল। তিনি জানিতেন যে, পেশওয়ের ভ্রাতা উপস্থিত হইলে, দরবারের সৈনিকগণ সম্ভবতঃ তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিবে; সুতরাং রাও সাহেব প্রভৃতির প্রতি প্রকাশ্যরূপে বিরুদ্ধভাব দেখাইলে, সৈনিকেরা সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠিবে। ইহা ভাবিয়া, দিনকর রাও, রাও সাহেবের সৈনিকদিগের প্রতি বাহিরে সমবেদনা দেখাইতে লাগিলেন, কিন্তু অন্যদিকে তাহাদিগকে নিষ্কাশিত করিবার জন্য ইংরেজ-পক্ষের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি আপাততঃ আগন্তুক সৈনিক-দলকে আক্রমণ না করিয়া, কেবল আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। মহারাজও উহাতে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ৩১শে মে নিশীথকালে মন্ত্রী প্রাসাদ পরিত্যাগ পূর্বক স্বকীয় ভবনে গমন করিলেন। মহারাজও মন্ত্রীর কথা ভুলিয়া, রাও সাহেবের সৈনিকদিগের সমক্ষে আত্মপ্রাধান্য দেখাইতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে,

---

* মালিসন্ সাহেব এইভাবে রানীর প্রশংসা করিয়াছেন।—*Indian Mutiny, Vol. III, p, 204.*

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:23 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

দিল্লী ইংরেজের অধিকৃত হইয়াছে, লক্ষ্নৌ এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ইংরেজের পদানত হইয়া উঠিয়াছে। মধ্য-ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানে ইংরেজের জয়পতাকা উড্ডীন হইয়াছে। সুতরাং ইংরেজ যে, পরিণামে সর্বত্র সর্বতোমুখী প্রভুতার রক্ষায় সমর্থ হইবেন, তদ্বিষয়ে তাঁহার সংশয় ছিল না। তিনি এইরূপে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া, ইংরেজ গবর্নমেণ্টের প্রতি আপনার অনুরাগ, অধিকন্তু ইংরেজের নিকটে আপনার বীরত্বগৌরবের পরিচয় দিবার জন্য রণবেশে সজ্জিত হইলেন।

পরদিন প্রভাত-কালে তাঁহার সংকল্প-অনুসারে কার্য হইল। ঐ দিন (১লা জুন) তিনি ছয় হাজার পদাতিক, পনের হাজার অশ্বারোহী, তাঁহার নিজের ছয়শত শরীর-রক্ষক সৈনিক এবং আটটি কামান লইয়া, মোরারের দুইমাইল পূর্বে উপস্থিত হইলেন। বেলা সাতটার সময়ে তাঁহার কামান হইতে গোলা-বৃষ্টি আরম্ভ হইল। রাও সাহেব ভাবিলেন যে, মহারাজ তাঁহার অভিনন্দনের জন্য আসিতেছেন; তাঁহার সম্মানার্থে এইরূপ কামানের ধ্বনি হইতেছে। সুতরাং তিনি একরূপ নিশ্চেষ্টভাবে থাকিলেন। কিন্তু লক্ষ্মী বাঈ তাঁহার ন্যায় নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। তিনি দুইশত মাত্র সৈন্য লইয়া এমন বেগে মহারাজের তোপের মুখে গিয়া পড়িলেন যে, গোলন্দাজেরা তাঁহার প্রতাপ সহিতে না পারিয়া পলায়ন করিল। এদিকে গোবালিয়রের সৈনিকেরা রাও সাহেবের সৈনিক-দলের প্রতি সমবেদনা দেখাইতে লাগিল। অনেকে ঐ দলে সম্মিলিত হইল। অনেকে যুদ্ধস্থল পরিত্যাগপূর্বক তরমুজের ক্ষেত্রে গিয়া আপনাদের পিপাসা-শান্তি এবং রসনার তৃপ্তিসাধন করিতে লাগিল। মহারাজের শরীর-রক্ষক সৈনিকগণ কোনো দিকে বিচলিত না হইয়া, তাঁহার পক্ষ-সমর্থনের জন্য সচেষ্ট রহিল বটে, কিন্তু লক্ষ্মী বাঈর আক্রমণে মহারাজ পরাজিত হইলেন। তাঁহার সৈনিকদিগের অনেকে দেহত্যাগ করিল। অল্পমাত্র অনুচরের সঙ্গে তাঁহাকে রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে হইল। আগ্রায় উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি আর স্বকীয় বাহনের রশ্মি সংযত করিলেন না। গোবালিয়রের রণক্ষেত্রে বীরাঙ্গনার অদ্ভুত বীরত্বচাতুরী প্রদর্শিত হইল।

এইরূপে লক্ষ্মী বাঈর প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইল। দিনকর রাও মহারাজের পরাজয়বার্তা শুনিয়া সর্বপ্রথম রানীদিগকে নরবর নামক স্থানে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলেন; অতঃপর তিনি মহারাজের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। রাও সাহেব বিজয়োল্লাসে নগরে প্রবেশ করিলেন। নগরের সহিত দুর্গ, ধনাগার, অস্ত্রাগার তাঁহার অধিকৃত হইল। তাঁহার আদেশে সৈনিকগণ বিলুণ্ঠনে নিরস্ত থাকিল। নানা সাহেব মহারাষ্ট্রের পেশওয়ে এবং রাও সাহেব গোয়ালিয়রের শাসনকর্তা, এই বলিয়া ঘোষণা করা হইল। গোবালিয়রের দরবারের এবং রাও সাহেবের সৈনিকেরা পর্যাপ্ত পরিমাণে উপহার পাইয়া, সন্তোষ লাভ করিল। রাম রাও গোবিন্দ নামক গোবালিয়র দরবারের একজন অপদস্থ পারিষদ প্রধান মন্ত্রী হইলেন। গোবালিয়রে আসিবার জন্য বাণপুর এবং শাহগড়ের রাজার নিকটে অনুরোধ-পত্র প্রেরিত হইল।

এই সময়ে এক বিষয়ে রাও সাহেবের নিতান্ত অমনোযোগ প্রকাশ পাইল। গঙ্গা দশহরা পর্ব উপস্থিত হওয়াতে রাও সাহেব সৈনিকগণের শৃঙ্খলাসাধনে মনোনিবেশ না

Digitized by Google　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:23 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

করিয়া, বহুসহস্র ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইতে লাগিলেন। এদিকে ইংরেজ সেনাপতি স্যার হিউ রোজ মহারাজকে গোবালিয়রে আসিতে আহ্বান করিয়া, স্বয়ং ঐ স্থানের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু রাও সাহেব উৎসবে বিরত থাকিলেন না। লক্ষ্মী বাঈ পূর্বেই রাও সাহেবকে উৎসবের পরিবর্তে সৈনিক-দলের শৃঙ্খলা সাধনে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুরোধ রক্ষিত না হওয়াতে, তিনি নিরতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। ইংরেজ-সেনাপতির আগমন-বার্তা শ্রবণেও রাও সাহেবের চমক ভাঙিল না। রাও সাহেব কেবল তাত্যা টোপেকে যুদ্ধ-সজ্জা করিতে আদেশ দিলেন। তাত্যা টোপে সৈনিক-দল লইয়া, ইংরেজ-সেনাপতির অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। ১৬ই জুন মোরার স্যার হিউ রোজের অধিকৃত হইল। রাও সাহেব তখন চিন্তাকুল হইয়া, রানীর [লক্ষ্মী বাঈ-র] পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। রানী রাও সাহেবের অব্যবস্থিততায় পূর্বেই বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু বিরক্তির আবেগে তাঁহার কর্তব্যজ্ঞান তিরোহিত হয় নাই। তিনি রাও সাহেবকে কহিলেন যে, তাঁহার অমনোযোগে ও আমোদা-সক্তিতে সুযোগ নষ্ট হইয়াছে। এখন সৈনিকদিগের শৃঙ্খলাসাধন ও ইংরেজদিগের আক্রমণ নিবারণ করা ব্যতীত আর কোনো উপায় নাই। তাত্যা টোপে সম্মত হইলেন। গোবালিয়রের পূর্বভাগ রক্ষার ভার রানীর উপর সমর্পিত হইল। রানী বীরপুরুষের বেশে সজ্জিত ও অশ্বপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত হইয়া, সমস্ত দিন সৈনিক-দলের পরিদর্শন এবং শৃঙ্খলা-সাধন করিতে লাগিলেন। এইরূপ কর্মকুশলতার ও শ্রমশীলতায় বীররমণী বীরপুরুষদিগকেও অতিক্রম করিলেন।

১৮ই জুন (ইংরেজ ঐতিহাসিকদিগের মতে ১৭ই জুন) ফুলবাগের রাজপ্রাসাদের নিকটবর্তী পার্বত্য ভূখণ্ডে ইংরেজ সেনানায়ক স্মিথের সহিত রাও সাহেবের সৈনিক-দলের যুদ্ধ হয়। ঐ স্থান কোঠা-কি-সরাই নামে প্রসিদ্ধ। উহার নানা স্থান খাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। সুতরাং ঐস্থলে অশ্বসাদীদিগের পরিক্রমণের তাদৃশ সুবিধা ছিল না। যাহা হউক, ঐ ক্ষেত্রে প্রায় সমস্ত দিন যুদ্ধ হইল। রানী সমস্ত দিন বীরপুরুষের বেশে সজ্জিত ও অশ্বপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, সমরক্ষেত্রে সৈনিকদিগকে উৎসাহিত করিলেন। কিন্তু তাঁহার এইরূপ উদ্যম, এইরূপ অধ্যবসায়, এইরূপ নির্ভীকতাতেও তদীয় জয়লাভের সুবিধা ঘটিল না। রানী, আপনার বিশ্বস্ত পরিচারিকা ও কতিপয় অনুচরের সহিত রণস্থল পরিত্যাগ করিলেন।

রানীর নিজের বাহন সাতিশয় পরিশ্রান্ত হওয়াতে রানী উহাকে বিশ্রামের জন্য রাখিয়া, মহারাজ শিন্দের অশ্বশালা হইতে একটি অশ্ব গ্রহণ করেন*। এই অশ্ব শেষে তাঁহার কাল-স্বরূপ হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে রানী ঐ অশ্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন, ঐ অশ্বে অধিষ্ঠিত থাকিয়াই যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বাহন সবেগে ধাবিত হইয়াছিল। পথে 'মরিলাম মরিলাম' বামাকণ্ঠ-নিঃসৃত এই করুন আর্তনাদ রানীর শ্রুতি-প্রবিষ্ট হইল।

* অশ্ব পরীক্ষায় রানীর যথোচিত ক্ষমতা ছিল। এ স্থলে বোধহয়, উৎকৃষ্ট অশ্বের অভাবে তাঁহাকে ঐ অশ্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:23 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

রানী পশ্চাৎ দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রিয় পরিচারিকা মন্দরা একজন ইংরেজ অশ্বসাদী কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। রানী বিদ্যুৎবেগে আক্রমণকারীর অভিমুখে বাহন চালনা করিলেন, এবং অসির আঘাতে আক্রমণকারীকে নিহত করিয়া, পুনর্বার সবেগে ধাবিত হইলেন। সম্মুখে একটি সংকীর্ণ খাল ছিল। ঘোটক সেই জল-প্রবাহ দেখিয়া, থমকিয়া দাঁড়াইল। রানী খাল পার হইতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দুষ্ট অশ্ব কিছুতেই অগ্রসর হইল না। ইহার মধ্যে কয়েকজন ইংরেজ অশ্বারোহী তাঁহাকে আক্রমণ করিল। কিয়ৎক্ষণ রানীর সহিত তাহাদের অসিযুদ্ধ হইল। একজন প্রতিপক্ষের অসির আঘাতে রানীর মস্তকের দক্ষিণ ভাগ বিচ্ছিন্ন হইল। ইহার পরেও আঘাতকারী তাঁহার বক্ষঃস্থলে সঙ্গীনের আঘাত করিল। এইরূপে আহত হইয়াও, রানী তাহার প্রাণনাশ করিলেন। অতঃপর তাঁহার ইঙ্গিতক্রমে তদীয় বিশ্বস্ত অনুচর সর্দার রামচন্দ্র রাও দেশমুখ তাঁহাকে নিকটবর্তী একটি পর্ণশালায় লইয়া গেলেন। কুটীরস্বামী গঙ্গাধর বাবাজী পবিত্র গঙ্গাজল দিয়া, তাঁহার অন্তিম-পিপাসা শান্তি করিলেন। মুহূর্তকাল পরে এই পর্ণকুটীরে প্রতিপক্ষের এইরূপ অস্ত্রাঘাতে তাঁহার অন্তিমকাল আসন্ন হইল। তিনি প্রাণাধিক স্নেহের ধন গঙ্গাধর রাওয়ের মুখের দিকে একবার গভীর স্নেহভরে দৃষ্টিপাত করিয়া, অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন*।

এইরূপে ঝাঁশির চির-প্রসিদ্ধ রানীর দেহাত্যয় হইল। বীররমণী তেইশ বৎসর বয়সে যেরূপ সাহস, সেরূপ বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে তদীয় প্রতিপক্ষ বীরপুরুষদিগেরও যার-পর-নাই বিস্ময় জন্মিয়াছিল। সেনাপতি স্যার হিউ রোজ রানীর সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন যে, যদিও তিনি নারী, তথাপি বিপক্ষ দলের মধ্যে তাঁহার সর্বাপেক্ষা অধিক দক্ষতা ছিল**। অল্পবয়স্কা বীরাঙ্গনার বীরত্বে এইরূপে ইংরেজ সেনাপতির নিকটেও প্রশংসার বিষয় হইয়াছিল। এইরূপ বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া, ইংরেজ সেনা-নায়কগণ, বোধহয়, তাঁহাকে জীবিতাবস্থায় ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। রানী পুরুষবেশে সজ্জিত থাকাতে, যে ইউরোপীয় অশ্বারোহী তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া, তৎপ্রতি অস্ত্রাঘাত করে, সেও তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। যাহা হউক, ইংরেজ সৈন্য রানীর দেহ স্পর্শ করিতে না পারে, এইজন্য রামচন্দ্র রাও নিকটবর্তী স্তূপীকৃত শুষ্ক তৃণরাশির মধ্যে চিতা রচনা-পূর্বক তাঁহার দেহ স্থাপন করেন। অগ্নিসংযোগে দেখিতে ত্রয়োবিংশতি বর্ষীয়া লাবণ্যময়ী বীরাঙ্গনার দেহ ভস্মীভূত হইয়া যায়***।

মালিসন্ সাহেব এই বীর রমণীর বিষয়ে লিখিয়া গিয়াছেন যে, ইংরেজদিগের চক্ষে রানীর দোষ যেরূপই দেখা যাক না কেন, তাঁহার স্বদেশীয়গণ চিরকাল তাঁহাকে এই জন্য স্মরণ করিবে যে, ইংরেজের অবিচার তাঁহাকে বিদ্রোহে প্রবর্তিত করিয়াছিল, তিনি তাঁহার

* রানীর দুইটি পরিচারিকা—মন্দরা ও কাশী, তাঁহার ন্যায় বীরপুরুষের বেশে সজ্জিত হইয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল।

** *Martin, Indian Empire, Vol. III, p. 489.*

*** কেহ কেহ লিখিয়াছেন, প্রতিপক্ষের বন্দুকের গুলিতে রানী দেহত্যাগ করেন। কিন্তু বিশ্বাস্য প্রমাণ অনুসারে অসির আঘাতে তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

Generated on 2019-02-07 14:23 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

দেশের জন্য প্রাণধারণ করিয়াছিলেন—দেশের জন্যই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন*। রানীর প্রতিহিংসার আবেগে অস্ত্রধারণ করিতে পারেন, কিন্তু তিনি যে শক্তি দেখাইয়াছেন, তাঁহার প্রতিপক্ষগণ বা তাঁহার চরিত্র সমালোচকগণের মধ্যে কেহই সেই মহাশক্তির প্রতি অসম্মান প্রকাশ করেন নাই।

১৮ই জুন গোবালিয়রের মহারাজের অবস্থিতিস্থল লস্কর এবং ফুলবাগ অধিকৃত হয়। ঐ দিন রাত্রিকালে বিপক্ষগণ দুর্গ পরিত্যাগ পূর্বক স্থানান্তরে গমন করেন। ২০শে জুন মহারাজ জয়াজী রাও শিন্দে আপনার রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

আর দামোদর রাও? যে বালক লক্ষ্মী বাঈর প্রাণাধিক ধন ছিল। স্নেহময়ী মাতার প্রাণত্যাগের পর তাহার অদৃষ্টে কি ঘটিল? দামোদর রাও কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত জঙ্গলে আত্মগোপন করেন। নিবিড় অরণ্য তাঁহার আশ্রয়স্থল, আরণ্য বৃক্ষ শীত-তাপ ও বাত-বৃষ্টির পরাক্রম হইতে তাঁহার রক্ষার প্রধান সহায় হইয়া উঠে। এইরূপ কষ্টে দুই বৎসর অতিবাহিত হয়। অতঃপর দামোদর রাও ইংরেজের হস্তে পতিত হন। ইন্দোরের তদানীন্তন রেসিডেণ্ট স্যার রিচ্‌মণ্ড্ সেক্‌স্‌পীয়ার তাঁহার প্রতি সৌজন-প্রকাশে পরাঙ্মুখ হন নাই। রেসিডেণ্টের নিয়োগক্রমে একজন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণের (ইনি রেসিডেণ্টের মুন্সী ছিলেন) প্রতি তাঁহার শিক্ষার ভার সমর্পিত হয়, এবং রেসিডেণ্টের প্রস্তাব অনুসারে গবর্নমেণ্ট তাঁহার মাসিক দেড় শত টাকা বৃত্তি নির্ধারণ করেন। অতঃপর রাজ-প্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক্ তাঁহার দৈন্যদশা শ্রবণে দয়ার্দ্র হইয়া, তদীয় ঋণ পরিশোধের জন্য দশ হাজার টাকা দেন। তাঁহার বৃত্তিও দেড় শত টাকার স্থলে দুই শত টাকা নির্ধারিত হয়। ঝাঁশি রাজ্যের সহিত গঙ্গাধর রাওয়ের যাবতীয় স্বোপার্জিত সম্পত্তি গবর্নমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র এখন মাসিক দুই শত টাকা বৃত্তিভোগী হইয়া, ইন্দোরে অবস্থিতি করিতেছেন। লক্ষ্মী বাঈ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। গবর্নমেণ্ট সকল দিক দেখিয়া, তাঁহার পুত্রকে আশ্রয় দিতে বিমুখ হন নাই।

* *Malleson, Indian Mutiny. Vol III, p. 221.*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:23 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঝাঁশির পার্শ্ববর্তী স্থান

নওগাঁর সিপাহিদিগের উত্তেজনা—তত্রত্য ইউরোপীয়দিগের পলায়ন—তাঁহাদের সহিত বিশ্বস্ত সিপাহিদিগের গমন—পথে তাঁহাদের দুর্দশা—তাঁহাদের প্রতি ছত্রপুরের রানী এবং চিরকারির রাজার সদ্ব্যবহার—বাঁদার ঘটনা—নাগোদের বিশ্বস্ত সিপাহী—পলাতকদিগের নাগোদে উপস্থিতি

ঘটনাচক্রের অনিবার্য আবর্তনে, নিয়তির অপ্রতিবিধেয় পরাক্রমে যেরূপে ঝাঁশির চিরপ্রসিদ্ধ রানীর সমগ্র পার্থিব বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। ঝাঁশির সিপাহিদিগের মধ্যে যখন উত্তেজনার আবির্ভাব হয়, তখন পার্শ্ববর্তী অন্যান্য স্থানে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা এই স্থলে সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে।

ঝাঁশির প্রায় দুইশত মাইল পূর্বে নওগাঁ অবস্থিত। ঝাঁশিতে ১২-সংখ্যক পদাতিক দল ছিল, তাহার একাংশ নওগাঁতে অবস্থিতি করিতেছিল। এতদ্ব্যতীত ১৪-সংখ্যক অনিয়মিত অশ্বারোহি-দলের একাংশ এবং কতিপয় গোলন্দাজ সৈন্য ছিল। মেজর কিরকে নামক সৈনিক-পুরুষ নওগাঁর সৈনিকের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮৫৭ অব্দের ৩০শে মে পর্যন্ত এই সৈনিক-দলের মধ্যে কোনোরূপ অশান্তভাব লক্ষিত হয় নাই। ক্রমে মে মাস অতিবাহিত হয়। জুনের প্রখর আতপ-তাপের সহিত সিপাহিদিগের স্নিগ্ধভাবও অপগত হইতে থাকে। ৫ই জুন নওগাঁর অধিনায়ক সমগ্র সৈনিককে কাওয়াজের ক্ষেত্রে একত্র করিয়া, তাহাদের বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তির সুখ্যাতি করেন। সিপাহিরা অধিনায়কের মুখে আপনাদের প্রশংসাবাদ শুনিয়া, আহ্লাদে এরূপ উন্মত্ত হয় যে, গোলন্দাজেরা কামান চালাইবার উপক্রম করে। পদাতিকগণ অস্ত্রাদি লইয়া সজ্জিত হইতে থাকে। অশ্বারোহিগণ নিমকের মর্যাদা রক্ষার জন্য সবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে। অফিসরগণ ইহা দেখিয়া সন্তুষ্ট হন। কিন্তু এই প্রগাঢ় প্রশান্তভাব ও রাজভক্তির আতিশয্য যে গভীর উত্তেজনার পূর্বসূচনা স্বরূপ, অফিসরেরা তাহা বুঝিতে পারিলেন না। কয়েক দিন বিনা গোলযোগে অতিবাহিত হইল। ১০ই জুন ঘোরতর বিপদের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল। একজন দীর্ঘকায় শিখ দুইজন অনুচরের সহিত, যে স্থানে সিপাহিদিগের পাহারা বদল হয়, সেই স্থানে গিয়া, সহসা হাবেলদারকে গুলির আঘাতে বধ করিল। অতঃপর সৈনিক-নিবাসের দিকে বন্দুকের ধ্বনিতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইল যে, অফিসরদিগের বিশ্বস্ত সিপাহিগের মধ্যে গভীর অবিশ্বাসের সঞ্চার হইয়াছে। যাহারা ইতঃপূর্বে কাওয়াজের ক্ষেত্রে আপনাদের প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়াছিল, তাহারা প্রভুর বিপক্ষাচরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে।

এখন পলায়ন ব্যতীত অল্পসংখ্যক ইউরোপীয়দিগের আত্মরক্ষার আর কোনো উপায় রহিল না। অতীত কালের সৌজন্য ও সদাশয়তার কথা, ভবিষ্যতে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি, এ সময়ে কার্যকর হইবে বলিয়া, কেহই মনে করিলেন না। সুতরাং ইংরেজ অফিসরগণ সর্বপ্রকার চেষ্টায় বিরত হইয়া, স্থান পরিত্যাগের আয়োজন করিলেন। বালক-বালিকাগণ

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:23 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ও কুলমহিলারা তাঁহাদের অধিকতর চিন্তার কারণ হইল। সাতাশিজন বিশ্বস্ত সিপাহী এই পলায়নকারিদিগের রক্ষক হইল। পলাতকগণ প্রথমে এলাহাবাদে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু পথে নানারূপ বিপদ আছে ভাবিয়া, কলিঙ্গর ও মীর্জাপুরের দিকে প্রস্থান করিলেন। পথে ইহাঁদের যাতনার একশেষ হইয়াছিল। ইহাঁদের মধ্যে যাঁহারা জীবিত ছিলেন, তাঁহারা বিশদভাবে আপনাদের গভীর মর্মবেদনার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সিপাহিদিগের উত্তেজনাকালে মেজর কিরুকের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছিল। এখন চা ও সুরার অভাবে তাঁহার তেজস্বিতা অন্তর্হিত হইল। তিনি সময়ে সময়ে আম্রের কথা বলিতে লাগিলেন, সময়ে সময়ে কোনো কোনো পদার্থ এ ভাবে খাইতে লাগিলেন যে, উহা যেন তাঁহার জীবনস্বরূপ। তিনি আপনার উপাদেয় পানীয় ও আহারীয় আনিবার জন্য নওগাঁতে দুইজন সৈনিক-কর্মচারীকে পাঠাইয়া দিলেন। সময়ে সময়ে অসম্বন্ধ প্রলাপবাক্য তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হইতে লাগিল। পলাতকগণ প্রথমে ছত্রপুর নামক স্থানে উপনীত হন। এই জনপদ লর্ড ডালহৌসীর পররাজ্য-গ্রহণ-বিষয়িণী-রাজনীতির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। বিধবা রানী আপনার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের জন্য রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। পলাতকদিগের প্রতি ছত্রপুরের দয়াশীলা রানীর যথোচিত সৌজন্য ও সদাশয়তা প্রকাশিত হয়। পলাতকগণ ইহাঁর নিকট হইতে আবশ্যিক দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইয়া, ঐ স্থান পরিত্যাগ করেন। ইহার মধ্যে মেজর কিরুকে অদৃশ্য হন। মস্তিষ্কের বিকৃতি প্রযুক্ত তাঁহার বোধ হইয়াছিল যেন সিপাহিরা তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে। এই কাল্পনিক ভয়ে তিনি আত্মগোপন করিয়াছিলেন। ১৬ই জুন তিনি আবার নওগাঁ হইতে প্রেরিত একগাড়ি চা ও সুরা লইয়া আপন দলের সহিত মিশিলেন। অভীষ্ট দ্রব্য লাভে তাঁহার কিয়ৎ-পরিমাণে শান্তি লাভ হইল। তাঁহারা অতঃপর বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত চিরকারির অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এই স্থানের রাজা আহার্য দিয়া, তাঁহাদিগকে পরিতোষিত করিলেন, টাকা দিয়া, তাঁহাদের অভাব মোচনের সুবিধা করিয়া দিলেন। কিন্তু এইরূপ শান্তি, এইরূপ তৃপ্তি অল্পক্ষণের জন্য রহিল। কতকগুলি সশস্ত্র লোক তাঁহাদিগকে নিরাপদে কলিঙ্গরে পেঁছাইয়া দিবে বলিয়া, প্রতিশ্রুত হওয়াতে তাঁহারা ঐ স্থানের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পরিশেষে এই সকল লোক তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। তাঁহাদের কেহ কেহ ইহাদের অস্ত্রাঘাতে দেহত্যাগ করিলেন। আক্রমণকারিগণ গাড়িগুলি অবরোধ করিয়াছিল। সুতরাং আক্রান্তগণ কেহ কেহ পদব্রজে, কেহ কেহ অশ্বারোহণে পলায়ন করিলেন। এখন মাহোবার দিকে ফিরিয়া যাওয়াই স্থির হইল। কিন্তু তাঁহাদের অধিনায়কের অদৃষ্টে ঐ স্থানে যাওয়া ঘটিল না। উপস্থিত দুর্ঘটনায় মেজর কিরুকের হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কয়েক মাইল পথ যাওয়ার পরেই তিনি অশ্ব হইতে ভূপাতিত ও গতাসু হইলেন।

কাপ্তেন স্কট্ এখন পলাতকদিগের অধিনায়ক হইলেন। ইনি মেজর কিরুকে অপেক্ষা অল্পবয়স্ক এবং চা ও মদিরার প্রতি অল্পানুরাগী ছিলেন। রক্ষণীয় লোকদিগের সুবিধার জন্য ইহাঁর যত্ন ও উদ্যমের একশেষ দেখা যাইতে লাগিল। কিন্তু এ সময়ে মৃত্যু

Generated on 2019-02-07 14:23 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

অনিবার্য ছিল। জুন মাসের সূর্যতাপ এবন অসহনীয় হইয়া উঠিল যে, উহাতে অনেকে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। মৃত্যু অনেকের জ্বালা-যন্ত্রণার শান্তি করিল। গতাসু দেহগুলি পথের পার্শ্বে পড়িয়া রহিল। এইরূপ দুঃসহ কষ্ট ভোগের পর অবশিষ্ট পলাতকগণ আজীগড়ের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আজীগড়ের রানী এবং বাঁদার নবাব এই দুঃসময়ে ইঁহাদের সবিশেষ সাহাব্য করেন। ইঁহাদের সাহায্য না পাইলে, প্রায় সকলকেই জীবনের আশায় বিসর্জন দিতে হইত। কেবল ইঁহারাই নিরতিশয় দুর্দশাগ্রস্ত পলাতকদিগের জীবন রক্ষা করেন*।

এস্থলে বাঁদার ঘটনা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। অন্যান্য স্থানের ন্যায় বাঁদাতেও সৈনিক-নিবাস ছিল। এই স্থলের ৫৬-সংখ্যক পদাতিক-দল নওগাঁর সংবাদ শুনিয়া, ১৪ই জুন ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে নবাবের সৈন্যের সহিত সম্মিলিত হয়। ইহারা ধনাগার লুণ্ঠন করে। এই সময়ে নবাব ইংরেজ অফিসরদিগের জীবন রক্ষা করেন। অন্যান্য স্থান হইতে যে সকল পলাতক উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও ইহঁার চেষ্টায় নিরাপদ হন। কিন্তু শেষে ঘটনাচক্রে পড়িয়া, নবাব গবর্নমেণ্টের বিরোধী হইয়া উঠেন। তিনি যে, রাও সাহেব এবং তাত্যা টোপের সম্মিলিত হইয়াছিলেন, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে।

বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত যে-যে স্থানে সৈনিক-নিবাস ছিল, তৎসমুদয়ের প্রায় সকল গুলিতেই সিপাহিদিগের উত্তেজনা পরিস্ফুট হইয়াছিল। কেবল নাগোদের সিপাহিগণ প্রশান্তভাবে ছিল। কখনো অন্যান্য সৈনিক-নিবাসের সিপাহিগণ খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগের শোণিতপাতে উদ্যত হয়, তখন নাগোদের ৫০-সংখ্যক এতদ্দেশীয় পদাতিক-দল ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের পক্ষসমর্থনে প্রস্তুত থাকে। ইহাদের মধ্যে কেবল চৌদ্দ জন সিপাহী অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ করিয়াছিল**।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, কতিপয় সিপাহী নওগাঁর পলাতকদিগের রক্ষক হইয়াছিল। এ সময়ে প্রায় সমগ্র জনপদে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের আধিপত্য বিলুপ্ত হইয়াছিল। উত্তেজিত লোকে দিল্লীর বাদশাহের প্রাধান্য ঘোষণা করিতেছিল। পূর্বোক্ত বিশ্বস্ত সিপাহিগণ পলাতকদিগকে খাদ্য-দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া দেওয়াতে পার্শ্ববর্তী স্থানের উত্তেজিত লোকেরা সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং এ সময়ে পলাতকদিগকে পরিত্যাগ করা সিপাহিদিগের শ্রেয়ঃ জ্ঞান হইল। কাপ্তেন স্কট্ কোনোরূপ আপত্তি না করিয়া, এই বিশ্বস্ত সিপাহিদিগকে বিশ্বস্ততার নিদর্শন স্বরূপ প্রশংসাপত্র দিলেন। সিপাহিরা সন্তুষ্টচিত্তে এলাহাবাদের দিকে প্রস্থান করিল। পলাতকেরা নিদারুণ কষ্টে বিষণ্নচিত্তে, আত্মীয়গণের মৃত্যুতে সন্তপ্তহৃদয়ে আজীগড় হইতে নাগোদে গিয়া জীবন রক্ষা করিলেন।***

---

* *Malleson, Indian Mutiny, Vol. I, pp. 196-97.*

** *Ibid, Vol. I, p. 198.*

*** *Kaye, Sepoy War, Vol. III, p. 377.*

Generated on 2019-02-07 14:25 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

তৃতীয় অধ্যায়

তাত্যা টোপে

তাত্যা টোপের পশ্চাদ্ধাবন—তাঁহার নানা স্থানে গমন—তাঁহার অবরোধ—তাঁহার ফাঁশি

গোবালিয়র অধিকৃত এবং মহারাজ শিন্দে পুনর্বার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে স্যার্ হিউ রোজ্ ২৯শে জুন মধ্য-ভারতবর্ষের সেনাপতির পদ পরিত্যাগ করেন। তিনি ছয় মাস কাল মধ্য-ভারতবর্ষের নানা স্থানে যুদ্ধ করিয়া, জয়লাভ করিয়াছিলেন। ব্রিগেডিয়ার-জেনেরল রবার্ট নেপিয়ার তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হন। এদিকে তাত্যা টোপে, রাও সাহেব এবং বাঁদার নবাবের সহিত ২২শে জুন উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রস্থান করেন। শরমথুরা নামক স্থানে উপনীত হইলে তিনি জানিতে পারিলেন যে, ব্রিগেডিয়ার সাওয়ার্স তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি জয়পুরে উপস্থিত হইবার জন্য পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হন, যেহেতু তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, এই স্থানে তদীয় পক্ষ সমর্থনের জন্য সৈনিক-দল প্রস্তুত থাকিবে। কিন্তু ২৭শে জুন জয়পুরের পলিটিকাল এজেন্ট, কাপ্তেন ইডেন সাহেব রাজপুতনার সেনাপতি রবার্টসের নিকটে সংবাদ পাঠান যে, পলায়িত মরাঠা সেনাপতি জয়পুরের অসন্তুষ্ট লোকদিগকে উত্তেজিত করিবার জন্য চর প্রেরণ করিয়াছেন। সংবাদ-প্রাপ্তি-মাত্রেই রবার্টস্ ২৮শে জুন ঐ স্থানে যাত্রা করেন, এবং তাত্যা টোপের পূর্বেই তথায় উপস্থিত হন। এস্থলে বলা উচিত যে, তাত্যা টোপেকে ধরিবার জন্য ইংরেজ সেনাপতিগণ যার-পর-নাই চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে গোবালিয়রে একদল সৈন্য থাকে। ঝাঁশিতে আর-এক-দল প্রতিষ্ঠিত হয়। নসিরাবাদে পঞ্চম-দল এই উদ্দেশ্যসাধনে অভিনিবিষ্ট থাকে। ভরতপুরে ষষ্ঠ-দল সন্নিবেশিত হয়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থানেও ভিন্ন ভিন্ন সৈনিক-দল আপনাদের সুচতুর প্রতিপক্ষকে হস্তগত করিবার জন্য সর্বদা সতর্কভাবে অবস্থিতি করিতে থাকে। এইরূপে তাত্যা টোপে যে দিকে প্রস্থান করিবেন, যে স্থানে উপনীত হইবেন, যে জনশূন্য নিবিড় জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, সেই দিক, সেই জনপদ, সেই জনশূন্য স্থান বিভিন্ন ইংরেজ সৈনিক-দলের পর্যবেক্ষণের বিষয়ীভূত হয়। কিন্তু এই মারাঠা সেনাপতি এরূপ ক্ষমতাপন্ন, এরূপ বুদ্ধি-কৌশল-সম্পন্ন, এরূপ রণচতুর ছিলেন যে, নয় মাসেরও অধিক কাল তাঁহার সমক্ষে ইংরেজ সেনাপতিদিগের যাবতীয় চেষ্টা ব্যর্থ হয়। চারিদিকে সৈনিক-দলে পরিবেষ্টিত থাকিলেও, তিনি কখনো এক জনপদ হইতে আর-এক জনপদে পদার্পণ করেন, কখন নিবিড় জঙ্গলে আত্মগোপনে উদ্যত হন, কখনো সহসা সৈন্য ও কামান সংগ্রহ করিয়া, প্রতিপক্ষের পরাক্রমস্পর্ধী হইয়া উঠেন, তাহা ইংরেজ সেনাপতিদিগের কাহারো গোচর হয় নাই। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ইংরেজ সেনাপতি জয়পুরের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু তাত্যা টোপে এই সংবাদ পাইয়া, জয়পুরের পরিবর্তে দক্ষিণদিকে প্রস্থান পূর্বক টঙ্কে উপনীত হন। কর্নেল হলমেস্ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হন। তাত্যা টোপে মধুপুর এবং ইন্দ্রগড়ের দিকে যাত্রা করেন। এই সময়ে

Generated on 2019-02-07 14:25 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

প্রবলবেগে বৃষ্টিপাত হওয়াতে চম্বল নদের জল বৃদ্ধি হইয়াছিল, সুতরাং তাত্যা টোপে ইন্দ্রগড় হইতে নদ পার হইতে না পারিয়া দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখে প্রস্থান পূর্বক বুঁদীতে উপনীত হন। বুঁদীর মহারাজ রাম সিংহ তাঁহার পক্ষ সমর্থন না করিয়া, দুর্গদ্বার অবরুদ্ধ করেন। তাত্যা টোপে অবিলম্বে সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্বক দক্ষিণ দিকে যাত্রা করেন। ৭ই আগস্ট কোটারিয়া নদীর তীরে ভিলবারা নামক স্থানে তাঁহার সহিত সেনাপতি রবার্টসের যুদ্ধ হয়। তিনি আপনার সৈন্য ও কামান লইয়া, অক্ষত শরীরে যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করেন। এই যুদ্ধে চতুর মরাঠা সেনাপতি সবিশেষ বুদ্ধিচাতুরীর পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার সৈনিক-দলের একাংশ বিপক্ষদিগকে ক্রমাগত বাধা দিতে থাকে। এদিকে সৈনিক-দলের প্রধান অংশ কামান লইয়া নদী পার হয়। সে সময়ে অশ্বারোহী সৈন্য না থাকাতে রবার্টস, তাত্যা টোপের পশ্চাদ্ধাবিত হইতে পারেন নাই। পরদিন অশ্বারোহী সৈন্য উপস্থিত হয়। ইংরেজ সেনাপতি পশ্চাদ্ধাবনে প্রবৃত্ত হন। এ দিকে তদীয় সুচতুর প্রতিপক্ষ তাঁহার হস্ত পরিভ্রষ্ট হইয়া পড়েন।

তাত্যা টোপে স্বধর্মে নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। তিনি ১৩ই আগস্ট নাথদ্বার নামক স্থানে দেবদর্শনে গমন করেন। নিশীথকালে তীর্থস্থান হইতে প্রত্যাগত হইয়া শুনিতে পাইলেন যে, ইংরেজ-সৈন্য তাঁহার নিকটবর্তী হইয়াছে। এজন্য তিনি স্থানান্তরে প্রস্থানে কৃতসংকল্প হন। কিন্তু তাঁহার পদাতিকগণ একান্ত পথক্লান্তি প্রযুক্ত বিশ্রাম করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করে। তাহারা কহে যে, পরদিন প্রাতঃকালে কামানগুলি তাহাদের সঙ্গে যাইবে। অশ্বারোহিদিগের যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপ করিতে পারে। সুতরাং যুদ্ধ করা ভিন্ন তাত্যা টোপের আর কোনো গতি রহিল না।

পরদিন প্রাতঃকালে তাত্যা টোপে অধ্যুষিত স্থানের অবস্থা বিবেচনা করিয়া যে ভাবে সৈন্য সন্নিবেশিত করা উচিত, তাহা করিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার পক্ষে কোনোরূপ কৌশল বা কোনোরূপ বুদ্ধিচাতুরীর অভাব লক্ষিত হইল না। ১৪ই আগস্ট বেলা সাতটার সময়ে বনাস নদীর তীরে তাঁহার সহিত ইংরেজ-সেনাপতির যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু তদীয় সৈনিক-দল প্রতিপক্ষের পরাক্রমনাশে সমর্থ হইল না। তাত্যা টোপে চারিটি কামান ফেলিয়া, যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিলেন। তিনি চম্বল নদ পার হইবেন ভাবিয়া, একজন ইংরেজ সেনানায়ক ঐ নদের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু এই অধিনায়ক নদের তটে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, তটবিভাগে কয়েকটি অকর্মণ্য টাট্টু মাত্র রহিয়াছে। অপর তটবর্তী আম্রকাননের মধ্যে বিপক্ষগণ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। ইংরেজ অধিনায়কের প্রয়াস বিফল হইল। সুচতুর মহারাষ্ট্রীয় বীর তাঁহার হস্ত হইতে স্খলিত হইলেন।

তাত্যা টোপে চম্বল পার হইয়া, ঝালবার প্রদেশের রাজধানী ঝালরপত্তনে পোঁছিলেন। প্রসিদ্ধ জলিম সিংহের বংশধর পৃথ্বীসিংহ এই সময়ে ঝালরপত্তনের অধিপতি ছিলেন। ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের প্রতি তাঁহার অপারসীম অনুরাগ ছিল। তিনি মরাঠা সেনাপতিকে নিষ্কাশিত করিবার জন্য আপনার সৈনিক-দল একত্র করিলেন। কিন্তু এই সৈনিকেরা গোবালিয়রের সৈনিক-দলের ন্যায় ব্যবহার করিল। তাহারা আপনাদের অধিপতির পক্ষ সমর্থন না করিয়া, আক্রমণকারী মরাঠা সেনাপতির পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। তাত্যা

Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:25 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

টোপে রানার কামান, গোলাগুলি, ঘোটক, বলদ প্রভৃতি অধিকার পূর্বক তাঁহার প্রাসাদ পরিবেষ্টন করিলেন। পরদিন তাঁহার সহিত রানার সাক্ষাৎ হইল। তিনি রানার নিকটে যুদ্ধের জন্য অর্থ প্রার্থনা করিলেন। রানা পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে চাহিলেন। কিন্তু উহা আক্রমণকারীর নিকটে পর্যাপ্ত বোধ হইল না। রাও সাহেব, পেশওয়ের প্রতিনিধি স্বরূপ উপস্থিত হইয়া, রানার নিকটে পঁচিশ লক্ষ টাকা চাহিলেন। রানা অবশেষে পনর লক্ষ টাকা দিতে চাহিলেন; উহার মধ্যে পাঁচ লক্ষ প্রদত্ত হইল। কিন্তু রানা সেই রাত্রিতেই রাজধানী পরিত্যাগ পূর্বক মৌতে প্রস্থান করিলেন। কথিত আছে, তিনি প্রস্থানকালে রানী এবং পরিবারের অন্যান্য লোককে কতকগুলি বারুদ দিয়া কহিয়াছিলেন যে, যদি কেহ তাঁহাদের প্রতি কোনোরূপ অসদ্ব্যবহার করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে এই বারুদরাশি যেন তাঁহাদের আত্মবিসর্জনের সহায় হয়*।

তাত্যা টোপে পাঁচ-ছয়দিন ঝালরপত্তনে অবস্থিতি করেন। বর্ষার আবির্ভাবে চম্বলের পরিপুষ্টি ঘটিয়াছিল। সুতরাং তাঁহার পশ্চাদ্ধাবনকারী প্রতিপক্ষের উহা সহজে পার হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তিনি ঝালবারের রাজধানীতে পাঁচদিন নিরুদ্বেগে থাকিয়া, সংগৃহীত অর্থে আপনার সৈনিকদিগের বেতনাদি পরিষ্কার করেন। এই সময়ে তাঁহার সহচর রাও সাহেব এবং বাঁদার নবাব অপেক্ষাকৃত সাহসিক কর্মসাধনে সচেষ্ট হন। তাঁহারা তাত্যা টোপেকে কহেন যে, ইংরেজ-সৈন্যের উপস্থিতির পূর্বে যদি হোলকরের রাজধানীতে পেঁছিতে পারা যায়, তাহা হইলে তথাকার সৈনিকেরা তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইতে পারে। এইরূপ সম্মিলন ঘটিলে হোলকরের প্রজাবর্গ পেশওয়ের পক্ষসমর্থনও করিতে পারে। রাও সাহেবের প্রস্তাব অনুসারে তাত্যা টোপে ইন্দোরের অভিমুখে অগ্রসর হন। কিন্তু নলকেরা নামক স্থানে দুই-দল ইংরেজ-সৈন্য রহিয়াছে শুনিয়া, তিনি প্রাচীরবেষ্টিত রাজগড় নগরের নিকটে শিবির স্থাপন করেন। তদীয় প্রতিপক্ষগণ কিছুতেই তাঁহার পশ্চাদ্ধাবনে নিরস্ত ছিলেন না। তাত্যা টোপে যে দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, তাঁহারাও সেইদিকে যাইতেছিলেন। একজন ইংরেজ সেনানায়ক পরদিন প্রাতঃকালে রাজগড়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, মারাঠা সেনাপতি আপনার সৈনিক-দল লইয়া অদৃশ্য হইয়াছেন। ইংরেজ সেনাপতি পথমধ্যবর্তী কামানের চাকা ধরিয়া, অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূরে তিনি বিপক্ষদিগকে দেখিতে পাইয়া, আক্রমণ করিলেন। তাত্যা টোপে কামান ফেলিয়া যুদ্ধস্থল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি অতঃপর বেত্রবতী নদীর উভয় পার্শ্ববর্তী আরণ্য ভূভাগে কিয়ৎকাল পরিভ্রমণ করেন। শেষে পূর্বাভিমুখে প্রস্থান পূর্বক শিরোঞ্জ নামক স্থানে উপনীত হন।

বর্ষাপ্রযুক্ত সমগ্র জুলাই মাস ইংরেজ-সৈন্যের বিশ্রাম সুখে অতিবাহিত হয়। যাহা হউক, রাজগড়ে তাত্যা টোপের পরাজয়ের পর একটি অভিনব ঘটনার আবির্ভাব হয়। গোয়ালিয়রের চুয়াল্লিশ মাইল দক্ষিণে নরবর অবস্থিত। এই জনপদ মহারাজ শিন্দের

* *Pursuit of Tantia Topee—Blackwood's Magazine, August 1860, p. 180.*

Generated on 2019-02-07 14:25 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

অধীন। নরবরের সর্দার মানসিংহ গোবালিয়রের দরবারের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া, উহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। তৎকর্তৃক পাওরী নামক দুর্গ অধিকৃত হয়। ইংরেজ-সেনানায়ক উপস্থিত হইলে তিনি কহেন, কেবল গোবালিয়রের দরবারের সহিত তাঁহার যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। ইংরেজের সহিত তাঁহার কোনোরূপ বিরোধ নাই। ইংরেজ-সেনাপতি উত্তর করেন, তিনি এই জনপদের শান্তিস্থাপনে নিয়োজিত হইয়াছেন। যে ব্যক্তি যে কোনোরূপে হউক, শান্তির ব্যাঘাত জন্মাইবে, তিনি তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে বাধ্য। উভয়ের কথা শেষ হইল। যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিল। যুদ্ধস্থলে মানসিংহের পিতৃব্য অজিতসিংহ উপস্থিত হইলেন। ইংরেজ সেনানায়কের সৈন্য-সংখ্যা পর্যাপ্ত ছিল না, তাঁহার সাহায্যার্থে অপর সৈন্য আসিলে, দুর্গ আক্রান্ত হইল। ২৩শে আগস্ট রাত্রিকালে মানসিংহ এবং অজিতসিংহ নিবিড় বনভূমি দিয়া, দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাদের দলের কতিপয় পলাতক তাত্যা টোপের সহিত সম্মিলিত হইল।

এদিকে মরাঠা সেনাপতি শিরোঞ্জে আটদিন বিশ্রাম করেন, এই স্থান হইতে অরণ্য ভূভাগ দিয়া ইশাগড়ে উপস্থিত হন। উক্ত স্থলে রসদ প্রভৃতি সংগৃহীত হয়। অতঃপর তাত্যা টোপে চন্দেরির দুর্গ আক্রমণ করেন। মহারাজ শিন্দের একজন অনুগত সেনানায়ক এই দুর্গ রক্ষা করিতেছিলেন। তিনি কিছুতেই তাত্যা টোপের বশীভূত হইলেন না। তাত্যা টোপে বিফলমনোরথ হইয়া, মংগ্রাওলীর অভিমুখে প্রস্থান করেন। এই স্থানে তাঁহার সহিত ইংরেজ-সেনানায়কের কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ হয়। তিনি কামান ফেলিয়া, অক্ষতদেহে পলায়ন করেন। ইহার পর তাত্যা টোপে বেত্রবতী উত্তীর্ণ হইয়া, প্রথমে জাকলোন, ললতপুরে উপনীত হন। এইখানে তাঁহার সহিত রাও সাহেবের সাক্ষাৎ হয়। তাত্যা টোপে ললতপুরে অবস্থিতি করেন। রাও সাহেব পরদিন আপনার কামান ও সৈন্য লইয়া, অতিকষ্টে জাকলোনের নিবিড় জঙ্গল অতিক্রম পূর্বক বেত্রবতীর প্রায় ত্রিশ মাইল পূর্বে একটি জনপদে উপনীত হন। রাও সাহেব যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ-পূর্বক, পুনর্বার ললতপুরে তাত্যা টোপের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

ইহার পর কি করিতে হইবে নির্ধারণের জন্য উভয় সেনাপতি পরামর্শ করেন। নর্মদার উত্তর নিকটবর্তী জনপদের পথ তাঁহাদের সমক্ষে অবরুদ্ধ ছিল। ইংরেজ সেনাপতিগণ নানা স্থানে উপস্থিত হওয়াতে, তাঁহাদের পরিক্রমণের স্থল ক্রমেই সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং তাঁহারা নর্মদার উত্তর দিকে না থাকিয়া, আপনাদের পরিক্রমণের স্থল ভেদ-পূর্বক ঐ নদীর দক্ষিণ দিকে গমনে কৃতসংকল্প হইলেন। ইংরেজ-সেনাপতিগণ চারিদিকে তাঁহাদের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। ইহাঁদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ-পূর্বক দক্ষিণাভিমুখে গমন করা দুঃসাধ্য ছিল। কিন্তু তাঁহারা এই দুঃসাধ্যসাধনে সচেষ্ট হইলেন।

তাত্যা টোপে এবং রাও সাহেব ললতপুর পরিত্যাগ করিলেন। ইংরেজ সেনাপতিগণ চারিদিকে ইহাঁদের গন্তব্য পথের নির্ণয়ের জন্য যার পর-নাই চেষ্টা করিতেছিলেন। নদী উত্তরণের স্থলে, নিবিড় জঙ্গলের প্রান্তভাগে, জনপূর্ণ লোকালয়ে, যে স্থানে তাঁহাদের সুচতুর বিপক্ষের গমনের সম্ভাবনা ছিল, তাঁহারা সেই স্থানই অবরোধ করিবার চেষ্টা

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:25 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। রাও সাহেব ও তাত্যা টোপে নর্মদা উত্তীর্ণ হইলেন। পরাক্রান্ত পেশওয়েগণ যে প্রদেশে একসময়ে আপনাদের অসীম প্রতিপত্তি ও প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছিলেন, এখন সেই প্রদেশে তাঁহাদের আত্মীয় পদার্পণ করিলেন। নানা সাহেবের সেনাপতি এবং তাঁহার ভ্রাতার আগমনে বোম্বাই প্রেসিডেন্সি আন্দোলিত হইল। কিন্তু গবর্নর লর্ড এলফিনস্টোন শান্তি-রক্ষায় উদ্যোগী ছিলেন। মাদ্রাজের গবর্নর লর্ড হ্যারিসও বিপ্লবের নিবারণে চেষ্টা করিতেছিলেন। যাহা হউক, তাত্যা টোপের পথ অবরুদ্ধ রহিল না। তাত্যা টোপে একবার নর্মদা উত্তীর্ণ হইলেন। ইংরেজ-সৈন্য আসিতেছে শুনিয়া, তিনি পুনর্বার নর্মদা পার হইয়া গাইকবাড়ের রাজ্যে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। কারগী নামক স্থানে তিনি একজন ইংরেজ-সেনাপতি কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন। কিন্তু এই সেনানায়ক তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিতে পারিলেন না। তিনি বরোদার অভিমুখে পঞ্চাশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছেন, এমন সময়ে পশ্চাদ্ধাবনকারি ইংরেজ সৈন্যকে সমীপাগত জানিয়া, তিনি আবার নর্মদা পার হইয়া ছোট উদয়পুরে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে একজন সেনাপতি তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু তিনি ধৃত হইলেন না। বাণেশ্বরের নিবিড় অরণ্য এখন তাঁহার আত্মরক্ষার স্থল হইল। ইংরেজ-সেনাপতি এই স্থানে উপস্থিত হইলে, তিনি এই অরণ্য ভূভাগও পরিত্যাগ পূর্বক সাহস সহকারে উদয়পুরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আরাবলী পর্বতমালার আশ্রয়ে তিনি কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিতে পারিতেন, কিন্তু অপর একজন ইংরেজ সেনাপতি পথে উপস্থিত হওয়াতে, তিনি পুনর্বার অরণ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, অনন্তর সহসা জঙ্গল হইতে বহির্গত হইয়া, মন্দেশ্বরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই স্থানের ছয়মাইল দূরে রাত্রিযাপন করিয়া, তাত্যা টোপে তিনদিনে নীমচের একশত মাইল দূরে জীরাপুর নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। ইংরেজ সৈন্য কিছুতেই তাঁহার পশ্চাদ্ধাবনে নিরস্ত ছিল না। তিনি জীরাপুরে স্থিরভাবে থাকিতে না পারিয়া, বড়োদ নামক স্থানে পলায়ন করিলেন।

তাত্যা টোপে অতঃপর দীশায় উপনীত হন। ইংরেজ-সেনাপতি চরমুখে এই সংবাদ পাইয়া, তাঁহাকে আক্রমণ করেন। রাও সাহেব এবং ফিরোজ শাহ তাঁহার সহিত ছিলেন। তাঁহারা আশ্চর্যরূপে প্রতিপক্ষের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। তাত্যা টোপের কৌশলে ইংরেজ-সেনানায়কের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তাত্যা টোপে মুক্তিলাভ করিলেন বটে, কিন্তু কোন্ দিকে যাইবেন, কোন্ স্থানে উপস্থিত হইবেন, তাহা সহসা ঠিক করিতে পারিলেন না। প্রায় সমস্ত পথ অবরুদ্ধ হইয়াছিল। কেবল তাঁহার সমক্ষে জয়পুর দিয়া মারবাড়ের দিকের পথ বিমুক্তভাবে ছিল। তাঁহারা এই পথ অবলম্বন করিলেন এবং আলবার অতিক্রমপূর্বক ২১শে জানুয়ারি সকলে শিকার নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। একজন ইংরেজ-সেনানায়ক সংবাদ পাইয়া, তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। এই আক্রমণে তাত্যা টোপের সৈনিক-দল বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। যুদ্ধের দিন ফিরোজ শাহ তাত্যা টোপেকে পরিত্যাগ করিলেন। বাণেশ্বরের জঙ্গলে তাত্যা টোপের সহিত রাও সাহেবের অসদ্ভাব ঘটিয়াছিল। এখন সেই অসদ্ভাব বিবাদে পরিণত হইল। কথিত আছে, তাত্যা টোপে একান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। যেখানে সুবিধা ঘটিত, সেখানেই তিনি রাও

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:25 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

সাহেবকে ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইতেন। রাও সাহেব এখন তাঁহাকে পরিত্যাগ-পূর্বক আপনার অনুচরদিগকে সঙ্গে লইয়া, প্রস্থান করিলেন! এতদিন রাও সাহেব, ফিরোজ শাহ, মানসিংহ এবং অজিতসিংহ তাত্যা টোপের সহযোগী ছিলেন। এখন ফিরোজ শাহ অদৃশ্য হইলেন। আর তাঁহার কোনো সংবাদ পাওয়া গেল না। তাত্যা টোপের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া রাও সাহেব ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পদার্পণ করিলেন বটে, কিন্তু শেষে তিনিও ফিরোজ শাহের ন্যায় চিরদিনের জন্য প্রতিপক্ষের দৃষ্টিপথ-বহির্ভূত হইয়া পড়িলেন। অবশিষ্ট তিনজনের কথা সংক্ষেপে বর্ণনীয়। তাত্যা টোপে আপনার সৈন্য পরিত্যাগ-পূর্বক পারণ নামক স্থানের নিবিড় অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। এই সময়ে দুইজন পাচক ব্রাহ্মণ, একজন সহিস্ দুইটি ঘোড়া, এবং একটি টাট্টু তাঁহার সঙ্গে ছিল। শেষে সহিস তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল। এইরূপ অবস্থায় সেই নিবিড় অরণ্যে মানসিংহের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মানসিংহ কহিলেন,—'আপনি সৈনিকদিগকে ছাড়িয়া দিলেন কেন? এ কাজ আপনার ভালো হয় নাই?' তাত্যা টোপে উত্তর করিলেন,—'নানাস্থানে ধাবিত হওয়াতে একান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। এখন ভালোই করি, মন্দই করি, তোমার সঙ্গেই থাকিব।' পরিশ্রান্ত মরাঠা সেনাপতি পরিতপ্ত হৃদয়ে মানসিংহকে এই কথা কহিলেন।

কিন্তু তাত্যা টোপে যাঁহাকে আপনার প্রধান সহায় ভাবিলেন, যাঁহার সহিত একত্র অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, তিনি বন্ধুজনোচিত বিশ্বস্ততা দেখাইলেন না। মানসিংহ বন্ধুকে ধরিবার জন্য ইংরেজ-সেনানায়ক মীডের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। মানসিংহ পরিবারবর্গের সহিত ইংরেজের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। ইংরেজ তাঁহার জীবনরক্ষায় প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, ইংরেজের সাহায্যে তিনি প্রনষ্ট স্বত্বের উদ্ধারের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এখন তিনি ইংরেজ সেনানায়কের প্রস্তাব অনুসারে আপনার আত্মীয়, আপনার বন্ধু, আপনার বিপত্তিকালের প্রধান সহায়কে অবরুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। অজিতসিংহ তাঁহার পিতৃব্য, অজিতসিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার সহযোগী, তাঁহার ভূসম্পত্তির উদ্ধারের প্রধান উদ্যোগী, মহারাজ শিন্দের বিপক্ষতাচরণে প্রধান সহায়। স্বার্থান্ধ মানসিংহ এইরূপ আত্মীয়কেও ইংরেজের সাহায্যে ধরিতে চেষ্টা করিলেন। চেষ্টা ব্যর্থ হইল।

অজিতসিংহ ভ্রাতুষ্পুত্রের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া সসম্ভ্রমে পলায়ন করিলেন। অতঃপর মানসিংহ আপনার প্রধান বন্ধুজনের অনিষ্টসাধনে উদ্যত হইলেন। তাত্যা টোপের চরগণ সর্বদা ইংরেজের শিবিরে বিচরণ করিত। তাত্যা টোপে নিবিড় জঙ্গলে যাঁহার উপর নির্ভর করিয়াছিলেন, তিনি যে, ইংরেজের সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন, ইহা তাঁহার অবিদিত ছিল না। তথাপি মানসিংহের উপর তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি তাঁহার পরামর্শমতো আত্মগোপনের স্থল নির্দিষ্ট করিয়া লইয়াছিলেন। যখন মানসিংহ সেনানায়ক মীডের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, তখন তাত্যা টোপে নিরুদ্বেগে পারণের গভীর অরণ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই স্থানে থাকিয়া, তিনি তাঁহার পুরাতন সহযোগিগণের সংবাদ প্রাপ্ত হন। ইহাঁদের কেহ কেহ তাত্যা টোপেকে আহ্বান করেন। তাত্যা টোপে কর্তব্যনির্ধারণের জন্য মানসিংহের পরামর্শগ্রহণে উদ্যত হন। মানসিংহ

Digitized by Google   Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:25 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

স্থানান্তরে ছিলেন, তাত্যা টোপের প্রেরিত সংবাদ অবগত হইয়া, বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি তিনদিনের মধ্যে দেখা করিবেন।

মানসিংহ আপনার কথা রক্ষা করিলেন। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য ভিন্নরূপ হইল। ৭ই এপ্রিল—তৃতীয় দিনের গভীর নিশীথকালে মানসিংহ তাত্যা টোপের আত্মগোপনের স্থলে—পারণের সেই আরণ্য প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সাহায্যার্থে কিয়দ্দূরে বোম্বাই-এর সিপাহিগণ অবস্থিতি করিতে লাগিল। তাত্যা টোপে নিদ্রিত ছিলেন, নিদ্রিত অবস্থাতেই ধৃত হইলেন। ধৃত হইবার সময়ে বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর কঠোরতায় তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি ৮ই এপ্রিল প্রাতঃকালে সেনানায়ক মীডের শিবিরে আনীত হইলেন*।

সেনানায়ক মীড সিপ্রিতে সামরিক আইন অনুসারে তাত্যা টোপের বিচার করিলেন। তাত্যা টোপে ১৮৫৭ অব্দের জুন মাস এবং ১৮৫৮ অব্দের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া, অপরাধী হইলেন। তিনি আত্মপক্ষ-সমর্থনের জন্য কহিলেন,—'কাল্পী অধিকৃত হওয়া পর্যন্ত আমি যাবতীয় বিষয়ে আমার প্রতিপালক প্রভু নানা সাহেবের আদেশ পালন করিয়াছি। অতঃপর রাও সাহেবের আদেশ অনুসারে সমুদয় কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহার উপর একটি কথা ভিন্ন আমার আর কিছু বলিবার নাই। আমি কোনো ইউরোপীয় স্ত্রী-পুরুষ বা বালক-বালিকার প্রাণহানি করি নাই, কিংবা কোনো সময়ে কাহাকেও ফাঁশি দিতে অনুমতি দিই নাই।' এই যুক্তি বিচারালয়ে গ্রাহ্য হইল না। বিচারকগণ অপরাধীর প্রতি ফাঁশির আদেশ দিলেন। ১৮৫৯ অব্দের ১৮ই এপ্রিল সিপ্রিতে এই আদেশ কার্যে পরিণত হইল।

কর্নেল মালিসন্ উপস্থিত বিষয়-সম্বন্ধে এইভাবে লিখিয়াছেন,*—'সে সময়ে সাধারণ মত অনুসারে এই দণ্ডাদেশ সঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু আমার বোধহয়, উত্তরকালে উহার সমর্থন হইবে কি না, তদ্বিষয় সন্দেহ-স্থল। ইংরেজের অধিকারে তাত্যা টোপের জন্ম হয় নাই। তাত্যা টোপে জন্ম গ্রহণ করিয়া, ইংরেজের ভৃত্য-শ্রেণীতে নিবেশিত হন নাই। ১৮১২ অব্দে যখন তাঁহার জন্ম হয়, তখন তাঁহার প্রভু পশ্চিম-ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অংশের অধিপতি ছিলেন। যে জাতি তাঁহার প্রভুকে সম্পত্তিচ্যুত করিয়াছে, বিশ্বস্তভাবে এবং শ্রদ্ধাসহকারে সেই জাতির কর্মসম্পাদনে তিনি বাধ্য ছিলেন না। তদীয় প্রভুও তাঁহার ন্যায় ইংরেজের সহিত কোনোরূপ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন না। যখন সেই প্রভু, পেশওয়ের প্রনষ্ট অধিকারের পুনঃপ্রাপ্তির সুবিধা দেখেন, তখন তাঁহার মোসাহেব, তাঁহার অনুচর, তদীয় আদেশ পালন করিয়াছিলেন এবং তদীয় সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের অনুগামী হইয়াছিলেন। তাত্যা টোপে স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়াছিলেন যে, তিনি নরহত্যায় লিপ্ত হন নাই। তাঁহাকে নরহত্যাতেও অপরাধী করা হয় নাই। তিনি পূর্বতন পেশওয়ের পরিবারের মধ্যে একজন অনুচর ছিলেন। ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাতে তাঁহার উপর অপরাধের আরোপ করা হইয়াছিল। তিনি কেবল এই বিষয়েই

* *Pursuit of Tantia Topee, Blackwood's Magazine, August 1860, pp. 172-94.*

* *Indian Mutiny, Vol. III, pp. 380-81.*

Generated on 2019-02-07 14:25 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

অপরাধী বলিয়া নির্দিষ্ট হন, এবং কেবল এই অপরাধেই তাঁহার ফাঁশি হয়। সমস্ত ঘটনা আলোচনা করিলে সিদ্ধান্ত হইবে যে, তাঁহার শাস্তি, তাঁহার অপরাধ অপেক্ষা গুরুতর হইয়াছে। তিনি আপনার প্রভুর আদেশ পালন করিয়াছিলেন এবং অস্ত্রপরিগ্রহ পূর্বক সম্মুখ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

'হোফারকে* গুলি করিয়া বধ করাতে উত্তরকালে নেপোলিয়ন দোষী হইয়াছিলেন। হোফার এবং তাত্যা টোপের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। উভয়ে, যে জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই জাতির শাসনাধীন ছিলেন না। উভয়ে, যে জাতির অন্তর্নিবিষ্ট ছিলেন, সে জাতি বিদেশীয়-কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল। বিজিত জাতি কর্তৃক যে বিপ্লব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, উহার সহিত উভয়েরেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনোরূপ স্বার্থের সংস্রব ছিল না। উভয়েই, আপন আপন জাতির প্রতিনিধি স্বরূপ ছিলেন। উভয়েই অসামান্য ক্ষমতার সহিত পরাক্রান্ত জাতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। উভয়েই আপন আপন স্বদেশীয়গণের মধ্যে মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত। একজন অর্থাৎ ইউরোপীয় ব্যক্তি এখনোও পৃথিবীতে মহাপুরুষ বলিয়া গণ্য। অন্য জন অর্থাৎ মহারাষ্ট্রীয় পুরুষও সেইরূপ। কে বলিতে পারে যে, তাঁহার নাম চম্বল, নর্মদা ও পার্বতীর তীরবর্তী ভূখণ্ডে সম্মান ও অনুরাগের সহিত উল্লিখিত হয় না ?'

ফলতঃ তাত্যা টোপে বীরপুরুষ। খণ্ডযুদ্ধে তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি বারংবার রাজপুতনা এবং মালব ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। এই দুইরাজ্যের পরিধি ১,৬১,৭০ বর্গমাইল। এই বিস্তীর্ণ জনপদে পরিভ্রমণের সময়ে তিনি একবারও প্রতি-পক্ষের হস্তে পতিত হন নাই। অনেক ইংরেজ সেনাপতি তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন। অনেক স্থানে ইহাঁদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছে। অনেক যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইয়াছেন। তাঁহার কামান তদীয় হস্ত হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছে। তাঁহার সৈনিক-দল বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার দ্রব্যাদি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে। তথাপি তিনি আশ্চর্য-রূপে আত্মরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাকে ধরিবার জন্য ব্রিগেডিয়ার পার্ক ক্রমাগত নয়দিনে দুইশত চল্লিশ মাইল অতিক্রম করিয়াছেন। ব্রিগেডিয়ার সমারসেট নয়দিনে দুইশত ত্রিশ-

* আণ্ড্রস্ হোফার অস্ট্রীয়ার অন্তর্গত টাইরোলের অধিবাসী। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট কর্তৃক অস্ট্রীয়া আক্রান্ত হইলে টাইরোলের অধিবাসিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়। হোফার ইহাদের অধিনায়ক হন। ইঁনি যুদ্ধে এরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করেন যে, তিনদিনের মধ্যে বিপক্ষেরা ঐ প্রদেশ হইতে তাড়িত হয়। শেষে নেপোলিয়ন অস্ট্রীয়-সৈন্য পরাজিত করিয়া, টাইরোল প্রদেশের অধিকারী হন। হোফার স্বদেশের জন্য যুদ্ধ করিয়া, লুক্কায়িতভাবে থাকেন। তাঁহার একজন পূর্বতন বন্ধু তাহাকে ফরাসিদিগের হস্তে সমর্পণ করে। বিচারে তাঁহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। তিনি ১৮১০ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ঘাতকের নিক্ষিপ্ত গুলিতে দেহত্যাগ করেন। তাহার আত্মীয়েরা তৎপ্রতি সম্মান প্রদর্শনে বিমুখ হন নাই। তাঁহাদিগের কর্তৃক তাঁহার সমাধিস্থানে তদীয় প্রতিমূর্তি স্থাপিত হয়

Digitized by Google　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:25 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

মাইল পুনর্বার আটচল্লিশ ঘণ্টায় সত্তর মাইল গিয়াছেন। কর্নেল হল্‌মেস্‌ চব্বিশ ঘণ্টার কিছু অধিক সময়ের মধ্যে বালুকাময় মরুভূমি দিয়া, চুয়ান্ন মাইল পথ অতিবাহন করিয়াছেন। ব্রিগেডিয়ার হোনার চারিদিনে একশত পঁয়তাল্লিশ মাইল গিয়াছেন। তথাপি ইহাঁদের কেহই তাত্যা টোপেকে ধরিতে পারেন নাই। তাত্যা টোপে এমন সুকৌশলে নিবিড় অরণ্যে আত্মগোপন করিয়াছেন, এমন চতুরতার সহিত দুস্তর নদী উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এমন ক্ষিপ্রকারিতা-সহকারে একস্থান হইতে স্থানান্তরে গিয়াছেন যে, তাঁহার পরাক্রান্ত প্রতিপক্ষগণ বহু সৈন্যের সাহায্যেও তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি যে বন্ধুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, অবশেষে সেই বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় ধৃত হন। তাঁহার অবরোধের সহিত মধ্য-ভারতবর্ষের যুদ্ধ শেষ হইয়া যায়। এই ভূখণ্ড হইতে তাত্যা টোপের নাম বিলুপ্ত হয় নাই*।

* এই ইতিহাসের তৃতীয় ভাগে (১৫১ পৃষ্ঠা) লিখিত হইয়াছে যে, কে সাহেব সতীচৌরাঘাটের নরহত্যায় তাত্যা টোপেকে দোষী বলিয়াছেন (*Sepoy War, Vol. II, pp. 340-41, note.*) কিন্তু এইরূপ নির্দেশের বিরুদ্ধে অন্য প্রমাণ আছে। লক্ষ্ণৌর চর মহম্মদ আলী খাঁ ফর্‌বস্‌ মিচেল সাহেবকে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্ট বোধহয় যে, কোনোরূপ নরহত্যায় তাত্যা টোপে লিপ্ত ছিলেন না (এই গ্রন্থের ২৬৩-৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:25 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

চতুর্থ অধ্যায়

সিপাহী-যুদ্ধের শেষভাগের ঘটনা—সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধের অবসান—উপসংহার—পরিশিষ্ট

১৮৫৮ অব্দের শেষভাগে প্রধান সেনাপতি স্যার কোলিন্ কাম্প্‌বেল লক্ষ্ণৌ অধিকারের জন্য লর্ড উপাধি পাইয়া, লর্ড ক্লাইড্ নামে প্রসিদ্ধ হন। লর্ড ক্লাইড্ অযোধ্যায় শান্তি স্থাপনের জন্য যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। তাঁহার চেষ্টা অনেকাংশে ফলবতী হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৫৯ অব্দ পর্যন্ত স্থানে স্থানে পরাক্রান্ত বিপক্ষেরা বিপক্ষতাচরণ করিতেছিলেন। আমিয়েটির রাজা লালমাধব সিংহ এবং শঙ্করপুরের রানা বেণীমাধব, অযোধ্যার বেগমের পক্ষ অবলম্বন পূর্বক ইংরেজের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। রাজা লালমাধব সিংহকে আত্মসমর্পণ করিতে বলা হয়। ১৮৫৮ অব্দের ৬ই নভেম্বর তিনি এই প্রস্তাব অনুসারে কার্য না করাতে ইংরেজ-সৈন্য তাঁহার দুর্গ আক্রমণ করে। লালমাধব উপায়ান্তর না দেখিয়া ১০ই নভেম্বর প্রধান সেনাপতির হস্তে আত্মসমর্পণ করেন। তাহার দুর্গ অধিকৃত হয়।

রানা বেণীমাধবও আত্মসমর্পণে অনুরুদ্ধ হন। কিন্তু তিনি বেগম হজরৎ মহল এবং তাঁহার পুত্রের জন্য এই অনুরোধ পালন করেন নাই। লর্ড ক্লাইড্ ১৫ই নভেম্বর তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। বেণীমাধব আপনার সশস্ত্র সৈনিক-দল, পরিবারবর্গ এবং অর্থাদি লইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করেন। ইংরেজ-সৈন্য ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া, তাঁহার অনুসরণ করে। বেণীমাধব দন্দিয়াখেরা নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইংরেজ-সৈন্য এই স্থানের নিকটবর্তী বিধোরা নামক পল্লীতে উপস্থিত হইলে, বেণীমাধবকে আত্মসমর্পণের জন্য পুনর্বার অনুরোধ করা হইল। কিন্তু দেড় ঘণ্টা অতীত হইয়া গেল, বেণীমাধবের নিকট হইতে কোনো সংবাদ আসিল না। সুতরাং প্রতিপক্ষগণ তাঁহার অধ্যুষিত স্থানের অভিমুখে অগ্রসর হইল*। দন্দিয়াখেরার যুদ্ধে রানা বেণীমাধব যথোচিত সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে তাঁহার সৈনিক-দল সাতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ইহাতেও বেণীমাধব বিজেতার বশীভূত হইলেন না। ইংরেজ-গবর্নমেণ্টের উপর তাঁহার প্রগাঢ় বিদ্বেষভাব ছিল। অযোধ্যা অধিকৃত হইলে যখন পুনর্বার ভূমির বন্দোবস্ত হয়, তখন তিনি আপনার অধিকৃত দুইশত তেইশখানি গ্রামের মধ্যে একশত উনিশখানি গ্রামের স্বত্ব হইতে বিচ্যুত হন**। নবাবের অধিকারে তাঁহার ভূসম্পত্তি সুরক্ষিত ছিল। সুতরাং তিনি নবাবের আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ সমর্থনে কিছুতেই নিরস্ত থাকেন নাই! তিনি নিমকের সম্মান রক্ষার জন্য স্বার্থত্যাগের একশেষ প্রদর্শন করেন। হজরৎ মহল এবং ব্রিজিস্ কাদেরের আদেশ পালনে তাঁহাকে কখনোও ঔদাস্য প্রকাশ করিতে দেখা যায় নাই। তাঁহাদের জন্য এই পরাক্রান্ত ভূস্বামী আপনার

---

* *Lieut. General Shadwell, Life of Lord Clyde. Vol. II, p. 342.*

** *Martin, Indian Empire. Vol, II, p. 497., note.*

Generated on 2019-02-07 14:25 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

দুর্গ, আপনার সম্পত্তি, আপনার অনুচরবর্গ,—সমস্তই পরিত্যাগ পূর্বক নেপালের পার্বত্য প্রদেশে—তরাই-র অস্বাস্থ্যকর জঙ্গলে লুক্কায়িতভাবে অবস্থিতি করেন।

যাঁহারা এই ভয়াবহ অভিনয়ের প্রধান পরিচালক ছিলেন, তাঁহারা একে একে রঙ্গক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইলেন। মৃত্যু কাহাকে কাহাকে শোণিতময় ভীষণ কর্মক্ষেত্র হইতে চিরদিনের জন্য অন্তরিত করিল। দুর্গম অরণ্য বা দুরারোহ পর্বতমালা কাহাকে কাহাকে চিরকালের মতো অবরুদ্ধভাবে রাখিল। ফৈজাবাদের মৌলবী এবং ত্যাতা টোপে প্রভৃতির অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। গণ্ডার রাজা দেবী বক্স নেপাল তরাইতে পলায়ন করেন*। পৃথ্বীপাল সিংহ প্রভৃতি অযোধ্যার অন্যান্য রাজা বিপক্ষতা পরিত্যাগ পূর্বক ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বশীভূত হন। ফরাক্কাবাদের নবাব আত্মসমর্পণ করিলে তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করা যাইবে বলিয়া, ইংরেজ রাজ-পুরুষ মেজর বারো স্বীকার করিয়াছিলেন। এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন পূর্বক উপস্থিত হওয়াতে গবর্নর জেনেরল নবাবের প্রাণদণ্ড রহিত করেন। নবাব আপনাদের পুণ্যভূমি মক্কায় গমনে কৃতসংকল্প হন। ১৮৫৯ অব্দে ৭ই জানুয়ারি মেন্দি হুসেন আত্মসমর্পণ করেন**। বাল রাও নেপালের পার্বত্য প্রদেশে আত্মগোপনে বাধ্য হন***। ঐ দুর্গম ভূমি হজরৎ মহলের আশ্রয়স্থল হয়। ১৮৫৮ অব্দের জুলাই মাসে বেরিলীর কোতয়াল তাহির বেগ কর্তৃক খাঁ বাহাদুর খাঁ ধৃত হন। কয়েক দিন পরে বেরিলীর কোতয়ালীতে তাঁহার ফাঁশি হয়****। বাণপুরেরর অধিপতি এবং শাহগড়ের রাজা আত্মসমর্পণ করিলে গবর্নমেণ্টের আদেশে ল্যাহোরে গিয়া বাস করেন। মিথোলীর বৃদ্ধ রাজা আন্দামানে নির্বাসিত হন। বাঁদার নবাব আত্মসমর্পণ করিলে, গবর্নমেণ্ট তাঁহাকে বার্ষিক চারি-হাজার টাকা বৃত্তি দিবার বন্দোবস্ত করেন। কুমার সিংহের ভ্রাতা অমর সিংহকেও গবর্নমেণ্টের নিকটে আত্মসমর্পণ করিতে হয়। নানা সাহেব ও আজিম উল্লা খাঁ নিরুদ্দেশ হন। নানাকে ধরিবার জন্য ইংরেজের যাবতীয় চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তিনি কোথায় যাইতেন, কোন্ শিবিরে অবস্থিতি করিতেন, তাহা কেহই জানিত না। তিনি

* কথিত আছে, নেপাল তরাইতে ১৮৫৯ অব্দের নভেম্বর মাসে জঙ্গ বাহাদুরের সহিত যুদ্ধে বেণীমাধব তনুত্যাগ করেন। গণ্ডার রাজারও মৃত্যু হয়। তাঁহার পত্নী আত্মসমর্পণ করেন। অধিকন্তু বাল সাহেবেরও মৃত্যু ঘটে।—*Martin, Indiann Empire. Vol. II, p. 498, note.*

** *Shadwell; Life of Lord Clyde. Vol. II, p. 370.*

*** *Ibid*, Vol. II, *p. 371.*

**** ম্যাটিন সাহেব লিখিয়াছেন, জঙ্গ বাহাদুর কর্তৃক খাঁ বাহাদুর খাঁ ধৃত হন (*Indian Empire. Vol. II, p. 500*). কিন্তু ফরবস্ মিচেল ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, তিনি লিখিয়াছেন, তাহির বেগ কর্তৃক খাঁ বাহাদুর খাঁ ধৃত হন (*Reminiscences &tc. pp. 263-64*).

দিল্লীর নিকটবর্তী ঝঝরের নবাব এবং বলরামগড়ের রাজারও দিল্লীতে ফাঁশি হয়।

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:25 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

শিবিরে আছেন কিনা, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে অবিলম্বে তাহার প্রাণদণ্ড হইত*। সুতরাং সে সময়ে কেহই নানা সাহেবের কোনো সন্ধান করিতে পারে নাই। যাহা হউক, ১৮৫৯ অব্দে অযোধ্যার কোনো কোনো স্থানে অশান্তির আবির্ভাব ছিল। স্যার হোপ্ গ্রাণ্টের চেষ্টায় উহা তিরোহিত হয়। ঐ অব্দের মে মাসে ভয়ংকর বিপ্লববহ্নি সর্বাংশে নির্বাপিত হইয়া যায়।

এই ঘটনার পূর্বে দুর্দান্ত প্রতিপক্ষের সমক্ষে ইংরেজের অসীম প্রতাপ পরিব্যক্ত হয়। দুইশত বৎসর পূর্বে যাঁহারা সুবিস্তৃত ভারতের পনর কোটি প্রজার অদ্বিতীয় প্রভু ছিলেন, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এজেণ্টগণ ভারতের উপকূলবর্তী একটি সামান্য নগরে বাস করিবার অনুমতি প্রার্থনার জন্য যাঁহাদের সমক্ষে যুক্তকরে অবনত বদনে দণ্ডায়মান থাকিতেন, এখন তাঁহাদের বংশধর তাঁহাদের চিরপ্রসিদ্ধ দরবারগৃহ—দেওয়ান-ই-খাসে, তাঁহাদেরই অনুগৃহীত ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধস্তন কর্মচারিদের নিকটে বিচার-প্রার্থী হইলেন। ১৮৫৮ অব্দের ২৭শে জানুয়ারি ইউরোপীয় সৈনিক-কর্মচারিগণ, বৃদ্ধ বাহাদুর শাহের বিচারার্থে সমবেত হইলেন। তাঁহার উপর চারিদফা অপরাধ ধার্য হইল। চল্লিশদিনে বিচার শেষ হইয়া গেল। বিচারকগণ প্রধান প্রধান অপরাধে বাহাদুর শাহকে দোষী স্থির করিলেন। তাঁহার নির্বাসনদণ্ড হইল**। তিনি অপেক্ষাকৃত জনশূন্য স্থানে পরিবারবর্গের সহিত জীবনের অবশিষ্ট-কাল যাপনের জন্য পেগুতে (কোনো কোনো মতে রেঙ্গুনের তিনশত মাইল দূরবর্তী টঙ্ঘু নামক স্থানে) প্রেরিত হইলেন।

এই মহাবিপ্লবের সংঘাতে ভারতবর্ষে কোম্পানির রাজত্ব বিলুপ্ত হয়। শ্রীশ্রীমতী মহারানী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন। যে আইন অনুসারে এই পরিবর্তন ঘটে, তাহা ১৮৫৮ অব্দের ২রা আগস্ট মহারানী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। মহারানী পরবর্তী ১লা নভেম্বর ভারতবাসিদিগের মধ্যে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া, ভারত-সাম্রাজ্য শাসনে উদ্যত হন। যখন মহারানী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন লর্ড ডার্বি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। প্রথমে যেভাবে ঘোষণাপত্র লিখিত হইয়াছিল, তাহা মহারানী এবং তদীয় স্বামী যুবরাজ আলবার্টের অনুমোদিত হয় নাই। মহারানী আপনার আপত্তি নির্দেশ পূর্বক প্রধান মন্ত্রীকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি যেন তদীয় অত্যুৎকৃষ্ট ভাষায় ঘোষণাপত্রখানি লিখেন। তাঁহার মনে রাখা উচিত যে, একটি রানী শোণিতময় যুদ্ধের পর প্রাচ্য জনপদের বহুসংখ্যক প্রজার শাসনভার গ্রহণকালে, তাহাদিগকে ভাবী রাজত্বে ন্যায্য অধিকার দিয়া, আপনার শাসননীতি বুঝাইতেছেন। সুতরাং এইরূপ ঘোষণাপত্রে মহত্ত্ব, দয়াশীলতা, ধর্ম সম্বন্ধে উদারতার নিদর্শন থাকা উচিত এবং ভারতবাসী প্রজাগণ যে, ব্রিটিশ প্রজাদিগের সহিত সমানভাবে অধিকার লাভ করিবে, উহাতে তাহারও উল্লেখ থাকা বিধেয়। যে নারীর নামে কোটি কোটি ভারতবাসী ভক্তি-শ্রদ্ধাভরে অবনত-মস্তক হইতেছে, ভারত সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণের পূর্বক্ষণেই ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি তাঁহার এইরূপ সমদর্শিতা প্রদর্শিত হইয়াছিল। আর যিনি তাঁহার

* *Raikes, Notes on the Revolt &tc. p. 117.*

** *Trial of Ex-King of Delhi.*

Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated on 2019-02-07 14:25 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

সুখের—প্রীতির—শান্তির অদ্বিতীয় অবলম্বস্বরূপ ছিলেন, তিনিও এইরূপ সমদর্শিতার পরিপোষক হইয়াছিলেন। সুতরাং ঘোষণাপত্রখানি পুনর্বার লিখিত হয়, এবং এইরূপে উহা শ্রীশ্রীমতী মহারানী বিক্টোরিয়ার অসামান্য মহানুভবতা ও সমদর্শিতার পরিচয়স্থল হইয়া উঠে*। মহারানী ভারতবর্ষের প্রজালোককে অভয় দিতে বিমুখ হন নাই। যাহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইউরোপীয়দিগের নিধনে লিপ্ত হয় নাই, যাহারা অপরের প্ররোচনায় গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহারা যদি ১৮৫৯ অব্দের ১লা জানুয়ারির পূর্বে বশীভূত হয়, তাহা হইলে তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করা হইবে বলিয়া, মহারানী আপনার প্রজাবর্গকে আশ্বাসিত করেন।

এইরূপে ১৮৫৭-৫৮ অব্দের ভীষণ অভিনয়ের যবনিকা পতন হইল। এই মহাবিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসের একটি চিরস্মরণীয় প্রধান ঘটনা। এই ঘটনায় মানবের মহত্তর গুণের যেরূপ পূর্ণবিকাশ হইয়াছে, সেইরূপ তাহার নীচ প্রবৃত্তি, তাহার দুর্দান্ত ভাব, তাহার জিঘাংসা-সুলভ শ্বাপদ-প্রকৃতিও পরিস্ফুট হইয়াছে। অধিকন্তু এই ঘটনায় ইংরেজ আপনার অসামান্য শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। দিল্লীর অধিকারে, লক্ষ্ণৌর বিপন্ন স্বজাতির উদ্ধারে, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, রোহিলখণ্ড ও মধ্য-ভারতবর্ষের বিপ্লব-নিবারণে তাঁহারা যেরূপ একাগ্রতা, যেরূপ অধ্যবসায়, যেরূপ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেইরূপ বীরত্ব ও সাহসে বীরেন্দ্র সমাজের বরণীয় হইয়াছেন। পক্ষান্তরে এই বিপ্লবের কালে প্রতিপক্ষের দলেও প্রকৃত বীরপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে এবং বীররমণী অপূর্ব বীরত্ব দেখাইয়া, চিরপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

এই ঘটনা ভারতবাসীর অপরিসীম রাজভক্তির সাক্ষীস্বরূপ। উপস্থিত গ্রন্থের অনেকস্থলে এই রাজনিষ্ঠার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। প্রধানতঃ ভারতবর্ষের সৈনিকগণের গভীর উত্তেজনায় এই ঘটনা অধিকতর ভয়ংকরভাবে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু সমগ্র সৈনিকদলের মধ্যে বিশ্বস্ততার অভাব লক্ষিত হয় নাই। ভারতের অনেক সৈনিক-পুরুষ এই ঘোর বিপত্তিকালে ইংরেজের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, তাহাদের স্বদেশের, স্বজাতির, স্বধর্মের লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে বিমুখ হয় নাই। লর্ড রবার্টস্ লিখিয়া গিয়াছেন যে, শিখ এবং গুর্খা সৈন্য সাহায্য না করিলে দিল্লী অধিকৃত হইত না। স্যার হেনরি লরেন্সের সাদর আহ্বানে হিন্দুস্থানী সৈনিকগণ উপস্থিত না হইলে, লক্ষ্ণৌ কখনোও রক্ষা করা যাইত না। পঞ্জাবের ও সিন্ধুনদের অপর তীরস্থ লোকেরা যদি বিশ্বস্তভাবে না থাকিত, তাহা হইলে স্যার জন লরেন্স কলিকাতার উত্তর হইতে সমগ্র জনপদের অধিকারে সমর্থ হইতেন না**।

এই ঘটনায় নিরবচ্ছিন্ন কুফলের উদ্ভব হয় নাই। প্রবল ঝটিকা যেমন চারিদিকের

---

* ঘোষণাপত্রের ভাবানুবাদ পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইল।

** *Forty-One years &c. Vol. I, Preface, pp. VIII-IX.*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:25 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

দূষিত বায়ু বাহির করিয়া দেয়, উহার অবসানে যেমন প্রকৃতির প্রশান্তভাব লক্ষিত হয়, এই ঘোর বিপ্লবের শেষেও অপকৃষ্ট বিষয় সকল তিরোহিত ও শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। ১৮৫৭-৫৮ অব্দের পূর্বে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট এতদ্দেশীয় অধিপতিদিগের রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনাকালে, কোনো নির্দিষ্ট নিয়মের অনুবর্তী হইতেন না। যিনি যখন গবর্নর জেনেরল হইতেন, তখন তাহার অভিমতের উপর এতৎসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় অনেক পরিমাণে নির্ভর করিত। সুতরাং রাজ্যাধিপতিদিগের হৃদয় হইতে আশঙ্কা বা উদ্বেগ অন্তর্হিত হইত না। তাঁহারা আপনাদের পুরুষানুক্রমিক স্বত্বের জন্য সর্বদা চিন্তাযুক্ত থাকিতেন। এই ঘটনার অবসানে মহারানী ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ-কালে যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, তদ্দ্বারা উক্তরূপ আশঙ্কা ও উদ্বেগ অন্তর্হিত হইয়াছে। রাজপুরুষগণ তাঁহাদের প্রতি অধিকতর সমবেদনা প্রদর্শনে আগ্রহযুক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এইরূপ সমবেদনা-প্রযুক্ত যে প্রীতিবন্ধন ঘটিয়াছে, তাহারই দৃঢ়তা, লর্ড লিটনের সময়ে দিল্লীর প্রসিদ্ধ দরবারে প্রতিপন্ন হইয়াছে। যাঁহারা পূর্বপুরুষানুগত ভূসম্পত্তি হইতে স্খলিত হওয়াতে পথের ভিখারী হইয়াছিল বা দেনার দায়ে রাজস্ব-বিভাগের কর্মচারিদিগের বিচারে, যাহাদের সর্বস্বান্ত ঘটিয়াছিল, তাহারা যে, সুযোগ বুঝিয়া, এই ঘটনা অধিকতর ভয়ংকরভাবে পরিণত করিতে অভিনিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহা যথাস্থলে বিবৃত হইয়াছে। এই ভয়ংকর ঘটনাই শেষে, এই শ্রেণীর লোকের প্রকৃতি প্রশান্ত করিয়া তুলিয়াছে। রাজপুরুষেরা এখন ইহাদের সম্পত্তি সংরক্ষণে—ইহাদের স্বত্ব নির্ধারণে অধিকতর মনোযোগী হইয়াছেন। যে সিপাহিগণ হইতে এইরূপ ভীষণ ঘটনার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাই উত্তরকালে সেই সিপাহিদিগের ধর্মানুশাসন ও স্বত্বের সংরক্ষণ সম্বন্ধে গবর্নমেণ্টকে সমবেদনা দেখাইতে প্রবর্তিত করিয়াছে। লর্ড ডালহৌসীর সময়ে যাহার সূত্রপাত হইয়াছিল, এই ঘটনার পর তাহা সম্প্রসারিত ও সুব্যবস্থিত হইয়া উঠিয়াছে। রেলওয়ে টেলিগ্রাফ প্রভৃতি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডকে একীভূত করিয়াছে। অধিকন্তু এই ঘটনা বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে পার্থক্য দূর করিবার সহায় হইয়াছে। শ্রীশ্রীমতী মহারানীর ঘোষণাপত্র বিজেতা ও বিজিত, উভয়কেই গুণানুসারে সমান অধিকার সমর্পণ করিয়াছে। রাজ্যের শাসনকর্তারা প্রজালোকের অধিকার সামাজিক ব্যবস্থা, ধর্মানুগত নিয়ম প্রভৃতির সম্মানরক্ষায় পূর্বাপেক্ষা অধিকতর মনঃসংযোগ করিয়াছেন।

কি কি কারণে এই ভীষণ ঘটনার আবির্ভাব হইয়াছিল, তৎসমুদয় যথাস্থলে বিবৃত ও তৎসম্বন্ধে নানামত আলোচিত হইয়াছে। পররাজ্য গ্রহণে, পরকীয় স্বত্বের উচ্ছেদে, অধিকন্তু ইউরোপীয় সভ্যতার অদৃষ্টপূর্ব ও অচিন্তপূর্ব ফলদর্শনে লোকের মন নিঃসন্দেহ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। এই চাঞ্চল্যের সময়ে বসাযুক্ত টোটা সম্বন্ধে নানা কথা প্রচারিত হয়। ঐ সকল কথা লোকের হৃদয়নিহিত বিদ্বেষাগ্নির উদ্দীপনা-সম্বন্ধে অকার্যকর হয় নাই। সম্ভবতঃ টোটায় অপবিত্র দ্রব্য ছিল। উহাতে কি কি দ্রব্য দেওয়া

Generated on 2019-02-07 14:25 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

হইত, তখন গবর্নমেণ্ট তদ্বিষয়ের অনুসন্ধানে উদ্যত হন নাই।* যাহা হউক, নানা কারণে বিপ্লব ঘটিয়াছিল। এতদ্দেশীয়ের প্রগাঢ়রাজভক্তিসহকৃত পরাক্রমে ও বিশ্বস্তভাবে এবং ইংরেজের অসামান্য-বীরত্ব-সহকৃত সাহসে ও অধ্যবসায়ে উহার শান্তি হইয়াছে। ইংরেজ এই মহাবিপ্লবের কথা বিস্মৃতিসাগরে নিমজ্জিত হইতে দেন নাই। বস্তুতঃ, এই ঘটনা নরশোণিতের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলেও, মানবের প্রধান শিক্ষার বিষয়। উহা শাসক ও শাসিত, উভয়েরই হৃদয়ে কর্তব্যজ্ঞানের সঞ্চার করিয়াছে। উহাতে লোকচরিত্রের বিভিন্ন পরিবর্তন পরিব্যক্ত হইয়াছে। উহার বৈচিত্র্য ঐতিহাসিকের বর্ণনাচাতুরী প্রদর্শনের যেরূপ সহায় হইয়া উঠিয়াছে, পাঠকেরও সেইরূপ কৌতুহলের উদ্দীপন করিয়াছে। উহার অপরিসীম বৈচিত্র্য, উহার অন্তর্নিহিত বহুল্য উপদেশ, উহার অভাবনীয় ও অবারণীয় মহাশক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া, আমি কুড়ি বৎসরেরও অধিক কাল হইল, এই ইতিহাস প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। ঘটনাচক্রের বহুবিধ আবর্তনে আমার উদ্যম দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ ছিল। শেষে নানা বিঘ্ন অতিক্রম পূর্বক সংকল্পসাধনে পুনর্বার কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই। আশানুরূপ উপকরণের অভাবে আমার সংকল্পসিদ্ধির অন্তরায় ঘটিয়াছে। যাবতীয় উপকরণের সংগ্রহে এবং যথাস্থানে উহার বিনিয়োগে দেশকালের অনিবার্য গতি ও আমার প্রতিকূল হইয়াছে। আমি এই প্রতিকূলতার নিরোধে সমর্থ হই নাই। এখন আমার কর্ম শেষ হইল। আমি আমার সামান্য ক্ষমতা অনুসারে যাহা করিতে পারিয়াছি, কুড়ি বৎসরের পর এখন তাহা সহৃদয় পাঠকের হস্তে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করিলাম।

---

* ফরেস্ট সাহেব ১৮৫৭-৫৮ অব্দের সিপাহী যুদ্ধ সম্বন্ধে সৈনিক বিভাগস্থিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের সংগ্রহ করেন। উহাতে বসাযুক্ত টোটার বিষয় বিবৃত হইয়াছে। ১৮৫৭ অব্দের ৫ই মার্চ ৭০-সংখ্যক পদাতিক-দলের জমাদার শালিকরাম সিংহ বারাকপুরে প্রকাশ্যভাবে অভিনব টোটার ব্যবহারে অসম্মতি প্রকাশ করে। এই অপরাধে পরবর্তী ২১শে মার্চ সাময়িক বিচারালয়ে তাহার বিচার হয়। এই সময়ে কর্নেল আবটের সাক্ষ্যে বোধহয়, সম্ভবতঃ টোটায় সিপাহিদিগের অস্পৃশ্য বসা ব্যবহৃত হইত।—*Forrest, Selections from the Letters, Despatches and other State Papers; preseved in the Military Department of the Government of India, 1857-58. Appendix, p. 67. Comp. Lord Roberts, Forty-One years in India, Vol I, p. 431.*

উক্ত সংগ্রহের অন্যান্য স্থানেও এই বিষয়ের উল্লেখ আছে।—*Selections &tc. p. 3.* এই স্থলে আর একটি কথার উল্লেখ করা আবশ্যক। কেহ কেহ নির্দেশ করিয়াছেন যে, ইংরেজের রাজ্যে লোকের ধর্ম নষ্ট হইতেছে, এইরূপ ইঙ্গিত করিবার জন্য, চাপাটি গ্রামে গ্রামে প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু স্যার সৈয়দ আহম্মদ খাঁ নির্দেশ করিয়াছেন যে, চাপাটি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রেরিত হইলে লোক মনে করে যে, ওলাউঠা দূরীভূত হয়। এইরূপ সংস্কারবশতঃ উহা নানা স্থানে প্রেরিত হইয়াছিল।—*Causcs of the Indian Revolt, p. 3.*

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:25 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

পরিশিষ্ট

মহারানীর ঘোষণাপত্র

'আমি—বিক্টোরিয়া, জগদীশ্বরের প্রাসাদে গ্রেট ব্রিটেন ও আয়র্লণ্ড—এই সম্মিলিত রাজ্যের এবং ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়াতে উক্ত সম্মিলিত রাজ্যের যে সকল উপনিবেশ ও অধীন জনপদ আছে, তৎসমুদয়ের অধীশ্বরী ও ধর্মরক্ষাকারিণী।

'ভারতবর্ষের যে সকল প্রদেশ আমার অধিকারে আছে, এতদিন ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তৎসমুদয় শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে আমি পার্লামেণ্ট মহাসভার সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের উক্ত প্রদেশ সমূহের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতেছি।

'এই ঘোষণাপত্র দ্বারা সাধারণকে জানাইতেছি যে, আমি পার্লামেণ্ট মহাসভার পরামর্শে ও সম্মতিক্রমে ভারত সাম্রাজ্যের শাসনভার স্বহস্তে লইলাম। ভারতবর্ষের প্রজাবর্গের প্রতি আমার এই আদেশ যে, তাহারা প্রজার যথার্থ ধর্ম পালন করিবে, আমার এবং আমার উত্তরাধিকারিগণের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইবে, আমি ভারতবর্ষের শাসনকার্য নির্বাহের জন্য যে সকল কর্মচারী নিযুক্ত করিব, তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবে এবং তাঁহাদের আদেশ অনুসারে চলিবে।

'আমার বিশ্বস্ত অমাত্য ও প্রিয়পাত্র শ্রীযুক্ত চার্লস্ জন্ বাইকৌণ্ট কানিঙ্ বাহাদুরের প্রভুভক্তি, কর্মদক্ষতা ও সদ্বিবেচনার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া, আমি তাঁহাকে আমার ভারত সাম্রাজ্যের প্রথম বাইসরয় (রাজ-প্রতিনিধি) ও গবর্নর জেনেরলের পদে নিযুক্ত করিলাম। আমি, আমার কোনো প্রধান সেক্রেটরি দ্বারা সময়ে সময়ে যে সকল নিয়ম ও আদেশ প্রচার করিব, সেই সকল নিয়ম ও আদেশের অনুবর্তী হইয়া, বাইকৌণ্ট কানিঙ বাহাদুর ভারত-সাম্রাজ্যের শাসনকার্য নির্বাহ করিবেন।

'ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্য সময়ে যে সকল ব্যক্তি রাজকীয় কর্মে নিয়োজিত আছেন, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের আপন আপন কর্মে রাখা গেল। কিন্তু ভবিষ্যতে আমার যেরূপ ইচ্ছা হইবে, অথবা যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করা যাইবে, ঐ সকল কর্মচারীকে রাখা বা না রাখা, সেই ইচ্ছা ও সেই নিয়ম অনুসারে নির্দিষ্ট হইবে।

'এতদ্বারা ভারতবর্ষের ভূপতিগণকে জানান যাইতেছে যে, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁহাদের সহিত যে সকল সন্ধি ও তাঁহাদের নিকটে যে সকল প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আমি সেই সকল সন্ধি রক্ষা ও সেই সকল প্রতিজ্ঞা পালন করিব; আশা করি, ভারতবর্ষের ভূপতিগণও আমার ন্যায় সন্ধি রক্ষা ও প্রতিজ্ঞা পালন করিবেন।

'ভারতবর্ষে এখন আমার যে অধিকার আছে, তাহার আর বৃদ্ধি করিব না। অন্যে আমার রাজ্য আক্রমণ করিলে, তাহাদিগকে সমুচিত প্রতিফল দিতে ত্রুটি করিব না। যাঁহারা আমাদের পক্ষে আছেন, তাঁহাদিগকেও অপরের রাজ্য আক্রমণ করিতে দিব না। আমি ভারতবর্ষের ভূপতিদিগের অধিকার, পদ ও মর্যাদা, নিজের অধিকার পদ ও মর্যাদার মতো জ্ঞান করিব। দেশে শান্তি থাকিলে যেরূপ সুখ ও সৌভাগ্য ঘটিতে পারে,

Generated on 2019-02-07 14:25 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

ভারতবর্ষের ভূপতিগণ এবং আমার প্রজাবর্গও সেইরূপ সুখে ও সৌভাগ্যে কালযাপন করিবেন।

'রাজধর্মের পালন জন্য আমি অপরাপর প্রজার নিকটে যেরূপ প্রতিজ্ঞায় আবন্ধ আছি, ভারতবর্ষের প্রজাবর্গের নিকটেও সেইরূপ প্রতিজ্ঞায় আবন্ধ থাকিব। সর্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরের প্রসাদে আমি ঐ প্রতিজ্ঞার যথারীতি পালন করিব।'

'খ্রীস্টীয় ধর্মে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। এই ধর্মের আশ্রয় লইলে যে, সুখ ও সন্তোষ জন্মে, তাহাও আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করি। কিন্তু আমি আমার প্রজাবর্গ সম্বন্ধে এই বিশ্বাস অনুসারে কোনো কার্য করিব না। আমি প্রকাশ করিতেছি যে, কোনো ব্যক্তি তাহার বিশ্বাস মতো কোনো ধর্মসঙ্গত কার্যের অনুষ্ঠান করিলে অনুগৃহীত, নিগৃহীত বা উৎপীড়িত হইবে না। সকলেই আপনাদের বিশ্বাস অনুসারে আপন আপন ধর্মসম্মত কর্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে এবং সকলেই আমার অধিকারে তুল্যরূপে রক্ষিত ও প্রতিপালিত হইবে। যাঁহারা আমার অধীন ভারতবর্ষের শাসনকার্যে নিয়োজিত থাকিবেন, তাঁহাদিগকে আমি এই আদেশ দিতেছি যে, আমার কোনো প্রজার ধর্মে কোনো-রূপে হস্তক্ষেপ না করেন। যিনি হস্তক্ষেপ করিবেন, তিনি আমার যার-পর-নাই বিরাগভাজন ও কোপে পতিত হইবেন।

'আমার প্রজারা যে জাতি বা যে ধর্মাবলম্বী হউক না কেন, আপনাদের বিদ্যা, ক্ষমতা ও সচ্চরিত্রতাবলে গবর্নমেণ্টের অধীনে যে সকল কর্ম করিতে সমর্থ হইবে, তাহাদিগকে বিনা পক্ষপাতে সেই সকল কর্মে নিযুক্ত করা যাইবে।

'ভারতবর্ষীয়গণ আপন আপন পূর্বপুরুষ হইতে যে সকল ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হয়, তৎসমুদয়ের উপর তাহাদের যে কতো মায়া ও কতো যত্ন জন্মে, তাহা আমি সবিশেষ অবগত আছি। ঐ সকল ভূসম্পত্তিতে যাহার যেরূপ স্বত্ব ও অধিকার আছে, তাহাকে সেই স্বত্ব ও অধিকার হইলে বঞ্চিত করা হইবে না। কিন্তু তাহাকে গবর্নমেণ্টের প্রাপ্য অংশ যথানিয়মে দিতে হইবে। আইন প্রস্তুত করা ও আইন অনুসারে কার্য করার সময়ে ভারতবর্ষীয়দিগের প্রাচীন স্বত্ব ও প্রাচীন রীতিনীতির উপর দৃষ্টি রাখা যাইবে।

'কতকগুলি দুরাশয় লোকে অমূলক জনরব তুলিয়া দিয়া, তাহাদের স্বদেশীয়দিগকে প্রতারিত ও রাজবিদ্রোহে প্রবর্তিত করাতে দেশের অনেক অনিষ্ট ঘটিয়াছে। আমি এজন্য সাতিশয় দুঃখিত আছি। রাজবিদ্রোহ নিবারিত হওয়াতে আমাদের প্রভাব ও পরাক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে। যে সকল লোক প্রতারিত হইয়াছিল, এখন যদি তাহারা পুনরায় প্রজার ধর্ম অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহাদের অপরাধের মার্জনা করিব এবং তাহাদের প্রতি দয়া ও সৌজন্য দেখাইব।

'ভারতসাম্রাজ্য নিরুপদ্রব করিবার অভিপ্রায়ে, ইহার পূর্বে আমার প্রতিনিধি ও গবর্নর জেনেরল বাইকোণ্ট কানিঙ বাহাদুর একটি প্রদেশের অপরাধিদিগকে তাহাদের অপরাধ মার্জনা করিবার আশা দিয়াছেন। যাহাদের অপরাধ মার্জনার যোগ্য নয়, তাহাদিগকে যে যথোচিত শাস্তি দেওয়া হইবে, তিনি তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন। আমি

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:25 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

গবর্নর জেনেরলের কার্যের অনুমোদন করিতেছি। অধিকন্তু সাধারণের গোচরার্থে প্রকাশ করিতেছি যে,—

'যাহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমার ব্রিটিশ প্রজাদিগের নিধনে লিপ্ত ছিল, তাহারা ব্যতীত আর সকলের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হইবে।

'এই নরঘাতকদিগের প্রতি ন্যায়ানুসারে দয়া প্রদর্শিত হইতে পারে না।

'যাহারা জানিয়া-শুনিয়া, নিজের ইচ্ছায় নরঘাতকদিগকে আশ্রয় দিয়াছে, কিংবা যাহারা গত রাজবিদ্রোহে কর্তৃত্ব করিয়াছে, তাহাদের প্রাণদণ্ড হইবে না, কিন্তু অন্য উপযুক্ত দণ্ড হইবে। ঐ সকল লোককে যথাযোগ্য দণ্ড দিবার সময়ে বিবেচনা করিতে হইবে যে, উহারা কি অবস্থায় অন্যের কুমন্ত্রণায় ভুলিয়া রাজবিদ্রোহিদিগকে প্রশ্রয় দিয়াছিল। প্রতারকদিগের কুমন্ত্রণায় ভুলিয়া, যাহারা অত্যাচার করিয়াছে, তাহাদের প্রতি যথোচিত অনুগ্রহ প্রদর্শিত হইবে।

'এতদ্ব্যতীত যাহারা গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, তাহারা যদি আপনাদের গৃহে ফিরিয়া গিয়া শান্তভাবে বৈষয়িক কর্মে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের অপরাধের মার্জনা করা হইবে, এবং তাহারা যে অপরাধ করিয়াছিল, তাহা আর মনে করা হইবে না।

'অপরাধ মার্জনা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম উল্লিখিত হইল, যাহারা আগামী ১লা জানুয়ারির পূর্বে সেই সকল নিয়ম পালন করিবে, তাহাদের সকলকে ক্ষমা করা যাইবে এবং সকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শিত হইবে।

'ঈশ্বরের আশীর্বাদে শান্তি স্থাপিত হইলে, ভারতবর্ষের কৃষি-বাণিজ্য-সংক্রান্ত কার্যে যথোচিত উৎসাহদান, সাধারণের উপকারের ও শ্রীবৃদ্ধিসাধক বিষয়ের উৎকর্ষসাধন এবং ভারতবর্ষের প্রজাবর্গের উপকারের জন্য ভারত-সাম্রাজ্য শাসন করা হইবে। ভারতবর্ষের প্রজাবর্গের শ্রীবৃদ্ধি হইলেই আমি আপনাকে প্রবল ও পরাক্রান্তমনে করিব, প্রজারা সন্তুষ্ট থাকিলেই, আমি আপনাকে নিঃশঙ্ক ও নিরাপদ ভাবিব, এবং প্রজারা সন্তুষ্ট হইয়া, যে কৃতজ্ঞতা ও রাজভক্তি দেখাইবে, তাহাই আমি সর্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার জ্ঞান করিব। পরিশেষে প্রার্থনা এই, প্রজাবর্গের মঙ্গলার্থে এই সকল সঙ্কল্প যাহাতে আমি কার্যে পরিণত করিতে পারি, সর্বশক্তিমান্ জগদীশ্বর আমাকে এবং আমার আদেশে যাঁহারা রাজ্য শাসন করিবেন, তাঁহাদিগকে সেইরূপ ক্ষমতা দান করুন।'

Digitized by Google　Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:25 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

শ্রীমন্ত দামোদর রাওয়ের নামে আগ্রাপ্রবাসী মার্টিন সাহেবের পত্র

Your poor mother was very unjustly and cruelly dealt with, and no one knows her true case as I do. The poor thing took no part whatever in the massacre of the European resident of Jhansi in June 1857. On the contrary she supplied them with food for 2 days after they had gone into the Fort, got 100 matchlock men from Kurrura, and sent them to assist us; but after being kept a day in the Fort; they were sent away in the evening. She then advised Major Skene and Captain Gordon to fly at-once to Dattia and place themselves under the Raja's protection, but this even they would not do ; and finally they were all massacred by our own troops—the Police, Jail &c. Cas : Este. ...

...After the mutinious troops had quitted Jhansi, she certainly took possession of her country, when the two states Dattia and Tehree who could easily have protected our people, but would not, so much as raise a finger to help us, though the Orcha boundary was not more than a mile and half from the Jhansi parade grounds; and that of Dattia only 6 miles—with large bodies of armed men on their respective frontier watching the doings of our troops. Imagining that the Ranee being unprepared; and that they would with ease wrest her country from her hands, attacked her with their combined forces and were; from time to time, thrashed back by that gallant Lady. ... She sent Kharreetas to Col. Erskine at Jubbullpore, to Col. Fraser, Chief Commissioner of Agra; which I handed to him with my own hand, to hear her explanation, but No ?—Jhansi had been a by-word and was condemned unheard.'

—Letter from Agra, *dated 20th August, 1889.*

॥ সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস । পঞ্চম ভাগ সমাপ্ত ॥

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
Generated on 2019-02-07 14:25 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Generated on 2019-02-07 14:25 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

UNIVERSITY OF MICHIGAN
3 9015 06650 3494

Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

রজনীকান্ত গুপ্ত

সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস

Generated for guest (Massachusetts Institute of Technology) on 2019-02-07 14:24 GMT / http://hdl.handle.net/2027/mdp.39015066503494
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN